"ঘনবসময়ী গভীরা বক্রিমসুভগোপজীবিতা কবিভিঃ।
অবগাঢা চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ ॥"

# বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড
সপ্তদশ—অষ্টাদশ শতাব্দী

শ্রীসুকুমার সেন

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

(বর্ধমান সাহিত্য সভা)

ISBN 81-7215 025-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

# নিবেদন

বাঙ্গালা সাহিত্যেব ধাবাবাহিক ইতিহাসেব এই দ্বিতীয খণ্ডটিব সময়সীমা সপ্তদশ শতাব্দীব শুরু হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ।পাঠকদেব স্মবণে বাখিতে বলি যে আসলে ষোডশ ও সপ্তদশ শতাব্দীব মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যে সঠিক স্তরভেদ কবা যায় না তবে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যে অবশাই কবা যায। প্রথম ও দ্বিতীয খণ্ডেব মধ্যে প্রকাশের যে বিলম্ব হইল তাহাব মধ্যে যে কিছু-কিছু নূতন তথ্য জানিতে পাবিযাছি তাহা যথাসাধ্য দেখাইবাব চেষ্টা কবিযাছি।

সাহিত্য-অকাদেমি কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত 'কবিতাসমুচ্চয়' নামক সঙ্কলনটির প্রতি আগ্রহী পাঠকদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতেছি।

**গ্রন্থকার**

## সংকেত-অক্ষর

এ = এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি (নিজস্ব সংগ্রহ)
ক = কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের পুথি
গ = এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি (গভর্নমেন্ট সংগ্রহ)
প = বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথি
প (চি) = ঐ চিত্তবঞ্জন সংগ্রহ
প-ক-ত = পদকল্পতরু
বা-প্রা-পু-বি = বাঙ্গালা প্রাচীন পুথিব বিববণ
র-সা-প-প = বঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা
বি = বিশ্বভাবতীর পুথি
শ্রী = শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদেব পুথি
স = বর্ধমান সাহিত্য সভাব পুথি
সা-প-প = বঙ্গীয সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকা
হি-ব্র-লি = হিস্ট্রি অব্ ব্রজবুলি লিটাবেচাব

# বিষয়সূচী

**প্রথম পরিচ্ছেদ : মোগল শাসন ও সপ্তদশ শতাব্দী** ১-৯

১ মোগল-শাসনে সংক্রম ও বিক্রম ১-৪ , ২ বৈষ্ণবতাব বিচিত্র বিকাশ ৪-৫ , ৩ অন্য ভাষাব প্রভাব ৫-৬ , ৪ নূতন পাঞ্চালীকাব প্রবেশ ও কীর্তনশিল্পের সৃষ্টি ৬-৮ , ৫ পোর্তুগীজ প্রভাব ৮

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পদাবলী ও কৃষ্ণলীলা কাব্য** ১০-৪৬

১ পদাবলী উপক্রম ১০ , ২ নেপালে পদাবলী ১১-১৩ , ৩ মল্লভূমে ও শিখবভূমিতে পদাবলী ১৩-১৪ , ৪ অন্য বাজসভায পদাবলী ১৪-১৬ , ৫ বিষয়ে অভিনবত্ব ১৬ , ৬ "চণ্ডীদাস" ও "বিদ্যাপতি" ১৬-১৭ , ৭ কীর্তন পদ্ধতিব বিকাশ ১৭ ; ৮ ভাষামিশ্রণ ১৭-১৮ , ৯ অন্যান্য কবি ১৮-২৩ , ১০ রামপদাবলী ২৩-২৪ , ১১ কৃষ্ণলীলা কাব্যেব বকমফেব ২৪-২৮ , ১২ পবশুবাম রাযেব 'সঙ্গীতমাধব' ২৮-৩৩ , ১৩ ভবানন্দেব 'হরিবংশ' ৩৩-৪৩

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধ** ৪৭-৯০

১ সংস্কৃত হইতে অনুবাদের উপক্রম ৪৭ ৪৮ , ২ অনুবাদে যদুনন্দন ও হেমলতা ৪৮-৫২ ; ৩ ছোট-বড়ো বচনা ৫২-৫৩ , ৪ ঘনশ্যামেব 'গোবিন্দবতিমঞ্জবী' ৫৩-৫৪ , ৫ রামগোপাল-দাসেব 'বসকল্পবল্লী' ৫৪-৫৯ , ৬ বৈষ্ণবজীবনী ৫৯-৬৪ , ৭ বৈষ্ণব-সাধনানিবন্ধ ৬৪-৮১

**চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ভারত-আখ্যান ও রাম-কথা** ৯১-১০৯

১ ভারত-আখ্যানেব অনুসরণ ৯১ , ২ কাশীদাসি সংহিতা ৯২-৯৯ ; ৩ নিত্যানন্দ ঘোষ, বিচিত্র ভাবত-কাহিনী ও অন্যান্য ভারত-কথা বচয়িতা ৯৯-১০৪ ; ৪ "সঞ্জয়" ও "অদ্ভুত আচার্য" ১০৪-১০৬ ; ৫ অধ্যাত্ম-রামায়ণের অনুসবণ ১০৬

**পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ধর্ম-ঠাকুর-কথা** ১১০-১৮৭

১ গোড়ার কথা ১১০-১১৩ ; ২ "জালালি কলিমা" ১১৪-১১৮ ; ৩ রাজদেবতা ধর্ম-ঠাকুব ১১৮-১১৯ , ৪ সৃষ্টি কাহিনী ও ধর্ম-পূজাবস্তু ১১৯-১২১ , ৫ ময়ূবভট্ট ও বাণভট্ট ১২১-১২৩ ; ৬ ধর্মমঙ্গল কাহিনী ১২৩-১২৭ , ৭ খেলাবাম (?), শ্রীশ্যাম পণ্ডিত ও ধর্মদাসদ্বয ১২৭-১৩৩ , ৮ রূপবাম চক্রবর্তী ১৩৩-১৩৭ , ৯ রামদাস আদক ১৩৭-১৪০ , ১০ সীতারাম দাস ১৪০-১৪৭ , ১১ যাদুনাথেব হবিশ্চন্দ্র কাহিনী ১৪৭-১৫০ , ১২ ঘনবাম ও দ্বিতীয় কবিবত্ন ১৫০-১৫৩ , ১৩ বামচন্দ্র, নবসিংহ বসু ১৫৪-১৫৮ , ১৪ প্রভুরাম, হৃদয়রাম, দুই 'কবিচন্দ্র' ও বামনাবাযণ ১৫৮-১৬১ ; ১৫ মানিকবাম ১৬২-১৬৫ , ১৬ বামকান্ত বায ১৬৫-১৭১ , ১৭ বিভিন্ন পালা ইত্যাদি ১৭১-১৭২ , ১৮ ধর্মপুবাণ-অনিলপুবাণ ১৭৩-১৭৯

**ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : যোগীসিদ্ধ-কথা** ১৮৮-২২১

১ বিচার-বিশ্লেষণ ১৮৮-১৮৯ , ২ বিদ্যাপতিব 'গোবক্ষবিজয' নাটক ১৮৯-১৯১ , ৩ 'গোবক্ষবিজয়' কাব্য ১৯১-১৯৬ , ৪ গুরু-শিষ্য সংবাদ ১৯৬-১৯৭ , ৫ দেহ-তত্ত্ব নিবন্ধ ১৯৮-১৯৯ , ৬ গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী ১৯৯-২০৯ , ৭ গোপীচন্দ্র নাটক ২০৯-২১৩ , ৮ গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতী কাহিনীব বিস্তাব ২১০-২১৮

**সপ্তম পরিচ্ছেদ : মনসামঙ্গল** ২২২-২৫৩

১ বাস্তুপূজা ২২২-২২৩ , ২ কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ ২২৩-২২৮ , ৩ দ্বিতীয় ক্ষেমানন্দ ২২৮-২৩০ , ৪ বিষ্ণু-পাল ২৩০-২৩৭ ; ৫ কালিদাস, বসিক মিশ্র, কবিচন্দ্র, তৃতীয় ক্ষেমানন্দ, ও সীতারাম দাস ২৩৭-২৪০ , ৬ বংশীদাস ও চন্দ্রাবতী ২৪০-২৪২ , ৭ তন্ত্রবিভূতি, জগৎজীবন ঘোষাল ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্র ২৪২-২৪৫ , ৮ ষষ্ঠীবব, বাণেশ্বব ও অন্যান্য কবি-গাযক ২৪৫-২৪৭ ; ৯ বাইশ কবি ২৪৭-২৪৯

**অষ্টম পরিচ্ছেদ : পুরাতন ও নূতন দেবদেবী-মঙ্গল** ২৫৪-২৭৯

১ রামদেবের অভয়ামঙ্গল ২৫৪-২৫৫ , ২ হরিবাম, অকিঞ্চন ও জনার্দনের চণ্ডীমঙ্গল ২৫৫-২৫৬ , ৩ কৃষ্ণবামের বচনাবলী ২৫৬-২৭৪ ; ৪ অন্যান্য চণ্ডীকাব্য ২৭৪-২৭৫ , ৫ শিব-মাহাত্ম্য কাব্য ২৭৬-২৭৭

**নবম পরিচ্ছেদ : রোমান্টিক কাহিনী ও মুসলমান কবি** ২৮০-৩০৪

১ প্রণয-কাব্যে দেবতা ২৮০ ; ২ গোড়ার দিকে বিদ্যাসুন্দব কাহিনী ২৮১-২৮৩ ; ৩ দৌলত কাজীর রচনা ২৮৩-২৮৬ ; ৪ আলাওলেব বচনাবলী ২৮৬-২৯৮ ; ৫ "কোবেশী মাগন"-এর বচনা ২৯৮ ; ৬ সৈযদ সুলতানের বচনাবলী ২৯৮-৩০০ , ৭ মহম্মদ খানেব 'মুক্তাল-হোসেন' ৩০০-৩০২

**দশম পরিচ্ছেদ : অষ্টাদশ শতাব্দী** ৩০৫-৩১০

১ দেশেব অবস্থা ৩০৫-৩০৭ , ২ ভাষায পবিবর্তন ৩০৭ ; ৩ সাহিত্যে দ্বিধারা পুবাতন ও নূতন ৩০৮ , ৪ অন্য ভাষাব প্রভাব ৩০৮-৩০৯ , ৫ বৈষ্ণব ধর্মেব অনুকৃতি ও বিকৃতি ৩০৯

**একাদশ পরিচ্ছেদ : বিবিধ বৈষ্ণব-নিবন্ধ** ৩১১-৩৩৬

১ কৃষ্ণলীলা কাব্য ও পালা ৩১১-৩১৮ , ২ পুবাণেব অনুবাদ ও বিবিধ পুবাণ কাহিনী ৩১৮-৩২৩ , ৩ গীতগোবিন্দ ও বিবিধ রচনা ৩২৩-৩৩০

**দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : মহান্ত-জীবনী** ৩৩৭-৩৪৭

১ প্রেমদাস ৩৩৭-৩৩৯ : ২ চৈতন্যজীবনী ও অনুরূপ রচনা ৩৩৯-৩৪২ , ৩ আনন্দচন্দ্রদাসেব 'জগদীশচবিত্র' (বা 'জগদীশচবিত্রবিজয') ৩৪২-৩৪৪ ; ৪ নবহরি চক্রবর্তী ৩৪৪-৩৪৫ , ৫ 'জযদেবচবিত্র' ইত্যাদি ৩৪৫

**ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : পদাবলীসংহিতা ও কীর্তনগান** ৩৪৮-৩৫৮

১ বিশ্বনাথ, নরহবি-ঘনশ্যাম ও রাধামোহন ৩৪৮-৩৫০ , ২ পদকল্পতরু ৩৫০-৩৫১ ; ৩ গৌরসুন্দর ও দীনবন্ধু ৩৫১-৩৫২ , ৪ বাধামুকুন্দ, কমলাকান্ত, নিমানন্দ ও গৌরমোহন ৩৫২ ; ৫ নটবরদাস, উদ্ধবদাস, চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর ৩৫২-৩৫৪ , ৬ জগদানন্দ ৩৫৪-৩৫৫ , ৭ আখব, ছুট ও তুক ৩৫৬

**চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণকাহিনী ও ব্রতকথা** ৩৫৯-৩৯৫

১ রীতি পরিবর্তন ৩৫৯ , ২ রামকথা : নিবন্ধ ও পালা ৩৫৯-৩৬২ ; ৩ জগৎরাম ও রামপ্রসাদ ৩৬৩-৩৬৬ ; ৪ ভারতকথা . নিবন্ধ ও পালা ৩৬৭-৩৭০ ; ৫ শিবকথা : রামেশ্বর প্রভৃতি ৩৭০-৩৭২ ; ৬ বিবিধ চণ্ডীকথা ৩৭২-৩৭৬ ;

৭ স্থানীয় দেবীকথা . গঙ্গাধব ও পৃথ্বীচন্দ্র ৩৭৬-৩৭৭ ; ৮ বিবিধ দেবকথা ৩৭৮-৩৮০ ; ৯ গঙ্গাকথা : গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ৩৮০-৩৮১ ; ১০ সরস্বতীকথা ৩৮২-৩৮৩ ; ১১ লক্ষ্মীকথা ৩৮৩-৩৮৬ ; ১২ ষষ্ঠীকথা ও শীতলাকথা ৩৮৬-৩৮৭ ; ১৩ শুভচণ্ডীকথা ও কপিলাকথা ৩৮৭-৩৮৮

**পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : পীরের গাথা ও গান** ৩৯৬-৪১৪

১ গোডার কথা ৩৯৬-৩৯৭ , ২ সেকশুভোদয়ায় পীবের ছড়া ৩৯৭ , ৩ সত্যনাবায়ণ-সত্যপীর ৩৯৮-৪০৮ , ৪ মানিকপীব ৪০৮-৪০৯ , ৫ অন্যান্য পীব ৪১০-৪১১

**ষোড়শ পরিচ্ছেদ : খ্রীস্টীয় সাহিত্য** ৪১৫-৪১৯

১ ভাবতবর্ষীয ভাষায খ্রীস্টধর্ম-কথাব সূত্রপাত ৪১৫-৪১৬ , ২ দোম্ আন্তোনিও ৪১৭-৪১৮ , ৩ মনোএল্ দা অসুম্পসাম ৪১৮-৪১৯

**সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : বিদ্যাসুন্দর কাহিনী** ৪২০-৪৩৮

১ কাহিনীব গোডাব কথা ৪২০-৪২২ , ২ বলবাম (চক্রবর্তী) কবিশেখব ৪২২-৪২৩ , ৩ গোবিন্দদাস ৪২৩-৪২৪ , ৪ ভারতচন্দ্র বায় ৪২৪-৪৩২ , ৫ বাধাকান্ত মিশ্র ৪৩২-৪৩৩ , ৬ বামপ্রসাদ সেন ৪৩৩-৪৩৬ , ৭ বিবিধ কবি ৪৩৬-৪৩৭

**অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : নূতন দৃষ্টিমান্ দুই (?) কবি** ৪৩৯-৪৪৫

১ বামানন্দ যতী ৪৩৯-৪৪২ , ২ বামানন্দ ঘোষ ৪৪২-৪৪৪ , ৩ যতী-ঘোষ ভেদাভেদ ৪৪৪

**উনবিংশ পরিচ্ছেদ : বিবিধ আখ্যায়িকা ও গাথা** ৪৪৬-৪৬৪

১ জগন্নাথ সেনের হিতোপদেশ ৪৪৬-৪৪৭ , ২ হেযাৎ মামুদেব বচনাবলী ৪৪৭-৪৪৯ , ৩ বিবিধ কপকথা ৪৪৯-৪৫০ , ৪ গঙ্গাবামেব মহাবাষ্টা-পুবাণ ৪৫০-৪৫৩ , ৫ ছড়ায ও গাথায ইতিহাস ৪৫৩-৪৫৮ , ৬ স্থানীয দেব-দেবী বন্দনা ও অন্যান্য ছড়া ৪৫৮-৪৫৯ , ৭ আর্যা-তবজা ৪৫৯-৪৬১

**বিংশ পরিচ্ছেদ : মুসলমান লেখক : বিবিধ রচনা** ৪৬৫-৪৮১

১ "এছলামী-বাঙ্গালা"-ব সূত্রপাত ৪৬৫-৪৬৬ , ২ নসরুল্লা গরিবুল্লা সৈযদ হামজা ৪৬৬-৪৭০ , ৩ জৈনুদ্দিন ইউসুফ

খান শেখ চান্দ ৪৭০-৪৭১ ; ৪ সৈয়দ মর্তুজা ৪৭১ , ৫ মর্দন, ধর্মদাস ও বাধাচরণ গোপ ৪৭২ , ৬ গাজীমঙ্গল ৪৭২-৪৭৩ ; ৭ বিবিধ আধ্যাত্মিক-রোমান্টিক কাহিনী ৪৭৩-৪৭৮ , ৮ বিবিধ বন্দনা ৪৭৮-৪৭৯

**একবিংশ পরিচ্ছেদ : অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী-সন্ধি** ৪৮২-৫৩৮

১ বাঙ্গালা ছাপার প্রবর্তন ও খ্রীস্টীয় বচনা ৪৮২-৪৮৪ , ২ শতাব্দী-সন্ধিতে বিবিধ বচনা (ছাপা ও পুথি) ৪৮৪-৪৮৬ , ৩ ভক্তমাল ও অপব বৈষ্ণব-নিবন্ধ ৪৮৬-৪৯০ , ৪ কৌতুকবিলাস ৪৯০ , ৫ "রাজা" জযনাবাযণ ঘোষাল, 'দ্বিজ" বামচন্দ্র ও নন্দকুমাব কবিরত্ন প্রভৃতি ৪৯০-৪৯৭ , ৬ বামবসাযন ও অন্যান্য বাম-চরিতকথা ৪৯৭ , ৭ ছোট বড়ো বিবিধ পৌবাণিক নিবন্ধ ও পদাবলীব ধাবা ৪৯৭-৪৯৯ ,৮ বিবিধ সবস কাহিনী মূল ও অনুবাদ ৪৯৯-৫০২ , ৯ গদ্য বনাম পদ্য ৫০২-৫০৩ , ১০ উক্তি-প্রত্যুক্তি গাথা ৫০৩-৫০৯ , ১১ ঢপ-কীর্তন, নূতন পাঁচালী ও কৃষ্ণযাত্রা ৫০৯-৫১২ , ১২ দাঁড়া কবি ও বোলান গান ৫১২-৫১৩ , ১৩ শাড়ি গান ও জাবি গান ৫১৩-৫১৪ , ১৪ মালসী-গান ৫১৪ , ১৫ , খেউড ও কবি-গান ৫১৫-৫১৬ , ১৬ আখড়াই গান, নিধুবাবু ও শ্রীধব কথক প্রভৃতি ৫১৬-৫২০ , ১৭ নূতন পাঁচালীব জেব ৫২১-৫২৩ , ১৮ অধ্যাত্ম সঙ্গীত ও কর্তাভজাব গান ৫২৩-৫৩০

**পুনশ্চ** ৫৩৯-৫৪৪

**নির্ঘণ্ট** ৫৪৫-৫৭৪

# প্রথম পরিচ্ছেদ

## মোগল শাসন ও সপ্তদশ শতাব্দী

### ১ মোগল-শাসনে সংক্রম ও বিক্রম

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে আকবর বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। তবে তখনকার দিনের বাঙ্গালা দেশ বলিতে যে ভূভাগ বুঝাইত তাহার সর্বত্র মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে বেশ কিছুদিন সময় লাগিয়াছিল। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে আকবরের জীবৎকালে, বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে, বিশেষ করিয়া প্রত্যন্ত অঞ্চলে অল্পবিস্তর স্বাধীন পকেট ছিল। সেখানকার ভূস্বামীরা—সাধারণ কথায় "বারো ভুঁইয়া"—সকলেই পরে মোগল সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। সেই সময় হইতে আরংজেবের মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৭০৭) বাঙ্গালা দেশ বাদশাহের নিযুক্ত, দিল্লী হইতে প্রেরিত সুবেদারদের দ্বারা শাসিত হইত। আরংজেবের মৃত্যুর পর হইতে বাঙ্গালার সুবেদার প্রায়-স্বাধীন অধিকারী হইয়াছিলেন। অতএব সপ্তদশ শতাব্দীর প্রসঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ প্রান্ত হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশাব্দ অবধি আলোচনা করিতে হইবে। যদিচ সাহিত্যের ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এমন ধরাবাঁধা কালসীমানা খুব সার্থক নয়, তবুও বাঙ্গালা দেশের পোলিটিকাল ও ইকনমিক ইতিহাসের সঙ্গে তাহার অধিবাসীদের সামাজিক ও আর্থিক ইতিহাস সংনদ্ধ বলিয়া সাহিত্যের আলোচনায়ও ইতিহাসের কালক্রম সর্বথা উপেক্ষা করা যায় না।

মোগল-অধিকার কালে বাঙ্গালা দেশের প্রায় সবটাই এক অখণ্ড রাষ্ট্রশাসনের বাঁধনে আসিল। তবে প্রত্যন্ত, জাঙ্গল ও পার্বত্য অঞ্চলে স্থানীয় অধিকারীদের প্রজাশাসনের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রহিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তা-সেনাপতিরা বাদশাহের ফরমান লইয়া আসিতেন এবং কাজের মেয়াদ ফুরাইলে অথবা তাহার আগে ডাক পড়িলে রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতেন। বাঙ্গালা দেশের বিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্ব ছিল শুধু সময়মত অথবা হুকুম মাফিক খাজনা পাঠাইবার। তাঁহারা বাঙ্গালাভাষী ছিলেন না এবং বাঙ্গালা সংস্কৃতির প্রতি তাঁহাদের কোন আকর্ষণ ছিল না। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্য রাজশক্তির উপেক্ষিত ছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিকালে অল্প কিছুকাল মানসিংহ বাঙ্গালার

সুবেদার ছিলেন। বিষ্ণুভক্ত তিনি, বৃন্দাবনে গোস্বামীদের দেবকীর্তি স্থাপনে সাহায্য করিয়াছিলেন। শোনা যায় তিনি রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীব শিষ্যত্বপ্রার্থী হইয়াছিলেন। চৈতন্যের দেশ তাঁহার ভালো লাগিয়াছিল কিনা জানি না, তবে পুরীর দেবকীর্তির সংরক্ষণে তিনি যে যথোচিত যত্নবান্ হইয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য ইতিহাসে আছে। সুবেদার হইলেও মানসিংহ মুখ্যত ছিলেন যোদ্ধা-সেনাপতি এবং তাঁহার প্রধান কাজ ছিল অবাধ্য ভূস্বামীদেব বশে আনা। একাজে তিনি যথাসম্ভব বলপ্রকাশ না করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার সুবেদারির সময়ে তিনি দেশের পক্ষে যথার্থ ভালো কাজ হযতো কিছু কবিতেন। কিন্তু জাহাঙ্গীর তখ্‌তে বসিয়াই মানসিংহকে বাঙ্গালা দেশেব অধিকাব হইতে সবাইযা আনিয়াছিলেন। তাঁহাব স্থানে মুসলমান সুবেদাব আসিযাছিল। এতদিন পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান বাঙ্গালীর মধ্যে দূরপ্রতিবেশী-সুলভ একবকম বোঝাপডা ছিল। প্রথম হইতে যে ধর্ম ও ব্যবহার ঘটিত বিরুদ্ধতা ছিল চৈতন্যেব ধর্ম তাহা খানিকটা মিটাইযা আনিতেছিল। এখন অবাঙ্গালী মুসলমানেব আমদানিতে সে মিটমাটে কিছু বাধা পডিল। তাহাদেব ধন ও প্রতিপত্তি দেখিয়া বাঙ্গালী মুসলমানেব মুখ এবং পবে হিন্দু বাঙ্গালীব মুখ, বাজধানীব দিকে ঘুরিয়া গেল। বৈষ্ণবের কাছে বৃন্দাবন-মথুবা তখন খুব পবিচিত হইলেও অবৈষ্ণব বাঙ্গালী পশ্চিমমুখে টান শতাব্দীব শেষভাগ পর্যন্ত তেমন অনুভব কবে নাই, কেননা জাতেব গণ্ডী তখনও বেশ পাকাপোক্ত ছিল। মানসিংহ ও তাঁহাব উত্তরাধিকাবীদেব মতো বৈষ্ণবভাবাপন্ন বাজপুত-বাজসভায় বাঙ্গালী পণ্ডিত সাদবে স্থান পাইতেন। আবংজেবেব আমলে বৃন্দাবন-মথুবাব দেববিগ্রহ বিভিন্ন বাজপুত-বাজধানীতে স্থানান্তবিত হইবাব সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-পূজাবী ও বৈষ্ণব-পণ্ডিত ব্রজধাম ও বাঙ্গালা দেশ হইতে সেখানে গিযাছিলেন। এ ব্যাপাব বাঙ্গালা সংস্কৃতিব এক প্রসারহেতু বলিযা ধবিতে পাবি।

আগরা-দিল্লীব প্রত্যক্ষ শাসন সময়ে নূতন করিযা এবং খাজনা আদায়েব জন্য জমিদাবিব ও পত্তনিদারির ব্যবস্থা হইল আর সেই পথে নূতন একশ্রেণীর বডলোক দেখা দিল। ইঁহাবাই নবীন অভিজাত বলিযা গৃহীত হইলেন। ইঁহাবা সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন না। টোডরমল-মানসিংহের সময হইতে এবং তাহাব বেশ কিছুকাল আগে হইতেও, বাঙ্গালা দেশে পশ্চিমা হিন্দু কাববাবীব ও শ্রেষ্ঠীব আগমন হইতেছিল। ইহাদেব অনেকে এদেশে স্থায়ী হইলেন এবং কেহ কেহ জমিদাব-বংশেব সূচনা কবিলেন। অনেক নামকাটা সিপাহীও সদসৎ উপায়ে বিত্ত সঞ্চয় কবিযা ভূস্বামী হইল। বাঙ্গালা দেশে দূববাসী অবাঙ্গালীব কালে কালে আর্থিক অভিযানেব প্রসঙ্গে এই ব্যাপাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবও উল্লেখযোগ্য হইল ধনী বাঙ্গালীব মোগলাই জমিদাব বনিবাব মজ্জাগত স্পৃহা। এ স্পৃহা ক্রমশ বাডিয়াই চলিযাছিল।

সার্বভৌম মোগল শাসনেব ফলে উত্তবাপথে প্রাদেশিক বাজ্যসীমানায় বাধা না থাকায জলপথে কাশী-প্রযাগ-আগরা-মথুরা-বৃন্দাবন যাত্রা এবং স্থলপথে পুবী ও দক্ষিণ গমন অনেক সুগম ও নিরাপদ হইল। তীর্থযাত্রী বাঙ্গালীর সংখ্যাও দিন দিন বাডিতে লাগিল। সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ বানপ্রস্থেব মতো শেষ বয়সে গঙ্গাতীরে অথবা পুণ্য তীর্থে বাস ভদ্র বাঙ্গালীব চিরদিনেব কাম্য।[১] এখন সে কামনা আগেকাব চেযে অনেক বেশি লোকে মিটাইবার সুযোগ পাইল।

স্বাভাবিক ভাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং সেই সঙ্গে ধান-জমির উপর নির্ভরশীলতাও বাড়িতেছিল। সমুদ্রপথে বহির্বাণিজ্য অনেক কাল আগেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং ভদ্র ধনী বাঙ্গালীর জমিদার সাজার প্রবৃত্তির সঙ্গে অন্তর্বাণিজ্যেও বিমুখতা জন্মিতে লাগিল। সংসারের প্রয়োজন সামান্যই, সুতরাং শুধু জমির উপর নির্ভর করিয়া জমির মালিকের ও জমির চাষীর দিন মোটামুটি মন্দ চলে নাই। কিন্তু তাহাতে সাধারণ ভদ্র বাঙ্গালীর সংসার-জীবিকার মান পড়িয়া আসিতেছিল। যাহাদেব জমি নাই অথবা থাকিলেও পরিমাণে যৎসামান্য তাহাদেব আর্থিক অবস্থা শতাব্দীব শেষেব দিকে হীন হইযা পডিল। ভদ্র সমাজে ধনী ও দবিদ্রের মধ্যে স্পষ্ট বিভেদ আগে প্রায ছিল না। এখন তাহা ক্রমশ স্পষ্ট হইতে লাগিল। এখন বহু রাঢ়ীয ব্রাহ্মণ ও কিছু কাযস্থ বিবাহসূত্রে পূর্ববঙ্গে চলিয়া যায়। সেখানে গিয়া ইঁহাদেব মানমর্যাদাব এবং আর্থিক সঙ্গতির অনেক উন্নতি হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ববঙ্গেব সমসাময়িক সংস্কৃতি-সংযোগসূত্র, বৈষ্ণবসাহিত্যেব বাহিবে, এই সময়ে ইঁহাদের দ্বারাই দৃঢতব হইয়াছিল। বৈষ্ণবতাব সূত্রে ত্রিপুরা ও মণিপুরের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেব যোগাযোগ আবও ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল।

চৈতন্যেব ধর্মেব প্রভাবে সাধাবণ বাঙ্গালীব চিত্তসংস্কাব অনেকটাই সাধিত হইযাছিল। অ-ব্রাহ্মণ সাধারণ লোকেব মধ্যে শিক্ষাব—লেখাপড়াব—প্রসার বাডিতেছিল। বৈষ্ণব ঘবেব মেযেরাও কেহ কেহ পুরুষেব সমান শিক্ষালাভ কবিত। মোটের উপর কিন্তু ব্রাহ্মণের স্মৃতিশাসন দিন দিন কঠিনতব হইতেছিল। চৈতন্যেব ধর্ম হিন্দু-মুসলমানের মিলনেব একটা ভূমি প্রস্তুত করিযাছিল। সে ভূমিতে যাঁহারা মিলিত হইলেন তাঁহাবা অগৃহস্থ, সাধু। গৃহস্থদের জাতিবিভেদ পূর্বাপেক্ষা গাঢতব হইল। বিদ্যার মধ্যে স্মৃতির চর্চাই বেশি করিয়া হইতে লাগিল। ম্লেচ্ছ-সংসর্গ যতই বাডিতে থাকে ততই তাহা অধিকতব দূষ্য বলিযা প্রতীয়মান এবং স্মৃতিশাসন আবও বক্রচক্ষু হইতে থাকে। স্মৃতির অনুশাসনেব ক্ষেত্র সংসাবে ও গ্রামসমাজে সীমাবদ্ধ ছিল। সে সীমাব বাহিবে, অথবা অভ্যন্তবেও, গুরুতব কোন "সামাজিক" অপরাধ ঘটিলে তাহাব কোন নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয প্রতিকাব ছিল না। তা ছাডা, যেখানে ব্রাহ্মণ স্মৃতিশাস্ত্রের প্রণেতা এবং প্রযোক্তাও, সেখানে প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ সামাজিক দাযে পডিলে স্মৃতিশাস্ত্রেব দোহাই পাডিত না। এইসব কাবণে বাটীয ব্রাহ্মণ-সমাজে এক নূতন স্বয়ংক্রিয শাসনব্যবস্থা আপনা হইতেই গডিযা উঠিযাছিল। সে হইল কৌলীন্য প্রথা। আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা ও অন্যান্য দোষগুণ বিচাব কবিযা বাটীয ব্রাহ্মণদেব মধ্যে কযেকটি "থাক" বিন্যস্ত হইল। বিবাহকার্যেব জন্য থাকগুলিব সমীকবণ হইল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেবা দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইল—কুলীন আব শ্রোত্রিয-বংশজ। কুলীন ও শ্রোত্রীয়-বংশজেব মধ্যে বিবাহসম্পর্ক স্থাপনে অবাধ সুবিধা বহিল না। কুলীন পাত্রে কন্যা সমর্পণ কুলীনেব কৌলীন্য বাখিবাব শুল্কের মতো হইল এবং শ্রোত্রিয-বংশজেব পক্ষে তাহা সামাজিক মানবৃদ্ধিব সহাযক হইল। এই উপলক্ষ্যে কৌলীন্যেব শাস্ত্র—সাধাবণত সংস্কৃত শ্লোকমালা ও বাঙ্গালা ছডা, সাধাবণ নাম "কুলজী" বা "কুলপঞ্জী"—বচিত হইতে লাগিল। কুলজীশাস্ত্রী ঘটক-বামুনেবা ব্রাহ্মণসমাজে বিশেষ খাতিব পাইতে লাগিল। গোডার দিকে এই কৌলীন্য প্রথার ফল কি রকম হইয়াছিল তাহা বলিতে পাবি না, তবে যতই কাল যাইতে লাগিল ততই কৌলীন্যেব ফল বেশি কবিয়া বিষ ছডাইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে "বৈদিক"

ব্রাহ্মণ সমাজেও কৌলীন্য দেখা দিল। সকলেই কুলীনকে কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য ব্যাকুল হইল। এক এক জন কুলীন পুরুষ আট-দশ হইতে পঞ্চাশ-ষাট পর্যন্ত কুলীন কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে লাগিলেন। সে কন্যাদের বয়স পাঁচ (বা তাহারও কম) হইতে পঞ্চাশ (কিংবা তাহারও অধিক) অবধি। এই ব্যাপার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত অব্যাহত চলিয়া আসিয়াছিল। কৌলীন্যের ফলে কোন কোন কুলীন ব্রাহ্মণ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তবে অযথা বংশবৃদ্ধির ফলে অধিকাংশ কুলীন ব্রাহ্মণেব অবস্থা নিঃসন্দেহ পড়িয়া আসিতেছিল। নিষ্ক্রিয় রাঢীয় ব্রাহ্মণের অভাবনীয় সংখ্যাবৃদ্ধিব ও দারিদ্র্যের মূলে এই কৌলীন্যপ্রথা। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের কুলগর্ব অনেক দিনের। গোড়ার দিকে কুলগর্বের ভিত্তি ছিল বিদ্যাধিকার ও সদাচাব। এখন বিদ্যা হইল নিষ্প্রযোজন এবং সদাচার বলিতে কৌলীন্যরক্ষা। সুতরাং মানসিক সংস্কৃতিব দিক দিয়াও কুলীন ব্রাহ্মণ হীন হইযা পড়িল। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গালার সমাজে ও সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণেবই ছিল শেষ কথা। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ব্রাহ্মণ সে অধিকাব হারাইতে লাগিল। গ্রামেব নেতৃত্বে পণ্ডিত-ব্রাহ্মণের স্থান লইতে লাগিল জমিদাব-তালুকদাব-পত্তনিদাব। শেষোক্ত ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন, এবং তাঁহাদেব শিক্ষা ও সঙ্গতি যে সাধাবণত খুব বেশি ছিল এমন নয়। সুতরাং জমিদারসভায সাহিত্য-সংস্কৃতির পোষকতাব মূল্য বেশি ছিল না। তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাজবৎ ভূস্বামীদের কথা স্বতন্ত্র। দেবালয় প্রতিষ্ঠাব দ্বাবা এবং দেবসেবাব উপলক্ষ্যে আতিথ্য-আয়োজন করিয়া জমিদারেরা প্রকারান্তরে সংস্কৃতিব ধাবণে ও পোষণে যে কিছু পরিমাণে সার্থক হইয়াছিলেন সে কথা স্বীকার্য।

প্রধানত নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের ও গোপাল ভট্টেব শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্যেব দ্বাবা বৈষ্ণব-মতাবলম্বী গৃহস্থদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-গুরুবাদ প্রতিষ্ঠিত হইল ॥

## ২ বৈষ্ণবতার বিচিত্র বিকাশ

ষোডশ শতাব্দী শেষ হইবাব আগেই গৌডীয বৈষ্ণব-সমাজে গুরুবাদ অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। চৈতন্যেব কোন কোন ভক্ত, নিত্যানন্দ-অদ্বৈতেব বংশধবেবা ও তাঁহাদেব কোন কোন প্রধান ভক্ত "গোস্বামী" হইযা গুরুবংশেব পত্তন কবিযাছিলেন। বৃন্দাবনে শিক্ষাপ্রাপ্ত তিন বন্ধু—শ্রীনিবাস (ব্রাহ্মণ), নবোত্তম (কাযস্থ) ও শ্যামানন্দ (সদ্‌গোপ)—তিনটি বৃহৎ বৈষ্ণব গুরু সম্প্রদাযেব প্রতিষ্ঠাতা। সেকথা আগে বলিযাছি। বৈষ্ণব গুরু-মহান্তদেব অনুশীলিত ও অনুমোদিত সাধনব্যবস্থায পদাবলী-কীর্তন ও নামসংকীর্তন-বীতি সঙ্গীতেব ও লোকনৃত্যেব অভিনব প্রকর্ষ সম্পাদন করিল। বৃন্দাবনেব শিক্ষায় কীর্তন-গানে পশ্চিমা সঙ্গীতেব কিছু পবিমার্জন ঘটিল। "অষ্ট-প্রহব" ও "চব্বিশ-প্রহব" নামসংকীর্তন এবং ভোজন মহোৎসব—যাহাব সূত্রপাত করিযাছিলেন চৈতন্য পুরীতে এবং নিত্যানন্দ পানিহাটিতে—জনসাধাবণেব কাছে অভিনব উৎসব-সমাজেব উদ্দীপনা জাগাইযা দিল। বিষ্ণুপুবেব বাজসভার অনুকূলতায় বৈষ্ণবধর্ম একটি নূতন শিল্পের মধ্য দিযা প্রকাশপথ খুঁজিল। সে হইল মন্দিবশিল্প। বিষ্ণুপুরের বিশিষ্ট মন্দির ও নাটমন্দিরের পরিকল্পনায এবং পোডামাটিব ভিত্তিচিত্রে বাঙ্গালাদেশে শিল্পভাবনাব তথা বৈষ্ণবতার পথে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিরূপে দেখা গেল। ছোট ছোট দেবমন্দিব

প্রতিষ্ঠা সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ব্যাপকভাবে শুরু হইযাছিল। ইঁটের তৈয়ারি এইসব মন্দিরের বহির্ভিত্তি-চিত্রণও কাদায় ছাপ দিয়া আঁকা (ক্বচিৎ খোদাই কবা) পোডামাটিব ইঁটের। চিত্রের কোন কোন বিষয়ে উড়িষ্যার প্রভাব আছে—বিশেষত অশ্লীল ছবিতে। (শোনা যায় এসব অশ্লীল চিত্রের কিছু ম্যাজিক বা তুকতাক মূল্যও ছিল। তাহার মধ্যে প্রধান নাকি বজ্রপাত নিবারণ।) সপ্তদশ শতাব্দীর আগেকার মন্দির বেশি খাড়া নাই। যাহা আছে তাহাতে এবং শিব-শক্তির মন্দির ছাড়া অন্যত্র অশ্লীল চিত্র নাই বলিলেই হয়।[২]

সপ্তদশ শতাব্দী আরম্ভ হইবার অনেক পূর্বেই চৈতন্য কৃষ্ণের অবতার বলিযা গৃহীত হইয়াছিলেন। এই শতাব্দীতে গৌর-নিতাই রাধা-কৃষ্ণের মতোই যুগল-দেবতারূপে উপাসিত হইতে লাগিলেন। বিষ্ণুমূর্তির বদলে শালগ্রামের পূজা আগে হইতে প্রচলিত ছিল। এখন ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ ভদ্র গৃহস্থমাত্রেরই ভদ্রাসনে শালগ্রাম-পূজা অবশ্য-অনুষ্ঠেয় হইল। এখানে বৈষ্ণব-অবৈষ্ণবের মধ্যে কোনো ভেদ রহিল না।

ষোডশ শতাব্দী শেষ হইবার আগেই বৈষ্ণব ধর্ম অবৈষ্ণব গুহ্য সাধকদের—অর্থাৎ যোগী-তান্ত্রিক-সুফীদেব—আকর্ষণ করিতে শুরু করিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে এমন কোন কোন সাধক-সম্প্রদায বাহ্যত বৈষ্ণব বৈবাগীর আচার ও আচরণ অবলম্বন কবিলেন। প্রধানত ইঁহাদেব মধ্য দিযাই চৈতন্যেব ধর্ম ক্রমবর্ধমান আচার-বিচার ও সেবাপূজা ইত্যাদি বিধিভুক্ত পদ্ধতিব বহিবঙ্গতা এডাইয়া দেশের অন্তর্ভূমিতে নামিযা গিয়া সর্বত্র প্লাবিযা প্রচ্ছন্নভাবে বহিতে লাগিল। প্রধানত এই অনুবাগমার্গী সমাজবহির্ভূত সাধকদেব মধ্যেই চৈতন্যেব মনোধর্মেব সজীব বীজটুকু প্রচ্ছন্ন বহিযা গিয়াছিল। পরবর্তী শতাব্দীতে এই বীজ হইতে একাধিক অঙ্কুব বাহিব হইয়া ভাবুক মানুষেব সত্য ধর্মকে এবং বেশ কিছু পরিমাণে সাধাবণ বাঙ্গালীব চিত্তকে সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক নিযন্ত্রণের বাহিরে আনিয়া যেন অবোধপূর্বভাবে মুক্তিব দিশা দেখাইতে চেষ্টা কবিযাছিল। ইঁহারাই ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে আউল-বাউল-দববেশ-সাঁই-সহজিয়া-কর্তাভজা ইত্যাদি বিভিন্ন নামেব ছাপে চিহ্নিত (এবং বিভক্ত) হইযাছেন॥

### ৩ অন্য ভাষার প্রভাব

মুসলমান শাসনেব ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রজভাষা শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে অনেকটা পরিচিত হইয়াছিল। ফারসী তখন রাজকার্যের ভাষা, সুতরাং ফাবসীও অনেককে শিখিতে হইল। এই ফাবসীজ্ঞানের পথ দিযা হিন্দুস্থানীবও প্রবেশ বাঙ্গালাদেশে ঘটিযাছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর কোন কোন আখ্যাযিকাকাব্যে তাই পশ্চিমা ভাট ও সিপাইয়ের মুখে অথবা সম্ভ্রান্ত মুসলমান কিংবা পীবেব জবানিতে ব্রজভাষার ও হিন্দুস্থানীর প্রয়োগ দেখিতে পাই। অবাঙ্গালীর ভাষায বাঙ্গালীর লেখা কবিতা এইভাবে এখনই প্রথম মিলিল।

বাঙ্গালা ভাষায় ফাবসী ও আরবী শব্দের প্রবেশ সপ্তদশ শতাব্দী হইতে একেবারে অবারিত হইয়া গেল। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালা ভাষার মধ্যস্তরের অন্ত্যভাগ শুরু বলিয়া মনে করা হয়। এই স্তরবিভেদ অনেকটা ফারসী শব্দের আমদানীর পরিমাণ ও ফারসীর প্রভাবের উপর নির্ভর করিয়া কল্পিত ! কয়েকটি বিশিষ্ট ও মৌলিক তদ্‌ভব শব্দের ব্যবহার এই সময় হইতে পরিত্যক্ত হইল[৩] এবং সেগুলির স্থানে ফারসী (ও ফারসীর মারফৎ

আরবী অথবা তুর্কী) প্রতিশব্দ (যা আগেই বিকল্পরূপে চলিত হইয়াছিল) প্রতিষ্ঠিত হইল। যেমন,— হাওয়া, বাতাস ("বা", "বাই" স্থানে)[৪] , লাল ("বাতা" স্থানে) ; শিকার, শিকারী ("আহের", "আহেরি" স্থানে) ; চাকর ("নাড়া" স্থানে) ; ঠাকুর ("গোসাঁই" স্থানে) , মোহর ("মুদো" স্থানে) ; সিপাই ("পাইক" স্থানে) , জমি ("ভুঁই" স্থানে) ; মজুর, মজুরিয়া ("বেরুনিয়া" স্থানে) ; বেগার ("বেটা" স্থানে), ইত্যাদি। বেশ কিছু এমন ফারসী শব্দও নেওয়া হইল যেগুলির কোন প্রতিশব্দ বাঙ্গালায় ছিল না। যেমন,—আইন-কানুন, ফসল, মাহিনা, জামা, মোজা, বন্দুক, কাগজ, হিসাব, ইত্যাদি। অনেকগুলি নূতন বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে সেইসব বস্তুর পোর্তুগীজ নামও বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছিল। বিশিষ্ট ফারসী শব্দের মতো এগুলিও বাঙ্গালীর শব্দভাণ্ডারে স্থায়ী হইয়াছে। যেমন,—গরাদে, জানালা, বাল্‌তি, তোয়ালে, মিস্ত্রি, তিজেল, পরাত, ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে পোর্তুগীজ ভাষার উল্লেখযোগ্য সংস্পর্শ ঘটে নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় পোর্তুগীজ ভাষার প্রভাবের প্রশ্ন নাই। তবে পোর্তুগীজ পাদরিরা তাঁহাদের ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা গদ্যে ছোটখাট নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে অল্প কিছু মৌলিক রচনা, বাকি সব অনুবাদ। পোর্তুগীজ পাদরিদের লেখা গদ্যরচনার আদর্শ সম্ভবত রাগমার্গী বৈষ্ণব সাধকদের প্রশ্নোত্তরময় পুস্তিকায় গৃহীত হইয়াছিল এমন অনুমান বোধকরি অযথার্থ নয়। স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ব্যাবহারিক প্রয়োজনে বাঙ্গালা গদ্যের অনুশীলন সপ্তদশ শতাব্দীতে অপরিহার্য হইয়াছিল। (পূর্ববর্তী শতাব্দীতে এখানে সংস্কৃত ব্যবহৃত হইত, কেননা তখনকার দিনে শিক্ষিত মানেই সংস্কৃতজ্ঞ। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে কম-সংস্কৃত জানা শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা বাড়িতেছিল।) সরকারি দলিলপত্র সবই ফারসীতে লেখা হইত। তবে যেখানে কারবার বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গালীর সেখানে বাঙ্গালাই চলিত। কামতা-কামরূপ ও কাছাড়-ত্রিপুরার মতো অল্পবিস্তর স্বাধীন প্রত্যন্ত রাজ্যে সরকারি কাজেও বাঙ্গালা চলিত। বিষ্ণুপুরে, শ্রীনিবাস আচার্যের ও তাঁহার শিষ্য বা শিষ্যদের প্রভাবে, বৈষ্ণব ধর্মের মধ্য দিয়া সংস্কৃত বিদ্যা এই সব রাজসভায় বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। কিন্তু সেখানেও সরকারি কাজে বাঙ্গালা ওড়িয়া ফারসী এবং নাগরী (হিন্দুস্থানী) প্রয়োজন মতো চলিত। সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার তখন সম্ভাবনার সীমান্তের কাছেও ঘেঁষে নাই। তবে দলিলপত্রে এবং লোকমুখে ও গল্পকথায় গদ্যের দুইটি ভিন্ন ছাঁদ তখন আপনা আপনি গড়িয়া উঠিতেছিল। শেষোক্ত ছাঁদের কিছু প্রতিবিম্বন অ-বিশুদ্ধ সংস্কৃতে, গদ্যে লেখা 'সেকশুভোদয়া' বইটিতে পাই। সেকথা পরে বলিব ॥

### ৪ নূতন পাঞ্চালীকার প্রবেশ ও কীর্তনশিল্পের সৃষ্টি

সমসাময়িক সাহিত্য সম্পূর্ণভাবে ধর্মকথাশ্রিত হইলেও সপ্তদশ শতাব্দীর অধিকাংশ দীর্ঘ রচনায়—পুরাণের অথবা ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ-অনুসরণ না হইলে—বাহিরে ধর্মের রঙটুকু মাত্র ফুটিয়াছে, অন্তরে ধর্মের রসটুকু ধরে নাই, অর্থাৎ দেবতার প্রতি ভীতি যতটা আছে ভক্তি ততটা নাই। পরবর্তী শতাব্দীর কয়েকটি বিশিষ্ট রচনায় দেবতার সম্বন্ধে অনাগ্রহ আরও প্রকট হইয়াছে। সেখানে ভক্তি অত্যন্ত ফিকা এবং ভীতির স্থানে অভ্যস্ত সম্ভ্রম ও প্রণতি।

ধর্ম ও দেবতাকে যথাসম্ভব বাদ দিয়া (—নীতিতে নহে—) সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকখানি প্রেমকথাময় সুললিত আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছিল। লেখকেরা মুসলমান এবং তাঁহাদের উদ্দিষ্ট শ্রোতা-পাঠক আরাকানের রাজা অথবা রাজপুরুষ। সে রাজারা ধর্মে কি ছিলেন বা কি না ছিলেন জানি না। তবে শ্রোতা রাজপুরুষেরা ছিলেন বাঙ্গালী মুসলমান। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গলের কথা বাদ দিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন দিকে অভিনব ও মৌলিক বিকাশ হয় নাই। এ শতাব্দী যেন স্থিতিস্থাপনের কাল। পদাবলী-রচনার ধারা আগেকার পথেই প্রবাহিত ছিল। বিষয়ে ও বস্তুতে কোন বৈচিত্র্য দেখা দিল না। কোন বিশিষ্ট কবিও নূতন প্রাণের ও চিন্তার পরিচয় দেন নাই। তবে পদাবলীগানের পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য আসিতেছিল, কীর্তনের সুরে ও মৃদঙ্গের তালে-বোলে পরিমার্জিত শিল্পের সূক্ষ্মতা সঞ্চারিত হইতেছিল। কীর্তন-গানে বিভিন্ন পদ্ধতিরও উদ্ভব হইয়াছিল। এ সময়ে পদাবলীর বাহিরে বৈষ্ণব সাহিত্য বলিতে বৈষ্ণব পুরাণের ও গোস্বামী-গ্রন্থের অনুবাদ ও অনুসরণ। তাহাতে মৌলিকতা অথবা নূতনত্ব কিছু নাই। সেগুলি বৈষ্ণবদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রন্থের মতো। বৈষ্ণব-পদাবলী সংকলনের চেষ্টা এই শতাব্দী হইতেই রীতিমত শুরু হইল। এই শতাব্দীতে পুরাণ-কাহিনীতে সাধারণ শ্রোতার সমধিক আগ্রহের ও সমাদরের প্রমাণ পাই বিবিধ লেখক কর্তৃক পাণ্ডব-কথা ও রাম-কথা রচনার প্রচেষ্টায়। পুরাণ-অনুবাদের মতো এ প্রচেষ্টাও পরবর্তী শতাব্দীতে সমান অব্যাহত ছিল। দুই তিনটি চণ্ডীমঙ্গলও এই শতাব্দীতে লেখা হইয়াছিল। তবে সেগুলি সবই বৈশিষ্ট্যবর্জিত। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর কাহিনী খুব বেশি সমাদৃত ছিল। পূর্বে উত্তরে পশ্চিমে—বাঙ্গালা দেশের সর্বত্রই মনসামঙ্গলের সমাদর সাধারণ ও অশিক্ষিত সমাজে অটুট ছিল। পশ্চিমবঙ্গে একটি নূতন "মঙ্গল"-পাঞ্চালী সৃষ্টি হইল—ধর্মমঙ্গল। একাধিক সমর্থ কবি ধর্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। ধর্মমঙ্গল-পাঞ্চালী মধ্য কালের বাঙ্গালা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট এবং শেষ নবোদ্গত শাখা।

নিম্নস্তরের জনসমাজে বিজন কর্মক্ষেত্রে অথবা নারী-অবরোধে পূজিত কয়েকটি উপদেবতাও এই শতাব্দীতে দেবতার শ্রেণীতে প্রমোশন পাইয়া অভিনব "মঙ্গল" কাব্যের বিষয়ীভূত হইলেন। মুসলমান পীরও হিন্দু দেবতার মতো অর্ঘ্যভাব লাভ করিলেন। এই সব অভিনব "মঙ্গল" ও পীর-মাহাত্ম্য গাথা সাধারণত বিশেষ বিশেষ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাহিত্যের শাখা তো নয়ই, প্রশাখা হিসাবেও এ গ্রন্থগুলি মূল্যহীন। তবে বাঙ্গালীর সংস্কৃতির একরকম বক্রিম পরিণতির সাক্ষ্য বলিয়া ঐতিহাসিকের কাছে তুচ্ছ নয়।

বাঙ্গালা দেশে বহুকাল আগে হইতেই এক বিশেষ অধ্যাত্ম-সাধনার রীতি প্রচলিত ছিল। এ রীতি এখন নাথ-যোগপন্থ নামে পরিচিত। চর্যা-গীতাবলীর মধ্যে এই যোগ-পন্থীদের রচনা ও ভাবনা কিছু পাওয়া গিয়াছে। তাহা যথাস্থানে আলোচনা করিতেছি। এই সাধনার ধারা বাঙ্গালা দেশ হইতে নির্গত হইয়া উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র, নেপাল এবং দাক্ষিণাত্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। খাস বাঙ্গালা দেশে এই সাধনা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুমোদিত বস্তু নয় বলিয়া উচ্চ সমাজের গ্রাহ্য হয় নাই। শুধু নাথ-পন্থ কেন জৈন-পন্থও তাই। শঙ্খকুণ্ডলধারী যোগী এবং মুণ্ডিতমস্তক ক্ষপণক—দুইই সাধারণ ভদ্র সমাজে দুর্লক্ষণ ও অভব্য বলিয়া গণ্য হইতেন।

যে বিশেষ বিশেষ সমাজে এই দুই ধর্মমত গৃহীত ছিল সে সব সমাজ ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য-সমাজ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু চৈতন্যেব সময়ে নাথ-যোগীব এমন অনাদব ছিল না। তবে জৈনধর্ম চৈতন্যের অনেককাল আগেই খাস বাঙ্গালা দেশ হইতে অন্তর্হিত হইযাছিল। নবাবী আমলে রাজধানীর আশেপাশে পশ্চিম হইতে জৈন শ্রেষ্ঠীরা আসিয়াছিলেন। ইঁহাবা গৃহস্থ, ইঁহাদের সমাজ স্বতন্ত্র। জৈনরা বাঙ্গালায় কিছু লিখিয়াছিলেন বলিযা জানা যায নাই। তবে নাথ-পন্থীদের মধ্যে পুরাতনধারাবাহী এক বিরাট্ সাহিত্য-বস্তু সংগৃহীত হইযাছিল। সে বস্তুর সাধারণ্যে প্রকাশ সপ্তদশ শতাব্দীর আগে ঘটে নাই ॥

## ৫ পোর্তুগীজ প্রভাব

সপ্তদশ শতাব্দীর আগেই একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিতে শুরু হয। ষোডশ শতাব্দীতে পোর্তুগীজরা বাণিজ্যেসূত্রে পূর্ব মহাদেশে প্রথম অভিযান করে। জলপথে, আধুনিক কালে, ইউবোপীয়দের কাছে যিনি ভাবতবর্ষ আবিষ্কার কবিলেন তিনি একজন নাবিক, নাম ভাস্‌কো-ডা-গামা (Vasco da Gama)। তাঁহাব জাহাজ ১৪৯৮ অব্দে মালাবার উপকূলে কালিকট বন্দবে ভিড়িয়াছিল। ইহার অতি অল্পকাল পবে পোর্তুগীজ নৌসেনাপতি আলবুকার্ক (Albuquerque) গোযা (১৫১০) ও মলক্কা দ্বীপ অধিকাব করিয়া বিদেশী উপনিবেশেব পত্তন কবেন। তাহাব পব কয়েক বছবের মধ্যেই পোর্তুগীজদের আধিপত্য সিংহল ও দ্বীপময ভারতে বিস্তারিত হয। বাঙ্গালা দেশে পোর্তুগীজদেব ব্যবসাযকর্ম ষোডশ শতাব্দীব গোডা হইতে শুরু হইয়াছিল বটে, তবে সপ্তদশ শতাব্দীতেই তাহা জোর কবিযা চালাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। শুধু বাণিজ্য নয় সেই সঙ্গে খ্রীস্টীয় ধর্মপ্রচাবও। বাঙ্গালা দেশে পোর্তুগীজ-কাববাব গাঙ্গেয জলপথে এবং বাঙ্গালা-উড়িষ্যাব সমুদ্রোপকূলেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেন্দ্র ছিল প্রধানত দুইটি—পশ্চিমবঙ্গে হুগলী আর পূর্ববঙ্গে চাটিগাঁ। পোর্তুগীজদেব অত্যাচারে অবশেষে শাহজাহানেব বিরক্তিব ফলে তাহাদেব দমন ও উচ্ছেদ ঘটে। তা ইতিহাসেব বিষয।

ধর্মপ্রচারের সুবিধা হইবে বলিযা দেশী ভাষায বাইবেলের ও কিছু কিছু খ্রীস্ট-শাস্ত্র পুস্তিকাব অনুবাদ ও রচনা পোর্তুগীজ পাদবিদেব ও তাঁহাদেব ভাবতীয শিষ্যদেব উল্লেখযোগ্য কাজ। বাঙ্গালায় পোর্তুগীজেবা বাইবেলেব অনুবাদ কবেন নাই। সে কাজ হইয়াছিল গোয়ার কথ্য ভাষা কোঙ্কনীতে। এবং সে অনুবাদ পদ্যে। অনুবাদকর্তা পাদ্‌রী টমাস জাতিতে ইংবেজ ছিলেন। বাঙ্গালায এই ধবনেব যে সর্বাপেক্ষাপুবানো বচনা পাওযা গিয়াছে তাহার রচয়িতা ছিলেন এক বাঙ্গালী পাদ্‌বি। স্বতন্ত্র অধ্যাযে এ বিষযেব আলোচনা দ্রষ্টব্য ॥

## টীকা

১ তুলনীয় পবনদূতের উপসংহারে কবি ধোয়ীর উক্তি

"তীরে সম্প্রতমবসবিতঃ ক্বাপি শৈলোপকণ্ঠে
ব্রহ্মাভ্যাসপ্রণিহিতমনা নেতুমীহে দিনানি ॥"

এখন চাই আমি সুবর্ধুনীর তীরে কোন শৈলতলে ব্রহ্মচিন্তায় মন দিয়া (বাকি) দিনগুলি যাপন করিতে।

২ "গোতান গ্রামের ভগ্ন বিশালাক্ষী মন্দির আমার জানা অশ্লীল চিত্রযুক্ত স্থাপত্যের এদেশে সর্বপ্রথম নিদর্শন

৩ কাব্যের ভাষায় অবশ্য একেবারে বর্জিত হয় নাই।

৪ "ভুঁই" একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
## পদাবলী ও কৃষ্ণলীলা কাব্য

### ১ পদাবলী উপক্রম

কৃষ্ণলীলা পদাবলী-গানেব উৎপত্তি সম্ভবত নাবী-সঙ্গীতে। তা যাই হোক ইহাব প্রথম বিকাশ বাজসভায়। লক্ষ্মণসেনেব দববাব হইতে মিথিলাব বাজদববাবে, পাঠান আমলে পুনরায় গৌডেব রাজদববাবে, এবং তথা হইতে ত্রিপুরাব মতো কোন কোন প্রত্যন্ত রাজসভায়, পদাবলীব—বিশেষ করিযা ব্রজবুলি ভাষায লেখা গানেব—জেব চৈতন্যেব বাল্যকাল পর্যন্ত চলিয়া আসিযাছিল। চৈতন্য পদাবলী গান ভালোবাসিতেন, তাঁহার ভক্ত-অনুচব অনেকেই পদাবলী বচনা কবিতেন। তাহাব পবে চৈতন্যভক্তদেব দ্বাবা পদাবলীব অসামান্য পুষ্টি সাধিত হইল। শ্রীখণ্ডেব বঘুনন্দনেব ও খেতবিব নবোত্তমেব সম্প্রদায়ের দ্বারা পদাবলী-কীর্তনেব বিশিষ্ট ছাঁদ সৃষ্ট হওযায পদবলী অধ্যাত্ম ও লৌকিক দুই রসেরই আনন্দ-আস্পদে পবিণত হইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে পদাবলী ও কীর্তন গানেব পুষ্টি বাঙ্গালাদেশ ও বৃন্দাবন উভয় স্থানেব বৈষ্ণবদের দ্বাবা সংসাধিত হইলেও মল্লভূমিব মতো প্রান্তীয় অর্ধস্বাধীন বাজসভায এবং দেশেব অন্যত্র শিক্ষিত ভূস্বামীদেব বৈঠকে পদাবলীব ও কীর্তন গানের সমাদর যথেষ্ট ফলপ্রসূ হইয়াছিল। বঘুনন্দন বিগ্রহ-উপাসনাব অঙ্গরূপে কীর্তনগান বিধিবদ্ধ করিযাছিলেন, নবোত্তম করিযাছিলেন মহোৎসবেব প্রধান অংশরূপে। জনবল ও ধনবল না থাকিলে মহোৎসবে কীর্তনেব বড আসব পাতা যাইত না। ষোডশ-সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিকালে বৈষ্ণব নেতাদেব মধ্যে বীরচন্দ্র (নিত্যানন্দেব পুত্র) ও শ্রীনিবাস আচার্য দুইজনেই বহিবঙ্গে অখণ্ড প্রভাবশালী ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন বাজগুরু, বীরচন্দ্রেব আচবণ ছিল বাজবৎ। বাঙ্গালা দেশে "চব্বিশ-প্রহব" ও "অষ্ট-প্রহব" সংকীর্তন মহোৎসব প্রতিষ্ঠায ইঁহাদেব যথেষ্ট উদ্যোগ ছিল। শ্রীনিবাস আচার্য ও তাঁহাব শিষ্যদেব প্রভাব একাধিক প্রত্যন্ত বাজসভায এবং গঙ্গাতীবেব কোন কোন ভূস্বামীব মণ্ডলীতে বেশি করিয়া পডিয়াছিল। তাই সেইজন্য সেইসব অঞ্চলে পদাবলী-কীর্তনেব ধারাতেও বেগ সঞ্চারিত হইয়াছিল। অচিবে দেশের সর্বত্র হবি-নামসঙ্কীর্তন জনগণের মনপ্রাণ বঞ্জনেব এক প্রধান ও বিশিষ্ট বিধান রূপে গৃহীত হইয়া গেল ॥

## ২ নেপালে পদাবলী

বিহারে-বাঙ্গালায় তুর্কি অভিযান শুরু হইবার পর হইতে নেপাল বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের প্রধান আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। নেপালের রাজবর্গ এবং সম্ভ্রান্ত প্রজা-মণ্ডলী অনেকে তান্ত্রিক মহাযান-মতের অনুগামী ছিলেন। এই কারণে নেপালে বৌদ্ধ পণ্ডিতদের প্রাধান্য বেশি ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিথিলার রাজ্যভ্রষ্ট রাজা হবি (হব)-সিংহ নেপাল-তবাইয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর হইতে[১] সেখানে মৈথিল ও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেব সমাগম বাড়িতে থাকে। এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণবংশ সেখানে রাজগুরুপদ পাইযাছিল।

নেপালের রাজসভায় সংস্কৃত-প্রাকৃত-লৌকিক মিশ্রিত নাট্যরচনার সমাদব ছিল। লৌকিক অংশের ভাষা হইত সাধাবণত বাঙ্গালা, মৈথিল, মিশ্র বাঙ্গালা-মৈথিল, নেওয়াবী, অথবা মিশ্র বাঙ্গালা-মৈথিল-নেওযারী। এই অনুসাবে বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রাদেশিক সাহিত্যের চর্চা নেপাল-রাজসভায চতুর্দশ শতাব্দীব মাঝামাঝি হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর উপান্ত অবধি একটানা চলিয়াছিল। নেপালে লেখা সর্বাপেক্ষা পুবাতন নাটক যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেছে ধর্মগুপ্তের 'রামাঙ্ক-নাটিকা'।[২] কবি ধর্মগুপ্ত "বালবাগীশ্বব্" নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহাব পিতা বাজগুরু রামদাস বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বামাঙ্ক-নাটিকা সংস্কৃত নাটকেব মতো সংস্কৃতে-প্রাকৃতে লেখা। তবে শেষে চাব অঙ্কেব কথাবস্তু লৌকিক ভাষায দেওযা আছে। বামাঙ্ক-নাটিকা বচনাব সময়ে নেপালের বাজা ছিলেন জয়ার্জুনমল্ল।[৩] জযার্জুনমল্লেব পুত্র জযস্থিতিমল্লের উৎসাহে মণিক 'অভিনবরাঘবানন্দ নাটক' রচনা কবিযাছিলেন। নাটকটি বোধ হয যুবরাজ জযধর্মমল্লেব কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নৃত্যাভিনীত হইযাছিল। প্রস্তাবনায আছে

> অবিবতং সেবমানশ্রীশ্রীপশুপতিচবণাম্বুবৃংহিতবাজশ্রিযো নেপালপ্রভোঃ শ্রীশ্রীজযস্থিতিবাজমল্লদেবস্যাত্মনো হৃদযানন্দিন শ্রীশ্রীজযধর্ম্মমল্লদেবস্য বঘুকুলোচিতব্রতবন্ধমহোৎসবপ্রসঙ্গমুদিতেন জনসমূহেন নৃত্যামানাভিনববাঘবানন্দনাটকং প্রবর্ত্তনে তৎপ্রত্যূহপ্রশমনায তত্রাবতবতু ভগবান বিনাযকঃ।[৪]
>
> 'অবিবাম সেবিত শ্রীশ্রীপশুপতিব পাদোদকে যাঁহাব বাজশ্রী বর্ধিত হইযাছে সেই নেপাল-প্রভু শ্রীশ্রীজয়স্থিতিমল্লদেবেব প্রিয পুত্র শ্রীশ্রীজযধর্মমল্লদেবেব বঘুকুলেব উপযুক্ত ব্রত অনুষ্ঠানেব অঙ্গরূপ মহোৎসব উপলক্ষে আনন্দিত জনগণেব দ্বাবা অভিনীত অভিনববাঘবানন্দ নাটকেব প্রাবম্ভে অভিনয-বিঘ্ননাশেব উদ্দেশ্যে এখানে ভগবান গণেশ অবতীর্ণ হোন।'

পঞ্চদশ শতাব্দীর উপান্তে নেপাল-রাজ যক্ষমল্লদেবের মৃত্যুব পব তাঁহাব বাজ্য পুত্রদ্বয দুই ভাগ করিয়া লইয়াছিল। উত্তর-নেপালেব রাজধানী হইল কাঠমণ্ডু (কাষ্ঠমণ্ডপ) আব দক্ষিণ-নেপালেব অর্থাৎ মোরঙ্গদেশেব রাজধানী হইল ভাতগাঁও (ভক্তগ্রাম বা ভক্তপুব)। পরে আরও একটি বাজ্য হয়, ললিতাপুব (পাটন) রাজধানী করিয়া। তিন বাজসভাতেই পূর্ববৎ সাহিত্যচর্চা হইতে থাকে। রাজাবা কবিদেব পোষণ করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। অনেকে কবিযশেও লুব্ধ ছিলেন।

ভাতগাঁওএর ত্রৈলোক্যমল্লের রাজ্যকালে (—ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ—) রচিত একটি কৃষ্ণলীলানাটকের কয়েকটি গানের ভাষা বাঙ্গালা ও মৈথিল। কোন কোন গানে "রামচন্দ্র" ও "বীরনারায়ণ" ভনিতা আছে। নিম্নে উদ্ধৃত ভনিতাহীন পদটির

ভাষা আসলে বাঙ্গালা ছিল বলিয়া অনুমান হয়।[৫]

সঘন ববিসে মেহা
সুমরি সুবন্ধু-নেহা[৬]
জীব চুটুপটু নীদ ন আবে বিরহদগধ দেহা।
মন পংক্ষি হয়া জাবো
জাহা গিযা [লাগ] পাযিবো
হাতে ধরিয়া পায় পড়িয়া গলায়[৭] তুলিযা লযিবো
চন্দন চীব ন[৮] ভাবে
কুসুম-সাজ সোখাবে[৯]
অঙ্গ মোবি মোরি আঙ্গন ঠাবি[১০] মন চৌদিক ধাবে ॥

'সঘনে মেঘ বর্ষণ করিতেছে। প্রাণবঁধূর প্রেম স্মরণ করিযা জীবন ছটফট কবিতেছে, ঘুম আসে না। দেহ বিরহে দগ্ধ।

'মন করে পাখি হইযা যাইব। যেখানে (সে, যেখানে) গিয়া (যদি) লাগ পাইব (তখন) হাতে ধরিয়া পায়ে পডিযা গলায় তুলিযা লইব।

'চন্দন সূক্ষ্ম বসন ভালো লাগে না। (তপ্ত দেহে) ফুলেব সাজ শুখায। গা মোডামুডি দিযা অঙ্গনে দাঁডাইয়া থাকি, মন যায চৌদিকে।'

ত্রৈলোক্যমল্লেব পুত্র জগজ্জ্যোতিমল্লেব নামে পাওয়া যায 'হবগৌবী-নাটক'।[১১] এ নাটকে ভাষা-গান আছে পঞ্চান্নটি।[১২] ইনি সম্ভবত আবও দুই-একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন। জগজ্জ্যোতিমল্লের পুত্র জগৎপ্রকাশমল্লেব নামেও নাটক পাওযা গিযাছে। ইঁহার পুত্র জিতামিত্রমল্ল 'মদালসাহরণ নাটক' ও 'গোপীচন্দ্র নাটক' লিখিযাছিলেন বলিযা প্রসিদ্ধি আছে।

ভাতগাঁওএব জগজ্জ্যোতিমল্লেব সমসাময়িক ছিলেন ললিতাপুরেব সিদ্ধি-নবসিংহমল্ল।[১৩] ইঁহাব বাজ্যকালে রচিত 'গোপীচন্দ্র নাটক'এব পদ্যাংশেব ভাষা বাঙ্গালা।[১৪] সিদ্ধি-নবসিংহমল্লেব পুত্র শ্রীনিবাসমল্লেব রচিত একটি ব্রজবুলি পদেব এই অংশটুকু লোচনের 'রাগতরঙ্গিণী'তে[১৫] উদ্ধৃত আছে।

উপমিঅ আনন নীরজ পঙ্কজ
শশধব দিবস-মলীনে
ভৌঁহ অনুপম অধব শোহাঞোন
নবপল্লব কচি জীনে।
সুন পেঅসি কী পবল গক [অ অপবাধে]
দহ মলযানিল জাব কলেবব
না কর মনোবথ বাধে ॥

'মুখের উপমায় পঙ্কজ (হয) পরাগহীন, চন্দ্র দিবাম্লান ভ্রূরেখা উপমাহীন। শোভাময অধব নবপল্লবের কান্তি পবাজিত করে। শুন, প্রেয়সী, কী গুরু অপবাধ পডিল যে মলয়ানিল যাহাব কলেবব দহন করিতেছে তাহাব মনোবথ ব্যর্থ কবিও না।'

কাঠমণ্ডুর রাজা "কবীন্দ্র" প্রতাপমল্লের নামে দুইটি বচনা পাওয়া গিযাছে। একটি সঙ্গীতশাস্ত্রের বই, 'সঙ্গীততালোদয়চূড়ামণি'[১৬], দ্বিতীয়টি বৃষ্টিব স্তোত্র 'বৃষ্টিচিন্তামণি'।[১৭] বৃষ্টিচিন্তামণির আরম্ভ সংস্কৃত পদে।

বঞ্জিতসুগতমুকুটমণিচরণম্
নির্জিতনিখিলবিবুধজনশবণম্ ।

জিতামিত্রমল্লেব পুত্র ভূপতীন্দ্রমল্ল ব্রজবুলিতে অনেকগুলি গীতিকবিতা লিখিয়াছিলেন। কয়েকটি নাটকেও ভূপতীন্দ্র-ভনিতায় পদ পাওয়া যায়।[১৮] ভূপতীন্দ্রেব পবে ভাতগাঁওয়ে রাজা হন রণজিতমল্ল। ইনি নেপালেব শেষ মল্লরাজা। কয়েকটি নাটকে ইঁহাব ভনিতায পদ পাওয়া গিয়াছে।

নেপালে বিদ্যাপতি বিরচিত 'গোরক্ষবিজয়' নাটকের পুথি (৪৯৫ লক্ষ্মণ সংবতে লিখিত) পাওয়া গিয়াছে। নাটকটি লেখা সংস্কৃত প্রাকৃত ব্রজবুলি মৈথিল ও বাঙ্গালা ভাষায়। আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য ॥

## ৩ মল্লভূমে ও শিখরভূমিতে পদাবলী

শ্রীনিবাস আচার্য ও রামচন্দ্র কবিরাজ এই দুই মহান্তেব প্রভাবেই মল্লভূমি ও তৎসংলগ্ন বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিপতি বীরহাম্বীর[১৯] সপরিবারে সবংশে শ্রীনিবাসেব শিষ্য হইযাছিলেন। তাহার পর হইতে মল্লরাজধানী শ্রীনিবাসেব ও তাঁহাব পুত্র গতিগোবিন্দেব অন্যতম পাটে পরিণত হয। মল্লরাজ্যের নূতন রাজধানীব নাম বিষ্ণুপুব গতিগোবিন্দই বাখিযাছিলেন। (বৈকুণ্ঠ এবং একাধিক বিষ্ণুপুর গ্রাম হইতে পৃথক্ কবিবাব জন্য এস্থান বন-বিষ্ণুপুর নামে প্রসিদ্ধ হয।)

বীবহাম্বীরের সভায বৈষ্ণবশাস্ত্রের এবং বৈষ্ণবসাধনাব অঙ্গরূপে কীর্তনগানেব অত্যধিক সমাদব হইযাছিল। বিষ্ণুপুর যে পরে বাঙ্গালা দেশের সঙ্গীতচর্চার প্রধান পীঠে পবিণত হইয়াছিল তাহার ইতিহাসও এই হইতে আরম্ভ। পদাবলীর চর্চাও হইয়াছিল। কিন্তু বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব-সংস্কৃতিব যে বিশেষ বিকাশ দেখা গিয়াছিল তাহা সাহিত্যেব পথে নয, শিল্পেব পথে এবং সে শিল্প হইল সঙ্গীত, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য (মন্দিব গঠন এবং মন্দিব অলঙ্করণ)।

বীবহাম্বীরেব ভনিতায় দুইটি পদ পাওযা গিয়াছে। একটি গুরু শ্রীনিবাসের বন্দনা, আর একটি নবানুরাগিণী বাধার দৃষ্টিতে কালাচাঁদেব[২০] স্বরূপ বর্ণনা। বচনা বেশ ভালো। মনে হয় পদ দুইটি গোবিন্দদাস চক্রবর্তী রাজার ভনিতা দিয়া লিখিযাছিলেন। দ্বিতীয় পদটি উদ্ধৃত করিতেছি।

শুন গো মবমসখী কালিযা কমল-আঁখি
কিবা হৈল কিছুই না জানি
কেমন কেমন কবে মন সব লাগে উচাটন
প্রেম করি খোয়ানু পবানি।
শুইযা দেখিনু কালা দেখিতে পাইনু জ্বালা
নিভাইতে নাহি পাই পানি
অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিনু ছানি
না নিভায় হিয়ার আগুনি।
বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
লৈয়া যায় যমুনার তীরে
কি করিতে কিনা করি সদাই ঝুরিয়া মরি

তিলেক নাহিক রহি স্থির।
শাশুডী ননদী মোব সদাই বাসযে চোব
গৃহপতি ফিবিয়া না চায
এ বীবহাম্বীব-চিত শ্রীনিবাস-অনুগত
মজি গেলা কালাচাঁদেব পায ॥

বীরহাম্বীর "চৈতন্যদাস" ভনিতাযও পদ লিখিয়াছিলেন বলিযা নরহবি চক্রবর্তী উল্লেখ কবিয়াছেন। বীরহাম্বীবেব পুত্র ধাডিহাম্বীবেব[২১] ভনিতায় একটি গুরু (শ্রীনিবাসের) বন্দনা পদ মিলিয়াছে।[২২]

বিষ্ণুপুব অঞ্চলে প্রাপ্ত অষ্টাদশ শতাব্দীব একটি পুথিতে[২৩] বিষ্ণুপুবেব বাজবংশীয বলিযা মনে হয় এমন কয়েকজনেব ভনিতায অনেকগুলি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি পদ পাইযাছি। ইহা হইতে অনুমান কবি যে বিষ্ণুপুবেব বাজসভায ও সম্ভ্রান্ত প্রজাসভায পদাবলীব চর্চা লুপ্ত হয নাই। বিষ্ণুপুরের শেষ বাজা চৈতন্যসিংহেব নামেও পদ পাওযা গিযাছে। যেমন শ্যামচাঁদেব বন্দনা,

চাযনচান্দ- বান্ধ মুখমণ্ডল
ভালহি চন্দনচান্দ
বিংশতি চান্দ চবণ-কব-মণ্ডল
শিবে শিখি চান্দ সুছান্দ।
জয জয বাধাবল্লভ দেব
বিদিত যশোমতী- জঠবজলাশয
ব্রজবধূ-কুমুদিনী সেব ॥ ধ্রু ॥
গোকুল-গগন- চান্দ অতি নিবমল
ঝলমল ভুবন উজোব
মধুবিম হাস সুধাবসে মাতল
জগজ্জন-নযনচকোর।
মল্লমহীপতি বংশতিলক
চৈতন্য-মৃগাধিপ ভূপে।
কৰুণা কব কৰুণাময কেশব
শ্যামচান্দ নিজৰূপে ॥

শিখবভূমির অধিপতিব দববারে পদাবলী-চর্চাব নিদর্শন একটি মাত্র আছে। গোবিন্দদাস "কবিরাজে"ব একটি বামবন্দনাব পদের ভনিতায় হবিনারায়ণেব নাম আছে। গোবিন্দদাস "কবিরাজ" শিখরভূমিব রাজা হবিনারায়ণেব অনুরোধে পদটি লিখিযাছিলেন এই কথা বৈষ্ণব ইতিহাসে পাই[২৪]। শিখরভূমির রাজারা রামভক্ত ছিলেন ॥

### ৪ অন্য রাজসভায় পদাবলী

গোবিন্দদাস "কবিরাজে"র কয়েকটি পদের ভনিতায় যে "প্রাত-আদিত" উল্লিখিত আছেন তিনি যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। উদয়-আদিত্য ভনিতায় যে দু-একটি পদ মিলিয়াছে তাহা প্রতাপাদিত্যের পুত্রের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়।

প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত-রায় সম্ভবত নরোত্তমের আত্মীয় ও শিষ্য ছিলেন। বসন্ত-রায় মাঝে মাঝে বৃন্দাবনে যাইতেন। সেইভাবে তিনি বাঙ্গালাব বৈষ্ণব-মহান্তদের সঙ্গে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সাক্ষাৎ সংযোগবক্ষক ছিলেন। গোবিন্দদাস "কবিরাজে"ব কয়েকটি পদের ভনিতায় যে বসন্ত-বায়েব উল্লেখ আছে তিনি পদাবলী-বচযিতা ছিলেন। তিনি যে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত নহেন এমন কথা বলা যায় না।

শুধু প্রতাপাদিত্যের ভনিতায় একটিমাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে।[২৫] পদটি এই,

বন্ধুব লাগি কোন দেশে যাইমু
বজনী হৈলে কায মুখ চাইমু। ধু।
ভোখে ভাত নাহি খাঙ পিযাসে না খাঙ পানি
জ্বলিযা জ্বলিযা উঠে হৃদযে আগুনি।
শুতিলে না আইসে নিদ্রা বসিলে পোড়ে হিযা
বিষ খাই মবি যাইমু কালাব বালাই লৈযা।
প্রতাপ-আদিত্যে বলে বিড়ম্বনা আশে।
মিছা ভুলি বহিলুম এ ভব-মাযাবসে॥

উদয-আদিত্যেব ভনিতায় একটি পুবা পদ ও "নৃপ" উদযাদিত্যেব বচনা বলিযা নির্দিষ্ট একটি ভনিতাহীন পদ পাওযা গিযাছে। ভনিতাহীন পদটি বামগোপালদাসেব বসকল্পবল্লীতে উদ্ধৃত আছে। পদটি এই,

শ্যাম বন্ধুবে মোব যে জন ভাঙ্গায
এ হেন দুঃখিনী বাধাব বধ লাগে তায
কুলেব কামিনী কবি সিবজিল বিধি
দেখিতে না পাই রূপ শ্যাম গুণনিধি।
বাহিব না হই আমি গুরুজনাব ডবে
দারুণ ননদী বাণী কাড়ে নানা ছলে
না মবিযে ননদিনী খাউ দুটি আঁখি
এ ভব দুপুবে যেন শ্যামরূপ দেখি॥

পুরা পদটি আছে পদকল্পলতিকায়।[২৬]

কি বলিতে জানো মুঞি কি বলিতে পাবি
একে গুণহীন আব পববশ নাবী
তোমাব লাগিযা মোব যত গুরু জন
সকল হইল বৈবী কেহ নয আপন।
বাঘেব সমাজে[২৭] যেন হবিণীর বাস
তার মাঝে দীঘল ছাড়িতে নাবি শ্বাস।
উদয়াদিত্যে[২৮] কহে মনে ঐ ভয উঠে
তোমার পিরীতিখানি তিলেক পাছে টুটে॥

রাজা নরসিংহ (নরসিংহ রায়) নরোত্তমের শিষ্য ছিলেন। "সিংহ ভূপতি" ভনিতায় পদগুলি ইঁহারই রচনা বলিয়া মনে হয়। "নরসিংহ", "দেব নৃসিংহ", "নর সিংহ", ইত্যাদি ভনিতার সব না হোক কোন কোন পদও ইঁহার রচনা। "সিংহ ভূপতি" ভনিতায় পদগুলির

সঙ্গে "চম্পতিপতি" বা "চম্পতি" ভনিতার পদগুলির ভাষা, ভঙ্গি ও মর্ম-গত মিল আছে। এগুলি যদি একই ব্যক্তির লেখা হয় তবে নরসিংহ চম্পটির (পূর্বতন চম্পাহিট্টি, ব্রাহ্মণের গাঁই-নাম) রাজা ছিলেন। স্থানটি ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত পক্কপল্লীর নবসিংহের নূতন রাজধানী হইতে পারে।

বৈষ্ণব তান্ত্রিক সাধনার ঐতিহ্যে যদি কিছু সত্য থাকে তাহা হইলে বলির নরসিংহ এবং তাঁহার পাত্র (অর্থাৎ মন্ত্রী) রূপনারায়ণ রসিক ভক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালের কল্পনায় শিবসিংহ-বিদ্যাপতি-লছিমা অনেকটা নরসিংহ-রূপনারায়ণের আধারেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। নরসিংহ রাজার পত্নীর নাম পদ্মাবতী ছিল কিনা জানি না ॥[১৯]

## ৫ বিষয়ে অভিনবত্ব

সপ্তদশ শতাব্দীতে পদাবলীতে কৃষ্ণলীলা যেটুকু অভিনবত্ব দেখাইল তাহা রাধাকৃষ্ণের মিলনের নূতন নূতন অছিলার ও সুযোগের কল্পনায়। এ কল্পনা অনেকটা সংস্কৃত কামশাস্ত্রের ও দেশী কুটনীপনার পথে চলিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভবানন্দের হরিবংশ আলোচনায় তাহার স্পষ্ট উদাহরণ দ্রষ্টব্য। অন্য উদাহরণ হইতেছে পদাবলীতে রাধার সুবল-বেশ ধরিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে গোষ্ঠে মিলন এবং কৃষ্ণের নাপিতানী সাজিয়া রাধার সঙ্গে দিনের বেলায় গৃহে মিলন। নূতন সন্নিবিষ্ট কাহিনীগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়াছিল "কলঙ্কভঞ্জন"। গোকুলে রাধার কলঙ্কিনী নাম ঘুচাইবার জন্য কৃষ্ণ এক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ নিদারুণ পীড়ার ভাণ করিলে পর ব্রজমণ্ডলীর স্ত্রী-পুরুষ বাল-বৃদ্ধ সকলে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কৃষ্ণের এক সখা বৈদ্য-বেশে আসিয়া ঔষধ দিয়া ব্যবস্থা দিল,—যে নারী কায়মনোবাক্যে সতী সে যদি ধুচনি[৩০] করিয়া যমুনার জল আনিয়া সেই জল অনুপান যোগে ঔষধ খাওয়াইতে পারে তবেই রোগী সঙ্গে সঙ্গে নীরোগ হইবে। গোকুলের খ্যাতনামা সতী নারীরা জল আনিতে গিয়া একে একে সকলেই ব্যর্থকাম ও হতমান হইল। শেষে রাধা গিয়া ধুচনি ভরিয়া জল আনিল। তখন কৃষ্ণ আরোগ্যলাভ করিল এবং রাধা সতীশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইল। এই কাহিনীর জনপ্রিয়তা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ অবধি অক্ষুণ্ণ ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও কিছু নূতন কাহিনী দেখা দিয়াছিল। সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হইবে ॥

## ৬ "চণ্ডীদাস" ও "বিদ্যাপতি"

"রসিক ভক্ত" আইডিয়াটি এই সময় হইতে ভক্ত বৈষ্ণবসমাজে বিশ্বাসে পরিণত হইতে চলিয়াছিল। তাহার ফলে "চণ্ডীদাস" ও "বিদ্যাপতি" ভনিতায় পদাবলীর ভিয়ান ব্যাপকভাবে চড়িতে লাগিল। বিশিষ্ট ভাববস্তুময় পদে রচয়িতার ভনিতার বদলে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নাম বসিতে লাগিল এবং দুজনেরই নামে প্রচুর রাগানুগ-মার্গের সাধনাপদাবলী—বাঙ্গালায়—রচিত হইতে আরম্ভ হইল। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিস্থলে চণ্ডীদাস নামে একজন বৈষ্ণব-পদাবলী লেখক যে ছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ বিশেষ নাই। ইনি নরোত্তমের শিষ্য ছিলেন, এবং ইনি যে রাগানুগ-মার্গের সাধক

ছিলেন না তাও বলা যায় না। ইঁহার সমসাময়িক রাজা নরসিংহের পাত্র রূপনারায়ণ পরবর্তী কালে বিদ্যাপতির সঙ্গে একীভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং বিদ্যাপতি-ভনিতার রাগানুগ পদাবলীর কিছু অংশ যে ইঁহার লেখা হইতে পারে সে অনুমান অসঙ্গত নয়। তবুও বলিব যে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি ভনিতায় এমন বহু পদ পাওয়া গিয়াছে যাহার রচয়িতারা স্বনামে-বেনামে কোন ক্রমেই চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির সম্পর্কিত ছিলেন না॥

**৭ কীর্তন পদ্ধতির বিকাশ**

চৈতন্যের প্রথম জীবনে পদগানের যে রীতি প্রচলিত ছিল তাহা ঠিক আধুনিক পদাবলী-কীর্তনের মতো ছিল না। খানিকটা মিল নিশ্চয়ই ছিল, কেন না সে রীতি যে পূর্বাগত গীতগোবিন্দ ও চর্যাগান রীতি হইতে ধারাবাহিত সন্দেহ নাই। তবে মিল কতটা ছিল শুনি না বলিয়াই সে রীতিকে বৈঠকী পদ্ধতি বলিতে ইচ্ছা হয়। সংকীর্তনে দুই-চার ছত্রের পদের গানে ও তালে চৈতন্যের নিজস্ব রীতি যতটুকু ছিল তাহা অবশ্যই পদাবলী-কীর্তনে সঞ্চারিত হইয়াছিল। নবদ্বীপে ও পুরীতে মুকুন্দদত্ত ও স্বরূপ-দামোদর প্রভৃতি সুকণ্ঠ বিদগ্ধ গায়কের ও রক্রেশ্বর পণ্ডিতের মতো কুশলী নর্তকের যে গীত ও নৃত্য পদ্ধতি চৈতন্যকে আনন্দ দিয়াছিল তাহাও তাঁহার তিরোধানের পূর্বেই পদকীর্তন-রীতিকে অনুরঞ্জিত করিয়া থাকিবে। পদাবলী-কীর্তনের বিবর্তনে গোড়ার দিকে তৃতীয় বড় প্রভাব ছিল ভাগবত-পাঠের পদ্ধতির। রঘুনাথভট্টের ভাগবত পাঠের প্রসঙ্গে এই সুবময় পাঠপদ্ধতির একটু ইঙ্গিত চৈতন্যচরিতামৃতে পাই।

এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ।

সপ্তদশ শতাব্দী আরম্ভ হইবার আগেই কৃষ্ণ (ও কৃষ্ণরাধা) বিগ্রহের সেবাপূজা-আরতি ও পর্ব-উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীখণ্ডে ও বৃন্দাবনে পদাবলী-গানের পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরে সঙ্গীত-বাদ্যে সেই রূপ পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল নরোত্তমের প্রচেষ্টায়। সে কথা আগে বলিয়াছি॥

**৮ ভাষামিশ্রণ**

বৈষ্ণব-কবির রচনায় আরবী-ফারসী-হিন্দুস্থানীর প্রবেশ একেবারেই উল্লেখযোগ্য নয়। তবে বৃন্দাবন বাঙ্গালী বৈষ্ণবের প্রথম তীর্থস্থান ও প্রধান শাস্ত্রবিদ্যাপীঠ হওয়ায় বৃন্দাবনের ভাষার—ব্রজভাষার—প্রভাব কিছু কিছু পড়িতে থাকে। যাঁহারা বৃন্দাবনে-মথুরায় থাকিয়া পদ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের পদাবলীতেই ইহা বিশেষভাবে দেখা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন কোন কবি যাঁহারা দীর্ঘকাল বৃন্দাবনে অথবা নিকটস্থ অঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন তাঁহারা ব্রজভাষাতেও কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নরহরি চক্রবর্তী।

ভাষামিশ্র (macaronic) কবিতা-রচনাও সপ্তদশ শতাব্দীতে শুরু হয়। গোবিন্দদাস "কবিরাজে"র পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ কর্তৃকশিখরিণী ছন্দে রচিত একটি ব্রজবুলি-বাঙ্গালা মিশ্রিত সংস্কৃত শ্লোক উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করিতেছি।[৩১] শ্লোকটি বিরহিণীর উক্তি।

সদা প্রেমোল্লাসী সো পিয়া পরবাসী বিধিবশাৎ

শশী বহ্নিপ্রায়ঃ করিব কি উপাযঃ ক্ব নু বসে।
গৃহৈকান্তস্থানে তাতেও লাগে কানে কুলিশবৎ
কুহূকণ্ঠীনাদঃ কি হৈল পরমাদঃ[৩২] কহ সখি ॥

'সর্বদা প্রেমে মত্ত সে প্রিয বিধিব বিধানে প্রবাসে বহিয়াছে। চাঁদেব আলো আগুনেব মতো। কি উপায় করিব। কোথায থাকি। ঘবেব এক কোণে ? সেখানেও বজ্রেব মতো কানে লাগে কোকিলেব ডাক। বল সখি, একি প্রমাদ হইল।'

ব্রজবুলি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত মিলাইযা পদ বচনা অষ্টাদশ শতাব্দীব আগে দেখা যায নাই ॥

## ৯ অন্যান্য কবি

গোবিন্দদাস "কবিরাজে"র পুত্র দিব্যসিংহ পিতার মতো শ্রীনিবাস আচার্যেব শিষ্য ছিলেন। ইঁহার লেখা এই একটিমাত্র পদ পাওযা গিয়াছে,

যব ধবি পেখলুঁ কালিন্দীতীব
নযনে ঝববে কত বাবি অথীব।
কাহে কহব সখি মবমক খেদ
চিতহিঁ না ভাযে কুসুমিত শেজ।
নব-জলধব জিতি ববণ উজোব
হেবইতে হৃদি-মাহা পৈঠল মোব।
তব ধবি মনসিজ হানযে বাণ
নযনে কাহ্ন বিনু না হেবিযে আন ;
দিব্যসিংহ কহে শুন ব্রজবামা
বাই-কাহ্ন একতনু দুই এক-ঠামা ॥[৩৩]

দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম-কবিবাজ ছিলেন শ্রীনিবাস-আচার্যেব পুত্র গোবিন্দগতিব (বা গতিগোবিন্দেব) শিষ্য—সে কথা আগে বলিয়াছি। ঘনশ্যাম ব্রজবুলি পদবচনায নিষ্ঠাবান ছিলেন। সংস্কৃত কবিতা-রচনাযও পাবদর্শিতা কম ছিল না। ইঁহাব গুরুপূজাঞ্জলি 'গোবিন্দরতিমঞ্জবী'তে[৩৪] সংস্কৃত শ্লোকেব সূত্রে অনেকগুলি ব্রজবুলি পদ গ্রথিত আছে। ইহাতে পদসংখ্যা ছেচল্লিশ। তাহাবে মধ্যে শুধু একটি, নিত্যানন্দ-বন্দনা, বাঙ্গালায।

সংস্কৃত শ্লোক এবং ব্রজবুলি পদ দুয়েরই বচনায় ঘনশ্যামেব কবিত্বেব অপেক্ষা নৈপুণ্যই প্রকটিত। পদরচনায় পূর্বগামীদেব অনুসবণ স্পষ্ট। যেমন শেখবেব "এ ভব বাদব মাহ ভাদর" পদেব এই অনুকৃতি,

ডাকে ডাহুকি ঝমকে ঝুমকল
ঝিঁঝি ঝনকত ঝাঁঝিযা
ডিণ্ডিমাযিত মণ্ডুকীবব
মযূব নাটক-সাজিযা।
বে ঘন ঘননহ গহন দুবগহ
গগনে ঘনঘন গর্জিযা
আওযে রতিপতি মত্ত গজবব
বিবহিণীগণ তর্জিযা।
হানে তনু-মন পলকে পলকন

ঝলকে দামিনী-কাঁতিযা
খবধার খবগ উঘাবি ঝাকত
বীববসে ভব মাতিযা।
বাবিবিন্দু নহ পব-জিউ সংহব
অসম শব-ববখন্তিযা
নন্দনন্দন- চবণে ভন ঘন-
শ্যামদাস নমন্তিযা

'ডাকপাখি ডাকিতেছে, বিদ্যুৎ ঝমক দিতেছে, ঝিঁঝি ঝাঁঝব বাজাইতেছে। বেঙেব ডাক ডিণ্ডিমেব মত লাগিতেছে, ময়ূব নটসজ্জা কবিযাছে। ওবে, মেঘাচ্ছন্ন গহন আকাশে দুর্গ্রহ মেঘ গগনে ঘন ঘন গর্জিতেছে। (যেন) মত্ত গজববে (চাপিযা) বতিপতি বিবহিণীগণকে শাযেস্তা কবিতে আসিতেছে। সে পলকে পলকে তনু-মন আহত কবিতেছে। বিদ্যুতেব দীপ্তি ঝলকাইতেছে, যেন বীববসে মাতিয়া খবধাব খড়্গ কোষোন্মুক্ত কবিযা খেলাইতেছে। এ তো বৃষ্টিবিন্দু নয়, শত্রুব জীবন সংহাবক অবিচ্ছিন্ন শববর্ষণ। নন্দনন্দনেব চবণে প্রণাম কবিযা ঘনশ্যাম নিবেদিন কবিতেছে॥'

কতকগুলি পদ সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ। যেমন,[৩৫]

কোঽয়ং দ্বারকতে হবির্গিবিগুহাং হিত্বাত্র হর্ম্ম্যে কৃতঃ
কান্তেঽহং মধুসূদনস্তদিহ কিং পদ্মালযং গচ্ছতু।
কৃষ্ণোঽস্মীতি গুণোঽতনুর্বদতি কিং ন শ্যামমূর্ত্তিঃ প্রিযে
সোমাভাপবিখেদিতঃ কিমিতি সুস্নেবো হবিঃ পাতু বঃ॥

বাধা কো ইহ পুন পুন কবত দুষ্কাব।
কৃষ্ণ হবি হাম।
বাধা জানি না কব পবচাব।
পবিহবি সো গিবিকন্দব-মাঝ
মন্দিবে সাহে আওব মৃগবাজ।
কৃষ্ণ সো হবি নহোঁ মধুসূদন নাম।
বাধা চলু কমলালয মধুকবী ঠাম।
কৃষ্ণ এ ধনি সো নহ হাম ঘনশ্যাম।
বাধা তনু বিনু গুণ কিযে কহে নিজ নাম।
কৃষ্ণ শ্যামমূবতি হাম তুহুঁ কি না জান।
বাধা তাবাপতি ভযে বুঝি অনুমান।
ঘব-মাহা বতনদীপ উজিযাব
কৈছনে পৈঠব ঘন আঁধিযাব।
কৃষ্ণ বাধাবমণ হাম কবি পবনাব।
বাধা বাকাবজনী নহ ঘন আঁধিযাব।

পবিচয-পদ যত সব ভেল আন
তবহিঁ পবাভব মানল কান।
তৈখনে উপজল মনমথ-সূব
অব ঘনশ্যাম মনোবথ পুব॥

ঘনশ্যাম নামে আরও একজন বড পদকর্তা ছিলেন। তাঁহাব আসল নাম নবহবি চক্রবর্তী। তিনি পববর্তী কালের লেখক।

কবি বাধাবল্লভদাস (বা বাধাদাস) শ্রীনিবাস-আচার্যেব শিষ্য ছিলেন। শ্রীনিবাসেব শিষ্যদেব মধ্যে রাধাবল্লভ নাম আবও দুইজনের ছিল।[৩৬] ইঁহাদেব মধ্যে যিনি বাধাবল্লভ চক্রবর্তী তিনি একজন বিশিষ্ট পদকর্তা। বামগোপালদাস বসকল্পবল্লীতে "শ্রীরাধাবল্লভ চক্রবর্তী ঠাকুব" বলিয়া তাঁহার পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। নবোত্তমেব এক আত্মীয়-শিষ্য বাধাবল্লভও কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন।

রাধাবল্লভ চক্রবর্তী ধাবাবাহিকভাবে কৃষ্ণলীলা-পদাবলী বচনা কবিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। একটি পুথিতে রাসলীলার কিছু পদ পাওয়া গিয়াছে।[৩৭] পদগুলিতে ভাগবতেব কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে। রাধাবল্লভ কযেকটি "শোচক" অর্থাৎ তিবোভূত মহাজনেব স্মারক পদাবলী লিখিয়াছিলেন।[৩৮] রঘুনাথদাসেব 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'বও অনুবাদ[৩৯] করিয়াছিলেন।

মল্লভূমির বাজা বীরহাম্বীব শ্রীনিবাস-আচার্যেব একজন মুখ্য শিষ্য ছিলেন। ইঁহাব নামান্তর অর্থাৎ বৈষ্ণব-বিরুদ ছিল "শ্রীজীব-গোপালদাস"।[৪০] ইঁহাব পদবচনা আগে উল্লেখ করিযাছি।[৪১] ভক্তিরত্নাকবের মতে বীরহাম্বীব "শ্রীচৈতন্যদাস" ভনিতাযও কিছু পদ লিখিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র ধাড়িহাম্বীবও শ্রীনিবাসেব কৃপা লাভ কবিযাছিলেন। ধাড়িহাম্বীব ভনিতায় শ্রীনিবাস-আচার্যেব বন্দনা পদ একটি পাওয়া গিয়াছে।[৪২]

শ্রীনিবাসেব শিষ্য মোহনদাস ও বল্লভদাস[৪৩] কতকগুলি পদ লিখিযাছিলেন। একটি পদে বল্লভদাস খেদ কবিয়াছিলেন যে তিনি শ্রীনিবাস-নবোত্তম-বামচন্দ্র-গোবিন্দদাসেব তিবোধানেব পরেও জীবিত বহিয়াছেন। নরোত্তমদাসের শিষ্য শ্রীবল্লভ চৌধুবী বল্লভদাস নামে পদ লিখিযাছিলেন। এই দ্বিতীয় বল্লভদাসেব ভনিতায "শ্রীবল্লভ" পাই। ইনি গোবিন্দদাস "কবিবাজে"ব সুহৃদ্ ছিলেন।

নিম্নে উদ্ধৃত সুবিখ্যাত পদটিব ভনিতায "কবিবল্লভ" নাম আছে। "কবি" বল্লভ নামে একজন কবি ছিলেন।[৪৪] পদটি এই "কবি" বল্লভেরও হইতে পাবে।

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয
সোই পিবীতি অনু- বাগ বাখানিযে
অনুখন নৌতন হোয।
জনম অবধি হৈতে ও-রূপ নেহাবলুঁ
নয়ন না তিবপিত ভেলা
লাখ লাখ যুগ হিযে হিযে মুখে মুখে
হৃদয় জুডন নাহি গেলা।
বচন-অমিয়-রস অনুখন শুনলুঁ
শ্রুতি-পথে পবশ না ভেলি
কত মধু-যামিনী বভসে গোযাঁযলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি।
কত বিদগধ-জন রস অনুমোদই

RESEARCH STATE CENTRAL LIBRARY AGARTALA

অনুভব কাহু না পেখি
কহ কবিবল্লভ হৃদয জুড়াইতে
মীলযে কোটি-মে একি ॥[৪৫]

শ্রীনিবাস-আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দের লেখা দুই-চারটি পদ পাওয়া গিযাছে।[৪৬] শ্রীনিবাসের পৌত্র সুবলচন্দ্রও দুই একটি পদ লিখিয়াছিলেন।[৪৭] শ্রীনিবাসের শিষ্য পদকর্তাদের মধ্যে ইঁহাদেব নামও উল্লেখযোগ্য—গোকুলানন্দ[৪৮], বংশীদাস[৪৯] ও শ্যামদাস[৫০]।

শ্যামদাসেব একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

কি কহব কহনে না যায
ও রূপ-মাধুরী হেরইতে হেন বুঝি
কলঙ্ক লাগিয়া যাবে গায়।
একে তিরি-ভঙ্গি- বঙ্গ বরনাগর
তাহে কত বেশ-বনান
শ্যামেব সকল কলা-রস-কৌশল
কোন বিধি কৈল নিরমান।
শ্যাম-কটি পীতধটী বশনাএ রঞ্জিত
গঞ্জে নবঘন-বিজুবী
শ্যামদাস-পহু নটবব-শেখব
চলিতে পডএ রূপ অঞ্জলি অঞ্জলি ॥[৫১]

শিবরামদাস এবং শিবরাম ভনিতায অনেকগুলি ব্রজবুলি ও বাঙ্গালা পদ পাওয়া গিয়াছে। নবোত্তমের এক শিষ্য ছিলেন শিবরাম। ইনি এই কবি হইতে পারেন।[৫২] সব পদ একই কবির লেখা না হওয়া অসম্ভব নয়।

শিবরামের[৫৩] দুইটি গোষ্ঠ-বাৎসল্যের পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

বাম কানাঞি বে আমাব জীবন কানাঞি
রবি ঐ অস্তে গেল বাছা ন তবু দেখা নাঞি।
নন্দঘোষ ঘরে নাঞি যাদু গেছে রে বনে
অভাগী মায়ের প্রাণ কত ওঠে মনে।
চিত মোব উচাটন যাদু না দেখিয়া
পাছু গোপাল যায়্যা থাকে কালিন্দী-তীর দিয়া।
কোন বা কৃষাণের খন্দ খাইয়াছে ধেনু
বান্ধিয়া রাখ্যাচে লয়ে রে অভাগীর কানু।
শিবরামদাসে বলে শোন নন্দরাণী
শাঙলি-ধবলির পাছু আসিব নীলমণি ॥[৫৪]

কালিকার বনের কথা কৈয়াছে শ্রীদাম
বকাসুরে গিল্যাছিল নবঘনশ্যাম।
শিশুমতি মোর গোপাল নহেত প্রবীণ

শুনু কোলে কেমনে বহিব সাবা দিন।
শপতি কবিযা বলাই যাও মোব আগে
গোপালেব ভাল-মন্দ সভাকাবে লাগে।
শিববামদাসে বলে শুন নন্দবাণী
এ যাদু তোমাব নয অখিলের মণি ॥[৫৫]

বাঘবেন্দ্র-বায ভনিতায যে পদটি মিলিয়াছে তাহা নবোত্তম-শিষ্য বাঘবেন্দ্রেব বচনা বলিয়া মনে কবিতে বাধা নাই।[৫৬]

তোমা না ছাডিব বন্ধু তোমা না ছাডিব
বিবলে পাঞাছি হিযা-মাঝাবে বাখিব।
বাতি কৈলাঙ দিন বন্ধু দিন কৈলাঙ বাতি
ভুবন ভরিযা বহিল তোমাব খেআতি।
ঘর কৈলাঙ বন বন্ধু বন কৈলাঙ ঘব
পব কৈলাঙ আপুনি আপুনি কৈলাঙ পব।
সকল তেজিযা দূবে লইলাঙ শবণ
বায বাঘবেন্দ্র কহে ও বাঙ্গা চরণ ॥

শ্যামপ্রিযা-ভনিতায় এই যে একটি পদ পাওযা গিয়াছে ইহা শ্যামানন্দেব প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের (নামান্তবে বসিক-মুরারির) শোচক। কবি নিশ্চযই শ্যামানন্দেব কনিষ্ঠ পত্নী নন, তবে রসিকানন্দেব কোন শিষ্যা অবশ্যই ছিলেন।

প্রাণ ধবিব কেমনে প্রাণ ধবিব কেমনে
দিবসে আন্ধাব হৈল শ্রীমুবাবি বিনে।
হবি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা হৈল বাদ
আর কি বসিকানন্দ পূবাইবে সাধ।
একে সে বসিকানন্দ বসেব তবঙ্গ
বসিলা রসিকানন্দ ক্ষীবচোবা-সঙ্গ।[৫৭]
কান্দিতে কান্দিতে হিয়া বিদবে উল্লাসে
দশ দিগ শূন্য হৈল শ্যামপ্রিযা ভাষে ॥

রসিকানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাধানন্দও (১৬১৬-১৬৮৫) শ্যামানন্দের শিষ্য ছিলেন। ইনি কিছু পদ রচনা কবিয়াছিলেন এবং গীতগোবিন্দের অনুকরণে 'রাধাগোবিন্দ' কাব্য[৫৮] বচনা করিয়াছিলেন।

ভক্ত ও বিদগ্ধ পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'[৫৯] প্রথম বিশুদ্ধ পদাবলী-চয়নিকা। বিশ্বনাথের পদে "হরিবল্লভ" অথবা "বল্লভ" ভনিতা পাওযা যায। পদগুলি প্রায় সবই ব্রজবুলিতে লেখা। যেমন,

কহ কহ এ সখি মরমকি বাত
সো তোহে কি করল শ্যামব-গাত।
মনমথ-কোটি-মথন তনু-বেহ
কৈছে উবরি তুহুঁ আওলি গেহ।

কুলবতী কোটি হোযে যহি অন্ধ
পাওলি কছু কিযে সো মুখ গন্ধ।
যাকব মুবলী শ্রবণে যহি লাগে
খসতহি বসন শাশ পতি আগে।
অব নিবধাবসি কোন বিচাব
বল্লভ সো বস সাগব পাব ॥

সঙ্কলনটি সম্পূর্ণ নয়, পবিকল্পিত গ্রন্থেব অংশ মাত্র। বিশ্বনাথ সপ্তদশ শতাব্দীব শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

বাৎসল্য বসেব ভালো পদ খুব কমই পাওযা গিযাছে। বলবামদাসেব পবে বাৎসল্য-পদাবলী বচযিতাব মধ্যে কীর্তনগানেব বানীহাটী[৬৫] (বেনেটী) পদ্ধতিব প্রচলনকর্তা বলিযা খ্যাত বিপ্রদাস-ঘোষেব নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে ইঁহাব পদ দুই তিনটিব বেশি মিলে নাই। একটি উদ্ধৃত কবিলাম।[৬১]

এ খীব নবনী দণ্ডে দণ্ডে খাও
তিলে তিলে লাগে ভোক-ছানি[৬২]
খাইযা মাযেব মাথা এত বেলা ছিলে কোথা
অ মোব কুলেব যাদুমণি
অদূব অরুণ প্রখব কিবণ
ঘামিযাছে ও চন্দ-বদন
বিম্বাধব তোমাব মলিন হয্যাছে
আহা মবি মাযেব পবাণ।
নিমিখ কবিতে ভবসা না কবি চিতে
মনে কবি পাছে হই হাবা
বিপ্রসাদ ে ষে কয মনে বড বাসি ভয
ঘব মাঝে তুমি ধন সাবা ॥

## ১০ বামপদাবলী

ষোডশ শতাব্দীব গোডায ও তাহাব আগে বামাযণ গান কি ভাবে হইত জানি না, তবে সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বামাযণ-পাঁচালী যে কীর্তনেব ঢঙে গাওযা হইতে থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সময়ে প্রচলিত বাধাকৃষ্ণ-পদাবলীব প্রভাবও পডিতেছিল। ষোডশ শতাব্দীতে যত না হোক সপ্তদশ শতাব্দী হইতে কৃষ্ণলীলাব ছাঁদে বাম-লীলাব পদ অল্পস্বল্প বচিত হইতে থাকে। তবে এই ধবনেব পদ বামাযণ গাযকেব পুথিব বাহিবে বেশি পাওযা যায নাই। যে দুই-একটি পাওযা গিযাছে তাহাব কিছু পবিচয দিতেছি।

একটি পুবানো পুথিতে "বামদাস" নামে দুইটি পদ পাওযা গিযাছিল।[৬৩] পদ দুইটিতেই ব্রজবুলিব মিশ্রণ আছে। প্রথম পদে বামদাসেব ভনিতা,

যত পাত্রমিত্রগণ কবতহি জোড-হাত
দেবগণে জযজয-ধ্বনি

রামদাসে ভনে ও রাঙ্গা-চরণে
না ঠেলিহ রঘুমণি ॥

দ্বিতীয় পদে ভনিতা কৃত্তিবাসের,

ভনতহি কবি কীর্ত্তিবাস
জানকীরমণ-চরণে আশ
রামরূপ দেখি জানকী মাতল যেন চাতকী ॥

দুর্লভ-রায় বা "দ্বিজ" দুর্লভের দুইটি ভালো পদ পাইয়াছি ১১০৬ সালে লেখা একটি পুথিতে।[৬৪] প্রথম পদটি রাম-নির্বাসনের।

বাছা রাম
খানিক দাণ্ডাইয়া থাক মায়ের ম[রণ] দেখ
আসা চুম্ব খাই রে বদনে
মোর প্রাণ বাহির হৈআ যাবে পথ দেখাইআ
তবে তুমি যাইবে কাননে।
সুমিত্রা বোলেন বাণী শুন বাপু রঘুমণি
মোর সুত তোমার কিঙ্কর
মোর স্তনে দুগ্ধ খায়্যা আপন পরাণে দিআ
যতনে রাখিহ রঘুবর।
যখন পিতা পড়ে মনে চাহিহ রামের পানে
সীতা মাতা আমার বিহনে
খেলাইতে শিশু সঙ্গে[৬৭] বসিয়া তরুমূলে
রাম যেথা অযোধ্যা সেখানে।[৬৮]
উঠিল ক্রন্দন রোল অযোধ্যায় হাহাকার
ভূমিতলে লোটায় প্রজাগণে
কহেন দুলভ রায় কী বা হলা হায় হায়
রামচন্দ্র চলিলা কাননে ॥

**১১ কৃষ্ণলীলা কাব্যের রকমফের**

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কৃষ্ণলীলা কাব্য ছিল প্রধানত তিন ধরনের। এক ধরনের রচনাগুলি প্রধানত আখ্যান, পড়িবার জন্য লেখা। এগুলিতে গান নাই, অথবা থাকিলেও অত্যন্ত অল্প। এখানে প্রধানত ভাগবতের কাহিনীরই অনুসরণ। গোস্বামীদের চিন্তার প্রভাব ক্ষীণ এবং মূল সুর দাস্যভক্তির। দ্বিতীয় ধরনের রচনাগুলি প্রধানত গীতিনিবন্ধ, গাহিবার অথবা সুরে আবৃত্তি করিবার জন্য লেখা। এগুলিতে পদ অর্থাৎ গান প্রচুর আছে। এখানে গোস্বামীদের চিন্তার অনুসরণ স্পষ্ট, এবং সুর প্রেমভক্তির। তৃতীয় ধরনের রচনাগুলিতে আদিরসেরই বহুলতা। বইটি প্রধানত গাহিবার জন্য রচিত। এখানে লৌকিক কাহিনীর অনুসরণ, এবং সুর হাস্যভক্তিরও নহে প্রেমভক্তিরও নহে, ভক্তিমিশ্র আদি ও কৌতুকরসের। সংখ্যায় এ ধরনের কাব্য অত্যন্ত কম।

স্কন্ধ ধরিয়া ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন সনাতন বিদ্যাবাগীশ।[৬৭] রাজেন্দ্রলাল মিত্র

তাঁহাব এক প্রবন্ধে সনাতন চক্রবর্তী কৃত ভাগবত দশম স্কন্ধেব উল্লেখ করিয়াছিলেন।[৬৮] তাহা এই রচনাবই অংশ বলিয়া মনে কবি। সনাতনের পবিচয় এইটুকুমাত্র পাওয়া যায় (নবম স্কন্ধে)।

কলিকাতা ঘোষাল বংশে কৃষ্ণানন্দ
তাঁব পুত্র ভুবনবিদিত বামচন্দ্র।
তাঁহাব মধ্যম পুত্র করি শিশুলীলা
ভাষা-ভাগবত বিদ্যাবাগীশ রচিলা।

ভনিতায় পিতামহেবই বেশি উল্লেখ পাই।

কৃষ্ণানন্দ তনয-তনয সনাতন
বিবচিল ভাষাবন্ধ ভক্তেব কাবণ।

গ্রন্থকাব উডিষ্যায থাকিতেন। কাব্যটি বোধ কবি সবটাই কটকে লেখা হইযাছিল।[৬৯] প্রত্যেক স্কন্ধেব রচনাকাল দেওযা আছে।[৭০] যেমন চতুর্থ স্কন্ধেব বচনাকাল

বসু চন্দ্র ঋতু শশী শক পবিমিত।

অর্থাৎ ১৬১৮ শকাব্দে (= ১৬৯৬)। পঞ্চম স্কন্ধও এই শকাব্দে লেখা হইযাছিল

গজ শশি বস চন্দ্র শাক পবিমিতে।

ষোডশ শতাব্দীব অন্তিমভাগে একজন প্রভাবশালী বৈষ্ণব জযগোপালদাস বাঙ্গালা দেশেব তথা বৃন্দাবনেব বৈষ্ণব-সমাজের অপাংক্তেয পবিগণিত হইযাছিলেন। জযগোপাল শিক্ষিত ও অনুভবশীল ছিলেন এবং শিষ্যবর্গেব উপব তাঁহার খুব প্রভাব ছিল। তখন বৈষ্ণব-সমাজে ব্রাহ্মণ্যেব আধিপত্য শুরু হইযাছে। গুরুগিবিব অধিকাব ব্রাহ্মণেবই, এবং নূতন মহান্তেব সে অধিকার স্বীকাব কবা হইত যদি তাঁহাবা ব্রাহ্মণকে মন্ত্র না দিতেন। জযগোপাল ব্রাহ্মণকেও দীক্ষা দিতেন এবং ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ শিষ্যদেব বৈষ্ণব ভক্তরূপে সমান জাতিবৎ সামাজিক আচবণ কবিতেন। মনে হয এই কাবণেই শ্রীনিবাস আচার্যেব সঙ্গে জযগোপালেব আদর্শদ্বন্দ্ব ঘটিয়াছিল এবং শ্রীনিবাসকে সমর্থন কবিবার উদ্দেশ্যেই জীব গোস্বামী জযগোপালকে বর্জন করিযাছিলেন।[৭১] জয়গোপালেব দুইজন শিষ্যেব লেখা ভাগবত-অনুসাবী দুইখানি কৃষ্ণলীলা কাব্য পাওযা গিয়াছে। দুইখানিব নামই 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' একখানি অদ্যাপি অমুদ্রিত, অপরখানি অনেকদিন আগেই ছাপা হইযাছে। দুইজনেবই বচনায গুরুব প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির প্রকাশ আছে। দুইজনেরই গুরুদত্ত নাম অথবা পরিচিতি 'শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কব"।

প্রথম কাব্যটিতে[৭২] গুরুর দোহাই আছে ব্রজলীলা অর্বাধ। তাহাব পব হয অপবের বচনা প্রবেশ কবিয়াছে নয় তখন গুরু অপ্রকট হইয়াছেন। গুরু যে কোন বকমেই জাতিভেদ মানিতেন না তাহা কাব্যেব এই উক্তি হইতে বোঝা যায।

জাতিভেদ তাঁহাব কবযে যেই জন
সেজন জানিহ পূর্ণ নবকভাজন।

লেখকের নাম ঘনশ্যাম-দাস। ইনি কাব্যে গুরুবন্দনার পব চৈতন্যবন্দনা কবিয়াছেন ও তাহার পর নিত্যানন্দকে বন্দনা করিয়া সুন্দরানন্দকে ও গদাধব পণ্ডিতকে প্রণাম জানাইয়াছেন। কাব্যরচনায় ঘনশ্যামের ভরসা ছিল গুরুকৃপা।

তোমাব কৃপাব তেজে এ মহীমণ্ডল মাঝে
মনে আছে এমন বাসনা
শ্রীকৃষ্ণবিলাস গ্রন্থ অমিঞা-লহবী তন্ত্র
গীতছন্দে কবিব বচনা।

ঘনশ্যাম গুরুব বর্ণনা দিযাছেন স্নিগ্ধচক্ষে।

স্নিগ্ধ সুবলিত তনু বসে ঢলঢল জনু
শ্যামলববণ অনুপাম
বদন বিমল ইন্দু যেন অমিযাসিন্ধু
শ্রীজযগোপালদাস নাম।
মলযজ পবিমলে তিলক আলক ভালে
এ হবিমন্দিব মনোহব
বুক বাঞা অনিবাব বহে প্রেম জলধাব
পুলক অঙ্কুব কলেবব।
পবিধান শুক্লবস্ত্র বিচাবেন ভক্তিশাস্ত্র
নির্মাল্য চন্দনমালা অঙ্গে
প্রভু তুমি দযাসাগব মো তোমাব কিঙ্কব
মোবে কৃপা কবিলে লীলায
হবিনাম মন্ত্র দীক্ষা যে কিছু ভজনশিক্ষা
প্রকাশিলে আপন ইচ্ছ'য।

তাহাব পব গুরুব বচনাবলীব উল্লেখ।

তোমাব কৃপায মাত্র পডিল ভকতিশাস্ত্র
এ সাবস'গ্রহ মনোহব
ভক্তিভাবপবদীপ মনোবুদ্ধিসংবাদ
অপরূপ ভক্তিবত্নাকব।
অনুমানসমন্বয শুনিতে অজ্ঞান ক্ষয
এ ধমসন্দভ বসকন্দ
অপূর্ব কৃষ্ণবিলাস কাঞ্চাভাব পবকাশ
ঘুচিল মনেব সব ধন্ধ।

'সাবসংগ্রহ', 'ভক্তিভাবপ্রদীপ', 'মনোবুদ্ধিসংবাদ', 'ভক্তিবত্নাকব', অনুমানসম্বন্ধ', 'ধর্মসম্পর্ক', 'কৃষ্ণবিলাস', ইত্যাদি বচনাগুলি সবই সংস্কৃতে বলিযা মনে হয। জযগোপালেব 'ভক্তিবত্নাকব' "রুদ্রাংশুগশশধব" (= ১৫১১) শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৮৯ অব্দে বচিত হইযাছিল।[৭৩] জযগোপালেব 'ভক্তিভাবপ্রদীপ' অনুবাদ কবিযাছিলেন কৃষ্ণকিঙ্কব।[৭৪] ইনি সম্ভবত নিত্যানন্দ-অনুচব সুন্দবানন্দেব সন্ততি—পৌত্র বা প্রপৌত্র—ছিলেন।[৭৫]

ঘনশ্যামেব বচনাব আব একটি পুথিতে[৭৬] কাব্যেব নাম পাওযা যায—'হবিবংশ' অথবা 'ভাগবত' অথবা 'ব্রহ্মবৈবর্ত'। লেখক উক্ত পুবাণগুলি হইতে কৃষ্ণলীলা সংগ্রহ কবিযাছিলেন বলিযা এই বিভিন্ন নাম দিযাছেন। পুথিটিব শেষেব ভনিতা হইতে জানি যে ঘনশ্যাম "শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কব" নামেও পবিচিত ছিলেন।[৭৭] ভনিতায শুধু "কিঙ্কব" অথবা "কিঙ্কব দ্বিজ"ও পাওযা যায।

দ্বিতীয় 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'ও এক শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের রচনা। বইটির একটি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ পুথির সন্ধান মিলিয়াছে।[৭৮] তাহা অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় ছাপা হইয়াছে।[৭৯] রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করকে সম্পাদক মহাভাবতের কবি কাশীদাসের বড় ভাই বলিয়াছেন এবং সকলে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।[৮০] কিন্তু "শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর" ভনিতা ছাড়া এই অনুমানের আর কোনই সমর্থন নাই। এবং ভনিতাটির প্রমাণও খুব টেকসই লাগিতেছে না। কাশীদাসের আত্মপরিচয়ে বড় ভাইয়ের নাম আছে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর। শ্রীকৃষ্ণবিলাসে লেখকের যেটুকু আত্মপরিচয় আছে তাহাতে দেখি যে এ নাম তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের নয়, গুরুদত্ত নাম, দীক্ষার সঙ্গে প্রাপ্ত।[৮১]

ব্রাহ্মণকুমার গুরু অতি দয়াবান
কর্ণে মন্ত্র দিয়া মোর কৈল পরিত্রাণ।
সেইখানে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নাম থুঞা
আজ্ঞা কৈল শ্রীনন্দনন্দন ভজ গিঞা
পুনরপি শ্রীগুরুচরণে পরণাম
যাঁর গুণে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর হইলাম।
যাঁর গুণে মনের তিমির হৈল নাশ
যাঁর গুণে শ্রীকৃষ্ণবিলাস পরকাশ
বিপ্রকুলে জন্ম নাম শ্রীগোপালদাস
আজন্ম ভরিঞা কৈল গুরুতে বিশ্বাস

শেষ পয়ারে উক্ত শ্রীগোপালদাস কে? ইনি কি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের গুরু যাহাকে আমি জয়গোপালদাস বলিয়া অনুমান করিতেছি? না রচয়িতার নিজের নাম অথবা পরিচিতি (শ্রীগোপালের - জয়গোপালের দাস)? তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ, অতএব কাশীদাসের ভাই হইতে পারেন না। আগে জয়গোপালের ভক্তিভাবপ্রদীপের অনুবাদকর্তা যে কৃষ্ণকিঙ্করের উল্লেখ করিয়াছি তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণবিলাসের রচয়িতা (অথবা অনুবাদকারী) হওয়া সম্ভব।

বংশীদাসের গ্রন্থ[৮২] ঠিক ভাগবত-অনুসারী নয়, এবং গীতিপ্রধান। পুথির আরম্ভেই আছে "অথ শ্রীভাগবতানুসারেণ গীতানি[৮৩] লিখ্যন্তে। রাগ-রাগিণীর উল্লেখ প্রায়ই আছে। প্রাপ্ত পুথিতে বিষয়গুলি বিপর্যস্তভাবে বিন্যস্ত প্রথমে রাস তাহার পর দ্বিজপত্নী-উপাখ্যান, রাধাকৃষ্ণের বিবাহ খণ্ডিতা, বিপরীত খণ্ডিতা, নৌকাবিলাস। নৌকাবিলাসের শেষ পদে গোবিন্দদাসের ভনিতা আছে। তাহার পরে ছয় পদে 'অথ শ্রীচৈতন্য-জন্মরহস্য' শেষ করিয়া কৃষ্ণলীলা পুনরাবৃত্ত হইয়াছে।

এ বংশীদাসের কোন পরিচয় পাই নাই। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের লোক হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। পদগুলির রচনা ভালো।

যশশ্চন্দ্রের 'গোবিন্দবিলাস' আকারে বেশ বড় বই।[৮৪] প্রধানত বর্ণনাময়। আদ্য, রাধা, দান, অনুরাগ, পৌগণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন "খণ্ড" অনুসারে বিভক্ত। বন্দনায় গৌরাঙ্গ, সনাতন, রূপ, গোপাল ভট্ট ও জীব গোস্বামীর পরে কৃষ্ণদাসের নাম এবং তাহার পরে বিদ্যালঙ্কারের নাম

আছে। বিদ্যালঙ্কার হয়তো কবির গুরু এবং কৃষ্ণদাস "কবিরাজে"র শিষ্য ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস প্রভু বন্দো ভক্তিভাবে
যাহার আশিষে হয় প্রেমভক্তিলাভে।
শ্রীবিদ্যালঙ্কার প্রভু বন্দিব সাদরে ·
যার কৃপা হৈতে আমি মূঢ়মতি ছাব
রচিতে কৃষ্ণেব গুণ মন-অধিকার।

ব্রজবাসীদের বন্দনার পর পিতা মাতা ও গুরুপত্নীর প্রতি প্রণতি জ্ঞাপন। তাহার পব এই কথা আছে

শ্রীহবিদাস নাম জন্ম বৈদ্যকুলে
কৃষ্ণেব ভকত সব দাস বলি বলে।

ইহা হইতে অনুমান হয় লেখকেব চলিত নাম ছিল হবিদাস দাস। জাতি বৈদ্য। ভনিতায সর্বদাই "যশশ্চন্দ্র" অথবা "দীন যশশ্চন্দ্র" নাম।

গোবিন্দবিলাসেব বচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীব প্রথম পাদেব পবে হইবে না॥

## ১২ পরশুরাম রায়ের 'সঙ্গীতমাধব'

দুইজন ব্রাহ্মণ পরশুবাম কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য লিখিয়াছিলেন, প্রায একই সময়ে। একজন পরশুরাম চক্রবর্তী। ইঁহাব কাব্যেব বিভিন্ন পালাব পুথি যথেষ্ট পাওযা যায।[৮৫] সমগ্র পুথি দুর্লভ।[৮৬] একটি পুথি উত্তরমধ্যবঙ্গে বগুডা অঞ্চলে পাওযা গিযাছিল।[৮৭]

একটি পুথিব এক স্থানে ভনিতায় আছে

ঘবেব ঠাকুর বন্দো শ্রীবঘুনন্দন।

ইহা হইতে নলিনীকান্ত ভট্টশালী মনে কবিয়াছিলেন যে কবি বাম-উপাসক ছিলেন। তাহা ঠিক নহে। তিনি গোপালের উপাসক ছিলেন—ভনিতায় বাব বার তাহাব উল্লেখ আছে।[৮৮] ভনিতাটি খাঁটি হইলে মনে কবিব যে পরশুরামেব নিবাস শ্রীখণ্ডেব কাছাকাছি ছিল অথবা তিনি শ্রীখণ্ডের সম্প্রদাযেব শিষ্য ছিলেন। স্বপ্নে ব্যাসেব আদেশ পাইযা পবশুবাম কৃষ্ণমঙ্গল বচনা করিয়াছিলেন। একটি পুথিতে[৮৯] (শ্রীবৎসচিন্তারপালা) বচনাকাল দেওয়া আছে।

শকাব্দ পঞ্চদশ চৌরাশী ভাদ্র মাস
তিথি দশমী কৃষ্ণপক্ষে পরকাশ।
অষ্টাবিংশতি দিন বৃহস্পতিবারে
সন হাজাব সত্তবি সাল [অনুসারে]।

অর্থাৎ ১৫৮৪ শকাতীতাব্দে ১০৭০ সালে (= ১৬৬৩) গ্রন্থের (অথবা এই পালার) বচনা সমাপ্ত হইয়াছিল।

পরশুরামের কাব্যে কৃষ্ণলীলা অংশে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড কাহিনী ভালো কবিয়াই আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যেমন এখানেও তেমনি চন্দ্রাবলী রাধার বিশেষণ অথবা নামান্তর। কৃষ্ণকথা ছাড়াও ভাগবতে ও অন্যত্র বর্ণিত লোকপ্রিয় পুরাণ-কাহিনী কিছু কিছু পরশুরাম চক্রবর্তীর কাব্যে আছে। যেমন অজামিল-উপাখ্যান, ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদ-সংবাদ, রাম-কথা, শ্রীবৎস-চিন্তার আখ্যায়িকা, ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরশুরামের পুরা নাম পরশুরাম বায। কাব্যেব নাম 'মাধবসঙ্গীত' বা 'সঙ্গীতমাধব'।[৯০] গ্রন্থমধ্যে স্থানে স্থানে লেখকের আত্মপবিচযেব টুকবা ছডাইয়া আছে। দামোদরের উত্তর কূলে (মানকরের দক্ষিণে) চম্পকনগবী (আধুনিক কসবা-চাঁপাই) গ্রামে পরশুরামেব পুরুষানুক্রমে বাস ছিল। জাতি ব্রাহ্মণ। পিতা মধুসূদন, পিতামহ সুবুদ্ধি বায়, প্রপিতামহ হরি রায়। লোকনাথ সম্ভবত হরি বাযেব পিতা। গোডাব দিকেই এই পবিচয় দেওয়া আছে।

চম্পকনগরী গ্রাম তাহাতে নিবাস ধাম মিবাস পুরুষ ছয সাত।
লোকনাথ হরিরায় তৎসুত সুবুদ্ধিবায তাব সুত শ্রীমধুসূদন
দ্বিজকূলে জনমিঞা তাঁহার নন্দন হঞা বিবচিল কৃষ্ণের কীর্তন।
পাঞা গুরু-উপদেশ কৃষ্ণ কৃপা সবিশেষ অনন্ত মহিমা গুণগ্রাম
আপনি কলম ধরি লিখন কবেন হবি পবশুবামের মাত্র নাম ॥

এই চম্পকনগরী কোথায় তাহা পরে আলোচনা কবিতেছি। মাঝ ববাবব আছে কবির পোষ্টার উল্লেখ।

ক্ষেত্রি-অবতংস মহাবাজ-বংশ কুমাব শিখবশ্যাম
যার দেশে বসি সঙ্গীতবিলাসী বচিল পবশুরাম ॥

শেষে কুমাব শিখবশ্যাম বা শ্যামশিখর ও তাঁহাব দেশ এবং কবিব সঙ্গে তাঁহাব সম্পর্ক সম্বন্ধে একটু বেশি খবর আছে।

সংসারে ধনি ধনি ক্ষেত্রিয-শিবোমণি শিখবশ্যাম অধিপতি
নৃপতি-আশ্রমে দ্বাদশকন্য গ্রামে বচিল সঙ্গীত পুথি।
ধন্য সে ঠাকুরাল বাড়ুক বহুকাল ধনি সে পাত্র পবধান
ধন্য সে সব প্রজা বৈষ্ণব পদপূজা কবেন হবিগুণগান ॥

ক্ষেত্রি জমিদার শিখরশ্যাম কোন রাজবংশেব সন্তান। তাঁহাব আশ্রযে—ঠাকুব বাড়িতে অথবা আখড়ায় কিংবা কর্মচারী রূপে—পরশুরাম দ্বাদশকন্য গ্রামে থাকিয়া গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন। পরশুরামের জীবনী সম্পর্কে মুদ্রিত মাধবসঙ্গীতেব সম্পাদকেব "অনুমিত" তথ্য নিম্নরূপ।"তিনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ও শেষভাগে মেদিনীপুব জেলার কাঁথি মহকুমার চম্পাইনগর নামক গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে সন্নিকটস্থ দ্বাদশকন্য গ্রামেব ক্ষত্রিয় ভূস্বামী জনৈক শিখরশ্যামের পৃষ্ঠপোষকতায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে এই মাধবসঙ্গীত রচনা করেন।"[৯১] এই উক্তির সবটাই বিশুদ্ধ অনুমান, তথ্য শুধু এইটুকু যে মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় চম্পাইনগর নামে এক ছোট গ্রামেব উল্লেখ ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে আছে। বর্ধমান জেলায় মানকরের কাছে দামোদর সন্নিকটে কসবা-চাঁপাইনগর প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ স্থান। তাহা ব্যতীত চম্পাইনগর বা চাঁপাইনগর আর যে কোথাও নাই এমন কথা বলা যায় না। মেদিনীপুব চম্পাইনগরের অপেক্ষা বর্ধমান চাঁপাইনগরের দাবি পরশুরামের প্রসঙ্গে অনেক বেশি জোরদার। 'দ্বাদশকন্য' গ্রামের নাম শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পড়িয়াছিলেন 'দ্বাদশকল্য' এবং তদনুসারে বর্তমান 'দাসকল' গ্রামের সঙ্গে সমীকৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু 'দ্বাদশ' হইতে 'দাস' হওয়া স্বাভাবিক নয়। বরং 'বারঘন্নে' এই গ্রামনামের সঙ্গে সমীকরণ চলে। 'বার' সংস্কৃত করিলে 'দ্বাদশ', আর 'ঘন্নে'

লোক ব্যুৎপত্তিতে 'কন্যে' শব্দে উন্নীত হওয়া অপ্রত্যাশিত নয়। চাঁপাইনগরের মতো বারঘরেও বর্ধমান জেলায় গোপভূমে অবস্থিত। এখানে একদা ক্ষেত্রি জমিদার ছিল। তাঁহারা বর্ধমান রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত, সুতরাং "মহারাজ বংশ'।

মাধবসঙ্গীতে কয়েকটি ব্রজবুলি পদ আছে। তাহার মধ্যে একটিতে দুই একটি ওড়িয়া ভাষার বিশিষ্ট শব্দ আছে।[১২] গ্রন্থে অন্যত্র ওড়িয়া ভাষার বিন্দু বিসর্গও নাই। সুতরাং এই ব্রজবুলি পদটির উপর নির্ভর করিয়া পরশুরামকে উড়িষ্যার লোক বা একদা উড়িষ্যা প্রবাসী বলিয়া নির্দেশ করা চলে না। তবে উড়িষ্যার সঙ্গে তাঁহার একটু ক্ষীণসূত্রের যোগ ছিল বলিয়া বোধ করি। পরে বলিতেছি।

মাধবসঙ্গীতের রচনা প্রাচীনতর পুথিটির চেয়ে অর্বাচীন হইতে পারে না। প্রাচীনতর পুথিটি ১১৬৬ সালে লেখা। এই পুথিটিতে কিছু ছাড় বাদ আছে। সুতরাং পুথিটি গ্রন্থকারের মূল রচনা নয়। অতএব রচনাকাল ১১৬৬ সালের আগে। কিন্তু কত আগে তাহা বলা যায় না তবে চৈতন্যচরিতামৃত রচনার যে বেশ কিছুকাল পরে তা নি সন্দেহ। পরশুরাম অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সে সব শ্লোক অনেকগুলিই চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত আছে। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সম্বন্ধে পরশুরামের ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান ছিল ভাসা ভাসা। তাহা না হইলে যথা শ্রীভগবদ গীতায়াম" বলিয়া

ন তথা বোচতে বেদাঃ পুরাণাদ্যা স্তথেতরে
যথা তাসান্তু গোপীনাং ভৎসনা গর্বিতং বচং ॥

পরশুরামের গুরু ছিলেন মনোহর-দাস। ভনিতায় প্রায়ই গুরুর সম্বন্ধে ভক্তিপূর্ণ উক্তি আছে, কিন্তু তাঁহার পরিচয় কিছু দেওয়া নাই। পরশুরাম বৈধী (অর্থাৎ অ তান্ত্রিক) রাগমার্গের সাধক ছিলেন। এ পথের নির্দেশ পাইয়াছিলেন তিনি গুরুর কাছে। এমনি এক সাধক গ্রন্থকার ছিলেন 'দিনমণিচন্দ্রোদয়'- রচয়িতা মনোহরদাস।[১৩] ইনি রায় রামানন্দের বংশধর ছিলেন। রাগানুগমার্গী বৈষ্ণব সাধক সমাজে গৌরলীলায় রামানন্দ-রায় ছিলেন কৃষ্ণলীলায় ললিতাসখী। পরশুরামের মাধবসঙ্গীতে ললিতার সমধিক মর্যাদা স্বীকার করা হইয়াছে। প্রথমেই সংস্কৃতে দুইটি চৈতন্যবন্দনার পরেই সংস্কৃতে ললিতার স্তব আছে। মাঝখানে আছে যে রাধার সঙ্গে ললিতার অভিন্নতা ছিল বলিয়া তার একনাম অনুরাধা ("অভিন্নতা ললিতারে অনুরাধা বলি")।[১৪] শেষের দিকে ভনিতায়[১৫] পাই

পরশুরামের মন ধরনে না যায়
লোটাঞা পড়িল যেন ললিতার পায়।

মনোহরদাস রায়-রামানন্দের সুতরাং ললিতার প্রশাখা। সুতরাং পরশুরামের সঙ্গে দিনমণিচন্দ্রোদয়-রচয়িতার যোগাযোগ কল্পনার অযোগ্য নয়। তাহা হইলে উড়িষ্যার সঙ্গেও যোগ সিদ্ধ হয়।

গ্রন্থ শেষ হইবার কিছু আগে একটি ভনিতা-অংশে যে মনোহরদাসের উল্লেখ আছে তিনি কবির গুরু হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। পদটি গোপবালাদের আত্মনিবেদন। ভনিতাটি এই,

তুমি সে করুণাসিন্ধু অনাথজনের বন্ধু মোরা সভে চরণকিঙ্করী

খণ্ডিযা সকল মাযা মনোহবদাসে দযা কব কৃষ্ণ না কব চাতুবী।
অনুজ কিশোবদাস তাব পুব অভিলাষ কৃপা কব বৃন্দাবনদাসে
মাধবদাসেব মনে বিলসই অনুক্ষণে প্রিয যত পবিজন বৈসে ॥[৯৫]

গুরু মনোহবদাস অগ্রসব সাধক, তিনি যেন কুঞ্জেব বাহিবে খাডা আছেন গোপীব মুখে কবি তাঁহাব সিদ্ধি যেন আগাইযা দিতেছেন। কিশোবদাস পবশুবামেব অনুজ, মনোহবেব নয।[৯৬] মনোহবেব হইলে বচনাটিব দাযিত্ব মনোহবেবই। তা সম্ভব বলিযা মনে হয না। সম্ভবত এখানে নামগুলি পবশুবামেব প্রিয আত্মীযস্বজনেব "প্রিয যত পবিজন বৈসে" তাহাই নির্দেশ কবে।

মাধবসঙ্গীতেব কাহিনী ভাগবতেব গল্পডোবে আলগা ভাবে বাঁধা। গোডায পবীক্ষিতেব কথা। তাবপব অল্প কথায—ভজনে তখন বিশেষ তাৎপয ছিল না বলিযা ?—যশোদাব বাৎসল্য। তাহাব পব সখ্য—ভজনেব কাজে তাৎপর্যবিহীন ছিল না বলিযা ?—বিস্তৃতভাবে। সখ্য প্রসঙ্গে একটি ভালো পদ আছে।[৯৭]

কৃষ্ণেব সখ্যলীলা কাহিনী গোপতরুণীদেব কানে গেল। বাধা কৃষ্ণকে দেখিলেন যমুনায কালিযদমনেব দিনে। কৃষ্ণেব প্রতি গোপীদেব টান বুঝিযা বতিসহ মদন কৃষ্ণেব কাছে আসিযা সে কথা নিবেদন কবিলে কৃষ্ণ বলিলেন

সম্মোহনগুণে আগে সবচিত্ত হব
বাধিকা মানাঞা মোব প্রিয কম কব

মদন ও বতি বলিল, আমবা পাবিব না তবে উপায কবিতেছি। তাহাবা গেল ব্রহ্মাব কাছে। ব্রহ্মা তাহাদেব সঙ্গে কৃষ্ণেব কাছে আসিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "বাধিকা-সাধনে মোবে কব উপদেশ" কেননা "গুরুবিনে সিদ্ধ মন্ত্র না হয সাধনে।' কৃষ্ণকে ব্রহ্মা বাধাতত্ত্ব বর্ণনা কবিলেন। অনেক ভাবিযা চিন্তিযা

এই যুক্তি বিবিঞ্চি কবিঞা মনে মনে
বাধা-কৃষ্ণ-দেহে কবে ইন্দ্রিয গণনে।
মন সঙ্গে একাদশ ব'বযা গণনা
সতে হলা উপযুক্ত অক্ষব যোজনা

এইভাবে কামগাযত্রী (?) মন্ত্র জোটনা কবিযা, সে মন্ত্রেব প্রতিবর্ণে ব্রহ্মবীজ ন্যস্ত এবং তাহাতে জীবন্যাস কবিযা

সঙ্গোপনে কহে ব্রহ্মা গোবিন্দেব কর্ণে।

মন্ত্র জপেব ধাবাও ব্রহ্মা বলিযা দিলেন, তাহাব পব বিদায লইবাব সময বলিলেন বডাইযেব সাহায্য লইতে, 'তাহা হৈতে হব সিদ্ধি সর্ব প্রযোজন।" তাহাব পব কালিন্দীব কূলে কৃষ্ণ তপস্যায বসিযা "আপনাব মন্ত্র আপুনি কবে জপ"।

কৃষ্ণেব আদেশে কাম বডাইকে ডাকিযা আনিল। বডাই কৃষ্ণেব কাছে আত্মপবিচয দিল। "পৌর্ণমাসী বলে আমি জবতী বডাই।" কৃষ্ণ মনেব কথা নিবেদন কবিলে বডাই বলিল, ঘব সংসাব কলঙ্কিত কবা চলিবে না। বাহিবে স্থান কবিতে হইবে এবং সেখানে বাধা স্বকীয়া ভার্যাব মতো নিঃশঙ্ক হইযা মিলিতে পাবিবে। অন্য গোপীবাও মিলিতে পাবিবে।

বডাই বাধাব কাছে আসিযা কৃষ্ণেব রূপগুণ বর্ণনা কবিযা তাহাকে ও গোপীদেব আকুল

করিল। রাধা তখনই কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া যাইতে চায়। সখী চিত্রলেখা কৃষ্ণের প্রতিকৃতি আঁকিয়া দিলে তাহা দেখিয়া রাধা আরও আকুল হইয়া মরিতে চাহিল। বড়াই উপদেশ দিয়া ধৈর্য ধরিতে বলিল। এদিকে রাধার কথা তাহার প্রতিপক্ষ যূথেশ্বরী চন্দ্রাবলী শুনিয়াছে। ঈর্ষায় সে রাধাকে টেক্কা দিতে চায়। রাধার কাছে আসিয়া চন্দ্রাবলী তাহাকে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে নিষেধ করিল।

বৃন্দাবনে কুঞ্জ সাজাইয়া কৃষ্ণ বাত্রিকালে বাঁশিতে ফুঁ দিলেন। গোপীরা আগে দৌড়াইয়া আসিল। তাহার পরে আসিল চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাবলীকে কৃষ্ণ রাধা ভাবিয়া সেই মতো সম্বোধন করিলে চন্দ্রাবলী কষ্ট হইল। সে চলিয়া যাইতে চাহিলে সখীরা নিষেধ করিল। কৃষ্ণ রাধার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। রাধা লাসরেশ করিয়া শুভক্ষণে যাত্রা করিল। ঘরের বাহিরে মাটিতে পা দিলে পর বিষ্ণুপ্রিয়া ধরণী তাহার প্রশংসা করিয়া নিজের সৌভাগ্যহীনতার জন্য খেদ করিল। বৃন্দাবনে পৌঁছিলে চন্দ্রাবলী রাধার রূপ দেখিয়া ও তাহার প্রতি সকলের প্রীতি বুঝিয়া সখীসমাজে লজ্জা বোধ করিল।

কৃষ্ণ গোপীদের সম্মুখে আসিলেন। রাধাকে দেখিয়া "গাড়িয়া পড়িঞা গেল মুখের মুকলি"। কৃষ্ণ বহুরূপ হইয়া গোপীদের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বড়াই বলিল, আমি এইবার চলিয়া যাইব, তোমরা বিবাহের ব্যবস্থা কর।

এই কার্য সমাধিয়া কহি সভাকারে
একেক সুন্দরী যাহ একেক কুটীরে।
দৈবেই অসীম কুঞ্জ অসীম রূপসী
কৃষ্ণ সঙ্গে রঙ্গ পাবে প্রতি কুঞ্জে বসি।
বিশদ কদম্বতরু মনোজ্ঞ সুন্দর
তার তলে হাসিঞা বসিল কৃষ্ণ বর।
পরশুরামের বাণী শুনি ইতিহাস
রঙ্গিনী সকল করে গন্ধ-অধিবাস

ভাগবতের রাসনৃত্যের অপূর্ব পরিণতি এই গান্ধর্ব বিবাহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর পরশুরামের গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। হয়তো আরও কিছু অংশ ছিল। সমাপ্তি আকস্মিক বলিয়া বোধ হয়।

পরশুরামের বহু গুরুপদে আশা
এহোকালে পরকাল বৈষ্ণব ভরসা।

সঙ্গীতমাধবে কিছু ভালো পদ আছে, তাহার অধিকাংশই ব্রজবুলিতে লেখা। এই পদটি অল্প স্বল্প পাঠান্তরে একাধিক পদকর্তার ভনিতায় পাওয়া যায়,

কালিন্দী কিনারে গো নাগর কালিয়া
জলেরে যাইতে একা সে অঙ্গে লাগিল ঠেকা মনে ছিল তমাল বলিঞা। ধ্রু।
কানাঞি করিঞা আগে আবেশ আছিল গো রাধাসে বন্দিল দুই পায়
রূপের বাতাসে তনু কি জানি কি হৈল গো কথা কহিতে পুলক পড়ে গায়।
নব কুবলয়দল তনু নিরমল গো বরন মুকুরের ছিয়া
কেমন বিধাতা তায় রসাল করিল কিবা সুধুই সুধার সার দিয়া
রূপের মাধুরী কত ভুবন ভুলায় গো পরশে অমিয়া সুখরাশি

পবশুবামেব মনে স্মঙবি স্মঙবি কপ বসিঞা কান্দএ দিবানিশি।

কতকগুলি ভালো ধুযা আছে দুই বা এক ছত্রেব, সেই সঙ্গে বাগিণীব উল্লেখও আছে। যেমন ধানশী বাগে

হেদে না লো সজনি সে ধনি মানাঞা দিব কে
কি তাবে কৈতব কথা মবম জানে যে। ধু।

## ১৩ ভবানন্দেব 'হরিবংশ'

ভবানন্দেব 'হবিবংশ'[৯৮] কৃষ্ণলীলা কাব্যগুলিব মধ্যে অত্যন্ত অভিনব। তবে প্রধান সুর ভক্তিবসেব নয আদিবসেব। এবিষযে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব সঙ্গে হবিবংশেব বেশ মিল আছে, কিন্তু সে মিল খুব গভীব নয। হবিবংশ-কাহিনীব আলোচনায তাহা বোঝা যাইবে। মোটকথা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আদিবসেব বঙ গোডাব দিকে ঘোব, শেষেব দিকে ফিকা, এবং কিছু ভক্তিভাব আগাগোডা প্রলিপ্ত। 'হবিবংশ' যে এই নামেব কোন পুবাণেব সংক্ষিপ্ত কপ, একথা বচনাটিতে ঘন ঘন উল্লিখিত আছে বটে কিন্তু ভক্তিব আমেজ কোথাও নাই। ভবানন্দ অত্যন্ত সাধাবণ পাঠককে খুশি কবিবাব জন্য কৃষ্ণেব ব্রজলীলাব মধ্যে প্রেম-লীলাকেই গ্রহণ কবিযাছেন। অত্যন্ত সাধাবণ পাঠকেব জন্য লেখা, তাই প্রেমলীলাব মধ্যে কামভাবেব বর্জন নাই।

ভবানন্দেব সম্বন্ধে কিছু জানা নাই। ভনিতায তিনি নিজেকে "দীন" বলিযাছেন, আব পিতাব নাম কবিযাছেন।

শিবানন্দ-সুত কহে দীন ভবানন্দ

প্রায প্রত্যেক বর্ণনাময পদেব ভনিতায এই কথা উল্লিখিত আছে যে ব্যাসেব বচিত হবিবংশেব শ্লোক ভাঙ্গিযা এবং সংক্ষেপ কবিযা ভবানন্দ কাব্যটি লিখিতেছেন। মহাভাবতেব পবিশিষ্ট ("খিল") পর্ব হবিবংশেব সঙ্গে ভবানন্দেব হবিবংশেব কাহিনীগত কোনই মিল নাই মোটামুটিভাবে ব্রজলীলা ছাড়া। বাঙ্গালা কাব্যটিব মূলে যে অন্য এক "হবিবংশ" এবং সে হবিবংশ যে ভাগবতেব পবিশিষ্টেব মতো ছিল সে কথা কাব্যেব গোডাতেই বলা হইযাছে।

সুধাধাব ইতিহাস ভাগবত অংশ
অত্যন্ত বিমল[৯৯] পুণ্যশ্লোক হবিবংশ

এ হবিবংশেব কোন সন্ধান পাওযা যায নাই। ষোডশ শতাব্দীব কোন কোন কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে[১০০] এমনি এক হবিবংশেব উল্লেখ আছে। সুতবাং মনে হইতে পাবে যে হযতো হবিবংশ নামে সংস্কৃতে লেখা সংক্ষিপ্ত কৃষ্ণকথাকাব্য ছিল, তাহাতে বর্ণিত ব্রজলীলায আদিবসেব প্রবলতা ছিল এবং সে নিবন্ধ পুবাণেব মতো ছিল প্রেমামৃতেব মতো খণ্ড কাব্য ছিল না।

সত্যবতী-সুত মুনি নাবাযণ-অংশ
সংক্ষেপে বচিল পুণ্যশ্লোক হবিবংশ।
সেই শ্লোক বাখান কবিযা পদবন্ধে
লোক বুঝিবাবে বোলে দীন ভবানন্দে॥

বারবার এই উক্তি সত্ত্বেও মনে করি ভবানন্দের কাছে সংস্কৃতে লেখা কোন আদর্শ ছিল না। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদযোজক শ্লোকগুলির কথা মনে আসিতে পারে।[১০১] কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শ্লোকগুলি যে বাঙ্গালা প্রাচীন অংশের অপেক্ষা প্রাচীন তা বলা চলে না। একথা ঠিক যে কাহিনী যেভাবে পরিকল্পিত তাহা পুরাণেরই রীতিতে, পুরানো বাঙ্গালা কাব্যের রীতিতে নহে। তবুও সংস্কৃত হরিবংশেব অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না।[১০২]

এইবার কাহিনীর পবিচয় দিতেছি। রচনার গুণাগুণেব পরিচযও এইসঙ্গে পাওযা যাইবে।

ব্যাসের মুখে জন্মেজয় "চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র যতেক কাহিনী" শুনিযা বলিলেন,

বিস্তাবিযা হরিবংশ কহ চাই শুনি।

রাজার কৌতূহলের কারণ কক্মিণী জাম্ববতী কালিন্দী সত্যভামা প্রভৃতি উচ্চকুলজাত মহিষীদের ছাড়িয়া কৃষ্ণ কেন গোযালিনীর প্রেমাধীন হইযাছিলেন। তাব উত্তরে মুনি কাহিনী শুরু করিলেন।

বিষ্ণু যখন অসুববধার্থ বসুদেব-দেবকীর সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ কবিতে বাসনা করিলেন তখন লক্ষ্মী অতীত (বাম) অবতাবকালে যে দুঃখ সহিযাছিলেন তাহা স্মবণ করিয়া মর্ত্যভূমিতে অবতবণ করিতে চাহিলেন না। বিষ্ণু বলিলেন, তুমি ও সরস্বতী সঙ্গে না থাকিলে আমি দুষ্টবধ করিব কি শক্তিতে? তিনি এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন এবাবে বেশি দিন বিরহদুঃখ সহ্য করিতে হইবে না। তুমি পনেরো কলায় তিলোত্তমা (= বাধা) হইবে আব বাকি এককলায কক্মিণী হইবে। তোমাকে আর অগ্নিপরীক্ষা কিংবা পাতালপ্রবেশ কবিতে হইবে না।

খেদ পবিহরি প্রিয়ে চিত্ত কব স্থিব
লীন কবি লৈমু তোমা আপন শবীব।
তিলোত্তমা-রূপে মগ্ন হইবে আমাত[১০৩]
রাধা হেন নাম হৈব ভুবন-বিখ্যাত।
এক কলা জন্মিবেক বিদর্ভেব ঘবে
কামদেব জন্ম লৈব তাহাব উদবে॥

তখন কমলা কামদেবের জন্মকথা শুনিতে চাহিলেন। বিষ্ণু তাঁহাকে মদন ভস্ম, শিবেব বিবাহ, কার্তিকের জন্ম ও তাবকাসুরবধ কাহিনী শুনাইলেন।

কৃষ্ণ জন্ম লইলেন ও গোকুলে আসিলেন। তাহার পর লক্ষ্মী "পঞ্চদশ কলা"য় বৃষভানুর কন্যারূপে আর "এক কলা"য় ভীষ্মক রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। রাধা যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাব পিতা বিবাহ দিলেন ব্রজ-আইমনেব[১০৪] সঙ্গে। তবে

রাধার বিবাহ গোপে কৈল যেই দিন
সেই দিন হৈল তার পুরুষত্বহীন।

একদিন রাধা গোপীদের সঙ্গে (যমুনায়) জল আনিতে গেল। ফিরিবার সময় দেখিল, কৃষ্ণ শিশুগণ লইয়া রহিয়াছে। রাধাকে দেখিয়াই কৃষ্ণ তাহার প্রেমে পড়িয়া গেল এবং তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইবার আগেই প্রেম প্রার্থনা করিয়া বসিল।

তব রূপ দেখি মোর দহে কলেবর

আলিঙ্গন দিয়া মোর প্রাণ রক্ষা কর।

রাধা চুপ করিয়া আছে। কৃষ্ণ তাহার রূপের প্রশংসা করিয়া চলিল। রাধার কাঁচলিতে দশাবতারের চিত্র কাজ করা ছিল। তাহাতে কৃষ্ণের নজর পড়িলে কৃষ্ণ দারির জোর বাড়াইল।

পৈছিছ[১০৫] বিচিত্র বেশ তাতে নাহি কোপ
কোন জন লিখিছে মোর নিজ দশ রূপ।

রাধা কোন কথা বলিল না।

কাখে কুম্ভ করি আগে চালাইয়া সখী
বদনে বসন দিয়া হাসে চন্দ্রমুখী।

কৃষ্ণ খপ করিয়া রাধার চুলের মুঠি ধরিল। রাধা "ছাড় ছাড়" বলিয়া ত্রস্ত হইয়া উঠিলে এবং তাহার সহিত সম্পর্ক দেখাইয়া অনুচিত কাজের জন্য অনুযোগ করিলে কৃষ্ণ বলিল,

কামবাণে প্রাণ দহে না রহে সম্বন্ধ
প্রেম দান দিয়া যাও বোলে ভবানন্দ।

কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া রাধা ভুলিয়াছে।

কামে বিকলিত রাধা মন স্থির নহে
মধুর কোমলভাষে গোবিন্দত কহে।

রাধা বলিল, যদি আমাতে তোমার মন মজিয়াছে তবে সখীদের সামনে আমাকে লজ্জায় ফেলিলে কেন? তোমার দূতী নিয়োগ করা উচিত ছিল

দূতীর সম্বাদে হৈত মনহিত কাজ
না যুয়ায় হেন কালে দিতে হেন লাজ।

রাধার মধুর বাক্য শুনিয়া কৃষ্ণ গলা জড়াইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল।

ঘরে ফিরিয়া রাধা চঞ্চল ও অস্থির হইয়া রহিল কাহারো কথায় সাড়া দেয় না। শুনিয়া তাহার 'প্রেম-সখী" শ্রীমতী—যদুসেন গোয়ালার পত্নী—দেখা করিতে আসিল রাধা তাহাকে মনের কথা বলিল। শ্রীমতী উত্তরে বলিল যতদূর জানি কৃষ্ণ তো এমন ছেলে নয়।

শিশু সনে ধেনু রাখে যমুনার কূলে
কভু না কহিছে কথা পরিহাসা ছলে
যদি বা আমার বাক্যে অহঁসে কাহাঁই
তোর সম ভাগ্যবতী ত্রিভুবনে নাই

শ্রীমতী দূতী হইয়া কৃষ্ণের কাছে গেল। কৃষ্ণ তখন গোপবালকের সঙ্গে ছিল। শ্রীমতীর কথায় হাঁ না কিছু বলিল না। শ্রীমতী লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। শুনিয়া রাধা মূর্ছা গেল। খবর পাইয়া আত্মীয়স্বজন আসিয়া মিলিল। রাধার মাতামহী বুড়ি (বড়াই) আসিলে শ্রীমতী রাধার কানে কানে বলিল, ঐ কানু আসিতেছে। তখন রাধার চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল। কিছু পরে ধীরে ধীরে রাধা বড়াইকে তাহার দুঃখকথা জানাইল। বড়াই রাধাকে বলিল, এমন অনুচিত প্রেম করিলে কেন। তাহার পর সে কৃষ্ণের কাছে গেল।

গিযা অনুযোগ কবিল, কেন সে বেশভূষা কবিযা অগুরুচন্দন মাখিযা কদম্বেব মূলে থাকিযা বাঁশি বাজাইয়া গোপনাবীব মন মজাইতেছে। কংস শুনিলে বিপদ হইবে। সুতবাং "আমাব চবণ ধব নাগবালি পবিহব।" তা ছাড়া

মোব নাতিনীবে বল কৈলে কি কাবণ।

কৃষ্ণ বলিল, তোমাব নাতিনীকে আমি চিনিই না। তখন বডাই বাধাব কথা বলিল। শুনিযা কৃষ্ণ বলিল, আমিও তাহাকে দেখিযা অবধি মনেব আগুনে পুডিতেছি। তুমি বাধাকে বল গিযা, আমি বাত্রিতে তাহাব গৃহে যাইব। বডাই আসিয়া খবব দিলে বাধা ছল কবিযা বলিল, কৃষ্ণেব মতো দুবন্ত লোকেব সঙ্গে প্রেম কবিযা আমাব কাজ নাই। তখন বুডি চটিযা গেল। বলিল, আমাকে বোকা বানাইতেছ। যৌবনেব গববে কৃষ্ণকে অবহেলা কবিও না। আব যদি বল ভাগিনা অতএব অবৈধ সম্বন্ধ, তাহা হইলে শোন।

জগৎজননী দুর্গা ত্রৈলোক্যমোহিনী
পুত্র দেখি কামবাণে মোহিত ভবানী।
পুত্রেব সহিত চায ভুঞ্জিবাবে বতি[১০৬]
তাঞি হনে কত গুণে তুমি হও সতী।
পুত্র হনে ভাগিনা না হয গৌববিত [৭]

শ্রীমতী সেখানে ছিল। সেও বডাইকে সমর্থন কবিল। বাধা বলিল বেশ আজই কৃষ্ণকে আনিযা দাও। তাহাকে বল গিযা

কব লইযা মথুবাতে গিযাছে আইমন
আজি না আসিলে কানু নাহি প্রযোজন।

বাত্রিতে বাধাকৃষ্ণেব মিলন হইল বাধা বলিল, আমাব ভয হইতেছে। এসব ব্যাপাব জানাজানি হইযা গেলে স্বামী যদি আমাকে ত্যাগ কবে তবে আমাব কী হইবে। কৃষ্ণ বলিল আইমন যদি তোমাকে ত্যাগ কবে তবে আমি আনন্দিত হইব। তখন তোমাকে গলায বাঁধিযা আমি যোগী হইব।

হেন কি হইব প্রিযা মোব কর্মফলে
তোমাবে তেজিব আসি আইমন গোযালে।

ভোব হইলে কৃষ্ণ অলক্ষিতে নিজগৃহে গিযা

জননীব স্তন পান কবে ঘনে ঘন

বজনীব বৃত্তান্ত শুনিতে শ্রীমতী বাধাব কাছে আসিল বাধা সব কথা বলিল। তাহাব পব সখীগণ লইযা বাধা ও শ্রীমতী যমুনায জল আনিতে গেল। বাধাব অবিবাহিত ননদ কৃষ্ণেব মাসী মহোদাও[১০৮] সঙ্গে চলিল। পথে কৃষ্ণ বাধাকে দেখিযা বাঁশিব সানে ডাক দিল তাহা লইযা বাধা ও শ্রীমতী ঠাবাঠাবি কবায মহোদা ব্যাপাব বুঝিযা লইল আব বাধাব অসতীপনাব জন্য অনুযোগ কবিল, তোমাব পাপেই আমাব ভাই বিরূপ ও ব্যাধিগ্রস্ত এবং আমাব বিবাহ হইতেছে না।

তোব পাপে ভাই মোব হইছে বিরূপ
এই হেতু ব্যাধি হইছে জানিনু স্বরূপ।
মোব বিহা নহে তোব পাপেব কাবণে

মহোদা ঘরে আসিয়া মাকে বলিয়া দিল। যৌবনে তাহার মায়ের চরিত্রও ভালো ছিল না।[১০৯] সে রাধাকে তর্জন করিতে লাগিল। তাহার পর রাধার মা বিমলাকে গিয়া সব কথা বলিল। বিমলা কন্যাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। কোন উত্তর না দিয়া রাধা

হেট মাথা হৈল মাত্র কান্দে অপমানে

লোকের মুখে রাধার নির্যাতনের খবর পাইয়া বড়াই শ্রীমতীকে লইযা নন্দের গৃহে গেল। যশোদা মায়ের কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল। অন্য সব গোপীও বসিল। তাহার পর বড়াই যশোদা-রোহিণীর কাছে রাধাব মামলা উঠাইল।

শুনিছ নি যশোদা তোর জননীর নীত
বয়েস অধিকে হয জ্ঞান-বিবর্জিত।
তোমাব তনয় হবি দুগ্ধেব ছাওয়াল
বাধাব সহিত যোগ্য পবিহাস তাব।
তোর মাযে বোলে বাধা-কাহ্ন পরিবাদ
এতেকে গোকুল ছাড়ে বহিতে নাহি সাধ।

শুনিয়া যশোদা মাকেই ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

দুগ্ধেব বালক সবে এক পুত্র মোব
তার দায বক্ষা পায গোকুল নগব।

তোমাকে যম নেয় না, সে "কন্দলেব ডবে"। তোমাকে আমি মারিযাই ফেলিতাম, মারি নাই কেননা তোমার মরণ হইলে

অনাথ করিয়া সবে একখানি ভাই।

তবে কৃষ্ণেব কানে একথা গেলে সে মামা-সম্বন্ধ মানিবে না,
তোব দোষে মোব ভাই মবিব নিশ্চয।

তুমি যদি মর তো ভালোই হয়, রাধার দোষ ধরিবার কেহ থাকে না। শেষে যশোদা বলিল,

তোমাব হিতের তবে কৈলু বুঝাইয়া
কানুর সহিত বাদ কিসের লাগিয়া।

রাধার শাশুড়ি চুপ করিয়া সব কথা শুনিয়া মানিযা লইল। শাশুড়িব সঙ্গে রাধাকে সম্প্রীতিতে থাকিতে বলিয়া যশোদা উঠিযা গেল।

আইমনের অনুপাস্থিতিকালে রাধার শাশুড়ি কন্যাকে লইয়া বধূর সঙ্গে শুইবার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু তাহাতেও রাধাকৃষ্ণেব মিলনের বাধা ঘটিল না। উপবন্তু, রাধার পরামর্শে, মহোদাকেও কৃষ্ণ প্রেমরসাস্বাদ করাইযা তাহাকে হাত কবিল। চলিযা যাইবাব আগে কৃষ্ণ বাধার শাশুড়ি বুড়ির যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিল। কৃষ্ণের প্রতি মায়ের ক্রোধ মহোদা এই বলিয়া থামাইল,

গোপ্য ব্যবহারে কার্য যদি হয় ভাল
প্রকাশ না কর মাও না পাত জঞ্জাল।
মারিব তোমাকে কাহ্ন এহি কথা শুনি
অনাথ হইব মাও মুই অভাগিনী।

বাধা শ্রীমতীকে লইযা দুগ্ধ-দধি বেচিতে মথুবায হাটে চলিযাছে। যমুনায পঞ্চমীব ঘাটে আসিয়া দেখিল, কৃষ্ণ খেযাবি। আব তাহাব নৌকা এত ছোট যে একজন ছাড়া সওযাবি নেওয়া যায না। কৃষ্ণ বলিল, দুইবাব খেযা দিব না।

একজন পাব হৈযা হাট গিযা বাখ
আমাব দানেব লাগি আব জন থাক।

কৃষ্ণেব ভাব বুঝিযা বাধা শ্রীমতীকে বলিল, কৃষ্ণ তোমাকে চায। আমি হাটে যাই তুমি ঘাটে থাক। শ্রীমতী উত্তব দিল,

তুমি হাটে যাও আমি ঘবে যাই ফিবি।
ভাই সুদাম এথা দেযব অর্জ্জুন
দেখিলে বলিব মন্দ পবম দাকণ।

বাধা বাজি হইল। তাবপব ঘটিল বাধাকৃষ্ণেব নৌকাবিলাস ও দানলীলা। কৃষ্ণ বাধাকে গঙ্গাযমুনাব উৎপত্তি ও সৃষ্টিব আদিকথা এবং মর্ত্যে গঙ্গাব অবতবণ বৃত্তান্ত শুনাইল। পবে দুইজনে নিজেব নিজেব ঘবে ফিবিযা গেল।

কন্যা ভয দেখাইযাছে, কৃষ্ণেব বিকদ্ধাচবণ কবিলে তাহাকে হত্যা কবিবে। সেই ভযে বাধাব শাশুডি বাধাকে সঙ্গে লইযা আব শুইল না। বাধা কৃষ্ণেব প্রত্যাশায জাগিযা আছে। বাত যখন দুই প্রহব তখন কৃষ্ণ আসিল। তাহাকে দেখিযা বাধা অনুযোগ কবিতে লাগিল

আবে পবাণেব বন্ধু
এত বাত্রে কেন বাধাব বাডী
এ দুই প্রহব নিশি জাগি গোঙাইলু বসি
নিহবে ভিগিল মোব শাডী ॥ ধ্রু ॥
ঘবে হনে বাহিবে গিযা পথখানি নিবখিযা
কান্দিযা আকুল নানা ছলে
কৈযা পাঠাইতে চাই এমত বেখিত নাই
কাঞ্চুলি তিতিল আঁখি জলে।
দিবসে গো-ধেনু বাখ নিশি কাব ঘবে থাক
এখানে বা কোথা গিযা বৈবা
বাধাবে কলঙ্কী কৈলা এবে কাব বন্ধু হৈলা
মবম ভাঙ্গিযা সব কৈবা।
দেখাইযা মৃগেব পদ গুপতে কবিযা বধ
গো মাংস ভক্ষণ যেন কবে[১১৩]
নামেব লাগিযা জানি আছে বাধা অভাগিনী
শিষেব সিন্দুব নিল পবে।
বনে থাকে কুরঙ্গিন না ধাবে কাহাব ঋণ
মাংস দিযা জগতেব বৈবী
সেহি মোব জাতিনাশ হাবাইলু বস তিবাস
আপনে যৌবন দিযা মবি।
নিষ্ঠুব পুরুষ জাতি যাহ যথা ছিলা বাতি
যাবৎ বজনী না পোহায়

কহে ভবানন্দ হীন বাধা সে হইল ভীন
এমত নিষ্ঠুর না যুযায় ॥

যমুনার জল আনিতে গিয়া কৃষ্ণকে কদমতলায় নিদ্রিত দেখিয়া বাধা তাহার বাঁশি চুরি করিয়া লইল। কৃষ্ণ বড়াইয়ের কাছে বাধার নামে নালিশ করিলে বড়াই বলিল তুমি কুলবধূর নামে মিথ্যা অপবাদ দিও না—যদি সাক্ষী না থাকে। কৃষ্ণ বলিল তুমি তো বেশ লোক,

তস্কর''' করিতে সাধু আপনে আসিলা

এই বলিয়া কৃষ্ণ বড়াইকে এক রাজপুত্র ও তাহার তিন সঙ্গীর গল্প বলিল। বাধার সঙ্গে বিস্তর কথা-কাটাকাটির পর বাঁশি ফেরত পাওয়া গেল

কৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে পলাইয়া বাধা ও মহোদার সঙ্গে কালিন্দী পুলিনে বিহার করিতেছে এমন সময় তাহার খোঁজ করিতে করিতে রাধার বড় ভাই শ্রীদাম সেখানে আসিয়া উপস্থিত বাধা লজ্জিত হইল। মহোদা বলিল, শ্রীদাম তুমি এখানে আসিলে কেন? কৃষ্ণ বলিল, তোমাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছে। অমনি সকলে উৎসাহ করিয়া তখনই শ্রীদামের সঙ্গে মহোদার বিবাহ দিল। তাহাতে রাধার উপর তাহার শাশুড়ি আরও চটিয়া গেল

তাহার পর শ্রীমতীর সহিত কৃষ্ণের বিলাস। তাহাতে রাধার অভিমান হইল। কৃষ্ণ মধুর বচনে তাহার মান ভাঙ্গাইল। এইভাবে কৃষ্ণের সহিত রাধার বিচ্ছেদ ও মিলনের পালা চলিতে লাগিল। একদিন রাধা রাগের মাথায় যশোদার কাছে গিয়া কৃষ্ণের নামে নালিশ করিল।

দেখিছে কে শুনিছে কে এমত পাগল
তের দেখ ছিঁড়িয়াছে শাশুড়ীর আঁচল
বল করি নামাইল কাখের কলসী
ভাঙ্গিলে কলঙ্ক হৈত যে পাড়া পড়শী

যশোদা বলিল, সব তোমার মিথ্যা কথা আমার ছেলে

নিন্দের আলসে ভাত না খায় জাগিয়া
মিথ্যা পরিবাদ দেহ কিসের লাগিয়া

রাধা পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল।

আইমন মথুরায় শুনিয়া আসিয়াছে যে কংসবধের জন্য নারায়ণ অবতীর্ণ হইয়া নন্দের ঘরে কৃষ্ণরূপে রহিয়াছেন। সে ঘরে ফিরিতেই মা তাহাকে রাধার কাণ্ডকারখানা বলিয়া দিল।

ব্যর্থ কার্যে বিহা কৈলা বৃকভানুর ঝী
নাতি-বধ হৈল রাধা তুমি তার কী

আইমন সে কথায় কান দিল না। সে বলিল, আমি কংসের সভায় নারদের মুখে কৃষ্ণের মহিমা শুনিয়া আসিয়াছি। শ্রীদামের সঙ্গে মহোদার বিবাহ দিয়া কৃষ্ণ ভালো কাজই করিয়াছে। আর যদি রাধার কথা বল তবে তাহার মতো ভাগ্যবতী কে? পুত্রের মুখে কৃষ্ণের মহিমা শুনিয়া বুড়ি চুপ হইয়া গেল।

রাত্রিতে রাধার ঘরে কৃষ্ণ আসিলে রাধা তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিল। কৃষ্ণও কিছুক্ষণের জন্য অদর্শন হইল। আইমন রাধাকে কৃষ্ণের কাছে যাইতে বলিল। রাধা কৃষ্ণের

কাছে গেল।

তাহার পর বস্ত্রহরণ-কাহিনী। তাহার পরের রাত্রিতে রাধা শ্রীমতী প্রভৃতি ব্রজবালা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য বৃন্দাবনে গমন করিয়াছে। একে একে সকলের সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন হইল। তাহার পর রাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপ।

অতঃপর রাধাকৃষ্ণের মিলন দাম্পত্যযোগ বলিয়া ব্রজবাসীরা গ্রহণ করিল এবং গোপেরা রাধাকৃষ্ণের পূজা করিল। তাহার পর আবীর খেলা। রাধিকার সঙ্গে ফাগুক্রীড়া শেষ হইলে পর কৃষ্ণ সিংহাসনে বসিল এবং ক্ষেত্রপালদের কৃপা করিল। তাহারা মুক্ত হইয়া ইন্দ্রের সভায় চলিয়া গেল।

এই কথা শুনিয়া জন্মেজয় ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিল,

ত্রিলোচন অষ্টাক্ষ শুকদেব নারদে
উদ্দেশে প্রণাম তারা করে যার পদে
সেই প্রভুর চরণ তথাপি না দেখয়
ক্ষেত্র সবে পরশিল এ বড় বিস্ময়।

ব্যাস বলিল, ক্ষেত্রপালদের প্রধান যে বারোজন তাহারা অনাদিদেবের অংশ। তাহাদের মধ্যে প্রধান গণেশ সেইজন্য গণেশের পূজা সব দেবতার আগে। রাজা গণেশের ও অন্য ক্ষেত্রপালের জন্মকথা শুনিতে চাহিলে মুনি গণেশের কাহিনী বলিয়া এগারোজন ক্ষেত্রপালের উৎপত্তি এককথায় সারিয়া দিল

গণপতির মুণ্ডেত জন্মিল ক্ষেত্রগণ।

দোলপূর্ণিমার রাত্রিতে কৃষ্ণ যুবতী গোপকন্যাদের সহিত যথেচ্ছ বিহার করিল। প্রভাত হইলে

মায়ের নিকটে গিয়া দেব ভগবান
ক্ষুধায় কাতর হৈয়া স্তন করে পান।

এদিকে কংস কৃষ্ণকে মারিবার জন্য যত দূত পাঠায়, কেহ আর ফিরিয়া আসে না শেষে নারদের যুক্তি লইয়া কংস কৃষ্ণকে মথুরায় আনিবার জন্য অক্রূরকে পাঠাইল কৃষ্ণ রাধার কাছে বিদায় মাগিলে রাধা কাতর হইল।

আমার শপথ বন্ধু স্বরূপে কহিবা
দঢ় নি প্রাণের নাথ মধুপুরে যাইবা। ধ্রু
মুখেতে অমৃত তোমার হৃদয়েত বিষ
অখনে সে জানিলু বন্ধু অন্তরে কুলিশ।
মধুপুরে যাইবা তুমি মোর প্রাণ লৈয়া
কেবল শরীরখানি মোর ঠাঞি থুইয়া।
তোর হেন রীত যদি তখনে জানিতু
তবে কেনে পিরিতখানি দঢাইয়া করিতু।
অন্তর দগধে দুঃখে—মুই হইলু ধন্ধ
রাধার বিরহ কহে দীন ভবানন্দ॥

রাধা বলিতে লাগিল, তোমার বিরহে আমি বাঁচিব না। উত্তরে কৃষ্ণ বলিল, সার কথা শোন।

মোব অপেক্ষায়ে মৃত্য না হইব তোমাব।
যেমতি বাখিছে দুর্গা মণিকর্ণেশ্বরে
আমিও বাখিমু তোমা নিজ কলেবরে।

অগত্যা বাধা সম্মতি দিযা কিছু স্মবণচিহ্ন চাহিল। তখন কৃষ্ণ

কণ্ঠ হনে খসাইয়া কৌস্তুভখানি দিল।

তাহার পর মায়ের কাছে বিদায় লইয়া কৃষ্ণ মথুরায় গেল। অতঃপব ব্রজেব দুর্দশা-বর্ণনা ও বাধাব বিলাপ।

দারুণ বিরহদশায় একশ সাত দিন কাটিয়া গেলে কৃষ্ণ রাধাকে স্বপ্নে দেখা দিল। সকালে উঠিয়া রাধা শ্রীমতীকে স্বপ্নকথা বলিল। দুই সখীতে গলাগলি কাঁদিতে লাগিল। তাহার পরে কৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইল সান্ত্বনাব দূত কবিয়া। উদ্ধবসংবাদেব পব আবাব ব্রজের বিরহদহনের কথা। তাহার পব রাধার ষড়্ঋতু বিবহদুঃখ বর্ণনা।

অবশেষে শ্রীমতী দূতী হইযা কৃষ্ণের উদ্দেশে মথুবায গেল। পথে এক ব্রাহ্মণের কাছে শুনিল যে জরাসন্ধ মথুবা পোড়াইয়া দিয়াছে, যাদবেবা সমুদ্রের ভিতরে দ্বাবকা পুরী নির্মাণ করিয়া বাস কবিতেছে, আব কৃষ্ণ কক্মিণী প্রভৃতি আট মহিষী বিবাহ করিয়াছে। সেই ব্রাহ্মণেব সঙ্গে শ্রীমতী দ্বারকায গেল এবং কৃষ্ণেব কাছে উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ রাধাব কুশল জিজ্ঞাসা কবিলে শ্রীমতী বাধাব বিবহবেদনা বর্ণনা করিল। কৃষ্ণ শ্রীমতীকে বলিল, আমি উদ্ধবকে তোমার সঙ্গে দিতেছি, বাধাকে লইয়া আইস। এ কথায় রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীরাও সায় দিল। উদ্ধব গিযা বথে কবিযা বাধাকে দ্বাবকায লইযা আসিল। নগরে পৌঁছিযা বাধা উদ্ধবকে বলিল, বথ রাখ।

পদব্রজে যাইব আমি প্রভুব গোচবে।

কৃষ্ণ সত্যভামাব মন্দিবে থাকিয়া বুঝিতে পাবিল যে রাধা আসিয়াছে। কৃষ্ণ মহিষীদেব লইয়া বাধাকে ভেটিতে চলিল। কৃষ্ণ দূব হইতে বাধাকে দেখিল।

মৈলা বস্ত্র পবিধান শোকে আকুলিত
শ্রীমতীব বথাখানি পাইল প্রতীত।
বক্তগৌব শবীরেও মলিন বসন
মেঘে ঢাকিয়াছে যেন চন্দ্রেব কিবণ।

আট মহিষীকে তফাতে বাখিযা কৃষ্ণ একলা রাধার কাছে গেল। কৃষ্ণকে সাতবাব প্রদক্ষিণ কবিয়া বাধা বলিল,

সপ্তদশ মাসে আজি হইল দবশন।

তাহার পব প্রণাম কবিযা মৃদু অনুযোগপূর্বক ভর্ৎসনা কবিতে লাগিল। কৃষ্ণ বলিল, আমাকে ক্ষমা কর।

এহি বাজ্য সিংহাসন সকল তোমাব।
পাটেশ্বরী হৈয়া প্রিযা কব অধিকাব।

রাধা উত্তর দিল,

সৌতিনের মেলে নই বঞ্চিতে সাহস।
তেজিমু পবাণ দৃঢ় এহি সে মানস।

বাধার দারুণ অভিমানে কৃষ্ণ চিন্তিত হইল, দেবগণও ভাবনায় পড়িল। বাধা যদি এখন দেহত্যাগ করে তবে লক্ষ্মীহীন হইয়া নারায়ণ আর দুষ্টবধ করিতে পারিবে না, সৃষ্টিনাশ হইবে। দেবতারা কৃষ্ণকে বলিল, "লক্ষ্মীকে সন্তোষ কর।" কৃষ্ণ বলিল, তোমরা বাধাকে বল গিয়া। তখন ব্রহ্মা বাধাকে বলিল,

সৃষ্টি না করিও নাশ—ক্রোধ কর ক্ষেমা।

এদিকে বাধার তেজে দ্বারকাপুরী যেন পুড়িতেছে। তখন কৃষ্ণ ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল,

শরীরে রাখিমু রাধা এহি যুক্তি সার

তারপর রাধা গোবিন্দশরীরে লীন হইয়া গেল।[১১২]

উপরে হরিবংশের যে পরিচয় দেওয়া গেল তাহাতে বোঝা যাইবে যে কাব্যটি অত্যন্ত আদিরসাল, এমন কি স্থানে স্থানে কামসূত্রের উদাহরণের মতো লাগিলেও বেশ ভালো রচনা। একথা বর্ণনাময় পদগুলিতে বেশি খাটে। ভবানন্দের হরিবংশে পদাবলী বা গান-অংশ কম নয়,—রাধাবিরহ অংশগুলি তো পুরাপুরি গানময়,—সেখানে গ্রাম্যতার পরিচয় প্রকট নয়। কাব্যটি যে রূপে আমরা পাইয়াছি তাহাতে জোর করিয়া বলিতে পারি না যে বর্ণনা-অংশ ও গান-অংশ একই ব্যক্তির অথবা সমকালীন রচনা নয়। তবে বর্ণনা-অংশের সঙ্গে গান-অংশের স্টাইলের ও রুচির তুলনা করিলে মনে হয় যে দুই অংশ এক ব্যক্তির রচনা না হওয়া অসম্ভব নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকানের মুসলমান কবি দৌলৎ কাজীর ও আলাওলের রচনার সঙ্গে হরিবংশের বর্ণনাময় অংশের রচনারীতির কিছু কিছু সমতা অনুভূত হয়।

অপর সব কৃষ্ণলীলাকাব্যের সঙ্গে হরিবংশের পার্থক্য শুধু আদিরসের বাহুল্যে এবং সেই অনুসারে কাহিনী নির্বাচিত হইয়াছে। এমন কোন ঘটনা (episode) নাই যাহা কামকেলি-ঘটিত নয়। কোন কোন পাত্র-পাত্রীর নামে নূতনত্ব আছে। রাধার নিতম্বের এখানে তিলোত্তমা। রাধার মায়ের নাম বিমলা, রাধার ননদের নাম মহোদরা। এ নাম কোথাও নাই। যশোদার ভগিনী, নাম মহোদরা সাদৃশ্য-(analogy) মূলক সৃষ্ট নাম। শ্রীদাম সুদাম ইত্যাদি গোপবালকের নাম নূতন নয়, তবে সুসেন নামটি নূতন মনে হইতেছে। আশ্চর্যের কথা, বলরামের নাম একবারও নাই, কিন্তু রোহিণীর উল্লেখ আছে।

হরিবংশের গানগুলির[১১৩] মধ্যে খুব ভালো রচনা আছে। গানের উদাহরণ আগে দিয়াছি। মাঝে মাঝে এমন ছত্র পাওয়া যায় যা অনপেক্ষিত সুন্দর। যেমন

রাত কৈলু দিবস দিবস কৈলু রাতি
অঙ্কুরে ভাঙ্গির জনি যুগের পিরীতি
বিহানের কথাখানি বিকালে না রয়
মানিলে বা প্রেম কেনে বাঢাইল হয়।

নিম্নলিখিত পদটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহের একটি পদকে স্মরণ করায়।

প্রথম প্রহর রাত্রি ফুটিল লবঙ্গ
যৌবন থাকিতে প্রিয়া কর রসরঙ্গ।
ভাল কিবা মন্দ বলি বিমর্ষিয়া চাহ

যাব থাকে ধন কৌড়ি খাও আব বিলাও।
দ্বিতীয় প্রহব বাত্রি ফুটিল মালতী
যৌবন থাকিতে কেলি করুন যুবতি।
জোযাবেব পানি যেন আইসে আব যাএ
যৌবন থাকিতে প্রিযা ফিবিযা না চাহে।
তৃতীয় প্রহব বাত্রি ফুটিলেক চাঁপা
উঠ গুণবতী বাধা ঝাড়ি বান্ধ খোঁপা।
ধুলাএ মেঘেব জল যেনমতে শোষে
তেহেন যৌবন ব্যর্থ যাইব তোব দোষে।
চতুর্থ প্রহব বাত্রি ফুটিল বকুল
উঠ প্রাণেশ্বরী বাধা মোবে দেও কোল
ঘবে যাই প্রাণেশ্বরী বাত্রি হৈল হীন
কাতুব সম্বাদ কহে ভবানন্দ দীন

বৈষ্ণবভাবেব দিক দিযা বড় চণ্ডীদাসেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব তুলনায় ভবানন্দেব হবিবংশ সুষ্ঠুতব কাব্য ॥

## টীকা

১ ইহা সম্ভবতঃ ১২৪৫ শকাব্দেব (= ১৩২৩-২৪) কথা। তুলনীয়
বাণাব্ধিযুগ্মশশিসম্মিতশাকবর্ষে পৌষস্য শুক্লনবমীববিসূনুবারে
৫৪২১ পবিমাণ শকাব্দে পৌষেব শুক্লনবমী তিথিতে ববিবাব হবসংহ বাজ ত্রিহুতেব বাজধানী ত্যাগ কবিযা দুবদৃষ্ট কর্তৃক উপদিষ্ট পথে হিমালয় অঞ্চলে প্রবেশ কবিযাছিলেন। ইণ্ডিয়া অফিস পুঁথি ১৭৭৫ ক্যাটালগ দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ পৃ ১৪১৯ দ্রষ্টব্য।

২ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি আঠারো শতকের। বাঙলা সন্ধ্যাকর ক্যাটালগ পৃ ৮৭-৮৮ দ্রষ্টব্য। পুঁথি কবিব স্বহস্তলিখিত লিপিকাল নেপাল সংবৎ ৯৮ (= ১৭৮৮)।

৩ ইঁহার রাজ্যকালে নেপাল সংবৎ ৮৯৪ মানের (= ১৩৭৪) লেখ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে (বেন্ডলি ঐ পৃ ১৭৬ দ্রষ্টব্য)।

৪ কেমব্রিজ পুঁথি ১৩৫৭ (ঐ পৃ ১৭০ দ্রষ্টব্য)।

৫ প্রবোধচন্দ্র বাগচী নেপালে লুপ্ত নাটক পবন্ধ (সা প প ৩৬) দ্রষ্টব্য

৬ পাঠ "মহা"।

৭ ঐ "গলা"।

৮ ঐ "চিবল"।

৯ ঐ "সোহাবে"।

১০ ঐ "ঠাকি"।

১১ কেমব্রিজ পুঁথি ১৬৯৪ (বেন্ডলি পৃ ১৮৩ দ্রষ্টব্য)। পুঁথির লিপিকাল এবং নাটকের রচনাকাল নেপাল সংবৎ ৭৪৯ (= ১৬২৯)।

১২ "ইতি শ্রীমহাবাজাধিবাজ শ্রী শ্রীজগজ্জ্যোতির্মল্লকৃত পঞ্চপঞ্চাশদ্গীতোপবদ্ধং হবগৌবীবিবাহনাম নাটকং সমাপ্তম্"।

১৩ ৭৫৩ নেপাল সংবতে ( ১৬৩৩) লেখা একটি পুথির (কেম্‌ব্রিজ ১৬৮৭) পুষ্পিকায় আছে "শ্রীভক্তপৃথীমহানগর্যাং বাজাধিরাজশ্রীশ্রীজগজ্জ্যোতির্মল্লদেবযাতিক্রিয়াসংগ্রহ কালদণ্ড্যহপুস্তকং বরিতাপুরিমহানগর্য্যাং গকড়ধ্বজাবতার শ্রীশ্রীপিদ্ধিনর্লসিংহমল্লদেব। তস্য পুত্র বৃষধ্বজাবতারং শ্রীশ্রীশ্রীনিবাসমল্ল তস্য উভযবাজ্যে শুভম।"

১৪ কেম্‌ব্রিজ পুথি ১৩৮৯ (ক্যাটালগ পৃ ৮৩)। পরে দ্রষ্টব্য।

১৫ পণ্ডিত বলদেব মিশ্র সম্পাদিত এবং দরভঙ্গা বাজপ্রেসে মুদ্রিত (১৯৩৪) পৃ ৪৮। লোচন শর্মা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। উদ্ধৃত পদটির পাঠ শুদ্ধ করিয়া দিয়াছি।

১৬ কেম্‌ব্রিজ পুথি ১৬৪১ (ক্যাটালগ পৃ ১৫০) লিপিকাল (সম্ভবতঃ রচনাকালও) নেপাল সংবৎ ৭৮৬ ( ১৬৬৬)। নেপালী লেখকের হাতে বইটির নাম হইয়াছে সঙ্গীততত্ত্বাবদ্যযচুডামণি

১৭ কেম্‌ব্রিজ পুথি ১৪৭২ (ক্যাটালগ পৃ ১৫৩)।

১৮ ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নগেনের বাঙ্গালা নাটক (১৩ ৪) দ্রষ্টব্য।

১৯ নামটির আসল অর্থ —অরণ্য ("বির ) ভূমির অর্থাৎ মল্লভূমের স্বামীর যদি [illegible] অঞ্চলের আরণ্য রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তবুও পাচীনত্বের ও পুণ্য মহিমার গৌরবে শিখরভূমির (সঞ্জকে ভের) রাজাবাই রাজচূড়ামণি বলিয়া গণ্য হইতেন। ইহাদের হাতের টীকা না পাইলে কেহ রাজা হইতে পারিত না সেই জন্য বিষ্ণুপুরের রাজা আমীর

২০ কালাচাঁদ এখানে কৃষ্ণ এর বীরহাম্বীর প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণমূর্তি দেখিয়া বুঝাইতেছে

২১ "বীর হাম্বীর এর মতো [illegible] নাম নাই পদ চলাধি পদ [illegible] অর্থাৎ আক্রমণে যুদ্ধে আমীর (প্রধান)

২২ পৃ ২১৫।

২৩ বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের সভ্য [illegible] সংগ্রহ করিয়া পরিষদে [illegible] পরিচয় দিয়াছি

২৪ ভণিতাটুকু দ্রষ্টব্য

২৫ ১৬৬৪ শকাব্দে ( [illegible]

২৬ ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে [illegible]

২৭ পাঠ "মানে"

২৮ "উদয় আদি"

২৯ "নবসি হাজার [illegible] সিংহ হইয়া
কপনারায়ণ পত্র শ্রীছিল রাজার প্রধানের [illegible] সহ প্রী [illegible]
(স্বরূপদামোদরের কড়চা শ্রী শ্যামানন্দ দাস সংগৃহীত পুথি পৃ [illegible]

৩০ নিতান্তের সচ্ছিদ্র কলসী

৩১ গোবিন্দবাতমঞ্জরী পঞ্জিকা লেখক শ্রীনরহরি [illegible] সংগৃহীত [illegible]

৩২ পরমাদং বাঙ্গালা (অধ্যাত্মরস) সদ [illegible] (পৃষ্ঠা বর্তমান

৩৩ সঙ্গীতনাম্নাং সঙ্কলিত

৩৪ গ ৬৭২৫ (লিপিকাল [illegible] মল্লাব্দ) [illegible] ইং [illegible] দাস কর্তৃক প্রকাশিত ৪৫ [illegible] বেণীমাধব দে কোম্পানি বহুকাল পরে পুথির [illegible] একে [illegible] প্রকাশ করিয়াছিলেন

৩৫ পদটি পদকল্পতরুর ৫ (৩৫৫) অংশ

৩৬ হি ব্রি লি [illegible]

৩৭ পৃ ২৩৫৩ (লিপিকাল [illegible] সাল)

৩৮ [illegible]

৩৯ বর্ণমালার [illegible] প্রকাশিত

৪০ কৃষ্ণ জীবগোস্বামীর ও সরমগুরু গোপালভট্টের প্রতি [illegible] দেখাইবার জন্য [illegible]

৪১ এই প্রসঙ্গে হি ব্রি লি (পৃ ৪০৫ ০৬) দ্রষ্টব্য

৪২ পৃ ২০৫

৪৩ হি ব্রি লি পৃ ১৫৬ ৫৮।

৪৪ ঐ পৃ ১৫৮ ১৬০

৪৫ পূর্বে দ্রষ্টব্য

৪৬ পদকল্পতরু ৩

৪৭ হি ব্রি লি পৃ ২৩৩ ৩৪ ৪৯৫।

৪৮ ঐ পৃ ১৮৫-৮৭।
৪৯ ঐ প ১৮০, ১৮৫।
৫০ ঐ পৃ ১৮৮।
৫১ ঐ পৃ ১৭৮।
৫২ স ৯৬।
৫৩ হি-ব্রি-ল পৃ ১৭৭।
৫৪ স ৩৯১ (লিপিকাল ১১৯১ সাল)।
৫৫ স ৫০৩।
৫৬ হি-ব্র-লি পৃ ৪০৮
৫৭ রেমুনায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথের প্রাঙ্গণে বসিকানন্দের সমাধি আছে।
৫৮ ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছে।
৫৯ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্তৃক বৃন্দাবনে মুদ্রিত। কলিকাতায় ও অন্যত্র ছাপা হইয়াছে।
৬০ এই পরগনা বর্দ্ধমান জেলার পূর্বাংশে। কুলীনগ্রাম ইহার অন্তর্গত
৬১ নানুর চণ্ডীদাস পাঠাগারে সংগৃহীত একটি পুঁথিতে পদটি পাইয়াছি।
৬২ অর্থাৎ ক্ষুধাজনিত অবসন্নতা
৬৩ সা প প ১১ পৃ ১২৫ ২৬
৬৪ ক ৩৫৯২, পৃ ১৬৪ খ।
৬৫ মূল পাঠ "মেলে" বা "দলে" ছিল বলিয়া মনে হয়।
৬৬ তুলনীয় রামায়ণ

"রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥"

৬৭ প্রথম হইতে নবম স্কন্ধের পুথি- বি ৯০১ ৯৮৯ ৯১০। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত পুথি পরিচয় দ্রষ্টব্য বিভিন্ন স্কন্ধের পুথি বিভিন্নকালে লেখা। দ্বিতীয় স্কন্ধের পুথির (বি ৯০৮) লিপিকাল ১১৮৫
৬৮ বিনিময়সংগ্রহে একটি প্রবন্ধে
৬৯ প্রথম স্কন্ধের শেষে আছে 'সমাপ্ত হইল গ্রন্থ কটক নগরে।
৭০ প্রথম স্কন্ধের তারিখ-ছত্রের পাঠ "কাল কলানিধি কলা (পাঠ কাল) বিষ্ণুপদ লক্ষী" এখানে সোজাসুজি শক ধরিলে হয় ১৩০১ কিন্তু দ্বিতীয় স্কন্ধ লিখিত হইয়াছিল ১৩১৬ শকাব্দে বাকি সবটি গাঁতাড়ি লেখা হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধের মধ্যে পনের বছরের ফাঁক থাকিলে লেখার ধরনের পরিবর্তন বেশি মনে হয়
৭১ জীব গোস্বামীর পত্র দ্রষ্টব্য (ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত)
৭২ গ ১৪২১ (খণ্ডিত, পত্রসংখ্যা ২৮৩)। লিপি প্রাচীন ছাঁদের ও সুন্দর ১২৮৩ সালে লেখা 'স্বরূপবর্ণন' পুথির মতো।
৭৩ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পুথিবিবরণী (Notices of Sanskrit Manuscripts ২৯৮।১৩২) দ্রষ্টব্য। লিপিকাল ১৬৯৫ শকাব্দ। রন্ধ্র ১১, আশুগ বাণ- ৫ শশধর ১
৭৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি ৩০৬৫ (লিপিকাল ১৬৩৮ শকাব্দ)।
৭৫ পুথির মতে পুত্র।
৭৬ ক ৪৭৪২ (লিপিকাল ১৬০৭ শকাব্দ)।
৭৭ "বিরচিল ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর"
৭৮ গ ৫৩৯৫ (লিপিকাল ১১৩১), বীরভূমের পুথি। সা প প ৭ পৃ ২৩৩ ২৪১
৭৯ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত (১৩২৬)।
৮০ ইতিপূর্বে আমিও এই দলে ছিলাম।
৮১ শুক যে ব্রাহ্মণসন্তান তা প্রথমেই উক্ত আছে।
৮২ ক ৫২৯৬ (খণ্ডিত)।
৮৩ পাঠ "গীতা"।
৮৪ গ ৫৬৭৮।
৮৫ স ৮৬, স ১১১, স ২৭৫, স ৩৩৫। অসম্পূর্ণ আদর্শ অবলম্বনে ১২১৫ সালের লেখা একটি পুথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যথাযথ ছাপানো হইয়াছে (১৯৫৭)। পুথির অধিকারী নলিনীনাথ দাসগুপ্ত বইটির সম্পাদক
৮৬ গ ৫৪১৭।

৮৭ নলিনীকান্ত ভট্টশালী "বিপ্র পরশুরাম (আলোচনা) বঙ্গবাণী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ পৃ ৪৪২ ৪৪৪।

৮৮ যেমন— আসিয়া গোপাল গীতের কর অবধান" "নিজ কর্ণে শুন প্রভু আপন গুণগান ভাবিয়া গোপাল পাদপদ্ম শতদল ইত্যাদি

৮৯ শ্রীঅজয়কুমার কয়াল সংগীত

৯০ বি ৯১৪ (সম্পূর্ণ পত্রসংখ্যা ৯৫ লিপিকাল ১৬৮১ শকাব্দ ১১৬৬ সাল) পুথীতে প্রাপ্ত। আর একটি পুথির বিবরণ আছে বীরভূম বিবরণ ১ম খণ্ডে (পৃ ১৬৩) এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে (বিপ্র পরশুরাম বঙ্গবাণী মাঘ ১৩৩৩ পৃ ৬১৩ ১৮) এই পুথির লিপিকাল ১১৯৩ সাল। দুই পুথি মিলাইয়া মাধব সঙ্গীত নামে শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৬৪)। পরে পুথিটি বিশ্বভারতীতে গচ্ছিত হইয়াছে (বি ১৫৫০)

৯১ ভূমিকা পৃ ১১৫।

৯২ পুথীতে প্রাপ্ত পুথিতেই শুধু পদটি "পদ উৎকল" বলিয়া নির্দিষ্ট এবং এই পদের কয়েকটি বিশিষ্ট ওড়িয়া শব্দ (যেমন ন হুদয়ে চাহনি গলা ও লউছি') অপর পুথিতে বাংলা রূপেই আছে (না হৃদয়ে চাহনি গেলা ও লইছি)। উভয়ত্র প্রাপ্ত ওড়িয়া শব্দ শুধু বেলকু (?) তাহু এবং তাহ্ন। কু বিভক্তি এবং তাহ্ন পদ সাধারণ ব্রজবুলিতেও পাওয়া যায়

৯৩ পরে পৃষ্ঠা ৮ ৮১ দ্রষ্টব্য

৯৪ পৃ ১১৯।

৯৪ক পৃ ২৮৮।

৯৫ মুদ্রিত পাঠ 'প্রিয়' যত পরিবর্তে বেশ সম্পূর্ণ অর্থহীন

৯৬ কাঁদড়া পাটের মনোহরদাস হইল জাহ্নবাদেবীর উল্লেখ থাকিতেই জ্ঞানদাসের সঙ্গে বংশের মিল খোঁজার বৃথা চেষ্টা। পদাবলী রচয়িতাদের *cliche* লইয়া যোগসূত্রের সন্ধান দুরূহ

৯৭ পৃ ৩৯ ৪০

৯৮ ভবানন্দের হরিবংশ সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৩৮) সম্পাদক সাতখানি পুথি ব্যবহার করিয়াছিলেন পুথিগুলি পূর্ব ময়মনসিংহ কুমিল্লা ও পশ্চিম শ্রিপুর হইতে সংগৃহীত প্রাচীনতম পুথির লিপিকাল যথাক্রমে ১০৯৮ ১১৫০ সাল। অপর পুথি গ ৪২৫৮ (লিপিকাল ১২৮১) গ ১৫৭১২ (লিপিকাল ১১৫৫) হরিবংশের গানগুলি শ্রীহট্টের মুসলমানদের মধ্যে সমৃদ্ধ ছিল এগুলি সিলেটী নাগরী অক্ষরে বাঙ্গালা অক্ষরে একাধিক হাতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল

৯৯ পাঠান্তর "গুহ্য"

১০০ প্রথম খণ্ড চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ৮ উপচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

১০১ ঐ অষ্টম পরিচ্ছেদে চতুর্থ উপচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

১০২ এই প্রসঙ্গে মুকুন্দরামের গ্রন্থের উল্লেখ তুলনীয়

১০৩ এখানে কি রাধাকৃষ্ণ একতনু চৈতন্যের ইঙ্গিত আছে

১০৪ আইমন (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আইহন অনএ আযান বাগান) সংস্কৃত অভিমন্যু হইতে উৎপন্ন হইতে পারে এমন নামটি ভবানন্দের তৈয়ারি নয় অন্য মূল) সূত্রে পাওয়া এখানে এটি ঠিক নাম বলিয়া মনে হইতেছে না ব্রজে দুর্দান্ত ব্যক্তি"—এই অর্থ হইতে পারে একটু পরেই কবি বলিয়াছেন যে বৃদ্ধ আইমন যখন মধুরায় রাজা কংসের নিকট গিয়াছে সেই সুযোগে কৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিত হইয়াছিল গাভীগণের খাজনা দেওয়া যদি ব্রজ আইমনের কৃষ্ণ হয় তবে সে কংসের ন্যায়বেরই মতোই ছিল রাধা নিজের স্বামীর সম্বন্ধে কৃষ্ণকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল আর নিজ পতি জান কেবল দুর্জন" সম্ভবত "আইমন নামটিতে "দুশমন এর অর্থ কল্পিত হইয়াছিল

১০৫ পরিয়াছ।

১০৬ এ গল্প কোথায় আছে জানিনা মনে হয় গোবর্ধনাথের কাহিনীরই এক রূপান্তর।

১০৭ শুকজনসম্পর্ক

১০৮ অন্য কোন কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে এ নাম নাই নামটি "যশোদা"র সাদৃশ্য পড়া

১০৯ "যৌবন সময়ে বুড়ী আছিল চঞ্চল মধুপুরের যত দৈত্য তার করতল।

১১০ অর্থাৎ যেমন লুকাইয়া গরু মারিয়া মাংস খায় আর প্রতিবেশীকে হরিণের খুর দেখাইয়া জানায় মৃগমাংস খাইয়াছি।

১১১ অর্থাৎ তন্ত্রবত্তা

১১২ রাধাকৃষ্ণের যুগ্ম অবতার চৈতন্যের কথা এখানে স্মর্তব্য।

১১৩ সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত গ্রন্থে গানের সংখ্যা ১১৫ (কাব্যে মোট ছত্র সংখ্যা ৮৭৫৪) মহাম্মদ আফজল মিয়ার সংস্করণে ১৩৯।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ
# বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধ

## ১ সংস্কৃত হইতে অনুবাদের উপক্রম

জীব গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের শেষ শাস্ত্রকার, এবং চৈতন্যচরিতামৃত সে ধর্মের সর্বোচ্চ সংহিতা। অতঃপর আসিল ব্যাখ্যার ও অনুবাদের পালা। কৃষ্ণদাস "কবিরাজ"ই এই কাজের পথ দেখাইয়াছিলেন। ব্যাখ্যা প্রধানত আর অনুবাদ একান্তভাবে বাঙ্গালায়। রূপ গোস্বামীর ভক্তিরত্নাকর ও উজ্জ্বলনীলমণি ইতিমধ্যেই পদকর্তাদের আকর-গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃতের পরেই এই দুই গ্রন্থের ব্যবহার ও মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। তাই ভক্তিরত্নাকর উজ্জ্বলনীলমণির সারাংশের অনুবাদের দিকেই ঝোঁক ছিল সমধিক।

চৈতন্য পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার শক্তিশালী সহযোগীদের অনেকেও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ—যেমন, অদ্বৈত আচার্য, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, সনাতন ও রূপ—মহাপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু চৈতন্য পাণ্ডিত্য লইয়া ধর্মের বেসাতি করেন নাই। তাঁহার বিষয় সাধারণ মানুষের হৃদয়-মন। সেখানে পাণ্ডিত্য শুধু নিষ্প্রয়োজনই নয়, প্রচণ্ড বাধা।

দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান।

মহাপুরুষের সান্নিধ্য কতটুকু? কতক্ষণের জন্য? কত লোকে পায়? তাঁহার মুখের বাণীর ধ্বনি-প্রতিধ্বনিও অচিরে কালের তরঙ্গে মিলাইয়া যায়। শাস্ত্রশাসিত দেশে শাস্ত্র-শাসনের ঝাঁপিতে ভরিয়া দিলেই সে বাণীর ব্যক্তিকৃত অনুলিপি দীর্ঘস্থায়ী হয়। ভাগবত চৈতন্যধর্মের বেদ। ভাগবত, এবং চৈতন্য আর যে-সব গ্রন্থ ও রচনা পছন্দ করিতেন সেগুলি লইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের অনুশাসনপর্ব শুরু। তবে আসলে চৈতন্য-কৃষ্ণের শাস্ত্রমত বৃন্দাবনের গোস্বামীরাই বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সেই বাঁধা শাস্ত্রের চর্চা এখন বৈষ্ণবের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক হইল এবং সেই সূত্রে বৈষ্ণব-সমাজে ও বৈষ্ণব-সংসারে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষা বিকীর্ণ হইতে লাগিল। বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণবদেরই স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রথম সার্বজনিক শিক্ষিত সমাজ।

বৈষ্ণবমুখ্যেরা সংস্কৃত জানিলেও দুই চারজন ছাড়া সে বিদ্যার অনুশীলনে কেহ উৎসাহী ছিলেন না। সাধারণ বৈষ্ণবের বাঙ্গালা বিদ্যা এবং আনুষঙ্গিক অল্প-স্বল্প সংস্কৃত জ্ঞান হইলেই চলিত। ইঁহাদের জন্যই গোস্বামী-গ্রন্থের অনুবাদের ও ভাবসংক্ষেপের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল॥

## ২ অনুবাদে যদুনন্দন ও হেমলতা

চৈতন্যের ধর্মের অধিকার অখণ্ড জীবন ব্যাপিয়া। শাস্ত্র তাঁহার কাছে লক্ষ্য নয় কিঞ্চিৎ উপলক্ষ্য। তাঁহার তিরোধানের পরে বৈষ্ণব মহান্তদের কাছে শাস্ত্রশাসন অপরিহার্য মনে হইল। শাস্ত্রে অধিকার অর্জনে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন। অতএব নিষ্ঠাবান সাধকের পক্ষে যা হোক তা হোক, মহান্ত গুরুর পক্ষে সংস্কৃতশিক্ষা আবশ্যক হইল। কিন্তু যে ধর্মের মধ্যে প্রাণস্পন্দন অনবলুপ্ত তাহা সর্বদা পাণ্ডিত্যের সিন্দুকে তরিয়া রাখা যায় না। বৃন্দাবনের শাস্ত্রকার-গোস্বামীরা—বিশেষ করিয়া রূপ, গোপালভট্ট ও জীব —চৈতন্য-কৃষ্ণের শাস্ত্র বলিয়া যে মত নিরূপণ করিয়া দিলেন তাহা বাঙ্গালা দেশে আনীত এবং শিরোধার্য হইল একমাত্র অবলম্বন হইল না জীব গোস্বামীর তিরোধানের পরে বৃন্দাবনে আর কেহ শাস্ত্রকর্তা রহিলেন না। বৃন্দাবনবাসী বাঙ্গালী বৈষ্ণবের শাস্ত্রচর্চা অতঃপর ব্যাখ্যায় ও সারসংগ্রহে নিরত রহিল। যাঁহারা পাণ্ডিত্যের পথে চলিলেন না তাঁহারা অনুবাদের দিকে ঝুঁকিলেন। এই কাজ ত্রিধারায়—ব্যাখ্যায় সারসংগ্রহে ও অনুবাদে– সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রবলভাবে চলিয়াছিল এবং সে প্রবলতার বেগ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তও উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল।

এইখানে বৈষ্ণব অধ্যাত্মভাবনায় মতভেদের কথা বলি। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মধ্যে শাস্ত্রকার ছিলেন চারজন—সনাতন রূপ গোপাল ভট্ট ও জীব তাঁহাদের মধ্যে আদি শাস্ত্রকার দুইজন—সনাতন ও রূপ সনাতনের ঝোঁক ছিল সনাতনধারার বৈধী সাধনা প্রতিষ্ঠার দিকে। রূপের কোন দিকে ঝোঁক ছিল জানি না। তবে তিনি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক শাস্ত্র লিখিলেও বড় ভাই সনাতনের শিষ্য সুতরাং মোটামুটি সেই পথেরই পথিক। রাগানুগা সাধনা সনাতন রূপের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু বৃন্দাবনে রাগানুগা সাধনার বহুল প্রচার প্রধানত অন্য দুইজনের দ্বারা হইয়াছিল। এই দুইজন হইলেন রঘুনাথদাস আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ। পুরীতে রামানন্দ রায় ও স্বরূপদামোদর এই দুই চৈতন্য সখা রাগানুগা ভাবনার আদি ও প্রধান ভাবক। রঘুনাথদাসের শিক্ষা নীলাচলে স্বরূপদামোদরের কাছে কৃষ্ণদাসের শিক্ষা বৃন্দাবনে রঘুনাথের কাছে। সনাতন ও রূপ যতদিন বর্তমান ছিলেন ততদিন বৈধী ও রাগানুগা পদ্ধতি লইয়া কোন বিরোধ অথবা সমস্যা জাগে নাই। ইঁহাদের তিরোভাবের পরেই তবে বৈষ্ণব সাধনায় মার্গভেদ-সমস্যা উঠিয়াছিল। গোপাল ভট্ট ব্রাহ্মণ এবং বৈধী সাধনার পন্থী। তাই সনাতন তাঁহাকেই 'হরিভক্তিবিলাস' সংকলন (অথবা সম্পূরণ) করিবার ভার দিয়াছিলেন। রঘুনাথদাস অব্রাহ্মণ, সুতরাং বৈধী সাধনায় তাঁহার পূর্ণমাত্রায় অধিকার সমাজস্বীকৃত ছিল না। তিনি নিজেও অত্যন্ত দৈন্যশীল ও আত্মগোপী ব্যক্তি ছিলেন। তবে বৃন্দাবনে তাঁহার নিষ্ঠা ও অক্লিষ্ট কৃচ্ছ্রসাধনা তাঁহাকে সর্বজনপূজ্য করিয়াছিল। তাঁহারাই দৃষ্টান্ত রাগানুগা ভাবনার মূল্য ও মর্যাদা বাড়াইয়াছিল। জীব গোস্বামী উভয় সাধনার (অর্থাৎ অধ্যাত্ম-ভাবনার) মধ্যে সামঞ্জস্য আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ঝোঁক ছিল

বৈধীর দিকে। জীব গোস্বামীর তিরোধানের পরে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব-মণ্ডলীতে কেহ একজন নেতা রহিল না। ইতিমধ্যে বৃন্দাবনে অনেকগুলি দেবকুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজ-রাজড়া ও সাহু-শেঠদের দানে তীর্থযাত্রীর ভেটে দেবকুলের সমৃদ্ধি বাড়িয়াই চলিয়াছে। যেখানে ধন ও ক্ষমতা সেখানেই বিরোধ। বৈষ্ণব-সমাজের এক দল ছিল বৈরাগী। তাঁহারা দেবকুল-পরিচালনায় নিরাসক্ত। আর এক দল সেবায়েত, তাঁহারা দেবকুল পরিচালনায় আসক্ত। প্রথম দলে বেশির ভাগ বাঙ্গালী। দ্বিতীয় দলে বেশির ভাগ অবাঙ্গালী। ব্রজমণ্ডলের প্রাচীনতম ও সমৃদ্ধতম দেবকুল, মাধবেন্দ্রপুরী প্রতিষ্ঠিত গোপালের অধিষ্ঠান লইয়া বিবাদ বাধিল। একপক্ষে বৈধী-পন্থী অবাঙ্গালী বল্লভাচার্যের পুত্র বিট্‌ঠলনাথের শিষ্যেরা, অপর পক্ষে বাঙ্গালী বৈধী ও রাগানুগা পন্থী বাঙ্গালী সেবায়েতরা। বিবাদ মারামারি অবধি গড়াইয়াছিল। বল্লভাচার্যের দল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের হটাইয়া গোপালের সেবাপূজার অধিকার হস্তগত করিয়াছিল। অন্যান্য দেবমন্দিরের সম্পত্তির বিবাদ-বিসংবাদ লইয়াও কিছু কিছু মোকদ্দমা হইয়াছিল। তবে তাহা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণব-মহান্তদের মধ্যে পাণ্ডিত্যবিচারে বৈধী-রাগানুগার[১] দ্বন্দ্ব একটিমাত্র দফায় আসিয়া ঠেকে। সে হইল রাধা ও কৃষ্ণের সাংসারিক সম্পর্ক। বৈধী ভক্তি-মার্গীরা বলিলেন রাধা কৃষ্ণের পরিণীতা—পত্নী, রাগানুগা ভক্তিমার্গীরা বলিলেন রাধা কৃষ্ণের প্রণয়িনী—পরস্ত্রী। অতঃপর বৈধী-মার্গীরা স্বকীয়াবাদী[২], আর রাগানুগামার্গীরা পরকীয়াবাদী[৩] বলিয়া চিহ্নিত হইলেন। জীব গোস্বামী স্বকীয়াবাদ সমর্থন করিলেন। নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবা কৃষ্ণমূর্তির বামে রাধা-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বকীয়াবাদ তথা বৈধী সাধনাকে শিষ্ট বৈষ্ণবের অনন্যগতি মার্গ রূপে নির্দেশ করিলেন। অতঃপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সমসাময়িক অপর (ব্রাহ্মণ্য) ধর্মমতের পংক্তিতে আসন পাইল।

শেষ জীবনে চৈতন্য সংস্কৃত রচনার মধ্যে, ভাগবত ছাড়া জয়দেবের পদাবলী ও রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ-নাটকের গান শুনিতে ভালোবাসিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে গীতগোবিন্দ বাঙ্গালায় সম্পূর্ণ অনূদিত হয় নাই। মনে হয় তাহার প্রধান কারণ, সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত জয়দেবের পদের ভাষা সাধারণ বাঙ্গালীর কাছে পরিচিত ছিল বলিয়া অবোধ্য প্রতিভাত হয় নাই।

রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথবল্লভ নাটক' ষোড়শ শতাব্দীতে পদকর্তা লোচনদাস (—ইঁহার পুরা নাম ছিল লোচনানন্দ-দাস—) অনুবাদ করিয়াছিলেন। সেকথা আগে বলিয়াছি। সপ্তদশ শতাব্দীতেও একটি অনুবাদ প্রস্তুত হইয়াছিল। লেখকের নাম অকিঞ্চন-দাস। লোচন শুধু গানগুলির তর্জমা করিয়াছিলেন, অকিঞ্চন সমগ্র গ্রন্থের।[৪] বন্দনায় অকিঞ্চন ছয় গোস্বামীর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন

একত্রে করিনু সেই ছয়ের বন্দন
আমার প্রভুর প্রভু হয় একজন।

এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্টের শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্যকে অকিঞ্চনের গুরু বলিতে হয়। তবে "আমার প্রভুর প্রভু হয় একজন"—ইহা হইতে এমন অর্থও উপলব্ধ হইতে পারে যে লেখকের গুরু ছয় গোস্বামী হইতে পৃথক্ কিন্তু

তাঁহাদেরই সমমর্যাদাব ব্যক্তি। তাহা হইলে ইনি লোকনাথ গোস্বামী হইতে পারেন। তা যদি হয় তবে লোকনাথের শিষ্য নবোত্তম অকিঞ্চনের গুরু।

অকিঞ্চন-দাস ভনিতায় তিনখানি ছোট ছোট তত্ত্বনিবন্ধের পুথি পাওয়া গিয়াছে। পুথিগুলির নাম 'ভক্তিরসচন্দ্রিকা'[৫], 'ভক্তিবসাত্মিকা'[৬] ও 'ভক্তিরসালিকা'।[৭] নাম তিনটিব গোড়ায় "ভক্তি" থাকায় একজনেবই রচনা বলিয়া মনে হয। তিনি যে জগন্নাথবল্লভ-নাটকেব অনুবাদকারী হইতে ভিন্ন ব্যক্তি তাহা বলিবাব পক্ষে কোন যুক্তি নাই। নরোত্তমেব শিষ্যেব রচিত গ্রন্থের নামে "ভক্তি" শব্দ থাকা খুবই অপেক্ষিত।

দাক্ষিণাত্য হইতে চৈতন্য "বিল্বমঙ্গল"-বচিত 'কর্ণামৃত' ('কৃষ্ণকর্ণামৃত') নামে কৃষ্ণলীলাবিষযক কোশ-কাব্যের পুথি আনিয়াছিলেন। কবিতাগুলি তাঁহার বিবহদশার বিনোদন ছিল। কৃষ্ণদাস "কবিবাজ" চৈতন্যচবিতামৃতে অনেকগুলি শ্লোকেব চমৎকার ভাবানুবাদ দিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কাব্যটির বিস্তৃত টীকাও লিখিযাছিলেন। সে টীকাব নাম 'সারঙ্গবঙ্গদা'। মূল ও টীকাব অনুবাদ কাব্যাকাবে করিযাছিলেন যদুনন্দন-দাস। তাহাবও নাম 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'।[৮] অনুবাদ এমন সুললিত যে ইহাব অনেক অংশ পদাবলীব মতো কীর্তনে গীত হইযা আসিয়াছে। যদুনন্দন আবও যে বৈষ্ণব কাব্য-নাটকেব অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহাও সমাদৃত হইযাছিল। তাঁহাব অপব অনুবাদ-গ্রন্থ হইল 'বসকদম্ব' (বা 'রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব')[৯]—রূপ গোস্বামীব বিদগ্ধমাধব নাটক অবলম্বনে, 'দানলীলাচন্দ্রামৃত'[১০]—রূপ গোস্বামীর 'দানকেলিকৌমুদী' ভাণিকা অবলম্বনে, এবং 'গোবিন্দবিলাস' (বা 'গোবিন্দলীলামৃত')[১১]—কৃষ্ণদাস "কবিবাজে"ব 'গোবিন্দলীলামৃত' কাব্য অবলম্বনে।

যদুনন্দন নামে একাধিক সমসাময়িক বৈষ্ণব লেখক ছিলেন। 'হীরাবলীতত্ত্ব'[১২] অন্য কোন যদুনন্দনেব রচনা হওযা সম্ভব। এই বইটিব মূল কবিশেখব-রায়েব সম-নামেব সংস্কৃত নিবন্ধ। 'হরিভক্তিচন্দ্রিকা'[১৩] ও জীবনীগ্রন্থ 'কর্ণানন্দ'[১৪] প্রথম যদুনন্দনেব রচনা হইতে কোন বাধা নাই।

যদুনন্দন-দাসেব গ্রন্থে ভনিতা হইতে যে পবিচযটুকু ছানিযা লওয়া যায তাহা সবটা সত্য হইলে তাঁহাকে বেশ দীর্ঘজীবী বলিতে হয়। যদুনন্দন-দাস শ্রীনিবাস আচার্যেব শিষ্য ছিলেন, তাঁহাব শাখায়ও উল্লিখিত আছেন। কর্ণানন্দে দেখা যায যে তিনি শ্রীনিবাস আচার্যেব কন্যা হেমলতাব শিষ্য ও অনুচর। আবার কৃষ্ণকর্ণামৃতেব এক প্রাচীন পুথিব এই ভনিতা হইতে অনুমান কবা যায় যে হেমলতার ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রকৃতক সুবলচন্দ্রকে যদুনন্দন গুরুব মান দিতেছেন।

শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্রপদ কবি আশ
কৃষ্ণকর্ণামৃত কহে যদুনন্দন-দাস।[১৫]

যদুনন্দনের অনুবাদ-গ্রন্থগুলিতে কোন পবিচয় দেওয়া নাই। কর্ণানন্দে পাই যে তিনি জাতিতে ছিলেন বৈদ্য, নিবাস মালিহাটী গ্রামে (আধুনিক কাটোয়া সবডিভিসন)। আবার আর একটি গ্রন্থে—নাম 'সংগ্রহতোষণী'[১৬]—লেখক যদুনাথ (বা যদুনন্দন) বেগুনকোলা গ্রামনিবাসী, ব্রাহ্মণ ও হেমলতার শিষ্য বলিয়া নিজেকে উল্লেখ কবিয়াছেন। হেমলতার বাসস্থান বুঁধইপাড়া হইতে বেগুনকোলা ও মালিহাটী বেশি দূরে নয়।

কিন্তু এখানে বেশ সংশয় আছে। সংগ্রহতোষণীর পুথি নিরুদ্দেশ, সুতরাং বইটির সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন কথা বলা যায় না। শ্রীনিবাস আচার্য অন্তরে কি ছিলেন জানি না, বাহিরে বৈধী ভক্তিসাধনারই পথিক ছিলেন। শ্রীনিবাসের জীবিত পুত্রকন্যাদের মধ্যে হেমলতা ছিলেন জ্যেষ্ঠ এবং শ্রীনিবাসের জীবৎকালেই তিনি মহান্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ পিতা বর্তমান থাকিতেই হেমলতার নিজস্ব শিষ্যসেবক জুটিয়াছিল। হেমলতার স্বামী দীর্ঘজীবী ছিলেন না। হেমলতার সন্তানও হয় নাই। তিনি ছোট ভাইয়ের ছেলেকে পোষ্য লইয়াছিলেন। ইনি সুবলচন্দ্র, হেমলতার গদির অধিকারী হন। সুবলচন্দ্র বৈধী মার্গের গুরু ছিলেন। হেমলতাও অবশ্যই তাহাই ছিলেন। কিন্তু রাগানুগমার্গেও যে তাঁহার গতিবিধি ছিল না এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। 'সংগ্রহতোষণী' রাগানুগা সাধনামার্গের নিবন্ধ। বইটি যদি খাঁটি হয় তবে হেমলতাকে রাগমার্গের অনুরাগিণী বলিতে হইবে। পরবর্তী কালের রাগানুগমার্গীরা হেমলতাকে গুরুবর্গের মধ্যে স্থান দিয়াছেন এবং তাঁহার ভনিতায় একটি রাগাত্মিক পদও চালাইয়াছেন। পদটি উদ্ধৃত করিতেছি। তবে এটি যে জাল এবং ইহার রচনাকাল যে অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে হইতে পারে না তাহা "আসক", "নিত্য" ইত্যাদি বিদেশী ও অক্ষম অর্বাচীন শব্দ হইতে অনুমান হয়।

শুনহ রসিক রসের রাসী[১৭]
রসের রতন আনন্দ হাসি।
রসের রতন কেমন বস্তু
আসক[১৮] রসেতে হএত নিত্য।
আসকে আসক্তি আছয়ে যার
রসের চাতুরি আছয়ে তার।
চাতুরে চতুর কথন বাক্য
দ্বিজ চণ্ডীদাস তাহাতে ঐক্য।
বিদ্যাপতি বিনয়বচন মানি
আসকে তেজিল পরাণখানি
হেমলতা কহে এইত সার
চাতুরি সমান নাহিক আর॥[১৯]

রাগানুগমার্গীদের এই ধরনের রচনায় যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে তবে বুঝিব শ্রীনিবাস আচার্যও রাগানুগপদ্ধতির অনুশীলনে বীতরাগ ছিলেন না। অন্যথা কোন প্রমাণ নাই। 'স্বরূপদামোদরের কড়চা' নামে একাধিক ক্ষুদ্র অর্বাচীন পুথি মিলিয়াছে, তাহার কোন কোনটি ছাপাও হইয়াছে। উত্তরবঙ্গ হইতে প্রাপ্ত একটি পুথিতে[২০] শ্রীনিবাস, নরোত্তম এবং তাঁহাদের কোন কোন মুখ্য ভক্তকে রসিক সাধক বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। হেমলতাও বাদ যান নাই। বিশিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

রাগাত্মিক পদাবলীতে পরিচিত শিবসিংহ-লছিমা-বিদ্যাপতির সম্পর্ক এখানে নরোত্তমের শিষ্য (?) নরসিংহ রায়, তাঁহার পাত্র রূপনারায়ণ এবং পত্নী (?) পদ্মাবতীরূপে পুনরুজ্জীবিত।

নরসিংহ রায় দেখ রাগানিষ্ঠা হইয়া
রসিকমণ্ডলে গেল রসিক হইয়া।

রূপনারায়ণ পাত্র আছিল রাজার
পদ্মাবতীর সহ প্রীত হইল তাহার।[২১]

পদ্মাবতীর কন্যা সন্ধ্যাকে এবং রূপনারায়ণের ভগিনী কৌশল্যাকেও রসিকসাধিকা বলা হইয়াছে। লেখকের মতে (শ্রীনিবাস) আচার্যের ভগিনী দেবকী ও কন্যা হেমলতা যথাক্রমে তারা রজকিনীর ও লছিমাসুন্দরীর পরজাতক।

দেবকী নামেতে হৈল আচার্যভগিনী
পূর্বে ছিলা বাসলতা তারা রজকিনী।
আচার্যের কন্যা হয় হেমলতা নাম
লছিমাসুন্দরী পূর্বে তাহার আখ্যান।

তাহার পর শ্রীনিবাস আচার্যের ও রামচন্দ্র কবিরাজের প্রসঙ্গ।

শ্রীনিবাস প্রভু আচার্য ঠাকুর
পূর্বে ছিলা বিদ্যাপতি কবিরত্নপুর।
সহজ সেবার ধর্ম অঙ্গীকার করি
যার প্রেমে বশ প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেমের সাগর।
পূর্বে ছিল চণ্ডীদাস রসের গাগর।

তাহার পর নরোত্তমের কথা। ইঁহার সম্পর্কে কোন সাধনসঙ্গিনীর উল্লেখ নাই কেবল লেখকের ভক্তির প্রকাশ। লেখকের কথা সত্য হইলে নরোত্তম সুদীর্ঘজীবী ছিলেন।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর আখ্যান
রসের সাগর তেঁহ চিরায়ু বর্তমান।
চারি যুগে আছেন প্রভু কেহ নাহি বুঝে
সতত আনন্দ হয়া রসময় কাজে।[২২]

### ৩ ছোট-বড়ো রচনা

ভাগবতের অনুবাদের সম্বন্ধে আলোচনা পরে করিতেছি। এখন ভাগবতের অংশবিশেষের ও তদাশ্রিত ছোটখাট পদ্য গ্রন্থের অনুবাদের কথা বলিতেছি।

ভাগবতের দশম-স্কন্ধের সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের দশটি শ্লোক (১২-২১) ভ্রমরগীতা নামে প্রসিদ্ধ। একটি ভ্রমরকে উপলক্ষ্য করিয়া দূরপ্রবাসী কৃষ্ণের প্রতি বিরহিণী গোপীর উক্তিময় শ্লোকগুলি রূপের উজ্জ্বলনীলমণিতে ভ্রমরগীতার ভাবনা ব্যাখ্যাত আছে। মূল ও এই ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া একাধিক লেখক ছোট ছোট নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে যদুনাথ-দাসের ভ্রমরগীতা[২৩] সুপরিচিত এবং সর্বাপেক্ষা পুরানো। ভ্রমরগীতার অপর লেখক হইতেছেন রূপনাথ দাস[২৪] এবং দেবনাথ দাস।[২৫] শেষ দুই ব্যক্তি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে হয়। রূপের 'উদ্ধবসন্দেশ' (নামান্তর 'উদ্ধবদূত') সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর একাধিক লেখকের (যেমন "দ্বিজ" নরসিংহ[২৬] ও কিশোর দাস[২৭]) দ্বারা অনূদিত হইয়াছিল।

রূপের 'হংসদূত' কাব্যের অনুবাদকারী নরসিংহদাস (বা নৃসিংহদাস)[২৮] উদ্ধবদূতের অনুবাদক "দ্বিজ" নরসিংহ হওয়াই সম্ভব। হয়তো উভয় নিবন্ধই নরসিংহের বৃহত্তর রচনা

'কৃষ্ণমঙ্গল'এর খণ্ডাংশ।[২৯] হংসদূত কাব্যের অপর অনুবাদকারী হইতেছেন নরোত্তমদাস।[৩০] এক নরসিংহদাস রচিত ক্ষুদ্র নিবন্ধ 'দর্পণচন্দ্রিকা' পাওয়া গিয়াছে।[৩১] ইঁহার গুরুর নাম মুকুন্দ।

বর্ধমানের অদূরবর্তী তালিত গ্রাম-নিবাসী "কবীন্দ্র" ভট্টাচার্যও সংস্কৃতে 'উদ্ধবদূত' নামে একটি কাব্য বচনা করিয়াছিলেন। এক অজ্ঞাতনামা কবি এই কাব্যকে বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন।[৩২] এ অনুবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী মনে করিবার কারণ নাই।

ভাগবত হইতে 'উদ্ধবগীতা' অনুবাদ করিয়াছিলেন বিষ্ণুরাম নন্দী।[৩৩]

রঘুনাথদাস গোস্বামীর 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'ব দুইটি অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্যেব শিষ্য রাধাবল্লভদাসের অনুবাদ 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'[৩৪] সপ্তদশ শতাব্দীব গোড়ার দিকে রচিত।

দ্বিতীয় অনুবাদটির নাম 'বিলাপবিবৃতিমালা', শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন-বংশীয় কৃষ্ণচন্দ্র দাসের লেখা।[৩৫] রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক (১৭১৫ শকাব্দ)। রঘুনাথের অপর দুইটি রচনার ('মুক্তাচরিত্র' ও 'স্বনিয়মদশক') অনুবাদও অষ্টাদশ শতাব্দীতে হইয়াছিল।

বৈষ্ণব সাধক ও গৃহস্থের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার প্রসারেব ফলে বৈষ্ণব-গ্রন্থের পাঠক সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছিল। তাই ছোট-বড় বিবিধ পুরাণ ও তৎজাতীয় সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ এই শতাব্দীতে অজস্র দেখা যায়। কোচবিহাব দববারের প্রসঙ্গে পুরাণের অনুবাদের উল্লেখ কবিযাছি।

ত্রিপুবাব বাজা গোবিন্দমাণিক্য (সপ্তদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ) তাঁহার এক সভাপণ্ডিত সিদ্ধান্ত-সরস্বতীকে দিয়া 'নারদীয়-পুবাণ' অনুবাদ কবাইয়াছিলেন।[৩৬] গোবিন্দমাণিক্য ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, তাই তিনি চাহিযাছিলেন যে এই বৈষ্ণব পুবাণখানি যেন তাঁহাব সভাসদ্‌দের ও পঠনক্ষম প্রজাদেব ঘবে ঘবে পঠিত ও বক্ষিত হয।

স্কন্দপুবাণ (উৎকলখণ্ড) ও ব্রহ্মপুবাণ অবলম্বনে কযেকখানি জগন্নাথমাহাত্ম্য লেখা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে দুইখানি সুনিশ্চিত সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা। গদাধর দাসের 'জগৎমঙ্গল' সবার আগে লেখা হইয়াছিল। এ গ্রন্থেব আলোচনা কাশীরাম দাসের প্রসঙ্গে পবে কবিতেছি। দ্বিতীয় গ্রন্থেব বচযিতা চন্দ্রচূড় আদিত্য। এটিব বচনা সমাপ্তিকাল ১৬৭৬-৭৭ অব্দ (১৫৯৮ শকাব্দ)।[৩৭]

পঞ্চদশ উত্তব শক অষ্ট নবতি
তখন হইল এই পুস্তক সমাপতি।

জগন্নাথমাহাত্ম্য গ্রন্থেব মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত রচনাটিব নাম নানারকম পাওয়া যায—'জগন্নাথবিজয়', 'জগন্নাথমঙ্গল', 'জগন্নাথচরিত্র', 'জগন্নাথমাহাত্ম্য' অথবা 'ব্রহ্মপুবাণ'। বচযিতা মুকুন্দ "দ্বিজ" (অথবা "ভাবতী") সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীব লোক। অজস্র পুথি মিলিয়াছে॥[৩৮]

**৪ ঘনশ্যামের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'**

রূপ গোস্বামী যে রসশাস্ত্র প্রণয়ন কবিয়াছিলেন তাহার পূর্ণ অনুবাদেব প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। সে শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া তাহাব তাৎপর্য সমেত কৃষ্ণদাস "কবিরাজ" চৈতন্যচবিতামৃত-সম্পুটে ভরিয়া দিয়াছিলেন। কিছু কাল পরে, সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি

সময় হইতে, কীর্তন গানে রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলাব সূক্ষ্মতব অনুশীলনেব হেতু রূপ গোস্বামীব উজ্জ্বলনীলমণির মূল্য বাড়াইয়াছিল।

কীর্তন-গানের প্রধান অনুশীলন-কেন্দ্র বলিযা শ্রীখণ্ডের সম্প্রদাযেব ও শ্রীখণ্ড অঞ্চলেব মধ্যে কীর্তন-পদাবলী সংকলনের প্রথম ও প্রধান উদ্যোগ দেখা দিয়াছিল। যতগুলি সংকলন পাওয়া গিয়াছে সবগুলিতেই রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণিধৃত লীলাপর্যায অনুযায়ী পদগুলি সাজানো এবং প্রত্যেক পদাবলীগুচ্ছের গোড়ায রূপ গোস্বামীর নির্দেশেব অনুবাদ অথবা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আছে। সবার আগে যে বইটি আমবা পাই তাহাকে রূপ গোস্বামীর গ্রন্থের আংশিক ভাষ্য বলিয়া নেওযা চলে। বইটি ছোট। নাম 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী'। বচয়িতা ঘনশ্যামদাস দিব্যসিংহেব পুত্র, গোবিন্দদাস "কবিবাজে"ব নাতি। গোবিন্দদাস ও দিব্যসিংহ পিতাপুত্র দুইজনেই শ্রীনিবাস আচার্যেব শিষ্য ছিলেন। ঘনশ্যাম শ্রীনিবাসের পুত্র গোবিন্দগতির[৩৯] (বা গতিগোবিন্দ) কাছে দীক্ষা লইযাছিলেন। গ্রন্থনামের মধ্যে ঘনশ্যাম গুরুর নাম গাঁথিয়া দিযাছেন। বইটিব প্রত্যেক "স্তবক"-এব নামেও "গোবিন্দ" পাই। প্রায় পিতামহের মতোই ঘনশ্যাম সংস্কৃত বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন।

গোবিন্দরতিমঞ্জরী সংস্কৃত শ্লোকমালায গ্রথিত পদাবলীসংগ্রহ।[৪০] সে শ্লোকবচনায বৈদগ্ধ্যের পবিচয় আছে। বইটি পাঁচ স্তবকে ভাগ কবা—গোবিন্দবত্যঙ্কুব, গোবিন্দরতিপল্লব, গোবিন্দবতিকোরক, গোবিন্দবতিপ্রসূন, গোবিন্দবত্যামোদ।

প্রথমে তিন শ্লোকে গুরুবন্দনা। তাহাব পব তিন শ্লোকে ও এক পদে চৈতন্যবন্দনা, দুই শ্লোকে ও এক পদে নিত্যানন্দবন্দনা, দুই শ্লোকে ও এক পদে সনাতন-রূপ-জীব-গোবিন্দদাসের রচনা প্রশস্তি। তাহার পর আত্মদৈন্যনিবেদন।

তেষামঙ্ঘ্রিমহোপলাধিমুকুটং যঃ কিঞ্চিদাবন্ততে
তস্যাভীপ্সিতসিদ্ধিবাশু কৃপযা তৈবেব নিষ্পাদ্যতাম।
ইত্যালোচ্য বিমুক্তভীতিবভিতঃ সানন্দমত্রোদ্যতঃ
শ্রীবৃন্দাবনকেলিবর্ণনবিধৌ শ্রীদিব্যসিংহাত্মজঃ॥

'তাঁহাদেব মহামণিরূপ পদধূলি মস্তকে ধাবণ কবিযা (এই) যে (ব্যক্তি) কিছু আবম্ভ কবিতেছে, তাহাব বাঞ্ছাসিদ্ধি তাঁহাদেব দ্বাবাই শীঘ্র কৃপাবলে নিষ্পন্ন হউক। এই ভাবিযা, সবদিকের ভয ত্যাগ কবিয়া এখন শ্রীবৃন্দাবনকেলিবর্ণনা ব্যবস্থায শ্রীদিব্যসিংহেব পুত্র আনন্দে উদ্যত হইযাছে॥'

### ৫ রামগোপাল-দাসের 'রসকল্পবল্লী'

রামগোপাল-দাসেব 'রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী' সংক্ষেপে 'বসকল্পবল্লী', প্রথম পদসংকলন গ্রন্থ।[৪১] "বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম" শাকে বৈশাখ মাসে বচনা আরম্ভ এবং কার্তিক মাসে শেষ। গ্রন্থ খুব ছোট নয়, সুতরাং লেখক যে অনন্যকর্মা হইয়া রসকল্পবল্লী রচনা করিয়াছিলেন তাহা অনুমান করিতে পাবি। তবে পদসংগ্রহ কাজে তিনি অনেকদিন ধরিয়া লাগিয়া ছিলেন।

"বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম" এতদিন আমরা ১৫৯৫ বুঝিয়া আসিয়াছি। পাঠান্তর "অঙ্ক" স্থানে "অঙ্গ" পাওয়া যায়। তাহা স্বীকার করিলে হয় ১৫৮৫ (শরীরের অঙ্গ ধরিলে) অথবা ১৫৬৫ (বেদের অঙ্গ ধরিলে)। বিষ্ণুপুর অঞ্চলের একটি পুথিতে নাকি "সন হাজার ঊনাশী যাবনী বৎসর" অর্থাৎ ১০৭৯ আছে। ১০৭৯ সাল= ১৫৯৫ শক। এই কারণে এবং "অঙ্গ" শব্দেব

অর্থ দ্বৈত এবং কবি-শকাঙ্ক হিসাবে "অঙ্গ" অব্যবহৃত বলিয়া "অঙ্ক" পাঠই গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত হইয়াছে বটে কিন্তু "অঙ্ক" অর্থে ৯ কবি-শকাঙ্কে একেবারে অপ্রাপ্ত কিনা জানি না, তবে অন্য কোন পুথিতে পাই নাই। তবুও অঙ্ক ৯ ধরিয়া আসিয়াছি। অথচ তাহা ধরিলে যে অনেক গোলমাল হয় তাহার প্রতি নজর পড়ে নাই।

আসলে "অঙ্ক" পাঠ ঠিকই। পরবর্তীকালে কবি-শকাঙ্কে ইহার প্রতিশব্দ 'কোলে' বেশি দেখা যায়।[৪২] সুতরাং "বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম" শক ১৫২৫ অথবা (বামগতি না ধরিলে) ১৫৫২, অব্দ ১৬০৩ অথবা ১৬৩০। আপত্তি উঠিতে পারে তাহা হইলে তো সন হাজার উনাশী যাবনী বৎসর" মিলে না। উত্তরে বলিব এ ছত্র মূলে ছিল না এবং থাকিবার কথাও নয়। মনে হয়, ইহা মল্ল সনের জ্ঞাপক না হইলে, পুথিটির সংস্কৃতজ্ঞ লিপিকর "বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম" (১৫৯৫) ধরিয়া তাহা ফসলী সনে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন।

রামগোপাল যেটুকু আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে রচনাকালের সম্বন্ধে কিছু হদিস মিলে। রামগোপালেরা বৈদ্য, বহু পুরুষ হইতে শ্রীখণ্ডের অধিবাসী। অনেক প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ তাঁহাদের বংশে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ চক্রপাণি ছিলেন 'চৌধুরী" এবং এই কাজ তাঁহার বংশধরেরাও অনেককাল করিয়াছিলেন চক্রপাণি ও তাঁহার ছোট ভাই রঘুনন্দনের শিষ্য অথবা শিষ্যকল্প সেবক ছিলেন। নীলাচলে রথাগ্রে মহাপ্রভুর নৃত্যের যে বিবরণ চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে আছে তাহাতে রঘুনন্দনের সম্প্রদায়-মধ্যে এই দুইজনও ছিলেন। চৈতন্য দুই ভাইকে অনুগ্রহ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা রামগোপালের কথায় এই,

> মহানন্দকে কহেন বৈষ্ণব আকিঞ্চন
> সেবাধর্ম করি (তুমি) করহ সাধন।
> চক্রপাণিকে কহেন সংসারী বৈষ্ণব
> পুত্রপৌত্রাদি তোমার অনেক রৈভব[৪৩]

চক্রপাণি চৈতন্যের দর্শন ১৫২০ অব্দের আগেই পাইয়াছিলেন। এবং তখনই তাঁহার পুত্র তো বটেই পৌত্রও হইয়াছিল

রামগোপালের প্রমাতামহ মধুসূদন-দাসও সেই সময়ে চৈতন্যের দেখা পাইয়াছিলেন।

রামগোপালের গুরু রতিপতি (বা রতিকান্ত) ঠাকুর রঘুনন্দনের চার পুরুষ অধস্তন। চৈতন্যচরিতামৃতে শাখাবর্ণনে রঘুনন্দনের পুত্র কানু ঠাকুর সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। সুতরাং চৈতন্যের তিরোধানের পূর্বেই রঘুনন্দনের পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পিতার মাতার ও গুরুর এই তিন বংশধারা স্বতন্ত্রভাবে অনুসরণ করিলে আমরা প্রায় একই কালবিন্দুতে পৌঁছাই। অর্থাৎ রামগোপালের জন্মকাল ১৫৭০ অব্দের কাছাকাছি হয়। তাহা হইলে ১৫২৫ শকাব্দ অসঙ্গত হয় না। তবে বইটি বৃদ্ধবয়সের সংকলন হইলে ১৫৫২ শকাব্দ অগ্রাহ্য করা যায় না।

রসকল্পবল্লী যে সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে সংকলিত হইয়াছিল তাহার আরও কিছু প্রমাণ আত্মপরিচয় অংশ হইতে এবং সংকলনগুলি হইতে বাহির করা যায়। যাঁহাদের কাছে রামগোপাল শিক্ষা উপদেশ ও রচনার উপাদান পাইয়াছিলেন তাঁহাদের সকলকার নাম তিনি করিয়াছেন। রূপ ঘটক ঠাকুর তাঁহাকে কোন কোন গ্রন্থের সন্ধান

দিয়াছিলেন। ইনি শ্রীনিবাসের এক প্রধান শিষ্য রূপ ঘটক চক্রবর্তী বলিয়াই মনে করি। রামগোপাল বৃন্দাবন ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন ("ব্রজভূমি স্বপ্নবৎ হইল গমন")। সেখানে তিনি (মদনগোপালের ?) রাজসেবার অধিকারী মুকুন্দদাস গোস্বামীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। ইনি কৃষ্ণদাস "কবিরাজে"র শিষ্য মুকুন্দদাস হওয়া খুবই সম্ভব।

পদাবলী-রচয়িতা, পদাবলী-গায়ক এবং পদাবলী রসিক ভক্ত বৈষ্ণবের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে উজ্জ্বলনীলমণির নায়ক-নায়িকা প্রকরণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ উদাহরণমালা রূপে এবং পদাবলীসংকলন গ্রন্থ রূপে রসকল্পবল্লী উপস্থাপিত। 'বল্লী"র পরিচ্ছেদের নাম 'কোরক'। প্রথম কোরকে মঙ্গলাচরণ দ্বিতীয়ে নায়কবর্ণন, তৃতীয়ে নায়িকার পরিবার (সখী) বর্ণন, চতুর্থে ভাববিচার, পঞ্চমে নায়িকার বর্ণন, ষষ্ঠে বিপ্রলম্ভের দিগ্‌দর্শন, সপ্তমে ভক্তি ও অনুরাগের বর্ণন, অষ্টমে নায়িকাবিভাগ বর্ণন নবমে ও দশমে বিলাস বিবরণ, একাদশে বিবিধ লীলা বর্ণন, দ্বাদশে উপসংহার।

শুধু প্রথম বড়ো পদাবলীসংকলন বলিয়াই নয় বিশিষ্ট পদাবলীর সংগ্রহ বলিয়াও রামগোপালের গ্রন্থ মূল্যবান। ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিকালের কোন কোন কবির জীবৎকাল নির্ণয়ে রামগোপালের উদ্ধৃতি হইতে অনেক সাহায্য পাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পদাবলীর রোশ কিছু অংশ এখনই যে লোপ পাইতেছিল তাহার ইঙ্গিতও বইটিতে আছে। অনেক পদের রচয়িতার নাম রামগোপালের জানা ছিল না। সেখানে মহাজনস্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অনেক সময়ই পদের দুইটি কিংবা চারটি ছত্র শুধু উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে চারটি সম্ভাবনার স্থান আছে। এক পদগুলি এতটা পরিচিত ছিল যে সবটা উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে হয় নাই দুই পদগুলির দুইটি কিংবা চারটি ছত্র ছাড়া আর রামগোপালের জানা ছিল না। তিন, পদগুলিতে আর ছত্র ছিল না। চার লিপিকরেরা পদগুলি সংক্ষিপ্ত করিয়া থাকিবেন। চারটি সম্ভাবনার কোনটিই সরাসরি উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

বিভিন্ন পুথি মিলাইয়া এই কবি-নামগুলি পাওয়া যায় যাঁহাদের এক বা একাধিক পদ সম্পূর্ণ অথবা অংশত উদ্ধৃত আছে।

ষোড়শ শতাব্দী (নরহরি) সরকার ঠাকুর গোবিন্দ আচার্য বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস (?)[৪৪], বংশী (দাস) ঠাকুর জ্ঞানদাস, লোচনানন্দ যদুনাথদাস কবিরঞ্জন ঠাকুর।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর গোবিন্দদাস কবিরাজ গোবিন্দদাস চক্রবর্তী, রাধাবল্লভ চক্রবর্তী, নৃসিংহ ভূপতি (রাজা নরসিংহ), নৃপ উদয়াদিত্য বল্লভ চৌধুরী, কবিশেখর।

সমসাময়িক রতিপতি ঠাকুর।

রামগোপালের নিজের লেখা পদও কয়েকটি আছে। ইহাতেও ভনিতা পাই "গোপালদাস"। কবিশেখরের 'গোপালবিজয়' হইতেও কিছু উদ্ধৃতি আছে।

একটি ব্রজবুলি পদের এই দুই ছত্র "সরকার ঠাকুর" অর্থাৎ নরহরি সরকার নামে উদ্ধৃত আছে[৪৫],

রাই বিপতি শুনি বিদগধ শিরোমণি
পুছই গদগদ ভাষা
নিজ মন্দির তেজি চলু বর নাগর

পুন পুন পবশই নাসা।

শিবানন্দ আচার্য ঠাকুবেব নামে দুইটি পদেব প্রথম কযেক ছত্র উদ্ধৃত আছে,

বৃন্দাবনে বাধাকানু কেলিবিলাস
দুহুঁ শুভ অভিসাব খেলে পাশাসাবি
কৌতুকে হাস পবিহাস।
নিজ নিজ মন্দিবে চলযিতে পুন পুন
দুহুঁ মুখচন্দ নেহাবি
অন্তবে উছলল প্রেম পযোনিধি
লোচনে পৃবল বাবি

'ঠাকুব বংশী" (অর্থাৎ বংশীবদন ঠাকুব) নামে এই যে পদটি উদ্ধৃত হইযাছে তাহা প্রশ্নোত্তবময এবং ভনিতাহীন।

প্রশ্ন

বাই তোবে কে দিল অলকে তিলক
সুবঙ্গ সিন্দুব ফোঁটা।
কেবা বান্ধিতে তোবে শিখাইল
এমন লোটন খোঁটা॥

উত্তব

শ্যাম তোমাব চূড়ায ভুবন ভুলল
আমবা বেশ নাহি জানি
আপনি সুন্দব কাল না হইলে
পবে না বলে উপদেশ বাণী॥

বামগোপাল-দাস একটি প্রশ্নোত্তবময প্রাচীন প্রহেলিকা-ছড়াও উদ্ধৃত কবিযাছেন। এখানেও কৃষ্ণ প্রশ্নকর্তা বাধা উত্তবদাত্রী।

প্রশ্ন

তিন চবণ পব চবণে চাপি যায
জীব জন্তু নহে তাহাবি ফল খায।
এ বাধে এ বড় ধন্ধ
মুণ্ড কাটিলে আহাব করে বন্ধ॥

উত্তব

লোহাব মুদগব সুতাব কায
পল গাবিতে পবেব কাজে যায
এ কৃষ্ণ এ বড় ধন্ধ
ঘাব দিযা ঘব পলায গৃহস্থ পড়িল বন্ধ॥

বামগোপালেব দুইটি ছোট বচনেব পুথি পাওযা গিযাছে।[৪৬] তাহাব মধ্যে একটি খুবই ছোট। নাম 'অষ্টবসনিরূপণ'।[৪৭] বিষয বসকল্পবল্লীব অষ্টম কোবকেব মতো।

দ্বিতীয় পুথিটি চৈতন্য-অবতাবেব গণোদ্দেশদীপিকাব মতো নাম 'চৈতন্যতত্ত্বসাব'।[৪৮] চৈতন্যচবিতামৃতেব শাখা বর্ণন পাওযা গুলিব ও কর্ণপূবেব গৌবগণোদ্দেশদীপিকাব

পরিপূরক হিসাবে নিবন্ধটিকে লইতে পারি। ব্রজলীলার পাত্রপাত্রী ও পরিবেশের সঙ্গে চৈতন্যলীলার পাত্রপাত্রী ও পরিবেশের মিল রামগোপাল অনেকদূর পর্যন্ত দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে ইঁহার প্রদত্ত গোপগোপীদের নামের সঙ্গে কর্ণপূরের দেওয়া নামের সর্বত্র মিল নাই। শাখাবর্ণন গ্রন্থ, খুব ছোট নিবন্ধ। তবুও তাহার মধ্যে—সত্য হোক মিথ্যা হোক—নূতন সংবাদের টুকরা আছে। যেমন অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দের

নবজলধর মহান্ত গুণবান

চেহারা বর্ণনা, অথবা গোবিন্দ আচার্যের পদাবলীর উল্লেখ,

পূর্বে যেন [ব্রজে] বড়াই করিলা ধামালি
সেইমত গোবিন্দ আচার্য গীতাবলি।[৪৯]

রামানন্দ বসু যে সত্যরাজ খানের ভাই তা এই নিবন্ধেই স্পষ্ট করিয়া পাওয়া গেল।[৫০] চৈতন্যতত্ত্বসারের ও রসকল্পবল্লীর রচয়িতা যে একই ব্যক্তি তাহার প্রমাণ ভনিতায় আছে।

শ্রীরতিপতি চরণে যাহার অভিলাষ
শ্রীচৈতন্যতত্ত্বসার কহে রামগোপালদাস।

আর আছে রঘুনন্দনের প্রসঙ্গে। সে কথা বলিতেছি।
গোড়াতেই রামগোপাল বলিয়াছেন,

চতুর্ব্যূহ রূপে প্রভু পূর্ণ অবতার
চৌষট্টি মহান্তের গণ করিব বিস্তার।

তিনি বলিয়াছেন, মহাপ্রভুর চতুর্ব্যূহ রূপ—চারি ব্যূহ (বাহু), দ্বাদশ গোপাল ও উপগোপাল, অষ্ট মহাসিদ্ধিরূপ অষ্টপুরী, নব মহানিধিরূপ নব "বত্নাখ্যান"। প্রথম বাহু প্রভু নিত্যানন্দ, তাঁহার অংশ পুত্র, পত্নীদ্বয় ও মীনকেতন রামদাস। দ্বিতীয় বাহু অদ্বৈত, তাঁহার প্রধান অংশ "আদ্যা গৃহিণী" সীতা ঠাকুরাণী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দ, তৃতীয় বাহু রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের বর্ণনায় রামগোপাল যতটা উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন তাহাতে তিনি যে শ্রীখণ্ডের শিষ্য ছিলেন সে অনুমানে কোন সংশয় থাকে না।

তৃতীয় বাহু[৫১] রঘুনন্দন বৃন্দাবনকন্দর্প
রাধাকৃষ্ণ-উজ্জ্বললীলাতে যার দর্প।
অপ্রাকৃত-মদন কৃষ্ণের অংশ হয়
নয়নানন্দ মহানন্দ যাহার আশ্রয়।
রসন্তকোকিল উজ্জ্বল মহালীলা
ভক্তরূপে বিগ্রহ সংকীর্ত্তন আস্বাদিলা।
কখন সংকীর্ত্তনে মহাভাব হয়
তাড়বালা কখন খসিয়া পড়য়।

তৃতীয় বাহু কীর্তনগানের মুখ্য প্রচারক। চতুর্থ বাহু বক্রেশ্বর পণ্ডিত, সংকীর্তননৃত্যের মুখ্য প্রচারক।

চতুর্থ বাহু বক্রেশ্বর পণ্ডিত অবতার
অনিরুদ্ধ[৫২] ভাব প্রভু-দেহেতে সঞ্চার।
নৃত্য করিয়া তেই প্রভুকে দিল সুখ

চৈতন্যতত্ত্বসাব রচনার উপলক্ষ্য এইভাবে বলা আছে,

কবিভূষণ বৈষ্ণব ত্রিবিধি[৫৩] নিকটে
উপরোধ কবি মোখে কহিল বর্ণিতে।
শ্রীকৃষ্ণদাস সবকাব পবমার্থ[৫৪] আমাব
যত্ন কবি লিখাইল চৈতন্যতত্ত্বসাব।
আমাব দোষ নাহি কহিল বৈষ্ণবমহিমা
গোসাঞিকে স্তুতি কপে উপাধি গবিমা।

রামগোপালের নামে যে শাখাবর্ণন পুথি মিলিযাছিল[৫৫] তাহা চৈতন্যতত্ত্বসাবেবই খণ্ডিত অথবা অপবের রচনার সহিত মিশ্রিতরূপ একটি পুথি,—শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে বামগোপালেব বচনা সামান্যই আছে, বেশিব ভাগ বসিকদাসেব বচনা। রসিকদাস বামগোপালেব চৈতন্যতত্ত্বসাব হইতে উপাদান লইযাছিলেন।

'দ্বাদশ পাট নির্ণয়'[৫৬] নামে একটি অতিশয ক্ষুদ্র বচনাব বচযিতা বামগোপালদাস এই বামগোপালদাস হইতে বাধা নাই। বামগোপাল চৈতন্যতত্ত্বসাবে "দ্বাদশ গোপাল নির্ণয" কবিযাছেন, সুতবাং তাঁহাদেব পাট (অর্থাৎ প্রধান বাসস্থান) নির্ণযও তিনি কবিবেন না কেন।

রামগোপালেব পুত্র পীতাম্বব-দাস পিতাব আদেশে বসকল্পবল্লীব অষ্টম কোবকে বর্ণিত নায়িকাবিভাগ বিস্তাবিত কবিযা 'বসমঞ্জবী'[৫৭] বচনা কবেন। বইটি বসকল্পবল্লীব তুলনায অনেক ছোট। ইহাতে পীতাম্বব পিতাব অনেক পদ এবং প্রাচীনতব পদকর্তাব কিছু কিছু পদ উদ্ধৃত কবিয়াছেন। তাহাব মধ্যে যশোবাজ খানেব পদটিও আছে। পদাবলী সাহিত্যেব ইতিহাসে এই উদ্ধৃতিগুলিব জনাই পীতাম্বরেব বইটিব বিশেষ মূল্য।

পীতাম্বরেব অপব বচনা নিতান্ত ক্ষুদ্র 'অষ্টবস' বা 'অষ্টবস-ব্যাখ্যা'।[৫৮] পিতাব আদেশে বসমঞ্জবীব অষ্টম কোবক নায়িকাবিভাগেব সংক্ষেপ ব্যাখ্যা অথবা বামগোপালেব ক্ষুদ্র বচনা 'অষ্টবসনিরূপণ'এব বিস্তাব কপে বচিত হইযাছিল॥

## ৬ বৈষ্ণব-জীবনী

বৃন্দাবনেব গোস্বামীবা চৈতন্যকে বাধাকৃষ্ণেব পটাবরণে ঢাকিযা দিলেন। তাঁহাদেব শাস্ত্ররচনা অতঃপব কৃষ্ণেব প্রধান শাস্ত্র ভাগবতেব বিচাবে এবং বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন-শাস্ত্রেব ও বিদ্যাব সঙ্গে ভাগবতকে ও তাঁহাদেব ভজনবীতিকে মিলানোয ব্যাপৃত রহিল। সুতবাং নূতন কবিযা বৈষ্ণব-জীবনী বচনাব প্রযোজন অনুভূত হইল না। এদিকে বাঙ্গালা দেশে গুরুগোস্বামীবা চৈতন্যের প্রতিনিধিব মতো গণ্য হইতেছিলেন, তাই তাঁহাদেব জীবনীব আবশ্যকতা তাঁহাদেব ভক্ত-শিষ্যেবা বিশেষভাবে অনুভব কবিয়াছিলেন। নিত্যানন্দেব কনিষ্ঠ পত্নী জাহ্নবা, জাহ্নবাব শিষ্য ও সপত্নীপুত্র বীবচন্দ্র, গোপাল ভট্টেব শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্য, লোকনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য নরোত্তম দত্ত এবং কালনাব হৃদযচৈতন্যেব শিষ্য শ্যামানন্দ-দাস বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সমাজেব নেতৃস্থানীয বলিযা ষোডশ-সপ্তদশ শতাব্দীব সন্ধিসময়ে বহুমানিত ছিলেন। তাই এই সময়ে যে জীবনী লেখা হইযাছিল তা বিশেষ এই পাঁচজনকে লইয়াই।

প্রথমেই নাম কবিতে হয 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থেব।[৫৯] বচযিতাব আসল নাম ছিল বলবাম। তবে গুরুদত্ত নাম "নিত্যানন্দদাস"ই সর্বত্র ব্যবহৃত হইযাছে। নিবাস শ্রীখণ্ডে। নিত্যানন্দেব গুরু ছিলেন জাহ্নবা দেবী। তাঁহারই আদেশে বইটি লেখা হইযাছিল। প্রেমবিলাস বইটিতে

বীরচন্দ্র-চরিতের উল্লেখ আছে। কিন্তু এ নামে কোন পুথির সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

প্রেমবিলাসে তিন আদি প্রভুর—চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের—এবং তাঁহাদের তিন উত্তরকালিক প্রতিনিধির—শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের— সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। জাহ্নবা-বীরচন্দ্র ও তাঁহাদের ভক্তদের কথাও আছে।

প্রেমবিলাস বেশ বড় বই। পরিচ্ছেদের নাম "বিলাস"। পুথিতে এবং মুদ্রিত গ্রন্থে বিলাস-সংখ্যা মিলে না। আয়তন বস্তু এবং ভাষা এই তিন দিক দিয়া বিচার করিলে প্রেমবিলাসকে প্রক্ষেপবহুল গ্রন্থ বলিতেই হয়। শেষের দিকে প্রক্ষেপ বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু গোড়ার ও মাঝের দিকে আসল-নকল অংশ পৃথক করা সহজ নয়। প্রায় সমসাময়িক রচনা কর্ণানন্দে এবং বেশ পরবর্তী কালের রচনা ভক্তিরত্নাকরে নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাসের উল্লেখ আছে। নতুবা বইটিকে সম্পূর্ণ অর্বাচীন রচনা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইত।[৬০]

একটি বইয়ের পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, 'প্রেমামৃত' নামে।[৬১] বইটিতে শ্রীনিবাস আচার্যের কথা আছে। নিত্যানন্দের কনিষ্ঠ পত্নী জাহ্নবার আদেশে যেমন তাঁহার শিষ্য নিত্যানন্দদাস প্রেমবিলাস লিখিয়াছিলেন, শ্রীনিবাসের কনিষ্ঠ পত্নী গৌরাঙ্গপ্রিয়ার আদেশে তেমনি তাঁহার শিষ্য গুরুচরণ-দাস প্রেমামৃত লিখিয়াছিলেন। —এই কথা পুথিটিতে আছে।

জাহ্নবার আজ্ঞাবলে নিত্যানন্দদাস কৈলে
শেষলীলার বিস্তার বর্ণন
তাঁর সূত্র মত লঞা গুরু পদস্পর্শ পাঞা
গায় কিছু এ গুরুচরণ

চৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডে কৃষ্ণদাস "কবিরাজ" তিন পরিচ্ছেদে চৈতন্যের ভক্তদের ও নিত্যানন্দ অদ্বৈত ও গদাধর প্রমুখ মুখ্যভক্তদের শিষ্যদের নামের তালিকা দিয়াছিলেন "চৈতন্যভক্তিবৃক্ষের শাখাবর্ণন" নামে। সেই হইতে বৈষ্ণব-জীবনী গ্রন্থে শাখাবর্ণন অপরিহার্য অংশে পরিণত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নয়, শাখাবর্ণনই কোন কোন নিবন্ধের মুখ্য অথবা একমাত্র বস্তু হইয়াছিল। এই ক্ষুদ্রকায় "শাখাবর্ণন" বা 'শাখানির্ণয়" রচনাগুলি বৈষ্ণব-জীবনীর এক প্রশাখাবিশেষ। বাঙ্গালায় এই ধরনের রচনার প্রথম নিদর্শন যদুনন্দন দাসের 'কর্ণানন্দ'।[৬২] বইটি ক্ষুদ্রকায় কিন্তু আখ্যানভাববিহীন নয়। যদুনন্দন দাসের অনুবাদগ্রন্থের পরিচয় আগে দিয়াছি। বইটির পুরা নাম 'কর্ণানন্দরস'। এ নাম গ্রন্থকারে গুরু হেমলতা দেবীরই দেওয়া।

কর্ণানন্দে শ্রীনিবাস আচার্যের মাহাত্ম্যপ্রকাশ উপলক্ষ্য করিয়া বিশেষভাবে তাঁহার প্রধান শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজেরই মাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে। বইটি সাত "নির্যাস"-এ সমাপ্ত। শেষ দুইটি নির্যাস ছোট। সপ্তম নির্যাস পরে যোগ হওয়া সম্ভব। প্রথম নির্যাসে আছে শ্রীনিবাসের শিষ্য-নামমালা। দ্বিতীয় নির্যাসে রামচন্দ্র, আচার্য পত্নী ঈশ্বরী, আচার্য-কন্যা হেমলতা ও আচার্য-পুত্র গতিগোবিন্দ—এই চারজনের শিষ্য-নামমালা। তৃতীয় নির্যাসে রামচন্দ্রের মাহাত্ম্যকাহিনী, চতুর্থ নির্যাসে রাজা বীরহাম্বীরকে রামচন্দ্রের উপদেশ দান। পঞ্চমে স্বকীয়া-পরকীয়া তত্ত্ব লইয়া রাজার সংশয় ও জীব গোস্বামীর পত্রে সংশয়চ্ছেদ। ষষ্ঠ নির্যাসে

বামচন্দ্রকৃত সংস্কৃতে আচার্যবন্দনা উদ্ধৃত এবং "অষ্ট কবিবাজ" ও "ছয় চক্রবর্তী" উল্লিখিত আছে। সপ্তম নির্যাসে রঘুনাথদাস গোস্বামীর তিরোভাব ব্যাপারে গ্রন্থকর্তা যদুনন্দনের সংশয় এবং হেমলতা কর্তৃক সে সংশয়চ্ছেদ বর্ণিত।

চৈতন্যের বয়ঃকনিষ্ঠ প্রতিবেশী ও ভক্ত বংশীবদন চট্টের[৬৩] জীবনমাহাত্ম্য দুই তিনখানি নিবন্ধে গ্রথিত হইয়াছিল। বংশীবদনের জ্যেষ্ঠ পৌত্র রামচন্দ্রকে জাহ্নবা পুত্র-শিষ্য রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রামচন্দ্রের (রামচন্দ্র গোস্বামীর) ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য রাজবল্লভ স্বরচিত 'বংশীবিলাস' (নামান্তর 'মুরলীবিলাস') বইটিতে বংশীবদন ও রামচন্দ্রের কথা লিখিয়াছিলেন।[৬৪] অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত প্রেমদাসের 'বংশীশিক্ষা'য় রাজবল্লভের নিবন্ধের উল্লেখ আছে। কিন্তু নিবন্ধটি বই অথবা কড়চাশ্লোকসমষ্টি তাহা বোঝা যায় না।[৬৫]

মেদিনীপুর জেলায় খড়্গপুরের নিকটবর্তী ধারন্দা (বা ধারেন্দা) গ্রাম নিবাসী গোপীজনবল্লভ দাস শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের জীবনী রচনা করিয়াছিলেন। বইটির নাম 'রসিকমঙ্গল'।[৬৬] গ্রন্থশেষে রচনার আরম্ভ ও সমাপ্তি কাল দেওয়া আছে, যথাক্রমে ১৫৭৯ মাঘ[৬৭] ও ১৫৮২ আশ্বিন[৬৮] (১৬৫৮ ও ১৬৬০) গোপীজনবল্লভ রসিকানন্দের বিশেষ অনুগত ছিলেন। তিনি বালো শ্যামানন্দের কাছে দীক্ষা পাইয়াছিলেন। পিতা রসময় ও দুই খুল্লতাত বংশীদাস ও মথুরাদাস সকলেই শ্যামানন্দের শিষ্য ছিলেন। পিতার নাম ভনিতায় প্রতিবার উল্লিখিত আছে। গোপীজনবল্লভ জাতিতে গোপ।

বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা সীমান্তভূমিতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ও প্রসারের ইতিহাসের কিছু উপাদান রসিকমঙ্গল হইতে সংগ্রহ করা যায়। অতিশয়োক্তি অবশ্যই আছে তবে অতথ্য হইতে তথ্য নিষ্কাশন সহজে করা যায়। রসিকানন্দের ভক্তদের মধ্যে মুসলমানও ছিল তাহার মধ্যে একজন মেদিনীপুরের কাজি (?) আহম্মদ বেগ [illegible] বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার সুবেদার শাহ-শুজার অনুরোধে রসিকানন্দ তাঁহাকে দশ-বিশটা বুনো হাতি ধরিয়া দিয়াছিলেন।

রসিকমঙ্গলের রচনাভাব কিছু ইতিহাসবোধ ছিল। তাহার পরিচয় পাই গ্রন্থারম্ভের ও গ্রন্থশেষের আত্মকথা নির্দেশে এবং শ্যামানন্দের তিরোধানের[৭০] ও রসিকানন্দের আবির্ভাব-তিরোভাবের[৭১] কাল-উল্লেখে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মতো রসিকমঙ্গলও "পূর্ব", "দক্ষিণ", "পশ্চিম" ও "উত্তর" এই চারি ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বিভাগ কয়েকটি লহরীতে পরিচ্ছিন্ন। তবে ভক্তিরত্নাকরে প্রত্যেক বিভাগে লহরীসংখ্যা একই নয় কিন্তু রসিকমঙ্গলের সব বিভাগেই লহরীসংখ্যা সমান— ষোল। লহরীগুলি আগাগোড়া একছন্দে লেখা। বেশির ভাগ পয়ার ছন্দে, অল্প কয়েকটি লহরী দীর্ঘত্রিপদী ছন্দে। ছত্রসংখ্যা কিছু কম দশ হাজার।

রসিকমঙ্গল বর্ণনাময়, শুধুই ভক্তি-উচ্ছ্বাসময় নয়। গোপীজনবল্লভ শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমে যে সাতটি বন্দনা শ্লোক আছে তাহাতে তাঁহার শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সপ্তশ্লোকীর প্রথম দুইটিতে শ্যামানন্দের স্তুতি তৃতীয় শ্লোকে রসিকানন্দের স্তুতি, চতুর্থ শ্লোকে ছয় গোস্বামীর[৭২] বন্দনা পঞ্চম শ্লোকে আবার শ্যামানন্দের বন্দনা, ষষ্ঠ শ্লোকে ফের রসিকানন্দের বন্দনা, সপ্তম শ্লোকে দ্ব্যর্থে কৃষ্ণের ও রসিকানন্দের বন্দনা। ছয়

গোস্বামীর বন্দনা থাকায় এবং চৈতন্য-নিত্যানন্দের উল্লেখ না থাকায় স্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে, শ্যামানন্দ-রসিকানন্দের মুখ্য সংযোগ (affiliation) ছিল বৃন্দাবনের সঙ্গে, নবদ্বীপ-খড়দহ-শান্তিপুর-শ্রীখণ্ড ইত্যাদি গৌড়ীয় গুরুপীঠের সঙ্গে নয়। সপ্তশ্লোকীর পরে বাঙ্গালায় যে দীর্ঘ বন্দনা আছে তাহাতে চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত এবং তাঁহাদের মুখ্যভক্ত ও অনুচরদের নাম আছে। কিন্তু শ্যামানন্দের গুরুকুল (অম্বিকার গৌরীদাস পণ্ডিত ও তাঁহার শিষ্য হৃদয়ানন্দ) ছাড়া গ্রন্থমধ্যে আর কোথাও অ-স্থানীয় গৌড়ীয় ভক্তের উল্লেখ নাই। বিশেষ করিয়া শ্রীনিবাসের ও নরোত্তমের নামমাত্রও না থাকা বড় বিস্ময়কর। তবে কি শ্যামানন্দের তিরোধানের পর শ্যামানন্দী বৈষ্ণবদের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কোন বিরোধ হইয়াছিল? বিরোধ যদি হইয়া থাকে তবে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট কিছু নয়। মনে হইতেছে, ভঞ্জভূমে রাহাভূমে ও শিখরভূমে রাজসভায় ও ধনিকসভায় অধিকার লইয়া শ্যামানন্দী ও শ্রীনিবাস সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়তো ঈর্ষার বাধা জাগিয়াছিল। তবে স্বীকার করিতে হইবে যে এই মনান্তরকে শ্রীনিবাসীরা প্রশ্রয় দেন নাই। দিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন না কোন জীবনীগ্রন্থে তাহার উল্লেখ থাকিত।

শ্যামানন্দ বাঙ্গালা-উড়িষ্যা সীমান্ত বনভূমিতে পদাবলী কীর্তন প্রচলিত করিয়াছিলেন এই কাজে তাঁহার ও রসিকানন্দের প্রধান সহায়ক ছিলেন তুলসীদাস ও তাঁহার পুত্র গোপালদাস। তুলসী ও গোপাল কেন্দ্রীয় বাঙ্গালার লোক এবং দুইজনেই অম্বিকার হৃদয়ানন্দের শিষ্য সুতরাং শ্যামানন্দের গুরুভাই। তুলসী ও গোপালের কণ্ঠে গীত কয়েকটি প্রাচীন পদাবলীছত্র (অথবা ধ্রুবগীত) রসিকমঙ্গলে উদ্ধৃত আছে। যেমন

আমার মনের কথা শুন গো সজনী
শ্যাম-নাগর পড়ে মনে দিবসরজনী।
একে তো কালিয়া কানু তিনু সাঁই বাঁকা।

মনোহরদাসের 'অনুরাগবল্লী'[১৫] প্রেমবিলাস-কর্ণানন্দের মতো রচনা তবে আকারে প্রেমবিলাসের তুলনায় অনেক ছোট। রচনা সমাপ্ত হয় বৃন্দাবনে ১৬১৮ শকাব্দে চৈত্রমাসে (=১৬৯৭)। শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস চট্টরাজের পুত্র এবং আচার্যের আর এক শিষ্য রামচরণ চক্রবর্তীর শিষ্য রামশরণ চট্টরাজ মনোহরের গুরু ছিলেন। কাটোয়ার নিকটবর্তী বেগুনকোলা গ্রামে গুরুবাড়িতে মনোহর থাকিতেন। পরে গুরুর আদেশে ব্রজবাস করেন।

মনোহর বেশ শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে অনুরাগবল্লীতে সঙ্কলিত গুরুশোচক স্তবে। মনোহরদাস ভনিতায় কিছু পদ পাওয়া গিয়াছে।[১৫] সেগুলি সব না হোক কিছু ইঁহার রচনা হওয়া অসম্ভব নয়।

তিলকরাম-দাসের 'অভিরামলীলামৃত'[১৬] নিত্যানন্দের অন্যতম মুখ্য অনুচর অভিরামদাসের (রামদাসের) মাহাত্ম্যকাহিনী।[১৭] অভিরাম অত্যন্ত প্রভাবশালী বৈষ্ণব মহান্ত ছিলেন। আচারে-ব্যবহারে নিত্যানন্দের মতোই তিনি ছিলেন সখ্যভাবময় ও সমাজনিরপেক্ষ। দামোদর-লালিত দক্ষিণরাঢ়ে বৈষ্ণবভাব-প্রসারে শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দের প্রভাব তেমন পড়ে নাই। এখানে অভিরামদাসেরই সর্বাতিশায়ী প্রভাব পড়িয়াছিল। ইঁহার মাহাত্ম্য

সম্বন্ধে কথিত আছে যে ইনি প্রণাম করিলেই দেবপ্রতিমা ফাটিয়া যাইত কেবল বগড়ীর কৃষ্ণরায়ের প্রতিমা ফাটে নাই। সেইহেতু কৃষ্ণরায়ের মাহাত্ম্য একদা এই অঞ্চলে অন্য দেবমহিমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। অভিরাম অত্যন্ত বলশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত প্রামাণিক চৈতন্যজীবনীতে ও বৈষ্ণববন্দনায় এই কথা আছে,

ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহ তুলি কৈল বাঁশি।

অর্থাৎ যে কাঠের গুঁড়ি ষোল জন লোক বহিয়া লইয়া যাইতে পারে তাহা তিনি দুই হাতে তুলিয়া বাঁশির মতো করিয়া মুখের কাছে ধরিয়াছিলেন।

অভিরামলীলামৃতে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীনিবাস আচার্যের ও শ্যামানন্দের কিছু কথা আছে। ঝারিখণ্ডের অরণ্যে গ্রন্থচুরির প্রসঙ্গও বাদ যায় নাই।

বইটির কোন পুথির সন্ধান পাই নাই। সুতরাং মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে প্রক্ষেপের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার এবং প্রক্ষেপের পরিমাণ নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। রচনারীতিতে চৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাব আছে কিন্তু তাহাতে কিছু প্রমাণ হয় না।

তিলকরামের গুরু ছিলেন রামকানাই। ইনি অভিরামের শিষ্য কি প্রশিষ্য কি অনুশিষ্য তাহা বোঝা যায় না। গুরুর নির্দেশে নয়, অভিরামের স্বপ্নাদেশে, অভিরামলীলামৃত রচিত হইয়াছিল। তিলকরাম-দাস বিবাহ করেন নাই। গুরু তাঁহাকে মাতার অধিক স্নেহ করিতেন। বৃদ্ধা মাতাকে জ্ঞাতি-বন্ধুদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তিনি গুরুপদাশ্রয় করিয়াছিলেন।

মাতা জরাতুর মোর আছেন সংসারে
জ্ঞাতিবন্ধুগণে সঁপি আইনু তাঁহারে।
মাতার যতেক স্নেহ পুত্র প্রতি হয়
ততধিক স্নেহ মোরে গোসাঞি করয়

তিলকরাম-দাসের নামে একটি খুব ছোট নিবন্ধ, নাম 'বৈষ্ণবকথা', পাওয়া গিয়াছে।[৭৮] এটি অভিরামলীলামৃতের লেখকের রচনা হওয়া সম্ভব। পুথির লিপিকাল ১১৪২ সাল। ইহা মল্লাব্দ হইতে পারে।

রাইচরণ-দাসের 'অভিরামবন্দনা'[৭৯] ক্ষুদ্র নিবন্ধ। পুথির লিপিকাল ১০৯৫ সাল। ইহা মল্লাব্দ হওয়াই সম্ভব। অভিরামবন্দনায় জাহ্নবা দেবীর প্রসঙ্গ আছে (এবং "দ্বিজ" রামপ্রসাদ ভনিতায় একটি পদও উদ্ধৃত আছে)।

উদ্ধবদাসের 'ব্রজমঙ্গল'[৮০] সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকের রচনা বলিয়া মনে করি। আসলে এটি শাখাবর্ণন-জাতীয় বই। তবে সেই উপলক্ষ্যে কবি-সাধক লোচনানন্দের (অর্থাৎ লোচনদাসের) সঙ্গে নরহরি-দাস সরকারের ও নিত্যানন্দের মিলন এবং লোচনের কঙ্কননগরে স্থিতি ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। লোচনের সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে তাহা ধরিয়া আমরা অনুমান করিয়া আসিতেছি যে না জানিয়া পত্নীকে তিনি মাতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সহিত সংসারধর্ম পালন করেন নাই। ব্রজমঙ্গলের কাহিনীতে পাই গুরু নরহরির আদেশে লোচন কঙ্কননগরে[৮১] গিয়া জঙ্গল কাটাইয়া বসতি করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে বনের বাঘও বশ মানিয়াছিল। অনুগ্রহ করিয়া নিত্যানন্দ

একদিন কঙ্কননগরে লোচনের গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে নৃত্যগীত মহোৎসব হইয়াছিল। সেই সময়ে নিত্যানন্দ লোচনকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। সে আদেশ লোচন শিরোধার্য করিয়াছিলেন। লোচনের পত্নীর নাম কাঞ্চনা। তাঁহাদের সন্তান ও সাতপুরুষ পর্যন্ত বংশাবলী উদ্ধবদাস উল্লেখ করিয়াছেন।

লোচনানন্দ ও কাঞ্চনার পুত্র চৈতন্যদাস ("ঠাকুর চৈতন্য")। তাঁহার তিন পুত্র—প্রাণবল্লভ, বাধাবল্লভ ও রাজবল্লভ। বাধাবল্লভের পুত্র বৃন্দাবনদাস ("ঠাকুর বৃন্দাবন")। বৃন্দাবনের তিন পুত্র—রামানন্দ, নিত্যানন্দ ও নয়নানন্দ। নিত্যানন্দের পুত্র আছে উদ্ধবদাস জানিতেন কিন্তু তাঁহার নাম কবেন নাই, "আছে একজন" বলিয়া সারিয়াছেন। নয়নানন্দের দুই পুত্র—লচনানি (?) ("লচলানি ঠাকুর") ও ভাগবতদাস ("ভাগবত ঠাকুর")। নয়নানন্দই ব্রজমঙ্গল রচয়িতা উদ্ধবদাসের গুরু।

আমার ঠাকুর শ্রীনয়নানন্দ-দাস
তাঁর পরসাদে মোর মনের উল্লাস।
এই যে কহিল কথা করহ বিশ্বাস
ব্রজমঙ্গল কহে উদ্ধবদাস।[৮২]

লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের, চৈতন্যলীলা ও কৃষ্ণলীলা পদাবলীর এবং রাগানুগভক্তিগ্রন্থদের উল্লেখ ব্রজমঙ্গলে আছে।

চৈতন্যলীলা ঠাকুর করিল বর্ণন
যাহা শুনি সব লোক প্রেমে মত্ত হন।
রচিল চৈতন্যলীলা ভক্তিরসপূর
রাগানুগা-গ্রন্থ এই করিল ঠাকুর।
গৌরলীলা কৃষ্ণলীলা দুইতে মিলন
নাম আর নামী দুই করিল বর্ণন।
চৈতন্যমঙ্গলে ঠাকুর জীব উদ্ধারিল[৮৩]

## ৭ বৈষ্ণব-সাধনানিবন্ধ

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে (এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও) অজস্র বৈষ্ণব-সাধনানিবন্ধ প্রস্তুত হইয়াছিল। এগুলির পনেরো আনাই যৌনতান্ত্রিকতাঘটিত[৮৪] এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র রচনা, পুথির দুই চার হইতে দশ-পনেরো পাতার অনধিক। যে কয়টি বড় রচনা পাওয়া গিয়াছে সেগুলির মধ্যে যেটি দীর্ঘতম তাহার আকার সাধারণ-আকারের পুথির পঞ্চাশ-ষাট পাতার বেশি নয়। এই নিবন্ধগুলি সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। তবে কোন কোনটিতে প্রাচীনতর রচনার কিঞ্চিৎ বস্তু অথবা প্রতিবিম্বন লক্ষিত হয়। তাহারই জন্য সাহিত্যমূল্য না থাকিলেও যৎকিঞ্চিৎ ইতিহাসমূল্য আছে। তা ছাড়া ধর্মচিন্তার ও ধর্মসাধনার পরোক্ষ পরিচয় বহন করে এবং ব্যবহারের জন্য লেখা বলিয়া সাধনা-নিবন্ধগুলিকে আবর্জনা জ্ঞানে সাহিত্য-সংস্কৃতির ও ইতিহাসের বিচারভূমি হইতে সরাসরি বহিষ্কৃত করিতে পারি না।

প্রাপ্ত রচনাগুলির সংখ্যা অজস্র, অপ্রাপ্তের সংখ্যা হয়তো আরও বেশি। তবে পুথিগুলি সব বিচার করিলে দেখা যাইবে যে একই রচনা ভিন্ন নামে এবং ভিন্নের নামে ভিন্ন পুথি রূপে পাওয়া গিয়াছে। এবং যাহা বাকি থাকে তাহার বারো আনাতেই একই বিষয় অথবা একই

বস্তু একটু আধটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উপস্থাপিত।

বৈষ্ণব-সাধনানিবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের আগে সপ্তদশ শতাব্দী শুরু হইবার পূর্ব হইতেই বৈষ্ণবসাধনায় যে পথভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল সে বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। ধর্মপ্রচারক ও ধর্মসংস্থাপক বলিতে যাহা বোঝায় চৈতন্য ঠিক তাহা ছিলেন না। তিনি বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালা দেশের বাহিরে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে নিজের আচরণের দ্বারা লোকের মন ফিরাইয়া তাহাদের অন্তরে যে ধর্মস্রোত উৎসারিত করিয়াছিলেন তাহা "বিলিজন" নয়, শাস্ত্রবিধি তো নয়ই। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের যে নিত্যসম্বন্ধ চৈতন্য সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। জীব-ঈশ্বরের যে নিত্য অধ্যাত্মসম্বন্ধ তাহা দেশ কাল নিরপেক্ষ এবং সকল ধর্মমতবাদের ও শাস্ত্রবিধির বাহিরে, সুতরাং সব মতের লোকেই চৈতন্যের উপদেশে ও আচরণে অল্পবিস্তর আকৃষ্ট হইয়াছিল। যে সমাজে ও শাস্ত্রশাসনে চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন সে সমাজের ও শাস্ত্রের বিধি তাঁহার উদার সর্বমানবীয় অধ্যাত্মদৃষ্টিকে আবদ্ধ করে নাই। সমাজ ও শাস্ত্রশাসন উল্লঙ্ঘন না করিয়াও তাহার ঊর্ধ্বে না উঠিলে তিনি নবদ্বীপে ও পুরীতে, পূর্ব-ভারতের সবচেয়ে জনবহুল স্থান দুইটিতে, এবং অন্যত্র লোকালয়ে থাকিতে পারিতেন না, তাঁহাকে বনগমন করিতে হইত এবং ইতিহাসে তাঁহার আবির্ভাবের সার্থকতার কোন সাক্ষ্যই বিদ্যমান থাকিত না। চৈতন্য ব্যবহারিক জীবনে সমাজের অধিকার মানিতেন এবং মানাইতেন। জনসমাজে ভক্ত ও সহচরদের ব্যবহারে অসামাজিকতার লক্ষণ দেখিলে তিনি অনেক সময় প্রশংসাচ্ছলে অসন্তোষই প্রকাশ করিতেন।

লোকাপেক্ষা নাহি তোমার কৃষ্ণকৃপা হৈতে
আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে।

সন্ন্যাসী ব্যবহারিক সমাজের বাহিরে তাই তিনি হরিদাসের মৃতদেহ স্বহস্তে সমাহিত করিয়াছিলেন এবং অব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

চৈতন্য কোন ধর্মসাধনা করেন নাই এবং তিনি কোন সাধনার পথও নির্দেশ করেন নাই। তাঁহার অধ্যাত্মচিন্তা গুরু ঈশ্বরপুরীর এবং আরও বেশি করিয়া গুরুর গুরু মাধবেন্দ্রপুরীর পথ অনুসরণ করিয়াছিল। চৈতন্যের অধ্যাত্মভাবনা যে কেমন ছিল তাহা তাঁহারই কথিত শিক্ষাষ্টক হইতে জানা যায়।[৮২] চৈতন্যের কাছে ঈশ্বরের বিশিষ্টতম নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ণলীলাকে আশ্রয় করিয়া যুগে যুগে কবি ও অধ্যাত্মভাবকেরা কাব্যে গানে স্তবে আখ্যানে যে হৃদয়-অভিসারের আবোহণী গাঁথিয়া গিয়াছেন সেই সরণি বাহিয়া চৈতন্যের ধর্মচিন্তা ঊর্ধ্বগামী। ইমোশনঅনুরঞ্জিত এমন অধ্যাত্মভাবনাই চৈতন্যের তিরোধানের পর জমাট বাঁধিয়া 'রাগানুগা পদ্ধতি' বলিয়া কৃষ্ণলীলার বর্ণচিহ্নে চিহ্নিত হইয়াছিল এবং সেই পূর্বপ্রচলিত অসামাজিক গোপনপথেই অতিবিলম্বে তান্ত্রিক আচার প্রবেশ-বস্ত্র পাইয়াছিল।

এখানে তান্ত্রিক আচার বলিতে প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে উপাসক-নরনারীর গূঢ় মিথুনাচার বুঝিতে হইবে। এ উপাসনা এ দেশে কবে থেকে শুরু হইয়াছিল তা বলা যায় না। তবে তুর্কি-আক্রমণের আগেকার চার-পাঁচ শতাব্দীতে বৌদ্ধ মহাযানের রূপান্তরে এবং বিভিন্ন যোগপন্থে বিবিধ গুপ্ত তান্ত্রিক ও যোগঘটিত প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিথুনাচারেরও চলন হইয়াছিল। ইহারই দেবকরণ বা দেবত্বে উন্নয়ন মহাযান তন্ত্রের দেবতাশ্রেষ্ঠ

হেরুক-যোগিনীর[৮৬] যুগনদ্ধরূপে, এবং ইহারই অ-তান্ত্রিক পর্যাভাস (অথবা ভদ্রীকৃত সংস্করণ ?) ব্রাহ্মণ্যমতে শিবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে। কালট হিসাবেও যে যুগনদ্ধ-অর্ধনারীশ্বর সাধনা ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে অজ্ঞাত ছিল না তাহার প্রমাণ আছে। একধরনের অর্ধনারীশ্বর সাধক-সম্প্রদায় "নীলপট" নামে গুজরাট অঞ্চলে খ্যাত হইয়াছিল। ইহারা নগ্ন হইয়া জোড়ে জোড়ে একটি মাত্র নীল বস্ত্র জড়াইয়া বিচরণ করিত। জৈন-সাহিত্যে গল্প আছে, ভোজরাজার মেয়ে ইহাদের ধর্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া পিতার মত চাহিতে গিয়াছিল। মত দিবার আগে পিতা নীলপট-প্রধানকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমরা বেশ সুখে আছো তো ? তাহাতে নীলপট-প্রধান উত্তর করিয়াছিল, সুখে আর আছি কই ?

ন নদ্যো মদ্যবাহিন্যো ন চ মাংসময়া নগাঃ
ন চ নারীময়ং বিশ্বং কথং নীলপটঃ সুখী ॥

'নদীতে মদের ঢেউ খেলে না। পাহাড় পর্বত মাংসময় নয়। পৃথিবীও নারীতে আকীর্ণ নয় নীলপট কিসে সুখী ?

শুনিয়া রাজা বলিয়াছিলেন, তোমাদের সম্প্রদায়ে কত লোক ? নীলপট বলিয়াছিল, একান্ন জোড়া। রাজা সকলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সব নীলপট রাজসভায় জড়ো হইলে রাজা হুকুম দিলেন, পুরুষদের হত্যা কর, নারীদের দেশ হইতে দূর করিয়া দাও। তাহাই করা হইল

এই মহাযান হোক, যোগী-অবধূত হোক, নীলপট হোক, অথবা ব্রাহ্মণ্য মতাশ্রিত হোক—মিথুনাচার সমন্বিত অথবা বিহীন তান্ত্রিক গুহ্য সাধনা ও আচার অনুষ্ঠান চৈতন্যের সময় পর্যন্ত (এবং তাহার পরেও) পূর্ব-ভারতে অপ্রচলিত ছিল না। চৈতন্যের গৃহবাসকালে নবদ্বীপেও তা অজানা ছিল না। শ্রীবাসের অঙ্গনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চৈতন্য ও তাঁহার ভক্তেরা সারারাত্রি কীর্তন করিতেন। কোন কোন বহির্মুখ ব্যক্তি ইহাতে তান্ত্রিক গুহ্য অনুষ্ঠানের কল্পনা করিয়া নিন্দা করিত। তাহারা বলিত, শ্রীবাস অদ্বৈত চৈতন্য ইঁহারা

রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে
নানাবিধ ভক্ষ্য আইসে তা সবার সনে।
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ।
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ
এতেক দুয়ারে দিয়া করে নানা রঙ্গ।[৮৭]

চৈতন্যের চারিত্র্যবিকাশে যাঁহার প্রভাব সর্বাধিক ছিল, যাঁহার প্রতি চৈতন্যের সর্বাধিক শ্রদ্ধা প্রীতি ও ভালোবাসা ছিল, সেই অদ্বৈত আচার্য যোগ ও তান্ত্রিক ?) বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। চৈতন্যের তিরোভাবের কিছুকাল পূর্বে অদ্বৈত একটি হেঁয়ালি ছড়া গাঁথিয়া চৈতন্যকে বার্তা পাঠাইয়াছিলেন।[৮৮] তাহা শুনিয়া ভক্তেরা হাসিয়াছিলেন কিন্তু চৈতন্য বিচলিত হইয়া গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছিলেন। হেঁয়ালি ছড়াটির অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে চৈতন্য এইটুকুমাত্র বলিয়াছিলেন,—আচার্য মহাযোগী, তিনি তরজায় নিপুণ। তাঁহার তরজার অর্থ আমিও জানি না।

তবজাটিতে আচার্য নিজেকে ও চৈতন্যকে "বাউল" বলিযাছেন। এবং চৈতন্য তাঁহাকে "মহাযোগেশ্বব" বলিতেছেন। ইহা হইতে বুঝি যে তখন—অর্থাৎ ষোডশ শতাব্দীব প্রথমে—"বাউল' বলিতে যাহাদেব বাহ্য আচবণ উন্মাদবৎ ('বাতুল') এমন যোগী অবধূত বুঝাইত। (অদ্বৈত সিলেট হইতে আসিযাছিলেন। সে স্থান যোগী নাথপন্থীদেব এক প্রধান পীঠ ছিল।)

অদ্বৈতেব পবেই চৈতন্যেব শক্তিশালী সহচব ছিলেন নিত্যানন্দ। ইনি বাল্যে যোগী-অবধূতেব চেলা হইযা গৃহত্যাগ কবিযাছিলেন। (অথবা কোন তান্ত্রিক সাধু তাঁহাকে ভুলাইযা লইযা গিযাছিল।) নবদ্বীপে যখন চৈতন্যেব সঙ্গে মিলন হয তখন নিত্যানন্দেব অঙ্গে অবধূত-বেশ ছিল না, এক বকম নটবেশ ছিল। তাহাব অনেক আগেই তিনি ভাবগত ভক্তিধর্মেব অভিষেক স্নাত হইযাছিলেন। অদ্বৈত নিশ্চিত ভাবে এবং নিত্যানন্দ সম্ভবত মাধবেন্দ্রপুবীব কৃপা পাইযাছিলেন। সুতবাং তাঁহাদেব ভক্তিপথাশ্রয সুদৃঢ এবং নিষ্ঠিত হইযাছিল। অদ্বৈত ধনী গৃহস্থ এবং প্রভাবশালী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাঁহাব পাণ্ডিত্যেব পবিধি বিস্তীর্ণ ছিল। তাহাব মধ্যে যোগেব ও গুহ্য তন্ত্রেব তত্ত্বজ্ঞানও ছিল।[৮১] কিন্তু অদ্বৈতেব সদাচাবে কখনো অনাচাব অভিচাবেব দাগ পড়ে নাই। নিত্যানন্দ ছিলেন আত্মভোলা উদাসীন তাই সময়ে সময়ে তাঁহাব অবধূত জীবনেব স্মৃতি মাঝে মাঝে জাগিযা উঠিত। কিন্তু তিনি তান্ত্রিক মিথুনাচাবেব ধাব ধাবেন নাই।

সুতবাং যে দুই দিক হইতে চৈতন্যেব ধর্মে যোগ ও তন্ত্রেব প্রভাব পডিবাব সম্ভাবনা ভাবিতে পাবি সে দিক দিযা কিছু ঘটে নাই। অদ্বৈত নিত্যানন্দেব যোগ তান্ত্রিকতাব প্রভাব শুধু চৈতন্য-অবতাবেব প্রতিষ্ঠায এবং গৌবাঙ্গ পূজাব প্রবতনে ও সমর্থনেই পর্যবসিত ছিল।

আব অদ্বৈতেব পবেই (হযতো তাঁহাব অধিক) চৈতন্য শ্রদ্ধা কবিতেন ও ভালবাসিতেন হবিদাসকে। হবিদাসেব তবফ হইতে সুফী প্রভাব হযতো আসিযাছিল। সে প্রভাবেব সুস্পষ্ট প্রমাণ—ভগবৎ-নামেব সর্বোৎকষ স্বীকাব এবং ভগবদভক্তিতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

বস্তুত চৈতন্যমতে তান্ত্রিক তত্ত্ববাদ ও আচাবেব ছাপ পডিযাছিল পবে এবং অত্যন্ত অতর্কিতভাবে। চৈতন্যেব শেষজীবনেব বিবহোন্মাদ প্রচেষ্টা তাঁহাব কৃষ্ণবতাবত্বেব সহিত সামঞ্জস্য কবিতে গিযা দামোদব-স্বরূপ (—চৈতন্যেব সহিত পুবীতে মিলিত হইবাব আগে নিত্যানন্দেব মতো অবধূত ছিলেন, হযতো বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধনাব সঙ্গে পবিচিত ছিলেন—) চৈতন্যকে বাধাকৃষ্ণেব সমালিঙ্গিত প্রায যুগনদ্ধ রূপেব মতো প্রতিপন্ন কবিলেন।[৮২] অন্যপথে বামানন্দ বাযও এই সমাধানে পৌঁছিযাছিলেন।[৮৩] দামোদব স্বরূপ ছিলেন বৈবাগী, বামানন্দ বায গৃহস্থ। নাবীসঙ্গ সম্বন্ধে চৈতন্যেব বৈবাগী ভক্তেবা অত্যন্ত সতক ছিলেন। এবিষযে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য সন্দেহ জন্মিলে চৈতন্য কিছুতেই ক্ষমা কবিতেন না। কিন্তু বামানন্দ বায গৃহস্থ বলিযা কাযগতিকে তাহাব পবনাবীসঙ্গ (—জগন্নাথেব দেবদাসীদেব অভিনয শিক্ষা দান—) তিনি দোষ বলিযা ধবেন নাই ববং সেখানে বামানন্দ বাযেব সংযমেব দৃঢতা দেখিযা প্রশংসাই কবিযাছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমেব বাহ্যনিবপেক্ষ দুর্নিবাবতাব প্রতিমান হিসাবে চৈতন্য পবব্যসনিনী নাবীব উল্লেখ কবিতেন এবং কাব্যপ্রিয তিনি, ঈশ্ববপ্রেমেব আবেগেব বশে নবনাবীব প্রেমেব গভীবতাজ্ঞাপক শ্লোকও আওডাইতেন।

নারীর উক্তি এই আদিরসাত্মক প্রাচীন শ্লোকটি চৈতন্যের দ্বারা আস্বাদিত হইয়াছিল বলিয়া বৈষ্ণব রসিকসমাজে অত্যন্ত সমাদর পাইয়াছে,

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাস
তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসি তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥[১১]

'একদা যিনি আমার কৌমার্য হরণ করিয়াছিলেন এখন তিনিই আমার পতি। উন্মীলিত মালতীর গন্ধে সুরভিত কদম-ফোটানো হাওয়া এখনও তেমনি বহিতেছে। সেই আমিও রহিয়াছি। তবুও সেই প্রেমক্রীড়া-লীলাবিধানে রেবা নদীর বাঁধে বেতস তরুতলের উদ্দেশে চিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত।

চৈতন্যের তিরোধানের পরে ধীরে ধীরে বৈষ্ণব তত্ত্বচিন্তায় ও সাধনাপদ্ধতিতে দুইটি মত স্পষ্ট এবং কতকটা পরস্পরবিরোধী হইয়া জাগিল। গোড়াতে মত দুইটিতে স্বতোবিরোধ ছিল না এবং যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহাদের কাছে কখনো দুই মতের মধ্যে বিরোধ প্রতিভাত হয় নাই। রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিরূপ কিন্তু চৈতন্যের শক্তি তাঁহার সত্তার অন্তর্গত। যখন চৈতন্যকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক করিয়া চৈতন্যলীলাকে কৃষ্ণলীলার সঙ্গে মিলানোর চেষ্টা হইল তখন রাধা স্বভাবতই কৃষ্ণের পরকীয়া নায়িকা হইলেন। (তাহা না করিলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে রাধা-স্থানীয় করিতে হইত।) কৃষ্ণলীলা কাহিনীতে রাধা কৃষ্ণের যে প্রেমসম্পর্ক, সমাজ-সংস্কারের দৃষ্টিতে তা অবৈধ ও গর্হিত। সনাতন রূপের শাস্ত্রদৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণ প্রেম পুরাপুরি অধ্যাত্মভাবনার আশ্রয়। তাই সমাজ-সংসারে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের প্রতিফলনের সম্ভাবনা তাঁহাদের বিব্রত করে নাই। তাহার পর জীব গোস্বামীর আমলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম যখন হিন্দুসমাজে স্বীকৃত বিবিধ শাস্ত্রসম্মত ধর্মমতের মধ্যে নিজস্ব স্থান লইতে গেল তখন অধ্যাত্মভাবনা বলিয়া সামাজিক বৈষ্ণবকে বিশেষ করিয়া গৃহস্থ বৈষ্ণবকে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হইল। পরকীয়া ভাবনাকে তত্ত্ব হইতে সাধনার স্তরে নামাইতে গেলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। সেই বিপদ এড়াইবার জন্য জীব গোস্বামী রাধাকে কৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা অর্থাৎ বিবাহিত পত্নীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিলেন। (সমস্যাটি উঠিতে পারে বুঝিয়া রূপ গোস্বামী সমাধানের যে ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছিলেন জীব তাহারই অনুসরণ করিয়াছিলেন।) জীব গোস্বামীর অনুশাসন সরাসরি অস্বীকার না করিয়া অতঃপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা রাধাকে কৃষ্ণের পরকীয়া অথচ স্বকীয়া এই অনির্বচনীয় নায়িকা বলিয়া মানিয়া লইলেন। তবুও মতভেদ রহিয়া গেল। বৃন্দাবনীয় বৈষ্ণবের প্রধানত স্বকীয়বাদী হইলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা প্রধানত পরকীয়াবাদী রহিলেন। দুইদলের মধ্যে বাদবিতণ্ডা চলিত। যতদূর জানা যায় স্বকীয়া পরকীয়া তত্ত্বের মধ্যে কোনটি যে চরম তাহার নির্ণয়ের জন্য শেষ বিচারসভা হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। বিচারে বৃন্দাবনীয় স্বকীয়বাদী নেতা পরাভূত হইয়াছিলেন।[১২]

যাঁহারা যথার্থ চৈতন্য-ভাবক অর্থাৎ যাঁহারা চৈতন্যের ধর্ম প্রবিধির মণ্ডপে নয় জীবনের ভূমিতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হইয়া কথা কহিলেন কৃষ্ণদাস "কবিরাজ"। চৈতন্যের জীবন ও আচরণ বিশেষ করিয়া শেষ আঠারো বছরের প্রচেষ্টা, চৈতন্যচরিতামৃতে তত্ত্বাচ্ছাদিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে মূল কথাটি চাপা পড়ে নাই। কৃষ্ণদাস

নিত্যানন্দের অনুগত ছিলেন, এবং মনে হয় তিনি চৈতন্যকে পুরীতে দেখিয়াছিলেন। (আরও সন্দেহ করি যে তিনিই বৃন্দাবন ভ্রমণে চৈতন্যের দ্বিতীয় ভৃত্য ছিলেন।) সে যাই হোক চৈতন্যের অধ্যাত্মভাবনা বিষয়ে কৃষ্ণদাসের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাক বা নাই থাক, তিনি রূপের ও রঘুনাথদাসের কাছে যাহা শুনিয়াছিলেন এবং রঘুনাথের মাধ্যমে দামোদর-স্বরূপের লেখা যে কড়চাশ্লোকগুলি পাইয়াছিলেন তাহার অপেক্ষা খাঁটি উপাদান আর কেহ পায় নাই। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে রূপ ও রঘুনাথদাস গোস্বামীর সেবা করিয়াছিলেন। রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট ও জীব গোস্বামী—ইঁহাদেরও তিনি শিক্ষাগুরু বলিয়া মান্য করিতেন বৃন্দাবনের অপর প্রভাবশালী বৈষ্ণব—যাঁহাদের মধ্যে চৈতন্যের অনুগৃহীত ব্যক্তিও ছিলেন— সকলের সঙ্গেই কৃষ্ণদাসের প্রীতি-সম্পর্ক ছিল। সুতরাং কৃষ্ণদাসকে বৃন্দাবনীয় বৈষ্ণবের প্রতিনিধি বলিতে পারি। এদিকে বৃন্দাবনে আসিবার পূর্বে তিনি নিত্যানন্দের অনুগ্রহপ্রাপ্ত গৃহস্থ ছিলেন, নিত্যানন্দ অনুচরদের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতা ছিল। অতএব কৃষ্ণদাস যে গৌড়দেশীয় বৈষ্ণবের প্রতিনিধি নয় তাহাও বলিতে পারি না। উপলব্ধ চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস যে দৃককোণ লইয়াছিলেন তাহা বৃন্দাবনীয়ও নহে গৌড়দেশীয়ও নহে তাহা চৈতন্যভাবক গভীর অধ্যাত্মচিন্তকের মধ্যস্থ দৃককোণ। চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস দামোদর স্বরূপের ও রামানন্দ রায়ের তত্ত্ব ও সাধনা মিলাইয়া পরম অধ্যাত্মরসতত্ত্ব নির্ধারণ করিয়াছিলেন। অবশ্য আগেই রূপ গোস্বামী সংস্কৃত অলঙ্কারের পরিভাষা লইয়া অপরিচিত বস্তুর পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অলঙ্কারের নায়ক-নায়িকা ও রসপ্রকরণ ধরিয়া অনির্বচনীয় অধ্যাত্ম-অনুভবে সরাসরি পৌঁছানো যায় না। তাই যেখানে অলঙ্কার খই পায় নাই সেখানে কৃষ্ণদাস কিঞ্চিৎ গুহ্য যোগ-তান্ত্রিক পরিভাষার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু সে পরিভাষা এত সরল ও এত স্বল্প যে নজরে পড়ে না

বৌদ্ধ মহাযান তান্ত্রিকেরা এবং তাঁহাদের সমসাময়িক যোগী-অবধূত সাধকেরা সহজ শব্দটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মিথুনাচারী ছিলেন না তাঁহারা "সহজ" বলিতে নির্বাণের মতো প্রশান্ত নির্বিকল্প অবস্থা—যেখানে কালজ্ঞান লুপ্ত, প্রাণবায়ু অচঞ্চল জীবন-মৃত্যু অভেদ ব্যক্তিজীবন ও বিশ্বজীবন অনবচ্ছিন্ন—বুঝিয়াছেন। তখন 'সহজ" যেন বেদান্তের ব্রহ্মের প্রতিশব্দ।[৯৪] যাহারা মিথুনাচারী গুহ্য তান্ত্রিক সাধক তাঁহারা "সহজ" কথাটি বৌদ্ধ নির্বাণ ও ব্রাহ্মণ্য ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে উপমিত নরনারীর দ্বীন্দ্রিয়সমাপত্তিযোগের অবিচ্ছিন্ন সুখাবস্থার পারিভাষিকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৯৫] দুই অর্থেই "সহজ" শব্দটির এক প্রতিশব্দ ছিল "সমরস"

চৈতন্যের সময়ে গুহ্যসাধকদের মধ্যে "সহজ" শব্দের পারিভাষিক অর্থ পরিচিত ছিল। এবং কৃষ্ণদাসও পারিভাষিক অর্থে শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা মিথুনাচার ঘটিত (অর্থাৎ সংযত-শুক্র বা স্থির-শুক্র) অর্থে নয়।

নাহি কাঁহা সো বিরোধ নাহি কাঁহা অনুরোধ
সহজ বস্তু কবি বিবেচন
যদি হয় বাগ্দ্বেষ তাহাঁ হয় আবেশ
সহজ বস্তু না যায় লিখন।[৯৬]

এখানে "সহজবস্তু" মানে নির্বিকল্পতত্ত্ব।

মনে হয় "সমরস"ও কৃষ্ণদাস পারিভাষিক অর্থে প্রয়োগ কবিয়াছেন।

দোহাঁব যে সমবস ভবতমুনি মানে।

এখানে "সমবস" মানে নির্দ্বৈতভাব।

কৃষ্ণদাস যে রাগানুগ সাধনের কথা বলিয়াছেন তাহাতে মিথুনাচাবের ইঙ্গিত ঘুণাক্ষবেও নাই, সে হইল সখীরূপে "ব্রজে বাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে" করণ। এই সাধনা বঘুনাথদাস করিয়াছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃত পাঠে প্রণোদিত হইয়া বাগানুগ সাধনাব মার্গ যাঁহাবা আশ্রয কবিলেন তাঁহাদের কেহ কেহ অন্য পথে পবিচালিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস বারে বারে "বসিকভক্ত" কথাটিব উপব জোর দিয়াছেন এবং বামানন্দ বায়কে "সাড়ে তিনজন" শ্রেষ্ঠ বসিক ভক্তেব একজন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। রামানন্দ দেবদাসীদেব আপনাব সঙ্গীতনাটকেব প্রয়োগরীতি শিখাইতেন। তাহা হইতে কাহারো কাহারো এমন ধাবণা জন্মিয়াছিল যে রামানন্দের রসিকভক্তত্বের এক প্রধান চিহ্ন বুঝি দেবদাসীদেব সঙ্গে অন্তবঙ্গতা। চৈতন্য রামানন্দের নাটকগীতি শুনিতে ভালবাসিতেন, জযদেবেব বিদ্যাপতিব ও চণ্ডীদাসেব গান এবং কৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোক শুনিতেও ভালবাসিতেন। জযদেবেব সঙ্গে পদ্মাবতীব যে সম্পর্ক তাহাতে রোমান্টিকতাব বঙ পূর্ব হইতেই চডানো ছিল, এখন জযদেব-পদ্মাবতী রামানন্দ-দেবদাসীব সঙ্গে সমীকৃত হইল। চণ্ডীদাসেব সঙ্গে বজকিনীব সম্পর্ক এবং বিদ্যাপতির সঙ্গে রাজমহিষীব প্রেম কাহিনীগুলি চৈতন্যের সময়ে চলিত ছিল কিনা জানি না।[৯৭] থাক বা না থাক অতঃপর ইঁহাবা রসিকভক্তেব (অথবা গূঢ় ভক্তিবসিকেব) মর্যাদা পাইলেন। দেখাদেখি কৃষ্ণকর্ণামৃতেব রচযিতা বলিয়া কল্পিত বিল্বমঙ্গলও বসিক শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। তাঁহাব কল্পিত সাধনসঙ্গিনী চিন্তামণিকে আবিষ্কাব কবা গেল কৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রথম শ্লোক হইতে।

চিন্তামণির্জযতি সোমগিবি র্গুরু র্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখবেষু
লীলাস্বযংববসং লভতে জযশ্রীঃ ॥

'আমার চিন্তামণি[৯৮] গুরু সোমগিবির জয় হোক। শিখিপুচ্ছ যাঁহার চূডায় সেই ভগবান্, (আমাব) শিক্ষাগুরু, যাঁহাব পদদ্বয়রূপ কল্পতরুব পল্লবাগ্রে জয়শ্রী স্বযংবব[৯৯] লীলাবস লাভ কবে (তাঁহাব জয় হোক) ॥'

তাহার পর যেমন কৃষ্ণমূর্তির বামপাশে একে একে রাধামূর্তি বসাইয়া যুগলমূর্তি বাধাকৃষ্ণ পূজিত হইতে লাগিল তেমনি একে একে বড় বড় বৈষ্ণব ভাবক-মহান্তের নামের সঙ্গে এক একটি সাধনসঙ্গিনীর নাম গাঁথিয়া দিয়া তান্ত্রিক বৈষ্ণব-উপাসনার রসিকভক্তমালা প্রস্তুত হইয়া গেল।

একটি পুরানো (অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার নয়) পুথিতে[১০০] নরোত্তমের ভনিতায় একটি পদে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের (!) পরকীয়া নায়িকা লইয়া সাধনার উল্লেখ আছে। পদটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীরূপ সহিত পরম পিরীত মিরাবাই যারে বলি

লক্ষহীরা সনে গোসাঞি সনাতনে পরম বিবিধ কেলি।
ভট্ট রঘুনাথ কারনার সাথ পিবীতি পবম দেবা
সেই পুণ্যফলে শ্রীব্রজমণ্ডলে মদনমোহন-সেবা।
শ্রীজীবের প্রেমখানি শ্যামলা নাপিতানী পিবীতি তাহার পন্থ
সুকৃত গোপত না হয় বেকত কবিল ভকতি-গ্রন্থ।
চিরাবাই সনে পরম গোপনে লোকনাথ প্রেমবাশি
দাস রঘুনাথ তিরাবাই সাথ পিরীতে বহিল পশি।
গোপাল ভট্ট গণে গৌরাঙ্গপ্রিয়া সনে আসক কবিল সাব
কবি কৃষ্ণদাস পিঙ্গলাব সাথ পবিল পিবীতি হাব।
এই সব তত্ত্ব পিবীতি মহত্ত্ব পিবীতি পুরল আশ
রামচন্দ্র সঙ্গ করিযা আশ্রয ধর্ম হৃদে পবি নবোত্তমদাস ॥

নারী-নামগুলি যে মিথ্যা এবং তৈয়ারি—মিরা ও গৌরাঙ্গপ্রিযা ছাড়া—তা বোঝা শক্ত নয়। লক্ষহীরা ও পিঙ্গলা যথাক্রমে বাঙ্গালা দেশেব ও ভারতবর্ষেব পুবানো গল্পে বেশ্যাব প্রায সাধারণ নামের মতো। চিরা, তিরা—মিরাব সাদৃশ্যে গডা। ষোডশ শতাব্দীতে বৃন্দাবনে জীব গোস্বামী কোন শ্যামলা নাপিতানীকে সাধনসঙ্গিনী কবিতে পারেন,—এ কল্পনা পাগলের পক্ষেই সম্ভব। ছয় গোস্বামীর মধ্যে গোপাল ভট্ট বোধ কবি সবাপেক্ষা নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং তিনিই গৌডীয় বৈষ্ণব স্মৃতিশাস্ত্র হবিভক্তিবিলাসের গ্রন্থকাব-নামধাবী। গৌরাঙ্গপ্রিয়া তাঁহাব শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্যের স্ত্রী। পদটি যে পুরানো হইতে পাবে না তাহার পক্ষে অতিরিক্ত যুক্তি আববী শব্দ "আসক"।

পদটি যে পাতায লেখা আছে তাহাব উল্টাদিকে ছয গোস্বামী ও লোকনাথ এবং তাঁহাদের "প্রকৃতিব" নামেব তালিকা দিযা "পঞ্চ বসিক" এব এই যুগল নামগুলি আছে,

| | |
|---|---|
| কৃষ্ণদাস কবি | পিঙ্গলা নাপিতানী |
| বিল্বমঙ্গল | চিন্তামণি |
| চণ্ডীদাস | তাবা বজকিনী |
| বিদ্যাপতি | লছমী বাণী |
| জযদেব | পদ্মাবতী |

এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে যাঁহারা সংসাবের ও সমাজের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া অথবা সংসারসমাজ ত্যাগ করিয়া বাগানুগ মার্গে অধ্যাত্মসাধনা কবিতেন সেই বৈষ্ণবেরা সকলেই চৈতন্যচরিতামৃতকে মূল এবং একমাত্র শাস্ত্রগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এমন কি যে সব পুরাতনপন্থী যোগী ও তান্ত্রিক গুহ্যসাধক বৈষ্ণব-প্রেমভক্তিবাদ গ্রহণ না করিয়া বৈষ্ণবতাব বহিরাবরণ—কৃষ্ণ-রাধা, গোকুল-বৃন্দাবন, চৈতন্য-নিতাই ইত্যাদি বুলি—আশ্রয় করিয়াছিলেন তাঁহারাও চৈতন্যচরিতামৃতের দোহাই দিয়াছেন। ইঁহারা এবং যে সব বৈষ্ণব সাধক মিথুনাচার-গুহ্যতান্ত্রিক আচার—সাধনাসম্পুটে হোক আর কৃষ্ণের ব্রজলীলার অনুশীলনরূপে হোক—গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই উভয় সম্প্রদায়ই এখন আমরা শুধু "সহজিয়া" অথবা "সহজিয়া বৈষ্ণব" নাম দিয়া একাকাব করিয়া লইয়াছি। "সহজিয়া" নামটি অত্যন্ত আধুনিক। যতদূর মনে হয় নামটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দেওয়া। হয়তো তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত উল্লিখিত "সহজী" (অর্থাৎ সহজপন্থী) শব্দের আধাবে শব্দটি গড়িয়া

থাকিবেন। যাই হোক, বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব কোন বাঙ্গালী সাধক-সম্প্রদায়ই নিজেদের প্রথাগত রচনায় "সহজী" অথবা "সহজিয়া" (কিংবা "সহজে", "সহুজে") বলিয়া আত্মপরিচয় দেন নাই। তবে তাঁহাদের কেহ কেহ কৃষ্ণদাস "কবিরাজে"র উল্লিখিত "সহজবস্তু"র অনুসরণে "সহজ" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন নিজেদের সাধনার বিশিষ্ট ছাঁদকে "সহজসেবা" বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া।[১০১]

তথাকথিত "সহজিয়া" নিবন্ধগুলি প্রায়ই অতি ক্ষুদ্র রচনা এবং সেগুলি সবই সহজসাধনার অথবা সহজসেবার পথিকদের জন্য লেখা "কড়চা" অর্থাৎ নোট বা চিঠা। ইহার মধ্যে গোপন প্রক্রিয়ার কথা অল্পই আছে, এবং যেটুকু আছে সেটুকুর কতটা কথার কথা আর কতটা কাজের কথা তা ধরা কঠিন। এমন রচনায় অধিকাংশই কামসূত্রের সংক্ষিপ্তসারের মতো। অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ধনী সম্প্রদায়ে উপপত্নী-পালন সংসারে মৌন স্বীকৃতি এবং সমাজে গৌণ সমাদর লাভ করিতে থাকে। বৈষ্ণব গৃহকর্তার পক্ষে "প্রকৃতি" (অর্থাৎ সহজসাধন সঙ্গিনী) গ্রহণ প্রশস্ততর ছিল। নিবন্ধগুলির অত্যধিক প্রাচুর্য ইহার গৌণ হেতু হইতে পারে। আর সেগুলি প্রায় সবই ঊনবিংশ শতাব্দীতে লেখা। এইসব নিবন্ধ অবলম্বন করিয়া "সহজিয়া" সাধনার কোন খবর খাঁটি পাওয়া যায় না।

নানা আকারের ও নানা প্রকারের বহু সাধনানিবন্ধ কৃষ্ণদাস "কবিরাজের" রচনা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা দেখি। ভনিতায় "কৃষ্ণদাস" আছে, "কৃষ্ণদাস কবিরাজ"ও আছে। যেমন 'অদ্বৈতসূত্রকড়চা' (নামান্তরে 'অদ্বৈতকড়চাসূত্র', 'চৈতন্যকড়চা')[১০২], 'আত্মজিজ্ঞাসা' (নামান্তরে 'আত্মজিজ্ঞাসাতত্ত্ব' অথবা 'আত্মজিজ্ঞাসাসারাৎসার')[১০৩], 'আত্মনিরূপণ'[১০৪], 'আত্মসাধন'[১০৫], 'আদ্যচিন্তামণি'[১০৬], 'আশ্রয়নির্ণয়'[১০৭], 'কিশোরীমঙ্গল'[১০৮], 'গুরুতত্ত্ব'[১০৯], 'চৈতন্যতত্ত্বসার'[১১০], 'জরামঞ্জরী'[১১১], 'জ্ঞানরত্নমালা'[১১২], 'নিগূঢ়তত্ত্বসার'[১১৩], 'নৃলোকসারচিন্তামণি'[১১৪], 'বাল্যবিলাস'[১১৫], 'বৃন্দাবনধ্যান'[১১৬], 'ভজনক্রম'[১১৭] 'মনোবৃত্তিপটল'[১১৮], 'রঘুনাথদাস গোস্বামীর শোচক'[১১৯], 'রাগময়ীকণা'[১২০], রাগরত্নাবলী'[১২১], 'শিক্ষাদীপিকা' (নামান্তর 'শিক্ষাতত্ত্বদীপিকা')[১২২], 'শুদ্ধরতিকারিকা'[১২৩], 'সখীমঞ্জরীর কুঞ্জবাস'[১২৪], 'সারসংগ্রহ' (নামান্তর 'পাষণ্ডদল')[১২৫], 'সিদ্ধিনাম',[১২৬] 'স্বরূপবর্ণন'[১২৭], 'রসময়-চন্দ্রিকা'[১২৮], 'রসকদম্বকলিকা'[১২৯], 'দণ্ডাত্মিকা'[১৩০], ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লিখিত নিবন্ধগুলির মধ্যে 'স্বরূপবর্ণন' বইটির একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। রচয়িতাই যে চৈতন্যচরিতামৃত লিখিয়াছিলেন তাহা নানা ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে চৈতন্যচরিতামৃত ও গোবিন্দলীলামৃত রচনার কালক্রম ঠিক রাখিতে পারেন নাই। নিম্নে উদ্ধৃত অংশের[১৩১] যৎকিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক মূল্য থাকিতে পারে।

পতিত অধম আমি নীচ নীচাচারে
প্রভু নিত্যানন্দ অতি কৃপা কৈল মোরে।
মস্তকে চরণ দিয়া কহিল আমারে
অবিলম্বে বৃন্দাবন কৃপা করু তোরে।
শ্রীল রঘুনাথভট্ট পতিতপাবন

ভবসা হইল চিত্তে লইনু শবণ
আমাব প্রভুব প্রভু গৌবাঙ্গসুন্দব
এই শুনি ভবসা মনে বাড়ে নিবন্তব
তাব গুণে লিখি তাব লীলাবসগান
কি লিখিযে ভালমন্দ না জানি সন্ধান
শ্রীগৌবাঙ্গলীলামৃত কবিল বিস্তাব
লীলাক্রম না জানিযে কিবা সাবাৎসাব
তথাপিহ লালসা বাড়যে অনুক্ষণ
তবে বাধাকৃষ্ণলীলা কবিএ লিখন
একদিন আজ্ঞা কৈল ছয মহাশয
বর্ণহ গোবিন্দলীলামৃত বসময।

নিম্নেব অংশে প্রভু বলিতে কে তাহা বোঝা গেল না। চৈতন্য ? নিত্যানন্দ ? বঘুনাথ-দাস ? না লেখকেব অনুল্লিখিত দীক্ষাগুরু ?

একদিন সভে বসি বহিযে নির্জনে
প্রভুব বিচ্ছেদলীলা শুনিযা শ্রবণে
আচম্বিতে আইনু সভে প্রভুব অগ্রেত
কোথাকাবে গেলা আব না পা(ই)নু দেখিতে
তথাপিহ প্রাণ মোব শবীবে বহিল
শেষেব বিচ্ছেদলীলা বর্ণন কবিল।

বাগানুগ মার্গে যাঁহাবা মানস-সাধনানিষ্ঠ ছিলেন তাঁহাদেব মধ্যে বঘুনাথদাসেব ও কৃষ্ণদাস কবিবাজেব পবেই নবোত্তম (দত্ত) দাসেব স্থান। নবোত্তম ধনী বিষযীব সন্তান কিন্তু আবাল্য বিষয-উদাসীন। তিনি গৃহবাসী ছিলেন কিন্তু বিবাহ কবেন নাই। সাহিত্য ও সঙ্গীতেব পথে তাঁহাব ইমোশন অধ্যাত্মভূমিতে আবোহণ কবিযাছিল। নবোত্তমেব সাধনায তান্ত্রিক মিথুনাচাবেব সম্পর্ক ছিল একথা প্রমাণসিদ্ধ নয। তবুও সহজসেবাব সাধকেবা তাঁহাকে গুরু বলিযা স্বীকাব কবিযাছিল কেননা সখী অনুগা ও সাধনায তিনি তো বঘুনাথ কৃষ্ণদাসেবই পন্থী। কথিত আছে, নবোত্তমেব মৃত্যু হইযাছিল গঙ্গাস্নানেব সমযে এবং তাঁহাব দেহ পাওযা যায নাই।[১৩৪] সম্ভবত এই জন্যই 'সহজিযা' বা তাঁহাকে "চিবাযু বর্তমান সিদ্ধপুরুষ বলিযা স্বীকাব কবিযাছিলেন।[১৩৫]

নবোত্তমেব নামে অনেক ছোট ছোট সাধনানিবন্ধ পাওযা গিযাছে তাহাব মধ্যে একটি ('দেহকড়চ') এইজাতীয বচনাব মধ্যে সবচেযে পবানো পুথিতে মিলিযাছে[১৩৬] এগুলিব পনেবো আনাই তাঁহাব বচনা নয বাকি এক আনাব সম্বন্ধেও ঘোব সন্দেহ আছে

নবোত্তমেব নামে এই নিবন্ধগুলিও পাওযা গিযাছে।—'কাঁকড়াবিছা গ্রন্থ'[১৩৭] 'প্রেমবিলাস'[১৩৮] 'বৈষ্ণবামৃত'[১৩৯], 'প্রেমবসামৃত'[১৪০] 'অভিবামপটল'[১৪১] মঙ্গলাবতি[১৪২] 'কিশোবীভজনেব পদ'[১৪৩] 'সিদ্ধিপটল'[১৪৪], ও 'পটল লহবী'।[১৪৫] প্রথম নিবন্ধেব ভনিতায "বিনযমঞ্জবী"র উল্লেখ আছে। দ্বিতীয নিবন্ধে রূপ গোস্বামীব এবং তৃতীয নিবন্ধে শ্রীনিবাস আচার্যের দোহাই আছে।

কৃষ্ণদাস "কবিরাজের (একমাত্র) শিষ্য বলিয়া "সহজিয়া" নিবন্ধমালায় প্রসিদ্ধ এবং এই সাধনের প্রত্যক্ষ শাস্ত্রকর্তা বলিয়া বহুমানিত মুকুন্দদেবের বা মুকুন্দদাসেব নামে অনেকগুলি বহুপ্রচলিত এবং নোংরা ধবনেব রচনা পাওয়া গিযাছে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ও সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ উল্লেখ নাই।[১৪৬] প্রেমদাস 'ভৃঙ্গরত্নাবলী'তে[১৪৭] মুকুন্দদেবের কিছু পরিচয দিযাছেন এবং তাঁহার রচনাবলীব (—সংস্কৃতে লেখা বলিযা মনে হয—) তালিকা দিযাছেন। মুকুন্দদেব বাজপুত এবং ধনীব সন্তান ছিলেন। সব ছাড়িযা তিনি কৃষ্ণদাস "কবিবাজে"র পদাশ্রয় কবিয়াছিলেন।[১৪৮] মুকুন্দদেবেব পবিচয প্রসঙ্গে 'গৌতমীতন্ত্র' হইতে এই অবিশুদ্ধ শ্লোক দেখা যায়।

বসবাজঃ কবিবাজঃ কৃষ্ণদাসঃ সুদুর্লভম্।
শ্রীমুকুন্দদেবঃ সিদ্ধানাং গ্রন্থকাবঃ স বর্ততে ॥

প্রেমদাস এই বচনাগুলির নাম করিযাছেন।—'অমৃতবত্নাবলী', 'অমৃতবসাবলী', 'রাগবত্নাবলী', 'প্রেমবত্নাবলী', 'ভৃঙ্গরত্নাবলী', 'লবঙ্গচবিত্র', ও 'মুক্তাবলী'। ইহাব মধ্যে প্রেমদাসের মতে ভৃঙ্গরত্নাবলীই শ্রেষ্ঠ।

ভৃঙ্গবত্নাবলী গ্রন্থ অমৃত মথিযা তন্ত্র
যন্ত্রী মোব কবিবাজ গোসাঞি
তাঁব আজ্ঞা শিবে ধরি গ্রন্থ বাখি যত্ন কবি
হেন গ্রন্থ আব পাব নাঞি।

মুকুন্দদেবেব ভৃঙ্গবত্নাবলীই প্রেমদাস বাঙ্গালায অনুবাদ কবিযাছিলেন ("পয়াবে ভাঙ্গিলা")।[১৪৯]

অমৃতবসাবলীব অনুবাদ (?) কবিযাছিলেন মথুবাদাস।[১৫০] বলবামদাসেব 'সাবাবলী'[১৫১] হইতে জানিতে পাবি যে মথুবাদাস কোন ভনিতা দেন নাই।

বসাবলী গ্রন্থ মথুবাদাসস্বামী কৃত
গ্রন্থ মধ্যে ভনিতা না দিলেন নিশ্চিত।
অমৃতবসাবলী গ্রন্থে কবিলা প্রকাশ
শ্রীমুকুন্দস্বামীব শিষ্য নাম মথুবাদাস।

"স্বামী"ব দ্বাবা কি ইহাই বুঝানো হইতেছে যে মথুবাদাস ও তাঁহাব গুরু "সাঁই" সম্প্রদাযভুক্ত ছিলেন? অন্তত বলবামদাসের মতে?

মুকুন্দদেব যে সংস্কৃতে নিবন্ধ লিখিযা পবে তাহা শিষ্যদেব দ্বাবা বাঙ্গালায রূপান্তবিত কবাইয়াছিলেন সে ইঙ্গিত "বায় বামানন্দ" নামধাবীব 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'[১৫২]-এ উল্লিখিত আছে। "বায বামানন্দ" বলিতেছেন যে দামোদব-স্বরূপ বঘুনাথদাসকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, বঘুনাথ কৃষ্ণদাস "কবিবাজ"কে শিক্ষা দিযাছিলেন, কৃষ্ণদাস মুকুন্দদেবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহাব পব গুরুব আদেশ পাইয়া মুকুন্দদেব সহজতত্ত্ব সংস্কৃতে রচনা করিয়াছিলেন।

সহজবস্তু লিখিলেন সংস্কাব কবিযা।

তাহার পর সেই পুথি মুকুন্দদেব কৃপা কবিয়া তাঁহার শিষ্য (?) "রায় বামানন্দ"কে পড়িতে দিযাছিলেন কিন্তু সংস্কৃত বুঝিতে না পারিয়া তিনি পুথি গুরুকে ফেবৎ দেন।[১৫৩] তখন মুকুন্দদেব সংস্কৃত ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালায় অর্থ বলিয়া দেন এবং "রায় রামানন্দ" তাহা লিখিয়া

ফেলেন।

শ্রীকৃষ্ণবিলাসের রচয়িতা যে রাজা প্রতাপরুদ্রের কর্মচারী ও চৈতন্যের ভক্ত রামানন্দ রায় নহেন তাহা বন্দনায় রামানন্দ রায়ের উল্লেখ হইতেই ধরা পড়ে।[১৫৪] "রামানন্দ রায়"-এর নামে আর একটি পুথি 'মর্মনিরূপণ' পাওয়া গিয়াছে।[১৫৫]

মুকুন্দদেবের নামে একটি সংস্কৃত তান্ত্রিক বৈষ্ণবতত্ত্বের পুথি[১৫৬] আমি দেখিয়াছি। ইহার যে বস্তু তা 'চম্পককলিকা' ইত্যাদি অনেক ছোটখাট বাঙ্গালা পুথিতে বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া গিয়াছে। তবুও সংস্কৃত নিবন্ধটিকে কোন বাঙ্গালা "সহজিয়া" নিবন্ধের মূল বলিতে পারি না। মনে হয় বাঙ্গালা নিবন্ধের আধারেই সংস্কৃত নিবন্ধটি গঠিত। সংস্কৃত নিবন্ধটির নাম বড় জমকালো, 'রূপামৃতসিন্ধুমহাপটলচূড়ামণিপঞ্চামৃতবর্ণন'। সবসুদ্ধ আট অধ্যায়। শ্লোক সংখ্যা ২৭৬। শেষের দিকে কোন কোন অধ্যায়ে কিছু কিছু গদ্য ছত্র আছে। ষষ্ঠ ছাড়া সব অধ্যায়েই বক্তা সনাতন, শ্রোতা রূপ। এই গুহ্য সনাতন-রূপ-সংবাদ "শ্রীমদ্রঘুনাথ দাস গোস্বামী মুখোদিতং", "কবিরাজ গোস্বামীনোক্তং" এবং "শ্রীমুকুন্দদেব গোস্বামী বিরচিতং"। লিপিকরের অজ্ঞতা শোধরাইয়া রচনার একটু নমুনা উদ্ধৃত করি।

শ্রীরূপ উবাচ অতিগুহ্যাদ্ভুতং তত্ত্বং শৃণুযামি দয়ানিধে
নায়কনায়িকাতত্ত্বং নিত্যপরিকরঃ কথম ॥ ৫৭

এক স্থানে কৃষ্ণানন্দ নাম আছে।[১৫৮] এ কি রচয়িতার গুরুর নাম? নীচে দ্রষ্টব্য

মুকুন্দদেব, মুকুন্দদাস, অথবা মুকুন্দ (দেব) দাস গোস্বামীর নামে বাঙ্গালায় এই সাধনানিবন্ধগুলি পাওয়া গিয়াছে, 'অমৃততোষণী'[১৫৯], 'অমৃতরত্নাবলী'[১৬০], 'আত্মসারাৎসারকারিকা' (নামান্তর 'আদ্যসারাৎসারকথা', সারাৎসারকারিকা'—ভ্রান্ত পাঠে 'আদ্যসারস্বতকারিকা')[১৬১], 'আনন্দলহরী'[১৬২], 'চমৎকারচন্দ্রিকা'[১৬৩], 'বৈষ্ণবামৃত'[১৬৪], 'রসসমুদ্র'[১৬৫], 'রসসারগবতত্ত্ব'[১৬৬] 'রাসরত্নাবলী'[১৬৭] 'রাধারসকারিকা' (নামান্তর 'মঙ্গলরসকারিকা')[১৬৮], 'লবঙ্গচরিত্র'[১৬৯] শ্রীচৈতন্য অমৃতবিন্দু'[১৭০], 'রসতত্ত্বসার'[১৭১] 'সাধনোপায়'[১৭২], 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়'[১৭৩] ইত্যাদি। রসসারগবতত্ত্বের রচয়িতার গুরুর নাম পাই কৃষ্ণানন্দ কবিরাজ। "কৃষ্ণানন্দ" কৃষ্ণদাসের ভুল পাঠ হইতেও পারে। 'আনন্দলহরী' মথুরাদাসের নামেও পাওয়া গিয়াছে।[১৭৪]

রসিকদাস বা রসিকদাস গোস্বামীর নামে পাওয়া গিয়াছে এই নিবন্ধগুলি — 'মানুষের প্রণালীতত্ত্ব'[১৭৫], 'রতিবিলাসপদ্ধতি'[১৭৬], 'সর্ববসতত্ত্বসার'[১৭৭] ও 'হরিনামদীপিকা'[১৭৮]। সর্ববসতত্ত্বসারে মুকুন্দদাসের ও মথুরাদাসের দোহাই আছে। রচয়িতা রসিকদাস মথুরাদাসের শিষ্য হইতে পারেন।

রসিকচরণদাসের নামে অমৃতরসাবলীরও পুথি মিলিয়াছে।[১৭৯] মনে হয় রসিকচরণ ও রসিক একই ব্যক্তি এবং সম্ভবত ইহা ছদ্মনাম।

রসিকদাস ভনিতায় আর একটি নিবন্ধ 'মনঃপ্রবোধিকা' (২২ পাতার পুথি, লিপিকাল ১১৪৯, শ্রীমান মিহির কামিল্যার সংগ্রহ) দেখিয়াছি। গ্রন্থকার শিক্ষিত ব্যক্তি। ভাগবত, ব্রহ্মসংহিতা এবং রূপ সনাতন ও কৃষ্ণদাসের রচনা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃতি আছে। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে তিনি কৃষ্ণদাস "কবিরাজে"র শিষ্য মুকুন্দের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

বিদ্যাপতির একটি পদের দুই ছত্র এবং তদনুষঙ্গী গোবিন্দদাস কবিরাজের একটি পদের

চার ছত্র উদ্ধৃত আছে। দুই কবির রচনাসূত্রে গ্রন্থিসংযোগের একটি ইঙ্গিত এখানে পাইয়াছি। এই অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। পদ দুইটি নূতন মনে হইতেছে।

বিদ্যাপতি কবিরত্ন বিখ্যাত জগতে, সন্ধান কবিয়া দেখ তার সবণীতে।
তথাহি গীতং। স্বামী সুতায়ল কোরে অগোর
তহিঁ রতিটিট পিঠ বহু চোর। ইতি।
গোবিন্দ কবিরাজের গীত রসযুক্ত, তাহা শুনি গোসাঞি জীউ হইলা চকিত।
তার গীত রস দেখ কবিয়া বিচার, ধিচারিতে মনে জাতে পাবে চমৎকার।
তথাহি গীতং। পতিভুজ-ভুজগবন্ধন কর ফারি
চরণক ঘাতে কুলাচল ডারি।
তত্রৈব গীতং। পতিকর পরশে হৃদয়ে জনু জাল
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল। ইত্যাদি।

গৌরীদাসের 'নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী' (নামান্তর—'রত্নসার')[১৮৩] মুকুন্দদাসের অমৃতরত্নাবলীর ব্যাখ্যার মত। অত্যন্ত জঘন্য রচনা।

নরোত্তম-কৃষ্ণদাসের নামে পাওয়া নিবন্ধগুলির উল্লেখ করিয়াছি। এখন অপর প্রধান বৈষ্ণব মহান্তের নামে প্রচলিত নিবন্ধগুলির তালিকা দিতেছি।

রঘুনাথদাস (অথবা দাসগোস্বামী) আত্মনির্ণয়[১৮১], কড়চা[১৮২], প্রেমকল্পতরু[১৮৩] রাগমার্গলহরী[১৮৪], ও সিদ্ধান্তটীকা।[১৮৫]

জীব গোস্বামী চম্পককলিকা (নামান্তর— উপাসনারত্ন, উপাসনারহস্য, সরণী টীকা, স্মরণীয় টীকা)[১৮৬], ও সাধ্যভাবামৃত।[১৮৭] চম্পককলিকার গোড়ার দিকে সনাতন গোস্বামীর সংসারত্যাগের কাহিনী একটু আছে। এই অংশ বোধ করি জীব গোস্বামীর সংস্কৃত রচনা হইতে নেওয়া। প্রাপ্ত অধিকাংশ পুথিতে কোন ভনিতা নাই।

বংশীদাস ভঞ্জনরত্ন[১৮৮], ও রসতত্ত্বগ্রন্থ।[১৮৯]

জ্ঞানদাস ("যুগলদাস" অথবা "যুগলের দাস") আগম (নামান্তর হরগৌরীসংবাদ, ভাগবতোত্তর, ভাগবততত্ত্বলীলা)।[১৯০] রচয়িতা পদকর্তা জ্ঞানদাস হইতে বাধা নাই। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর ও নরহরি ছাড়া কোন চৈতন্যপরিষদের ও বৈষ্ণব মহান্তের উল্লেখ নাই। ঠিক এই ধরনের নিবন্ধ 'আগম'[১৯১], 'আগম পুরাণ'[১৯২] অথবা 'পার্বতীপুরাণ'[১৯৩] নামে পাওয়া গিয়াছে। আগমের কোন কোন পুথিতে ভনিতায় 'যুগলকিশোরদাস" নাম পাওয়া যায়। আগমের আরম্ভ নাথ-পন্থীদের অনুরূপ রচনার কথা স্মরণ করায়।—শিব পার্বতীকে তত্ত্বকথা শুনাইবেন। সেজন্য তিনি নন্দীকে আদেশ দিলেন ক্ষীরোদসাগরের কূলে কুটীর নির্মাণ করিতে। নন্দী ঘর বাঁধিল, সে ঘর যতদূর পলকা হইতে হয়।

জিওলি সজিনার খুটি ভেরাণ্ডার ডাল
গোলঞ্চের দড়ি দিয়া বান্ধিলেক চাল।
ছিটনি করিলেক যথা শিমুলের শাখা
ছাওনি উপরে দাম তাতে দিল ঢাকা।
কেতকীপত্রেতে চারিদিকে দিয়া টাটি
নন্দী বলেন ঘর হৈল পরিপাটি।

ঘর তৈয়ারি হইলে নন্দী খবর দিল। পার্বতীকে লইয়া শিব ষাঁড়ে চড়িলেন এবং সেই কুটীরে

গিয়া বত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাহাব পব তত্ত্বকথা শুক।

ঠিক এমনি নিবন্ধ বলবামদাসেব নামেও পাওযা গিযাছে। নাম 'হবপার্বতীসংবাদ।'[১৯৪] বলরামদাসেব নামে অপব নিবন্ধ গুরুভক্তিকল্পচন্দ্রিকা[১৯৫], গুরুতত্ত্বসাব (নামান্তব—গুরুসাবতত্ত্বকথা)[১৯৬], বৈষ্ণববিধান (নামান্তব— বৈষ্ণবচবিত)[১৯৭] পাষণ্ডদলন[১৯৮], এবং হাটবন্দনা (নামান্তব—হাটপত্তন)[১৯৯]।

শ্রীনিবাস আচার্য কাযিকা-পটল।[২০০]

গোবিন্দদাস নিগমগ্রন্থ (নামান্তব—গৌবাখ্যান)[২০১], বসতত্ত্বসাব[২০২], ও বসভক্তিচন্দ্রিকা।[২০৩] নিগমগ্রন্থে চৈতন্যেব অবতাবতত্ত্ব বর্ণিত হইযাছে। বক্তা গদাধব, শ্রোতা শ্রীবাস। মনে হয বচযিতাব গুরু ছিলেন শ্রীকান্ত।[২০৪] বসতত্ত্বসাব উজ্জ্বলনীলমণি অবলম্বনে লেখা। ইহাতে গোবিন্দদাসেব পদ উদ্ধৃত আছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস (কৃষ্ণদাস) মনঃশিক্ষা[২০৫],বসপুবকাবিকা[২০৬], বৃন্দাবনলীলা[২০৭], শোচক[২০৮], ও কপাষ্টক[২০৯]

শ্রীস্বরূপ উপাসনাপটল।[২১০] ভনিতায "কনকমঞ্জবী"ব উল্লেখ আছে।

শ্রীরূপ ব্রজতত্ত্বনিবর্ত।[২১১]

শ্রীচৈতন্যদাস (চৈতন্যদাস) আশ্রযনির্ণয (নামান্তব—ভজননির্ণয বস-ভক্তিচন্দ্রিকা)।[২১২]

লোচনদাস বৃহৎ নিগম।[২১৩]

যদুনন্দনদাস মনঃশিক্ষা।[২১৪]

নবহবি (নবহবিদাস) নামামৃতসমুদ্র।[২১৫] ইহাতে প্রাচীনতব নবহবিব উল্লেখ আছে।

বাধামোহনদাস বসতত্ত্বকল্প (নামান্তব—বসকল্পতত্ত্ব)।[২১৬]

বাধাবল্লভদাস সহজতত্ত্ব[২১৭], ও হবিনামার্থ।[২১৮]

শ্রীগোপালভট্টদাস প্রেমবস্তুকথা[২১৯]

প্রেমদাসেব ভৃঙ্গবত্নাবলীব কথা আগে বলিযাছি। ইহাব নামে অপব নিবন্ধ গৌবাঙ্গকডচা[২২০] নিত্যানন্দকডচা (নামান্তব— নিত্যানন্দবিলাস)[২২১],ভক্তিবসকৌমুদী[২২২] বাসোল্লাসতত্ত্ব[২২৩],এবং বঘুনাথদাসেব শোচক।[২২৪] নিত্যানন্দকডচাব লেখক নিত্যানন্দকে গুরু বলিযাছেন।[২২৫] ভৃঙ্গবত্নাবলী হইতে জানি যে প্রেমদাস ব্রজবাসী ছিলেন বাসোল্লাসতত্ত্ব-লেখক শ্রীরূপগোসাঁই, কবিবাজ গোসাঁই, মুকুন্দদাস ও মথুবাদাস ইত্যাদি "যত ব্রজবাসী"কে উল্লেখ কবিযাছেন এবং বলিযাছেন যে নিবন্ধটি রূপগোসাঁইযেব আজ্ঞায লেখা। আজ্ঞা নিশ্চযই জাগ্রত নয, স্বপ্নে।

প্রেমানন্দ চন্দ্রচিন্তামণি[২২৬], ও মনঃশিক্ষা[২২৭] চন্দ্রচিন্তামণিতে "কনকমঞ্জবী"ব উল্লেখ আছে।

শ্যামদাস (শ্যামানন্দদাস, শ্যামসুন্দবদাস) আত্মজিজ্ঞাসা[২২৮], নিগূঢতত্ত্বগ্রন্থ[২২৯], ও সাধনবর্ত্ম (নামান্তব—সাবধানবর্ত্ম, সাবধানবৃত্তান্ত)।[২৩০] আত্মজিজ্ঞাসাব বচনাকাল ১৬৯৩ শকাব্দ (=১৭৭১)। সাবধানবর্ত্মেব লেখক (পণ্ডিত ?) গদাধবকে পবাৎপব গুরু বলিযাছেন। শ্যামদাস ছিলেন ব্রাহ্মণ, নিবাস গোপভূমে (পশ্চিম বর্ধমান জেলা) কবট্যা গ্রামে।[২৩১]

উত্তমদাস বসতত্ত্বসার।[২৩২]

যুগলকিশোরদাস : চৈতন্যকাবিকা[২৩৩], তত্ত্ববিবেচন[২৩৪], ও প্রেমবিষযবিলাস।[২৩৫] প্রেমবিষয়বিলাসে ভনিতায "স্নেহমঞ্জবী"ব উল্লেখ আছে।

দামোদবদাস বৃন্দাবনপত্তন।[২৩৬]

বাধাদামোদরদাস . সখীবসপয়ার।[২৩৭]

কৃষ্ণমোহনদাস . ভক্তিমঞ্জরী[২৩৮], ও নিত্যানন্দ-লহবী।[২৩৯]

জগন্নাথদাস : তত্ত্বকথা[২৪০],তিনমানুষ-বিবরণ[২৪১], ও প্রেমদর্পণ (নামান্তর—প্রেমদর্শন)।[২৪২]

জযকৃষ্ণদাস . তত্ত্বসাব।[২৪৩] তত্ত্বসাবে গুরু জযগোপালেব উল্লেখ আছে।

অচ্যুতদাস গোপীভক্তিবস।[২৪৪]

বাধাকৃষ্ণদাস রসভক্তিলহরী।[২৪৫] ছয অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এই নিবন্ধটিতে বসতত্ত্ব ও লীলাতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। দীক্ষাগুরু নিমাইচাঁদ গোস্বামী অম্বিকাব গৌবীদাস পণ্ডিতেব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইঁহাব শিক্ষাগুরু ছিলেন পীতাম্বব বৈবাগী গোসাঞি।

বসময়দাস প্রাপ্তিদুর্লভ[২৪৬], ভক্তিতত্ত্বসাব[২৪৭], ও কৃষ্ণভক্তিবল্লী।[২৪৮] শেষ নিবন্ধটি ভক্তিবসামৃতসিন্ধুর অনুবাদেব অংশবিশেষ।

রসময়দাস ভনিতায 'ভক্তিবসার্ণব' (১৯ পাতাব পুথি, লিপিকাল ১১৬৫ , শ্রীমান মিহির কামিল্যাব সংগ্রহ) পুবীতে চৈতন্য ও দ্বিজ হবিদাসের সংলাপ বলিযা বচিত। প্রথম অংশে বৈষ্ণবাচার বর্ণিত, খুব ছোট। দ্বিতীয় অংশে কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যাত। শেষে ভনিতা নাই। পুথিটি সম্ভবত খণ্ডিত। ইহাতে বিদ্যাপতিব একটি পদ আছে। তাহা উদ্ধৃত কবিতেছি।

কতদিনে দেখব সে বিধুমুখ
কতদিনে জাঅব বিবহকু দুখ।
কতদিনে মুখব ভবি পুছব বাত
কতদিনে কুচযুগে পরশব হাথ।
কতদিনে কবে ধযি বৈঠাযব কোর
কতদিনে তাপ নিবাঅব মোব।
কতদিনে অঙ্গে তাব মিলাঅব অঙ্গ
কতদিনে বাঢব প্রেমতরঙ্গ। ইত্যাদি

বামচন্দ্রদাস পদ্মমালা।[২৪৯] "কনকমঞ্জবী"র দোহাই আছে। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির উল্লেখ আছে।

বামচন্দ্র ("দ্বিজ") . জাতকসংবাদ।[২৫০]

কৃষ্ণবামদাস ভজনমালিকা।[২৫১] লেখকেব গুরু ছিলেন শ্রীখণ্ড-সম্প্রদায়ের হবিচরণ। হরিচবণের অপব এক শিষ্য রামচন্দ্রের শিষ্য বসিকানন্দ লিখিয়াছিলেন 'লীলামৃতবসপুব'।[২৫২]

ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণদাস . গোপী-উপাসন (নামান্তর—বাধাকৃষ্ণবিলাস)।[২৫৩]

গদাধবদাস · বসামৃতলতিকা।[২৫৪]

অনন্ত পাল ভজনতত্ত্ব।[২৫৫]

কুশাই ("নিকৃষ্ট") জ্ঞানশব্দ-পুস্তক।[২৫৬]

বাধাদাস . মনুষ্যতত্ত্বসাবাবলি ।[২৫৭]
কালিদাস চৈতন্যনিত্যানন্দগীতা ।[২৫৮]
নবসিংহদাস . পদ্মশৃঙ্গার,[২৫৯] ও বসসূত্রকণা ।[২৬০]
নিত্যানন্দদাস : বসকল্পসাব ।[২৬১]
বত্নদাস · ভজনতত্ত্বকথা ।[২৬২]
বৈষ্ণবদাস · সাধ্যসাধনতত্ত্ব ।[২৬৩] নিবন্ধটি কৃষ্ণদাসেব নামেও পাওযা যায ।
আনন্দদাস : রসসুধার্ণব ।[২৬৪]
জগৎদাস · যোগাগমগ্রন্থ ।[২৬৫]

কিশোরীদাস সহজপ্রেমামৃত ।[২৬৬] লেখকেব গুরুর নাম কৃষ্ণবিহারী । আব এক কিশোরীদাস মাধবেন্দ্রপুরীর বিখ্যাত শ্লোকটিব ব্যাখ্যারূপে 'অযি-দীন-শ্লোকার্থ-সিন্ধুর বিন্দু-প্রকাশ'[২৬৭] লিখিয়াছিলেন । এ লেখকেব নিবাস ছিল বক্রেশ্বরেব নিকটে "যেই বৈষ্ণবের গ্রাম" সেই অনুক্ত স্থানে ।

গোপীকৃষ্ণদাস · হরিনামকবচ ।[২৬৮]
বৈষ্ণবচরণদাস · শ্রীরূপগোস্বামীব পদপঙ্কজপ্রার্থনা ।[২৬৯]
বাজাবাম দত্ত (বাজারাম) ভক্তিমঞ্জবী,[২৭০] ও হবিনামতবঙ্গিণী ।[২৭১]
রামেশ্বব কলিকলুষবিমোচন,[২৭২] ও হাটপত্তন ।[২৭৩]
পবাণদাস . চমৎকাবচন্দ্রিকা ।[২৭৪]
শ্রীগোপালদাস (গোপালদাস) · পাষণ্ডদলন ।[২৭৫]
হরিদাস : চৈতন্যমহাপ্রভু ।[২৭৬]
ধনঞ্জয়দাস কৃষ্ণভক্তিবস ।[২৭৭]
গৌরমোহনদাস হরিনামার্থ গ্রন্থ ।[২৭৮]
রামকৃষ্ণদাস . স্মবণচমৎকাব [২৭৯]
হরিরামদাস . মনঃশিক্ষা ।[২৮০]
গিরিধরদাস · মনঃশিক্ষা ।[২৮১]
গুণবাজ-খান নামহীন নিবন্ধ ।[২৮২]

নীলাম্বরদাস · সংগৃহীতসুধাসার[২৮৩] । চৈতন্যচবিতামৃতে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকাবলীর অনুবাদ । নীলাম্বর অদ্বৈত-শিষ্য শ্যামদাস আচার্যের বংশধব ।

কোন কোন সাধনানিবন্ধে—যেমন শ্যামদাসেব 'সারগীতা'য[২৮৪] ও ব্রহ্মহরিদাসের রচনায়[২৮৫]—ধর্মঠাকুরের কাহিনীর অনুযায়ী সৃষ্টিবর্ণনা পাওযা যায । ব্রহ্মহরিদাস সম্ভবত অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের লোক এবং এক সত্যপীর কাহিনীব লেখক ।

চৈতন্য ও তাঁহার কোন কোন ভক্তের মধ্যে প্রশ্নোত্তররূপে কয়েকটি নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল । যেমন, 'ভক্তিবসার্ণব', 'বৈষ্ণবরহস্য', 'প্রেমউল্লাস', 'আগমবর্ণ-ভেদ' ইত্যাদি ।[২৮৬]

অনেক নিবন্ধের রচয়িতার নাম পাওয়া যায় নাই . উজ্জ্বলরস,[২৮৭] গুণাত্মিকা গ্রন্থ,[২৮৮] গৌরচন্দ্রমনোবৃত্তি,[২৮৯] চূড়ামণি,[২৯০] জবামঞ্জরীতত্ত্বনিরূপণ,[২৯১] জ্ঞানসন্ধান,[২৯২] নিত্যপ্রকটসুসেবা,[২৯৩] পঞ্চনামের তত্ত্ব,[২৯৪] পঞ্চাঙ্গনিগূঢ়ার্থ,[২৯৫] ব্রজতত্ত্বনিবর্তক,[২৯৬]

ব্রজপটলকাবিকা,[২৯৭] ব্রজপুবকাবিকা,[২৯৮] প্রেমভক্তিতবঙ্গিণী,[২৯৯] ভণটিকা গ্রন্থ,[৩০০] ভাবাদিবস,[৩০১] মন্ত্রমালা,[৩০২] বসদীপিকা,[৩০৩] বসপুবকাবিকা,[৩০৪] রসাল,[৩০৫] বসমার্গলহবী[৩০৬], শিক্ষাব্যবস্থা গ্রন্থ,[৩০৭] সর্বতত্ত্বসাব,[৩০৮] সাধকসিদ্ধরূপবিচাব,[৩০৯] সাধনতত্ত্বসাব,[৩১০] স্বরূপদামোদবেব কড়চা (নামাস্তব—আশ্রয়কল্পতরু),[৩১১] হবিনামামৃতদীপিকা,[৩১২] হবিনামেব অর্থ,[৩১৩] বসপুব,[৩১৪] ইত্যাদি।

সংস্কৃতে এবং বাঙ্গালা দুই ভাষাতেই সাধনানিবন্ধ বচনা কবিযাছিলেন এক বৃন্দাবন দাস। ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। "উচ্চকুলে জন্ম মোব ব্রাহ্মণেব ঘরে" ; "ব্রহ্মকুলে জন্ম মোব"। গুরুব নাম কৃষ্ণচবণ ঠাকুব। বৃন্দাবনেব সংস্কৃত বচনা— 'ভজন-চন্দ্রিকা'[৩১৫]। ইঁহার বাঙ্গালা রচনরাব মধ্যে 'তত্ত্ববিলাস'[৩১৬] বহুসমাদৃত ছিল। অপব বাঙ্গালা নিবন্ধ—আনন্দলহবী,[৩১৭] গোকুলবিলাস,[৩১৮] গোলোকসংহিতা,[৩১৯] তত্ত্বনিরূপণ,[৩২০] তত্ত্বমঞ্জবী,[৩২১] তত্ত্বসাব,[৩২২] পাষণ্ডদলন,[৩২৩] বৈষ্ণবধর্ম,[৩২৪] বৈষ্ণববন্দনা,[৩২৫] ভক্তিতত্ত্বচিন্তামণি,[৩২৬] ভাবাবেশ,[৩২৭] লীলামৃতসাব,[৩২৮] শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দসংবাদ,[৩২৯] ও প্রেমবিলাস।[৩৩০]

সাধনানিবন্ধের একজন ভালো লেখক ছিলেন মনোহবদাস। তাঁহাব 'দিনমণিচন্দ্রোদয'[৩৩১] বেশ বিশিষ্ট রচনা। বইটিতে লেখকেব আত্মপবিচয় আছে। চৈতন্যেব ভক্ত ও সুহৃদ রামানন্দ বায়ের ভাই বাণীনাথ পট্টনায়কেব ইনি প্রপৌত্র। পিতা গোবিন্দানন্দ কটকে বাস করিতেন। তিনি নিত্যানন্দ ও মনোহর দুই পুত্র রাখিযা পবলোক গমন কবিলে পব তাঁহাদেব ভূসম্পত্তি উড়িষ্যার রাজা আত্মসাৎ করে। শুধু সাতখানি গ্রাম অবশিষ্ট থাকে। মাতাকে ও ছোট ভাইকে কটকে বাখিয়া নিত্যানন্দ বর্ধমানে চলিযা আসেন। কিছুকাল পরে ভাইকে আনান। দুই ভাই বিদেশে থাকিতে মাতার পবলোকপ্রাপ্তি হয়। তখন মনোহব বালক। একদিন পথে গৌরহবি বাউলের সঙ্গে তাঁহাব সাক্ষাৎ হয এবং গৌরহবির সঙ্গে মনোহর কেন্দুবিল্ব হইয়া বৃন্দাবনে চলিযা আসেন। সেখানে বৎসবখানেক থাকিযা নবদ্বীপে আসেন এবং গৌরহবি বাউলের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হন। পবে গৌবহবিব আদেশে মনোহব ঘবে ফিরিয়া গিয়া গৃহদেবতা গোপীনাথের সেবায নিবত হন।

দিনমণিচন্দ্রোদয়কে চৈতন্যচরিতামৃতেব একরকম ব্যাখ্যা বলা যায। কৃষ্ণদাস কবিরাজেঁব মতই মনোহরের গভীর চিন্তাশীলতা ও প্রকাশ-স্বচ্ছতা। ধর্ম সম্বন্ধে মনোহরেব উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতে নিবন্ধটির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি হইবে।

নানা শাস্ত্র নানা ধর্ম আছযে সংসাবে
মোব শক্তি নাহি হয় এ সব আচবে।
আমি কোন ছার ধর্ম আচরণ কবি
থাকুক ধর্মের দায় মর্ম বুঝিতে নারি।

ধর্ম যারে বলে তিনি ব্রাহ্মণ্ড বেড়িয়া
স্থাবর জঙ্গম আদি দেখ বিচাবিযা ।...
হৃদযে উদয যেই সেই কার্য সাব
তাহা বিনে অন্য ধর্মকর্ম কিবা আব ।

মনোহরদাসের নামে এই নিবন্ধগুলিও পাওয়া গিয়াছে . আশ্রয়কল্পলতিকা,[৩৩২] ভক্তির-সোজ্জ্বলচূড়ামণি,[৩৩৩] মনোহরকারিকা,[৩৩৪] ও রূপোজ্জ্বললতিকা ।[৩৩৫]

কোনো এক মনোহরদাস রচিত 'বৈদগ্ধ্যবিলাস' নামে একখানি গ্রন্থ বৃন্দাবনে দেবকীনন্দন যন্ত্রে নিত্য স্বরূপ ব্রহ্মচারী কর্তৃক ৪২২ চৈতন্যাব্দে মুদ্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইয়ছিল । বইটিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অল্প-স্বল্প আধুনিককালোচিত রূপান্তর আছে । কোন কোন লীলাবর্ণনার প্রারম্ভে "তত্রাদৌ শ্রীগৌবচন্দ্রঃ" বলিয়া একটি করিয়া শ্লোক দেওয়া আছে । তাহাতে অনুরূপ চৈতন্যলীলার ইঙ্গিত আছে । গ্রন্থশেষে সংস্কৃত শ্লোকে যে তারিখ দেওয়া আছে (কার্তিক ১৯৬০ সংবৎ-১৯০৩)[৩৩৬] তাহাই বইটির রচনাকাল ।

'বিবর্তবিলাস'[৩৩৭] তান্ত্রিক ("সহজিয়া") বৈষ্ণবসাধনাঘটিত নিবন্ধগুলি নিবন্ধগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে এটি আকারে বড আর নোটবই বা কড়চার মতো করিয়া সংক্ষেপে লেখা নয়, রীতিমত গ্রন্থাকারে বিরচিত । বিবর্তবিলাসকেও চৈতন্যচরিতামৃতের একরকম ব্যাখ্যা বলিয়া ধরিতে পাবি, তবে দিনমণি-চন্দ্রোদযের মতো কালীপক্ষে ব্যাখ্যা নয়, বিদ্যাপক্ষে ব্যাখ্যা ।

রচয়িতার নাম অকিঞ্চনদাস । গুরু রসিকবিহারী, পরমগুরু বঘুনাথ । ইঁহারা অম্বিকার (কালনার) নিকটে বাঘনাপাডার পাটের (অর্থাৎ জাহ্নবাদেবীর পুত্রবৎ শিষ্য রামচন্দ্র গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত পাটের) গুরুসম্প্রদায় । 'মুরলীবিলাস' 'বংশীবিলাস' ইত্যাদি গ্রন্থ এই পাটেরই গুরু অথবা শিষ্য ভক্তের রচনা ॥

## টীকা

১ এই আলোচনায় আমি "বাগানুগা" শব্দটি পরবর্তী কালের রূঢ অর্থে—অর্থাৎ বৈষ্ণবতান্ত্রিক মতেব অর্থে—গ্রহণ করি নাই।

২ "স্বকীয়া" মানে কৃষ্ণেব প্রেযসী বাধা নিজস্ব নাবী (= বিবাহিত স্ত্রী)।

৩ "পবকীযা" মানে কৃষ্ণেব প্রেযসী বাধা পবস্ত্রী (= অপবেব বিবাহিত স্ত্রী)।

৪ এখনো ছাপা হয় নাই। পুথি ক ১৫১২।

৫ স ৩৬৩। পুথিব লিপিকাল ১২৬০ সাল।

৬ সা-প-প ৮ পৃ ৩৭।

৭ সা-প-প ৬ পৃ ২৬২।

৮ বহুবমপুব বাধাবমণ যন্ত্রে মুদ্রিত। পুথি অপ্রচুব নয।

৯ প্রথম মুদ্রণ জ্ঞানবত্নাকব যন্ত্রে (১২৫৭ সাল)। প্রচুব পুথি পাওয়া যায। একটিব লিপিসমাপ্তিকাল ১৫৩৯ শকাব্দ (সা-প-প ৬ পৃ ২৫৭)।

১০ কেশবচন্দ্র দে প্রকাশিত (১৩২৫ সাল)।

১১ প্রথম মুদ্রণ চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে (১৭৭৪ শকাব্দ)। পুথি খুব দুর্লভ নয।

১২ স ১৭৫। পুথি খণ্ডিত। আট হইতে এগাবো অধ্যায় মাত্র আছে। বিষয গুহাসাধনাঘটিত।

১৩ গ ৩৪৭৯ (এগার পাতাব পুথি, লিপিকাল ১০৮৬, অবশাই মল্লাব্দ), স ১৮০ (আদ্যন্ত খণ্ডিত)।

১৪ পবে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৫ ব-সা-প-প ৬ পৃ ১৬৮।

১৬ বীরভূম-বিববণ ৬ পৃ ৩৮-৩৯। যদুনন্দনেব গ্রন্থে ছন্দের প্রযোজনে নাম যদুনাথ রূপেও দেখা যায। সুতবাং নামেব ঈষৎ বিভিন্নতার জন্যই সংগ্রহতোষণী (যদি পুথিটি কল্পিত না হয) অন্য ব্যক্তির বচনা বলিয়া ধার্য কবা সঙ্গত নয।

১৭ পাঠ 'বাণী', কিন্তু অন্ত্য মিল নাই। সুতবাং 'বাসী' পাঠকল্পনাই সঙ্গত।

১৮ আববী ইশ্ক অর্থ "প্রেম"।

১৯ উত্তববঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন চতুর্থ অধিবেশনেব কার্যবিবরণী ২ পৃ ১৪৫। পদটি উত্তববঙ্গে প্রাপ্ত ইহা লক্ষণীয়।

২০ পুথির লিপিকব পবেশনাথ দাস। লিপিকাল ১২৭২ সাল। শ্রীআশুতোষ দাস সংগৃহীত।

২১ পৃ ২৭ ক।

২২ পৃ ২৯ক।

২৩ সা-প-প ৪ পৃ ২৯১-২৯৪ সা-প-প ৮ প ১৯০।

২৪ সা-প-প ৪ পৃ ২৩৫ ৩৬।

২৫ ঐ ৬ পৃ ৬৩।

২৬ প ৩০৬-৩০৮।

২৭ স ১২ (বর্ধমান অঞ্চলেব পুথি), গ ৪৯৪৮ (লিপিকাল ১২৩৩ সাল)।

২৮ প ৩০০-৩০৫, গ ৪৯৬৩ (লিপিকাল ১১৮১ সাল), ৫৩০৮, ৫৪০৮, ৫৪৪২। উত্তববঙ্গে প্রাপ্ত একটি পুথিতে "যদুনাথ" এবং "নুটীরাম" ভনিতাও পাওয়া গিয়াছে। এই পুথিব লিপিকাল ১৭১২ শকাব্দ (সা-প প ৬ প ৩৮০)।

২৯ যেমন, ভনিতায়— "কৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ-নরসিংহ ভনে, দশম-স্কন্ধেব কথা উদ্ধব গমনে।'

৩০ গ ৩৬২৮ (লিপিকাল ১২৩২ সাল)।

৩১ সা-প-প ৪ পৃ ৩১৮।

৩২ ঐ পৃ ৩০৩।

৩৩ আরতি দ্বিতীয় বর্ষ (১৩০৮ সাল) দ্বিতীয় সংখ্যা, প্রা-বা-পু-বি ১-১ পৃ ১৫৬।

৩৪ প ৩৪৭ (লিপিকাল ১৬৯৯ শকাব্দ), সা-প-প ৮ পৃ ৩৬-৩৭। হি-ব্র-লি পৃ ১৬৬ দ্রষ্টব্য।

৩৫ সা-প-প ২ পৃ ১০২।

৩৬ ত্রিপুরা দববার কর্তৃক বিতবণের জন্য ছাপা হইযাছিল। সমসাময়িক পুথি—গ ৪২৬৪। সা-প প ১৭ প ১২৯-৩১।

*৩৭ পুথিব লিপিকাল ১৬৪৯ শকাব্দ।*

*৩৮ প্রাচীনতর পুথি গ ৪৯৯০। লিপিকাল ১১১৬ সাল। প ২৮৩ (লিপিকাল ১১৭৩ সাল), ২৮৪ ৮৭, স ৪৭৪।*

৩৯ বৈষ্ণবজীবনী গ্রন্থগুলিতে, এবং পদাবলীর ভনিতায় নামটি গতিগোবিন্দ রূপেই বেশি পাই।

৪০ হরিদাস দাস প্রকাশিত সংস্করণ দ্রষ্টব্য। বেণীমাধব দে পুথি আকারে ছাপাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক ছাড়বাদ আছে। ভালো পুথি গ ৩৭২৫ (লিপিসমাপ্তি ২৮ ভাদ্র ১০৬৭ সাল)। অপব পুথি গ ৪৯৬৬ ক ৩২৫, স ১২৩ ঘ।

৪১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত (১৯৬৩)। কয়েকটি পুথি পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন ও সর্ববৃহৎ পুথিটি ঊনবিংশ শতাব্দীব। রসকল্পবল্লীর পরিচয় প্রথম প্রকাশ করেন শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত (প্রদীপ ভাদ্র ১৩১২পৃ ১৬২-১৬৭)। পঁচিশ বছর পবে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই বিববণই নূতন ও অভিনব বলিয়া ছাপাইয়াছিলেন (সা-প-প ৩৭ পৃ ৯৯-১২৯)। নূতন পুথিব সন্ধান দিয়াছিলেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী (ঐ ৩৮ পৃ ১৪৫-৪৮)। অপব পুথি ক ৪০৫১। বঙ্গসাহিত্য-পবিচয় দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ১৩২৩-১৩২৮ দ্রষ্টব্য।

৪২ রামেশ্বরের 'শিবসংকীর্তন' দ্রষ্টব্য।

৪৩ নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্তৃক উদ্ধৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রাচীনতব পুথিব পূর্ণতর পাঠ (সা-প-প ৩৮ পৃ ১৪৬)।

৪৪ সব পুথিতে চণ্ডীদাসেব নাম নাই।

৪৫ সব পুথিতে নাই।

৪৬ পুঁথি দুইটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বসকল্পবল্লীতে যুক্ত হইযাছে।

৪৭ ক ৩২০১।

৪৮স ১১৫২ (লিপিকাল ১১৫৫)। সা প প ৬ পৃ ৫৬ (লিপিকাল ১০৮১ মল্লাব্দ)।

৪৯ পাঠ "গিত বলি।"

৫০ "সত্যবাজ বামানন্দ হএন দুই ভ্রাতা" (৬ঘ)।

৫১ পাঠ "পহু"।

৫২ পাঠ "অনিরুদ্র"।

৫৩ ত্রিপিনি ?

৫৪ পরমাত্ম পবমাত্মীয ?

৫৫ সা-প-প ৬ পৃ ২৬১।

৫৬ ক ৩৪৬৪ (লিপিকাল ১৭৯২ শকাব্দ)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয প্রকাশিত বসকল্পবল্লীভুক্ত।

৫৭ তিনখানি পুথি জানা আছে,—গ ৪৯১৯, গ ৪৯৫৫ প ১৯৯। নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত এবং প্রথমে সাহিত্য পবিষৎ পত্রিকায ও পবে পুস্তিকাকাবে প্রকাশিত (১৩০৬)। বসকল্পবল্লীব সঙ্গে প্রকাশিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৩)।

৫৮ বসকল্পবল্লীব (১৯৬৩) সহিত মুদ্রিত

৫৯ প ২৫২ (বিষ্ণুপুবেব বাজমহিষীব অনুলেখন), গ ৩৫৮৪ গ ৫৩৬৮, গ ৫৩৮৪। সা প-প ৮ পৃ ১৯০-১৯১। শেষেব পুথিটিই এগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুবানো। লিপিসমাপ্তিকাল ১৩ শ্রাবণ ১২০৩ সাল (-১৭৯৬)। পুথিটি শিবচন্দ্র শীলেব সংগ্রহ। মুদ্রিত সংস্কবণ দুইটি আছে। একটি ব. রমপুব বাধাবমণ যন্ত্রেব অপবটি যশোদালাল তালুকদাবের (১৩২০)।

৬০ কোন কোন পুথিতে নাকি পমবিলাসেব বচনাকাল দেওযা আছে,—"পক্ষ দ্বি-তিথি" (অর্থাৎ ১৫২২) শকাব্দ (১৬০০-১৬০১)। ইহা মূল বচনাকাল হইতে বাধা নাই। তবে "পক্ষ-দ্বি-তিথি—এমন কবিশকান্ত বাঙ্গালা পুথিতে অত্যন্ত সন্দেহজনক ঠেকিতেছে।

৬১ সা-প-প ৪ পৃ ২৬৩-২৬৪।

৬২ বহবমপুব বাধাবমণ যন্ত্রে মুদ্রিত (১৮৯২, দ্বি-স ১২২০ সাল) তিনটি পুথি অবলম্বনে এই সংস্কবণটি প্রস্তুত।

৬৩ ইনি কৃষ্ণেব বংশীব অবতাব বলিযা নির্ধাবিত হইযাছিলেন।

৬৪ নীলকান্ত গোস্বামী ও বিনোদবিহাবী গোস্বামী সংশোধিত সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায কর্তৃক বাঘনাপাড়া হইতে প্রকাশিত (৪০৯ চৈতন্যাব্দ)। এ ছাপা বইটি প্রামাণিক নয। পুথি পাওয়া গিয়াছে, ১২৪৭ সালে অনুলিখিত। এই পুঁথিব বিষযবস্তুব নির্যাস শ্রীবিজিতকুমাব দত্ত রচিত প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য (আচার্য বাধাগোবিন্দ নাথ স্মাবক গ্রন্থ,১৯৭৩ পৃ ১২৩-১২৪)।

৬৫ বংশীশিক্ষার আলোচনা পবে দ্রষ্টব্য।

৬৬ পুথি শ্যামানন্দের পাট গোপীবল্লভপুবেব মঠে রক্ষিত। বইটি দুইবাব ছাপা হইয়াছে। প্রথমে ১৮৯৮ খ্রীঃ সারদাপ্রসাদ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। পবে ৪৫৫ চৈতন্যাব্দে শ্রীগোপালগোবিন্দ দেব গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত। প্রথম প্রকাশের পাঠে ভাষায় প্রাচীনত্বেব ছাপ স্পষ্টতব।

৬৭ "শ্রীবলভদ্র গজপতি উড়িয়া দেশে নয় অঙ্ক বসন্ত পঞ্চমী নক্ষত্রমাসে।"

৬৮ "রবিবার দিনে সাঙ্গ হইল পুস্তকে, বার অঙ্ক কইন্যা পঞ্চমী শুক্ল পক্ষে।"
৬৯ পশ্চিম বিভাগ ষষ্ঠ-অষ্টম লহরী।
৭০ উত্তর বিভাগ একাদশ লহরী।
৭১ ১৫৫২ শকাব্দ।
৭২ ১৫১২-১৫৭৪ শকাব্দ।
৭৩ সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও জীব।
৭৪ মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত ও প্রকাশিত, তৃ-স চৈতন্যাব্দ ৪৪৫ (-১৯৩০)।
৭৫ হি-ব্র-লি পৃ ২২৫।
৭৬ প্রসন্নকুমার গোস্বামী কর্তৃক সংকলিত, নটবর তর্কবাগীশ কর্তৃক সংশোধিত, জি-সি-বসু কর্তৃক (৬৩ বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীটে বসু যন্ত্রে) মুদ্রিত হইয়া অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্তৃক বৈশাখ ১৩০১ সালে (-১৮৯৪) প্রকাশিত হইয়াছিল।
৭৭ উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে রাধামোহন ঘোষ কর্তৃক সংকলিত 'সাবাবলী'তে অভিবামদাস ও তাঁহার পত্নী মালিনী সম্বন্ধে অভিনব কাহিনী আছে।
৭৮ ক ৫২৬১।
৭৯ সা-প-প ১৩ পৃ ১৯২।
৮০ ক ১০২২ (পত্রসংখ্যা ১৯, লিপিকাল কার্তিক ১১৬৩ সাল)।
৮১ এ গ্রামের কোন হদিস নাই। "কঙ্কন" কি "কোন কোন" (আঞ্চলিক উচ্চারণে "কনকন") ? তাহা হইলে "কোগ্রাম"-এর সঙ্গে কিঞ্চিৎ মিল পাওয়া যায়।
৮২ শেষ ভনিতা।
৮৩ পৃ ১১ ক।
৮৪ নিতান্ত আধুনিক কালে নিবন্ধগুলি "সহজিয়া" মার্কা পাইয়াছে। এই নাম সম্বন্ধে পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।
৮৫ প্রথম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে ষষ্ঠ উপচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।
৮৬ "হেরুক" ও "ভৈরব" সমার্থক এবং একই ধাতু ("ভী") হইতে উৎপন্ন। বৌদ্ধ তন্ত্রে যোগিনী সাধারণত "নৈরাত্মা" এই পারিভাষিক নামে প্রসিদ্ধ। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই হেরুক নৈরাত্মার প্রতিরূপে যুগনদ্ধ ভৈরব কালরাত্রী (কালী) ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে কল্পিত হইয়াছিল।
৮৭ চৈতন্যভাগবত ২-৮।
৮৮ প্রথম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে সপ্তম উপচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
৮৯ তখনও হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র লিখিত হয় নাই। সে ছিল বৌদ্ধতান্ত্রিকতার বিকাশ ও রূপান্তরের কাল।
৯০ প্রথম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে একাদশ উপচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
৯১ চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
৯২ সুভাষিতরত্নকোশে ও সদুক্তিকর্ণামৃতে সঙ্কলিত। অল্প কিছু পাঠান্তর দেখা যায়।
৯৩ সা-প-প ৮ পৃ ৮ ১০, ৬ পৃ ২৯৭-৩০১। বাঙ্গালা সাহিত্যে গদা ৮ স পৃ ৬ দ্রষ্টব্য।
৯৪ তুলনীয় চর্যাগীতি ৩০ (পেখ রে ভুসুকু সহজ সকআ'), ৩৭ (সহজ পথক জোই ভণ্ডি মাহো বাস') ৪৮ ("ভল কইসে সহজ বোলবা জায়"), ৪৩ ("সহজ মহাতএ ফরিঅ এ তৈলোএ") ইত্যাদি।
৯৫ তুলনীয় চর্যাগীতি ৩ ("সহজে থির কবী বাকুণী বান্ধ') ইত্যাদি।
৯৬ মধ্যলীলা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
৯৭ সম্ভবত ছিল। সদুক্তিকর্ণামৃতে কয়েকজন কবির শ্লোক ছদ্মনামে উদ্ধৃত আছে। ছদ্মনাম কবিদের একজন হইলেন 'রজক-সরস্বতী'। রজকিনী বামী ও চণ্ডীদাস দুজনের একজন অথবা দুজনেই এই নামের অন্তরালে গুপ্ত থাকিতে পারেন।
৯৮ স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা সোনা হয়, চিন্তামণি ইচ্ছাফল দান করে।
৯৯ অর্থাৎ যদৃচ্ছ। তুলনীয় উপনিষদের "যমেবৈষ বৃনুতে।"
১০০ স ১৯৫২ (১)।
১০১ তুলনীয় 'স্বরূপদামোদরের কড়চা' (১২৭৯ সালে লেখা পুথি)

"শ্রীনিবাস প্রভু আচার্য ঠাকুর পূর্বে ছিলা বিদ্যাপতি কবিরত্নপুর
সহজ সেবার ধর্ম অঙ্গীকার করি যার প্রেমে বশ প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।"

১০২ ক ৩৯৫৮ (লিপিকাল ১২৪২ সাল), স ১৮২ (লিপিকাল ১২৬৬ সাল), ক ৪২৫৬ গ ৫৪১৩ বি ৩২৪।
১০৩ স ৩১৮। সা-প-প ৬ পৃ ৩১-৪৯ (লিপিকাল ১২১৬ সাল)।
১০৪ গ ২৯৬৬।

১০৫ সা-প-প ৬ পৃ ৪৯ (লিপিকাল ১২২২ সাল)।
১০৬ স ৫৯।
১০৭ গ ৩৫৮৫ ইত্যাদি বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।
১০৮ গ ৪৮৭৫ (ভনিতায় আছে, "শ্রীশাটি নকুল পদ মস্তকে বন্দিয়া")।
১০৯ সা-প প ৮ পৃ ৩২।
১১০ প ৩২৯ প ৩৪০ (লিপিকাল ১১৮১ সাল)।
১১১ স ৩৫৩। সা প প ৮ পৃ ৩৩।
১১২ সা-প-প ৬ পৃ ৫৮।
১১৩ গ ৫৪৩০ (লিপিকাল ১১৮২ সাল)।
১১৪ গ ৩৫৯০। পুস্তিকাটির নামান্তর নিলৌকিকসাধচিন্তামণি। পুস্তিকাটি বৃন্দাবনদাসের নামেও পাওয়া গিয়াছে। (ক ৫০৩৪, ক ৫০৩৫)।
১১৫ বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক প্রকাশিত। পুথি—সা প প ৬ পৃ ৭০ ৭১ (লিপিকাল ১০৮২ মল্লাব্দ)।
১১৬ ৪৯৮৭ ক ১৩৮৮ (লিপিকাল ১৭৬১ মল্লাব্দ)।
১১৭ প ৩৬০।
১১৮ সা প প ৯ পৃ ৩৮।
১১৯ সা প প ৬ পৃ ২৫৫ ২৫৬
১২০ বেণীমাধব দে কর্তৃক প্রকাশিত (সংক্ষিপ্ত আকারে)। পুথি—স ১৫ স ১৯৫ (লিপিকাল ১১৮০ সাল) স ৩২৫ স ৩৩২ গ ৩৯৮৬ (লিপিকাল ১২৪৫ সাল কোন ভনিতা নাই) সা প প ৭ পৃ ১২৭
১২১ স ৩২২ (লিপিকাল ১১৭৩ সাল)।
১২২ স ৩৪১। লেখক বলিয়াছেন যে তিনি মূল রসাত্মসিন্ধু অনুসরণ করিয়াছেন। লেখকের গুরু ছিলেন রামচন্দ্রদাস।
১২৩ সা প প ৬ পৃ ৭৩ (লিপিকাল ১২৪৭ সাল)।
১২৪ প ৩৬৮।
১২৫ সা প প ৬ পৃ ২৩৬।
১২৬ সা প প ৬ পৃ ৭৭ (লিপিকাল ১২০৩ সাল)।
১২৭ স ২৫৭ (লিপিকাল ১০৮৩ সাল)। প ৩৯৪ (লিপিকাল ১০৭২ সাল) সা প প ৮ প ৪৯ ৫১
১২৮ শ্রীহট্ট সাহিত্যপরিষদের পুথি ৬৫ (লিপিকাল ১০৫১ সাল)
১২৯ বেণীমাধব দে কর্তৃক প্রকাশিত
১৩০ ক ১৩৯১ (লিপিকাল ১০৬৩ মল্লাব্দ)
১৩১ স ২৫৭ পত্র ৭ ক খ। স্বরূপবর্ণনের ১০৭২ সালে লেখা একটি পুঁথি (বি ১৭৮৫) শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সঙ্কলিত পুথিপরিচয়ে (৩ খ) সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে
১৩২ অর্বাচীন একটি পুথিতে (সা প প ৮ প ৫৫ ৫১ এই খানে শ্রীনিবাস নরোত্তম ও জীবগোস্বামীর প্রসঙ্গ আছে
১৩৩ ক ৫০৩৪ ক ৫০৩৫।
১৩৪ নরোত্তমবিলাস দ্রষ্টব্য।
১৩৫ স্বরূপদামোদর কড়চা (পরবর্তিলিখিত পুথি)
শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মাথান রসের সাগর তাঁহ চিবায়ু বন্দিব।
চারি যুগে আছেন প্রভু কেহ নাহি বুঝে সতত আনন্দ হৈয়া রসময় রাজে।
১৩৬ প্রথম খণ্ড দ্বাদশ পরিচ্ছেদে পঞ্চম উপচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
১৩৭ ক ২৫৩০ (১২৩২ সাল)।
১৩৮ গ ৫৩৬ ।
১৩৯ গ ৪৯৮৯ (প্রথম অংশ)। বি ১৪৯১ (৫ পাতা ১১৮৬ সাল)।
১৪০ ক ১২১২।
১৪১ ক ১৩১২।
১৪২ বি ১০৮।
১৪৩ বি ৫০৪।
১৪৪ বি ৯৭০ (২ পাতা ১১৮৬ সাল)।
১৪৫ ৩ পাতার পুথি শ্রীআনন্দমোহন বসু সংগৃহীত (মোলপুর কলেজ পত্রিকা)।

১৪৬ রামগোপালদাসের রসকল্পবল্লীতে যে মুকুন্দদাস গোস্বামীর নাম আছে তিনি ইনি হইতে পারেন। ইনি সম্ভবত মদনমোহনের সেবাধিকারী হইয়াছিলেন। সেই সূত্রে কবিরাজের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা সম্ভব।

১৪৭ স ২৯৯ (লিপিকাল ১২১৭ সাল)। সা-প-প ৫ পৃ ৭৪-৭৫।

১৪৮ "গোসাঞি মুকুন্দদেব কবিরাজ আশ্রয়, তাঁর কৃপা হৈল যারে তিহঁ মহাশয়।
দেখ দেখি মুকুন্দদেব রাজপুত্র ছিলা, সকল ছাড়িয়া তিহঁ আশ্রয় হইলা।
ঐশ্বর্য ছাড়িয়া তিহঁ বৈরাগ্য হইলা, তবে কৃষ্ণদাস তাঁরে বহু কৃপা কৈলা।
সেই মুকুন্দদেব কৈলা গ্রন্থের বর্ণন, সংস্কার (-সংস্কৃত ?) গ্রন্থ কৈল পটলনিরূপণ।"

১৪৯ পত্র ২৭-৩০।

১৫০ স ১৪৯ (লিপিকাল ১১৯৯ সাল), সা-প-প ৭ পৃ ১২৭। ইহারই সংক্ষিপ্ততর রূপ নারায়ণদাস বাউলের নামে ছাপা হইয়াছে (বিদ্যারত্ন প্রেস ১৩২৯ সাল)।

১৫১ স ২৯৭।

১৫২ লিপিকাল ১২২১। পত্রসংখ্যা ৯।

১৫৩ "সেই পুথি কৃপা করি দিলেন আমারে, সমস্কার বুঝিতে নারি ফিরে দিলাম তারে।
তবে মুকুন্দদেব বুঝি মোর মন, সমস্কার ভাঙ্গিয়া করিতে লিখন।
মোর হাতে কলম দিয়া লেখালে আপনে'।"

১৫৪ ভনিতার নমুনা,
"পীতবর্ণ ফলের রস সাধক করে আশ, রায় রামানন্দ কহে শ্রীকৃষ্ণবিলাস।"

১৫৫ স ১৭৮, ক ২০৮৯। পুরা নাম 'শ্রীশ্রীচৈতন্যপ্রেমতত্ত্বমর্মনিরূপণ'।

১৫৬ স ১৯৫২ (৩) পত্রসংখ্যা ২৭। সম্পূর্ণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে লেখা।

১৫৭ দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ শ্লোক।

১৫৮ "শ্রীকৃষ্ণানন্দপদদ্বন্দ্বং চিন্তয়ামি পুনঃ পুনঃ" (সপ্তম অধ্যায়)।

১৫৯ ক ১২১৭।

১৬০ বেণীমাধব দে কর্তৃক প্রকাশিত (১৩২৪) সংক্ষিপ্তরূপে। পুথি—৫৩৭০, সা-প-প ৫ পৃ ৭১।

১৬১ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত (১৩১৫), সংক্ষিপ্ত আকারে। পুথি—সা-প-প ৬ পৃ ৭৭ (লিপিকাল ১২৫২ সাল)।

১৬২ গ ৪৯৪২।

১৬৩ ক ৩৫১১। (পত্রসংখ্যা ৯)।

১৬৪ ক ১২০২।

১৬৫ প ৪৯৪১।

১৬৬ স ২৫৪, স ৪৭৯৫।

১৬৭ বেণীমাধব দে কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্তরূপে। পুথি-সা-প-প-৬ পৃ ২৫৭।

১৬৮ গ ৩৯৬৮ (লিপিকাল ১২৪২ সাল)।

১৬৯ প ৩৬৬ (লিপিকাল ১২১৩ সাল)।

১৭০ ক ২৪২৮।

১৭১ ক ১৪২৮ (লিপিকাল ১২৭৬ সাল)।

১৭২ সা-প-প ৬ পৃ ২৫৭।

১৭৩ স ২৭৮, গ ৪৯০৪ (লিপিকাল ১২৩৬ সাল)।

১৭৪ ক ১২২২।

১৭৫ বি ৩১৬।

১৭৬ বেণীমাধব দে কর্তৃক প্রকাশিত (১৩০৯ সাল)।

১৭৭ স ২১০, গ ৪৮৬৩।

১৭৮ বি ৩১৭।

১৭৯ শ্রীকালীপদ সিংহ (বীরভূম) সংগৃহীত পুথি।

১৮০ বেণীমাধব দে কর্তৃক প্রকাশিত।

১৮১ ক ১৯৪৯।

১৮২ ক ১৯৬৩ (১২৬৭ সাল)।

১৮৩ ক ৪৯৭৫।

১৮৪ সা-প-প ৬ পৃ ৬৭।

১৮৫ ক ১২৫৫।

১৮৬ অজস্র পুথি পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- গ ৪৯৭৩ (লিপিকাল ১১২৩ সাল), গ ৪৯১৫ (লিপিকাল ১২৪২ সাল), স ৮০ (লিপিকাল ১২৫০ সাল)। স ৩১৯, সা প-প ৮ পৃ ৪০ ৪১ বি ১৪৮২ (পত্রসংখ্যা ১৫)—পুথিপরিচয়ে (তৃ খ) সম্পূর্ণ মুদ্রিত।

১৮৭ স ৫২৫, সা-প-প ৮ পৃ ৪১ (লিপিকাল ১২৫৯ সাল)।

১৮৮ সা-প-প ৮ পৃ ৫১।

১৮৯ স ১৬।

১৯০ ব্রজসুন্দর সান্যাল কর্তৃক 'শিববহসা' নামে প্রকাশিত (প্রদীপ ১৩১০ পৃ ২৬৮ ২৭১) পুথি স ১৬৫ ক ৬০৫৭, গ ৪৯৮৯ (শেষ অংশ), সা-প-প ৬ পৃ ২৫৬ (লিপিকাল ১১৬৪ সাল)।

১৯১ বি ৪৭।

১৯২ শ্রীঅজয়কুমার কয়াল সংগৃহীত পুথি।

১৯৩ ক ৪৮৭১ (লিপিকাল ১২৭২ সাল)।

১৯৪ পৃ ৩৫২।

১৯৫ প ৩৫২।

১৯৬ কয়াল-সংগৃহীত পুথি (লিপিকাল ১১৭৪ সাল) প ৩৫৭ বি ১৩১৫—পুথিপরিচয়ে (তৃ খ) সম্পূর্ণ মুদ্রিত। পুথির লিপিকাল ১৬৮৩ শকাব্দ।

১৯৭ প ৩৫৩, প ৩৫৪, সা-প প ৬ পৃ (১১৫০ সাল)। 'নামাস্তব বৈষ্ণববন্দনা'

১৯৮ ক ১৪৯৭।

১৯৯ সা-প-প ৬ পৃ ৮০(১২০৯সাল)। নবোত্তমদাসের এবং অন্যান্য বৈষ্ণবের নামেও হাটপত্তন পাওয়া গিয়াছে।

২০০ ক ২৭৭৮ (লিপিকাল ১২১১ সাল)।

২০১ গ ৪৯২৬ (লিপিকাল ১২৪৬ সাল) গ ৪৯৫১ (লিপিকাল ১২২৭ সাল) গ ৪৯৬৫ গ ৫৪৪৫।

২০২ গ ৩৬১৯।

২০৩ স ১০৬।

২০৪ "শ্রীকান্ত চরণে যাহার অভিলাষ"।

২০৫ বি ২৫০।

২০৬ বি ২৫৩।

২০৭ ক ১৩৮৮ (লিপিকাল ১০৬১ মল্লাব্দ)।

২০৮ বি ২৭২।

২০৯ বি ২৩২।

২১০ সা-প-প ৬ পৃ ৫৪।

২১১ ক ১১৪৫ (লিপিকাল ১০৮২ মল্লাব্দ)

২১২ সা-প প ৬ পৃ ৬৬ (লিপিকাল ১২৬৬ সাল)।

২১৩ ক ৩৫৩৭।

২১৪ বি ৫৮।

২১৫ সা-প-প ৬ পৃ ৬০।

২১৬ গ ৫৪২৩, প ৩৩৯ (লিপিকাল ১১০৯ মল্লাব্দ ?) ক ১৯৫৯। সা প প ৩ পৃ ৭৬ ৭৭ (লিপিকাল ১১৯৫ সাল)।

২১৭ বি ৮৪।

২১৮ বি ১২৭৩ (সাত পাতার পুথি) পুথিপরিচয়ে (তৃ ) সম্পূর্ণ মুদ্রিত বচনাটি বেশ অর্বাচীন রচনা। আরবী "আসক" শব্দ আছে

২১৯ গ ৪৮৯৫।

২২০ গ ৪৯৬৮।

২২১ গ ৫৩৮২।

২২২ গ ৪৯৩৪।

২২৩ ক ১৬৮৩।

২২৪ "যার গুরু নিত্যানন্দ কহে প্রেমদাস"। পুথির লিপিকাল ১২২০ সাল।

২২৫ সা-প-প ৬ পৃ ৫৭।

২২৬ পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য।
২২৭ প ৩৫০, বা-প্রা-পু-বি ৩-৩ পৃ ১৪১-১৪২।
২২৮ মুদ্রিত (১৮৫৭), সচিত্র।
২২৯ প ৩৭১ (লিপিকাল ১৬৯৬ শকাব্দ) প ৩৪৩ (লিপিকাল ১৭১৫ শকাব্দ) বা প্রা পু বি ৩ ৩ পৃ ১৩৪ ১৫৮।
২৩০ কোন কোন পুথিতে লেখককে সদগোপ ও বীরভূমে শিউড়ী নিবাসী বলা হইয়াছে। ইহা লিপিকরের পরিচয় বলিয়া মনে করি।
২৩১ ক ৩৫০৬ (পত্রসংখ্যা ৩৫) ক ৩২২২ (লিপিকাল ১২৬৩ সাল)।
২৩২ খ ১৮৩, সা-প প ৫ পৃ ৭২।
২৩৩ গ ৪৮৭৯।
২৩৪ সা প প ৫ পৃ ৭৭।
২৩৫ ক ২৬০৬ (লিপিকাল ১৮৮৩ মল্লাব্দ)।
২৩৬ বা-প্রা পু বি ১ ১ পৃ ৯। চাটগাঁয়ের পুথি।
২৩৭ ক ২৫৮৯ (লিপিকাল ১২০৭ সাল)।
২৩৮ ক ২৫৯০ (লিপিকাল ১২০৭ সাল)।
২৩৯ ক ১২২৯ (লিপিকাল ১২১৭ সাল)।
২৪০ সা প-প ৮ পৃ ৩৩ ৩৪।
২৪১ শ্রীকালীপদ সিংহের (বীরভূম) পুথি।
২৪২ বা প্র পু-বি ১ ১ পৃ ১ ২।
২৪৩ সা প প ৪ পৃ ৩২০।
২৪৪ বীরভূমি ১৩২৩ পৃ ৬৪২ বা-প্রা পু বি ২ ১ পৃ ১৮ ২১ ৪৫।
২৪৫ গ ৫০০০ (১১৬৩ সাল)।
২৪৬ গ ৫৩৮৯ সা প প ৬ পৃ ৭২ ৬৩ (১২৭৬ সাল)।
২৪৭ বি (১১৭২ সাল)। সা প-প ১৩ পৃ ১৬৯ (১১৮২ সাল)।
২৪৮ পূর্বে দ্রষ্টব্য।
২৪৯ গ ৪৯৫০ (লিপিকাল ১১৯৩ সাল)।
২৫০ সা-প প ৬ পৃ ২৫৩ ২৫৪।
২৫১ প ৩৪৫।
২৫২ সা-প প ৮ পৃ ১৮৮ ১৮৯ (লিপিকাল ১৬৯৬ শকাব্দ)।
২৫৩ গ ১৯২৭।
২৫৪ গ ৪৯০১ (১১৮৯ সাল)।
২৫৫ স ১৭৩ (উত্তরবঙ্গের পুথি)।
২৫৬ বি (১২৪৮ সাল)।
২৫৭ সা-প-প ১৩ পৃ ১৭১ (উত্তরবঙ্গের পুথি)।
২৫৮ সা-প-প ৬ পৃ ১২৮।
২৫৯ দাস-সংগৃহীত পুথি (৮ পাতা, লিপিকাল ১৭২১ শকাব্দ)। উজ্জ্বলনীলমণি অবলম্বনে নায়কনায়িকার বর্ণনা। রচয়িতা নিজেকে "ভাগ্যমন্ত মিত্রপুত্র" বলিয়াছেন।
২৬০ ক ১৭০২।
২৬১ ক ১৯৪৭।
২৬২ ক ১৬০৪ (১২১২ সাল)।
২৬৩ ক ১২৪৫।
২৬৪ ক ১২৭৬ (লিপিকাল ১২৩৩ সাল)।
২৬৫ ক ১৫৫০।
২৬৬ গ ৫৩৬৫
২৬৭ সা-প-প ৮ পৃ ১৮৭।
২৬৮ গ ৪৮৯০ (লিপিকাল ১১৯০ সাল), গ ৪৯৫৪ (লিপিকাল ১২৩৪), সা-প-প ৬ পৃ ৮০ (লিপিকাল ১১৭৫ সাল), সা-প-প ১৩ পৃ ১৭৭।
২৬৯ সা-প-প ৮ পৃ ৪০।
২৭০ ক ২১৭৯।

২৭১ প ৪৯২৩ (লিপিকাল ১২৬৭ সাল)।
২৭২ ক ১৮২২ (লিপিকাল ১২১০ সাল)।
২৭৩ বি ১০৬।
২৭৪ ক ৩৫০৪ (পত্রসংখ্যা ৩০)।
২৭৫ ক ১৯৬৫ (লিপিকাল ১২৫০ সাল)।
২৭৬ সা-প প ৬ পৃ ৫৭।
২৭৭ ক ১১৮৩।
২৭৮ ক ১২৬৪।
২৭৯ ক ১৯২৯ (লিপিকাল ১২৬৫ সাল)।
২৮০ ক ১১৫৪ বি ৩১৭।
২৮১ ক ১৩৯৫।
২৮২ বা প্রা পু বি ১ ১ পৃ ১৭ (চাটিগাঁয়ের পুথি)
২৮৩ সা-প প ৬ পৃ ৭৫
২৮৪ প ৩৪৮ বা প্রা পু বি ৩ ৩ পৃ ১৩৯ ৫১। এই পুথিতে কবিকর্ণপুরের রচনা মিশিয়া গিয়াছে।
২৮৫ সা প প ৫ পৃ ২৮৮ ২৯১।
২৮৬ রবাহনগর গৌরাঙ্গ মন্দিরের সংগ্রহ। শ্রীশ্রীনিত্যসুন্দরের বংশের বৃত্তান্ত ১৩৪৪ দ্রষ্টব্য। ভক্তিরসার্ণব পুথির লিপিকাল ১২১৮ সাল।
২৮৭ স ৪৭৮।
২৮৮ স ২১৬।
২৮৯ স ৩৬২ (লিপিকাল ১২৫২ সাল)
২৯০ স ৩৬৪ (লিপিকাল ১২৬৮ সাল)।
২৯১ প ৩৩৮ (লিপিকাল ১১৭৫ সাল)।
২৯২ সা প প ৮ পৃ ৩৮ (উত্তরবঙ্গের পুথি)
২৯৩ স ৪০০।
২৯৪ স ৫২৫।
২৯৫ সা প-প ৮ পৃ ৩৫ (উত্তরবঙ্গের পুথি)।
২৯৬ সা-প-প ৬ পৃ ৭২ (লিপিকাল ১০৮২ মল্লাব্দ)
২৯৭ প ৩৫৫।
২৯৮ গ ৪৮৬৫ (লিপিকাল ১১৮৩ সাল)।
২৯৯ গ ৪১৩২ (লিপিকাল ১১৯৩ সাল)।
৩০০ স ৩৬১ (লিপিকাল ১২২৯ সাল)।
৩০১ সা প প ৮ পৃ ১৮৩। শিবচন্দ্র শীল সম্পাদিত 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত' পৃ ৪৬ দ্রষ্টব্য।
৩০২ স ২৯৮।
৩০৩ স ২১৭।
৩০৪ স ৩৯০ (লিপিকাল ১২২১ সাল)।
৩০৫ গ ৪৯৭২।
৩০৬ সা-প-প ৬ পৃ ৬৭।
৩০৭ স ২৭১।
৩০৮ স ১৭।
৩০৯ প ৩৫৮।
৩১০ প ৭৯ (লিপিকাল ১১৭০ সাল)।
৩১১ সংক্ষিপ্তরূপে মুদ্রিত। পুথি গ ৫৩৫৩, এবং শ্রীআশুতোষ দাসের সংগৃহীত পুথি।
৩১২ সা-প-প ৮ পৃষ্ঠা ৪২।
৩১৩ সা-প-প ৮ পৃ ৪২।
৩১৪ ৮ পাতার পুথি, লিপিকাল ১৬৪২ শকাব্দ। উজ্জ্বলনীলমণি অনুসারে নায়কনায়িকার বিচার।
৩১৫ বেণীমাধব দে কর্তৃক প্রকাশিত।
৩১৬ বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক প্রকাশিত। পরে অপরেও প্রকাশ করিয়াছে। পুথি স ৪২৭ (লিপিকাল ১১৯০ সাল), প

৩৮ (লিপিকাল ১১২৫ সাল), গ ৩৫৯২ (লিপিকাল ১০৯৭ মাঘাব্দ ?)
৩১৭ গ ৩৫৮৭ (লিপিকাল ১১১০ সাল)।
৩১৮ গ ৩৭১৬ (লিপিকাল ১২২৮ সাল)।
৩১৯ প ৩৬৩ (লিপিকাল ১২২১ সাল)।
৩২০ প ৩২১ (লিপিকাল ১৭১৭ শকাব্দ)।
৩২১ গ ৪৯১৭, গ ৫৪৩৪।
৩২২ স ১৭৯ (লিপিকাল ১১৬৮ সাল)।
৩২৩ প ৩৬৬ (লিপিকাল ১১৮৩ সাল)।
৩২৪ স ৩৩৪।
৩২৫ সা-প-প ৬ পৃ ২৫৪। (লিপিকাল ১৬০৩ শকাব্দ)।
৩২৬ বহুবার মুদ্রিত। পুথি—প ৩১৪ (লিপিকাল ১০৯৬ সাল), গ ৩৭২২ (লিপিকাল ১৬৭৮ শকাব্দ)।
৩২৭ প ৩২৩ (লিপিকাল ১৬১৯ শকাব্দ)।
৩২৮ প ৩২৩।
৩২৯ গ ৪৯০৯।
৩৩০ শ্রীহট্ট সাহিত্যপরিষৎ পুথি ৬৯ (লিপিকাল ১২৪৫ সাল)।
৩৩১ বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক প্রকাশিত। পুথি—সা প প ৫ পৃ ৬৯ দ্রষ্টব্য।
৩৩২ ক ৩৩৯৬ গ ৪৯৫৮।
৩৩৩ গ ৪৯১৬।
৩৩৪ গ ৪৯৭৫।
৩৩৫ গ ৪৮৮১
৩৩৬ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত (১৩৩২) কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে। পুথিও মিলিয়াছে
৩৩৭ সম্বদুনর্বিংশে পূর্ণা গোবিন্দকুণ্ডরোধকে।
গোবর্ধনতটে যষ্টিকাদকে কার্তিকে মাসে ॥
শ্লোকটিতে ছন্দে ভুল আছে।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ
## ভারত-আখ্যান ও রাম-কথা

### ১ ভারত-আখ্যানের অনুসরণ

শুনিতে আশ্চর্য লাগিবে যে সপ্তদশ শতাব্দীতে পাণ্ডববিজয় ও ভারত-পাঞ্চালী আমরা এখন যতটা মনে করি ততটা বহুপ্রচলিত ও জনসমাদৃত ছিল না। কৃষ্ণলীলা কাব্যের মধ্য দিয়া ও বিবিধ পুরাণের আখ্যায়িকা-অংশের অনুবাদের দ্বারা এমন কিছু কিছু কাহিনী সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল যাহা আমরা পরে মহাভারতের মধ্যে সংনদ্ধ করিয়াছি। আসলে পড়িয়া শুনাইবার জন্যই বাঙ্গালা মহাভারতের—যাহা ছাপা হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে কাশীরামের নামের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া গিয়াছে—তাহার প্রয়োজনীয়তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভালো করিয়া এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে একান্ত করিয়া অনুভূত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পাণ্ডববিজয় পাঞ্চালীর প্রসার সপ্তদশ শতাব্দীতে কমিয়া আসিলেও লুপ্ত হয় নাই, এবং যাঁহাদের আমরা এখন সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মুখ্য ভারত-পাঞ্চালী রচয়িতা বলিয়া গণ্য করি তাঁহাদের রচনা কবীন্দ্র পরমেশ্বরদাসের ও কোচবিহার রাজসভার রচনাবলীকে আত্মসাৎ করিয়াই বিবর্ধিত হইয়াছে। তাছাড়া কোন কোন লেখক মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যান—যেমন নলদময়ন্তীর কাহিনী, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-কথা ইত্যাদি—অবলম্বন করিয়া আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন। এগুলিও সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর "মহাভারতকবি"রা আত্মসাৎ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী লেখকদের কাছে ইঁহাদের ঋণের পরিমাণ কী এবং নিজেদের মৌলিকতাই বা কতটুকু তাহা কাশীদাস (দেব), নন্দরাম দাস, নিত্যানন্দ ঘোষ, রামচন্দ্র খান, তথাকথিত "সঞ্জয়"—ইত্যাদির পুথি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার ও বিশ্লেষণ না করা হইলে নির্ণয় করা যাইবে না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা বলিয়া আমরা এখন তিনটি রচনাগুচ্ছকে ধরিতে পারি। দুইটি পশ্চিমবঙ্গের—কাশীরাম-প্রমুখের ও নিত্যানন্দ ঘোষের, একটি পূর্ববঙ্গের তথাকথিত "সঞ্জয়"এর। প্রথম ও তৃতীয় রচনাগুচ্ছ দুইটিকে "ভারত-পাঞ্চালী সংহিতা' বলাই সঙ্গত ॥

## ২ কাশীদাসি সংহিতা

কাশীরামের বংশ-পরিচয় তাঁহার কাব্যেব পুথিতে[১], আদি-পর্বেব শেষে, সামান্য কিছু আছে। তাহার চেযে বেশি আছে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধবের রচনায। গদাধবদাস 'জগৎমঙ্গল' (নামান্তব 'জগন্নাথমঙ্গল') নামে একটি গ্রন্থ বচনা করিযাছিলেন। বিষয় জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যকাহিনী। উপাদান স্কন্দপুরাণ (উৎকলখণ্ড) ও ব্রহ্মপুবাণ হইতে গৃহীত। কটকেব নিকটবর্তী মাখনপুর গ্রামে থাকিয়া তিনি বইটি লিখিয়াছিলেন ১৫৬৪ শকাব্দে, ১০৫০ সালে (=১৬৪৩ অব্দে)। তখন উৎকলে রাজা নরসিংহদেব, এবং সম্রাট শাহজাহানেব রাজ্যাঙ্ক ১৫ (অথবা ১৬)।[২] আত্মপরিচয়ে গদাধব তাঁহাব দশ পুরুষেব নাম দিযাছেন এবং বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতা দেশ ছাড়িযা আসিযা উৎকলে[৩] বাস করিযাছিলেন। গদাধবেব উক্তি যথাযথ গদ্যে পরিবর্তিত করিয়া দিতেছি।

> 'ভাগীবথীব তীবে ইন্দ্রাযনী (<ইন্দ্রাবনী, =ইন্দ্রানী) নামে "বাটী" (অর্থাৎ অঞ্চল বা "পরগনা")। তাহাব মধ্যে "সিদ্ধি" (অথবা "সিঙ্গি") গ্রাম বিখ্যাত ("প্রতিষ্ঠিত")। সে গ্রাম অগ্রদ্বীপেব ঠাকুব গোপীনাথেব সেবাভূমি ("পদতলে")। সেখানে আমাব নিবাস।
>
> 'সেখানে বাস কবিযাছিলেন শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় (কাযস্থ) দৈত্যাবি দেব। তাঁহাব পুত্র হরিভক্ত ("সদা সেবে হবি") দামোদব, দামোদবেব দুই পুত্র—দুববাজ (<যুববাজ) ও শুভবাজ। দুবরাজেব পুত্র মীনকেতন। তাঁহাব পুত্র ধনঞ্জয। ধনঞ্জযেব তিন পুত্র—বঘুপতি[৪] ধনপতি ও নবপতি। বঘুপতিব পাঁচ পুত্র—প্রিযঙ্কব, সুবেশ্বব, কেশব, শ্রীমুখ ও শ্রীধব। প্রিযঙ্কবেবও পাঁচ পুত্র—যদু, সুধাকব, মধু, শ্রীবাম ও বাঘব। সুধাকবেব তিন পুত্র—শ্রীমন্ত, কমলাকান্ত ও চণ্ডীদাস। কমলাকান্ত-দেব পৈতৃক নিবাস ত্যাগ কবিয়া জগন্নাথ দেখিযা উড়িষ্যায় বাস কবিলেন।[৫]
>
> 'কমলাকান্তের তিন পুত্র—শ্রীকৃষ্ণদাস (অথবা কৃষ্ণদাস), কাশীদাস[৬] ও গদাধবদাস। সেই কনিষ্ঠ দীন গদাধবদাস এই জগৎমঙ্গল কথা প্রকাশ কবিল।'

কাশীরামের কাব্যের পুথিতেও এই কথাই আছে তবে প্রপিতামহের পূর্ববর্তী কোন পুরুষেব নাম নাই এবং পিতাব দেশত্যাগ ও ওড্রবাস সম্বন্ধেও উল্লেখ নাই। তবে কাশীবামের আত্মপরিচয়ের মধ্যে নয়, বচনাব মধ্যে ভনিতায়[৭] হরিহরপুব-নিবাসী পুরুষোত্তম-পুত্র অভিরাম[৮] মুখুটিব যেভাবে উল্লেখ আছে তাহাতে ইঁহাকে কাশীরামেব নিজের অথবা পারিবাবিক শিক্ষা কিংবা দীক্ষা গুরু বলিয়া মনে হয়।

> হবিহবপুব গ্রাম সর্বগুণধাম
> পুরুষোত্তম-নন্দন মুখুটি অভিরাম[৮]।
> কাশীদাস বিবচিল তাঁব আশীর্বাদে

এই হরিহরপুর আধুনিক কালেব ঝাড়গ্রামের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল বলিযা মনে করি।

কাশীরামের জীবৎকাল সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করিতে পাবি যে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক। ১৬৪৩ অব্দে যখন গদাধর জগৎমঙ্গল রচনা করেন তখন তাব বেশ কিছুকাল আগেই সম্ভবত কাশীরাম ভারত-পাঞ্চালী রচিয়াছিলেন।

কাশীরামেব কাব্যেব বচনাকাল সম্বন্ধে যেটুকু তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা খুব নির্ভরযোগ্য না হইলেও আপাতত নেওয়া চলে। ১২২৬ সালে (=১৮১৯ অব্দে) লেখা

একটি বিবাট-পর্বেব পুথিব[৯] শেষে বচনাসমাপ্তিকাল দেওযা আছে—"চন্দ্র বাণ পক্ষ ঋতু" অর্থাৎ ১৫২৬ শকাব্দ (=১৬০৪-১৬০৫ অব্দ)। বিষ্ণুপুবেব বাজা বাধাদামোদব সিংহেব আমলে লেখা আদি-পর্বেব একটি পুথিতে[১০] বচনাকাল এইভাবে দেওযা আছে,

শকাঙ্ক বিধুমুখ[১১] বহিলা তিন গুণে
কক্মিণীনন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে।

যোগেশচন্দ্র বায বিদ্যানিধি মহাশয এই হেঁযালি ভাঙ্গিযা ১৫২৪ শকাব্দ ( ১৬০২ অথবা ১৬০৩) পাইযাছেন।[১১ক] ১৫২৬ শকাব্দে বিবাট পর্ব বচিত হইলে ১৫২৪ শকাব্দে আদি পর্বেব বচনাকাল হওযা অসঙ্গত নয। কিন্তু সমস্যাব সমাধান যোগেশচন্দ্র যেভাবে কবিযাছেন তাহাতে ১৬০৪ শকাব্দেব সঙ্গে মিলাইবাব জন্য বিশেষ প্রযাস প্রকটিত।

আসল কথা এই যে উল্লিখিত আদি-পর্বেব পুথিব শেষে দেওযা কাল লিপিসমাপ্তিব তাবিখ, বচনা সমাপ্তিব নয। ববেন্দ্র বিসার্চ মিউজিযমেব সংগ্রহে বক্ষিত কাশীবামেব আদি পর্বেবএকটি পুথিব[১২] অংশ হইতে জানা যায যে এই পর্যন্ত লেখা শেষ হইযাছিল ১৮ পৌষ ১৭২০ শকাব্দে (১৭৯৯ অব্দে) বর্ধমান জেলাব হাবেলি পবগণায সাদিপুবেব সন্নিকটে কনকপুব গ্রামে। লিপিকব বামমোহন দাস। গ্রন্থশেষে আত্মপবিচয-ছত্রগুলিব আগে কবিশকাঙ্কেও লিপিকাল দেওযা আছে।

সকাব্দা বিধিমুখ নিন্দি তিন গুণ
কাক্মিণীনন্দন অঙ্কে জলনিধি উন
বৃসবাসি বাবভূত শ্মিতে ( ')
ভাদ্র দিন চন্দ্রহীন গগনে বিদিতে।
মৃগাঙ্গী উদিত উদিত পক্ষ মাস অঙ্ক তিথে
শশিসুত বাসবে দ্বিজেব মনহিতে।
কাশীদাস কৃত নাম বিচিত্র পাণ্ডব
সাধুজন উপাক্ষণ তবিবাবে ভব।
আদিপব ভাবত কেবল সুধাসিন্ধু
এ ভবসংসাব মধ্যে একমাত্র বন্ধু।
পুস্তক লিখিযা মনে আনন্দ জন্মিল
যতন পুবেতে তেই লিখিযা বাখিল

বাধাদামোদব সিংহেব আমলে লেখা পুথিখানি বামমোহন দাসেব লেখা এই পুথিব নকল বলিযা বোধ হইতেছে। শকাঙ্কটিব যোগেশবাবু কৃত সমাধান ভুল বিধিমুখ তিন গুণ নিন্দিত (৪×৩) ১২, কক্মিণীনন্দন ১ অঙ্ক ২। জলনিধি উন' —৭। অতএব সংখ্যাটি হইল ১২১২- -৭ ১২০৫, তবে শক নয সাল। তাহা হইলে ১৭২০ শকাব্দেব সঙ্গে মিলিযা যায।

কাশীবাম ও গদাধব দুই জনেই পৈতৃক নিবাসস্থানেব উল্লেখ কবিযাছেন—ইন্দ্রাবনীব (ইন্দ্রানীব) অন্তঃপাতী এক গ্রাম। সে গ্রামেব নাম সব পুথিতে যে বানানে পাওযা যায তাহা "সিদ্ধি" হইতে পাবে "সিঙ্গি"ও হইতে পাবে। বর্তমান শতাব্দীব গোড়ায যখন পুবানো বাঙ্গালা সাহিত্যেব দিকে শিক্ষিত বাঙ্গালীব অনুবাগ আকৃষ্ট হইতেছিল তখন কোন কোন উৎসাহী গবেষকেব উদ্যোগে কাটোযাব অনতিদূবে সিঙ্গি গ্রামে "কেশে পুকুব" এবং সেই

পুকুরের সন্নিকটে "কাশীবামদাসেব ভিটা" "আবিষ্কৃত" হইয়াছিল। এই স্থানে কাশীবাম-দাসের পৈতৃক নিবাস ছিল কি না তাহাব কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। এটাও ঠিক যে কাশীবামেব পিতা কমলাকান্ত দেশ ছাড়িযা মেদিনীপুর অঞ্চলে (—তখন এই অঞ্চল উৎকলের অন্তর্গত ধরা হইত—) বাস কবিয়াছিলেন। কাশীবামেব জন্ম কোথায হইযাছিল, ভাগীবথীতীবে ইন্দ্রাবনীতে না ওড্রে, তা নির্ণয কবিবাব কোন উপায নাই। কাশীবাম দেশে ফিবিযা আসিযা নিজেব ডাক-নামে পুকুব কাটাইযাছিলেন কি না তাহা উপন্যাস-লেখকেবাই নির্দেশ কবিতে সমর্থ। আমবা জানি অনেক গ্রামেই "কেশে পুকুর" আছে। মজা দীঘিতে প্রচুব কাশ জন্মাইলে তাহা "কেশে পুকুব" নাম পায।

(বর্তমান কালে কাশীবামেব পৈতৃক নিবাস লইযা স্থানীয ব্যক্তিদেব মধ্যে কিছু মতানৈক্যেব সৃষ্টি হইযাছে। একদল বলেন কাশীবামদেব বাস ছিল সিঙ্গিতে, আব একদল বলেন সিদ্ধিতে। সিদ্ধি এখন গঙ্গাগর্ভে, তবে সিদ্ধেশ্বরী-দেবীব নামে সে গ্রামেব স্মৃতি বহিযা গিযাছে। গদাধবেব উক্তি অনুসাবে মনে হয সিদ্ধি (অথবা সিঙ্গি ?) গ্রাম অগ্রদ্বীপেব নিকটবর্তী ছিল। একথা মানিযা লইলে কাটোযা-সিঙ্গিব দাবি স্বীকাব কবা যায না।)

কাশীবাম সংস্কৃত মহাভাবত অনুবাদ কবেন নাই। কাশীবাম কেন, ঊনবিংশ শতাব্দীব আগে কোন বাঙ্গালী কবিই সংস্কৃত মহাভাবত-বামাযণেব "অনুবাদ" কবেন নাই। তাঁহাবা মহাভাবত-বামাযণেব কাহিনী মোটামুটি অবলম্বন কবিযাছিলেন, এই মাত্র। কাশীবাম সম্পূর্ণ মহাভাবত-কাহিনী লিখেন নাই অথবা লিখিযা যাইতে পাবেন নাই। কতদূব অবধি কাশীবামদাসেব লেখা সে বিষযে নানাবকম উক্তি মিলিতেছে। আদি পব সবচেযে বিস্তৃত বচনা এবং শুধু এই পর্বেবই শেষে কাশীবামেব আত্মপবিচয আছে। এই প্রমাণে বলিতে হয কাশীবাম শুধু আদি পর্বই লিখিযাছিলেন। উদ্যোগ-পর্বেব কোন কোন পুথিতে নন্দবামেব ভনিতা আছে, আত্মপবিচযও আছে।[১৫] নন্দবাম বলিতেছেন যে কাশীবাম তাঁহাব খুড়া। বিবাট-পর্ব পর্যন্ত লিখিবাব পবে খুড়ামহাশযেব পবেলোকপ্রাপ্তি হয। মৃত্যুব আগে গঙ্গাতীবে ত্রিবেণীতে যাইবাব সময়ে তিনি নন্দবামকে ভাবত-পাঁচালী সম্পূর্ণ কবিতে অনুবোধ কবিযাছিলেন। (একথা সত্য হইলে কাশীবাম গঙ্গা হইতে দূবতব স্থানে ছিলেন কাটোযায নয। উৎকল হইতে সবচেযে নিকটবর্তী গঙ্গাতীব হইল ত্রিবেণী।)

কাশীদাস মহাশয বচিলেন পোথা
ভাবত ভাঙ্গিযা কৈল পাণ্ডবেব কথা
ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিঁহো খুল্লতাত
প্রশংসিযা আমাবে কবিল আশীর্বাদ।
আয়ুত্যাগে আমি বাপু যাই পবলোক
বচিতে না পাইল পোথা বহি গেল শোক।
ত্রিপথগা যাই আমি কহিযা তোমাবে
বচিবে পাণ্ডব-কথা পবম সাদবে।
আশীর্বাদ দিযা মোবে গেলা সেই জন
অবিবত ভাবি আমি শ্যামেব চবণ।
কাশীদাস মহাশয আশীর্বাদ দিল
তাঁহাব প্রসাদে আমি পুবাণ বচিল।

কাশীদাস কহে যেই অমৃতসমান ॥
কর্ণপথে সাধু নর সদা কর পান
এতবধি বনপর্ব কাশীদাস কৈল
অবধান করি সবে একান্তে শুনিল
না হইতে বনপর্ব-কথা সমাধান
কাশীদাস করিলেন স্বর্গেরে পয়ান
শেখরতনয় জিত বিচারিয়া মনে
বনপর্ব অবশেষ করিল রচনে।
সুন সুন সাধু লোক হইয়া সাবধান
শুনিলে পরম সুখ জন্মে দিব্যজ্ঞান

কে এই শেখর তনয় জিত ?

কাশীরাম যে তিন-চার পর্বের বেশি লিখেন নাই সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও অশ্রুত ছিল না। কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত গদ্য মহাভারতের উপসংহারে (১৮৬৬) এই কথা আছে,

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর
ধন্য হইল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস
তিন পর্ব ভারত যে করিল প্রকাশ

এই উক্তির অপরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায় শ্রীরামপুর প্রেস হইতে কাশীদাসের গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে। প্রথমে শ্রীরামপুর প্রেস হইতে মাত্র বিরাট-পর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল ১৮৩৬ অব্দে। অনুমান হয় যে পুরানো পুঁথি না পাওয়ার জন্যই কেরী প্রথমে সম্পূর্ণ মহাভারত প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

কোন কোন পুঁথির ভনিতা হইতে জানা যায় যে নন্দরামের পিতার নাম নারায়ণ।[১৭] উপরের উদ্ধৃতিতে 'শেখর তনয় জিতে'রও দাবি আছে। একটি ভনিতায় ক্ষেমানন্দ দাসের নাম আছে। ইনি নন্দরামের পুত্র অথবা অনুরূপ স্নেহভাজন ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মনে হয়।[১৮]

কর্ণ পর্বের একটি পুঁথির শেষে যে উক্তি আছে তাহাতে বোঝা যায় যে ১৬৭৫ শকাব্দে (১৭৫৩)[৮] এক লেখক 'কাশীরামের বন পর্বের কলেবর বাড়াইয়াছিলেন। ইনি বলিয়াছেন যে কাশীরাম আদি সভা বিরাট এই তিন পর্ব শেষ করিয়া বন-পর্ব লিখিতে লিখিতে কালপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন—একথা তিনি লোকমুখে শুনিয়াছিলেন।

ধন্য ছিল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস
চারি পর্ব মহাভারত করিল প্রকাশ।
আদ্য সভা বিরাটের রচিল পাঁচালি
তাহা শুনি সর্বলোক ধন্য ধন্য বলি।
পূর্বে তিঁহো আরম্ভ করিলা এই পুথি
কালবশে মৃত্যু তার হৈল দৈবগতি।
অসমাপ্ত উপাখ্যান করি হৈল কালপ্রাপ্ত

বনের বিচিত্র কথা নহিল সমাপ্ত।
আরম্ভ অবধি পড়ি দুঃখ লাগে মনে
চিরদিন চিন্তা ছিল তাহার কারণে
তেকারণে প্রসঙ্গ বনের যত শেষ
পাঁচালি প্রবন্ধে কৈল মনের আবেশ
কাশীদাস বিচার করিয়াছিল পোথা
আমি মাত্র লোকমুখে শুনি সেই কথা।

(কিন্তু বন-পর্ব তো বিরাটের আগে।)

তাহার পর লেখক রচনাকাল ও নিজনাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে কাশীরামদাসের চার পর্বের পর শিবরাম-ঘোষ উদ্যোগ হইতে ছয় পর্ব রচনা করিয়াছিলেন। বাকি আট পর্বের জন্য তিনি পুথি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

ভারত পঙ্কজ পর শ্রেষ্ঠ আরণ্যক
আদি সভা বিরাট বন করিল লিখক
এই চারি পর পুস্তক কাশীদাসি
উদ্যোগ আদি ছয় পর শিবরাম ঘোষি
ঐষীক আদি আট পর্ব চাহিয়া বেড়াই
তাহার নিমত্তে সদা ঈশ্বর ধেয়াই।

কাশীরাম সংহিতার বহু পুথিতে ও অনেক ছাপা সংস্করণে গোড়ার কয় পর বাদে মাঝে মাঝে "কাশীর নন্দন" ভনিতা পাওয়া যায়। অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে কাশীরামের পুত্র বড় হইয়া পিতার রচনাকে সমাপ্তির অভিমুখে লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কোথাও কাশীরামের কোন পুত্র কন্যার উল্লেখ মিলে নাই। কাশীরামদাসের এই পুত্রসমস্যার সমাধান পাওয়া গিয়াছে একটি উদ্যোগ-পর্বের পুথিতে।[২০] এই পুথির বস্তুর রচয়িতা বলিয়া ভনিতায় নাম পাই "রমাকান্ত দাস", পুরা নাম রমাকান্ত বসু (কায়স্থ বলিয়া "দাস")।

শ্লোকছন্দে হেতু মূর্খ জ্ঞান পরকাশ
তেঞি ভাষা রচে বসু রমাকান্তদাস।

নিজেকে কখনো কখনো "বসু-সুত" ও বলিয়াছেন।

মূর্খের বিধান পোথা সর্বগুণযুত
তেকারণে ভাষাতে রচিল বসুসুত।

রমাকান্তের পিতার নাম কাশীরাম বসু। তাই অনেক সময় ভনিতায় "কাশীর নন্দন", "কাশী-সুত" আছে।

মূর্খের বিধান পোথা সরগুণযুত
তেকারণে ভাষাতে রচিল কাশী সুত।
মহাভারতের কথা সুধার সাগর
কাশী সুত ভনে সদা শুনে সাধু নর।
শ্লোকচ্ছন্দে বুঝিতে না পারে সর্বজন
তেকারণে ভাষা রচে কাশীর নন্দন।

ভনিতায় মাঝে মাঝে "কাশীদাস", "কাশীরাম"ও আছে।[২১]

পুথির শেষে কিঞ্চিৎ কবি-পরিচয় আছে। পত্র ছিন্ন হওয়ায় সবটুকু পড়া যায় নাই।[২২]

আরও একজন "কাশীদাসের নন্দন" আছে। ইনি জয়ন্ত দেব। জয়ন্ত দেবের ভনিতায় স্বর্গারোহণ পর্বের একাধিক পুথি পাওয়া গিয়াছে।[২৩] ভনিতা

জয়ন্ত রচিল কাশীদাসের নন্দন [২৪]

কৃষ্ণানন্দ বসুর ভনিতায় শান্তি-পর্বের পুথি মিলিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে হইতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন লেখকের রচনাপ্রবাহ মিলিত হইয়া আসিয়া কাশীরামের নামে মহাভারত-সংহিতায় পরিণত হইয়াছিল। অনেক লেখকের রচনায় গড়িয়া ওঠা এই সংহিতার আদি-পর্ব শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা হইয়া ১৮০৩ অব্দে চারখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে দুই ভলুমে সম্পূর্ণ ছাপা হইয়াছিল ১৮৩৬ অব্দে। এই সংস্করণ "পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য কর্তৃক সংশোধিত" "Revised and Collected with various manuscripts by Jay Gopal Turkalunkar of the Government Sanskrit College, Calcutta" আদি পর্বের মূল্য ছিল আট টাকা। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য দশ টাকা।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস লইয়া যাহারা পরে আলোচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কাহারো কাহারো অসতর্ক উক্তির উপর নির্ভর করিয়া অনেকে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে জয়গোপাল তাঁহার সংস্করণে কাশীরামের রচনায় হস্তক্ষেপ এবং প্রথমপ্রকাশিত আদি-পর্বের পাঠের পরে যথেচ্ছ প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই অনুমানবশে কোন কোন অত্যুৎসাহী সমালোচক বিদ্যাসাগরের শিক্ষাগুরু কালরসবিদগ্ধ পণ্ডিতমহাশয়ের পুণ্যনামকে উপহসিত করিয়া "জয়গোপালি" শব্দ গড়িয়াছিলেন। কিন্তু জয়গোপালের সম্পাদকীয় নিরঙ্কুশতার সম্বন্ধে প্রচলিত এই ধারণা যে কতখানি ভ্রান্ত তাহা দেখাইবার জন্য দুই সংস্করণের পাঠ পাশাপাশি উদ্ধৃত করিলাম।

| প্রথম সংস্করণ "চতুর্থ বহি" | দ্বিতীয় সংস্করণ "প্রথম বালম" |
|---|---|
| তবে পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবলে | পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর স্থলে |
| লক্ষ বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে। | লক্ষ বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে |
| শুনিয়া উঠিলা তবে কুরুবংশপতি | তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশপতি |
| ধনুর নিকটে গেল ভীষ্ম মহামতি। | ধনুর নিকটে যান ভীষ্ম মহামতি |
| তুলিয়া ধনুকে ভীষ্ম দিয়া বাম জানু | তুলিয়া ধনুকে ভীষ্ম দিয়া বাম জানু |
| হুলে ধরি নোয়াইল মহাবল ধনু। | হুলে ধরি নম্র করিলেন মহাধনু। |
| অর্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে | অর্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে |
| দেখি দ্বিজগণ সব লাগিল পুছিতে। | দেখিয়াত দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে। |
| কোথাকারে যাহ দ্বিজ কিসের কারণ | কোথাকারে যাহ দ্বিজ কিসের কারণ |
| সভা হৈতে উঠি যাহ কোন প্রয়োজন। | সভা হৈতে উঠি যাহ কোন প্রয়োজন |
| অর্জুন বলিল পারি লক্ষ বিন্ধিবারে | অর্জুন বলিল যাই লক্ষ বিন্ধিবারে |
| প্রসন্ন হইয়া সভে আজ্ঞা দেহ মোরে। | প্রসন্ন হইয়া সভে আজ্ঞা দেহ মোরে। |
| | শুনিয়া কহিল যত ব্রাহ্মণ মণ্ডল |

| | |
|---|---|
| কন্যাবে দেখিযা দ্বিজ হইল পাগল। | কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল। |
| দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি | দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি |
| পদ্মপুষ্প যুগ্মনেত্র পরষয়ে শ্রুতি। | পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি। |
| অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা | অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা |
| মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা। | মুখকচি কত শুচি করিয়াছে শোভা। |

অধিক মূল্য সত্ত্বেও শ্রীরামপুব মিশন প্রকাশিত মহাভারত বেশ সমাদৃত হইয়াছিল।তাহা দেখিযা বটতলার প্রকাশকেরা বইটিকে খুব সস্তায় ছাপাইয়া বিক্রয় করিতে থাকেন। ইঁহারা কিন্তু শ্রীরামপুরের সংস্করণ ব্যবহার করেন নাই। সমসাময়িক ও অল্প-পুরানো পুথিই ইঁহাদের সম্বল ছিল। ছাপার ভুল অজস্র, বানানের অশুদ্ধি আগাগোডা। তবুও বটতলার সংস্কবণগুলি—সুস্পষ্ট সংযোজনগুলি বাদে—অপাংক্তেয় নয়। আজ পর্যন্ত কাশীদাসি মহাভাবতেব যতগুলি "শুদ্ধ" ও "বিশুদ্ধ" সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলির চেয়ে একটি বটতলা সংস্করণ—দে ব্রাদার্সের—পাঠ অনেক উন্নত। কোন ভালো পুথি অবলম্বনে এই সংস্করণ প্রস্তুত হইয়াছিল।

পুবানো বটতলা সংস্কবণগুলিব সমসাময়িক একটি সংস্কবণ অন্য দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। এই সংস্কবণের আলোচনা ইতিপূর্বে কেহ করেন নাই। সংবাদপ্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিপক্ষ সংবাদভাস্কব-সম্পাদক গৌবীশঙ্কর ভট্টাচার্য এই সংস্কবণ ছাপাইয়াছিলেন। প্রথমে বাহির হইয়াছিল দ্বিতীয় খণ্ড—উদ্যোগ হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব (ভাস্কব যন্ত্রে মুদ্রিত, পৌষ ১২৬২), তাহার পরে বাহির হয় প্রথম খণ্ড—আদি হইতে বিবাট পর্ব পর্যন্ত। মানহানির দায়ে কিংবা অন্য কারণে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যকে কিছুকালেব জন্য কাবাবাস করিতে হইয়াছিল। সেই অবস্থায় তিনি আদি-পর্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই কথা তিনি আদি-পর্বেব শেষে কাশীরামেব ভনিতার পরেই নিজের ভনিতা জুড়িয়া দিয়া বলিয়াছেন।

শ্রীগৌবীশঙ্কব কহে শুন সাধুগণ
বহুকষ্টে করিলাম স্বহস্তে শোধন।
বাব শ বাষট্টি বর্ষ বৈশাখ প্রবেশ
কাবাগাবে কবিযাছি আদিপর্ব শেষ।
সুধানিধি ভাবতে কবিযা চিত্ত যোগ
অমৃত ৩বঙ্গে ভাসি তুচ্ছ কাবা-ভোগ ॥

অনেক স্থলেই গৌরীশঙ্কব কাশীবামেব পবে নিজেব ভনিতা যোগ কবিযা দিযাছেন। যেমন বিবাট-পর্বেব শেষে,

কাশীবাম দাস কহে পাঁচালিব মত
এত দূবে বিবাট-পর্ব হইল সমাপিত।
শ্রীগৌবীশঙ্কর বলে শুন কাশীদাস
এইবাবে কুকদের ঘটে সর্বনাশ ॥

গৌরীশঙ্করেব সংস্করণে পযাব-ত্রিপদী ছত্রসংখ্যা প্রায় ষাট হাজাব।

ভূমিকায় গৌরীশঙ্কর যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে যেটুকু মূল্যবান্ তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

কাশীরাম দাস হস্তলিখিত দুই খণ্ড পুস্তক মহাভারত প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই সময়ে অনেকে তাঁহার পুস্তক লিখিয়া লইয়া যান তাহাতেই বঙ্গদেশের নানা প্রদেশে কাশীদাসি মহাভারত ব্যবহার হইয়াছে তৎপরে এতদ্দেশে ছাপা যন্ত্র স্থাপিত হইলে কাশীদাসি মহাভারত মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বহু ব্যাপক হয়। দোকানী পসারী পর্যন্ত সকলে কাশীদাসি মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করে তাহাতে ছাপাকারেরা রাবস্বার ঐ মহাভারত ছাপিয়া অনেক লভ্য করিয়াছিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন কাশীদাসি মহাভারতের প্রতি অনেক লোকের মনোযোগ হইল তখন সকলেই যথেষ্টরূপে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন আর মূলের প্রতি প্রায় কেহ দৃষ্টিপাত রাখিলেন না তাহাতেই কাশীদাসি অভিপ্রায় সকল বিপরীত হইয়া উঠিল পদ পদার্থ মিলন পর্যন্তও রহিল না পরে[৩] শ্রীরামপুরের সম্পাদকেরা কাশীদাসি মহাভারত সংশোধন করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতেছেন কিন্তু তাঁহারাও সংশোধন করেন নাই

## ৩ নিত্যানন্দ ঘোষ, বিচিত্র ভারত-কাহিনী ও অন্যান্য ভারত-কথা রচয়িতা

নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত ( —একটি ব্যক্তির রচনা বলিয়া ?— ) কাশীদাসি সংহিতার তুলনায় অনেক ছোট। গ্রন্থখানির সমগ্র পুথি পাওয়া যায় নাই, বিভিন্ন পর্বের[২৮] কিছু কিছু পুথি পাওয়া গিয়াছে। এ পুথিগুলির কোনটিই অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার নয়। বিপরীত সাক্ষ্যের অভাবে আপাতত নিত্যানন্দকে সপ্তদশ শতাব্দীর লোক বলিতে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাকুড়ের পৃথ্বীচন্দ্র তাঁহার 'গৌরীমঙ্গল' কাব্যের প্রারম্ভে যে সব পূর্ববর্তী কবির ও রচনার তালিকা দিয়াছেন তাহাতে কাশীরাম ও নিত্যানন্দ সম্বন্ধে এই উক্তি আছে

অষ্টাদশ পর্ব ভাষা কৈল কাশীদাস
নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব ভারত প্রকাশ

এই কথার সোজা মানে কাশীদাসি সংহিতা গঠিত হইবার আগে নিত্যানন্দ ঘোষ মহাভারত লিখিয়াছিলেন একথা মানিয়া লইতে বাধা নাই কেননা ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভের আগেই কাশীদাসি সংহিতা তৈয়ারি হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কাশীরাম নিজে যেটুকু লিখিয়াছিলেন সেটুকু নিত্যানন্দের আগে না পরে তাহার কোন মীমাংসা ইহাতে হয় না।

নিত্যানন্দের মাঝে মাঝে কবীন্দ্র উপাধি আছে।[২৯] মনে হয় এটি পুরাতন পাণ্ডববিজয়-কবি পরমেশ্বরের সূত্রে আগত। সেই সূত্রে নিত্যানন্দের রচনার বস্তুও আগত কিনা এবং আগত হইলে কত পরিমাণে তাহা উভয় কবির রচনা ভালোভাবে তুলনা না করিলে নির্ণয় করা যাইবে না।

অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাশীদাসি সংহিতায় পরিশিষ্ট পর্বরূপে কয়েকটি—অধিকাংশই অসংলগ্ন –উপাখ্যান যোগ করা হইয়াছিল। পুথিতে পরিশিষ্ট পর্বটি 'দান-পর্ব' বা 'জান পর্ব' নামে উল্লিখিত।[৩০] আরম্ভে যুধিষ্ঠির নারদকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

কিরূপে উদ্ধার হয় কহ মহাশয়।

উত্তরে নারদ কতকগুলি উদ্ধার-কাহিনী বলিয়াছিলেন। সেগুলি পরে জনমেজয় বৈশম্পায়নের কাছে শুনিলেন। —হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, অভিনব-রামায়ণ (অর্থাৎ সহস্রমুণ্ড রাবণ-বধ) কাহিনী, গয়াসুরের উপাখ্যান, গয়াসুরের ভাই মায়াসুরের (ময়াসুরের ?) উপাখ্যান, শ্বেতরাজার কাহিনী, ইন্দ্র কর্তৃক দশরথকে দেওয়া সতেসরী হারের

কাহিনী, মুচিরামদাসের উপাখ্যান, হরিভক্ত ব্যাধের কাহিনী, উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের কাহিনী, হরি ও হরের ভক্তপরীক্ষা, আতিথ্যপরায়ণের কাহিনী, নিষ্ঠাবান্ ধীবরের উপাখ্যান, জনকের কাছে শুকদেবের দীক্ষা গ্রহণ, ধ্রুব উপাখ্যান, অম্বরীষ উপাখ্যান, ধার্মিক বেশ্যার কাহিনী, আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের কাহিনী, খট্টাঙ্গবাজা ও ঘেসেডার কাহিনী, বাল্মীকির উপাখ্যান, ব্যাধের হরিভক্তিলাভ, মুনি ও সাধ্বীর উপাখ্যান, এবং চটকের কাহিনী। পুরাণ-কাহিনী ও লোককথা দান-পর্বের গল্পগুলিব মূলে। কয়েকটি ভক্তমালের 'গল্পের মতো। একটি কাহিনীর পরিচয় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। সে সহস্রমুণ্ড রাবণ-বধের কথা।

রাবণ বধ করিয়া বিজয়ী বাম অযোধ্যায় ফিরিয়াছেন। একদিন অগস্ত্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। কথায় কথায মুনি জিজ্ঞাসা কবিলেন, কে কোন্ রাক্ষস-বীবকে মারিয়াছে। রাম বলিলেন, আমি বাবণ ও কুম্ভকর্ণকে মাবিযাছি, লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছে। অগস্ত্য বলিলেন, বাবণ ও কুম্ভকর্ণ বধ বড কাজ নয, কেননা ব্রহ্মাব ববই তাহাদেব মৃত্যুব পথ দেখাইযাছিল।

জীবন মবণ বব একত্র কবিযা
মৃত্যু সনে বব ব্রহ্মা দিল মিশাইযা।

তবে লক্ষ্মণেব কার্য সতাই কঠিন ছিল, কেননা ইন্দ্রজিতেব যে নিধনকর্তা সে

চৌদ্দ বৎসব অনাহাবী নিদ্রা নাহি যায
চৌদ্দ বৎসব নাবীব মুখ দেখিতে না পায।

রাম এ ব্যাপাব জানিতেন না। তিনি লক্ষ্মণকে ডাকিযা সব কথা শুনিলেন। তাবপব মুনি বলিলেন, লক্ষ্মণেব অপেক্ষাও সীতাব বেশি ক্ষমতা, কেননা সীতাব হাতেই সহস্রমুণ্ড বাবণের মৃত্যু সম্ভাব্য।

সপ্তদ্বীপ মধ্যেতে আছযে বন্য দ্বীপ
সহস্রমুণ্ড বাবণ তাহে সাগর সমীপ।

মুনির কথা শুনিযা বাম উপহাস ভাবিযা হাসিলেন। মুনি বলিলেন, সীতাকে আন। সীতা সন্নিহিত হইলে পব মুনি বলিলেন,

কোন কথা শুনিলে বেঙ্কট মুনি সেবি।
সত্য কথা কহ সীতা না কব অন্যথা

সীতা অন্তবালে বসিযা বলিতে লাগিলেন।

সীতা যখন অবিবাহিত অবস্থায পিতৃগৃহে ছিলেন তখন বেঙ্কট মুনি চাতুর্মাস্য আতিথ্য গ্রহণ করিযাছিলেন। সে সময়ে সীতা তাঁহাব সেবা কবিতেন। চাবি মাস অন্তে চলিযা যাইবাব সময মুনি সীতার সম্বন্ধে কযেকটি ভবিষ্যদবাণী করেন এবং তাঁহাব জন্মবহস্য বলিযা দেন। সীতা বাবণ-মন্দোদবীব সন্তান, ভূমিষ্ঠ হইলে পব লঙ্কায় মহোৎসব লাগিযা যায়। নাবদমুনি আসিযা কন্যাকে দেখিয়াই জানিতে পাবেন যে সে পিতাব বিনাশ ঘটাইবে। নারদ রাবণকে বলিযাছিলেন,

তব ঘবে এই কন্যা কভু ভাল নয
ইহাবে মারিযা ফেল কহিল নিশ্চয।

সন্তানকে রাবণ সরাসরি হত্যা করিল না। বিশ্বকর্মাকে ডাকাইযা তামাব ডিম গডাইযা তাহাব

মধ্যে শিশুকে ভরিয়া দিল। নারদ মন্ত্র পড়িয়া সেই ডিম রাবণের হাতে দিলেন, রাবণ ডিম সমুদ্রে ফেলিয়া দিল।

কতক দিনে সেইখানে চর যে পড়িল
যজ্ঞ করিবারে জনক তাহে চাষ দিল।
লাঙ্গলের মুখ হৈতে সেই ডিম্ব পায়
জনকের কাছে ডিম্ব কৃষকে দেখায়।
জনকের হস্তে দিলে হৈল দুইখান
তাহাতে পাইল কন্যা বিদ্যুৎসমান।

তাহার পর ভৃগু আসিয়া তাঁহার ধনু অর্পণ করিয়া সীতার ভাবী স্বামীর পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ধনুর্ভঙ্গ ছাড়া পরীক্ষার আরও একটা অঙ্গ ছিল, রামের পদস্পর্শে কাঠের নৌকা সোনার হওয়া। তাড়কা-বধ ও অহল্যা-উদ্ধার করিয়া মিথিলায় যাইবার পথে রাম লক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র স্বর্ণরেখা নদী পার হইয়াছিলেন। পার হইবার পর দেখা গেল যে নৌকার কাঠ সোনা হইয়া গিয়াছে। তাহার পর ধনুর্ভঙ্গ ও বিবাহ। এই পর্যন্ত বলিয়া সীতা চুপ করিয়া রহিলেন।

বেঙ্কট মুনির কথা প্রকাশ করিতে অগস্ত্য কতৃক বারবার অনুরুদ্ধ হইয়া সীতা বলিলেন যে বেঙ্কট তাঁহার সেবায় তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন,

দশমুণ্ড রাবণ বধিবে রঘুনাথ
সহস্রমুণ্ড রাবণ মরিবে তব হাত।

এই কথা শুনিয়া রাম সৈন্যসজ্জা করিয়া সহস্রমুণ্ড রাবণের দেশে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু সীতাকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন না। কেননা সীতাকে সঙ্গে লইয়া সেবারে তাঁহাকে বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল। অগস্ত্য বলিলেন,

সীতা বিনে বধিতে নারিবে
সীতা সঙ্গে নেহ রাম হরে সে জিনিবে।

মুনির কথায় রাম সীতাকে রথে তুলিয়া লইলেন।

সহস্রমুণ্ড রাবণের দলের সঙ্গে রামের দলের তিন বার সংঘর্ষ হইল। রামের দল বিজয়ী হইল। তখন সহস্রমুণ্ড নিজে যুদ্ধ করিতে আসিয়া সীতাকে দেখিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মার বর তাহার মনে পড়িয়া গেল। ব্রহ্মা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন,

নারায়ণ নিশাচর হবে এক ঠাঁই,
সেকালে মরিবে তুমি ভিন্ন ভেদ নাই।
সঙ্গে যদি সৈন্য মধ্যে দেখ এক নারী
নারী বিনে তোরে কেহ মারিতে না পারি।

সীতাকেই একমাত্র শত্রু জানিয়া সহস্রমুণ্ড রাবণ মায়ারাণ ছাড়িয়া রাম ও তাঁহার দলকে নিদ্রাচ্ছন্ন করিল এবং সেখানে রামকে সীতার কাছে রাখিয়া আর সকলকে সেই অবস্থাতেই অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিল। রামের অবস্থা দেখিয়া সীতা কাঁদিতে লাগিলেন। তখন ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া সীতাকে বেঙ্কটের বচন শুনাইয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আপনি আপনার স্ব-রূপ—অর্থাৎ কালীমূর্তি—ধরিয়া সহস্রমুণ্ডকে বধ করিয়া দেবগণকে পরিত্রাণ করুন।

শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী মনে হৈল ঠাকুরানী

ততক্ষণে সেই মূর্তি ধরে
কালীমূর্তি যেন কানু[২৯] দেখিতে উজ্জ্বল ভানু
ততক্ষণে হৈল চারি করে।
খড়্গ খর্পর হাতে বেড়িল সহস্রমাথে
দেহ দেখি লাগে চমৎকার
গগনে মুকুট ঠেকে স্বর্গে থাকি দেবে দেখে
হৈলা সীতা কালী অবতার।
চৌষট্টি যোগিনী আসি বণে তারা পববেশি
ঘোর নাদ শব্দ যে দুন্দুভি...

সহস্রমুণ্ডকে বধ করিযা সীতা-কালী ক্ষান্ত হইলেন না, চৌষট্টি যোগিনী লইয়া দেশময় দাপাদাপি করিয়া গেঁড়ু খেলা খেলিতে লাগিলেন। সে পদভব সহ্য কবিতে না পাবিয়া পৃথিবী ব্রহ্মার কাছে গিয়া পড়িলেন। উপায় না দেখিয়া ব্রহ্মা রামের কাছে আসিয়া তাঁহাকে চেতাইয়া বলিলেন,

এই দেশে তব সীতা চেউীগণ লৈযা
শ্মশানে বেডায দেখ নাচিযা হাসিযা।

দেখিয়া বাম প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস কবিতে পাবেন নাই। ব্রহ্মা তাঁহাকে বুঝাইযা দিলেন এবং স্তব কবিয়া সীতাকে ঠাণ্ডা কবিতে অনুরোধ কবিলেন। রাম স্তব কবিলে পব সীতা শান্ত হইয়া নিজমূর্তি ধবিলেন। তাবপব বাম ব্রহ্মাকে বলিলেন, সীতা উলঙ্গ হইয়া শিবের বুকে নাচিয়াছে। সুতরাং

দুষ্টমতি সীতাব মোর নাহি প্রযোজন।

তখন ব্রহ্মা রামকে বুঝাইলেন,

শিবে তব ভেদ নাহি একই সমান।

তখন সীতাকে লইয়া বাম প্রসন্নমনে অযোধ্যায ফিবিয়া আসিলেন।

এই কাহিনীতে যে সীতাব জন্মকথা আছে তাহা অদ্ভুত-রমাযণের মতো কোন লৌকিক পুবাণ-কাহিনী হইতে গৃহীত।

অনেক লেখকের শুধু একটি অথবা দুইটি পর্বের "অনুবাদ" পাওযা গিযাছে। এখানে তাঁহাদের উল্লেখ সংক্ষেপে কবিতেছি।

কৃষ্ণানন্দ বসুব লেখা শান্তি-পর্বেব[৩০] ও স্বর্গারোহণ-পর্বেব[৩১] পুথি পাওযা গিযাছে। কৃষ্ণানন্দ শিবভক্ত ছিলেন, তাই ভনিতায পুনঃপুনঃ পাই,

চন্দ্রচূড-পদদ্বন্দ্ব বন্দিযা সানন্দে
পয়ার-প্রবন্ধে কহে বসু কৃষ্ণানন্দে।

ইনি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গেব বাহিরে ইঁহার কোন পুথি পাওয়া যায নাই। ইঁহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

রামনারায়ণ দত্তের লেখা শুধু দ্রোণ-পর্বের পুথি মিলিয়াছে।[৩২] "নাবাযণ দত্ত" এবং "রামনারায়ণ" দুইরকম ভনিতাই আছে।

অনেকে জৈমিনীয়-সংহিতা অনুসারে অশ্বমেধ-পর্ব লিখিয়াছিলেন। যেমন অনন্ত মিশ্র[৩৩], "দ্বিজ" হরিদাস[৩৪], ঘনশ্যামদাস[৩৫], "দ্বিজ" প্রেমানন্দ[৩৬], "দ্বিজ" অভিরাম[৩৭], কৃষ্ণরাম-দাস[৩৮] ইত্যাদি। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যও লিখিয়াছিলেন। সেগুলি অশ্বমেধ-পর্বেরই অংশ বলিয়া মনে হয়।

কৃষ্ণরাম দাস উত্তরবঙ্গের লোক ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীরাম।[৩৯]

"দ্বিজ" হরিদাসের কাব্যের পুথির রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশক।[৪০] পুথিটি সমসাময়িক বলিয়া মনে হয়, যেহেতু পুষ্পিকায় মহারাজা সুমেরু সিংহের ও দেওয়ান মহাসিংহের উল্লেখ আছে। সীতারাম দাস তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্যে (রচনাকাল ১৬৯৬) দুর্দান্ত মহাসিংহের উল্লেখ কবিয়াছেন। মহাসিংহ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক ছিলেন. দক্ষিণরাঢ়-বাসী।

হরিদাস শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য অথবা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। শেষ ভনিতায় তাই শ্রীনিবাসের দোহাই আছে।

শ্রীকৃষ্ণচবণপদ্ম তামবস তায়
ঠাকুব শ্রীশ্রীনিবাস জন্ম জন্ম পায।
অভিমত সিদ্ধ মোব কব শ্রীনিবাস
তোমাব চবণে কহে দ্বিজ-হবিদাস ॥

ঘনশ্যাম দাস কায়স্থ ছিলেন। সম্ভবত তাঁহার কৌলিক পদবী ছিল সেন, কেননা কাব্যেব[৭০] শেষে অনেক সেনের উল্লেখ আছে। ইঁহাবা আত্মীয় হইবেন।

উৎপত্তি ক।যস্থকুলে নহি বিদ্যাবন্ত
অষ্টশব্দী নাহি পড়ি অমব সুবন্ত।
হেন জনে কবে গীত লোকে উপহাস
কৃষ্ণেব কিঙ্কব [কহে] ঘনশ্যাম দাস।
কৃপা কব নাবাযণ ভকত জনায
জৈমিনি-ভাবত পোথা এত দূবে সায।
হবিদাস সেনে কৃপা কব নাবাযণ
সেনেব সুতে কব কৃপা-মন।
বাখিহ অচল ভক্তি বুদ্ধিমন্ত-খানে
কৃপা কব নাবাযণ [শ্রীনি]বাস সেনে।
সহ পবি [জন] [শ্রীনি]বাস
[জৈমিনি-ভাবত কহে] ঘনশ্যাম দাস ॥

চন্দনদাস দত্তেব অশ্বমেধ-পর্বের পুথিব[৪১] লিপিকাল ১৬৪৩ শকাব্দ ১০২৭ মল্লাব্দ (=১৭২১ অব্দ)। ইহা বোধ হয বচনাকালও। কবিবা "মণ্ডল" পদবীতে পবিচিত ছিলেন। জাতি আগরি। পিতা পুরুষোত্তম, পিতামহ নাবায়ণ, নিবাস আকুরোল গ্রামে। শিবরাম নন্দী চন্দনদাসকে গ্রন্থরচনায় এবং পুথি লিখিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

রামেশ্বর নন্দীর শুধু আদি-পর্বের পুথি পাওয়া যায়।[৪২] গঙ্গাদাস-ভনিতাযও এই পর্ব পাওয়া গিয়াছে।[৪৩] লোচন-ভনিতায নারী-পর্বেব পুথি মিলিয়াছে।[৪৪] জগন্নাথ কবিবল্লভের 'বন-পর্ব' বড় পুঁথি।[৪৫] পুথিটি আসাম অঞ্চলে প্রাপ্ত। সুতরাং জগন্নাথ

কামতা-কাছাড়-দরঙ্গ-ত্রিপুরার সভাশ্রিত হইতে পাবেন ॥

### ৪ "সঞ্জয়" ও "অদ্ভুত আচার্য"

পশ্চিমবঙ্গে যেমন কাশীদাস-সংহিতা পূর্ববঙ্গে তেমনি সঞ্জয়-সংহিতা। তবে তফাৎ আছে। কাশীরাম বলিয়া একটি ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জীবিত থাকিযা আদি-পর্ব, এবং সম্ভবত সভা বন ও বিরাট পর্ব পর্যন্ত রচনা কবিযাছিলেন। কাশীদাসি-সংহিতার আরম্ভ সপ্তদশ শতাব্দীতে, পরিণতি অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ ভাগে। কিন্তু সঞ্জয় নামে কখনও কোন ব্যক্তি বাঙ্গালায মহাভারত রচনা করেন নাই। পৌরাণিক সঞ্জয়েব নামে আত্মগোপন করিয়া বহু লেখকের রচনা জোড়া দিয়া এক সংহিতা গঠিত হইয়াছিল। সে সঞ্জয়ি-সংহিতার উদ্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে নয়।

পূর্ববঙ্গের পাণ্ডববিজয় কাব্য অথবা কাব্যাংশ রচয়িতাদের রচনা অংশত (এবং অবাচীন পুথিতে সর্বত্র) ভনিতা বর্জিত হইযা যে বৃহৎ মহাভারত-সংহিতায রূপ লইয়াছিল তাহাতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের রিপোর্টার মহাভারতীয সঞ্জয়েব ভনিতার ছড়াছড়ি দেখিযা অনেকেব দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া গিযাছে যে সঞ্জয় নামে সত্যসত্যই একজন লেখক একদা বাঙ্গালায বৃহৎ ভারত-পাঞ্চালী রচিয়াছিলেন। এই তথাকথিত "সঞ্জয়" মহাভারতের সবচেযে পুবানো যে দুইটি পুথি আমাদেব জানা আছে তাহার একটিতে[৪৬] আদি-পর্বে বাজেন্দ্র দাসেব, অশ্বমেধ-পর্বে গঙ্গাদাস সেনেব ও স্বর্গারোহণ-পর্বে ষষ্ঠীববেব ভনিতা আছে। দ্বিতীয পুথিতে[৪৭] অন্যান্য ভনিতার সঙ্গে কবীন্দ্র পবমেশ্বরদাসেব এবং নিত্যানন্দ ঘোষেব ভনিতাও আছে। "পয়ার প্রবন্ধে কথা কহিল সঞ্জয"—ইত্যাদি ভনিতায কোন পববর্তী কালের বাঙ্গালী কবিব নাম খোঁজা মনে হয় ভুল।

বাঙ্গালা মহাভারত কখনও গাওয়া হইত কিনা জানি না, তবে আসব করিযা কথকতার মতো পডা হইত। সেইজন্য মহাভাবত কাব্যে ভনিতাব গোলমাল বেশি নাই। যাঁহাবা কোন পর্ব অথবা পর্বান্তর্গত আখ্যান যোগ করিযাছেন তাঁহারাই নিজেদেব ভনিতা দিযাছেন। রামায়ণের পুথিতে ভনিতা-বিকৃতি অনেক বেশি হইয়াছে। কেননা বামাযণ গাওযা হইত. এবং গায়নদের নিজের নাম ভনিতারূপে চালাইয়া দিবার প্রবৃত্তি সর্বদা সজাগ ছিল। এই কারণে সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত রামায়ণে প্রচুর ভনিতা-বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রামচরিত-রচযিতারা প্রায় সবাই নিজেবা গাযক ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন উত্তরবঙ্গের (?) কবি, "অদ্ভুত-আচার্য" উপাধি ভনিতায় নামেব স্থলে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বামকথা-কবি নিত্যানন্দ আচার্য। আচার্যের কাব্যের পুথিতে "অদ্ভুত-আচার্য" ভনিতাই পাওয়া যায়। বোধ করি কবিত্বশক্তি ও সুগায়কতা গুণের জন্য নিত্যানন্দ আচার্য (অথবা "বড়ু" নিত্যানন্দ) "অদ্ভুত-আচার্য" নাম পাইয়াছিলেন। নামটির আরও একটি ব্যাখ্যা হয়। "অদ্ভুত-আশ্চর্য রামায়ণ"—ভনিতায় এই বস্তুনাম হইতে "অদ্ভুত আচার্য রামায়ণ" এই বিকৃতি এবং তাহা হইতে আরও বিকৃতি "অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ" উদ্ভূত হইতে পারে। বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত একটি বিশেষ

বামসীতা-মাহাত্ম্য কাহিনী 'অদ্ভুত বামাযণ' নামে পবিচিত ছিল।[৩৮] ইহাও নাম-উপাধিটিব উৎপত্তিব মূলে থাকিতে পাবে।

নিত্যানন্দেব পিতাব নাম শ্রীনিবাস আচার্য (পাঠান্তবে কাশী আচার্য) মাতাব নাম মেনকা। চাব ভ্রাতাব মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ নিত্যানন্দ। নিবাস বডবাডি (নামান্তবে অমৃতকুণ্ডা) গ্রাম। এই গ্রাম আধুনিক (অবিভক্ত বাঙ্গালাব) পাবনা জেলায সোনাবাজু পবগনায, সাঁতোলেব নিকটবর্তী। "অদ্ভুতাচার্য" নিত্যানন্দ সাঁতোলেব বাজা বামকৃষ্ণেব সভাকবিব মতো ছিলেন। সুতবাং নিত্যানন্দেব জীবৎকাল সপ্তদশ শতাব্দীব শেষভাগ।[৪১]

নিত্যানন্দেব কাব্যেব কোন কোন পুথিতে গ্রন্থবচনাব যে উপলক্ষ্য বর্ণিত হইযাছে তাহা পববর্তী কোন গাযকেব প্রক্ষেপ হইতে পাবে। এই কাহিনীতে অদ্ভুতত্ত্ব আছে। তবে ইহা মনসামঙ্গলেব কবি নাবাযণ দেবেব আত্মকাহিনীব অনুকবণে লেখা বলিযা মনে হয।

সপ্ত বৎসবেব শিশু অক্ষব নাহি চিনে
খেলাইযা ফেবে সব বাখালেব সনে।
মাঘ মাসেব ভীম-একাদশী তিথি
স্বপ্নাদেশে সাক্ষাৎ হইল বঘুপতি।[৫]
বাম বোলে নিত্যানন্দ কিছু গাও শুনি
নিত্যানন্দ বোলে কিছু গাহিতে না জানি।[৫]
টোন হৈতে অস্ত্র খসাইযা লৈল হাতে
এক মহামন্ত্র তাব লিখিল জিহ্বাতে।
হৃদযেতে সেই মন্ত্র কবিল স্মবণ
পূর্ব অনুক্রমে বচিল বামাযণ॥

নিত্যানন্দ বামাযণ-গাযক ছিলেন[৫৮], তাঁহাব গানেব পুথি "পূবঅনুক্রমে" বচা বামাযণ। তবে পূর্ববর্তীদেব অর্থাৎ "কৃত্তিবাস" প্রভৃতিব কাছে নিত্যানন্দেব ঋণ কম কি বেশি তা বলা দুষ্কব, কেননা নিত্যানন্দেব পূর্ববর্তীদেব খাঁটি বচনা সম্বন্ধে আমাদেব নির্ভবযোগ্য ও সুস্পষ্ট জ্ঞান নাই।

নিত্যানন্দেব সম্বন্ধে আব একটু খবব এই পাওযা যে তাঁহাব তিন পুত্র ছিল—জযানন্দ বিজযানন্দ ও শিবানন্দ। ইঁহাবাও বামাযণ গান কবিতেন, যেহেতু, নিত্যানন্দেব কথায তাঁবা তিন ভাই বামচন্দ্রেব ববে পাইযাছিলেন,

তিন ভাইবে এক বব দিল বামচন্দ্র

"অদ্ভুত আচার্য" উপাধি বা নামান্তব আবও কোন কোন বামাযণ-লেখক (ও গাযক) গ্রহণ কবিয়াছেন। তাঁহাদেব মধ্যে একজন ছিলেন বামশঙ্কব দত্ত[৫৯] জাতি বৈদ্য। ইহাব ভনিতা এই বকম,

অদ্ভুত আচার্য কবি[৫৪] সবস্বতী-ববে
পববন্ধ কবি কহে শ্রীবামশঙ্কবে॥
অদ্ভুত কৃত্তিবাসেব কবিত্ব[৫৭] শুনিযা
কহিল শঙ্কব কিছু সংক্ষেপ কবিযা॥

বামশঙ্কবেব জীবৎকাল নির্ণয কবা যায নাই। সপ্তদশ শতাব্দীব শেষ ভাগ অথবা অষ্টাদশ

শতাব্দীর প্রথম ভাগ—এই সময়ের মধ্যে তিনি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। রামশঙ্কর "কৃত্তিবাস"-এর ও নিত্যানন্দের রামায়ণ মিলাইয়া সংক্ষেপে রামকথা লিখিয়াছিলেন।

"কৃত্তিবাস" ভনিতায়ও অদ্ভুত-রামায়ণের পুথি[৫৬] এবং উপাখ্যান[৫৭] পাওয়া গিয়াছে। এখানেও ভনিতায় অদ্ভুত-আচার্যের রচনার স্বীকৃতি আছে বলিয়া মনে করি। যেমন,

শতস্কন্ধ রাবণের অপূর্ব আখ্যান
অদ্ভুতের মত কবি কীর্তিবাস গান ॥

## ৫ অধ্যাত্ম-রামায়ণের অনুসরণ

"দ্বিজ" অথবা "পণ্ডিত" ভবানীনাথের[৫৮] রাম-কথা[৫৯] অধ্যাত্ম-রামায়ণ অনুসরণে লেখা। ভবানীনাথ সম্ভবত ভুলুয়া (নোয়াখালির প্রত্যন্ত) রাজা জয়চন্দ্রের (নামান্তরে জগৎমাণিক্যের) সভাপণ্ডিত ("সদস্য ব্রাহ্মণ") ছিলেন। তাঁহার মুখে পুরাণ-কথা শুনিয়া রাজা তাঁহাকে গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

এত সব তত্ত্ব মানি চন্দ্রবংশি-পতি
রামায়ণ রচিতে কৈল জগৎমাণিক্য নৃপতি।[৬০]

কাব্যরচনাকালে রাজকোষ হইতে কবির বরাদ্দ ছিল রোজ দশ মুদ্রা করিয়া ("দিনে দিনে দশ মুদ্রা দান")। "মুদ্রা" রূপার কি তামার জানি না, সম্ভবত তাম্রমুদ্রা. তবে সেকালের পক্ষে কবির পাওনা ভালোই ছিল বলিতে হয়।

"দ্বিজ" শ্রীলক্ষ্মণ রচিত অধ্যাত্ম-রামায়ণের আদি-কাণ্ডের[৬১] ও 'শিবরামের যুদ্ধ' ও অন্যান্য পালার পুথি পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ উভয়ত্র পাওয়া গিয়াছে। পূর্ববঙ্গের একটি পুথির লিপিকাল ১১০৫ সাল (১৬৯৮-৯৯ অব্দ)। সম্ভবত ইনিই লক্ষ্মণ বন্দ্য (-বাঁড়ুজ্জে)। ইঁহার লেখা মহাভারতের কোন কোন আখ্যানের পুথি পাওয়া গিয়াছে।[৬২]

শ্রীলক্ষ্মণ সম্ভবত যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ হইতেও কিছু কিছু বস্তু লইয়াছিলেন।

এত ভাবি নারায়ণ প্রবেশিল বনে
বশিষ্ঠের মতে ভনে শ্রীযুত লক্ষ্মণে ॥

### টীকা

১ বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত (১৩১৩)। পুথি- সং ১৭৪।

২ "চতুঃষষ্টি শকাব্দ সহস্র পঞ্চ শত, সহস্র পঞ্চাশ সন দেখা লিখ মত।
নরসিংহ দেব নামে উৎকলের পতি, পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভক্তে নিতি
রাজচক্রবর্তী শাহজাদা দিল্লিপতি, ধর্মন্যায়ে তোষণ করিল বসুমতী।
রাজ্যের হইল পতি সন পঞ্চদশ, মহান প্রতাপী হয় বৈরিজয় যশ।
উৎকলে উত্তম গণি কটক নগর, মাখনপুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর।
বিষয়ীর বাড়ী স্থিতি সেই বরস্থান দুর্গাদাস চক্রবর্তী পড়িল পুরাণ।"

৩ তখন মেদিনীপুর জেলার ও ধলভূমের সংলগ্ন অংশও উৎকলের মধ্যে গণ্য ছিল।

৪ পাঠান্তর "বসুপতি" (=পশুপতি ?)।

৫ "দেব শ্রীকমলাকান্ত তেজিয়া নিবাস, জগন্নাথ দেখিয়া সে ওড্রে কৈল বাস।"

৬ গদাধর তাঁহার দুই ভাইকেই ভগবদ্ভক্ত বলিয়াছেন, ইহা লক্ষণীয়।

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
দ্বিতীয়ে শ্রীকাশীদাস ভক্তভগবান
রচিল পাঁচালীছন্দে ভারত-পুরাণ।

৭ এই ভনিতা বহু পুথিতে ও ছাপা বইয়ে পাওয়া গিয়াছে।

৮ পাঠান্তরে "পতিরাম"।

৯ উত্তরবাঢ়ের পুথি।

১০ সা প ৭ ১১ ৫ ১২৭

১১ পাঠ "বিধিমুখ" (৪) হইবে। শুদ্ধপাঠ "বিধুমুখ" ধরিলে ১৬ হওয়া উচিত।

১১(ক) কবি শকাব্দ (প্রবাসী পৌষ ১৩৩৬ পৃ ৩৪৭) দ্রষ্টব্য।

১২ বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মের বাংলা পুথির তালিকা, শ্রীমণীন্দ্রমোহন চৌধুরী কাব্যতীর্থ সঙ্কলিত রাজশাহী পৃ ১১।

১৩ স ৬৭। পুথির লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের আগে হইবে

১৪ পৃ ৪৬৮।

১৫ "নারায়ণ-নন্দন রচিল বড় আশে, [শেষ] ভাগে দয়া প্রভু না ছাড়িত দাসে।"
"নারায়ণ-নন্দন সেবিয়া রাধাশ্যাম, পাণ্ডববিজয় বিরচিল নন্দরাম।"

১৬ "নন্দরামদাস ভাষে রক্ষ ক্ষেমানন্দদাসে কৃপা কর দেব ভগবান।"

১৭ বঙ্গবঙ্গ অঞ্চলের পুথি, শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল সংগৃহীত। লিপিকাল উল্লিখিত নাই পুথির বয়স অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। লিপিকর পার্শ্বপাড়া নিবাসী মহাদেব নস্কর। শচীনন্দনপুর-নিবাসী জগৎরাম হালদারের জন্য পুথি লেখা হইয়াছিল।

১৮ "পক্ষ অশ্ব (পাঠ "পুষ্প") বস শশী পরিমাণ শক।
পাঁচালি প্রবন্ধেতে শেষ আরণ্যক। ১৬৭৫ ॥"

১৯ "অনুক্ষণ কৃষ্ণপদে মজাইয়া চিত্ত, বিরচিল তনয় শিখর সুত ভিত্ত।"
ইঁহার পুরা নাম কি জিতরাম ?

২০ শ্রীঅজয়কুমার কয়ালের সংগৃহীত পুথি। পুথির লিপিকাল "শকাব্দ ১৬২"। ইহা শকাব্দ হইলে ১৬০২, অথবা ১৬২০ হইতে ১৬২৯ যে কোন বছর হইতে পারে। সাল হইলে ১০৬২ হইবে। কাশীরামদাসের পুত্র সমস্যা (শারদীয়া সংখ্যা 'দামোদর' ১৩৫৫) দ্রষ্টব্য।

২১ "শ্লোক বন্ধ হেতু মোক্ষ (মর্ম ?) জ্ঞানের প্রকাশ তেঁই ভাষা রচিল শ্রীকাশী[রাম] দাস।"
"বুঝিতে না পারে মর্মজন শ্লোকবন্ধ, তেঞি কাশীরাম কৈল পাঁচালী প্রবন্ধ।"

২২ "বাঘাণ্ডা সমাজেতে বসু সৃষ্টিধর, কুলে মুখ্য যেন লক্ষ [পূর্ণ] শশধর।
চতুর্থ নন্দন তার রূপে অনুপাম, [গুণে] অগ্রগণ্য বসু গোপীবর নাম।
তাহার অঙ্গজ কাশীরাম গুণনিধি।"

২৩ স ৪১৫ ক ৪১০ ক ২৬২৪ (লিপিকাল ১২০৫ সা ?)।

২৪ ক ৪১০ পৃ ৭ খ।

২৫ গৌরীশঙ্করের একখা সত্য হইলে ১৮৩৬ অব্দের আগেই বটতলা সংস্করণগুলি ছাপা হইতে শুরু হইয়াছিল।

২৬ যেমন, সভা (ক ১৭৪৫), ভীষ্ম (ক ২০৩৩), শল্য (ক ২১৯০), স্ত্রী (স ১১৫, স ২৮৫, স ৪১১, গ ৫৩৯১, ক ২১৮৭—লিপিকাল ১০৮২ মল্লাব্দ ? ক ২৭১৩—লিপিকাল ১০৮৩ মল্লাব্দ ?) শান্তি (গ ৪৯৭৯—লিপিকাল ১১৯৯, ক ১৭০৮—লিপিকাল ১১৮১, স ৪৬৩) অশ্বমেধ (ক ১৫২৯—লিপিকাল ১১৮১) ইত্যাদি।

২৭ যেমন, "কহে ঘোষ নিত্যানন্দ পদবী কবীন্দ্র সুশোভন"।

২৮ সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় ও অন্যত্র বহু পুথি আছে। প্রায় সবই নিতান্ত অর্বাচীন। প্রকাশিত সংস্করণ—'কাশীরাম দাস বিরচিত মহাভারত দানপর্ব, শচীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৩১৫)। এই ছাপা সংস্করণ অবলম্বনে আলোচনা করিতেছি। 'স্বপ্নপর্ব' নামেও একটি অতিরিক্ত "পর্ব" পাওয়া যায়।

২৯ বাঙ্গালী কবির এই কল্পনা যে কৃষ্ণকালী কল্পনার পরে উদ্ভূত—তাহার ইঙ্গিত এখানে।

৩০ ক ২৬৯৭ (লিপিকাল ১১৯০ সাল), স ২৮, স ২৯।

৩১ ক ৪০০১।

৩২ স ২১ (লিপিকাল ১১১৮ সাল)।

৩৩ স ২৬২, গ ৪৯৪৮।
৩৪ ক ৩৫৩২, প ২২২৫।
৩৫ গ ৪৯৪৬ ক ২০৪২।
৩৬ গ ৪৮৯৮ (লিপিকাল ১১৭৫)।
৩৭ ক ১৫৪২ (লিপিকাল ১০৮৩ মল্লাব্দ ?) ক ১৭২১ ক ৪০১৪, ক ৫০৪৮ ক ৫০০৫ ইত্যাদি।
৩৮ ক ৪০৫০ (লিপিকাল ১২১৪) ক ৩১১৮ ক ৩২১৩ স ৫৩৩ প ৭৮৫ প ৭৯২।
৩৯ "শ্রীযুক্ত শ্রীবাম-সুত বচিল পযাব ইন্দবা ( ? ) দেবীব পদে ভবসা যাহাব।"
৪০ ক ৩৫৯২ (লিপিকাল ১১০৬)।
৪১ ক ২০৪২ (লিপিকাল ১০৩৭ মল্লাব্দ ?)।
৪২ গ ৪০৪৩। ঊনবিংশ শতাব্দীব পুথি।
৪৩ গ ৪২৫৩।
৪৪ ক ১৮৭০।
৪৫ ব্রিটিশ মিউজিয়মেব পুথি Add ১২২৩৬ (বিববণী দ্রষ্টব্য)। পুথিব লিপিকাল (— সম্ভবত কাব্যেব বচনাকালও—) ১৬৩৭ শকাব্দ ( ১৭১৫)।

৪৬ গ ৪০৮১। পত্রসংখ্যা ৭৮৯+১। লিপিকাল ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দ। পুষ্পিকাটি উদ্ধৃত কবিলাম।

"এই অষ্টাদশ ভাবত পুস্তক শ্রীগোবিন্দবাম বাযেব একোযান পত্র অঙ্ক সত শত উল্লাঘই পাতে সমাপ্ত হইযাছে। যুঅক্ষব মিদং শ্রীঅনন্তবাম শর্মাঃব ইহাব দক্ষিণা জন্মাবধি সমান্যতা ক্রমে অন্নসত্রে পবিপাল্য হৈযা সশ্রদ্ধা হইযা পুস্তক লিখিযা দিলাম নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তারপব বোজকাবহ বৎসর ব্যাপিযা পাইবাব আগ্যা হইল। যুভমস্তু শকাব্দা। ১৬৩৬ ইতি সন ১১২৪, ২৫ কার্তিক রোজ বৃহস্পতিবাব দিবা দ্বিতীয প্রহব গতে সমাপ্ত।"

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষেব সম্পাদনায় বিবাট "সঞ্জয মহাভাবত" প্রকাশিত হইযাছে (কলিকাত' বিশ্ববিদ্যালয)।

৪৭ বিশ্বভাবতীব পুথি (লিপিকাল ১৬৫১ শকাব্দ)।

৪৮ মূল 'অদ্ভুত বামাযণ' (গদ্য অনুবাদ সমেত) বঙ্গবাসী কার্যালয হইতে প্রকাশিত হইযাছিল (দ্বি স ১৩৩০)। আগ 'কাশীবাম দাসেব মহাভাবত দান পর্বে এব প্রসঙ্গে যে সহস্রমুণ্ড বাবণ বধ-কথা উল্লেখ কবিযাছে তাহাব সূত্র পাই সংস্কৃত লেখা এই অদ্ভুত বামাযণে।

৪৯ 'উত্তববঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন তৃতীয অধিবেশনেব বিববণ প্রথমখণ্ড পৃ ৫৪, ১৩১ দ্বিতীয খণ্ড পৃ ৫৪ ৫৫ দ্রষ্টব্য। নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিযাছিলেন যে নিত্যানন্দ আকবরেব সমকালীন ছিলেন (ভাবতবর্ষ মাঘ ১৩৪১ পৃ ১৭৭-৮৫)।

বঙ্গপুব সাহিত্য পবিষৎ হইতে শুধু আদি কাণ্ড প্রকাশিত হইযাছিল (১৩২০ সাল)। উত্তববঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনেব তৃতীয় অধিবেশনে অদ্ভুতাচার্যেব কযেকটি পুথি প্রদর্শিত হইযাছিল। তাহাব মধ্যে যা সবচেযে পুবানো সেটিব লিপিকাল ১১৬৬ সাল।

৫০ পাঠান্তব, "মাঘ মাস শুক্ল পক্ষে ত্রযোদশী তিথি ব্রাহ্মণ বেশে পবিচয দিলেন বঘুপতি।

৫১ পাঠান্তব

ব্রাহ্মণ বোলেন শিশু শুন মোব বাণী
কিছু গান কব আমি কান পাতি শুনি।
বটু বোলেন শুন গোসাঞি তুমি মোব বাণী
বাখালেব গান ভিন্ন অন্য নাহি জানি।

৫২ ভনিতায় "নিত্যানন্দ" নাম পাওযা যায না সর্বদা "অদ্ভুত আচার্য"।

৫৩ বা-প্রা-পু-বি ১ ২ পৃ ১১৫।

৫৪ অদ্ভুত আশ্চর্য কবিত্ব—এই অর্থও হইতে পাবে।

৫৫ কৃত্তিবাসের অদ্ভুত কবিত্ব—এই অর্থও হইতে পাবে।

৫৬ স ৫৩০।

৫৭ বি ৯৮১ (লঙ্কাকাণ্ড অন্তর্নিবিষ্ট)।

৫৮ নামটি "ভবানীরাম" ও "ভবানীদাস" রূপেও পাওযা যায়।

৫৯ গ ৪২৫৯ (লিপিকাল ১২০৭ সাল), গ ৫৫৭৩ (লিপিকাল ১১৮৭ সাল ১৭০২ শকাব্দ), গ ৩৭১৭। পুথি সবই পূর্ববঙ্গের। 'লক্ষ্মণদিগ্বিজয় নামে মুদ্রিত (১৮৫৬)।

৬০ গ ৩৭১৭ পত্র ১৬৬।

৬১ সা-প-প ৬ পৃ ৬৭, ৭২। ভনিতা,

"আধ্যাত্মিক-রামায়ণ আদি-খণ্ড সায়, রামপদরজ ভাবি শ্রীলক্ষ্মণ গায়।"
৬২ স ৯০, স ২৪১, স ২৮৬, স ২৫৯ , গ ৪৮৯৭, গ ৫৩৯৯ ("সীতার উদ্দেশ")। প্রথম মুদ্রণ ১৮৬৮।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ
# ধর্ম-ঠাকুর-কথা

## ১ গোড়ার কথা

ধর্ম রাজা-ঠাকুর। তাঁহার সাধারণ নাম ধর্মরাজ অথবা ধর্মঠাকুর এবং তাঁহার বিশেষ বিশেষ স্থানীয় পূজ্যনামের শেষ অংশ "রায়" (রাজ রাজা) যেমন, বাঁকুড়ারায়, কালুরায় খুদিরায় ইত্যাদি। যেকালের কথা বলিতেছি সেকালে ধর্ম ঠাকুরের পূজা রাঢ়দেশে ও তৎসামান্তবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু একদা ইহা সমগ্র বাঙ্গালা দেশে এবং বাহিরেও প্রচলিত ছিল। বিহারে ধর্মপূজার চিহ্নস্বরূপ 'ছটপরব"।[১] এককালে যে ধর্মপূজা কাশী কোশলেও অজ্ঞাত ছিল না তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। উত্তর ভারতের অনেক জৈনতীর্থের বর্ণনায় যে কর্মঠাসুরের উল্লেখ আছে তাহাতে কূর্মাসনস্থ ধর্মদেবতার রূপান্তর দেখি। কোথাও কোথাও ধর্মরাজ জৈন সিদ্ধ ধর্মনাথে পরিণত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিজের পরিচয় একেবারে গোপন করিতে পারেন নাই। চতুর্দশ শতাব্দীতে জিনপ্রভসূরি তাঁহার বহুরাহপুরকল্পে লিখিয়াছেন "তত্র চ তত্রৈব নাগমূর্ত্তিপরিবারিত শ্রীধর্মনাথপ্রতিমাঽন্যাপি নিবসতীতি সম্যগ্‌দৃষ্টিযাত্রিকজনৈরনেকবিধিপ্রভাবনাপুরঃসরং পূজ্যতে। অদ্যাপি পরমসমধিনো ধর্মরাজ ইতি ব্যপদিশ্য কদাচিদবর্ষতি বর্ষাসু জলধরে ক্ষীরঘটাসহস্রৈর্ভগবন্তং স্নপয়ন্তি সম্পদ্যতে চ তৎক্ষণাদ্ বিশিষ্টা মেঘবৃষ্টিঃ। কন্দর্পা শাসনদেবী কিন্নরশ্চ শাসনযক্ষঃ" রাঢ়ে এখনও কোন কোন স্থানে দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি হইলে ধর্মরাজকে দুধে স্নান করানো হয়। ধর্ম ঠাকুরের পত্নী (বা পরিচারিকা) কামিনী এবং ধর্মনাথের শাসনদেবী কন্দর্পা প্রায় সমার্থক। আরো একটি প্রমাণ ময়ূরভট্টের প্রসঙ্গে পরে দিব।

শিক্ষিত-সমাজে ধর্ম-ঠাকুরের পরিচয় প্রথম প্রকাশ করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ইনি ধর্ম-ঠাকুরের পূজায় বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অনুমান এখন আর সমর্থন করা যায় না। ধর্ম-ঠাকুরের পূজায় হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান সব ধর্মেরই অনুষ্ঠান অল্পবিস্তর নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জন্মসূত্রে ধর্ম হইলেন বৈদিক দেবতা বরুণ। তবে তাহার সঙ্গে আদিত্য (বৈবস্বত যম সমেত) সোম প্রভৃতি অপর বৈদিক

দেবতাও মিশিয়া গিয়াছে। অন্য দেবতার মিশালও আছে।

ঋকবেদের বরুণ যম সোম প্রভৃতি প্রবীণ ও নবীন দেবতার সঙ্গে ধর্ম-ঠাকুরের মিল যেমন আছে তেমনি বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের সঙ্গে ধর্ম-ঠাকুরের পূজাকাণ্ডের সাম্য আছে। বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের কালানুক্রমে ও অবস্থান্তরবশে বারবার গ্রহণ-বর্জনের ক্রমে যে পূজাকাণ্ড মুসলমান শাসনের সময়ে (সম্ভবত চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে) গড়িয়া উঠিতেছিল ধর্ম-ঠাকুরের বারমতি গাজনে, ধর্ম-ঠাকুরের অনুষ্ঠানে ও পূজাবিধিতে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের ও তদাশ্রিত সাহিত্যের অতিক্ষীণ কিন্তু তাহারই অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিত পরিণাম দেখিতেছি। মনে হয়, এই অনুষ্ঠান যে-বর্ণব্রাহ্মণদের বিশেষ অধিকারে ছিল তাঁহারা হয়তো অথর্ববেদীয় পৈপ্পলাদ শাখাব অথবা—ধর্মপূজাবিধি গ্রন্থ অনুসারে—ঋক্-যজুঃ-সাম-অথর্ব বেদের বাহিরে—পূর্বকাল হইতে আগত কোন "পঞ্চম" বেদের শাখার পুরোহিত ছিলেন। হয়তো ইঁহারা একদা দক্ষিণরাঢ়ে ছিলেন কিন্তু এ পূজার শাস্ত্র যাহা এখন পাইতেছি তাহা ইঁহাদের পূর্বক্রমাগত শাস্ত্র নয়। "কলিমা জালাল", "ছোট জালালি", বারমতি, দাদুরিঘাটা, ঘরভাঙ্গা ইত্যাদি গাজন-অনুষ্ঠানের সমস্ত প্রাপ্ত বিধিবিধান যে বাঙ্গালা-উড়িষ্যার সীমান্ত অঞ্চল হইতে আগত সে বিষয়ে সন্দেহেব অবকাশ কম। "কলিমা জালাল" প্রসঙ্গে যাহা বলিতেছি তাহা অনুধাবনীয়। ধর্ম-ঠাকুরের যজ্ঞের চরুর নাম "মনুই"। এ শব্দটি বাঙ্গালায সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, কিন্তু উড়িষ্যায চলিত আছে, "মনোহি"। এও একটা প্রমাণ।

দক্ষিণরাঢ়ের যে সব অঞ্চলে ধর্ম-ঠাকুবের প্রতিপত্তি প্রবল এবং যেখানে ধর্ম-ঠাকুরের গাজন ও যজ্ঞকাণ্ডের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল ও আছে সেই সব অঞ্চলের সঙ্গে উড়িষ্যার সোজাসুজি যোগাযোগ প্রাচীনকাল হইতেই ছিল। ইহাও মনে রাখিতে হইবে।

একসময়ে মনে করিযাছিলাম যে ধর্মের গাজনকাণ্ড পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। পুত্রেষ্টিব উল্লেখ রামাযণে ও পুরাণে আছে, বৈদিক সাহিত্যে নাই। পুত্রলাভ কামনা বৈদিকযুগের মানুষেব অনেক যজ্ঞেরই অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম-ঠাকুর ছিলেন গ্রামের রাজ-দেবতা, এবং বৈদিক দেবতাদের মধ্যে প্রধানত বরুণের প্রতিনিধি। (ঋক্‌বেদে যে দুই-তিন জন দেবতাকে "রাজা" বলা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে বরুণ মুখ্য)। যে যজ্ঞ সংস্কৃত সাহিত্যে "রাজসূয়" নামে পবিচিত তাহা আসলে ছিল বরুণ-যজ্ঞ, এবং আসল নাম ছিল "বরুণসব"।[২] দেবতার রাজশক্তিকে কেন্দ্র করিযা রিক্তবিত্ত দীর্ণশক্তি প্রজাহীন রাজাকে বিত্ত-শক্তি-প্রজায়—দুই অর্থে, সন্তানে ও প্রজাবর্গে—পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উপলক্ষে বাৎসরিক উৎসবেব মতো ছিল এই বরুণসব (বা বাজসূয়)।[৩]

অতঃপর রাজসূয় ও আনুষঙ্গিক বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডেব সঙ্গে ধর্ম-ঠাকুবের গাজন-যজ্ঞকাণ্ডের যে মিল আছে তাহা দেখাইতেছি। এই মিল অত্যন্ত গভীব ও তাৎপর্যপূর্ণ।

(১) বৈদিক শুনঃশেপ আখ্যানের সঙ্গে ধর্মপুরাণেব হবিশ্চন্দ্র কাহিনীব সম্পর্ক অনাত্র দেখাইয়াছি। রাজসূয় যজ্ঞে শুনঃশেপ আখ্যান আবৃত্তি কবিতে হইত, তেমনি গাজন-কাণ্ডে হরিশ্চন্দ্র-কাহিনী।

(২) সদা ডোমেব (এবং হবিশ্চন্দ্রের) কাহিনীতে একাদশীর দিনে ধম-ঠাকুরের মাংস-পারনার উল্লেখ আছে। এই ব্যাপার (এবং সাধারণভাবে একাদশী ব্রত-পালন) বৈদিক একাদশিনী ইষ্টি হইতে আগত। অপুত্রক সদা ডোম যেমন পুত্র লাভ করিয়াছিল, প্রজাহীন

বিত্তহীন পুত্রহীন হরিশ্চন্দ্র যেমন প্রজা-বিত্ত-পুত্র লাভ করিয়াছিল, এই বৈদিক ব্রত-ইষ্টির প্রবর্তক প্রজাপতি তেমনি অপগত শ্রী ও বীর্য এবং পলাতক প্রজাদের ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। বৈদিক কাহিনীটি এখানে যথাযথ অনুবাদে (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৩, ৯, ১, ১-৫) উদ্ধৃত করিতেছি।

'প্রজা সৃষ্টি করিবার পরই প্রজাপতি মনে করিলেন তিনি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছেন। প্রজা তাঁহার থেকে দূরে রহিল, তাঁহার সমৃদ্ধি ও পোষণের জন্য (তাঁহার কাছে) রহিল না। তিনি বিবেচনা করিলেন, আমি নিঃশেষ হইয়াছি। যে বাসনায় সৃষ্টি করিলাম আমার সে বাসনা পূর্ণ হইল না, প্রজা আমার কাছে হইতে দূরে রহিল, প্রজা আমার সমৃদ্ধি ও পোষণের জন্য (কাছে) রহিল না। প্রজাপতি বিবেচনা করিলেন, কিসে আবার নিজেকে পূর্ণ করি (যাহাতে) প্রজা আমার কাছে ফিরিয়া আসে, প্রজা আমার সমৃদ্ধি ও পোষণের জন্য (কাছে) থাকে। তিনি অর্চনা করিয়া তপস্যা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন, প্রজাকাম (হইয়া)। এই কালে তিনি একাদশিনীকে দেখিলেন, একাদশিনীর দ্বারা যাগ করিয়া প্রজাপতি পুনরায় নিজেকে পূর্ণ করিলেন তাঁহার কাছে প্রজা ফিরিয়া আসিল, প্রজা তাঁহার সমৃদ্ধি ও পোষণের জন্য (কাছে) রহিল। তিনি যাগ করিয়া আরও সমৃদ্ধিমান হইলেন। সেই উদ্দেশ্যে একাদশিনীর দ্বারা যাগ করা উচিত। তাহা হইলে প্রজা ও পশু দ্বারা পূর্ণ হওয়া যায় এবং তাহার (কাছে) প্রজা ফিরিয়া আসে প্রজা তাহার সমৃদ্ধি ও পোষণের জন্য (কাছে) থাকে, সে যাগ করিয়াই সমৃদ্ধতর হয়। এই উদ্দেশ্যে একাদশিনীর দ্বারা যাগ করা উচিত ॥

এগারটি গোরু আলম্ভন করা হইত বলিয়া নাম একাদশিনী। পশুগুলি যথাক্রমে এই সব দেবতার উদ্দেশে দেওয়া হইত,

অগ্নি, সরস্বতী, সোম পূষা, বৃহস্পতি, বিশ্বদেবগণ ইন্দ্র মরুদ্গণ, ইন্দ্রাগ্নী ( ইন্দ্র ও অগ্নি একসঙ্গে), সবিতা ও (সর্বশেষে) বরুণ।

এই হইল একাদশী ব্রতের বৈদিক জন্মকথা। ব্রাহ্মণ্য আচারে একাদশীর বিশেষ মর্যাদা আছে, সে শুধু উপবাসে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে একাদশীর মাহাত্ম্য সমস্ত ব্রত উপবাসের ঊর্ধ্বে স্থাপিত হইয়াছে। এ হইল উচ্চবর্ণের সেবিত সংস্কৃতশাস্ত্রশাসিত ধর্মে বৈদিক একাদশিনী ইষ্টির বর্ণচোরা এবং অভিনব পরিণতি। ধর্ম-ঠাকুর-ঐতিহ্যে সে পরিণতি অমন বর্ণচোরা নয়। যদিও সেখানে বৈষ্ণবশাস্ত্রের একাদশীমাহাত্ম্য স্বীকৃত তবুও (মানুষ) প্রাণি হত্যা করিয়া ব্রতপারণার উল্লেখ বৈদিক একাদশিনীর দিকে ধ্রুব অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে।

ধর্ম-ঠাকুরের আনুষ্ঠানিক পূজার বিষয়ে যে সবচেয়ে পুরানো গল্পটি পাই, হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী, তাহাতে একাদশী ব্রতের ছাপ পড়িয়াছে। কিন্তু গল্পটি খুব পুরাতন। ঋগ্বেদ শাখার ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে যে হরিশ্চন্দ্র-রোহিতাশ্ব-শুনঃশেপ আখ্যান আছে তাহাতেই ইহার মূল পাওয়া যায়। সে আখ্যান রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি কোন কোন যজ্ঞকাণ্ডে গীত হইত।[৪]

ধর্ম-ঠাকুরের সৃষ্টিকাহিনী ঋকবেদে বর্ণিত (১০।১২৯) সৃষ্টিতত্ত্বের মতোই। কূর্ম ধর্ম-ঠাকুরের পাদপীঠ সুতরাং শূন্যমূর্তির প্রতীকস্থানীয়। মনে রাখিতে হইবে বৈদিক সাহিত্যে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিকে ও সূর্যকে কূর্ম বলা হইয়াছে।

স যৎ কূর্মো নাম এতদ্ বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। স যঃ স কূর্মোঽসৌ স আদিত্যঃ [৫]

ধর্ম-ঠাকুরের অনুষ্ঠান-কাণ্ডে বৈদিক শ্লোকের প্রতিধ্বনি দৈবাৎ শোনা যায়। যেমন এই তিনটি শ্লোক।[৬] ("পরমহংস" আইডিয়া এই প্রথম উল্লিখিত।)

স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যা অসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি।
শুক্রমাদায় পুনরেতি স্থানং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ॥

'অসুপ্ত যিনি নিদ্রার দ্বারা নিদ্রামগ্নদের শরীরবৃত্তিকে দাবাইয়া দিয়া পর্যবেক্ষণ করেন (আর) শুক্র (=তেজ) গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া যান, (তিনি সেই) হিরণ্ময় পুরুষ, একমাত্র হংস॥'

প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং বহিষ্কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা।
স ঈয়তে অমৃতো যত্রকামং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ॥

'প্রাণের দ্বারা নীচের কুলায়কে রক্ষা করিতে করিতে বাহির কুলায়ে চরিয়া আসিয়া, অমৃত তিনি যেখানে খুশি গমন করেন। (তিনি সেই) হিরণ্ময় পুরুষ, একমাত্র হংস॥'

স্বপ্নান্ত উচ্চাবচমীয়মানো রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহূনি।
উতের স্ত্রীভিঃ সহ মোদমানো জক্ষদ্যুতেরাপি ভয়ানি পশ্যন্॥[৭]

'ঘুমের শেষে উর্ধ্ব অধঃ (যথেচ্ছ) গমন করিতে করিতে (সে) দেব বহুরূপ ধারণ করেন—হয়ত নারীদের সঙ্গে বিলাস করেন, হয়ত ভোজন করেন, (হয়ত) ভয় দেখেন॥'

ইহার সহিত তুলনা করুন ধর্ম-ঠাকুরের গাজনের শেষ অনুষ্ঠানের ছড়ার।[৮] "অথ বন্দনা করিয়া ঘরভাঙ্গা গীয়তে",—

ভাল গো ডোমের ঝি সরোবর বাখ
সুহংস চরিযা যায় তাহা নাই দেখ।
পখুর-পাড়েতে সদা ডোমের কুড়িয়া
ঘন ঘন আইসে যায ব্রাহ্মণ-বড়ুয়া।
ব্রাহ্মণ-বড়ুয়া নয নিরঞ্জন-বায
দেখিতে দেখিতে হংস শূন্যেতে লুকায়।
হংসাহংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি
হংস চরিযা যায দোজ-প্রহর বাতি।
স্বর্গেতে থাকিয়া হংস নাম্বিল মরতে
কৌতুকে মৃণাল তুলি কে পায দেখিতে।
হংসাহংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি
হংস চরিযা যায তেজ-প্রহর বাতি।
এমনি অপূর্ব হংস নাই সমতুল
হংস ছিঁড়িয়া খায কমলের ফুল।
হংসাহংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি
হংস চরিয়া যায নিশাভোগ বাতি।

একটি চর্যাগীতির প্রথম দুই ছত্রের সঙ্গে এই ছড়ার প্রথম দুই ছত্রের মিল আছে।

নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ
ছই ছোই যাইসি ব্রাহ্ম[ণ] নাড়িআ॥[৯]

## ২ "জালালি কলিমা"

ধর্ম-ঠাকুরের কথা তিনভাগে পড়ে। এক—সংজাত-পদ্ধতি অর্থাৎ পূজানুষ্ঠানপদ্ধতি, দুই—ধর্মপুরাণ অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শাস্ত্রকথা, এবং তিন— ধর্মমঙ্গল অর্থাৎ শুভ মাহাত্ম্যকাহিনী। ধর্মপূজার ছড়াগুলি সংজাত-পদ্ধতিতে অর্থাৎ 'ধর্মপূজাবিধান' বা 'ধর্মপূজাপদ্ধতি' নামযুক্ত নিবন্ধগুলিতে সঙ্কলিত আছে।[১০] ধর্ম-কথার মধ্যে এই ভাগই সবচেয়ে নবীন সংকলন। তিনটি ভাগের মধ্যে সাধারণ উপক্রমণিকা হইল সৃষ্টিবর্ণনা। এই অংশটুকুই আসলে 'শূন্যশাস্ত্র' বা 'শূন্যপুরাণ'। এই সৃষ্টিবর্ণনা বিপ্রদাসের ও বিষ্ণু-পালেব মনসামঙ্গলে এবং অন্যত্র পাইয়াছি।

"সংজাত" শব্দ আসিয়াছে সংস্কৃত "সাংযাত্রিক" (অর্থ একত্র জলপথযাত্রী) হইতে। ধর্ম-ঠাকুরের আদ্যপূজাস্থানে নৌকায় করিয়া গিয়া পূজা ও তপশ্চরণ করিতে হইত বলিয়া ধর্ম-ঠাকুরের উদ্দেশ্যে বহুমিলিত তপশ্চর্যার নাম হইয়াছিল "সংজাত" (বা "সাংজাত")। ধর্মপূজাবিধানের ও ধর্মপুরাণের যে অংশে হরিশ্চন্দ্র-মহিষীর তপস্যা বর্ণিত হইয়াছে তাহার নাম "সংজাত-খণ্ড"। ধর্মমঙ্গল কাব্যে রঞ্জাবতীর "শালে ভর" আখ্যানে ও লাউসেনের "হাকন্দ-সেবন" পালায় সংজাত-পদ্ধতির কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা পাই।

ধর্মপূজার প্রথম প্রবর্তক ও ধর্ম-ঠাকুরের আদি পুরোহিত বলিয়া চিহ্নিত বামাই-পণ্ডিতের নামেই সংজাত-পদ্ধতি নিবন্ধগুলি সব প্রচলিত। তথাকথিত 'শূন্যপুরাণ' এই "ব্যক্তি"রই রচিত বলিয়া এখনও কেহ কেহ বিশ্বাস করেন। সংজাত-পদ্ধতির ছড়া ও পদগুলিতে সাধারণত ভনিতা পাই "শ্রীযুক্ত রামাঞি" অথবা "পণ্ডিত শ্রীরাম (রামাই)"। পৌরাণিক "শ্রীরাম" নামটির পিছনে আসল রচয়িতা "রামাই" ও অন্যান্য ব্যক্তি আত্মগোপন করিয়া গিয়াছেন।[১১] ধর্মপূজার ছড়া ও নিবন্ধগুলি ধর্মপূজার প্রবর্তক কোন একটিমাত্র "শ্রীরামাই" পণ্ডিতের লেখা হইতে পারে না। এগুলি যেসব পুথিতে পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশই ঊনবিংশ শতাব্দীতে গ্রন্থবদ্ধ। সবচেয়ে পুরানো পুথিগুলিও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে লেখা নয়। একথাও সত্য যে ছড়ার কোন কোন অংশ বেশ পুরানো, কিন্তু সে অংশের ভাষা অপর অংশের ভাষার মতোই আধুনিক, অর্থাৎ অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর। নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'শূন্যপুরাণ'এ ছাপা বানানের মোহে পড়িয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও ভ্রমে পড়িয়াছেন। 'শূন্যপুরাণ'-এর ভাষায় এমন কিছুমাত্র বিশেষত্ব নাই যাহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

সংজাত-পদ্ধতির বিশিষ্ট ছড়া ও পদগুলিতে ধর্ম-ঠাকুরের পূজার আয়োজন ও যজ্ঞবিধি বিবৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোন ছত্রে পুরানো ভাবের পুনরাবৃত্তি রহিয়াছে, ক্বচিৎ ইতিহাসের টুকরাও রক্ষিত আছে। যেমন ধর্ম-ঠাকুরের রাজসভাধিবেশন—"বারমতি" (অর্থাৎ রাজসভাদ্বারমুক্তি) অথবা "ঘরভরা" (পুত্রেষ্টি কিংবা রাজসূয়)—গাজনের শেষ দিনের অনুষ্ঠান "ঘরভাঙ্গা"য় গীত "জালালি কলিমা"।[১২] হয়তো এই ছড়ায় বহুকাল পূর্বেই কোন এক শোচনীয় যজ্ঞভঙ্গ-কাহিনীর স্মৃতি বিজড়িত আছে। ধর্ম-ঠাকুরের পীঠস্থান জাজপুর উড়িষ্যায় প্রসিদ্ধ জাজপুর। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ শাহা তোগলক (ইনিই কি জালাল ?) উড়িষ্যায় ও বাঙ্গালায় যে বিদ্যুৎগতি অভিযান চালাইয়াছিলেন মনে হয় তাহারই স্মৃতি এই "জালালি কলিমা"র দাগ কাটিয়াছে। কবিতাটির

প্রথম অংশে পাই, প্রজার পাপের ফলে ধর্ম-ঠাকুরের যবনবেশ ধরিয়া আসা ও হিন্দুর উপর অত্যাচারের কথা। শাসকের পীডনকে ঈশ্বরের বিধান বলিয়া মানিয়া লওয়া অদৃষ্টবাদী আমাদের ধর্মবুদ্ধিতে মোটেই অনপেক্ষিত নয। একদা যে মনোবৃত্তি জাগ্রত হইয়া "যবনরূপী" ধর্ম-ঠাকুরকে চিনিতে পারিযাছিল সেই মনোবৃত্তিই কয়েক শত বৎসব পরে ইংবেজ-রাজত্বকে বিধির বিধান ভাবিয়া মানিযা লইয়াছিল।

অপূর্ব শুনহ সবে স্বর্গের যতেক দেবে
বিলাতে হইলা সাহেবরূপী
ছাডিলা আহ্নিকপূজা পরিধান কুর্ত্তি মুজা
হাতে বেত শিবে দিলা টুপী।
বাঙ্গালাব অভিলাষে আইলা সদাগর-বেশে
কৈলকাতা পুরানা-কুঠী[১৩] আদি
গত আমল সুবেদাবী শুভ সন বাহাত্তবি
আংরেজ-আমল তদবধি।[১৪]

জালালি কলিমার পাঠ অত্যন্ত দুষ্ট, বিশেষ করিয়া 'নিরঞ্জনের উষ্মা' অংশেব। এটিব প্রথম কয় ছত্রের ভাবার্থ দিয়া শেষ ছত্রগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

জাজপুরে বহুশত ঘর বেদব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ থাকে। তাহাবা দক্ষিণার জন্য জুলুম করে। তাহারা অনেক রকম ভোজবাজী জানে। তাহাদেব অত্যাচাবে সাধারণ লোক জ্বালাতন। নাচার সাধু-শিষ্ট ব্যক্তিরা চুপ করিয়া সহ্য করে ও ধর্ম স্মবণ করিতে থাকে। অবশেষে ধর্মের টনক নড়িল।

এইরূপে দ্বিজগণ কবে সৃষ্টিসংহবণ
এ বড হইল অবিচার
অন্তরে জানিয়া মর্ম বৈকুণ্ঠে থাকিযা ধর্ম
মায়ারূপী হৈল খোন্দকার।[১৫]
হইয়া যবনরূপী শিবে ধবে কাল টুপী
হাতে ধবে তিবকস কামান
চাপিয়া উত্তম হয[১৬] ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায হইল একনাম।
নিরঞ্জন নিবাকার হৈল ভেস্ত অবতাব[১৭]
মুখেত বলয়ে দম্-মাদাব[১৮]
যতেক দেবতাগণ সভে হয্যা একমন
আনন্দেত পরিল ইজার।
ব্রহ্মা হৈল মহামদ বিষ্ণু হৈল পেগাম্বর
আদম হইল শূলপাণি
গণেশ হইল কাজী কার্তিক হইল গাজী[১৯]
ফকীর হইল যত মুনি।
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইল শেক
পুরন্দর হইল মৌলনা[২০]
চন্দ্র-সূর্য আদি দেবে পদাতিক হয্যা সেবে

সভে মেলি বাজায বাজনা।
আপনি চণ্ডিকাদেবী তিহ হৈল হাযা[২১] বিবি
পদ্মা হইল বিবি নূব[২২]
যতেক দেবতাগণ হৈয়া সবে একমন
প্রবেশ কবিল জাজপুর।
দেউল দেহারা[২৩] ভাঙ্গে কাড্যা ফিড্যা খায বঙ্গে
পাখড পাখড আল্লা[২৪] বোল
সেবিযা ধর্মেব পায পণ্ডিত বামাঞি[২৫] গায
এ বড বিষম গণ্ডগোল্ল॥

তাহার পব অত্যাচারের একটু বিস্তৃততর, বাস্তব ধবনেব বর্ণনা,

ব্রাহ্মণেব জাতিধ্বংসহেতু নিবঞ্জন
সাম্বাইল জাজপুবে হইয়া যবন।
দেউল দেহাবা ভাঙ্গে গোহাড়েব ঘায়।
হাতে পুথি কব্যা কত দেযাসি[২৬] পালায।
ভালের তিলক যত পুঁছিযা ফেলিল
ধর্মেব গাজনে ভাই যবন আইল।
দেউল দেহারা যত ছিল ঠাঁই ঠাঁই
ভগ্ন করি পাড়ে তারে না মানে দোহাই।
ধর্মের গাজনে ভাই উডিছে বলকা
উতরিয়া পেলে তবে যতেক পতকা॥

সেই তো নগবে দ্বিজ পাশাসিংহ নাম
বেদেতে প্রতাপ অতি রূপে অনুপাম।
শুনিযা ত ধর্মবাজ কুপিল অন্তরে
সাম্বাইল পাশা ছলে তাহার মন্দিবে।

অতঃপর কাহিনীর স্বল্প অবশেষটুকু রূপকথায় তলাইয়া গিয়াছে।

এই তো গেল "কলিমা জালাল" বা "বড় জালালি"। তাহার পর "ছোট জালালি"। ইহার মধ্যে যোগী-দরবেশের অধ্যাত্মকথার ছিটা-ফোঁটা আছে।

"ছোট জালালি"তে ছড়ার ছত্রের সঙ্গে গদ্যের টুকরা ভাঙ্গা ছন্দে মিশাইয়া মিশাইয়া আছে। হিন্দী-ফারসী মিশ্র ভাষার বিকৃতিব জন্য নিখুঁত অর্থবোধ অসম্ভব। কিছু নিদর্শন দিই।

প্রশ্ন

কাঁহা জাতে হো খোনকার আঙ্গারাখা[২৭] লাগাযে গায়
শিরমে টোপি তেরা
হাতমে ছুরি তেরা
পাউষ[২৮] দেকে পায়।

উত্তর

হারাম কি উব[২৯]।

কাঁহা হাল্লাল কবেগা।
ইত বাবু রামাই গায।

অশ্বারোহী তীর-কামান-ধারী খোন্দকার আসিয়া বসিলেন শ্বেত-শিমূলের তলে, হিন্দু-মুসলমান ভাইদের বিচার করিতে। তাঁহার

কাল সে বঙ্গি[৩০] কাল সে টুপি কাল সে কুতুব ভাই

তিনি

মিনি দড়িয়ে সযাল[৩১] বাঁধে সঙবে খোদায খোদায।

তাহার পর খোন্দকার

বাব দিযা বসিলেন খোদায ফরমান[৩২]।

বসিয়া তিনি পুথি ঘাঁটিয়া কাগজ পড়িতে লাগিলেন।

উচাবন্তি কাগজ বিচার্বন্তি পোথা।

তাঁহার পর প্রশ্ন করিলেন,

আমি খোন্দকার মেরা জন্ম হৈল কোথা।

জবাব আসিল,

মারিযা দুশমন কি শির।

তাহার পর প্রশ্ন

বাদি সাধি[৩৩] কোন?

উত্তর

মহামদ বীর।

পুনবায় প্রশ্ন

কো হিন্দু কো মুসলমান।

উত্তর

হিন্দু পূজন্তি কাষ্ঠ পাষাণ।
মুসলমান পূজন্তি খোদায়
পুণ্য রেখ নাই।

এইভাবে বিচারকার্য সমাপ্ত হইলে পর আহারের উদ্যোগ। নানারকম মাংসের আয়োজন হইল।

তব খোনকার কোন কাম কিয়া...
নূর বিবি হাজির হুয়া।
নেয় নেয় নূর বিবি সুপারি পান।
পয়দা কিয়া হেড়া[৩৪] বত্তিস খানা
পাক খুশাল পাকাও খানা..

খানা তৈয়ারি হইলে খোন্দকার-রূপী ধর্মকে নিবেদন করা হইল।

গোরের উপরে চিলে বাযাইল[৩৫]

মেয় পুতা সোনার গেঁড়ুয়া খেলে রে আল্লা।

| | | |
|---|---|---|
| পশ্চিম দুয়ারে | পণ্ডিত শ্বেতাই | উপরে খাটায়ে টোনা |
| চারি শাস্ত্র | পঞ্চম বেদ | সে হইল কাজী মৌলনা[৩৬] রে আল্লা |
| সুবর্ণের বাটিতে | হেডা রাখি গিয়া | রূপার বাটিতে দুধ |
| বুক কুড়ি কুড়ি | হয়রানে হিন্দু | হিন্দু মারি গিয়া পুত[৩৭]। |
| দক্ষিণ দুয়ারে | পণ্ডিত নীলাই | উপরে খাটাএ টোনা |
| চারি শাস্ত্র | পঞ্চম বেদ | সে হৈল কাজী মৌলন[৩৬]-বে আল্লা। |
| রূপার বাটিতে | হেড়া রাখি গিয়া | তাম্বের বাটিতে দুধ |
| বুক কুড়ি কুড়ি | হযরানে হিন্দু | হিন্দু মাবি গিযা পুত [৩৭] . |

গাইল পণ্ডিত বামাই জালালি-পাবন সার
ধর্মের গাজনে পড়ে জয়জয়কার ॥

এখানে যে কপিলা গাভী হত্যা করিয়া মাংস গ্রহণের কথা আছে তাহা মাদাবি ফকীরদের অনুষ্ঠানেরও অঙ্গ। নিম্নে অনূদিত অংশ হইতে বোঝা যাইবে যে জালালি-কলিমায় মাদাবি ফকীরদেরই অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে, বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণদের নয়।

'বদী'উদ্দীন শাহ্ মদার, যিনি মদারি সম্প্রদায় প্রবর্তন করিযাছিলেন, তাঁহাব সমাধি কানপুবেব নিকটবর্তী মকনপুরে আছে। এইস্থানে তিনি ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ কবেন। তাঁহাব তিরোভাবের বার্ষিক অনুষ্ঠানে মদারি-ফকীবেবা আগুনেব উপব দিযা পাযে হাঁটা অনুষ্ঠান কপে দেখায, তখন মুখে "দম মদাব, দম্ মদাব" (অর্থাৎ মদাবেব শ্বাস) বলিযা চীৎকাব কবে। এই চীৎকাবের ফলে নাকি আগুনেব উপর দিযা খালি পাযে চলিবাব কালে পা পুড়ে না। এই ডাকে সাপেব বিষ ও বিছাব বিষ নষ্টা হয় বলিয়া বিশ্বাস।

কখনও কখনও মদাবপন্থীবা পীব মদাবেব জন্মদিনে (এই তাবিখ ১৭ জমাদীউল আওবল বলিযা ধরা হয়) কালো গাই মানত কবে। গাভীটিকে কাটা হয এবং সে মাংস ফকীবদেব বিতবণ কবা হয।[৩৮] এই ব্যাপাবকে বলে "গাই লুটনা—অর্থাৎ গাই-লুট।"[৩৯]

### ৩ রাজদেবতা ধর্ম-ঠাকুর

ধর্ম-ঠাকুব বাজ-দেবতা, রাজশক্তির প্রতীক। সেইজন্য ধর্ম-ঠাকুবেব পূজক-পবিচাবকদেব পদবীতে সেকালেব বাজসভাব আধিকাবিকদেব উপাধি চলিযা আসিয়ছে। ধর্মবাজকে আশ্রয করিয়া সেকালের অনেক জানপদ-দেবতা পূজাভাগ লাভ কবিয়াছেন। যেমন—বাসলী, মনসা, পঁড়াসুর, লৌহজঙ্ঘ. ডামবসাঞি ইত্যাদি। ধান-চাষ হইতে আবম্ভ করিয়া গুড় তৈয়ারি, তামা-কাঁসা-লোহার কাজ, নৌকা চালানো ইত্যাদি প্রধান সাধাবণ জীবিকাবৃত্তিগুলি ধর্ম-ঠাকুরের গাজন-অনুষ্ঠানে স্থান পাইয়া বহুমানিত হইয়াছে। তাহাব মধ্যে স্বভাবতই ধানচাষ সবিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছে। গাজনে ধর্মেব বিবাহ-অনুষ্ঠান ধান্য-কৃষিরই কাব্যময় রূপক। (শিবায়নে শিবের চাষ-পালা ধর্মপুরাণ কাহিনীর রূপান্তর ও উপসংহাব।)

বৈদিক সাহিত্যে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে হোতা ও অধ্বর্যুর মধ্যে যেমন "ব্রহ্মোদ্য" হইত, উপনিষদে জনকের সভায় যেমন ঋষিরা ব্রহ্মবিচার কবিতেন এবং মহাভারতেব

বন-পর্বে বক-যুধিষ্ঠির-সংবাদে যেমন "বাকোবাক্য" হইয়াছিল ধর্মের গাজনেও তেমনি পাটভক্ত্যা-ধামাতকরণির মধ্যেহেঁয়ালি প্রশ্নোত্তর হয়। (একটু আগে জালালি-কলিমায়ও উত্তর-প্রত্যুত্তরেরউদাহরণ দিয়াছি।) এখনকার দিনে প্রশ্নোত্তরকে বলে "বোলান"। গাজনের বোলান যেমন,

প্রশ্ন

তিল-প্রমাণ দেউল আকাশ-প্রমাণ দে[৪৫]
কোথা থুইবে ফুলের সাজি কোথা পূজিবে দেব।

উত্তর

হয় না তিল-প্রমাণ দেউল আকাশ-প্রমাণ দে[৪৬]
হৃদয়ে থুব ফুলেব সাজি ভাবে পূজিব দেব॥

রথ-সাজনের ছড়ায় কোনারকেব সূর্যমন্দিরের প্রতিভাস। যেমন,

সাম ঋক যজু[৪৭] অথর্ব পঞ্চম বেদ[৪৮]
কহিতে কহিতে সভাব সহিতে পাপচ্ছেদ।
আদিদেব রাউলেব[৪৯] বথ উঠিল সাত সমুদ্র পাব
কনক-মণ্ডপ বাউলেব কনক-বেহাব
সে মণ্ডপে নাগন্তি কাম
সেথা সপ্ত সূর্য লএ কবেন বিশ্রাম॥
ডাহিনে ডাম্বুব[৫৫] গোঁসাএব বামে হনুমান[৫৬]
কবযোড কবি দুই পাত্র বুঝান।
শুন হে বাপা গুণেব গুণবন্ত গুণেব সাগব
তুমি উদয হও হে প্রভু ভানু-ভাস্কব।

## ৪ সৃষ্টি কাহিনী ও ধর্ম-পূজারম্ভ

ধর্ম-ঠাকুরেব পুরাণ অনুযায়ী সৃষ্টিপত্তন-কাহিনী বিভিন্ন নিবন্ধে ও পুথিতে বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ। যেমন 'শূন্য-শাস্ত্র', 'শূন্যাপুরাণ', 'অনিল-পুরাণ', 'সৃষ্টি-পুবাণ'[৫৭], 'স্থাপনাপালা'[৫৮] ইত্যাদি; সহজিযা মতেব কোন কোন নিবন্ধেও এই সৃষ্টি-প্রক্রিযাব বর্ণনা অথবা ইঙ্গিত আছে।[৫৯]

ধর্ম-ঠাকুরের বিশ্বসৃষ্টিকাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি।

সৃষ্টির পূর্বে শুধু ছিলেন আদি-গোসাঞি ধর্ম-ঠাকুর অব্যক্ত নিবাকাব নিরঞ্জন অতএব "শূন্য" রূপে, এবং "অন্ধকার মধ্যে সকলি ধুন্ধুকার"—অর্থাৎ বেদেব ভাষায, "তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে"। জগৎসৃষ্টির প্রথম আবেগের ফলে শূন্যমূর্তি ধর্ম দ্বিধা হইলেন দুইরূপে। একরূপে হইলেন "অনিল" অর্থাৎ পবন, আর একরূপে হইলেন "নীল" অর্থাৎ মন। ঋক্‌বেদের নাসদীয়সূক্তের ভাষায় "স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ"। নীলের সংযোগে অনিলের গর্ভ সঞ্চার হইল, এবং তাহা ডিম্ব রূপে প্রসূত হইল। ডিম্ব ভাঙ্গিয়া সাকার ধর্ম-ঠাকুর, অনাদিকুমার, বাহির হইলেন। শূন্যের মধ্যে নিজেকে একাকী দেখিয়া তিনি ফাঁপরে পড়িলেন। তাঁহার নিঃশ্বাস, মতান্তরে জৃম্ভণ, হইতে উলূক পক্ষীর[৫০] উৎপত্তি হইল। তাহার উপর চড়িয়া ধর্ম "চৌদ্দ চৌ যুগ" ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে

উলূক ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হইযা জল চাহিলে ধর্ম "মুখে হৈতে অমৃত ফেলিল ততক্ষণ"। এক কণা মুখামৃত বাহিবে পডিল, তাহাতেই ব্রহ্মাণ্ড জলে ভাসিযা গেল। ঠাকুব ও তাঁহাব বাহন দুইজনে সেই জলে ভাসিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম একবিন্দু অঙ্গমল তুলিযা জলে ফেলিযা দিলেন,তাহাতে মেদিনীব সৃষ্টি হইল। তাহাব পব ত্রিভুবন সৃষ্টি কবিযা ক্লান্ত হইযা ধর্মবাজ কপালের ঘাম মুছিযা ফেলিলেন, তাহাতে "নহলি-যৌবন কন্যা" আদ্যাদেবী কেতকাব উৎপত্তি হইল। (শিবেব ঘর্ম অথবা অশ্রুবিন্দু হইতে নেতাব জন্ম স্মবণীয।) উলূকেব ঘটকালিতে আদ্যগোসাঞি-আদ্যাদেবীব বিবাহ হইল। বিবাহ কবিযাই ধর্ম-ঠাকুব বল্লুকাব তীবে তপস্যা কবিতে চলিযা গেলেন। দেবীব স্মৃতি উদয হইলে তপস্যায নিবত ঠাকুবেব মন একদিন চঞ্চল হইল এবং তাঁহাব বিন্দু টলিল। সেই বিন্দু কমণ্ডলুতে বাখিযা দেবীব কাছে পাঠাইযা দিলেন, বিষ বলিযা সন্তর্পণে বক্ষা কবিতে। ধর্মেব বিবহে কাতব দেবী আত্মঘাতী হইবাব উদ্দেশ্যে একদিন সেই বিষ পান কবিলেন। তাহাতে তাঁহাব গর্ভসঞ্চাব হইল। যথাকালে তিন পুত্র প্রসূত হইল। ব্রহ্মা বাহিব হইলেন মুখ হইতে, বিষ্ণু ললাট ভেদ কবিযা, আব শিব যোনিদ্বাবে। ভূমিষ্ঠ হইযাই তিন ভাই তপস্যা কবিতে বল্লুকায চলিযা গেলেন। তাঁহাদেব আগমন বুঝিযা ধর্ম-ঠাকুব অন্তর্ধান কবিলেন। কিছুকাল পবে পুত্রদেব যোগ্যতা পবীক্ষা কবিবাব জন্য ধর্ম ঠাকুব গলিত মৃতদেহ হইযা বল্লুকাব ঘাটে যেখানে তিন ভাই তপস্যায নিবত সেখানে ভাসিযা আসিলেন। ব্রহ্মাব কাছে আসিবাব আগেই পচা গন্ধ পাইযা ব্রহ্মা ঘাট ছাডিযা উঠিযা পলাইলেন। বিষ্ণুব কাছে যাইতে তিনি জল ঠেলিযা দব কবিযা দিলেন। শিবেব কাছে গেলেই তিনি বুঝিতে পাবিলেন যে ইহা তাঁহাদেব পিতাব শব। তিনি দুই ভাইকে ডাকিযা শব সৎকাব কবিলেন। ধম-ঠাকুব খুশি হইযা তাঁহাকে বলিলেন কেতকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কব। ধর্মেব আদেশ পাইযা বিষ্ণু দেব ও জীবমণ্ডলী সমেত জগৎ সৃষ্টি কবিলেন।

অনেক কাল যায। মর্ত্যলোকে পূজা পাইতে ধর্ম-ঠাকুবেব মন হইল। তিনি জাজপুব বাসী শ্রীবামাই পণ্ডিতকে অনুগ্রহ কবিলেন।' অনুপবীত' বামাইকে মুনিবা তাহাব মামা' মার্কণ্ডেযেব চাপে পডিযা একঘবে কবিযাছিল। ধর্ম ঠাকুব স্বযং বামাইকে তাম্র-উপবীত দিযা নিজেব পূজক বলিযা নির্দিষ্ট কবিলেন এবং তাহাকে অবজ্ঞা কবায শাস্তি হিসাবে মার্কণ্ডেযেব কুষ্ঠবোগ জন্মাইলেন। অবশেষে, পত্নীব নির্বন্ধে, বামাইকে মানাইযা এবং ধম ঠাকুবকে পূজা কবিযা মার্কণ্ডেয বেহাই পাইলেন। মার্কণ্ডেয-পত্নী মানত কবিলেন,

মদ্যেব পুষ্কর্নি দিব পিষ্টেব জাঙ্গাল
মদে মাংসে বাবমতি ভবিব বাবেবাব।
শুক্রবাব কবিব আব বত্রিশ ববিবাব
শনিবাব ব্রত কবিবাবে জান শ্রীধম-দুযাব।

এই কাহিনী কোন কোন পুথিতে 'মার্কণ্ড-পুবাণ' নামে উল্লিখিত।

মুনি-সমাজেব পূজায যুত না পাইযা ধম ঠাকুব সদা ডোমকে অনুগ্রহ কবিলেন। তিনি ব্রহ্মচাবীব বেশ ধবিযা ছাতা সাবাইবাব উদ্দেশ্যে সদা ডোমেব কুঁডেয গিযা হাজিব হইলেন। সদা সযত্নে ছাতাটি সাবাইযা দিল। তখন ব্রহ্মচাবী একাদশীব পাবনা চাহিযা বসিলেন। সদা যথাসাধ্য আযোজন কবিলে পব ব্রহ্মচাবী ওজব তুলিলেন, নিঃসন্তান দম্পতীব ঘবে তাঁহাব

খাওয়া চলিবে না। সদার অনুনয়ে তিনি পুত্রবর দিয়া এবং দ্বাদশ বৎসরান্তে আসিয়া পারনা করিবেন বলিয়া বিদায় হইলেন। যথাকালে সদার পুত্র হইল লুইচন্দ্র[৫২] বা লুইধর, এবং বারো বছর পরে ব্রহ্মচারী হাজির হইলেন। রন্ধন হইলে পর ব্রহ্মচারী মাংস খাইতে চাহিলেন, সদার পুত্রের মাংস। তাহার পর কাহিনী দাতাকর্ণের গল্পের মতো।[৫৩] সাংজাত-পদ্ধতিতে এই কাহিনী হরিশ্চন্দ্র-লুইচন্দ্র পালায় অনুবৃত্ত আছে। কোনো কোনো ধর্মপুরাণে রামাই পণ্ডিতের ও তাঁহার পুত্র শ্রীধরের কাহিনীতেও এই ব্যাপার দেখা যায়।

ধর্মের অনুগ্রহ পাইয়া সদা ডোম (পরে হরিশ্চন্দ্র রাজা) রামাইকে পুরোহিত করিয়া ধর্মের পূজা করিলেন। এই হইল ধর্ম-ঠাকুরের প্রথম "বারমতি" বা "গৃহভরণ" গাজন॥

## ৫ ময়ূরভট্ট ও বাণভট্ট

রামাই পণ্ডিত যেমন ধর্মের গাজনের প্রথম পুরোহিত, লুইচন্দ্র কাহিনীর সূত্রধার এবং সাংজাত-পদ্ধতির সৃষ্টিকর্তা বলিয়া পরিচিত, ময়ূরভট্টও তেমনি হাকন্দ তপস্যার[৫৪] পথপ্রদর্শক এবং ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর আদিকবি বলিয়া উল্লিখিত। রূপরাম চক্রবর্তী ও শ্রীশ্যাম পণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ধর্মমঙ্গল-রচয়িতাই ময়ূরভট্টের দোহাই দিয়াছেন।

ময়ূরভট্টে কৃপান্বিত হৈল করতার
মরতে ধর্মের গীত করিতে প্রচার।[৫৫]
গর্ভবাসে তিন জন যুক্তি করে মনে মন
প্রকাশ হইব কোন রীতে
ময়রভট্ট দ্বিজবরে বিনয় করিয়া তারে
পুন রচে শ্রীশ্যাম পণ্ডিতে।[৫৬]

ময়ূরভট্ট দ্বিজবর যোগে নিরমল
প্রকাশ করেন যেবা ধর্মের মঙ্গল।[৫৭]

ময়ূরভট্ট সংস্কৃতে, প্রাকৃতে, অপভ্রংশে অথবা বাঙ্গালায় ধর্মমঙ্গল কাহিনী অথবা ধর্মের গীত রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা নাই। তবে এইটুকু জানি যে ময়ূরভট্টের এইরকম কোন রচনা ধর্মমঙ্গল কাব্যের কোন কবি কখনো দেখেন নাই। তাঁহারা পূর্বশ্রুত কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া ময়ূরভট্টের দোহাই পাড়িয়া গিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে সীতারাম দাস তাঁহার ধর্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "ময়ূরভট্ট মহাশয়ের সুন্দর পাঁচালি"। এ কথা পুরাপুরি আন্দাজি।

একদা 'ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল' বলিয়া একটি খণ্ডিত পুথির বিবরণ বাহির হইয়াছিল।[৫৮] কিন্তু সেটি অন্য কবির (সম্ভবত শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের) ধর্মমঙ্গলের পুথি।[৫৯]

'ময়ূরভট্ট-বিরচিত শ্রীধর্মপুরাণ'[৬০] বলিয়া যাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জের রচনা।[৬১] মুদ্রিত সংস্করণের আকর পুথির ভনিতা "দ্বিজ রামচন্দ্র" ছাপা বইয়ে "দ্বিজ ময়ূরক" হইয়াছে। চারি অক্ষরের নাম "রামচন্দ্র"কে তিন অক্ষরের নাম "ময়ূর"এ পরিণত করিলে ছন্দোভঙ্গ হয়, তাই স্বার্থিক ক প্রত্যয় যোগ করিয়া লাঠি ও সাপ দুই বাঁচাইবার চেষ্টা।

তবে রামাই পণ্ডিতের মতো ময়ূরভট্ট একেবারে ধরা-ছোঁওয়ার অতীত নহেন। সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত 'সূর্যশতক'এর রচয়িতা ময়ূরভট্টই যে ধর্ম-ঠাকুরের কাব্যে উদ্দিষ্ট ময়ূরভট্ট তাহা মনে করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। কিংবদন্তীতে বলে সূর্যশতক লিখিয়া ময়ূরভট্ট কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাব রোগমুক্তিব তপস্যার যে বিববণ পাওযা গিয়াছে তাহা ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত "শালে ভর" ও "হাকন্দ" তপশ্চর্যার অনুরূপ। প্রথমে গুজরাট অঞ্চলে প্রচলিত কাহিনীর সারাংশ দিতেছি। এই বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে মেরুতুঙ্গেব 'প্রবন্ধচিন্তামণি'তে।[৬২] তবে ইহাতে ময়ূরভট্টের তপস্যা আবোপিত হইযাছে বাণভট্টেব উপর।

ময়ূরভট্ট ও বাণভট্ট ছিলেন সম্পর্কে ভগিনীপতি ও শ্যালক। পাণ্ডিত্যে ও বিদ্যাবত্তায় দুইজনে পরস্পর প্রতিস্পর্দ্ধী, এবং রাজসভায় দুইজনেবই সমান প্রতিপত্তি। একদিন ভোরবেলায় বাণভট্ট ভগিনীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন। গৃহদ্বাবে পৌঁছিযা শুনিলেন পত্নীর দুর্জয় মান ভাঙ্গাইবার জন্য ময়ূবভট্ট পুনঃপুনঃ এই তিন চবণেব অসম্পূর্ণ পদটি বলিতেছেন,

গতপ্রাযা বাত্রিঃ কৃশতনু শশী শীর্যত ইব
প্রদীপোঽযং নিদ্রাবশমুপগতো ঘূর্ণিত ইব।
প্রণামান্তো মানস্ত্যজসি ন তথাপি ক্রুধমহো

শুনিয়া বাণের কবিপ্রবৃত্তি জাগিযা উঠল। তিনি অজ্ঞাতসাবেই এই চতুর্থ চবণ বলিযা শ্লোকটি সম্পূর্ণ কবিযা দিলেন,

কুচপ্রত্যাসত্ত্যা হৃদযমপি তে চণ্ডি কঠিনম ॥

'হে তন্বী, বাত্রি গতপ্রায। শশী যেন শীর্ণ হইতেছে, প্রদীপ শিখাটিও যেন নিদ্রাবশে টলিযা পডিতেছে। অবশেষে প্রণাম কবিলাম। আহা, তবুও নিষ্ঠুব মান ত্যাগ কবিতেছ না। হে নিষ্ঠুব নাবী, স্তনের কাছাকাছি থাকায তোমাব হৃদযও কঠিন হইযাছে ॥

ভাইয়ের মুখে এমন অসঙ্গত বাক্য উচ্চাবিত হইতে শুনিযা ময়ব পত্নী ক্রুদ্ধ হইযা শাপ দিলেন, "কুষ্ঠী ভব"। পতিব্রতার শাপ ফলিতে বিলম্ব হইল না, বাণভট্টের অঙ্গে কুষ্ঠবোগেব চিহ্ন দেখা দিল। প্রাতঃকালে শীতবস্ত্র জডাইয়া বাণভট্ট বাজসভায আসিলে ময়ূবভট্ট জনান্তিকে বলিলেন, "বরকোটী"।[৬৩] বাজা শুনিতে পাইয়া বিস্মিত হইযা বাণকে নিবীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাণ তৎক্ষণাৎ সভা হইতে উঠিয়া গেলেন এবং দেবতা আরাধন কবিতে সঙ্কল্প করিলেন। নগরপ্রান্তে দৃঢ স্তম্ভ আবোপণ কবিযা তাহাব তলায খয়েব কাঠেব আগুন জ্বালিয়া স্তম্ভশীর্ষে শিকা ঝুলাইয়া তাহাতে তিনি বসিয়া বহিলেন। একটি কবিযা সূর্যেব স্তুতি-শ্লোক রচনা করিয়া পাঠ কবেন আর একগাছি করিযা শিকাব দড়ি কাটেন। পাঁচগাছি দডি কাটা হইয়া গেলে অবশিষ্ট একগাছি মাত্র দড়িতে কোনো বকমে ঝুলিযা থাকিযা বাণভট্ট ষষ্ঠ শ্লোকটি রচনা ও পাঠ করিয়া যেমন দডিটি কাটিতে যাইবেন অমনি ভানুদেব প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। কবিও সঙ্গে সঙ্গে "সঞ্জাতজাত্যকাঞ্চনকায়কান্তি" হইয়া গেলেন। পরদিন বাণ "সুবর্ণচন্দনাবলিপ্তাঙ্গঃ সংবীতদিব্যবসনঃ" হইয়া রাজসভায় হাজির হইলেন। তাঁহার দেহজ্যোতি দেখিয়া রাজা অবাক হইলেন ও বাণকে প্রশংসা করিলেন। ময়ূর বলিলেন, দেবতার আবাধনা এমন আর কি বড় কাজ। তাহাতে ভগিনীপতিকে কটাক্ষ

করিয়া বাণ বলিলেন, "যদি দেবতাদ্যারাধনং সুকরং তদা ত্বমপি কিমপীদৃক্ চিত্রমাবিষ্কুরু"। ময়ূর বলিলেন, বেশ, "নিরাময়স্য কিমায়ুর্বেদবিদা তথাপি তব বচঃ সত্যাপয়িতুং নিজপাণী পাদৌ চ ছুর্য্যা বিদার্য্য—ত্বয়া ষষ্ঠে কাব্যে সূর্য্যঃ পরিতোষিতঃ—অহং তু পূর্বস্য কাব্যস্য ষষ্ঠেঽক্ষরে ভবানীং পরিতোষয়ামি"। এই প্রতিশ্রুতি দিয়া ময়ূর চণ্ডীকার দেউলে গিয়া পিছনে একধারে সুখাসন-সমাসীন হইয়া শ্লোক পড়িতে শুরু করিলেন। "মা ভাঙ্ক্ষীর্ বিভ্রমম্"—এইটুকু পড়িতে পড়িতে যেমন ষষ্ঠ অক্ষর শেষ হইল, অমনি চণ্ডিকা প্রসন্ন হইয়া দেখা দিলেন। সকলে ধন্য ধন্য করিয়া তাঁহাকে লইয়া শোভাযাত্রা কবিযা নগরে প্রত্যাবর্তন করিল।

এই কাহিনীরই একটি রূপান্তব পাই বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে বালমভট্টের সূর্যশতকটীকায।[৬৪] এখানে ময়ূবভট্ট শ্বশুর, বাণভট্ট জামাই। রাজা হর্ষবর্ধনেব আহ্বানে ময়র রাজধানীতে আসিয়াছেন। বাণভট্টেব প্রাসাদের অদূরে স্বতন্ত্র ভবনে তাঁহাকে বাসা দেওযা হইয়াছে। শ্বশুর-জামাইযের সাক্ষাৎ তখনও হয় নাই। প্রত্যূষে ময়ূরভট্ট স্নানপূজা সাবিয়া মন্দির-বাহিবে আসিয়া দেখেন অদূবে প্রাসাদ সোপানে এক সুন্দবী নাবীমূর্তি, সদ্যঃসুপ্তোত্থিতা। দূর হইতে দেখিযাই তাঁহাব কবিপ্রবৃত্তি জাগিযা উঠিল তিনি সেই সুন্দবীকে বর্ণনা কবিযা তখনি একটি অষ্টক কবিতা বচনা কবিলেন। তাহাব পরে তিনি জানিতে পারিলেন সেই ভবন তাঁহাব জামাতাব এবং তাঁহাব কবিতাব উদ্দিষ্ট সুন্দবী তাঁহারই কন্যা। ময়ূবভট্ট পুণ্যবান এবং সাধুশীল হইলেও না জানিয়া কন্যার উদ্দেশ্যে অনুচিত ভাষণেব পাপ করায় তাঁহাব দেহে কুষ্ঠেব চিহ্ন দেখা দিল। তিনি অমনি স্থির কবিলেন, সূর্যোপাসনায় নিবত হইযা দেহান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। প্রিয় শিষ্যকে তিনি বলিলেন, "আজ শনিবার আমি উপবাস কবিব, কাহারো সহিত দেখা কবিব না। বলিয়া দিও আমি পথশ্রান্ত, অসুস্থ।" রাত্রিশেষে শিষ্যকে লইয়া ময়ূব গোপনে শহবেব বাহিরে শিপ্রা নদীতীরে গেলেন। সেখানে বিজনে এক বটগাছের তলায় অগ্নিকুণ্ড করিযা গাছেব ডালে এক শ গাছা দড়ির শিকা বাঁধিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিলেন। শিষ্যকে বলিযা দিলেন, "আমি যেমন যেমন এক একটি শ্লোক পড়িব তুমি সঙ্গে সঙ্গে তাহা লিখিযা লইবে।" তাহার পব ময়ূর সূর্যবন্দনা আবম্ভ করিলেন। তিনি একটি কবিযা শ্লোক পড়েন আর একগাছি কবিয়া দড়ি কাটেন, শিষ্যও সঙ্গে সঙ্গে শ্লোকটি লিখিযা লয়। শেষ শ্লোক পড়িযা শেষ দড়িটি কাটিবার পূর্ব মুহূর্তে সূর্যদেব দেখা দিয়া তাঁহাকে নিরাময কবিলেন। গল্প অনুসাবে এইভাবে ময়ূরভট্টের সূর্যশতক লেখা হইযাছিল !!

## ৬ ধর্মমঙ্গল কাহিনী

ধর্মমঙ্গল কাব্য ধর্ম-ঠাকুরের গাজনে বাবো দিন ধরিযা গীত হইত। এখনো কোন কোন স্থানে হয়।[৬৫] কাব্যকাহিনীতে অনেকগুলি পুরানো রূপকথা একসূত্রে গাঁথা পড়িয়াছে। প্রাচীন "মঙ্গল" কাব্যের মধ্যে সর্বশেষে দেখা দিলেও গঠনে এবং বস্তুতে ধর্মমঙ্গলের বস্তু পুরানো বাঙ্গালা কাব্যের মধ্যে বেশ পুরাতন। অপভ্রংশ রীতির কাব্যবন্ধের চিহ্নাবশেষ ধর্মমঙ্গলে যেরকম ও যতটা আছে এমন বোধ কবি মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গলেও নাই। গোলাহাট-পালায় বৃদ্ধবেশ্যার চিত্র পুরাতন কাব্যবস্তু বলিয়া অন্য কোন কোন প্রাদেশিক পুবানো সাহিত্যেও

প্রতিফলিত দেখা যায়। অপভ্রংশ সাহিত্যে পরিচিত পূর্বাগত প্রহেলিকা-কবিতার ব্যবহাবও এই পালার বিশেষ বস্তু।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কোন পাত্রই ঐতিহাসিক নয়, কাহিনী তো ঐতিহাসিক নয়ই। তবে গৌড়-দরবারের বর্ণনায় যেটুকু বাস্তব রঙ দেখা যায তাহা সেকালের রাজদরবারেব বিলীয়মান স্মৃতিবই অনুসাবী। মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গলেব মতো ধর্মমঙ্গলেব কাহিনী বিশেষ একটি দেবতার মহিমা সূত্রে গ্রথিত কযেকটি লোকপ্রচলিত গল্পেব মালা। ইংবেজী করিয়া বলা যায় এড্‌ভেঞ্চাব্‌স্‌ অব লাউসেন।

মূল ভূমিকা লাউসেনেব।[৬৬] লাউসেন ধর্মেব অনুগৃহীত দেবকল্প ব্যক্তি। সুতবাং তাঁহার চরিত্র বাঁধাধরা ভাবে আঁকা। তবে ছোটখাট পাত্রগুলি অনেকটা মানবোচিত। লখিযা ডোমনীর ও হরিহব বাইতির আচরণ আমাদের পুরানো সাহিত্যে অভিনব। কর্পূবধবলেব বালসুলভ চাপল্য কৌতুককর। ধুমসীব ভূমিকা উপভোগ্য। ধর্মমঙ্গল-কাহিনীতে বীবরস আছে, এবং তাহা পুরাপুবি যাত্রাগানেব বীবপনা নয। সেকালেব সৈন্যসামন্তেব ও যুদ্ধ-অভিযানের কথা এখানে যেমন উজ্জ্বলভাবে পাওযা যায় অন্যত্র তেমন নয। বিশালতা, কাব্যবস্তুর বৈচিত্র্য এবং পাত্রপাত্রীব বহুত্ব ইত্যাদি বিবেচনা কবিলে ধর্মমঙ্গলকে মধ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের একরকম এপিক কাব্য বলিয়া স্বীকাব কবিতে হয।

ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর সাবাংশ নিম্নে দেওযা গেল। ইহাদেব মধ্যে লাউসেন-কর্পূবধবলের আচরণে কৃষ্ণ-বলরামের পৌবাণিক কাহিনী মনে পডিবে।

গৌডেশ্বরেব সামন্ত, দক্ষিণরাঢ়ে ময়নার বাজা কর্ণসেনের পুত্রগণ উত্তববাঢ়ে ঢেকুরের সামন্ত-রাজা সোম ঘোষের বিদ্রোহীপুত্র দেবী অনুগৃহীত ইছাই ঘোষকে দমন করিতে গিয়া নিহত হইলে গৌডেশ্বব তাঁহাব শ্যালিকা রঞ্জাবতীব সহিত রাজ্যচ্যুত পত্নীপুত্রহীন বৃদ্ধ কর্ণসেনের বিবাহ দিলেন। বিবাহেব সময়ে গৌডেশ্বরেব শ্যালক মহাপাত্র মহামদ (বা মাহুদ্যা, মাউদিয়া)[৬৭] উপস্থিত ছিল না। থাকিলে বৃদ্ধেব সহিত কিশোরী ভগিনীব বিবাহ সে ঘটিতে দিত না। বৃদ্ধ স্বামীর ঔবসে পুত্রলাভেব আশা নাই দেখিযা রঞ্জাবতী ধাত্রী সামুলাব উপদেশে সে উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা করিয়া ধর্মেব বর লাভ করিলে পর তাহার পুত্র লাউসেনের জন্ম হইল। ভগিনীব পুত্র হইয়াছে শুনিয়া মহামদ ঈর্ষান্বিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুকে অপহরণ করিয়া আনিতে চোর পাঠাইল। লাউসেনকে তাহাবা চুবি করিল। পুত্র হারাইয়া রঞ্জাবতী খুব কাতব। তাহাকে সাময়িক সান্ত্বনা দিবাব জন্য ধর্ম-ঠাকুব শ্বেতকান্তি এক শিশু সৃষ্টি কবিয়া বঞ্জাব কাছে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে ঠাকুবের দূত হনুমান চিলের রূপ ধবিয়া চোরদের কবল হইতে উদ্ধাব করিযা শিশুকে মাতৃক্রোড়ে ফিরাইযা আনিল। রঞ্জা এক ছেলেব স্থানে দুই ছেলে পাইল। ক্রমে লাউসেন বযঃপ্রাপ্ত হইলে ধর্ম-ঠাকুবেব আদেশে হনুমান্‌ বৃদ্ধ মল্ল হইয়া আসিয়া লাউসেনকে মল্লবিদ্যা শিখাইল। শিক্ষা শেষ হইলে একদিন রাত্রিতে মোহিনীবেশ ধরিয়া দেবী দুর্গা লাউসেনকে পরীক্ষা করিলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে নিজ জয়খড়্গ দিয়া গেলেন। বিশ্বকর্মা আসিয়া এই জয়খড়্গেব "ফলা" (অর্থাৎ খাপ) নির্মাণ করিলেন। অতঃপর গৌড়-দববারে গিয়া নিজ শৌর্য বীর্যের পরিচয় দিতে লাউসেনের বাসনা হইল। রঞ্জাবতী একথা ভাইকে জানাইল। লাউসেন যাহাতে গৌড়ে আসিতে না পারে এইজন্য মহামদ ময়নায় আটজন মল্ল পাঠাইয়া দিল। উদ্দেশ্য.

মল্লযুদ্ধে লাউসেনকে পরাজিত করিয়া তাহার হাত পা ভাঙ্গিয়া তাহাকে অকর্মণ্য করিয়া দিবে। লাউসেন মল্লদেব অনায়াসে পরাস্ত করিল এবং ভাই কর্পূরধবলকে সঙ্গে লইয়া গৌড়ের পথ ধরিল। পথে জালন্দার গড়ে কামদল (অর্থাৎ "কেঁদো") বাঘ ও কুম্ভীর বধ, জামতিতে বারুই নারীর প্রেমপ্রত্যাখ্যান, তাহার ফলে কারাবাস এবং পরে তাহার মৃতপুত্র-উজ্জীবন, গোলাহাটে গণিকা সুরিক্ষার (অর্থাৎ সুরক্ষিতা ?) কাছে লাঞ্ছনা এবং হনুমানের সাহায্যে উদ্ধার ইত্যাদি বহুবিধ অসম্ভাবিত ও রোমাঞ্চক কার্যের পর অবশেষে লাউসেন গৌড়ে গিয়া উপস্থিত হইল। মহামদের যন্ত্রণায় রাজা তাহাকে কারারুদ্ধ করিল। ধর্মের কৃপায় অল্পকালে কারাযন্ত্রণা ঘুচিল। তাহার পর ক্ষিপ্ত হস্তীর দমন, এবং বৃক্ষধ্বংস ও পুনরুজ্জীবন ইত্যাদি বিচিত্র ক্ষমতার পরিচয় দিলে পর গৌড়ের রাজা তাহাকে ময়না তালুক ইজারা এবং চড়নের ঘোড়া দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। ঘোড়াটি ছদ্মবেশী পক্ষিরাজ।[৬৮] মেসো-মাসীর সংবর্ধনা লাভ করিয়া লাউসেন দেশে ফিরিল। পথিমধ্যে কালু ডোম, তাহার পত্নী লখিয়া ("লখ্যা") ও তাহাদের পুত্র এবং অনুচরদের সঙ্গে পরিচয় ও সখ্য হইল। তাহারা লাউসেনের সঙ্গে আসিয়া ময়নায় বাস করিল।

এদিকে মহামদ সর্বদা লাউসেনের অনিষ্টচিন্তায় দিন গণিতেছে। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া কামরূপের রাজাকে দমন করিতে লাউসেনকে পাঠাইতে রাজাকে পরামর্শ দিল। রাজার হুকুমে লাউসেন গৌড়ে আসিয়া আদেশ লইয়া কামরূপ-বিজয়ে চলিল। কালু ডোমের সহায়তায় লাউসেন কামরূপ জয় করিয়া রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করিয়া আনিল। গৌড় হইতে ময়না ফিরিবার পথে আর দুই রাজকন্যা আমলা-বিমলারও পাণিপীড়ন করিল।

কিছুকাল যায়। মহামদের মন্ত্রণায় বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর সিমুলের রাজা হরিপালের কন্যা কানড়াকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইল। কন্যাপক্ষ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় গৌড়েশ্বর হরিপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। কানড়া ও তাহার দাসী ধুমসী দুইজনেই দেবী চণ্ডীর অনুগৃহীত ভক্ত। দেবী এক লোহার গণ্ডার দিয়া বলিলেন এই লৌহ-গণ্ডারের মাথা এক চোটে যে কাটিবে সেই রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিবার যোগ্য। রাজা ও মহামদ কেহই তাহা করিতে পারিল না। তখন মহামদ রাজাকে যুক্তি দিয়া লাউসেনকে আনাইল। উদ্দেশ্য, লাউসেন অকৃতকার্য হইলে অবমানিত হইবে, কৃতকার্য হইলে রাজকন্যাকে আনিয়া গৌড়েশ্বরকে দিবে। বলা বাহুল্য লাউসেন কৃতকার্য হইল। তাহার পর তাহাকে অন্যকার্যে পাঠাইয়া গৌড়েশ্বর সিমুল আক্রমণ করিল। কানড়া ও ধুমসী যুদ্ধে নামিয়া গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিল। ইতিমধ্যে সেখানে লাউসেন আসিয়া পড়িল। তখন কানড়ার সহিত তাহার বিবাহ বোধ করা গেল না।

তাহার পর ইছাই ঘোষকে দমন করিতে লাউসেনকে ঢেকুরে পাঠানো হইল। লাউসেন ও কালু অজয়ের ধারে উপনীত হইল। ইছাইয়ের অজেয় ("বজ্জর") সেনাপতি লোহাটা[৬৯] সর্দারকে বধ করিয়া কালু তাহার কাটামুণ্ড গৌড়ে মহামদের নিকট লইয়া গেল। সেই মুণ্ড লাউসেনের মাথার মতো সাজাইয়া মহামদ ময়নায় পাঠাইয়া দিল। তাহা দেখিয়া লাউসেন মরিয়াছে ভাবিয়া ময়নায় হাহাকার উঠিল। লাউসেনের পত্নীগণ সহমরণে উদ্যত হইলে ধর্ম চিল হইয়া ছোঁ মারিয়া সেই মুণ্ড লইয়া গেলেন এবং কলিঙ্গার নিকট আবির্ভূত হইয়া প্রকৃত ঘটনা জানাইয়া তাহাদের নিশ্চিন্ত করিলেন।

লাউসেন ঘোড়ায় চড়িয়া অজয় পার হইতে গিয়া নদীর জলে ডুবিয়া গেল। অজয়-নদ তাহাকে ধরিয়া অতলে বরুণের কাছে লইয়া গেল। লাউসেনের অনুচরবৃন্দ আত্মহত্যা করিতে জলে ঝাঁপ দিতে গেলে তখন ধর্ম অজয়ের জল হাঁটুভর করিয়া দিয়া লাউসেন ও তাঁহার অনুচরদের উদ্ধার করিলেন। অজয়ের তীরে ঢেকুরের গড়ে ইছাইয়ের সহিত লাউসেনের যুদ্ধ বাধিল। দেবীর বরপুত্র ইছাই। লাউসেন যতবার ইছাই ঘোষের মাথা কাটিয়া ফেলে, ততবারই দেবীর কৃপাদৃষ্টিতে কাটা মাথা ধড়ে গিয়া জোড়া লাগে। তখন দেবী ইছাইকে অভয় দিলেন যে তিনি লাউসেনকে মারিবেন। দেবীব এ প্রতিজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্রের ভীমসেনবধের মতো বিফল হইল। মায়া লাউসেন নির্মিত ও ভস্মীভূত হইল। দেবীর প্রতিজ্ঞা রহিল, লাউসেনও মরিল না। তারপব দেবতারা ষড়যন্ত্র করিয়া দেবীকে শিবের নিকট লইয়া গেলেন, আর সেই অবসরে লাউসেন ইছাইয়ের মুণ্ড কাটিয়া ফেলিল। বিষ্ণুর কৃপায় কাটামুণ্ড মুক্তিলাভ করিল, সুতরাং দেবী আসিয়া ইছাইকে আর পুনর্জীবিত করিতে পারিলেন না। ইছাইয়ের পিতা সোম ঘোষ গৌড়াধিপতির বশ্যতা স্বীকার কবিল।

কিছুকাল পবে লাউসেনের পুত্র চিত্রসেন জন্মগ্রহণ কবিল। এদিকে মহামদ ভক্তিহীনভাবে ধর্মপূজা করিতে গিয়া বিপদ ঘটাইল,—গৌড়ে ভীষণ বর্ষা নামিল ও জলপ্লাবন আসিল। বেগতিক দেখিয়া ময়না হইতে লাউসেনকে আনাইযা বিপদেব প্রশমন কবা হইল।

তাহার পর লাউসেনকে কঠিনতম আদেশ দেওয়া হইল, পশ্চিমে সূর্য-উদয কবাইতে হইবে। ময়না হইতে লাউসেনের মাতাপিতাকে আনিয়া প্রতিভূস্বরূপে বন্দী করিযা রাখা হইল, লাউসেন পশ্চিমোদয় কবাইতে পারিলে তবে তাঁহারা মুক্ত হইবেন। লাউসেন সামুলাকে সঙ্গে করিয়া নৌকায় চড়িযা ধর্ম আরাধনা কবিতে "হাকন্দ"-এ[৭০] যাত্রা করিল।

লাউসেন হাকন্দ-তপস্যায় গেলে গণ্ডারের অত্যাচার নিবাবণ ছলে মহামদ ময়না অধিকার করিতে সসৈন্যে যাত্রা করিল। মহামদ কালুকে লোভ দেখাইল, তাহাকে রাজা কবিয়া দিবে। লোভে পড়িয়া কালু নিশ্চেষ্ট রহিল। লখিযা একাই যুদ্ধ করিয়া মহামদকে ঠেকাইয়া রাখিল। কিছুতে না পারিয়া শেষে মন্ত্রবলে সকলকে নিদ্রাভিভূত করিযা মহামদ ময়না অধিকার করিতে উদ্যত হইল। লখিয়া তাহার পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইল, সে নিহত হইল। তখন লখিয়া বলিয়া কহিয়া কালুকে যুদ্ধে পাঠাইল, কালুও মারা পড়িল। তাহার পব কলিঙ্গা যুদ্ধ করিতে গেল, সেও পড়িল। অবশেষে কানড়া ও ধুমসী রণে মাতিলে মহামদ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। লাউসেনের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় কলিঙ্গার মৃতদেহ প্রাসাদে সুরক্ষিত হইল।

এদিকে লাউসেন হাকন্দ-তপস্যায় বসিযা মহাবিদ্যা জপ করিতেছে এবং শরীরের মাংস কাটিয়া হোম করিতেছে। তবুও ধর্মেব দেখা নাই। শেষে সামুলাব পরামর্শে লাউসেন নিজের মাথা কাটিয়া অগ্নিতে আহুতি দিলে ঠাকুর আর স্থিব থাকিতে পারিলেন না, আসিয়া লাউসেনকে জীয়াইলেন এবং পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাইয়া ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। পশ্চিমোদয়ের স্বাধীন সাক্ষী রহিল বাদ্যকর ("বাইতি") হরিহর।

মহামদের প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও হরিহর সত্য সাক্ষ্য দিল, কিন্তু মহামদের রোষ এড়াইতে পারিল না। মহামদ চুরির অপবাদ দিয়া শূলে দেওয়াইলে হরিহর বাইতি

সশরীরে স্বর্গে গমন করিল। তাহার পর মহামদের অশেষ লাঞ্ছনা। মাতা-পিতা-ভ্রাতার সহিত লাউসেন দেশে ফিরিয়া আসিল। ধর্মের কৃপায় কলিঙ্গা কালু ও কালুর পুত্র সকলেই পুনর্জীবন লাভ করিল। সকলে সুখে কাল কাটাইতে লাগিল। তাহার পর যথাকালে সকলে স্বর্গে চলিয়া গেলে লাউসেনের পুত্র চিত্রসেন ময়নায় রাজত্ব করিতে লাগিল।

বাম-কথা রচনা ও গান করা একচেটে ছিল ব্রাহ্মণের পাণ্ডব-কথা কায়স্থের, কিন্তু ধর্ম-ঠাকুরের কথায়, রচনায় ও গানে সর্ব-জাতিসমন্বয়। ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য কৈবর্ত শুঁড়ি কোটাল প্রভৃতি জাতির একাধিক ব্যক্তি ধর্মমঙ্গল কাব্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকে তাহা গানও করিতেন। তবে ব্রাহ্মণের সমাজে সে কাজ নিন্দনীয় ছিল।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে লাউসেন কাহিনী—অর্থাৎ হরিশ্চন্দ্র-দাতাকর্ণ ও কর্ণসেন-বঞ্জাবতী কাহিনী দুটি একত্র—অত্যন্ত প্রাচীন। এ কাহিনীর বীজ ও চারা পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম গদ্যগ্রন্থে। খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে রচিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে হরিশ্চন্দ্র রোহিতাশ্ব শুনঃশেপ গল্পটি আছে তাহাতে লাউসেন কাহিনীর আদিসম্বাদিত প্রতিচ্ছবি পাই। গল্পটি লোকমুখে বাহিত হইয়া আসিয়াছিল বলিয়া বাঙ্গালা কাহিনীতে বেশ কিছু বিকৃতি ও বাহুল্যের সঞ্চয় আছে তবে তলাইয়া দেখিলে গল্প দুইটির মৌলিক অভিন্নত্ব অস্বীকার করা যায় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কাহিনীটিও আবার সমসাময়িক অশ্বমেধ যজ্ঞের রূপক ব্যাখ্যার মতো। (সেকালের অপুত্রক রাজারা পুত্রকামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন। একটি সুলক্ষণযুক্ত অশ্বকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত তবে তাহার সঙ্গে রক্ষী থাকিত। ঘোড়াটি নির্বিবাদে রাজ্যের চতুঃসীমা ঘুরিয়া আসিলে তাহাকে বলি দিয়া হোম করা হইত। হোম অনুষ্ঠানে রাজমহিষী ও প্রধান পুরোহিত ছাড়া আর কেহই উপস্থিত থাকিত না। এই অনুষ্ঠানের পর রাজমহিষী পুত্রসন্তান প্রসব করিতেন।)

বাঙ্গালা কাহিনী, বৈদিক কাহিনী ও অশ্বমেধ অনুষ্ঠান তুলনা করিয়া যথাসাধ্য সংক্ষেপে মূল কাহিনী যে এক তাহার সুদৃঢ় প্রমাণ নির্দেশ করিতেছি।

বাঙ্গালা কাহিনীর রাজা হরিশ্চন্দ্র-কর্ণসেন বৈদিক কাহিনীর রাজা হরিশ্চন্দ্র অশ্বমেধের অপুত্রক রাজা। বাঙ্গালা রঞ্জাবতী বৈদিক অনুল্লিখিত রানী অশ্বমেধের অপুত্রক রাজমহিষী। বাঙ্গালা ছদ্মবেশী ধর্ম ঠাকুর বৈদিক ব্রাহ্মণ অশ্বমেধের প্রধান পুরোহিত। বাঙ্গালা লুইদাস লাউসেন বৈদিক রোহিতাশ্ব অশ্বমেধ ও বাঙ্গালা হনুমান বৈদিক ইন্দ্র অশ্বমেধ অশ্ববক্ষী। বাঙ্গালা পশ্চিমে উদিত সূর্য বৈদিক শুনঃশেপ অশ্বমেধ রাজপুত্রের জন্ম।

লাউসেন নামটির পূর্বরূপ ছিল লুইদাস। এ নামটি "রোহিতাশ্ব" আগত॥

### ৭ খেলারাম (?), শ্রীশ্যাম পণ্ডিত ও ধর্মদাসদ্বয়

কোন কোন পণ্ডিতের দৃঢ় বিশ্বাস যে খেলারাম নামে এক কবি ১৫১০ অব্দে (১৪৪৯ শকাব্দে) "গৌড়কাব্য" নামে ধর্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। ইঁহাদের মতে তিনিই ধর্মমঙ্গলের আদি কবি। অথচ খেলারামের কাব্যের সম্পূর্ণ কিংবা অসম্পূর্ণ কোন পুথিই পাওয়া যায় নাই, এমন কি পুথির একটি পাতড়াও নয়। বৈষ্ণব-সাহিত্যরসিক ও প্রাচীন-সাহিত্যকুতূহলী হারাধন দত্ত একটি প্রবন্ধে এই কবি ও কাব্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন। হারাধনবাবুর বাসস্থান জাহানাবাদ (আধুনিক আরামবাগ) অঞ্চলে বদনগঞ্জের কাছে শ্যামরাজার গ্রামে দলুয়ায়

ধর্ম-ঠাকুরের পূজাবি জেলে-পণ্ডিতের বাড়িতে রক্ষিত খেলারামের ( ?) পুথি অল্পস্বল্প দেখিয়া তাহা হইতে কিছু অংশ এই প্রবন্ধে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এই সংশয়িত কবির ও কাব্যের আলোচনায় সেইটুকুই আমাদের ধরাছোঁয়ার একমাত্র বস্তু।

বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে গড়মান্দারনে শৈলেশ্বর শিবের উল্লেখ করিয়াছিলেন। হারাধনবাবু তাহার কোন চিহ্ন না পাইয়া অনুমান করিয়াছিলেন যে মান্দারনের দক্ষিণে নয় ক্রোশ দূরে, এককালে বাঙ্গালা দেশের সীমান্তচিহ্ন বলিয়া পরিগণিত প্রাচীন নেড়া দেউলের শিবই বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লিখিত শৈলেশ্বর। এই অনুমানকে প্রমাণ করিয়া তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন[১১] তাহার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীধর্মমঙ্গল গৌড়কাব্য রচয়িতা স্বর্গীয় "খেলারাম" (ইনি ঘনরাম নহেন) ঘনরাম প্রণীত ধর্মমঙ্গলের পূর্বে যে একখানি ধর্মমঙ্গল নামে গৌড-কাব্য, রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে ময়নার গড় হইতে (এই ময়নার গড মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত) ধর্মপুত্র লাউসেন যখন গৌড-যাত্রা করেন, তখন ধর্মরাজ স্বপ্নে উপদেশ দিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, কবিবর তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। কবিবরের সেই বর্ণনা যে কতদূর সুমিষ্ট ও সুমধুর পাঠক মহোদয়গণ তাহা অনুভব করিবেন। তিনি শৈলেশ্বর শিব সম্বন্ধে এই মত লিখিয়াছেন

"স্থিত শৈলেশ্বর শিব বঙ্গের অঞ্চলে।
সুরম্য সরসী এক তার মাঝে ঝলে॥
কমল কুমুদ আদি নানা ফুল ফল।
বিকাশিয়া ভূষে তার নীল উরঃস্থল॥
শুন বাছা লাউসেন বলি যে তোমায়।
এওজাৎ দিও নেড়া দেউল তলায়॥" ইত্যাদি॥

(অঞ্চল শব্দ) দেশের সীমাবিশিষ্ট স্থান। (এওজাৎ) এও শব্দে সাধ্বী স্ত্রী, জাৎ শব্দে উৎসব। তলা শব্দে, দেবতাস্থান। যাত্রা প্রভৃতি শুভকার্যাদিকালে সেকালে অনেকেই দেবতাস্থানে সধ্বা স্ত্রীলোকদিগকে আহ্বান করিয়া গুবাক, নারিকেল, বস্ত্র, পান এবং তৈল সিন্দুর প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগের পূজা ও মঙ্গলাচরণ কার্য সম্পন্ন করিয়া যাত্রা করিতেন। তাহারই নাম এওজাৎ, এখনও সেই রীতি অর্থাৎ এওজাৎ পদ্ধতি এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। ঐ শিবের আদি নাম শৈলেশ্বর. এক্ষণে কেহ কেহ কামেশ্বর বলেন। ধর্মপুত্র লাউসেন যে এওজাৎ দিয়াছিলেন তদনুসারে এখনও ঐ দেবস্থানে এওজাৎ হয়। গৌড়কাব্য রচয়িতা খেলারাম যে কোন্ বংশে ও কোন স্থানে বসিয়া ঐ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সবিশেষ জানিবার উপায় নাই।

এই বদনগঞ্জ গ্রামের সন্নিহিত শ্যামবাজার নামক গ্রামের তারাচাঁদ মালী নামে এক অজ্ঞ ব্যক্তি ঐ কাব্যের ৪।৫ পালা গীত অভ্যাস করিয়া নানাস্থানে ধর্মমঙ্গল গান করিয়া দিনপাত করিত। কিছুকাল হইল, গৃহদাহে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আর সে গ্রন্থখানি তাহার বাটীতে নাই। ঐ স্থানের জনৈক ধীবর জাতির ধর্মপণ্ডিতের বাটীতে তাহাদিগের কুলদেবতা শ্রীশ্রী দলুরায় ধর্মের খট্টার উপর পূজার আসনে বস্ত্রাবরণে বজ্জুবন্ধনের মধ্যে যে একটী গ্রন্থ আছে, পণ্ডিতের পূর্বপুরুষগণ ঐ গ্রন্থের ডোর খুলিবার পক্ষে নিষেধ আজ্ঞা করায় সেই কুসংস্কার বশতঃ গ্রন্থখানি তদবস্থায় ধীবরের ৩।৪ পুরুষ হইতে চেলখণ্ডে বস্ত্রবন্ধনে ছিল। আমি অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা গ্রন্থখানি খুলিলে যে পাপ হইবে, সেই পাপ স্কন্ধে লইব, ইহাই স্বীকার করিয়া গ্রন্থ-ডোর উন্মোচন করিয়া দেখিয়াছি, কাব্যখানি পূর্বকালের তুলট-ছাচের কাগজে বঙ্গাক্ষরে পরিষ্কার পয়ারে লিখিত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, খট্টার উপরে যে স্থানে দলুরায়ের পূজা হয় তাহারই নীচে

গ্রন্থখানি থাকাতে ফুল-জল চন্দনে আর্দ্র হইযা পবস্পর পত্র জমাট হইযা শেষেব প্রায বিস্তব পত্র একেবাবে নষ্ট হইযাছে, উহা উদ্ধাব হইবাব উপায নাই। পুস্তকে দেব-দেবী বন্দনায কবিবব আত্ম-পবিচয সম্বন্ধে এই মাত্র লিখিযাছেন।

"ভুবন শকে বায়ু মাস শবেব বাহন।
খেলাবাম কবিলেন গ্রন্থ আবম্ভণ॥
হে ধর্ম এ দাসেব পুবাও মনস্কাম।
গৌডকাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলাবাম॥
তোমাব কৃপায যদি গ্রন্থ পূর্ণ হয।
অষ্টমঙ্গলায দিব আত্ম পবিচয॥
ধর্মমঙ্গল সূত্রখণ্ড, গৌড কাব্য।

এতদ্বাবা সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে, গ্রন্থখানি ৮ পালা গীতে[১৩] সম্পূর্ণ ও ১৪৪৯ শকেব পৌষ মাসে[১৪] আবম্ভ হইযাছিল। আহা! কবিবরেব কাব্যখান অতি অলৌকিক বসভাবসমন্বিত। ইহাতে গৌড-বৃত্তান্ত অনেক আছে। ইহা সাহিত্য সংসাবেব আদর্শ। অষ্টমঙ্গলা প্রভৃতি শেষেব পদগুলি নষ্ট হওযা বশতঃ কবিব পবিচয প্রকাশ কবিতে সুবাং অসমর্থ হইলাম। পবন্তু অনুসন্ধানে আছি, যদি গ্রন্থখানি সমুদয সংগ্রহ হইযা উঠে,

হাবাধনবাবুব অনুসন্ধানে কোন ফল ফলে নাই। দীর্ঘকাল পবে আমিও একটু চেষ্টা কবিযাছিলাম। আমাব অনুবোধে শ্রীমান পঞ্চানন মণ্ডল বদনগঞ্জ অঞ্চলে সাহিত্যসভাব জন্য পুথি সংগ্রহ কবিতে গিযা খেলাবামেব পুথিব ও খেলাবাম নামে কোন ধর্মমঙ্গল বচযিতাব স্মৃতিব খোঁজ কবিযাছিলেন। খেলাবামেব পুথিব এক টুকবাও মিলে নাই। শুধু এক বৃদ্ধেব মুখে তিনি এই দুই ছত্র শুনিযাছিলেন,

খেলাবাম চক্রবর্তী শণ কাটছেন বসে
ধম এসে দেখা দিলেন কুষ্ঠবোগীব বেশে

"বসে" (<বসিযা) আব "বেশে"—এই মিল হইতেই বোঝা যাইতেছে যে পযাবটি নিতান্ত আধুনিক কালেব বচনা।

শ্রীমান পঞ্চাননেব অনুসন্ধানেব ফলে এইটুকুও জানা গেল যে শ্যামবাজাবেব অদূববর্তী ভাবুবসে-পাশ্চিমপাড়া গ্রামে একখণ্ড পতিত ভূমি খেলাবামেব বাস্তু বলিযা এখনও নির্দিষ্ট হইযা থাকে। কিন্তু এ খেলাবাম কে বা কাব ছিলেন— ব্রাহ্মণ না মালী না ধীববে, ধর্মমঙ্গল-কাব্যেব বচনাব অথবা গানেব সঙ্গে তাঁহাব কোন সম্পর্ক ছিল কিনা কেহ কিছু অবগত নহে।

এখন হাবাধনবাবুব উক্তি ও উদ্ধৃতি বিচাব কবিযা দেখি।

হাবাধনবাবু যে একটি ধর্মমঙ্গল পুথি দেখিযাছিলেন তাহাতে সন্দেহ কবি না, কিন্তু তিনি যে খেলাবামেব বচিত ধর্মমঙ্গলেব পুথি দেখিযাছিলেন তাহাব কোনই প্রমাণ তাঁহাব উদ্ধৃতিগুলিতে নাই। পুথিটি যে ভাবে বক্ষিত ছিল তাহাতে শেষাংশ কেন সবটাই জমাট বাঁধিবাব কথা, অন্ততপক্ষে প্রথম অংশ। কেন না সিংহাসন হইতে স্নানজল পুথিব উপবেই বেশি কবিযা পডিবে। দ্বিতীযত তাঁহাব উদ্ধৃতিগুলিব বচনাবীতি অত্যন্ত আধুনিক। "স্থিত শৈলেশ্বব[১৪] শিব বল্লেব অঞ্চলে" ইত্যাদি চাব ছত্র হাবাধনবাবুবই বচনা বলিযা মনে কবি। "ভুবন শকে বায়ু" (অর্থাৎ ভুবন-বায়ু শকাব্দে, ১৪৪৯)—এমনভাবে শকাব্দ নির্দেশ দেখা

যায় না। (শুধু বংশীদাসের মনসামঙ্গলের একটি ছাপা সংস্করণের পাঠ তুলনা করা যায়, "জলধির বামেত ভুবন মাঝে দ্বার শকে"। কিন্তু এখানেও শকাঙ্ক অত্যন্ত সন্দেহজনক।) "গৌড়কাব্য" এ নামটিও হারাধনবাবুর দেওয়া মনে করি। "তোর কৃপায় যদি গ্রন্থ পূর্ণ হয়"—এরকম কোন পুরানো কবির লেখা মনে করিতে অত্যন্ত বাধে। পুথির শেষের অংশ জমাট বাঁধিয়া যাওয়ায় আত্মপরিচয় অংশ লুপ্ত হইবার ভালো সাফাই হারাধনবাবুর ছিল। (কিন্তু আত্মপরিচয় তো গোড়াতেই থাকে!) এ দুই ছত্রও তাঁহার রচনা বলিয়া মনে করিতে পারি।

খেলারাম নামে একাধিক ধর্মমঙ্গল-গায়নের নাম পুরানো পুথিতে পাওযা গিয়াছে। যেমন রূপরামের কাব্যের এক পুথিতে[৭৫],

খেলাবাম গাএন কবিল বহু হিত
হাতে যন্ত্র দিঞা শিখাইল নাটগীত।
ধমেব চবণে মাগিঞা নিএ বব
খেলাবামেব কল্যাণ কবিবে মাযাধব।
অনাদ্যমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায
হবিধ্বনি বল সভে পালা হল্যা সায॥

নরসিংহ বসু তাঁহার ধর্মমঙ্গলে আত্মপরিচয অংশে স্বীয বান্ধব খেলাবাম আচার্যের নাম করিয়াছেন।

অতএব নূতন উপাদান আবিষ্কৃত না হইলে খেলাবাম নামে কোন প্রাচীন ধর্মমঙ্গল-বচয়িতাব অস্তিত্ব মানিয়া লওয়া যায় না।

আব একজন ধর্মমঙ্গল-রচয়িতাকেও কেহ কেহ খুব প্রাচীন কবি বলিয়া মনে কবেন। ইঁহাব নাম শ্রীশ্যাম পণ্ডিত (—শ্যাম পণ্ডিত নহে)। ইঁহার কাব্যের বিশিষ্ট নাম হইল 'নিরঞ্জনমঙ্গল'। এই কাব্যের কোন সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায নাই। যে সব খণ্ডিত পুথি[৭৬] পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রায়ই অপর কবির (যেমন রূপরামের ও ধর্মদাসের) ভনিতার (এবং রচনার) মিশ্রণ আছে।[৭৭] এইরকম একটি পুথিব লিপিকাল হইল ১৬২৫ শকাব্দ (১৭০৩-০৪ অব্দ)।[৭৮]

শ্রীশ্যাম পণ্ডিত ছিলেন উত্তরপশ্চিম রাঢ়ের কবি। ইহাব বচনার পুথি বীরভূম জেলার ও বর্ধমান জেলার পশ্চিমাংশের বাহিরে পাওযা যায নাই। ভাষাগত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এই কাব্যে যেমন দেখা যায় তেমন আর কোন ধর্মমঙ্গল কাব্যে নয়।

শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের রচনায় ইছাই ঘোষের পিতা সোম ঘোষ শ্যামরূপার উপাসক ছিলেন। সেনভূম পরগনার মধ্যে ইছাই ঘোষের দেউল এবং শ্যামরূপার স্থান এখনও প্রসিদ্ধ।[৭৯] শ্যামরূপার পুরোহিতের নাম চণ্ডীদাস রাখিয়া শ্রীশ্যাম পণ্ডিত বাসলী-সেবক বড়ু চণ্ডীদাসের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন কিনা কে জানে।[৮০]

শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের রচনায় প্রাচীনত্বের পরিচয় যথেষ্ট আছে। গৌড় যাত্রাপথে লাউসেন কামারের কাছে নিজের যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে বল্লালসেনের নাম আছে। এই বর্ণনা আর কোথায়ও দেখি নাই।

লাউসেন বলে ভাই বলিয়ে তোমার ঠাই
শুনহ আমার পরিচয়
শুন মোর পূর্বকথা নিবাস আছিল যথা[৮১]
কহি তোরে করিয়া নিশ্চয়।
কনকসেন পিতামহ সেনভূমে ছিল সেহ
কর্ণসেনের[৮২] আমি তোক
বল্লালসেনের গোষ্ঠী যার সৃষ্টি অনাসৃষ্টি
যার কীর্তি ঘোষে সর্বলোক।
সেনভূমি বাস মোর গোয়ালা করিল জোর
কর্ণসেনে দিল খেদাড়িয়া
দেবী বলে মহাতেজা বিশড়া হইল রাজা
নিজ বলে নিলেক কাড়িয়া
যমনা দক্ষিণদেশে উৎকল বলিয়া ঘোষে
সেই দেশেতে মোর স্থিতি
পূজা করি যুগপতি মাতা মোর বঞ্জাবতী
লাউসেন আমার খেয়াতি।[৮৩]

শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের বচনার একটু দীর্ঘতর পরিচয় দিতেছি।[৮৪]

কালু জানি তোর বীরপনা সেঁয়াঞে গেঠাঞে[৮৫] টেনা
বেড় দিয়ে বাঁধিতে কমরে
লক্ষ্যা তুমার নারী কাঁখে করিঞে ঝারি
আমানি মাগিথ ঘরে ঘরে।
পখরো যেমন কাচ তাহার সদৃশ মচ[৮৬]
ঘাড়ে নঞে বান্ধিথে মোড়িঞা
তালপাতে ডঙ্গানিতে[৮৭] আমানি চঁচাঞা[৮৮] খেতে
দুটি আঁটু নামিতে পাড়িঞা।
নীচ-জাতি ডোম বেটা বচন বালস মোট
কুঁদা ছিল পখুর পাহাড়ে
সভাকে করিয়া হীন উপবাসে জেখ দিন
জল খেথ মৃত্তিকার ভাঁড়ে।
ধুলাতে থাকিতে শুঞা পাঁরথে শনের খুঞ্যা[৮৯]
দুষ্ট গেছে বিধাতা গোচরে
বিকট মুখের দাঁত[৯০] শুখাঞে গেছিল আঁত[৯১]
নাহি হথ উদর পূরণে
তৈল বিনে অঙ্গ খড়ি ধনুকে শণের মুড়ি
ছেঁড়া জুতা করিয়ে[৯২] চরণে।
তিন সন্ধ্যা ছিল কাল বাতাসে উড়িথ চাল
[ছিল] তাল-পত্রের ছাউনী
দুহাতে করিঞে বল ছিচিঞে বেড়াতে জল
বেড়াঞে বুলিথে কনাকনি।[৯৩]

যবে অন্ন নাহি পেথে কেসর কুড়িঞে খেথে
তবু না মেলিথ অন্নজল
ঘরের বনিতা যত না ছিল তোমাব গত
নগরে বেচিথ পানিফল।
তাথে না পূরিত আশ খেতে শূকরের মাস
তাল গাছে কাটিথে বাকুড়ি
ঋণ কবে খেথে যার শুধিতে নারিথে তাব
ঘরে ঘবে বিচিথে চুপুড়ি।
খাইয়া অনেক দুস্থ তনএ না দেখে মুখ
গালি দিথ ঘরেব সুন্দরী
যদি না বিকাথ ঝুড়ি না পেয়ে মদেব কড়ি
বান্ধা দিথে বিপ্রের কাটারি।
না পাঞে মদের কড়ি ক্রোধযুক্ত হযে শুঁড়ি
বেন্ধে থুত তুমাব সুন্দবী
দাবা-পুত্র[১৪] বন্ধি থুঞা 'আপনে বিকল হওঁ
নগবে কবিথে যেঞে চুবি।
পচমা তুমাব বাপ বহুত কবেছে পাপ
মন দিয়ে শুন তার কথা
মন্ত্রে আছিল দড সে চোর সবার বড়
তেঞি তার কাটা গেল মাথা।
লাউসেন ধর্মময় গেলা সেন নৃপালয়
সাক্ষাৎ কবিতে নবপতি
বহুত কবিঞে বাজা সেনেব কবিল পূজা
তোরে দিল কবিঞে সঙ্গতি।
এত দিন হল্য সুখ ঘুচিল মনেব দুখ
কোন লাজে কব অহঙ্কাব
অহঙ্কাব কব কেনে মবিবি একুই বাণে
পাঠাইব যমেব দুয়াব।
শুনিঞা বাজাব কথা কালু বীব বলে তথা
ফিরিয়া না যাব আর ঘবে
ঘুচাব মনেব শোক কাটিব সকল লোক
শূকর-বন্ধনে নিব তোরে।
কালুব বীরদাপ শুনি মহারাজা মনে গণি
বাণ-বৃষ্টি করিল ত্বরায়
গুরুর চরণ সেবি বন্দিঞে সকল কবি
শ্রীশ্যাম পণ্ডিতে গায়॥

বর্ধমান জেলার উত্তর-পশ্চিম অংশে ধর্মের গাজন অনুষ্ঠানে শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিপত্তন পালা গীত হইত বলিয়া এই অংশটুকুর অবাচীন পুথি দুই একটি পাওয়া গিয়াছে।

ধর্মদাস নামে (অথবা নামান্তরে) একাধিক ব্যক্তি ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন কিংবা গায়ক হিসাবে অন্যের রচনার পরিবর্তন অথবা পরিবর্ধন করিয়াছিলেন। পূর্ব উল্লিখিত ১৬২৫ শকাব্দে লেখা পুথিতে শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের সঙ্গে এক ধর্মদাসের ভনিতা আছে। ইনি ছিলেন জাতিতে বেনে, নিবাস বসব গ্রামে। ধর্ম-ঠাকুর ব্রাহ্মণ বেশে ইঁহাকে দেখা দিযাছিলেন।

ধর্মদাস বনিকেব বচন সুসাব
বান্যা ধর্মদাস গীত করিল রচন।
রচিল ধর্মের দাস বসবে যাব স্থিতি
দ্বিজরূপে কৃপা যাবে কৈল যুগপতি।

ধর্মদাস কাব্যটিকে "ব্রতকথা" বলিয়া চিহ্নিত করিযাছেন।

এতদূবে নিরঞ্জন-ব্রতকথা সায
প্রভুব চবণে ধর্মদাস গীত গায॥

আর এক ধর্মমঙ্গল-কবি ধর্মদাস ছিলেন বৈদ্য, নিবাস মান্দারনে। ইঁহাকে ধর্ম-ঠাকুর বাঁকুড়ারায় ব্রাহ্মণবেশে পুকুরের ধারে দেখা দিয়াছিলেন।

কহে কবি ধর্মদাস ভিষককুমাব
ধর্মদাস কবি গান মান্দাবনে ঘব
কহে কবি ধর্মদাস ধর্ম যাব সখা
দ্বিজ রূপে সরোবরে যাবে দিলে দেখা।
কহে কবি ধর্মদাস বাঁকুডাবাযেব ববে।

এই ধর্মদাসেব ধর্মমঙ্গলেব শেষের দিকের কযেকটি পালার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩৫]

ধর্মদাস স্বীকার করিযাছেন যে তিনি রূপরামেব বিস্তৃত বচনার কাহিনী সংক্ষেপে কহিতেছেন।

লিখিল জতেক তাব কত নিব নাম
বিস্তার কাবিয়া গেছেন রূপবাম॥

তাহা শুনি সভাকাব হইল উল্লাস
সংক্ষেপ করিযা কহে বৈদ্য ধর্মদাস॥

### ৮ রূপরাম চক্রবর্তী

ধর্মমঙ্গলকাব্যের[৩৬] প্রথম কবি রূপরাম চক্রবর্তী। অর্থাৎ যতদূব জানা যায় তাহাতে তাঁহার আগে লেখা আর কোন ধর্মমঙ্গল পাওয়া যায নাই। পরবর্তী কালের ধর্মমঙ্গল-রচয়িতা অনেকেই তাঁহাকে "আদি রূপরাম" বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন। কোন কোন পুথিতে রূপরামের কাব্য রচনার কাল হেঁয়ালি সঙ্কেতে দেওয়া আছে। এই হেঁয়ালির যে সমাধান যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় করিয়াছিলেন তাহাতে হয়তো সকলে সায় দিবেন না, কিন্তু সে সমাধান যে সমর্থনযোগ্য তাহার দৃঢ় প্রমাণ মিলিয়াছে। হেঁয়ালিটি এই,

শাকে শীমে জড় হৈলে যত শক হয়
তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়।

রসের উপরে রস তায় রস দেহ
এই শকে গীত হৈল লেখা করি নেহ।

সমাধান[৯৭]—১৫৭১ শকাব্দ (১৬৪৯ অব্দ।)

রূপরামের পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার দক্ষিণ প্রান্তে প্রাচীন গ্রাম কাইতির পাশে শ্রীরামপুরে। এই গ্রাম মুকুন্দরামের পিতৃভূমি দামিন্যা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে। কবির পিতার নাম শ্রীরাম চক্রবর্তী, মাতার নাম দৈমন্তী (বা দয়মন্তী, অর্থাৎ দময়ন্তী কিংবা দয়াবন্তী।)[৯৮]

রচনার প্রারম্ভে রূপরাম নিজের প্রথম জীবনের দুঃখকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা কবিযাছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সহৃদয়তা ও অন্তর্দৃষ্টি মিলিত হইয়া এই বর্ণনাটিকে সবিশেষ উপভোগ্য করিয়াছে। পুবানো বাঙ্গালা সাহিত্যে যদি আধুনিক ছোটগল্পের স্বাদবাহী কোন টুকরা থাকে তবে সে রূপরামের এই আত্মকাহিনী। রূপরামেব আত্মকথা এখানে সংক্ষেপে বলিতেছি। অনুরাগী পাঠককে মূল রচনা[৯৯] পড়িতে অনুরোধ করি।

রূপরামেব পিতার টোল ছিল, তাহাতে বিস্তর ছাত্র পডিত। রূপরামও বাল্যে পিতাব টোলে ব্যাকরণ ও অভিধান পড়িতেন। পিতার মৃত্যু হইলে পব বড় ভাই বত্নেশ্বব ঘবের কর্তা হইলেন। তাঁহাব শাসনে রূপরাম জীবন দুর্বহ বোধ কবিতে লাগিলেন। এক বুধবাব দিনে ভাইয়ের সঙ্গে ঝগডা করিয়া রূপরাম অন্যত্র পড়িতে যাইবেন ঠিক কবিলেন। দযালু প্রতিবেশীব কাছে দুই একখানা ধুতি ও কিঞ্চিৎ পাথেয় কড়ি সংগ্রহ কবিযা খুঙ্গি-পুথি লইযা রূপরাম গৃহত্যাগ কবিলেন এবং সটান গিয়া হাজিব হইলেন ক্রোশ দুই-আডাই দূবে পাসণ্ডা গ্রামে রঘুরাম ভট্টাচার্যের কাছে। পাশ্ববর্তী আডুই গ্রামে ভট্টাচার্যেব টোল ছিল। গৃহহীন বালককে দেখিয়া ভট্টাচার্যের মায়া হইল। তিনি তাঁহাকে নিজের বাসায রাখিযা পড়াইতে লাগিলেন। কিছুকাল পবে গুরুশিষ্যের মধ্যে ব্যবধান দেখা দিল। শিষ্যেব তর্কপরায়ণতায় অতিষ্ঠ হইয়া গুরু তাঁহাকে অন্যত্র পড়িতে যাইতে বলিলেন। রূপরামও সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপের মুখে পা বাড়াইলেন। একটু দূর গিয়াই মনে পডিল মাযেব কথা। অমনি রূপবাম বাডিমুখ হইলেন এবং সুগম ঘুব-পথ ছাড়িয়া দুর্গম অ-ধুব পথ ধবিলেন। পলাশনের বিলেব কাছে আসিয়া ঠিক-দুপুরে তাঁহার দিশা লাগিলে ধর্ম-ঠাকুর ব্রাহ্মণেব (পাঠান্তবে ফকীবেব) বেশে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং ধর্মমঙ্গল বচনা কবিতে আদেশ করিলেন। ধর্ম-ঠাকুর অন্তর্হিত হইলে পর রূপরাম ভযে ছুট দিলেন। যখন গ্রামের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন বেলা পডিয়া আসিয়াছে। শাঁখারিপুকুবে নামিযা এক পেট জল খাইয়া রূপরাম চুপি চুপি ঘরের দরজায় আসিয়া দেখা দিলেন। যে ভয় করিতেছিলেন তাহাই ঘটিয়া গেল, রূপরাম পড়িয়া গেলেন রত্নেশ্বরের সামনে। ছোট ভগিনী দুইটি, সোনা ও হীরা (পাঠান্তরে রূপা), দুয়ারে বসিয়াছিল, কিন্তু বড়-দাদার ভয়ে ভিতরে গিয়া মাকে খবর দিতে পারিল না। "কালি গিয়াছে পাঠ পড়িতে আজি আইলা ঘরে",— রত্নেশ্বরের এই ভর্ৎসনায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়া রূপরাম সেইখান হইতেই ফিরিয়া চলিলেন। মায়ের সঙ্গে আর দেখা হইল না।

বরাবর উত্তরপশ্চিম-মুখে গিয়া রূপরাম পৌঁছিলেন শানিঘাট গ্রামে। সেখানে ধর্ম-ঠাকুরের বিড়ম্বনায় ভিক্ষার গ্রাস উদরস্থ হইল না। দামোদরের জল আকণ্ঠ পান করিয়া

উদরের জ্বালা নিবারণ করিতে হইল। ক্লান্ত শরীরে পা ঠেলিয়া ঠেলিয়া রূপরাম দীঘনগরে পৌঁছিলেন। সেখানে তাঁতিবাড়িতে পেটভরা ফলার এবং কিছু দক্ষিণা জুটিল। দীঘনগর ছাড়িয়া পশ্চিম-মুখে গিয়া তিনি পৌঁছিলেন গোপভূম পরগনায় এড়াল গ্রামে। সেইখানেই তাঁহার যাত্রাপথের শেষ। তাহার পর

গোয়ালাভূমের রাজা গণেশ-রায় নাম
বিপ্রকুলচূড়ামণি বড় ভাগ্যবান।
তারে গিয়া স্বপনে বলেন নিরঞ্জন
প্রতিষ্ঠা করিতে তারে দিল নানা ধন।
এতেক দিলেন দ্রব্য শুন সর্বজন
আচম্বিতে দুটি পাল্য[১০০] দিল দরশন।
পাল্য দেখি মহারাজা আনন্দিত মনে
দ্বাদশ-মঙ্গল জুড়াইল শুভক্ষণে।
রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল পূজা
পরম কল্যাণে যত আছিল [সে] প্রজা
বর্ধমানে যবে ছিল খালিপে হাকিম
[তার পরা]জয় হইল দক্ষিণে মহিম।
সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর
দ্বিজ রূপরাম গান শ্রীরামপুরে ঘর॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে মনান্তরের আসল কারণটি রূপরাম সম্পূর্ণভাবে চাপিয়া গিয়াছেন। গুরুর সঙ্গে বিবাদের কারণও যাহা দিয়াছেন তাহাও এমন কিছু মারাত্মক নয়। বড়-ভাইয়ের শাসন যতই কঠোর হোক তাহা মায়ের সঙ্গে ছেলের দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করিতে পারে না। সুতরাং মনে হয় রূপরামের গৃহত্যাগ করিবার, রঘুনাথ ভট্টাচার্যের টোল ছাড়িবার এবং বড়-ভাই কর্তৃক ঘরে ঠাঁই না দিবার পক্ষে কোন গুরুতর কারণ ছিল। এই কারণটি যে কি-ধরনের তাহার আভাস পাইএ-বিষয়ে জনশ্রুতি অম্বিকাচরণ গুপ্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে। অম্বিকাচরণের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।[১০১]

অন্যতম ধর্মমঙ্গল প্রণেতা রূপরাম-চক্রবর্ত্তী বর্দ্ধমান জেলার উচালন কাজিপাড়ায় বাস করিতেন—যৌবনাবস্থায় তিনি সুপ্রসিদ্ধ আত্মীয়ক "প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের পিতামহ-সোদর "মণিরাম তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের শাকনাড়া গ্রামের চতুষ্পাঠীতে নৈষধচরিত অধ্যয়ন করিতেন, শাকনাড়া হইতে কাজিপাড়া দেড় ক্রোশের অধিক নহে—এজন্য রূপরাম বাড়ী হইতে আসিয়াই অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিতেন—ঝড়-বৃষ্টির দিনে বা অন্য কোন কারণে বাড়ী যাইতে না পারিলে তিনি সহপাঠিগণের সহিত চতুষ্পাঠীতেই অবস্থিতি করিতেন। কিয়দ্দিন পড়িবার পর রূপরামের ঘন ঘন পাঠবিচ্ছেদ ঘটিতে থাকে, অধ্যাপক একদিন তাঁহার সহপাঠিদিগকে জিজ্ঞাসায় জানিলেন—ভাবী কবি রূপরাম কোন হড্ডিপ তনয়ার প্রণয়াসক্তি প্রযুক্ত পাঠে অবহেলা করিতেছিলেন। শ্রবণমাত্র অধ্যাপক ভট্টাচার্য মহাশয় যার পর নাই বিরক্ত হইলেন, বিদ্যার্থী রূপরাম তাহার পর একদিন চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইয়া সহপাঠিদের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, যথাকালে অধ্যাপক চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত হইয়া রূপরামকে দেখিবামাত্র যার পর নাই তিরস্কার করিলেন, পুঁথির পাটা ছুড়িয়া মারিলেন এবং আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন। সেইদিন হইতে তাঁহার সহিত গুরুশিষ্য সম্বন্ধচ্ছেদ

হইল—রূপরাম পতিত ব্রাহ্মণ হইলেন, অদ্যাপি তাঁহার বংশধরেরা হড্ডিপ জাতি যাজন করিয়া থাকেন।[১০২]

অম্বিকাচরণ যে জনশ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে সত্যাংশ আছে বলিয়া মনে হয়। রূপরামের এই উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য, তাঁহার "গলাতে হাড়ের মালা দিলেন গোসাঞি"।

রূপরামের রচনা বাহুল্য ও অলঙ্কারভার-বর্জিত, সরল এবং স্পষ্ট। এইখানে তাঁহার সহিত পরবর্তী অধিকাংশ কবির প্রধান পার্থক্য। জীবনের সম্বন্ধে খানিকটা সচেতনতায কল্পনার উদ্দামতা ও উচ্ছলতা সংযত হইয়াছে। একটু নিদর্শন উদ্ধৃত করি।[১০৩] রঞ্জাবতী "চাঁপাই-সেবনে" গিয়াছেন। দশ দিন কঠোর তপস্যাতেও ঠাকুরের দয়া না পাইয়া হতাশ হইয়া সামুলাকে রানী বলিতেছেন,

কোথা কোন দেবতা দুরন্ত হয়্যা আছে
কত আর ককণা করিব তাব কাছে।
তুমি বল্যাছিলে বনি চাঁপাই নদী যাবে
অষ্টদিনে সেখানে ধর্মের দেখা পাবে।··
ভাবথে মহিমা শুনি ব্যাসেব লিখন
কোন গুণে সে জন দিবেক দবশন।
বর দিবে অনাদ্য প্রত্যয় নাঞী মনে
ললাট লিখিত দুঃখ না যায খণ্ডনে।

সামুলা সান্ত্বনা দিয়া বলিল,

কোন-খানে বৈসে ধর্ম থাকে কোন ঠাঞী
কলিযুগে একথা বলিতে কেহ নাঞি।
কেবা দেখ্যাছিল ধর্ম কেমন আকাব
জলে না স্থলে আছে নানা অবতার।·
দিন কত সন্ন্যাস করিলে সভে তুমি
সাত জন্ম তপ কৈল পুরাণেতে শুনি।·
বসুমতী ভাগীবথী জয়দুর্গা দেবী
সাবিত্রী আমিনী হইল যত দেব সেবি।
নিযম ধরিয়া কত সন্ন্যাস করিল
ধর্ম-দরশন তারা তবু না পাইল।
তিনবার মরুত করিল ঘরভবা
বর্তমান দেখ ধর্ম পুবান-দেহাবা।
ঘটে দিয়া বিসর্জন কেন ঘর যাবে
শালে ভব দিলে তুমি পুত্রবব পাবে।
এইখানে মর যদি শালের উপব
অন্যথা নাহিক ইথে পাবে পুত্রবর।·
পড্যাছি অনেক পুথি দেখ্যাছি বিস্তব
এমন না জানি কভু অকারণে বব।
কোন-খানে নিবাস নিশ্চয় নাহি জানি

আপনি সদাই লভে আগমের বাণী।
সত্য বাক্য বলি শুন শালে দেও ভর

শালে ভর দিবার কথায় বঞ্জাবতী কিছুমাত্র সান্ত্বনা বোধ করিল না। বলিল,

আমি যদি প্রাণ দিব শালের উপর
করে তবে সাক্ষাৎ হইবে মাযাধর।
সবে বলে মরিলে জীবন নাহি পায
তোমার বচন শুন্যা প্রাণ উড়্যা যায।
পুত্রবর নাঞী পাই শালে গিযা মরি
মনে পুনর্বার জীব হেন সাধ করি।
কি কহিব কাহারে এ বচন অগাধ
এমন বযসে মরি বিধাতার বাদ।

চতুর উকীল যেমন ফাঁসির আসামীকে আপীলে খালাসের আশ্বাস দিযা বলিযাছিল দুর্গা বলিযা ফাঁসিকাঠে ঝুলিযা পড়িতে ধর্ম ঠাকুরের আমিনী সামুলাও তেমনি বলিল

শালে যদি মরিবে মরণে নাঞী ভয
আপনি তোমার কাছে দিতে চাই জয।

দাসদাসী-পরিজনেরা মজা দেখিতে ছাড়িবে কেন। তাহারাও নির্বন্ধ করিতে লাগিল শালে ভর দিবার জন্য।

কল্যাণী মানিকী বলে ঘর নাঞী যাব
তুমি মৈলে দুই জনে চামর ঢুলাব
বিনয করিযা বলে ইছা রানা হাঁড়ি
তুমি বিসর্জন দিলে ন'ঞী যাব বাড়ী

যেমনভাবে সেকালে মেযেরা সহমরণে যাইতে বাধ্য হইত সেইভাবে বঞ্জাবতীও শালে-ভর এড়াইতে পারিল না॥

**৯ রামদাস আদক**

রামদাস আদকের ধর্মমঙ্গল[১০৪] রচিত হইযাছিল কপরামের রচনার বেশ কিছুকাল পরে। কোন কোন পুথিতে রচনাকাল আছে ১৫৮৪ শকাব্দ (১৬৬২ অব্দ)।

বেদ বসু তিন বাণ শকে সুপ্রচার
ভাদ্র আদ্য পক্ষ আট দিবস তাহার

একটি পুথিতে উপরের পযারের পরিবর্তে পাই,

যাদব-রাযের দাওযানগিরি পাইল যেই সনে
রামদাসের গীতের পত্তন হইল সেই ক্ষণে

রামদাস ছিলেন কৈবর্ত। পিতার নাম রঘু। নিবাস ভূরশিট পরগনায কোন গ্রামে সম্ভবত হাযাৎপুরে[১০৫] (অথবা হিযাৎপুরে[১০৬])। এই গ্রামের ধর্ম-ঠাকুর যাত্রাসিদ্ধির গাজনে রামদাসের রচনা প্রথম গীত হইযাছিল। কবি নিজেকে জাড়গ্রামের[১০৭] প্রসিদ্ধ ধর্ম-ঠাকুর কালুরাযের কৃপাপ্রাপ্ত বলিযাছেন। কালুরাযের বাৎসরিক গাজনে আজও রামদাসের

ধর্মমঙ্গল বারোদিন ধরিয়া গান করা হয়।

রামদাসের কাব্যের কোন কোন পুথিতে নিম্নে উদ্ধৃত আত্মকাহিনী পাওয়া যায়।[১০৮] ভাষায় আধুনিকত্ব এবং প্রথম পুরুষের উক্তি থাকিলেও আত্মকাহিনীটি কৃত্রিম মনে করিবার কারণ নাই। কিছু ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। রূপরামের ও ক্ষেমানন্দের আত্মকথার অনুসরণ ও প্রভাব ইহাতে স্পষ্ট।

ভুরশিটে রাজা নাম প্রতাপনারাণ
দানে দাতা কল্পতরু কর্ণের সমান।
চৈতন্য সামন্ত ছিল গ্রামের মণ্ডল
মুখে মধুময় কথা অন্তরে বড় খল।
পৌষমাসের খাজনা মুজবিলের কালে
পিতা নাই ঘরে হেথা রামের কপালে।

বাপের বদলে ছেলেকে ধরিয়া লইয়া গেল খাজনার দায়ে।

তিন দিন রামদাস ছিল বন্দিখানা
শিশুমতি বড় দুঃখ পাইল যন্ত্রণা।
অস্ত গেল দিনমণি যামিনী অন্ধকাব
কোটাল বলে ঐ থানায় কেন আর।
এত শুনি বামদাস কবিল গমন
আপন ঘবেতে গিযা কবিল শযন।
মনে দুখ কবে বলে দুখ কেন পাই
গোরটিতে মামার বাড়ী পলাইয়া যাই।
এত বলি যাত্রা কৈল বুধবাব দিনে[১০৯]
সাতমাসা পাউনান দেশ মান্দাবনে।

পথে রামদাস শুভ লক্ষণ দেখিতে দেখিতে চলিলেন,

মাথায ভ্রমণ কবে উড়ে শঙ্খচিল
চৌদুলী ধরেছে মৎস্য শুখাযেছে বিল।
নূতন বৎস লয়্যা গাভী আগু-পিছু ধায
দধি মাথে গোযালিনী দেখিল তথায়।
শেওড়া গাছে ফুটে রয়েছে চাঁপা ফুল
মনে কবে কোন দেব হেথা অনুকূল।
তুলিল চাঁপাব ফুল গন্ধ মনোহব
বিনা সূতায় হাব হৈল পরম সুন্দর।

এমন সময় ধর্মের আবির্ভাব হইল।

দেড় প্রহর বেলা যখন বাগনান দেশে
শ্বেত অশ্বে চাপি ধর্ম রাউতের বেশে।

রামদাস ভাবিল, এখানেও সিপাইয়ের তাড়া।

দেশে খাজনার তরে পলাইয়া যাই
বিদেশে বেগারি বুঝি লইবে সিপাই।

মাথা ধরি বসিলেন হেট করি মুখ
ভাগ্যহীন জনার কখন নাহি সুখ।
এত ভাবি রামদাস বসে ধান-বনে
ঘোড়া তাড়াইয়া সিপাই চলে সেইখানে।

ধান-ক্ষেত হইতে রামদাসকে টানিয়া আনিয়া সিপাই বলিল,

মনে কর বেটা তুমি যাবে পলাইয়া
এতক্ষণ ঘুরিলাম বেগারি খুঁজিয়া।
গোলাড় যাইব আমি সঙ্গে তুমি চল
এত বলি মাথে দিল ঝারি আর কম্বল।
ছোট মোট বটে কিন্তু অতিশয়[১১০] ভারি
বহিতে না পারি বোঝা বুক ফেটে মরি।
সিপাই-সম্মুখে যদি ফেলে দিই মোট
সিপাই বলে বেটা তোরে মারিব এক চোট।
সিপাইয়ের কথা শুনে মুদে গেল আঁখি
কোথা গেল সিপাই আমি আর নাহি দেখি।
আচম্বিতে সিপাই হইল অন্তর্ধান
জ্বর এল গায়ে মোর হইনু অজ্ঞান।

ঘোর কাটিলে পর,

মনে মনে চিন্তি আমি[১১১] দুঃখ কেন পাই
কানাদীঘির জল খেয়ে মামা বাড়ী যাই।
এই যুক্তি মনে করি করিল গমন
কানাদীঘির সমীপেতে দিল দরশন।
দেখিযা দীঘির জল আনন্দিত মন
উত্তর ঘাটেতে গিয়া দিল দরশন।

দুর্দৈব তখনও ছাড়ে নাই।

জল পান আশে গিয়' জলেতে নামিল
অভাগা কপালে জল শুখাইযা গেল।
জল না পাইয়া রামের বিষাদিত মন

দেখে

ঝারি হাতে ঘাটে এক নবীন ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,

জল খুঁজে রামদাস দুঃখ পাও তুমি
তোমার লাগিয়া জল আনিয়াছি আমি।
এত বলি বদনে দিলেন গঙ্গাজল
আজি হৈতে রামদাসের জীবন সফল।

জল খাইয়া সুস্থ হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ আদেশ দিলেন,

জল খেয়ে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি

ধর্মেব মঙ্গল গাও শুনি কিছু আমি।

বিনীতভাবে রামদাস বলিল,

পাঠ পড়ি নাই প্রভু তায মূর্খমতি
গোধন চরাই বনে বাখালের সাথী।[১১২]
ধর্ম বলে বামদাস মূর্খ নও[১১৩] তুমি
জাড়গ্রামেব কালু বামন[১১৪] হই[১১৫] আমি
আসবে জুড়িবে গীত আমা সঙরনে
মুখেতে ঠেকিলে গীত চাইও কব পানে।
এত বলি ঠাকুব ধরিল ডানি কব
মহামন্ত্র লিখি দেন দ্বাদশ অক্ষব।

ঠাকুর অন্তর্হিত হইযা গেলে রামদাসের আবাব জ্বব আসিল। মামাব বাড়ি যাওযা আব ঘটিল না।

জ্বর গায়ে ফিবি তবে কবিল গমন
আপনার ঘরে গিয়া দিল দরশন।
এইরূপে অনাহাবে সাত দিন গেল
কেহ বলে বামদাস ক্ষেপা পারা হলা।
যাদব-বাযেব দাত্তানগিবি লইল যেই[১১৬] সনে
বামদাসেব গীতেব পত্তন হইল সেই ক্ষণে।[১১৭]
বাজারাম অভিবাম পাল্য[১১৮] দুই জন
ভাদ্র মাসে অষ্ট দিনে গীতেব পত্তন।
যাত্রাসিদ্ধি বন্দিলাম গ্রাম হাযাৎপুবে
প্রথম প্রচার গীত যাহার দুযাবে॥

## ১০ সীতারাম দাস

সীতারাম দাস ধর্মমঙ্গল[১১৯] রচনা করিয়াছিলেন ১০০৪ মল্ল-সালে অর্থাৎ ১৬৯৮-৯৯ অব্দে। কবি ছিলেন জাতিতে কায়স্থ।[১২০] নিবাস সুখসায়েব, মাতুলালয় ইন্দাস। গৃহদেবতা গজলক্ষ্মীর প্রতি বিশেষ ভক্তি ছিল সীতারামের। ইঁহাবই দযায় কবি প্রথমে ধর্মমঙ্গল এবং পরে মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

সীতারামের পিতাব নাম দেবীদাস, মাতার নাম কেশবতী। এই খববটুকু পাই তাঁহার মনসামঙ্গলের পুথিতে।[১২১]

সীতারাম দাস গায় পড়িয়া দেবীর পায়
এইবার দুঃখ কর দূর।
দেবীদাস যার পিতা কেসুবতি যার মাতা
দয়া কর শঙ্কর গোসাঞী।

পূর্ববর্তী কবিদেব অনুসরণে সীতারামও গ্রন্থরচনাহেতু উপলক্ষ্যে আত্মকাহিনী দিয়াছেন। এ কাহিনী বৈচিত্র্যহীন নয।

ধর্মের গান লেখা ও গাওয়া তখনকার দিনে উচ্চবর্ণের ব্যক্তির পক্ষে হীনকার্য বলিয়া গণ্য

ছিল। তাই অদৃষ্টকে দায়ী করিয়া সীতারাম স্বীয় কবি-ও গায়ক-জীবনের ইতিহাস শুরু করিয়াছেন।

নম ধর্মঠাকুব অধর্ম কব দূব
আমার কপাল-দোষে বিধাতা নিষ্ঠুর।
কিরূপ তোমার দযা বুঝা নাঞি গেল
তুমি কি করিবে মোব কপালে আছিল।
কপালের লিখা কভু না যায খণ্ডন
তপস্যার ফলে দেখা দিলেন নিরঞ্জন।
বিশেষে গীতের কথা শুন সর্বজন
কেবল ভবসা মোব শ্রীগুরু-চবণ।
আশিষ কবিযা গুরু দিল সুঁদি ফুল
গজলক্ষ্মী মহামাযা তাতে অনুকূল।
বাতি দিন স্বপনে গীতেব কথা শুনি
কলমে কবিব ভর বলেন ভবানী।
সাবধানে করহ ধর্মেব সঙ্কীর্তন
প্রভুর সহিত তোর হব দরশন।

সীতারাম এই দৈবীপ্রেবণার সাক্ষী মানিতেছেন,

অযোধ্যাবাম-চক্রবর্তী খণ্ডঘোষে ধাম
কিছু কিছু জানেন তেঁহ এহাব সন্ধান।

কিছুকাল যায়। ঠাকুরেব ছায়াদর্শন ঘটিল।

আনাগোনা মেবালে দিবস দুই-চাবি
চকমিবালেব দীঘি কুমুদেব পুবী।
কোকনদ শালুক অনেক ফোটে তায
ফুল তুল্যা ঘব যাই দুপুব বেলায।
মাথায তবণি জ্বলে শনিবাব দিশি
ছায়াকপে ফুল মাগে কেমন সন্ন্যাসী।[১২২]
বাতাসে লুকায্যা খাকে দেখি বা না দেখি
চাহিতে ঠিকবে চক্ষু হেটমুখে থাকি।

আরও কিছুকাল গেল।

এইকপে কতদিন গেল মাস ছয
প্রথম বৈশাখ মাস হইল উদয।
মহাসিংহ[১২৩] যেক'লে লুটিল সাহাপুব
ঘরদ্বাব পোড়াইল সব কৈল চুর।
কুশলবাম সবকার খুড়া কহিল আমাবে
শাওড়াবুনি যাই আমি কাষ্ঠ আনিবাবে।
উষাকালে দেখিলাঙ শৃগাল যায বাম
পাচিত পশ্চাৎ করি রানিসর[১২৪] গ্রাম।
প্রভাতপতঙ্গরুচি কমলার মাঠে

মুখ প্রক্ষালন কৈল দারিদীঘির ঘাটে।
দুই দণ্ড দিবসে প্রবেশ কৈল বন
শঙ্খচিল মাথায় উড়িছে ঘনঘন।

এক জায়গায় সীতারাম বসিলেন দুই-টান তামাক খাইয়া লইতে।

জামকুড়ির চৌকিতে তামাকু খাই বস্যা[১২৫]
ধাআধাই একজন উত্তরিল আস্যা।
জায়্য না রে এ-পথে বেগার কত ধরে
শুনিয়া তাহার কথা ডরাল্যাম অন্তরে।

অন্য পথ জানা নাই, সুতরাং সীতারাম নির্দিষ্ট পথই অনুসবণ কবিলেন।

যাই যেন বন দিয়ে যা করে গোসাঞী
সেই পথ [বিনা] আর পথ জানি নাঞি।
সাহসে ঢুকিলাম গিয়া হবিপুকুরেব বন
রাঙ্গামেট্যার কাছে গিয়া দিলাম দরশন।
ডাগর [ডাগর] গাছ গোটা গোটা জোড়া
দেখিলাম সম্মুখে এক এরাকের ঘোডা।
পালাইয়া যাই আমি পুকুর-গোডা দিয়া
অন্ধকার [গহ]নে হরিণী বুলে ধায্যা।

বৈশাখে মধ্যাহ্নে বনেব অপূর্ব শোভা।

বৈশাখ সময তাহে কুডচির ফুল
ঝুপঝুপ ফুল খসে বাতাসে আকুল।
কতি কতি কাননে হবিণী কালসাব
ক্ষণেক দিবস হয় ক্ষণেক আন্ধার।

হঠাৎ দৃশ্যপরিবর্তন ঘটিল।

সেথা হইতে শুনিলাম ঘোড়াব দডবডি
আইল [হঠাৎ] এক মাযাময় ঝড়ি[১০৬]।
আপাব আন্ধার বড় কাঁপে সর্বতনু
দিবসে আন্ধার হইল লুকাইল ভানু।
পথ নাহি পাই তবে বুলি বনে বনে
বক্ষা কব বঘুনাথ ভাবি মনে মনে।

এমন সময় এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা।

কতদূরে দেখিলাম সন্ন্যাসী একজন
দেখিয়া হইল বড় আনন্দিত মন।
প্রণাম করিনু আমি সন্ন্যাসীর পায়
হাসিয়া সন্ন্যাসী তবে মোর পানে চায়।
কোথা যাবে আমাকে জিজ্ঞাসে ব্রহ্মচারী
শাওড়াবুনি যাব আমি কাষ্ঠ আনিবারে।
ঘর দুয়ার পোড়াইয়া গিয়াছে লস্করে

শাওড়াবুনি যাব আমি কাষ্ঠ আনিবারে।
পথ নাই জানি আমি বনে দিশা লাগে
কহ মোরে হবিপুকুর যাব কোন বাগে।
সন্ন্যাসী বলেন বাছা আইস মোর সঙ্গে
দুইজনে কথায় কথায় যাব রঙ্গে।

আশ্বস্ত হইয়া সীতারাম সন্ন্যাসীর সঙ্গ লইলেন।

কতক্ষণে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসিনু আমি
কহ প্রভু আমাকে কোথাকে যাবে তুমি।
সন্ন্যাসী বলেন আমি যাব বিষ্ণুপুরে
সুখসায়ের[১২৭] দিয়ে তোরে খুঁজে এল্যাম ঘবে।
তোর স্থানে কার্য কিছু আমার আছিল
তে-কারণে তোর সনে বনে দেখা হইল।
শুনিয়া আমার মনে বড হইল ভয
মোর স্থানে কিবা কার্য কহ মহাশয়।

ঠাকুর তখন নিজের পরিচয় দিযা সীতারামকে ধর্মমঙ্গল রচনা করিতে আদেশ করিলেন

পবিচয় দিল মোরে জটিল ঠাকুব
নিবাস আমার বটে ইন্দাস-হবিপুর।
বহুদিন আমাব ইন্দাসে আছে ধাম
নারাযণ-পণ্ডিতের ঘরে আমার বিশ্রাম।
প্রভু বলে নিরঞ্জন নৈরাকার আমি
আমাব মঙ্গল-গীত কর গিয়া তুমি।
পূর্ব-জন্মে জন্মে কত তপ জপ কৈলা
তে-কারণে তুমি মোর বনে দেখা পাইল'।
গীত কর আমার না কব মন হীন
তোমার কীর্তি রহিব শিলের যেন চিন।
কপালের লেখা .ার আমি কি করিব
বাহুডিয়া ঘবে চল তোর সঙ্গে যাব।

এ প্রস্তাব সীতারামেব মনঃপূত হইল না।

বাত শুনে আমার মনস্থ হয় নাঞি
রক্ষা কর মোরে প্রভু অনাদ্য-গোসাঞি।
অতিমূর্খ হীন আমি ছাওয়াল তাহাতে
গীত-নাট কি জানি করিব কোন-মতে।

সন্ন্যাসী তখন সীতারামকে অশেষ ভরসা দিলেন।

বাত শুনি তখন বলেন নিরঞ্জন
শুন সীতারাম তুমি আমার বচন।
লিখিতে তোমার যখন না চলিবে পুথি
হাতের কলম লয়্যা রেখ্য তুমি তথি।

সেই কালে সরস্বতী বসিব বদনে
লেখ্যা যেও পুথি তুমি যেবা আইসে মনে।
তোর পুথি নিন্দিতে নাবিব কোন জনে
ভবানী বসিব তোর কলম উপরে
আজি হইতে যে পথে চলিয়া যাবে তুমি
সেই পথে তোমার সহিত যাব আমি।
যখন স্মরণ তুমি করিবে আমারে
ইন্দাসি হইতে বাছা দেখা দিব তোরে।
হের আয় আশিষ কুডচি ফুল নে
তোর পারা পুণ্যবান সংসারে আছে কে।
গীত গাইবাবে ধর্ম হাথে দিল ফুল
গীত দেখি মহামায়্যা হৈল অনুকূল।
বিদায় করহ মোবে কহেন বাঁকুডাবায
পডিনু অমনি গিযা সন্ন্যাসীব পায়।

তখন সীতারামের ভয় হইল পরকালেব। বলিলেন,

নব মধ্যে অধম আমার সম নাই
তব বাক্য মহাপ্রভু লঙ্ঘা গেল নাই।
পরকালে কি হব কহ না মহাশয
প্রাণ কাঁপে সঘনেতে শমনেব ভয।

ঠাকুব হাসিযা সান্ত্বনা দিলেন।

বাক্য শুনি তখন জটিলদেব হাসে
পবিণামে মোব পদ পাবে অনাযাসে।
এত বল্যা অন্তর্ধান হইল গোসাঞি
চেয়্যা দেখি ঝড বৃষ্টি অন্ধকাব নাই।
গগনেতে দেখিলাম সূর্যেব উদয
ফিরে ঘর যাব মনে এই যুক্তি হয়।

কাঠের কথা ভুলিয়া গিযা সীতারাম ঘবেব দিকে ফিরিলেন।

অবসান দিন দেখ্যা হনু চলাচল
ঘবকে প্রবেশ কৈনু হল্য সন্ধ্যাকাল।
মায়েবে কহিনু অন্ন আনহ তৎপব
পদ ধুয়ে প্রবেশ কবিনু গিযে ঘব
দক্ষিণ-দুযাবী পিডা শুযেছিলেন বাপ
ভোজনেতে জ্বর এল্য দিয়ে বড ফাঁপ।
আচমন করি তবে বস্ত্র দিলাম গায়
ঘবে রহিবার নাই মনে ইচ্ছা যায।
ঘর হইতে যাই আমি ছোট খুডাব কাছে
দেখিলাম সরকার খুড়া বস্যা আছে নাছে।
জিজ্ঞাসিল খুড়া মোরে কাষ্ঠের কারণ

যে সকল কথা মোর হয়্যাছে পাসবন।

জ্বর-গায়ে সীতারাম চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বাত্রিকালে শুতিলাম চণ্ডিকা-মেলায়
দুফর যামিনী যবে জ্বর মোর গায়।
শিয়রে বসিল মোর গজলক্ষ্মী মা
উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখ-গা।
সকল কহিল মোরে গীতের সন্ধান
লিখিতে বসিলাম পুথি করি অনুমান।
চিত্ত নাই স্থির হয় করি কি উপায়
যত লিখি পুথি তত পদ ভেঙ্গে যায়।

একদিকে দেবতার আদেশ অপরদিকে চঞ্চল চিত্ত। সীতারাম আর ঘরে তিষ্ঠিতে পারিলেন না।

বাউল হয়্যা গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরি নিরন্তর
মনে ইচ্ছা নাই হয় যাই নিজ ঘর।
বৈষ্ণবের মত বুলি করি রাম নাম
দিন কত করিলাম ইন্দাসেতে ধাম।
নারায়ণ পণ্ডিত মোর পরিচয় পেয়্যা
অনেক যতনে মোরে রাখিল ধরিয়া।

নারায়ণ পণ্ডিতকে ধর্ম-ঠাকুর স্বপ্ন দিলেন।

নিশিযোগে স্বপন তারে দিল নিরঞ্জনে
ইহারে দিয়েছি দেখা জামকুড়ির বনে।
সন্ন্যাসীর বেশে দেখা দিয়াছিলাম আমি
পুথি লিখিবার কথা কয়ে দেহ তুমি।
আমার মঙ্গলগীত প্রকাশ করিতে
এই হেতু দেখা আমি দিয়েছি বনেতে।
এই কথা পণ্ডিতকে কহিল দেব হরি
হইল প্রভাতকাল পুহাল্যা শর্বরী।

তাহার পর ইন্দাসের বাঁকুড়ারায় ধর্ম-ঠাকুরের সেবায়েত নারায়ণ পণ্ডিতের পরিচয় দিয়া কবি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

যদু পণ্ডিতের পুত্র পণ্ডিত মোহন।
তার দুই পুত্র ছিল রাম নারায়ণ।
জ্যেষ্ঠপুত্র নারায়ণ ধর্ম অধিকারী
বেদ পঞ্চ ওঙ্কার[১৮] সাক্ষাৎ ব্রহ্মচারী।
নারায়ণ-পণ্ডিত বড়ই মহাশয়
যাহা হইতে হইল গীতের সন্ধান
তাহার চরণে মোর লক্ষ পরণাম।

নারায়ণ পণ্ডিতের সস্নেহ যত্নে ধর্ম-ঠাকুরের মন্দিরে বসিয়া সীতারাম ধর্মমঙ্গল রচনা

করিতে আরম্ভ করিলেন।

লিখিতে বসিলাম পুথি প্রভুর ঘরেতে
লিখে যাই পুথি আমি যেবা আইসে চিতে।
নারায়ণ পণ্ডিত মোরে লেখাইল গীত।
পুত্রসম পালন করিল নিতে-নিত।

গৃহে সংবাদ পৌঁছিল, সীতারাম ধর্ম-ঠাকুরের পূজারির বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছে।

ঘরে সমাচার পেয়্যা জনক-জননী
কান্দিতে লাগিল মাতা দিবসরজনী।
একদিন খুড়া মোর গেল কাছারিতে
সমাচাব পেয়্যা গেল পণ্ডিত-বাড়ীতে।
পণ্ডিত কহিল শুন ইহাব বচন
ইহারে করিল দয়া প্রভু নিরঞ্জন।
কবিশক্তি [পাইল] এই ঈশ্বরেব বরে
খুড়া বলে তবে আমি লয়ে যাব ঘরে।
এত বলি নিল মোরে সংহতি করিয়া
দুইজনে ঘবে গে[নু] আনন্দিত হইয়া।
ঘরেতে প্রবেশ কৈনু অস্ত দিনমণি
বন্দিলাম দুই জন জনকজননী।

ঘরের লোক সীতারামকে গ্রন্থরচনার যোগাড-যন্ত্র সব করিয়া দিলে তিনি লিখিয়া চলিলেন। চল্লিশ দিনে ধর্মমঙ্গল রচনা সম্পূর্ণ হইল।

দুয়াতি কলম মোরে দিল আনাইযা
আনন্দেতে পুথি সব লিখিনু বসিয়া।
থাপনা পালা লিখিলাম ইন্দাস মোকামে
আদ্যঢেকুর হবিশ্চন্দ্র লিখিলাম দুদিনে।
বারমতি করিলাম সাঙ্গ চল্লিশ দিবসে
যেবা মনে কবি ভাষা লিখি অনায়াসে।

তাহাব পর পিতৃ ও মাতৃ-কুলের পরিচয়।

ধন্য পুণ্যবান্ ছিল গুপীনাথ দে
তাহার পুণ্যের কথা কহিবেক কে।
তাহার আছিল দেখ চতুর্থ নন্দন
মথুরাদাস ধর্মদাস বল্লভ মদন।
ধর্মদাসেব জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীহরি নামেতে
প্রথমে বাজীবদাস লিখিলাম পুথিতে।
দুর্যোধন কুশলরাম কনিষ্ঠ সভার
মদন-নন্দন দেবীদাস[১২৯] নাম তার।
দেবীব নন্দন দেখ সীতারাম নামে
যারে ধর্ম দেখা দিল জামকুড়ির বনে।
আমার কনিষ্ঠ ভাই নাম শোভারাম[১৩০]

মাতামহ-কুল মোর ইন্দাসেতে ধাম।
শ্যামদাস মাতামহ গোত্র বাল্মীকে[১৩১]
ইন্দাসের অম্ব-গোষ্ঠী জানে সর্বলোকে।
সীতারাম দাস গান বন্দিয়া ঠাকুর
ভরদ্বাজ গোত্রের সমাজ চিত্রপুর।[১৩২]
সীতারাম দাস গান ধর্মপদতলে
এই পুথি হইল হাজার চারি সালে॥

ধর্মমঙ্গল রচনার দশ বছর পরে সীতারাম মনসামঙ্গল লিখিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার সন্তান হয় নাই, অবশ্য বিবাহ করিয়া থাকিলে। তাই সীতারাম ভ্রাতৃসন্তানের জন্য দেবীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়াছেন।

শোভারামের সন্তানগণে দিয় মাতা শ্রীচরণে
এই নিবেদন তুয়া পায়
বর দেহ শিবদাসী[১৩৩] গঙ্গার সলিলে বসি
রাম রাম বলিতে প্রাণ যায়।

ইন্দাসের গ্রামদেবতা ধর্ম-ঠাকুর বাঁকুড়ারায়ের কথা সীতারাম দিগ্‌বন্দনায় এইভাবে বলিয়াছেন.

ইন্দাসেতে বন্দিব ঠাকুর বাঁকুড়ারায়
শিশুরূপ ধরি যেবা খেলায়্যা বেড়ায়।
সিংহাসন সুন্দর ডাহিনে বামে ঘোড়া
যাহার উপরে শোভে আপুনি বাঁকুড়া।
রজতের দুই ছত্র পড়িছে বিজুলি
সোনারূপা আঁধার করিছে ঝলমলি।
দারুণ দেহারা তার দক্ষিণ দুয়ার
সরোবর বাগান উত্তরে মালাকার।[১৩৪]

সীতারামের রচনা অত্যন্ত সরল, বর্ণনাময় কিন্তু নীরস নয়। দুই এক ছত্র চমৎকার। যেমন বৈশাখের খর মধ্যাহ্নে বনভূমির এই স্বল্প রেখাচিত্রটি,

বৈশাখ সময় তাহে কুড়চির ফুল
ঝুপ-ঝুপ ফুল খসে বাতাসে আকুল।

সীতারামের আত্মকাহিনী স্বাভাবিক, একটু প্রগল্‌ভ এবং নিখুঁত। সীতারামের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারি যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সাধারণ শ্রোতার কৌতূহল ও আগ্রহ মানুষের সংসারজীবনের খুঁটিনাটির দিকে জাগিতেছে॥[১৩৫]

## ১১ যাদুনাথের হরিশ্চন্দ্র কাহিনী

ধর্ম-ঠাকুরের কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন যে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান তাহা আগে বলিয়াছি। লাউসেনকে নায়ক করিয়া যে লোকপ্রচলিত গল্পগুলি সংগৃহীত হইয়া হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানকে কেন্দ্র করিয়া ধর্মমঙ্গলে গাঁথা হইয়াছিল সেগুলি কতকালের পুরানো সে সম্বন্ধে শুধু কিছু আন্দাজ করা যায়। গল্পগুলি অধিকাংশই রূপকথা; যেমন,—ছেলেচুরি, বাঘবধ,

লোহার গণ্ডার কাটা ইত্যাদি। কোনকোনটি পুরাগত গল্প, তবে ঠিক ছেলেভুলানো নয়। যেমন,—জামতি পালা ও সুরিক্ষা পালা। এক আধটি পুবানো বীভৎস সাধনার স্মৃতিবহ। যেমন,—হাকন্দ পালা। কিন্তু বীজকাহিনী হরিশ্চন্দ্রপালা ছাড়া সব গল্পেবই মধ্য দিয়া একটি যেন আধুনিক সূত্র চলিয়াছে। সে হইল গৌডরাজমন্ত্রীর নাম। "মহামদ", "মাউদিয়া", "মাহুদ্যা"—যাই বলা হোক না কেন নামটিতে "মহম্মদ" অথবা "মামুদে" নামের ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া ধরিলে খুব অসঙ্গত হয় না। তাহা হইলে ধর্মমঙ্গল-কাহিনীর বুনানি ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর আগেই ঘটিয়াছিল এমন অনুমান অপবিহার্য হইবে না। ধর্ম-ঠাকুরের পূজারিদের মুখে মুখে এ কাহিনী গ্রথমে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহার পব সপ্তদশ শতাব্দীতে রূপরামেব মতো কবি গল্পমালাকে "নূতন মঙ্গল" রূপে সাহিত্য-শিল্পে রূপ দিয়াছিলেন।

কোন কোন অঞ্চলে ও পূজাবি-সম্প্রদায়ে প্রাচীনতম হবিশ্চন্দ্র-কাহিনীটিই ধর্মমঙ্গল (এবং ধর্মপুরাণ ইত্যাদি) নামে চলিযা আসিযাছিল। এই ধরনের সর্বাপেক্ষা পুবানো রচনা হইল যাদু-নাথ[১৩৬], পুরা নাম যাদবরাম নাথ, বিরচিত 'ধর্মপুবাণ' বা 'ধর্মমঙ্গল'।[১৩৭] বচনাকালেব নির্দেশ নাই, ইঙ্গিত আছে। যেমন,

শুন হে ভকত ভাই কব অবধান
যখন সমাপ্ত এই ধর্মপুবাণ।
ক্ষেত্রি-বংশেতে জন্ম নাম কৃষ্ণবাম
প্রভাতে উঠিযা মুখে সবে যাব নাম।
কৃষ্ণবামেব[১৩৮] নামে পাপতাপ বিমোচনে
চিবকাল বাজুত্তি কবেন বর্ধমানে।
মবিল বলবাম বায অবাজক পুবী
সেইকালে কৃষ্ণ বায[১৩৯] নিল বসুন্ধবি।
ভার্যা বন্দি দাস হযে কবোবি তাহাব[১৪০]
সেইকালে গীত সাঙ্গ হইল আমাব।
আক-শক[১৪১] নাঞি জানি কইনু মূর্খভাষ
হবি হবি বল ভাই ধর্মের উল্লাস।
লেখা করি বোঝ গীত যতদিন হয
বন্দনা হইল সায যাদু-নাথ গায॥

এখানে স্পষ্টতই বর্ধমানের বাজা কৃষ্ণরাম বাযের মৃত্যুর কথা আছে। তাহা হইলে এই অংশের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশক।

যাদবরামেরা জাতিতে সম্ভবত যোগী ছিলেন। সেইজন্য পদবী "নাথ"। এক পুত্র ছিল, নাম শোভারাম।[১৪২] এক খেলারামেরও উল্লেখ আছে। তিনি কে? ভাই? গাযন?

বন্দিযা পণ্ডিত রাম যাদু-নাথ ভনে
খেলারামে ধর্মরাজ বাখিবে কল্যাণে॥

যাদুনাথের রচনায় দুই একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব আছে। সেকাবণে বিস্তৃত বিবরণ দিতেছি।

প্রথমে উল্লেখযোগ্য হইল ধর্ম-নিরঞ্জনের দশ অবতারের শেষাংশ। সেখানে বুদ্ধ ও কল্কি

একীভূত হইয়া যবন পাতশাহ রূপে দিল্লী-সিংহাসনে আরোপিত হইয়াছে।

দশমে বন্দিসু বোদ্ধ কল্কি অবতাব ॥
সত্যশূন্য[১৪৩] নাম তাব মেলেচ্চ[১৪৪] আকাব।
যবনরূপে দিল্লীয়ে কৈলে পাৎসাই[১৪৫] ঠাকুরালি
যবনরূপে একাকাব সংহারিলে কলি।
জয় জয় প্রভু ধর্ম প্রভু নৈবাকার
সংক্ষেপে বন্দিলাম প্রভুব দশ অবতাব ॥

তাহার পর উল্লেখযোগ্য হইল কাহিনীটি।

হস্তিনাপুরের রাজা হবিশ্চন্দ্র অপুত্রক ধর্মেব দেউল ভাঙ্গিযা দিয়া পূজা মানা করায় শাপগ্রস্ত হইয়াছে। প্রভাতে কেহ তাহাব মুখ দেখে না। বানী মদনা বলিল, বনে যাই চল। পাত্র বিশ্বামিত্রেব উপর বাজ্যভার দিয়া বাজা পত্নীব সহিত বনে গমন কবিল।

নিঃসন্তান রাজারানীব দুর্গতি বুঝাইবাব জন্য ধর্ম পথিমধ্যে তাহাদেব নানা পরীক্ষায় ফেলিতে লাগিলেন। যেমন,

মাঝপথে কুকুবিনী লৈযা সাত ছা
দুধ খাওযাযে চুমো দেয নিহালয গা।

স্নেহবশে বানী একটি কুকুরছানাকে কোলে তুলিযা লইল। সন্তানহীনাব স্পর্শে কুকুবছানাগুলি সব মবিয়া গেল। কুক্কুবীব চীৎকারে মালিক দুর্বার (বা দুর্বার্য্য) হাড়ি ছুটিযা আসিল এবং বাজবানীকে মারিতে গেল। তখন ধর্ম-ঠাকুব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেব[১৪৬] বেশে আসিয়া তাহাকে ক্ষান্ত কবিলেন আব কমণ্ডলুব জল ছিটাইয়া কুকুবছানাগুলিকে বাঁচাইয়া দিলেন। তাহাব পব অন্তর্ধান করিলেন।

বনে দুই-তিন মাস বাস করিবার পব বর্ষা নামিল। চাবিদিকে বান ডাকিল। রাজারানী "উচ্চ এক দ্বীপে" আশ্রয় লইল। সে দ্বীপের মাঝখানে এক বটবৃক্ষ। তাহার তলায় বাজাবানী ও আশেপাশেব জীবজন্তু সব আশ্রয় পাইল। সেইখানে বর্ষা ও শীতকাল কাটিল। তাহার পর রাজারানী নামিয়া আসিযা বল্লুকাব জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে যাইতেছে, উল্লুকের কাছে এ বার্তা পাইয়া ধর্ম আদ্যাশক্তিকে বিহিত কবিতে বলিলেন। আদ্যাশক্তি তাঁহাব পঞ্চ সখীকে ডাকিয়া বলিলেন[১৪৭]

মোব ঘট যাহ লৈযা রাজাব নিকটে গিযা
পূজা কবহ আরম্ভণ
যদি মোব পূজা কবে পুত্রবব দিব তাবে

পঞ্চ সখী "কনকের ঝারি" লইযা চলিল। দেবী "বর্জিরূপে"[১৪৮] তাহাদের সঙ্গ লইলেন। পঞ্চ সখীর কাছে রাজা আত্মপরিচয় দিল।

গৌউড দেশেব নাম শান্তিপুর[১৪৯] নিজধাম
নাম মোব হরিশ্চন্দ্র বাজা।

ঝারি পূজা করিবার সময়ে দেবী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীরূপে[১৫০] আবির্ভূত হইলেন। দেখিয়া রাজার ভয় হইল। তাঁহার অনুনয়ে দেবী অষ্টাদশভুজা রূপ ধরিলেন। কিন্তু ধর্মের শাপ লাগিয়াছে, দেবী করিবেন কি। তিনি উপদেশ দিলেন, এই হিমসাগর নদী পার হইয়া বল্লুকার দ্বীপে

যাও, সেখানে ধর্ম আছেন। সেখানে রামাঞি পণ্ডিত বারমতি ঘরভরা করে।

বল্লুকার অর্দ্ধেক মধ্যে দ্বীপ একখানি
এইখানে স্বরূপে আছেন দেব-চূড়ামণি।
ব্রাহ্মতি[১৫১] ঘর ভরে রামাঞি পণ্ডিত।

দেবীর কৃপায় রাজারানী অনায়াসে হিমসাগর পার হইয়া বল্লুকার দ্বীপে পৌঁছিয়া রামাঞি পণ্ডিতকে দেখিতে পাইলেন। সেদিন শুক্রবার। রামাইয়ের উপদেশে রাজারানী বল্লুকায় "মুক্তাস্নান" করিলেন। তাহার পব "ঘর কাণ্ডারণ।"[১৫২]

কূর্মের উপরে পাদুকা
কূর্ম বেড়িয়া বাসুকি নির্মাইল
বাসুকি বেড়িয়া ক্ষিতি
পৃথিবী বেড়িযা প্রভুর মন্দির
চারি দ্বার থুইল তথি
পাদুকার বামভাগে হংসবাজ ঘোড়া
ডাহিনে উলুক মুনি।

তাহার পব হরিশ্চন্দ্র ধর্মসন্ন্যাস গ্রহণ কবিলেন।

রামাঞি বলেন দেখ চিত্রেব লিখন
ধর্মেব দুই পদ দেখ কূর্মবাহন।
দেখহ বাসুকি নাগ কূর্মবেষ্টিত
ধর্মেব মন্দিব দেখ আমিনী পণ্ডিত।
চন্দ্র সূর্য প্রহবী দেখ গরুড পবন
হংসবাজ ঘোড়া দেখ উল্লুক মুনিজন।

পবদিন প্রভাতে বাজা সূর্য-অর্ঘ্য দিযা তপস্যায় বসিলেন। "বামাঞি গাএনেবে তবে জোড়াইল ধর্মমঙ্গল।" উত্তর মুখে বসিযা রামাঞি ধর্মপূজা আবম্ভ কবিলেন।

অবশেষে বলিদান শুরু দুই অজা
আগে মনঞি আগম গোত্রে[১৫৩] দিল খণ্ড ঘীব
পলস গোত্রে[১৫৭] দেবীব প্রীতে দিলেন কধিব।
যেই অজ বলি দিল প্রভুব সাক্ষাতে
তাব মুণ্ড পুরিলেন নৌতনী হাণ্ডিতে।
অপুত্রক যেই নাবী থাকে মহীতলে
লুইযা কোলে করিলে তাব পুত্র হয কোলে।[১৫৫]

তবুও রাজা পুত্রবর পান না। দম্পতীব কাতব ক্রন্দনে শেষে এক সর্তে বব মিলিল। সে সর্ত পুত্রকে বলি দিতে হইবে। বাজরানী ঘরে ফিরিয়া আসিল। রাজা সদা ডোমের ধর্মমন্দির নির্মাণ কবাইয়া দিলেন। এক বিদ্যাধর রাজার পুত্র লুইধর হইয়া জন্ম লইল। পুথি এই পর্যন্ত ॥

## ১২ ঘনরাম ও দ্বিতীয় কবিরত্ন

সপ্তদশ শতাব্দীর তুলনায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে, একেবারে শেষ পর্যন্ত, ধর্মমঙ্গল রচনায় আগ্রহ অনেক বেশি দেখা দিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল-লেখকদের রচনা স্বস্থানের চারপাশের খুব বেশি দূর অবধি যায় নাই। একথা রূপরাম ব্যতীত সপ্তদশ শতাব্দীর আর ধর্মমঙ্গল-রচয়িতাদের পক্ষে খাটে। রূপরাম ছাড়া আর কারো রচনা বর্ধমান বিভাগের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয় নাই। রূপরামের পুথি বীরভূম বাঁকুড়া মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায় এবং বর্ধমান জেলায় প্রায় সব অঞ্চল হইতেই মিলিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গলগুলির প্রভাব ও প্রসার সঙ্কীর্ণ হইলেও সেগুলি সবই নীরস অথবা তুচ্ছ রচনা নয়। দুইটি—ঘনরামের ও মানিকরামের—রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৫৬]

ধর্মমঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত ও দক্ষ ছিলেন ঘনরাম চক্রবর্তী। ঘনরাম সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচনা সর্বাধিক পরিচিত ধর্মমঙ্গল কাব্য।[১৫৭]

ভনিতা হইতে ঘনরামের পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায়। ইঁহার নিবাস ছিল বর্ধমান জেলায় কইয়ড় পরগনায় কৃষ্ণপুর গ্রামে, দামোদরের দক্ষিণতীরে বর্ধমান হইতে প্রায় চারিক্রোশ দক্ষিণে। পিতা গৌরীকান্ত, মাতা সীতা[১৫৮], পিতামহ ধনঞ্জয়। মাতামহ রায়না-নিবাসী গঙ্গাহরি।[১৫৯] ঘনরামের চারি পুত্র ছিল,—রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ। ঘনরাম বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের আশ্রিত অর্থাৎ বৃত্তিভোগী ছিলেন।[১৬০] অনুমান করি, ধর্মমঙ্গল বচনার আগে তিনি রামায়ণ গান করিতেন।

ঘনরামের কাব্যের বিশিষ্ট ভনিতা এইরকম,

মাতা যাব মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা
কবি কান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা।
প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান
ঘনবাম-কবিরত্ন মধুরস গান ॥

ঠাকুব পবমানন্দ পৌষদ্ধান বংশে
ধনঞ্জয় সুত তাঁর সংসারে প্রশংসে
তত্তনুজ শঙ্কব অনুজ গৌরীকান্ত
তাঁর সুত ঘনরাম গুরুপদাশ্রান্ত ॥

নীচের ভনিতা হইতে অনুমান হয় যে ঘনরামের গুরুর নাম ছিল শ্রীরামদাস।

শ্রীবামদাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম।

কাব্যের শেষে কবিশঙ্কা-হেঁয়ালিতে রচনাসমাপ্তিকাল আছে—৮ই অগ্রহায়ণ ১৬৩৩ শকাব্দ (=১৭১১ অব্দ) শুক্রবার।

শক লিখে রাম গুণ রস সুধাকর
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর।
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি

যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি ॥

যাঁহাদের সম্পূর্ণ কাব্য পাওয়া গিয়াছে এমন সকল ধর্মমঙ্গল-কবিই কাব্যের উপক্রমে ধর্ম-ঠাকুরের অনুগ্রহ ও কাব্যরচনার উপলক্ষ্যসূত্রে আত্মকাহিনী দিয়াছেন। কেবল ঘনরামের মুদ্রিত গ্রন্থে তাহা নাই। কিন্তু মূল পুথিতে আত্মকথা ছিল বলিয়া মনে করি। আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ইংরেজী-শিক্ষিতের কাছে অলৌকিকরসাশ্রিত কাহিনীটি উপহাসের বিষয় হইবে মনে করিয়াই প্রথম প্রকাশক মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ( ?) এবং পরে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এই আত্মকাহিনীটুকু বাদ দিয়াছিলেন। এই অনুমানের হেতু দুইটি। প্রথমত, খণ্ড খণ্ডাকারে প্রকাশিত ধর্মমঙ্গলে যেখানে এই অংশ থাকিবার কথা সেখানে পরিবর্জনজ্ঞাপক তারকাচিহ্ন আছে।[১৬১] দ্বিতীয়ত, এই কাহিনীর সারমর্ম অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে। ঘনরামের কাব্যের গায়ন, নাড়গাঁ-নিবাসী অমূল্যচরণ পণ্ডিতের কাছে ঘনরামের কাহিনীর মর্মাংশ যাহা পাইয়াছিলাম তাহা সংক্ষেপে দিতেছি।[১৬২]

কৃষ্ণপুরের নিকটবর্তী রামবাটী টোলের পড়ুয়া ছিলেন ঘনরাম। একদিন ভট্টাচার্যের পূজার জন্য ফুল তুলিতে গিয়া ঘনরামেব পায়ে বেগুনপাতার কাঁটা বিঁধিয়া যায়। পাযে হাত দিয়া কাঁটা বাহিব করিলে সে হাতে পূজাব ফুল তোলা চলিবে না, তাই পায়ে কাঁটা লইয়াই ঘনরাম ফুল তুলিতে লাগিলেন। ভট্টাচার্য পূজা কবিতে গিযা দেখেন ঠাকুবেব পাযে বেগুনপাতাব কাঁটা লাগিয়া আছে। খোঁজ কবিযা তিনি ব্যাপাব জানিলেন, জানিয়া ইষ্টদেবতাব উপর অভিমান কবিয়া গৃহত্যাগ কবিলেন। তিনি সোজা নীলাচলগামী বাদশাহী বাস্তা ধরিলেন। দ্বিপ্রহরে শ্রান্ত হইযা তিনি পথের ধাবে এক গাছতলায শুইযা ঘুমাইযা পডিলেন। কিছুক্ষণ পবে, সম্ভবত ঘুমেব ঘোবে, দেখেন একটি ছেলে ও একটি মেযে আসিযা তাঁহাকে পুরীব পথ জিজ্ঞাসা করিতেছে। ব্রাহ্মণ পথ দেখাইযা দিয়া বলিলেন, তোমরা চল আমিও আসিতেছি। কিছুক্ষণ পবে আব একটি ছেলে আসিযা বলিল, দাদা-বৌদিদিকে এ পথে যাইতে দেখিয়াছ ? উত্তব পাইযা সেও দক্ষিণমুখে ছুটিল। ব্রাহ্মণ আবাব ঘুমাইযা পডিলেন। একটু পবে গাছ হইতে এক হনুমান ধপ কবিয়া তাঁহাব কাছে লাফাইযা পডিলে ঘুম একেবারে উড়িযা গেল। হনুমান জিজ্ঞাসা কবিয়া জানিল যে ব্রাহ্মণ পুবীব যাত্রী। সে তখন তাঁহাব গালে দুই চড় কসাইযা বলিল, চোখেব সামনে বাম-সীতা-লক্ষ্মণ চলিযা গেলেন তাঁহাদের চিনিতে পারিলে না, আবাব পুবী যাইবে ? লজ্জিত হইয়া ভট্টাচার্য গৃহে ফিবিযা ঘনবামকে বামায়ণ-পাঁচালী লিখিতে বলিলেন। গুরুব নির্দেশে ঘনরাম কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া রাম-বন্দনা লিখিযা সেদিনেব মতো ক্ষান্ত হইলেন। পরেব দিন পুথি লিখিতে গিয়া দেখেন যে রামচন্দ্রেব বন্দনাব স্থানে ধর্ম-ঠাকুরের বন্দনা লেখা হইয়াছে। ঘনবাম পুথির পাতা ছিঁডিয়া আবার রাম-বন্দনা লিখিয়া রাখিলেন। রাত্রিতে রামচন্দ্র স্বপ্ন দিলেন, রামায়ণ-পাঁচালী অনেক কবিই লিখিয়াছে, তোমার আর লিখিয়া কাজ নাই, তুমি ধর্মমঙ্গল রচনা কর। স্বপ্নাদেশ পাইয়া ঘনরাম ধর্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন।

ঘনরামের রচনার বিশেষ গুণ প্রসন্নতা ও ভদ্ররুচি। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিতার বিশিষ্ট একটি লক্ষণ, অনুপ্রাসের ঘটা, তাঁহার রচনায় বেশ দেখা দিয়াছে। অনুপ্রাস বেশির ভাগ দ্বিতীয় চরণেই আছে। যেমন,

বিপক্ষ দেখিয়া বড নদে বাড়ে বান
কুলকুল-কুবব কমল কানে কান।

পিছে বাখে বর্দ্ধমান সবাই সহব
দিগ্‌দণ্ড দিবায় দাখিল দামোদব।

কাব্যের সর্বত্র ঘনরামের উদারচিত্ততার পরিচয় আছে। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে প্রথম শুনিয়াছিলাম সর্বজনের প্রতি উদার অনুকম্পা-বাণী, "জীব প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত", আর তাহার দুই শত বৎসর পবে ঘনরামের কাব্যে পাইলাম দেশ-প্রীতি, "রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ।"

ঘনরাম একটি ছোট সত্যনারায়ণ-পাঁচালী লিখিযাছিলেন। নাম 'সত্যনারায়ণ-রসসিন্ধু'।[১৬৩] ইহাতেও মহাবাজা কীর্তিচন্দ্রের উল্লেখ আছে।

ঘনরাম ছাডা আর এক ব্রাহ্মণ কবিরত্ন ধর্মমঙ্গল বচনা কবিয়াছিলেন। এই কাব্যেব একটি খণ্ডিত পুথি ঘাটাল অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।[১৬৪] পুথিতে শালেভর বাঘ জালন্দা সুরিক্ষা ও হস্তিবধ পালাগুলি মিলিযাছে। কাব্যটির বিশিষ্টনাম 'অনাদিমঙ্গল' এবং 'ধর্মপুরাণ'।

পঞ্চালিকা ইতিহাস ধর্মের পুবাণ।
অনাদিমঙ্গল গাঁথা কবিবত্নে গান॥[১৬৫]

পুথিব প্রাপ্ত অংশে কবির নাম মিলে নাই। পিতাব নাম আছে। পিতাও "কবি" ছিলেন। স্বরূপনাবায়ণ ধর্ম-ঠাকুরেব কৃপাদেশ পাইযা কাব্যটি লেখা হয।

বঘুনাথ-সুত ও বস সঙ্গীত
ভণযতি ইতিহাস ছন্দে
অনাদি সেবনে শ্রীকবিবত্ন ভণে
ভাবিযা পদাববিন্দে।[১৬৬]
কবি বঘুনাথ-সুত বচিল নূতন গীত
পঞ্চালিকা[১৬] ধর্মপুবাণ
নিবঞ্জন-পদতলে দ্বিজ কবিবত্ন বলে
যাবে কৃপা স্বরূপনারাযণ।[১৬৭]

বঞ্জাবতী যেখানে ধর্মের সঙ্গাত কবিযা শালে ভব দিযাছিল সেস্থানেব বিববণে অভিনবত্ব আছে।

চাতবা হবিবপুব (?) সমুদ্রেব তটে
উপনীত হল্য বঞ্জা চাঁপাব নিকটে।
পবম হবিষে পাল্য সমুদ্রেব কূল
দূবে থাকি দেখি ভগ্ন অনাদি-দেউল।

ধর্ম-ঠাকুর ও সূর্যেব অভিন্নত্বজ্ঞাপক এই উক্তি প্রণিধানযোগ্য,

আমি ত সুবিক্ষা নটি তুমি সেনসুত
জানিব কেমনে বট সূর্যেব ভকত।[১৬৯]

## ১৩ রামচন্দ্র, নরসিংহ বসু

"দ্বিজ" রামচন্দ্র (পুরা নাম রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জে) ধর্মমঙ্গল[১৭০] কাব্য লিখিয়াছিলেন মল্লরাজা গোপালসিংহের রাজ্যকালে ১০৩৮ মল্লাব্দে (=১৭৩২-৩৩ অব্দে)।

রাজা গোপালসিংহ কৃষ্ণপদে ভৃঙ্গ
প্রসাদ ভকত সমান
তস্য দেশে বাস ধর্ম-ইতিহাস
দ্বিজ রামচন্দ্র গান।

দুর্জনসিংহ-সুত গোপালসিংহ খ্যাত
বৈষ্ণব প্রহ্লাদ-সমান
তস্য দেশে বাস ধর্মের ইতিহাস
দ্বিজ রামচন্দ্রে গান।

ময়ূরভট্ট পদ ভাবি দ্বিজ রামচন্দ্র কবি
সেবি ধর্মচরণ-যুগল
ধর্মরাজ অনুবলে হাজার আটত্রিশ শালে
আরম্ভিলা অনাদ্যমঙ্গল।

মল্লরাজ্যে বাস করি[১৭১] মল্লের লেখি[১৭২] শক
হাজার আটত্রিশ সালে হইল পুস্তক ॥

রামচন্দ্রের ধর্মমঙ্গলের অখণ্ডিত পুথি পাওয়া যায় নাই। যদি কখনও পাওয়া যায় তো আত্মকাহিনী মিলিতে পারে। ভনিতা হইতে কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

গয়ঘড় বন্দিঘাটি পূর্ববাস দিগঙ্গবাটি
মনোহর সৌরীর সন্তান
জীবন বাঁড়ুজ্জে-সুত অশেষ গুণের যুত
রামচন্দ্র তাহার নন্দন।

গাইল নোতন গীত ভাবি নিরঞ্জন
দ্বিজ রামচন্দ্র মহামায়ার নন্দন।

রামচন্দ্রের নিবাস ছিল আমোদর-তীরে চামোট গ্রামে[১৭৩] (অধুনা বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত)। গোকুলনগরের ধর্ম-ঠাকুর শঙ্খাসুরের অনুগ্রহ লাভ করিয়া রামচন্দ্র ধর্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন।

গোকুলনগরের প্রভু শঙ্খাসুর
যাহার কৃপায় হল্যাম কবি এ প্রকার।
এস প্রভু শঙ্খাসুর এসহ[১৭৪] বদনে
কোটি কোটি প্রণাম যাত্রাসিদ্ধির চরণে।

যাত্রাসিদ্ধি সম্ভবত চামোটের ধর্ম-ঠাকুরের নাম। রামচন্দ্র 'ধর্মপুরাণ'ও[১৭৫]

লিখিয়াছিলেন।

নরসিংহ বসু তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্যের[১৭৬] গোড়ায় যে কাব্যোৎপত্তি বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার জীবনী অনেকটা জানিতে পারি। সে পরিচয় দিতেছি।

নরসিংহের পিতামহ পৈতৃক নিবাস বসুধা (গোপভূমের অন্তর্গত, আধুনিক বর্ধমান জেলায় পানাগড়ের চার-পাঁচ ক্রোশ উত্তরে) ছাড়িয়া শাঁখারিতে (বর্ধমান শহরের প্রায় চার ক্রোশ দক্ষিণে) আসিয়া বাস করেন। শাঁখারি বর্ধমান জেলায়, দামোদরের দক্ষিণতীরে, ঘনরামের নিবাস কৃষ্ণপুরের সন্নিকটে।

শুন ভাই সভাজন করি নিবেদন
যেরূপে ধর্মের গীত হইল রচন।
বসুধা মিরাস ভূমি ছিল পূর্বাপর
মথুরা বসুজা কৈল শাঁখারিতে ঘর।

তাহার পর শাঁখারির জমিদার বর্ধমানের রাজার প্রশংসা।

অধিকারী দেশের শ্রীকীর্তিচন্দ্র রায়
জগজনে যাহার যশের গুণ গায়।

মথুরা বসুর তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ ঘনশ্যাম, মধ্যম রাধিকা, কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ। নরসিংহের পিতা ঘনশ্যাম, মাতা নবমল্লিকা। অল্পবয়সে পিতৃহীন বলিয়াই বোধ হয় নরসিংহ ভনিতায় পিতাকে বেশি স্মরণ করেন নাই, করিয়াছেন মাতাকে। পিতৃহীন শিশুকে পিতামহী সযত্নে পরিবর্ধিত করিয়াছিলেন এবং সেকালের পক্ষে কায়স্থ ভদ্রলোকের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অল্পকালে পিতার হইল পরলোক
পিতামহী ঠাকুরানী পাইল বড় শোক।
পিতৃব্যবহারে পালিল যত্ন করি
বাঙ্গলা পারসী উড়্যা পড়াল্য নাগরী।

নরসিংহ গ্রামদেবী অষ্টভুজা শঙ্করীর দোহাই দিয়া বলিতেছেন যে লেখাপড়া শেষ হইলে তিনি নিজে "নানাদেশে রোজগার করে নানা স্থানে"। অবশেষে মুরশিদাবাদে নবাব-দরবারে বীরভূম রাজনগরের রাজা আসফুল্লার তরফে উকীল হইয়াছিলেন। "ঝারিখণ্ডের রাজা" আসফুল্লার প্রশংসা করিয়া নরসিংহ লিখিয়াছেন,

বাঙ্গলায় বীরভূম বিখ্যাত অবনি
শ্রীআসফুল্লা-খান রাজা শিরোমণি।
প্রবল-প্রতাপ ভূপ সমরে প্রচণ্ড
সব দেশে যশ গায় রাজা ঝারিখণ্ড।
অস্ত্রে শস্ত্রে নিপুণ বিখ্যাত মহীতলে
দ্বাদশ হাজার ঢালি যার আগে চলে।
তীরন্দাজ ধানুকির[১৭৭] নাহিক সুমার
অশ্বপতি তুরঙ্গ টাঙ্গন দু-হাজার।
সব বলে পরিপূর্ণ রিপু নাহি আঁটে

বিশাশয নৃপতি যাহার আজ্ঞা খাটে।
দেশে নাঞি ডাকাচুরি বিপু কম্পমান
তার দ্বারে থাকে সদা হাথে কব্যা প্রাণ।

একদা সালিয়ানা খাজানার সব টাকা যথাসময়ে নবাব-সরকারে দাখিল না হওয়ায় আসফুল্লা খানের জমিদারী বিপন্ন হয়। তখন নরসিংহ অনেক বলিয়া-কহিয়া নবাব (মুর্শিদকুলি) জাফর-খাঁর কাছে কিছু সময় লইয়া টাকার যোগাড় করিতে রাজনগরে চলিয়া আসিলেন।

বীরভূম বিদায় আনিতে বাকি কর
রাতে দিনে চল্যা শেষে দাখিল নগর।
সবিশেষ সকল কহিল সমাচার
নৃপ আজ্ঞা খাজানার কি করি বিচার।
নিকাশ বলিল দিব টাকা এক লাখ
কার্তিকের তিরিশা ভব্যা পাচার বেবাক।
জামা জোড়া শিরোপা দিলেন মহারাজ
বিদায় করিল যাহ মুরসুদাবাদ।

নবাব-দরবারে টাকা বওনা করিয়া দিয়া এবং রাজার খেলাৎ লাভ করিয়া নরসিংহ মুরশিদাবাদ বওনা হইলেন। রাজবাড়ির পরিখা পার হইতে না হইতে তাঁহার মনে হইল যখন এত কাছে আসিয়াছি তখন একবার বাড়ি ঘুরিয়া যাই না কেন। হুকুম পাইবামাত্র কাহার পালকি দক্ষিণমুখে ছুটাইল।

গড়দ্বার রই হইয়া মনে যুক্তি করি
ঘর দিয়া সহর যাইব এই বেরি।
রাতে দিনে চল্যা যাই নাহিক বিশ্রাম
আউষগ্রামে ঝড়-বৃষ্টি রজনী মোকাম।
পালিকির কাহার পবন বেগে ধায়
স্নানপূজা করিলাম বাকমার গাঁয়।
যশোদা পিসীর বেটা নারায়ণ নাম
সেখানে বিষয় তার শাঁখারিতে ধাম।
যথোচিত সমাদর করিল মল্লিক
কাহার বেগারে দিল করিয়া লৌকিক।
পথে বড় জলকাদা পাল্যাম জুঝাটি
যেখানে ধর্মের পূজা হয় পরিপাটি।

জুঝাটির খেজুরতলার ধর্ম-ঠাকুর খুব জাগ্রত ছিলেন।[১৭৮] নরসিংহ পালকি দূরে রাখিয়া একলা ঠাকুরতলায় প্রণাম করিতে গেলেন।

কতদূরে লোকজন রাখিয়া বাহন
একলা গেলাম ধর্ম করিতে দর্শন।
অপূর্ব সন্ন্যাসী এক আস্যা উপস্থিত
আশীর্বাদ দিয়া কন গাও কিছু গীত।
অপরূপ বচন বলিল মহাশয়

চাবি পার্শ্বে মোহিত কতক হইল ভয়।
ভূমে পড়া দণ্ডবৎ জুড়া দুই কর
মাথা তুল্যা চাহিতে সন্ন্যাসী অগোচর।

মনে ভাবনা লইযা নরসিংহ জুঝাটি ছাড়িলেন।

সাতপাঁচ অনুভব মনে অনুক্ষণ
পাব হৈয়া দামোদর পাইল ভবন।

ঘরে দিন দুই কাটাইযা নরসিংহ মুরশিদাবাদ যাত্রা করিলেন।

দিন দুই অশেষ ব্যাপারে গেল ঘরে
মুরশুদাবাদ যাত্রা কৈল তার পরে।

পথে ধর্ম-ঠাকুরের গানের জন্য চিন্তা।

অনাদ্যের আজ্ঞা হৈল রচিতে সঙ্গীত
পথে যাই মনে অকস্মাৎ উঠে গীত।
রাত্যে দিনে চল্যা যাই বিলম্ব না হয
ধর্মের কৃপায হৈল দরবারে জয।

নরসিংহ অন্তরঙ্গদের কাছে জুঝাটির ঘটনা বলিলেন। তাঁহাদের মত হইলে তবে তিনি ধর্মমঙ্গল-রচনায হাত দিলেন।

প্রিয়সখা পরম আচার্য খেলারাম
হরি সোম আর শম্ভু বসু অনুপাম।
সবিশেষ সভাকে কহিল সমাচার
গীত রচি সম্মত হইল সভাকার।

নরসিংহ দিনে নবাবের দরবারে হাজিরা দেন আর রাত্রিতে ধর্মমঙ্গল রচনা করেন।

দিনে দরবার করি রাত্রে করি গীত
ধর্মের কৃপায পূর্ণ হইল সঙ্গীত।

যে তারিখে নরসিংহ ধর্মমঙ্গল রচনা আরম্ভ করিযাছিলেন, তাহার নির্দেশ দিযাছেন কবিশঙ্কর-হেঁযালিতে।

শক শশী[১৭৯] পিঠে[১৮০] ঋতু ভুবনেতে[১৮১] রস
কবিত্ব আরম্ভ কর্কটের দিন দশ।

অর্থাৎ ১৬৩৬ শকাব্দের[১৮২] (= ১৭১৪ অব্দ) ভাদ্র মাসের দশই।

উপসংহারে নরসিংহ তাঁহার আত্মীয়বন্ধুজ্ঞাতিদের নাম করিযা ধর্ম-ঠাকুরের কৃপা ভিক্ষা করিয়াছেন। গায়েন শূলপাণির মুখেও আশীর্বাদ[১৮৩] চাহিযাছেন।

নৃসিংহের নিবেদন চরণকমলে
চান্দরায়ে নিরঞ্জন রাখিবে কুশলে।
কনিষ্ঠ খুড়ার পুত্র জ্যেষ্ঠ বিশ্বম্ভর
মধ্যম শ্রীগৌরী বসু কনিষ্ঠ সুন্দর॥
গৌরীর তনয় শিবচরণ আখ্যান
উদ্ধবের কহিবেন সুবিধান।

শোভা মিত্র প্রভৃতি জামাতাগণ যত
ধনধান্যে কল্যাণে রাখিবে অবিরত।
শম্ভু বসু হরি-সোম সর্বগুণধাম
মাতুলকন্যার পুত্র নাম খেলারাম।
ছোটবেটা রঘুনাথ পৌত্র মধুরায়
এ সভারে নিরঞ্জন হবেক সহায়।...
মহামায়া হাড়িয়া অভয় দ্রৌপদী
সরস্বতী তারিণী হরিণী ভৈসদী
এ সভারে কল্যাণে রাখিবে করতার...
শূলপাণি গায়েন আমরা মাগি বর
বল দিবে গায়েতে গলায় দিবে স্বর।..

**১৪ প্রভুরাম, হৃদয়রাম, দুই 'কবিচন্দ্র' ও রামনারায়ণ**

প্রভুরাম মুখুজ্জের ধর্মমঙ্গলের[১৮৩] রচনাকাল মোটামুটি জানা যায়—গোপালসিংহের রাজ্যকালে। সুতরাং মল্লরাজার মৃত্যুর আগেই (১৭৪৭) কাব্যটি লেখা হইয়াছিল। যেভাবে রাজা ও রাজপুত্রের উল্লেখ আছে তাহাতে মনে হয় প্রভুরাম রাজবৃত্তিভোগী ছিলেন।

গোপালসিংহ নৃপবর তস্য দেশে করি ঘর
করি তার পুত্রের কল্যাণ
তাহার তনয়ে দয়া কর্যা দেহ পদছায়া
মুখপাদ্য[১৮৪] প্রভুরাম গান।

প্রভুরামের পিতামহ গোবিন্দ, পিতা জানকীরাম, মাতা অন্নপূর্ণা। নিবাস মল্লভূমে আলিগুচিন্যা গ্রামে। কবি ভনিতায় অনেকস্থলে মল্লরাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন।

ভাবি মায়াধর গোবিন্দ কুঙর
শ্রীযুত জানকীরাম
তস্য সুত গায়...

শ্রীযুত জানকীরাম অশেষ গুণের ধাম
অন্নপূর্ণা যাহার রমণী
তাহার তনয়ে দয়া করি দেহ পদছায়া
মুখপাদ্য[১৮৪] প্রভুরাম ধ্বনি।

আলিগুচিন্যায়[১৮৫] ধাম মুখোপাধ্যায় প্রভুরাম
প্রভুরাম দ্বিজ গান মল্লভুবন ঘর।
যদি নাঞি কর দয়া দুয়াই হরের
বাড়াবে বয়ান রাজা মল্লবংশের।
অর্জুনের সারথি যেমত নারায়ণ
সেইমত মল্লের সারথি নিরঞ্জন।

প্রভুরাম গৃহদেবতা ( ?) খুদিরায়-ধর্ম-ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। প্রভুরামের বিস্তৃত আত্মকাহিনী পাওয়া যায় নাই। তবে কাব্যের উপক্রমে দিগ্‌বন্দনার

শেষে এবিষয়ে কিছু ইঙ্গিত আছে। ইঁহারা ছিলেন সেকালের সাধারণ গৃহস্থের মতো চাষী বামুন। প্রভুরামের বয়স তখন অল্প। সকালে ঘরে পূজার ফুল তুলিয়া রাখিয়া টোলে পড়িতে যান। ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরপূজা করিয়া গোরু লইয়া মাঠে চরাইতে হয়। চাষ করে মুনিষে। একদিন—সম্ভবত শনিবার—প্রভুরাম মাঠে গোরু চরাইতে গিয়াছেন। গোরু ছাড়িয়া দিয়া তিনি গাছতলায় বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময়—নিশ্চয়ই ঠিক-দুপুরবেলা—ধর্ম-ঠাকুরের আবির্ভাব সন্ন্যাসীর অথবা ফকীরের বেশে, এবং যথারীতি ধর্মমঙ্গল রচনার অনুরোধ।

উষাকালে পুষ্প তুল্যা পড়িবারে যাই চল্যা
আস্যা দেব পুজি নিরঞ্জন
দ্বিজে চাষ জঞ্জাল মুনিষে মেলিল হাল
নিত্য লয়া চরায়[১৮৬] গোধন।
কে জানে তোমার মায়া দিলে ধর্ম পদছায়া
কৃপা করি ভকতবৎসল
হয়্যা ধর্ম কুতূহলে বসিয়া বৃক্ষের তলে
আজ্ঞা দিলা রচিতে মঙ্গল।

দিগ্‌বন্দনায় প্রভুরাম স্থানীয় এবং বাঙ্গালা-উড়িষ্যাপ্রান্তের অনেক প্রসিদ্ধ ধর্ম-ঠাকুরের ও অন্যান্য দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন,

জাজপুরে যতনে বন্দিব বাঁকুড়ারায়
কোটি কোটি প্রণিপাত করি তাঁর পায়।
দাঁতনে বন্দিব দ্রুত দেব নিরঞ্জন
করপুটে বন্দো গোপীনাথের চরণ।
গোলাডের ধর্মরাজে করি প্রণিপাত
চন্দ্রকোনা চাপিয়া বন্দিব মল্লনাথ
যতনেতে ধাত্রাসিদ্ধি বন্দো কুণ্ডাপুর
জাজপুরে আদ্যস্থল দিয়া পুজে পুষ্পজল
দেহারা ভিতরে সমাদরে
তাজপুর অন্যস্থল হকাণ্ড যে বইতল
বিশ্রাম গোলাড[১৮৭] গর্বপুরে[১৮৮]।
লেখা[১৮৯] গোউড়ঘাটে সদা উর গীতনাটে
আর যত আছে তব স্থান
শ্রীধর্ম-পাদুকা যত সভে হয়্যা শত শত
শত নতি হয়্যা সাবধান।

গৌড়-দরবারের বর্ণনায় সেকালের কায়স্থদের লেখাপড়ার একটু আভাস পাই। ইহাতে নরসিংহ বসুর আত্মকাহিনীব সমর্থন রহিয়াছে। প্রভুরাম লিখিতেছেন,

কাছেকে কাএস্ত কত করে লেখাপড়া
সমুখে সভার শোভে কাগজের গড়া।
বাঙ্গালা পড়য়ে উড়্যা নাগরি সুন্দর
লেখায় উত্তম সব যার যে দপ্তর।

গোবিন্দ বাঁড়ুজ্জে'র ধর্মমঙ্গল কাব্যের কিছু অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে।[১৯০] প্রাপ্ত অংশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শুধু ভনিতা।

রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্মের মঙ্গল।

পুথি মল্লভূমের।

হৃদয়রাম সাউ "সন ১১৪৬ সালেব ২রা আশ্বিন[১৯১] ধর্মমঙ্গল রচনা শেষ করেন। হৃদয়রামের পূর্বনিবাস ছিল বর্ধমান জেলার খুরুল গ্রামে, খুরুল বনপাস স্টেসনের নিকটবর্তী। সেখানে মাতামহের বাড়িতে চাঁদরায় ধর্মঠাকুরের সেবায় অংশ লইয়া মামাদেব সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গ্রামত্যাগ করেন। মাতৃপিতৃহীন বালক মাতুলালয়ে পালিত হইয়াছিলেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বড়মামা তাঁহাকে কিছু সম্পত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু চাঁদরায়ের সেবাব অংশ দিতে চাহেন নাই, হৃদয় মনের দুঃখে গ্রামপ্রান্তে তুলসীপুকুরে আত্মহত্যা কবিতে গেলে ধর্মঠাকুব দেখা দিযা অজযেব সিদিযাদহ হইতে তাঁহাব মূর্তি উদ্ধার করিতে আদেশ দেন। হৃদয়রাম সিদিয়াদহ হইতে ঠাকুরেব মূর্তি সংগ্রহ কাবিয়া উচকবণে চলিযা আসেন। উচকবণ নানুরেব দক্ষিণে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম, সে গ্রামে হৃদয়রামেব বংশধরগণ আজিও বাস করিতেছেন। উচকরণে আসিযা তিনি ধর্মের গীত রচনাব জন্য স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন এবং ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। কবির পিতাব নাম গোবিন্দ, মাতার নাম মুকুতা, পিতামহের নাম কমল, জাতিতে শুঁড়ি।"[১৯২]

কিছুকাল আগে পর্যন্ত হৃদয়বামের সম্বন্ধে আমাদেব জ্ঞান উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

একদা আমি নানুর গ্রামে গিয়া উল্লিখিত উচকবণ গ্রামের পুঁথিটি দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু দেখিতে পাই নাই। কিছুকাল পর্বে শ্রীমান্ সত্যকিঙ্কব সাঁই আমাকে হৃদযবামেব ধমমঙ্গলেব একটি নিতান্ত অবচীন পুথি দেখাইযাছিলেন। পুথিটি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ, পত্রসংখ্যা ২৩১ (ক), তাহাব মধ্যে জাগবণ-পালাব পাতাব সংখ্যা হইল ৭৯ (ক)। লিপিকব সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। হৃদয়রামের রচনা গাওযা হইত। এ পুঁথিটি কোনো গাযকের সম্পত্তি ছিল। মাঝে মাঝে বাধাকান্ত (অথবা বাধাই) পালেব ভনিতা যুক্ত দেখা যায়। ইনি সম্ভবত হৃদয়বামেব ধর্মমঙ্গলের গাযক অথবা সংস্কর্তা (অথবা দুইই) ছিলেন। যেমন,

বিষম ধমেব কথা কহনে না যায়
মউবভট্ট বন্দিঞা বাধাকান্ত গায ॥
অনাদিমঙ্গল গীত শ্রীবাধাই পাল গান।
লিখিল বাধাই পাল মধুর সঙ্গীত ॥

ভনিতা হইতে হৃদয়রাম সম্বন্ধে এই খবর পাওয়া যায়,

কালু কাবিগর বেশ দেখি সুখাইবে তায় ॥
গাইল হৃদয়রাম সখা চান্দরায়।
নাএকের কুশল চিন্তিবে মায়াধব
গাইল হৃদয়রাম খুরুলে যার ঘর ॥

নিরঞ্জনচরণে সদাই অভিলাষ
ইহা গাইল হৃদয় সৌ খুরুলে যার বাস ॥

শঙ্কর চক্রবর্তী "কবিচন্দ্র" যিনি একটি বড় কৃষ্ণলীলা কাব্য ও অনেকগুলি ছোটখাট নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়, তাঁহার রচিত একটি ছোট 'ধর্মমঙ্গল' রচনার খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে।[১৯৩] ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লেখক। ভনিতা এই রকম,

অনাদিমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥
শ্রীকবি শঙ্কর ধর্মেব কিঙ্কব
পাঁচালী প্রবন্ধে ভণে ॥

"কবিচন্দ্র" নামে আরও অন্তত একজন ধর্মমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। ইঁহার আসল নাম নিধিরাম গাঙ্গুলী।[১৯৪] ভনিতা যেমন,

নিধিবাম গাঙ্গুলি ধর্মেব গীত গান
অনাদিমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র গান
নিধিরাম কবিচন্দ্র কৈল বিবরণ।

আর এক ভনিতায় জানা যাইতেছে যে কবির (অথবা গায়নের) এক ভাইয়ের উপাধি ছিল "বিদ্যাসাগর"।

এই বস গান বিদ্যাসাগরের ভাই
লাউসেন জীযাইতে নূতন বস্ত্র চাই।

ভনিতায় নিধিরামের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গেব নামও পাওযা যায়।

রামেশ্বর শ্যাম লক্ষ্মীকান্ত জ্যেষ্ঠ আছে
হিন্দু নিমাঞের বড নিধিরাম বচে।

নিধিরাম সম্ভবত ধর্মমঙ্গল-গায়কও ছিলেন।

বামনাবায়ণেব ধর্মমঙ্গলেব ইছাই-বধ পালাব পুথি পাওয়া গিয়াছে।[১৯৫] ইহাতে যেভাবে শ্যামরূপা দেবীর উল্লেখ আছে তাহাতে মনে হয় যে ইঁনি উত্তররাঢ়ের লোক ছিলেন। ভনিতায় সর্বত্র নিজেকে "রামকৃষ্ণানুজ" বলিয়াছেন। পুথি লিপি করিয়াছিলেন রামজয় গুপ্ত ("সাকিন মঙ্গলপুর")।

পুথির শেষের কয় ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

লাউসেনে ডাকি কথা কহেন ভবানী
ইছাএর শ্রাদ্ধ কব্য থাকয়া আপনি।
সোম ঘোষে লয়্যা যাবে আপন সংহতি
ঢেকুরেতে সোম ঘোষে করিহ ভূপতি।
সোম ঘোষে সেনে স্থাপি সর্বমঙ্গলা
দেউলে কপাট দিয়্যা দিলেন তসলা।
কৈলাসে কালিকাদেবী করিলা গমন
রামকৃষ্ণানুজ গায় রামনারায়ণ।

## ১৫ মানিকরাম

রূপরাম-ঘনরামকে অনুসরণ করিয়া মানিকরাম গাঙ্গুলী তাঁহার ধর্মমঙ্গলের[১৯৬] শেষে রচনাকাল দিয়াছেন কবিশকাঙ্ক হেঁয়ালিরূপে।

শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে
সিদ্ধ সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে।
বারে হল মহীপুত্র তিথি অব্যাহত[১৯৭]
শর্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল গীত।

এই সমস্যার সমাধানে অনেকেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কৃতকার্য হইয়াছেন শুধু যোগেশচন্দ্র রায়। যোগেশচন্দ্র হিসাব করিয়া পাইয়াছেন ১৭০৩ শকাব্দ (১৭৮১ অব্দ)। এই হিসাবে "মাস বার তিথি নক্ষত্র সব মিলিয়া যায়"।[১৯৮] মানিকরামের অধস্তন পুরুষদের বংশানুক্রম অনুসরণেও এই তারিখে পৌঁছানো যায়।

আভ্যন্তরীণ প্রমাণে কাব্যরচনার ঊর্ধ্বতম সীমা অষ্টাদশ শতাব্দীর ওদিকে যাইতে পারে না। মানিকরাম বিষ্ণুপুরে মদনমোহন-ঠাকুরের উল্লেখ করিয়াছেন। মদনমোহনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ১৬৯৪ অব্দে। রাধার কলঙ্কভঞ্জন-কাহিনী সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। রূপরামের উল্লেখ আছে। ঘনরামের রচনাও যে মানিকরামের অজ্ঞাত ছিল না তাহার ইঙ্গিত পাই অনুপ্রাসের রকমে। ভাষায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ছাপ পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। "যেতে"র সঙ্গে "হতে"র মিল সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রায় অভাবনীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে "মঙ্গল"-কাব্যে যে-ধরনের গ্রাম্যতা প্রশ্রয় পাইয়াছিল মানিকরামের কাব্যে তাহার প্রচুর উদাহরণ আছে।

মানিকরামের পিতামহ অনন্তরাম, পিতা গদাধর, মাতা কাত্যায়নী, পত্নী শৈব্যা। নিবাস বেলডিহা (আধুনিক বেল্‌টে, হুগলি জেলায় আরামবাগ মহকুমায়)।[১৯৯] কবির পাঁচ অনুজ, দুর্গারাম মুক্তারাম ছকুরাম রামতনু ও নয়ন।[২০০] মানিকরামের কাব্যরচনার সময়ে তিন পুত্র ছিল, কাশীনাথ বিশ্বনাথ রমানাথ, ও এক কন্যা অভয়া।[২০১] ছকুরাম বড় ভাইয়ের কাব্যের গায়ন হইয়াছিলেন।[২০২] মানিকরামেরা বংশানুক্রমে শীতলসিংহ ধর্ম-ঠাকুরের সেবক ছিলেন।[২০৩]

মানিকরামের আত্মকাহিনী বৈচিত্র্যহীন নয়। নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

নানাস্থানে টোলে পড়িয়া মানিকরাম অবশেষে গেলেন ভুড়াড়িতে ন্যায় পড়িতে। সেখানে বাসার যোগাড় করিতে করিতে মাসখানেক কাটিয়া গেল। একদিন রাত্রিতে মানিকরাম দুঃস্বপ্ন দেখিলেন, মায়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি যেন কাঁদিতেছেন, আর তাঁহার শিয়রে বসিয়া এক ব্রাহ্মণ প্রবোধ দিতেছেন এই বলিয়া,

নিয়তি খণ্ডিতে নারে হরি হর ধাতা
মা-বাপে লইয়া ঘর কে করেছে কোথা।
শরণপঞ্জর ধর্ম সবাকার গতি
মঙ্গল হবেক রাখ তার প্রতি মতি।
না কান্দ না কান্দ বাছা নিদ্রা ত্যজে উঠ
ভট্টাচার্যে বলিয়া ভবনে যাহ ঝট।

মানিকরামের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাকি রাতটুকু অনেক কষ্টে কাটাইয়া সকাল হইতেই তিনি খুঙ্গি-পুথি লাইয়া ঘরমুখে ছুটিলেন। বেলা ছয় দণ্ডের সময় বেতানলে পৌঁছিয়া দিশাহারা হইয়া কোন রকমে নদী পার হইলেন। আবার ছুট। তাঁহার পথ পূর্বমুখে, সুতরাং পুরামাত্রায় রোদ ভোগ করিতে হইল। যখন ঝাঁটুলে পৌঁছিলেন তখন তিনি অতিশয় শ্রান্ত। তবুও পথ বাহিতে হইল। এই অবসরে ধর্ম-ঠাকুর বৃদ্ধ বামুনপণ্ডিতের বেশে দেশড়ার মাঠে দেখা দিলেন। আসা-বাড়ি হাতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গাছের তলায় পূর্বমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। মানিকরাম কাছে যাইতে না যাইতে ব্রাহ্মণের চেহারা যেন বদ্‌লাইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে হল যুবত্ব-শরীর।

ব্রাহ্মণের সহিত দুই চার কথা বলিয়াই মানিকরাম বুঝিলেন যে তিনি বিচক্ষণ পণ্ডিত। পবিচয় পাইলেন, নাম তাঁহাব রাজাধর বিদ্যাপতি, নিবাস রঞ্জপুরে। তাহাব পর ব্রাহ্মণ

সঙ্গোপনে কহিলেন সাবধান হৈবে
অধ্যয়ন কবিতে আমার কাছে যাবে।
জগতে তোমাব যশ হবেক যেরূপে
সেই বিদ্যা দিব আমি সত্যেব স্বরূপে।

মানিকরামকে বিদায দিযা ব্রাহ্মণ সেইখানে বসিয়া রহিলেন। একটু গিয়া পিছু ফিরিয়া মানিকরাম দেখেন গাছেব তলা ফাঁকা। অমনি তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, পথেব ধাবে গাছের তলায় তিনি বসিযা পডিলেন। একটু পবেই এক ধর্ম-ঠাকুরেব পূজাবি পণ্ডিত গলায় ধর্মের পাদুকা ঝুলাইয়া আসিয়া হাজিব। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা কবিলেন, রাজাধর বিদ্যাপতিকে এইপথে যাইতে দেখিয়াছ? মানিকবাম বলিলেন, তাঁহাকে খোঁজ কেন? পাণ্ডিত বলিলেন, সে কথা পরে বলিব। তুমি ব্রাহ্মণ-ঠাকুরকে চিনিতে পাব নাই। যাহা হউক "পদ্ম তুল্যে সম্প্রতি পাদুকা কর সেবা।" এই কথা শুনিয়া মানিকরাম চকিত হইয়া চাহিয়া দেখেন সম্মুখে এক দিব্য সরোবর, তাহাতে শতদল কমল ফুটিযা আছে। কবি জলে নামিয়া স্নান করিলেন ও ফুল তুলিলেন। উঠিয়া দেখেন কোথায় পুকুর, কোথায় পণ্ডিত, কোথায় বা ধর্মের পাদুকা। তখন মনে মনে ধর্মকে ধ্যান করিয়া মানিকরাম সেই ফুল "ধর্মায নমঃ" বলিয়া এক পুকুরে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। বাডি পৌঁছিলেন সন্ধ্যা বেলায়।

দুই দিন বাড়িতে কাটাইয়া মানিকরাম রঞ্জপুরে চলিলেন। হাজিপুর পার হইয়া তিনি তারাজুলির তীরে গিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে দেখেন, সেই ব্রাহ্মণ রুদ্রমূর্তিতে দাঁড়াইয়া।

পূর্বরূপ সেই বিপ্র দাঁড়াইয়া পথে
আসা-বাডি নাহিক দারুণ বাডি হাতে।
নির্জন নিভৃত স্থানে নাহি লোকজন
সমীপে আলেন[২০৪] দ্বিজ সাক্ষাৎ শমন।

লাঠিয়াল ব্রাহ্মণ তর্জন করিয়া বলিলেন, "বধিয়া তোমারে আজি বাড়ির নির্বৃত্তি।" মানিকরাম প্রাণভয়ে কাতর উক্তি করিতে লাগিলেন।

দ্বিজ হৈয়া দস্যুবৃত্তি দেখি বিপরীত
আমি কি বুঝাব তুমি আপনি পণ্ডিত।

বিপ্র উত্তর দিলেন, "দস্যুবৃত্তি করেছেন বাল্মীকি মুনিবর।" মানিকরাম অশ্রুপূর্ণ নয়নে

বলিলেন, "তোমার নিকট যাই অধ্যয়ন-আশে।" পণ্ডিতমহাশয তখন নরম হইলেন। হাসিয়া বলিলেন, আমি হাজিপুরে যাইতেছি, কিছু কাজ আছে। তুমি আমার বাড়িতে গিয়া অপেক্ষা কর, আমি অবিলম্বে আসিতেছি।

এবারেও একটু আগাইয়া গিযা মানিকরাম পিছু ফিবিলেন, এবং ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন না। ভয পাইয়া তিনি রঞ্জপুর অভিমুখে দৌড দিলেন। রঞ্জপুবে পৌঁছিযা, জনে জনে জিজ্ঞাসা কবিযা সেখানে বাজ্যধব বিদ্যাপতি বলিয়া কোন ব্যক্তিব সন্ধান পাইলেন না। ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া মানিকবাম ঘরে ফিবিযা আসিলেন এবং জ্বরে পডিলেন। জ্ববেব ঘোবে দেখেন শিয়রে বসিয়া সেই ব্রাহ্মণ

কহেন কিসেব চিন্তা কিসেব ব্যামোহ
উঠ বাছা আমাব বচনে মন দেহ।
গীত বচ ধর্মের গৌবব হবে বাডা
নকল দেখিযা[১০৫] দিব লাউসেনী দাঁডা।[১০৬]

মানিকবাম কহিলেন, "তুমি বট কেবা?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি সেই যাহাকে তুমি দেশডাব মাঠে পদ্মফুলে পূজা কবিযাছিলে।"

বিশ্বেব কাবণ আমি বাঁকুডাবায নাম
না কবিবে প্রকাশ হইবে সাবধান।
সত্য কব কবিতা কবিবে সুনিশ্চয
তবে মোব তথাস্তু প্রতায মনে হয।

ঠাকুরেব ব্যগ্রতায় মানিকবাম অঙ্গীকার করিলেন। ঠাকুর তখন ভবসা দিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। বলিলেন, বারো দিনে রচনা সম্পূর্ণ হওযা চাই, বিলম্ব করিলে বিপদে পডিবে।

বাব দিনে সমাপ্ত হইবে বাবমতি
বিলম্ব কবহ যদি হবেক বিগতি।

তাহাব পর "নিজ বীজমন্ত্র লিখিযা দিলেন নকল" আব বলিলেন,

ইহা দেখে কবিতা বচিবে অবিকল।
গায়েন হবেক তোর চতুর্থ সোদব
জগৎ ভবিযা যশ হবেক বিস্তব।

ঘরে বসিযা ধর্মের গান লেখা এক, সে গান আসরে দাঁডাইয়া গাওযা আবেক। ধর্মেব গান ব্রাহ্মণ-কায়স্থ কেহ কেহ লিখিযাছিলেন। কিন্তু উচ্চবর্ণের পক্ষে সে গান গাহিয়া বেডাইলে তখন জাতিচ্যুতি ঘটিত।[১০৭] তাই মানিকরাম লিখিতেছেন,

এতেক শুনিযা মোব উড়িল পবাণ
জাতি যায তবে প্রভু যদি করে গান।
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে
স্বপক্ষেব সন্তোষ বিপক্ষ পাছে হাসে।

জগদীশ্বর সান্ত্বনা দিলেন,

আমি তোব জাতি
তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি।

আমি যাব সহায় এতেক ভয় কেন
ময়ূরভট্টের কথা মন দিয়া শুন।
বৈকুণ্ঠে রেখেছি তাবে বিষ্ণুভক্তি দিয়া
অদ্যাপি অপাব যশ অখিল ভবিয়া।
স্বপক্ষে বিপক্ষে আমি করিব সমান··

এই বলিয়া ঠাকুব অন্তর্ধান করিলে মানিকবাম প্রবোধ মানিলেন।

দুর্বোধ বুঝিতে নারে দেবতার মায়া
এইরূপে অকিঞ্চনে করিলেন দয়া।

মানিকবাম মোটামুটিভাবে ঘনরামের বচনাবই অনুসরণ করিয়াছিলেন। তবে ঘনরামের তুলনায় মানিকরামের রচনা অনেকটা সংক্ষিপ্ত। অনুপ্রাসপ্রিযতা উৎকটরূপে দেখা দিয়াছে এবং ঘনবামেব মতোই তাহা পয়াবেব দ্বিতীয চবণে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মানিকরামের ভাষা। তদ্‌ভব শব্দের ব্যবহার খুব বেশি এবং তাহাব মধ্যে আঞ্চলিক কথ্যভাষার পদ প্রচুব। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে দক্ষিণরাঢ়েব কথ্যভাষার নিদর্শন মানিকরামের ধর্মমঙ্গলে যে পরিমাণে এবং যতটা খাঁটিভাবে পাওয়া যায় তাহা আব কোথাও মিলে না। দোষের মধ্যে হইল মাঝে মাঝে অপরিমিত ও উৎকট তৎসম শব্দ দিয়া অনুপ্রাসেব গাঁথনি।

মানিকরাম একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত 'শীতলামঙ্গল' লিখিযাছিলেন।[১০৮] ইহাতে ভনিতায় এইটুকু আত্মপরিচয় পাই,

গাঙ্গুলি বাঙ্গালপাস বেলটা গ্রামেতে বাস
পিতা গদাধর গুণময
দ্বিজ শ্রীমানিক ভণে কৌশল্যা করিয়া মনে
ভাবিযা শীতলা পদদ্বয।
বেলডিহা গ্রামে ধাম দ্বিজ শ্রীমানিকবাম ॥

**১৬ রামকান্ত রায়**

রামকান্ত রায়ের ধর্মমঙ্গল[১০৯] লেখা হইয়াছিল ১১৯৭ সালে (১৭৯০ অব্দে)। রামকান্তের নিবাস সেহারা (বা সেহাড়া) গ্রাম ঘনরামের নিবাস কৃষ্ণপুর হইতে বেশি দূরে নহে। গ্রামটি বর্ধমান শহরের প্রায় তিন-চারক্রোশ দক্ষিণে দামোদরের অপর পারে। এই অঞ্চলে কাব্যটির যৎকিঞ্চিৎ প্রচার হইয়াছিল।

রামকান্তের আত্মকাহিনীতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দক্ষিণরাঢ়ে চাষী ঘরের একটু দুর্লভ বাস্তব ছবি পাইতেছি। দেশের আসল ইতিহাসেব পক্ষে এই বর্ণনার মূল্য আছে। সাহিত্যমূল্যও উপেক্ষার নয়। বেকার অবস্থায় পড়িয়া তরুণ রামকান্ত নিজেব মনের দ্বন্দ্ববিক্ষোভের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে আধুনিক ভাবনার আভাস আছে।

বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র রায়ের জমিদারি সেহারা গ্রামে পুরুষানুক্রমে রামকান্তদের নিবাস। ইঁহারা জাতিতে কায়স্থ, পদবী সামন্ত। গ্রামদেবতা ধর্ম-ঠাকুর বুড়ারায়ের অধিষ্ঠান ছিল বাঞ্ছারাম সরকারের ভদ্রাসনের অদূরে বাবলাতলায়। বাঞ্ছাবাম ভক্তিভরে বুড়ারায়ের সেবা করিতেন। রামকান্তদের পরিবার এই বাঞ্ছারামের আশ্রিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

নিবাস সেহারা গ্রাম পুরুষ বিস্তর

সামিল সমরশাহি পরগনা ভিতর।
বর্ধমান চাকলা হস্তিনা বরাবর
শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র রায় যাহার ঈশ্বর।
তাহার দেশেতে বাস সামন্ত খেআতি
অনেক পুরুষ সেহারায় অবস্থিতি।
বুড়ারায় সেখানে আপনি অধিষ্ঠান
বহুকাল গ্রাম রাখে রাজার সমান
বাবলাতলায় যার আশ্রম দেহারা
বাঞ্ছারাম সরকার·····সেহারা।
তাহার আশ্রিত বাস করি বরাবর
বুড়ারায় দেখা দিল শুন তার পর।

একদা রামকান্ত প্রায় মাস ছয় ঘরে নিষ্কর্মা বসিয়াছিলেন। চাষী গৃহস্থের ছেলে, কৃষি তাঁহার গৃহকর্ম ও স্বাভাবিক জীবিকা-উপায়, সুতরাং তাঁহার বেকার হইয়া থাকা কষ্টকর বটে। কিন্তু ঘরে বসিয়া ক্ষেতি কাজ দেখিতে রামকান্তের একেবারেই মন যাইত না। অকর্মা অবস্থায় থাকিয়া তাঁহার মন দিন দিন উচাটন হইতে লাগিল। কোনো কাজ ভালো লাগে না। অকারণে মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। কখনো বা মনে হয় ঘর ছাড়িয়া বৈরাগী হইয়া দক্ষিণ দেশে চলিয়া যাই।

মাস ছয় বেকারে বসিয়া আছি ঘরে
[গৃহ] স্থিতি কাজ মোর মনে নাই ধরে।
দিনে দিনে অধিক হইনু উচাটন
প্রবৃত্তি না লয় কিসে বিচলিত মন।
ধড়ফড় করে প্রাণ অন্তর বিকল
কভু ভাবি মনেতে যাইব নীলাচল।

মন নিতান্ত ব্যাকুল। তাই রামকান্ত দিবানিশি শয়নে স্বপনে নানারূপ খেয়াল দেখিতে লাগিলেন। এই করিয়া দিনকতক কাটিয়া গেল। রামকান্ত কাহারো সহিত ভালো করিয়া কথা কহেন না, মনের কথা মনে গুমরাইতে থাকে। বাড়িতে থাকিতে একেবারেই মন সরে না, তাই লোকের ঘরে ঘরে বেড়াইয়া বেড়ান। একমাত্র শুভ লক্ষণ, কিছুদিন যাবৎ তাঁহার দক্ষিণ বাহু ও দক্ষিণ চক্ষু নাচিতেছিল। কিন্তু কাহারো সহিত কিছুমাত্র বাক্যালাপে তাঁহার একেবারেই রুচি হইত না। শুইলেও নিদ্রা আসে না, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটিয়া যায়। মন এত উত্যক্ত যে কেহ স্নেহ-সম্বোধন করিলেও বিরক্তি বোধ হয়।

দিবানিশি শয়নে স্বপনে দেখি কত
দিন কুড়ি উচাটনে যায় এই মত।
কাহারে কিছু না বলি অন্তর গুমরে
সারাদিন বেড়াই সভার ঘরে ঘরে।
বহুদিন ডানি বাহু ডানি চক্ষু নাচে
ইচ্ছা নাই বচন কহিতে কার কাছে।
নিদ্রা নাই শয়নে শর্বরী জাগরণে
উন্মা হয় যদি কিছু বলে কোন জনে।

তখন ভাদ্র মাস, পুরাদমে চাষের কাজ চলিয়াছে। একদিন বাপ ডাকিয়া বলিলেন,

তৈল মাখিয়া যাও কর্যা এস্য স্নান
সেইখানে দিবে কৃষাণের জলপান।

বাপের কথায় রামকান্তের মনে রাগ হইল।

শুনিয়া চলিনু আমি তেল না মাখিয়া
বাড়িল মনেতে কোপ জলপান লয়্যা।
বাড়ি হত্যে বেরায়্যা বাহির হনু বেগে
হেন কালে মঙ্গল দেখিনু অতি আগে।
নীলকণ্ঠ শঙ্খচিল উড়িল মাথায়
শেজ্য বনি[২১০] পূর্ণকুম্ভ বামে লয়্যা যায়।

এই সব শুভ চিহ্ন দেখিয়া রামকান্তের মন কতকটা হাল্‌কা হইল।

মঙ্গল দেখিয়া আমি হরষিত মনে
দৃষ্টি হল প্রভুর বাবলা গাছ পানে।
শঙ্খচিল বস্যা ডাকে গাছের উপবে
অধিক (আনন্দ) মোর বাড়িল অন্তরে।
কর-জোড়ে প্রণাম করিয়া করপুটে
ধাওয়াধাই জলপান দিতে যাই মাঠে।

কৃষাণেরা উত্তর মাঠে খাটিতেছিল। রামকান্তের "মনে হল্য ধান্য সব দেখিয়া বেড়াতে"। অতএব কৃষাণদের জলপান দিয়া রামকান্ত ক্ষেতে ক্ষেতে ধান সব দেখিযা বেড়াইতে লাগিলেন। উত্তর মাঠের ধান দেখিয়া মন হইল পশ্চিম মাঠের ধান দেখিতে। অমনি পশ্চিম মাঠে গেলেন। যখন "দেখা হল্য সব জমি আর বাডা নাই", তখন বাড়ি ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছেন।

হেনকালে মনেতে হইল আচম্বিতে
পূব মাঠে বিঘা চারি রহিল দেখিতে।

এদিকে "বেলা হল বিস্তর তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে।" তাই রামকান্ত মনে করিলেন, এখন পূব মাঠ দেখা থাক, ঘরে ফিরি। এই মনে করার সঙ্গে সঙ্গেই দৈবপ্রেরিত বিকদ্ধ ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। রামকান্ত লিখিতেছেন,

তাহে কিবা দেব-পাক[২১১] বুড়ার[২১২] করণ
সেই ভূম দেখিতে আমার গেল মন।
মনে মনে ভাবিয়া চলিনু সেই খেতে
বিপরীত রোদ্রতে যাইতে নারি পথে।

কতক দূরে গিয়া ক্ষণকাল বিশ্রামের জন্য সাকুড়া-পুকুরের পাড়ে গিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, "অশ্বদ বৃক্ষের তলে পূর্বমুখ হয়্যা।" তাহার পর রামকান্ত বলিতেছেন,

খেনেক দাণ্ডায়্যা পুনু চারি পানে চাই
মাঠের মাঝেতে কারে দেখিতে না পাই।
বিষম রৌদ্রের তেজে চলিতে না পাবি
বদনে সলিল দিয়া শ্রম দূর করি।

খেত দেখিবারে তবে চলিনু আবার
বৃক্ষ রেখ্যে পশ্চাতে পখুর হনু পার।

পুকুর পার হইতেই রামকান্তের শরীর-মন কেমন যেন হইয়া গেল, "ছমছম শরীর শিহরে ঘনে ঘন।" তবুও তিনি পা চালাইয়া ক্ষেতে গিয়া চারদিক ঘুরিয়া আসিলেন।

খেত দেখ্যা ঘর যাই বিচারিনু মনে
হেনকালে দিশা যেন লাগিল নয়নে।
চলিতে না পারে চোখ ঘুমে ঢুলুঢুল
বিশেষে নিস্তব্ধ বেলা তৃষ্ণায় আকুল।

মাঠের মধ্যে ঘোর অন্ধকার দেখিয়া তাঁহার অঙ্গ অবশ ও পা অচল হইয়া গেল। একবার গায়ে কাঁটা দেয়, একবার ঘাম ঝরে। তখন

সম্বিৎ নাহিক কিছু কোন মুখে যাই
দুই-এক পদ আসি চক্ষু মেলে চাই।
নয়ন মেলিয়া আমি করি নিরীক্ষণ
হেন কালে দেখি এক অদ্ভুত ব্রাহ্মণ।

অকস্মাৎ সম্মুখে ব্রাহ্মণঠাকুরকে দেখিয়া রামকান্তের ভয় হইল। ব্রাহ্মণের বিশালনেত্র, স্বর্ণকান্তি। অপূর্ব তাহার শিব-বেশ

অর্ধচন্দ্র কপালে কানেতে জবা ফুল
মাথায় লম্বিত জটা সর্প সমতুল।
দিব্য ধুতি পরিধান কুসুম আকার

ব্রাহ্মণ রামকান্তের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে রামকান্তের মনে অপূর্ব ভাবান্তর ও শরীরে অদ্ভুত জড়তা আসিল।

দ্বিজেরে দেখিয়া মোর দ্বিগুণ সভয়
নিবেদিতে মনে করি বোল না যোগায়।
যাইতে আসিতে নারি অস্থির যেমন
ভয় কি অভয় কিবা করিল কেমন।
নিদ্রা কিবা জাগ্রত ঠাওর নাই মনে
মনে মনে হয় গড় করিব ব্রাহ্মণে।

অবস্থা বুঝিয়া ব্রাহ্মণঠাকুর রামকান্তকে ডাক দিয়া বলিলেন,

প্রভাত হইতে আজি খুঁজিছি তোমারে
সঙ্গে সঙ্গে বেড়াই সভার ঘরে ঘরে।
যার ঘরে যাও তুমি সঙ্গে ফিরি আমি
বার দুই ডাকিনু শুনিলে নাই তুমি।
একলা না পাই তোরে বলিতে কারণ
মধ্য-মাঠে দেখ্যা তেঁই আইলাম এখন।
বিবরণ বিশেষ তোমারে বল্যা যাব
মনে আছে বারমতি পুথি লেখাইব।

ব্রাহ্মণঠাকুরের কথা রামকান্ত কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অনেক কষ্টে মুখ ফুটিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ? দ্বিজ উত্তর করিলেন, আমার বাস সর্বস্থানেই, তবে বিশেষ করিয়া সেহারাতেই থাকি।

এই গ্রামে আছে বাঞ্ছারাম সরকার
বাপের সমান সেবা করিল আমার।
প্রীতি পাই তাহার ভক্তির ভাব দেখ্যা
আগে মোর সেবা লয় সর্ব কাজ বাখ্যা।

রামকান্ত বলিতেছেন,

শুনিয়া প্রভুর কথা মনে বাড়ে ভয
বুঝিতে না পারি এ কেমন দ্বিজ হয।
আর নিবেদিতে কিছু না বেয়ায় বাণী
রোমাঞ্চিত হইনু লোচনে পড়ে পানি।
বাড়িল বিষয় ভয় দেখিয়া ব্রাহ্মণ
ঐমনি দাঁড়ায়্যা আছি স্তম্ভের যেমন।
কোথা আছি কিবা করি কিছু নাই মনে
মনে হয় মাত্র কিবা চাই দ্বিজ পানে।
বারমতি লিখিতে বলেন বার বার
তথাপি জ্ঞান কিছু না হয় আমার।

রামকান্তকে তিনবার ডাকিয়া "বারমতি" লিখিতে বলিয়া ব্রাহ্মণঠাকুর অন্তর্হিত হইলে কোন রকমে তিনি বাড়ির পথে অগ্রসর হইলেন। পথে আর একবার সেই ব্রাহ্মণমূর্তি মুহূর্তের জন্য দেখা গেল। সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে রামকান্ত গ্রামের মধ্যে পৌঁছিলেন, এবং বাবলাতলায় প্রণাম করিয়া ঘরে আসিলেন। তখন

মনে নাই ক্ষুধাতৃষ্ণা স্নান করিবারে
ঘরে আসি বসিতে নয়ানে ঢুল ধরে।
উত্তর-দুয়ার ঘরে করিনু শয়ন
জাগ্রত থাকিতে যেন ঘুমে অচেতন।
স্নান করিবার হেতু বলে মাতা-পিতে
ইচ্ছা হয় তাদিগে উত্তর নাই দিতে।
ঘুম এল্য আমার নয়নে লাগে জোড
উত্তর না পায় মাতা-পিতা বোলে মোর।

তন্দ্রার ঝোঁকে রামকান্ত দেখিলেন সেই ব্রাহ্মণ শিয়রে বসিয়া বলিতেছেন,

দেখা দিনু মাঠেতে চিনিলে নাই মোরে
বুড়াবায় থাকি আমি সরকারের ঘরে।
বাবলার তলায় সদাই মোর স্থিতি
ইচ্ছা হল্য তোরে লেখাইব বারমতি।
জাগাইব নিজ পাট বাবলা-দেহারা
বহুকাল গুপ্তভাবে রেখিচি সেহারা।

বহুদিন হইতে আমার ইচ্ছা আছে তোমাকে দিয়া আমার গান লেখাইব। শীঘ্র উঠিয়া

স্নান-ভোজন করিয়া লিখিবার আয়োজন করিয়া রাখ। কাল সকাল হইতে লিখিতে বসিও।

জাগাব তোমার নাম দেশ-দেশান্তরে
ঘোরতর বিপদ তারিয়া দিব তোরে।
আজি হত্যে তোর আমি হইলাম সখা
রাখিব তোমার কীর্তি পাষাণের রেখা।

এই বলিয়া মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বুড়ারায় তিরোহিত হইলেন। রামকান্ত স্নান ভোজন করিয়া বাঞ্ছারাম সরকারের কাছে গিয়া সব বিবরণ বলিলে সরকার শুনিয়া আনন্দিত হইলেন, এবং তাঁহার বাড়িতে লিখিবার সরঞ্জাম জোগাড় করিয়া রাখিলেন। পরের দিন সকালে সরকারের বাড়িতে গিয়া রামকান্ত রচনা শুরু করিলেন। আগে হাত দিলেন জাগরণ পালায়। সাত দিন একটানা লিখিবার পর আর কলম সরে না। রামকান্ত বলিতেছেন,

দিন সাতে লেখিনু একুশ পাত পুথি
সদাই কলম হাতে কিবা দিবারাতি।
লিখিতে লিখিতে আর পুথি নাই চলে
মহামদ সনে লক্ষ্যা উত্তরের কালে।
ভাবিনু বিস্তর যদি পদ না চলিল
উঠিয়া আইনু পুথি পড়িয়া রহিল।

রামকান্তকে হঠাৎ উঠিয়া যাইতে দেখিয়া সরকারের মেজ ছেলে গঙ্গারাম সযত্নে পুঁথি বান্ধিয়া তুলিয়া রাখিল। দিন দশ-বার কাটিয়া গেল। আশ্বিন মাসে বিজয়া-দশমী রাত্রিতে বুড়ারায় কবিকে আবার দেখা দিয়া বলিলেন,

উঠ বাছা রামকান্ত পুথি লেখ গিয়া
কর্মদোষে দিন কথো গিয়াছ ভুলিয়া।
অতপ্পর কলম ধরিয়া লেখ পুথি
অবহেলা লেখা তোর হবে বারমতি।
শুন রে গীতের সন্ধি সাবধান হয়্যা
প্রথমে লিখিবে মোর দেহারা বন্দিয়া।
জয় জয় বুড়ারায় বাবলা-দেহারা
রাজরাজেশ্বর প্রভু রাখেন সেহারা।
এই পদ প্রথমে লিখিও আগে তুমি
কলমের উপরে বসিব গিয়া আমি।
তোমার কলমে আমি স্থির হয়্যা রব
আপনি কলম ধর‍্যা পুথি লিখে দিব।
যখন দেখিবে যে কলম নাই সরে
পুথি বেন্ধে যাবে স্নান করিবার তরে।

ঠাকুরের এই আদেশ অনুসরণ করিয়া নূতন উদ্যমে রামকান্ত অনায়াসে বাষট্টি দিনে কাব্য রচনা শেষ করিলেন।

এগার শ সাতানয় সালের আশ্বিনে

আরম্ভ করিনু শুক্ল একাদশী দিনে।
মনে যাহা করি তাহা লিখি অনায়াসে
বারমতি সাঙ্গ হল্য বাষট্টি দিবসে।

তাহার পর রামকান্ত নিজ বংশের বিস্তৃত পবিচয় দিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায় যে রামকান্তের প্রপিতামহ বনমালী, পিতামহ শোভারাম, পিতামহী সুরধনী, পিতা মহেন্দ্ররাম, মাতা শিবানী। তাঁহারা চার ভাই। অগ্রজ রামকান্ত আর অনুজ গয়ারাম রামলোচন ও গুরুদাস।

সেহারায় নিবাস অনেক কাল যায়
প্রপিতামহের নাম বনমালী রায়।
কনিষ্ঠ মহিন্দিরাম চারি পুত্র তার
জ্যেষ্ঠ আমি গয়ারাম অনুজ আমার।
বামলোচন গুরুদাস নাম তার পরে
আমার জননী যে শিবানী[২১৪] নাম ধরে।
সুখসায়েরের রামচন্দ্র সোমের দুহিতা
অভযা সিতলি পটু তাহার বনিতা·
তাহার তনয বাধাগোবিন্দ নাম ধরে
কল্যাণে রাখিবে প্রভু তাহার কুমারে।

পূর্ববর্তী কায়স্থ কবি নরসিংহ বসুর মতো রামকান্তেরও স্বজনপ্রীতি একটু বেশিরকম ছিল। আত্মীয়স্বজনের নামের বিস্তৃত তালিকা দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। দেবতাবন্দনার শেষে রামকান্ত তাবৎ সামন্ত-বর্গের প্রতি ঠাকুরের অনুগ্রহ ভিক্ষা কবিয়াছেন।

সামন্ত-বর্গেতে[২১৫] দয়া কব বুডারায়
হীন রামকান্ত বলে কি হবে উপায ॥

## ১৭ বিভিন্ন পালা ইত্যাদি

ধর্মমঙ্গলের বিভিন্ন পালাগুলির মধ্যে গোলাহাট পালার আদর বোধ হয় সবার বেশি ছিল। এই কারণেই হয়তো একাধিক কবি—অথবা ধর্মমঙ্গল-গায়ন—শুধু গোলাহাট পালাই রচনা করিয়াছিলেন। ভবানন্দ রায়ের রচিত গোলাহাট পালার পুথিতে[২১৬] এইটুকু মাত্র কবি-পরিচয় পাওয়া গিয়াছে,

দ্বিজকুল-অবতংসে জমুবার ভাইয়া-বংশে
কুমুদ-নন্দন মুকুট-রায়
তস্য পুত্র ভবানন্দ ভাবি গুরু-পদদ্বন্দ্ব
শ্রীধর্মসঙ্গীত গায়।

গোলাহাট পালার অপর কবি হইতেছেন "দ্বিজ" রাজীব।[২১৭] ইঁহার নাম ছাড়া আর কিছু জানিবার উপায় নাই।

"দ্বিজ" ক্ষেত্রনাথ ভনিতায় শুধু লাউসেন-চুরি পালার একটি নিতান্ত খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে।[২১৮] উল্লেখযোগ্য এই ভনিতাটুকুই,

ধর্মমঙ্গল দ্বিজ ক্ষেত্রনাথে গায় ॥

খুব সম্ভব ইনি ধর্মমঙ্গল-গায়ক ছিলেন।

উত্তরপশ্চিম রাঢ়ের দুইটি ধর্মমঙ্গল পুথিতে[২১৯] শ্রীশ্যাম পণ্ডিত, রূপবাম ও ধর্মদাস ভনিতার সঙ্গে চন্দ্রমণি বা চন্দ্রমণি-দাসের ভনিতাও মিলিয়াছে। ইনি যে গায়ন অথবা লিপিকর ছিলেন তাহার প্রমাণ হিসাবে এই ভনিতাটি উপস্থাপিত করিতেছি,

দমন্দিনন্দন সুত[২২০] রূপবাম-পণ্ডিত
চন্দ্রমণি কি বলিতে পাবে।

অল্পদিন হইল একটি খণ্ডিত ছোট 'ধর্মমঙ্গল' পুথি 'ময়ূবভট্ট-ধর্মমঙ্গল' নামে শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল ও শ্রীমতী চিত্রা দেব কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে (ভাদ্র ১৩৮১)। পুথিটিতে ভনিতা আছে প্রায়ই ময়ূরভট্টেব রবাবস্ট্যাম্প মার্কা, কেবল চার বার মহেশদাসের। ময়ূরভট্ট-ভনিতা গতানুগতিক, মহেশ-দাসের ভনিতা জোবালো। যেমন.

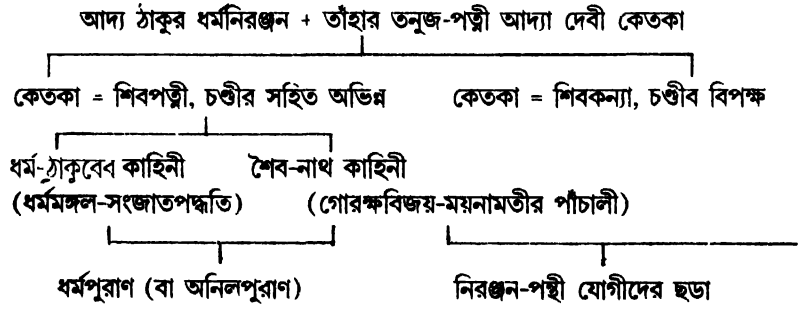
শ্রীকানুবাম মোব গুরু বাঞ্ছাকল্পতরু হবিনামে শোধিত অন্তব
তাহাব সেবক কবি মহেশদাস অনুভবি বিবচিল অনাদামঙ্গল ॥ (পৃ ৫৯)

মহেশদাস যে ময়ূবভট্টকে স্মরণ করিয়া এবং স্মরণার্থে তাঁহাব নামে ভনিতা গাঁথিযাছিলেন তাহা এই হইতেও বোঝা যায়,

শ্রীধর্ম মোর গুরু বাঞ্ছাকল্পতরু হবিনামে শোধিত অন্তব
তাহাব সেবক কবি ময়ূবভট্ট অনুভবি বিবচিল অনাদামঙ্গল। (পৃ ৪১,৬৯)

হস্তী-চুরি পালা হইতে ইছাই-বধ পালার মাঝামাঝি পর্যন্ত বর্ণিত। বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে আগেকার পালার বিবরণও মধ্যে মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মোট কথা বচনাটি অত্যন্ত আধুনিক এবং নিতান্ত অগোছালো।

পুরানো বাঙ্গালার নিজস্ব পুরাণকাহিনী ও তদাশ্রিত সাহিত্যধাবাগুলিব মূল উৎস ধর্ম-ঠাকুরের সঙ্গে বিজড়িত, একথা আগে বলিয়াছি। ধর্ম-ঠাকুরের কাহিনী, মনসার কাহিনী এবং মীননাথের কাহিনী—তিনটিরই জড় গিয়া পৌঁছায় ধর্ম-নিরঞ্জনেব মূল কাহিনীতে। এই মূল কাহিনীর শাখাবিস্তার নীচে নক্‌শায় দেখান যাইতেছে।



## ১৮ ধর্মপুরাণ-অনিলপুরাণ

সম্পূর্ণ 'ধর্মপুরাণ' দুইখানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে, সহদেব চক্রবর্তীর এবং "কবি" লক্ষ্মণ-"রামাই-পণ্ডিত"-এর। দুইখানি বইয়ের বিষয় ও উপাদান একই এবং সে উপাদান সম্ভবত পূর্বতন কোন বিশেষ একটি নিবন্ধ হইতে গৃহীত। ধর্মপুরাণের প্রথম অংশ হইল সৃষ্টিপত্তন, ধর্মমঙ্গল-সংজাতপদ্ধতির অনুযায়ী। দ্বিতীয় অংশ শিবায়ন। তৃতীয় অংশ মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী। চতুর্থ অংশে গঙ্গার উপাখ্যান। পঞ্চম অংশে সদা ডোমের ও রামাই-পণ্ডিতের কাহিনী, জাজপুরে ধর্মের অত্যাচার এবং ভূমিচন্দ্র রাজার হাকন্দ-সেবন। ষষ্ঠ অংশে হরিশ্চন্দ্র-মদনা-লুইচন্দ্রের আখ্যায়িকা।

সহদেব চক্রবর্তীর 'অনিলপুরাণ'এর[২২১] রচনাকাল পাওয়া যায় নাই, তবে রচনাকালের ঊর্ধ্বতম ও নিম্নতম সীমা নির্ণয় করা যায়। সহদেবের তারকেশ্বর বন্দনায়[২২২] ১১৪১সালে তাড়েশ্বর (বা তাবেশ্বর, আধুনিক তারকেশ্বর) ঠাকুরের প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে।[২২৩] অম্বিকাচরণ গুপ্ত যে পুথি দেখিয়াছিলেন সেটির লিপিকাল ১১৯৩ সাল। সুতরাং সহদেবের কাব্য লেখা হইয়াছিল ১১৪১-১১৯৩ সালের (১৭৩৪-৮৭) মধ্যে। অম্বিকাচরণের মতে সহদেবের উল্লিখিত ভাঙ্গামোড়ার বাঁকুড়ারায় ধর্ম-ঠাকুরের সেবায়েত বৃন্দাবন পণ্ডিত[২২৪] ছিলেন তাঁহার ব্যবহৃত পুথির লিপিকর আনন্দীরাম পণ্ডিতের পিতামহ। একথা ঠিক হইলে অনিলপুরাণের রচনাকাল ১৭৫০ অব্দের কাছাকাছি হইবে।

সহদেব চক্রবর্তীর পিতামহ রাজারাম, পিতা বিশ্বনাথ, অগ্রজ মহাদেব।[২২৫] নিবাস আধুনিক হুগলি জেলার অন্তর্গত বালিগড় পরগনায় রাধানগর (নামান্তর নন্দনবাটী) গ্রামে।

দ্বিজ সহদেব গান অনাদি-ভাবনা
রাধানগর বাড়ী যায় বালিগড় পরগনা।[২২৬]
গান দ্বিজ সহদেব শঙ্কর-ভাবনা
নিবাসী নন্দনবাটি বালিগড়ি পরগনা।[২২৭]

সহদেবের কাব্য ধর্মমঙ্গল নয়, তাই বিস্তৃত আত্মকাহিনীও নাই। তবে ধর্মের অনুগ্রহ প্রাপ্তির ইঙ্গিত আছে। ভনিতায় বহুস্থলে কালুরায় ধর্ম-ঠাকুরের উল্লেখ আছে। সহদেব একদিন দুপুরবেলায় বেলগাছের তলায় ধর্ম ঠাকুরের দেখাও পাইয়াছিলেন। কালুরায় কবিকে স্বপ্নে দেখা দিয়া অনিলপুরাণ-গান রচনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

ঘরে দুই প্রহর বেলা বসিয়া শ্রীফল-তলা
যারে দয়া কৈল যুগপতি
দ্বিজ সহদেব গায় দয়া কৈলে কালুরায়
অন্তকালে হইবে সারথি।[২২৮]

দ্বিজ সহদেব গায় দয়া কৈলে কালুরায়
স্বপনে শিখালে যারে গীত।[২২৯]

শ্রীধর্মমঙ্গল দ্বিজ সহদেব ভণে
কালাচাঁদ যারে কৃপা করিল স্বপনে।[২৩০]

সোনার নূপুর পায় উর বাপা কালুরায়
যারে কৃপা করিলা স্বপনে
বসিয়া শ্রীফলমূলে সত্য করি কুতূহলে
নিজমন্ত্র শুনাইলে কানে।
তেপান্তর ঘোর বিলে তুমি মোরে আজ্ঞা দিলে
সঙ্গীত হইল নিরমাণ...[২৩১]

ধর্ম-ঠাকুরের পীঠস্থান, রামাই পণ্ডিতের লীলাভূমি জাজপুর যে উড়িষ্যার অন্তর্গত তাহা সহদেবের এই উক্তি হইতে জানা যায়,

বৈদ্যনাথে জোড়-হাথে করিল প্রণতি
ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করে ভাগীরথী।
মহাস্থান বর্ধমান দেখিল নয়নে
মল্লভূম মান্দারন রাখি ডানি বামে।
নাড়া দেউল বাজা পশ্চাৎ করিয়া
এড়ায় নারাণীগড় সঙ্কট ভাবিয়া।
ডানি বামে যত গ্রাম না হয় গণন
জাজপুরে আসি রাজা দিল দরশন।[২৩২]

সহদেবের ধর্মপুরাণের একটু পরিচয় দিই।

জড়জগৎ সৃষ্টি করিয়া আনন্দিত হইয়া ধর্ম-ঠাকুর উলূককে লইয়া চারদিক পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। ভ্রমণের ক্লান্তিতে

ঘর্মবিন্দু উপজিল ধর্মের কপালে
বাম কবে মুছিয়া ফেলিল ভূতলে।
তাহে জন্মিল আদ্যা সৃষ্টির কারিণী
পূর্ণশশধরমূর্তি কুঞ্জরগামিনী।
কোটি কামদেব জন্মে নয়নের কোণে
বাপা বাপা বলিয়া ধাইল ধর্মপানে।
উলটিযা আদ্যারে চাহেন ভগবান
দ্বিজ সহদেব ভণে অনিলপুরাণ॥

আদ্যার বদন হেবি নিবঞ্জন মোহিত হইল মনে
কহ তপোধন ইহার কারণ বাপা বলে কি কারণে।
কহে তপোধন তুমি নাহি জান আমি কি কহিতে জানি
এই ভগবতী তোমার প্রকৃতি যদি রাখ মোর বাণী।
উলূকের বোল শুনি উতবোল চাহেন আদ্যার মুখ
বিপরীত বাণী শুনি নারায়ণী ভবানী ভাবেন দুখ।
নাহি বাস লাজ বিপবীত কাজ কেমনে কহিলে হেন
আমি তব সুতা তুমি মোর পিতা আদ্যমুল নাহি জান।
এই বোল শুনিয়া বিষাদ ভাবিয়া রোদন করেন দেবী
অনাদিচরণ ভাবি অনুক্ষণ সহদেব ভনে কবি॥

দেবী ধর্মকে বলিলেন, "বিষম কলঙ্ক এই বাপে ঝিয়ে ঘর।" ধর্ম উত্তর করিলেন,

"এখানে আর কেহ নাই সুতরাং লজ্জা কিসের।" দেবী বলিলেন, "তবে আমি পলাইয়া যাইব।" ধর্ম বলিলেন,

দশদিগে আছি দশ দিক্‌পাল হয়ে
কহ কোথা কেমনে যাইবে পলাইয়ে।
আদ্যা বলে যাব সপ্তম পাতালে
কূর্মরূপে আমি তথা আছি যোগবলে।
দেবী বলে শূন্যপথে করিব গমন
শূন্যমূর্তি সেখানে আছেন নিরঞ্জন।

তখন পরাজয় মানিয়া

বঙ্কিম নয়নকোণে চাহি ধর্ম পানে
দেখাইয়া মুখ রামা ঝাঁপিল বসনে।

জাজপুরের প্রসঙ্গে "জালালি কলিমা" ছড়াটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

নিম্নে উদ্ধৃত দেবীস্তোত্র পদটিতে আন্তরিকতা প্রতিধ্বনিত।

শরণ লইনু জগৎজননী ও রাঙ্গা চরণে তোর
ভবজলধিতে অনুকূল হৈতে কে আর আছয়ে মোর।
দুষ্কৃত শিশু দোষ করে বোষ না করয়ে মায়
যদি বা কষিবে পড়িয়া কান্দিব ধরিযা ও রাঙ্গা পায়।
হরি হর ব্রহ্মা যে পদ পূজয়ে তাহে কি বলিব আমি
বিপদসাগরে তনয় ফুকারে বুঝিয়া যা কর তুমি।

দ্বিতীয় অনিলপুরাণের[২৩৩] ("রামাই পণ্ডিতের গীত") সর্বত্র ভনিতা পাই "দ্বিজ রামাঞি"; "দ্বিজ রামাঞি পণ্ডিত", "রামাঞি", "পণ্ডিত", "রামাই পণ্ডিত", "শ্রীরাম পণ্ডিত" অথবা "পণ্ডিত রাম"। কেবল এক স্থানে পাইয়াছি লক্ষ্মণের ভনিতা আর একবার "ছাওয়াল গাএন"এর।[২৩৪] এই ছেলে-গায়ন লক্ষ্মণ হইতে পারেন। ইনিই পুথির লেখক বলিয়া মনে করি। তবে রামাই-পণ্ডিতকে রচয়িতা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা সুপ্রকট। যেমন,

হিমালয-পণ্ডিত সুত কবি যার অদ্ভুত
কৃপাময় যারে গুণধাম
আগমপুরাণ-বাণী ই তিন ভুবনে জানি
রামাই-পণ্ডিত রস গান।

ধর্মের চরণে রামাই-পণ্ডিত ভনে
শিরে বন্দিয়া যুগপতি
আগমপুরাণ-বাণী ই তিন ভুবনে জানি
জাজপুরে যাহার বসতি।

ভনিতায় কাব্যের নাম 'অনিলপুরাণ', 'আগমসঙ্গীত', 'অনাদ্যমঙ্গল' অথবা 'ধর্মপদ্ধতি'। পুথিতে পালা-নির্দেশ আছে। যেমন, "বৃহস্পতিবারে নিশাপালা সাঙ্গ। শুক্রবারে দিবাপালা আরম্ভ"।[২৩৫] সুতরাং কাব্যটি গান করা হইত, অন্তত গান করিবার উদ্দেশ্যে লেখা হইয়াছিল। কবি বোধ হয় শ্যামরায় ধর্ম-ঠাকুরের সেবক অথবা কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন, তাই

ভনিতায় প্রায়ই শ্যামরায়ের দোহাই আছে।[২৩৬]

মীননাথ-গোরক্ষনাথ কাহিনীর সূত্রপাত এইভাবে,

কর জোড় করিয়া উলূক করি নিবেদন
সৃষ্টিনাশ করিল শিব ই তিন ভুবন।
যতেক জ্ঞানকথা দুর্গাকে কহিব
সকল সংসার দুর্গা অমর করিব।
উলূকের সঙ্গতি ধর্ম যুগতি করিয়া
মায়ানিদ্রা দুর্গারি গাএ দিল পেলাইয়া।

দুর্গারি মায়ানিদ্রার সুযোগ লইলেন মীননাথ। মীননাথ-প্রমুখ পাঁচজন মূল "নাথ" সিদ্ধের জন্ম হইয়াছিল ধর্মের দেহভস্ম হইতে।

হাড়েতে হাড়িপা হৈল কর্ণেতে কানুপা
মস্তক ফুটিয়া গোর্ক্ষ পালাল্য উড়িয়া।
চরণে চৌরঙ্গিনাথের হইল জনম
নাভিপদ্ম হৈতে হৈল মীনেব জনম।

দুর্গাকে উদ্দেশ করিয়া শিব তত্ত্বকথা বলিয়া যাইতেছেন, আর মাছের পেটে থাকিয়া মীননাথ দুর্গারি হইয়া সাড়া দিতেছেন, যাহাতে শিব না বুঝিতে পারেন যে দুর্গা শুনিতেছেন না।

নিদ্রায বিভল দুর্গা হইল অচেতন
জ্ঞান-হুঙ্কাব জোগায মীননন্দন।

শিব বলিতেছেন, দেবী, যোগে মন দাও।

যুবক শিখিলে যোগ পালটিযা বৈসে
বৃদ্ধ শিখিলে যোগ আসে কি না আসে।
এক গোটা আইল হাড়ি দশ গোটা মুণ্ড
তত্ত্বকথা শুনিতে গৌরী পালটিযা উঠ।
সকল কথা মিছা গৌবী জ্ঞানকথা সাঁচা
শুনিয়া পবম সত্য পাকা চুল হৈল কাঁচা।
না বুঝিল নটকি রবি আর শশী
আহাব কাবণে পিণ্ড গলে নাই বসি।
উড্যা যায় পবমহংস নাই যায় দূব
উডিয়া ঘুরিয়া যান নিরঞ্জন-পুব।
এডিলে সে রহে গৌরী উজানে সে বহে
মন পবন তারা পরিচয় নহে।
সদ্যে গেলা গৌরী বিসদ্যেব[২৩৭] পাশ
সদ্য বিসদ্য লইলে একই ঘরে বাস।

এইরূপে

শিবের উদরে গৌরী শুয়্যা নিদ্রা যায়

মৎস্যের পেটে মীননাথ হুঙ্কার যোগায়।

বাঙ্গালা দেশে নিরঞ্জন-পন্থী যোগীরা বহুকাল পূর্বে মনসা-নেতার কাহিনীটিকে যোগক্রিয়ার রূপকে পরিণত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার বাহিরে গোরক্ষ-পন্থীদেব ছড়ায় ইহার আভাস পাইয়াছি।[২৩৮] যেমন,

চন্দা গোটা খুটা করি লৈ সুরিজ করি লৈ পাটী
অহর্নিসি ধোবী ধৌবে ত্রিবেণী কী ঘাটী।[২৩৯]

চন্দা করিলে খুটা সুরিজ করিলে পাট
নিত উঠ ধোবী ধোবে ত্রিবেণী কে ঘাট।[২৪০]

অনিলপুরাণে বিস্তৃততর বর্ণনা পাইতেছি।

ধুবিতে কাপড় কাচেন আর যত জুগি।
শকতি কুড়ারি লয়া বাসি গেল ঝাড়ে
মায়ালতা কাটিয়া করিল ছারে খারে।
ছাবে আর খারে তুলিযা দিল জ্বাল
অহর্নিসি ফোটে জম্বা ( ?) বৈসে যত কাল।
অন্য ধুবি কাপড কাচে চোনআব (?) বানা
গোর্ক্ষ ধুবি কাপড় কাচে যেন কাচা সোনা।
চান্দই খোঁটা হৈল যার সুজাই হৈল পাট
ধুবিতে কাপড় কাচে দনা নদীর ঘাট।
খুটি বুডিযা গেল পাট রহিয়া ভাসে
দনা নদী পার হৈযা ধুবি ভাল হাসে।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রহেলিকা-পূর্ণ যোগরহস্যময় "চর্যা" পদ মিলিয়াছে। সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণেও পদটি আছে তবে কিছু সংক্ষিপ্ত। উভয পাঠ মিলাইয়া দিলাম। প্রাচীন ছড়ার ছন্দ বলিয়া সর্বত্র সুষম নয। পাঠও সর্বত্র শুদ্ধ নয়।

গুরু কার বোলে কেনা পাত্যায[২৪১]

| | | |
|---|---|---|
| পুতকীর দুগ্ধে | সিন্ধু উথলিল | পর্বত ভাসিয়া যায। |
| আগের নৌকা বুড়িল[২৪২] | পাছেব পুডিল[২৪৩] | মাঝে উডিল[২৪৪] ধূলা |
| সরিষা বুড়িতে[২৪৫] | জলবিন্দু নাঞি | ডুবিল[২৪৬] দেউলের চুডা। |
| মধ্য-সমুদ্রে | নৌকা বাঁধিনু[২৪৭] | কাঁকড ধবিল কাছি |
| মশার নাথিতে | দেউল[২৪৮] ভাঙ্গিল | পিপিডাব মনে[২৪৯] হাসি। |
| গাই বুড়াইল | বলদ বিআইল | এ বড বচন অদ্ভুত[২৫০] |
| আকাট বাঁঝিয়া[২৫১] | প্রসব হইল[২৫২] | সে চায[২৫৩] পাযবাব দুধ। |
| বাঘে বলদে | হাল ক্ষুডিনু | মর্কট হৈল কৃষাণ |
| পানির কুম্ভীরে | হুড়া ঝাড়িযা গেল | মুষাএ বুনিল ধান। |
| তালের গাছে | শোলের পোনা | সয়চান ধবিয়া খায় |
| সাগব-মাঝে কই- | মৎস্য মুডলি | পঙ্গু পলুই লয়্যা ধায়।[২৫৪] |
| বিম্বের ভিতরে | লোহার কায় | নয় নয পুত্তলা পানি |
| অকুল সমুদ্রে | নৌকায় নুকাইল | বোঝ আগমের[২৫৫] বাণী। |

গোরক্ষনাথের প্রতি মীননাথের উপদেশ,

পুষ্প পাইয়া ভ্রমর মধুভোলা[২৫৬]
মৎস্য নাঞি চেনে বক জল কৈল ঘোলা।
চারি চৌদ্দ ভুবন চোরা করে চুরি
এমন শকতি নাঞি চোরারে তাড্যা ধবি।[২৫৭]
সরুআ সংকীর্ণ নালে[২৫৮] ধরিছে উজান।
অক্ষয় অমর দেখ পদ নির্বাণ
জাগিয়া যুবতি দেখ যথা জুগি জাগে
জাগিলে যমের দূত বাট নাঞি লাগে।
ঞিহু উঞা নিকট নহে [ত কভু] দূর
ঞিহাবে সেবিলে পুতা রহে ভরিপুর·

মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ ও জালন্ধরির শিষ্যদ্বয়—হাড়িপা ও কানুপা—দুইদলের মধ্যে বিবাদ বাধিলে শেষে পরস্পর গুরুকে লইয়া পড়িলেন। গোরক্ষ বলিলেন, তোমাব গুরু হাড়িপাকে মাটির তলায় বন্দীঘরে রাখিয়াছে।

তলহরে কহিল বঙ্গের অধিপতি।
একে সে বঙ্গের রাজা বড়ই দুর্বার
তলহরে রাখিল তারে নাহিক নিস্তাব।
সেই সে পরম জুগি জগতে বাখানি
অচ্ছেদ-অভেদ-কায় না দেখি জুগিনী।

কানুপা উত্তর করিলেন,

তোর গুরু মীননাথ তাব কথা শুন
দাড়ি গোঁপ পাকিল তাব কিছু নাঞি গুণ।

তারপর দুইজনে নিজ নিজ গুরুর উদ্দেশে চলিলেন। মীননাথ নারীরাজ্য কদলীতে রাজা হইয়া সুখভোগ করিতেছিলেন। সে রাজ্যে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। গোরক্ষনাথ তাই নর্তকীর সাজ পরিলেন। (সেকালে নাটুয়ারা মেয়ে-পুরুষ দুই বেশেই নাট করিত।)

কাল ধল ধূপ কেশে আমোদিত করি
বিচিত্র কানড ছান্দে বান্ধিল কবরী।
তাহে বেড়ি সরু তরু কুসুমের মালা।
মেঘরাজ মধ্যে যেন পড়িয়ে বিজলা।
অঙ্গুরে অঙ্গুরি পরে কনক-অম্বিকা
পিটে পাট-থোপ দোলে নামে মধুরিকা।
বিচিত্র পাটের ভুনি মেঘ গঙ্গাজল
নানাচিত্রধৌত তাহে দেখিতে উজ্জ্বল।

এই বেশে মীননাথের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গোরক্ষ নাট জুড়িলেন।

নাচে ভাল গোর্ক্ষনাথ ঘাঘরের রোলে
সকল তত্ত্ব হারাইলে কামিনীর কোল্লে।...
কদলীতে আস্যা গুরু তুমি হল্যে ভোলা'
আমি সে গোরক্ষনাথ তোমার বটি চেলা।...

স্ত্রীর যতেক গুণ শুন মনে করি
রাধার লাগিয়া দুঃখ পাইল শ্রীহরি।
ক্ষেণে নায়া ক্ষেণে ভারি ক্ষেণে ধরে হাত
দেবগণ হৈয়া তার এ পঞ্চ অবস্থা।...

মীননাথের চৈতন্য হইল, কদলীর রাজ্যপাট ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর

কদলী হইতে [তবে] যত জুগিগণ
মহানাদে গিয়া জুগি দিল দরশন।
মহানাদে গিয়া মীন হৈল জুগি-রাজা
শিবচতুর্দশী করে মহাদেবের পূজা

জাজপুরের প্রসঙ্গে অল্পস্বল্প নূতনত্ব আছে। মুসলমানদের কোর্‌বানিকে ধর্ম-ঠাকুরের ও চণ্ডীর পূজার প্রকারান্তর বলা হইয়াছে।

সৈয়দ মোলনা কাজি বৈসে স্থানে স্থানে
ইদ পার্বণ করে আনন্দিত মনে।
নিরঞ্জন ভাবে তাবা নিজ শাস্ত্র পড়ি
বনের পশু আনি তার গলায় দেয় ছুরি।
তথাএ খর্পর পাতি দেবী হন দিগম্বরী
নিরক্ষ রুধির পান করে মহেশ্বরী।

গৌড় হইতে জাজপুরের পথ নির্দেশ

একে একে গ্রাম এড়াইয়া গেল দূবে
তরাতরি আইলেন বর্ধমান শহরে।
অসুরগড় মাখালঘাট আইল এডাইয়া
নারায়ণগড়ে পণ্ডিত উত্তরিল গিয়া।
চিড়াকুটি ধামোনগর কল্যাণনগর দিয়া
জাজপুর নগরে পণ্ডিত উত্তরিল গিয়া।

## টীকা

১ 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল প্রথম খণ্ড (বন্দনা হইতে আখড়া পালা পর্যন্ত)', শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল ও শ্রীসুনন্দা সেন সম্পাদিত (দ্বি-স ১৩৬৩), ভূমিকা ('ধর্মঠাকুরের ইতিহাস') পৃ ৩-৫ দ্রষ্টব্য।

২ *The Ancient Indian Royal Consecration* by Johannes Cornelius Hesterman, পৃ ৮৩, ১৮১।

৩ ঐ পৃ ২২৩।

৪ ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রীসুকুমার সেন, পৃ ৪৭-৫৯ দ্রষ্টব্য।

৫ শতপথ-ব্রাহ্মণ ৭ ৫ ১ ৫-৬।

৬ বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪ ৩ ১১-১৩।

৭ পরবর্তীকালের কৃষ্ণলীলার কিছু বীজও এখানে থাকিতে পারে।

৮ স ১২২, স ৩৬৬, স ৩৬৮।

৯ চর্যাগীতি পদাবলী, শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত, তৃ স ১৯৭৩ পৃ ৬৭।

১০ স ১১, স ১১৬, স ১১৭ স ১২০ ১২৫, স ১৩৩, স ৩৬০-৩৮৩ স ৪৪১ স ৪৮৯ গ ৫৪২৪ (শূন্যপুবাণ নামে নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ১৩১৪ সালে) গ ৫৩৩৮ গ ৫৪৪৯ ('ধর্মপূজাবিধান' নামে ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ১৩২৩ সালে)।

১১ যেমন, "ছত্রিশ অক্ষরেব স্তব" পদটিব ভনিতা,

'আদিত্য অস্থির হইল অবনিমণ্ডলে, দ্বিজ অভিবামে স্তবস্তুতি বলে।'

১২ 'শূন্যপুরাণ'এ এই অংশের নাম "নিরঞ্জনেব কন্মা" (অর্থাৎ নিবঞ্জন ধর্ম ঠাকুবেব ক্রোধ)। ছডাব সবটা শূন্যপুবাণে নাই। কলিমা-আরবী কলমা, মানে আল্লা ও হজরত মহম্মদকে স্বীকাব।

১৩ পুরানো-কুঠী সম্ভবত কাশিমবাজাব।

১৪ রামপ্রসাদ শর্মা বিরচিত 'দ্বাবসায়রেব কবিতা (ঐতিহাসিক-চিত্র প্রথম খণ্ড পৃ ৯৭)।

১৫ যে মুসলমান সুন্নৎ কবায, অর্থাৎ যিনি শিশুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত কবেন।

১৬ ঘোডা।

১৭ অর্থাৎ বেহেস্ত (=স্বর্গ) হইতে অবতীর্ণ হইল।

১৮ মদাবি মতেব মুসলমান ফকীবেবা "দম মাদাব" এই ডাক ছাড়ে।

১৯ গাজী=অর্থাৎ ধর্মযোদ্ধা।

২০ পাঠ "মলনা"। (= অর্থাৎ ধার্মিক পণ্ডিত।)

২১ আদি নব ও ৩৫ ৭৫' আদি নাবী।

২২ অর্থাৎ জ্যোতি।

২৩ "দেউল" বিস্তীর্ণ দেবালয দেবকুল। "দেহাবা" ছোট দেবালয়, দেবগৃহ।

২৪ অর্থাৎ "আল্লাব নামে পাকডো পাকা৬"।

২৫ পাঠান্তব "বামাই পণ্ডিত" "শ্রীবাম পণ্ডিত"।

২৬ অর্থাৎ দেব-উপাসক।

২৭ কোর্তা, জামা।

২৮ =পাপোস, জুতা।

২৯ =ওব নিকটে।

৩০ =আংবাখা ?

৩১ =সকল জগৎসংসাব।

৩২ অর্থাৎ খোদার দোহাই দিয়া।

৩৩ পাঠ "বাদি শাদি"। অথ, বাদ সাধিল।

৩৪ =মাংস।

৩৫ =বিষ্ঠাত্যাগ কবিল।

৩৬ পাঠ "মলনা"।

৩৭ =বুত, দেবমূর্তি ?

৩৮ আমাদেব =বাঙ্গালী হিন্দুদের—"হবিব লুট" স্মর্তব্য।

৩৯ John A Subhan বিরচিত *Sufism Its Saints and Shrines* (লখনৌ ১৯৩৮ প্রকাশিত) পৃ ৩০৪ ৩০৬।

৪০ অর্থাৎ "দেহ"।

৪১ অর্থাৎ "দেব।"

৪২ পাঠ "সাম ঝুরু ঝুক"।

৪৩ ধর্মঠাকুরেব শাস্ত্রই পঞ্চম বেদ।

৪৪ অর্থাৎ ঐশ্বর্যময বাজা।

৪৫ অর্থাৎ পাটনিদেব দেবতা ডামবসাঞি ভৈরব।

অর্থাৎ অরুণ) মূর্তি এখন পুরীর মন্দির দ্বারে স্থানান্তরিত।

৪৭ যেমন "ইজ্জ" কাশীরামের 'সৃষ্টিপুরাণ' (গ ১০৭১০ পত্রসংখ্যা ১৩ লিপিকাল ১২১৩ সাল)।

৪৮ ধর্মমঙ্গল-মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উপক্রমে।

৪৯ বলরামদাস, রতিরামদাস, ব্রহ্মহরিদাস ইত্যাদি নিবন্ধে।

৫০ কাহিনীর প্রয়োজন অনুসারে উলূক কখনো হনুমান কখনো পেচক। হনুমান অর্থের মূলে আছে দেশি শব্দ "উল্লুক"।

৫১ "ধর্মের চরণে রামাই পণ্ডিত ভণে জাজপুরে যাহার বসতি। রামাইয়ের পিতার নাম পাওয়া যায় "হিমালয়-পাণ্ডত", "বিশ্বনাথ মুনি" ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে।

৫২ অর্থাৎ রোহিতচন্দ্র = বৈদিক কাহিনীর রোহিতাশ্ব।

৫৩ দাতাকর্ণের কাহিনী হরিশ্চন্দ্র সদার কাহিনীরই পরিণতি।

৫৪ "হাকন্দ" আসিয়াছে সংস্কৃতের "আক্রন্দ" হইতে। অর্থ "হাহাকার" (যেমন প্রাকৃতপৈঙ্গলে "হাকন্দ পলে' হাকাঁদ পড়িল)। ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে "হাকন্দ" (—তাহা হইতে "হাকণ্ড" – ) হইতেছে আত্ম মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া ধর্মঠাকুরকে অর্থাৎ সূর্যদেবতাকে প্রসন্ন করা।(এ একরকম ছিন্নমস্ত সাধন।) লাউসেন-কাহিনীর পশ্চিম-উদয় বা জাগরণ পালাও তাই "হাকণ্ড-পালা" নামে খ্যাত। ময়ূরভট্টের আনুমানিক কাব্যও ক্বচিৎ 'হাকণ্ড পুরাণ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

৫৫ রূপরাম।

৫৬ শ্রীশ্যাম পণ্ডিত।

৫৭ সীতারাম দাস।

৫৮ বীরভূমি আষাঢ় ১৩০৭ পৃ ২৩৮।

৫৯ 'প্রাচীন সাহিত্যপ্রসঙ্গ', বর্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিকা ২ পৃ ১৮ ১৯ দ্রষ্টব্য

৬০ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৩৭)।

৬১ শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল লিখিত ময়ূরভট্ট রহস্য বর্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিকা ২ পৃ ১৪ দ্রষ্টব্য

৬২ মুনি জিনবিজয় সম্পাদিত (১৯৩৭)।

৬৩ অর্থাৎ কুষ্ঠরোগী।

৬৪ গ ৯০৯৬ (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংখ্যক ক্যাটালগ ৭ পৃ ৫৩ দ্রষ্টব্য।

৬৫ যেমন বর্ধমান জেলার পূর্বপ্রান্তে জাড়গ্রামে।

৬৬ নামটি আসিয়াছে বাহুসেন হইতে।

৬৭ নামটি আসলে কি ছিল বলা শক্ত। "মামুদিয়া" (অথবা মহমদিয়া ) হইতে আসা অসম্ভব নয়। কিন্তু কাহিনীতে মুসলমান প্রভাবের কোনই ইঙ্গিত নাই। তবে কি মূলে সংস্কৃত "মহামাত্র (প্রাকৃত মহামত্ত' হইতে মহামদ "মত্ত" স্থানে "মদ") অথবা "মহত্তক ( উচ্চ সভাসদ) ছিল?

৬৮ আসলে যুদ্ধের ঘোড়া "পাখরিয়া" "পক্ষর যুক্ত অর্থাৎ দুই পাশে পাখনা মতোরম লাগানো। ব্যুৎপত্তিতে "পক্ষিরাজ পক্ষিবাজ"।

৬৯ =লোহার পাটা।

৭০ অথবা "হাকণ্ড" অর্থাৎ হাহাকার ক্রন্দনের ভূমি। এখানে লাউসেন ছিন্নমস্ত হইয়া পূজা করিয়াছিল তাই এই নাম।

৭১ 'গড়মান্দারণ ও জাহানাবাদের ইতিবৃত্ত জন্মভূমি জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮ পৃ ৩৭৬-৩৪৭।

৭২ আটদিনের গান ভাবিয়া হারাধনবাবু "আটপালা গীত" কল্পনা করিয়াছেন।

৭৩ "শরের বাহন" মাস পৌষ নহে কার্তিক।

৭৪ হারাধনবাবুর উক্তিতেই প্রকাশ যে ও অঞ্চলের লোক নেড়া দেউলের শিবকে "কামেশ্বর বলে সম্ভবত তিনি দুর্গেশনন্দিনীর প্রভাবে পড়িয়া "শৈলেশ্বর" করিয়াছিলেন।

৭৫ জন্মভূমি পত্রিকার স্বত্বাধিকারী যোগেশচন্দ্র বসু হারাধনবাবুর প্রবন্ধরচনার কয়েক বছর আগে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল ছাপাইয়াছিলেন। তাহাতে আত্মপরিচয়টি বাদ দেওয়া হইয়াছিল। একথা এখানে স্মরণীয়।

৭৬ স ৫৫৬।

৭৭ স ৫৫৮, স ৫৫৯ গ ৪৯৯২।

৭৮ স ১৭২ স ৫৫৭ ৫৫৮।

৭৯ বলা বাহুল্য ইছাই ঘোষের দেউল নামটি ধর্মমঙ্গল-কাব্য হইতেই আসিয়াছে।

৮০ "নিরঞ্জন মঙ্গলে চণ্ডীর ইতিহাস সোম ঘোষে কহিলা সিদ্ধি চণ্ডীদাস।
"উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডীদাস করে বেদধ্বনি একমনে সোম ঘোষ পূজেন ভবানী।"

৮১ পাঠ "জোথা"।

৮২ ঐ "কনকসেনের"।
৮৩ স ৫৫৯ (পৃ ১৭৭ ক)।
৮৪ স ৫৫৮ (শ্রীশ্যাম পণ্ডিতের প্রাচীনতম পুথি, খণ্ডিতাংশ মাত্র)।
৮৫ সিঁট বাঁধিয়া।
৮৬ -মোচ।
৮৭ -ডোঙ্গায়।
৮৮ -চৌ চৌ করিয়া।
৮৯ পাঠ "ডুর‍্যা"।
৯০ পাঠ "দত্ত"।
৯১ -পেট।
৯২ পাঠ "কর দিয়ে"।
৯৩ -কোপাকুপি।
৯৪ পাঠ "পুত্র"।
৯৫ বি ৮১৪ (জামতি হইতে জাগরণ পালা, ১২৩৪ সাল), বি ৯২৬ বি ৯৫৩ (সুরিক্ষার পালা)।
৯৬ সাহিত্য-সভার সংগ্রহে রূপবামের কাব্যের প্রায় শতাধিক পুথি আছে (প্রায় সবই খণ্ডিত), অন্যত্রও অনেক পুথি আছে। রূপরামের ধর্মমঙ্গল প্রথম খণ্ড (প্র-স) ভূমিকা পৃ ১৷৶ ২ দ্রষ্টব্য। ইহার প্রথম খণ্ড (লাউসেন চুরি পালা পর্যন্ত) বর্ধমান সাহিত্যসভা কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৫১)। ঐ দ্বি স আখড়া পালা পর্যন্ত, শ্রীসুকুমাব সেন শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল ও শ্রীসুনন্দা সেন (দত্ত) সম্পাদিত (১৩৬৩)।
৯৭ রূপরামের ধর্মমঙ্গল-ভূমিকায় (প্র-স পৃ১৷৶) এই কালবিচার দ্রষ্টব্য।
৯৮ মাতার নাম ভনিতায় পাওয়া যায় বারবার। পিতার নাম পাইয়াছি একটি মাত্র ভনিতায়, তাও আবার অত্যন্ত অবাচীন (১৩০৪ সালে লেখা) পুথিতে,

"শ্রীরাম চক্রবর্তীর বেটা শ্রীবামপুবে ঘর, পলাশনেব মাঠে ধর্ম যারে দিলা বর।"

৯৯ রূপরামেব ধর্মমঙ্গল (প্র-স) পৃ ১৮ ২১। মূল রচনা বলিতেছি বটে কিন্তু নিঃসংশয় নই। রূপবামেব পুথি প্রচুব পাওয়া যায়। সেগুলি মধ্যে মিল আছে, অমিলও আছে। কোন কোন পুথিতে এতদূব অমিল যে ভনিতা ছাড়া কিছুই মেলে না।
১০০ -পাইল, "পালি"। অর্থ দোহাব।
১০১ এই উক্তির মধ্যে নামধামগুলি সব ঠিক নয়। কবির আত্মকাহিনী দ্রষ্টব্য।
১০২ প্রদীপ জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ পৃ ৭২।
১০৩ রূপরামের ধর্মমঙ্গল (প্র স) পৃ ৯৫-৯৭।
১০৪ স ১৪০, স ১৪১। 'অনাদিমঙ্গল' নামে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায কর্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৪৫)। প্রকাশিত গ্রন্থের মূল কোনো আধুনিক গাযনেব খাতা। ইহাব বারো আনাই রূপরামেব পুথির বস্তু, শুধু ভনিতা রামদাসেব।
১০৫ আরামবাগের আট ক্রোশ দক্ষিণে।
১০৬ আরামবাগের সাত ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে।
১০৭ বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে দামোদরের পুরাতন খাতের অদূরে।
১০৮ স ১৪১। সাহিত্যসংহিতা পঞ্চম খণ্ডে (পৃ ৫২৩-৩৫) মধুসূদন অধিকারীর প্রবন্ধ এবং বিশ্বকোষ ১৮ পৃ ৩৭ দ্রষ্টব্য।
১০৯ রূপরামের মতোই।
১১০ পাঠান্তর "এত বড বোঝা তার এত বড"।
১১১ ঐ "মনে চিন্তে পথপ্রান্তে"।
১১২ পাঠান্তর "পাঠ পাড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া, গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া"। অতিরিক্ত পাঠ "খেলাছলে ধর্মপূজা কর্মকাণ্ডহীন, জানি না ধর্মের গীত তায় অবাচীন।"
১১৩ পাঠান্তর "আজি হৈতে রামদাস কবিবর"।
১১৪ ঐ "কালুরায়"।
১১৫ ঐ "বলে যাই"।
১১৬ পাঠ "সেই"।
১১৭ ঐ "খানে"।

১১৮ =পাইল, পালি, দোহার।

১১৯ গ ৪৯৯৮ (লিপিকাল ১১০৮ ও ১১১৫ সাল সম্ভবত মল্লাব্দ), স ৫৬০, ক ২৪৭০, ক ২৪৭২।

১২০ ভনিতায়ও উল্লেখ আছে, "পূর্ব্বতপের চিন কাএন্ত সীতারাম"।

১২১ স ৬০১ (জাগরণ পালা, লক্ষীন্দর জীয়ানো) পৃ ৬৫ খ।

১২২ তুলনীয় রূপরাম, "একে শনিবার তায় ঠিক দুপুর বেলা, সম্মুখে দাণ্ডাইল ধর্মে গলে চন্দ্রমালা।"

১২৩ ১১৯৬ সালে (১৬৮৯) চন্দ্রকোনা অঞ্চলে লেখা এক পুথির (ক ৪৬৯২) পুষ্পিকায় "মহারাজা সুমেরুসিংহ" ও "দেওান মহাসিংহ" উল্লিখিত হইয়াছে। রতন কবিরাজের মদনমোহন-বন্দনায় মহাসিংহের উল্লেখ আছে (গ ৩৬১৫),

"টাক্কা (? ঢাকা) লুটি লইল বিজ চড়্যা আইল মহাসিংহ
ঠেঙ্গাব-তলায় যাহার মোকাম
দিন কত বস্যাছিল আপনি পালায়ে গেল
শুনা কিছু প্রভুর মহিম।"

১২৪ পাঠান্তর "রানিসায়ের"।

১২৫ অনাধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে তামাক খাওয়ার উল্লেখ এই প্রথম পাওয়া গেল।

১২৬ =ঝড়।

১২৭ কবির নিবাসগ্রাম। ধর্মমঙ্গলের ও মনসামঙ্গলেব ভনিতায় প্রায়ই উল্লেখ আছে। যেমন, "সীতারাম দাস গান সুখসায়েরে ঘর"।

১২৮ পাঠ "হস্কাব"।

১২৯ পাঠ "দেবী ঘোষ"।

১৩০ ঐ "সভাবাম"।

১৩১ ঐ "বালিমিকে"।

১৩২ "ঐ "চিত্তপুব"।

১৩৩ অর্থাৎ শিবদাস্য ?

১৩৪ অর্থাৎ মালঞ্চ।

১৩৫ সীতাবামেব ভ্রমণপথেব গ্রাম নামগুলিব হদিস ডক্টব শ্রীকার্তিকচন্দ্র বায়েব কাছে পাইযাছি।

১৩৬ যদুনাথ নয়।

১৩৭ বি ৯২০ (পত্রসংখ্যা ৬৭ খণ্ডিত, লিপিকাল ১১৪৭ সাল ১৭৪০)। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডলেব সম্পাদনায় বিশ্বভাবতী কর্তৃক প্রকাশিত।

১৩৮ কৃষ্ণ ও বাম নামেব ইঙ্গিত আছে এখানে।

১৩৯ পাঠ "কৃষ্ণনাম"।

১৪০ অর্থাৎ কৃষ্ণনামেব ভার্যা বন্দিনী হইল ৺ করেণী (খাজাঞ্চী শেঠ) দাস হইল। অথবা ভার্যা কবোডীব বন্দিনী দাসী হইল।

১৪১ অর্থাৎ শকাব্দ।

১৪২ 'বক্ষ পুত্র শোভাবামে"।

১৪৩ পাঠ "সত্য শূন"। অর্থাৎ সত্য (আরবী হক) ও শূ (নিবঞ্জন)।

১৪৪ ম্লেচ্ছ।

১৪৫ শূন্যপুবাণে ও ধমপূজাপদ্ধতিতে প্রাচীনতব ঐতিহ্য আছে। সেখানে ধম শেষ অবতাবে "গৌড়ের বাজা", দিল্লীব বাদশাহ নন।

১৪৬ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, মানে ডাক (জ্ঞানী, গুণিন)।

১৪৭ এখানে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর প্রভাব পড়িয়াছে।

১৪৮ "বর্জি" বেজির "শুদ্ধ" রূপ।

১৪৯ প্রথমে আছে হস্তিনাপুব।

১৫০ বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী মানে ডাকিনী (জ্ঞানী গুণিন স্ত্রীলোক)।

১৫১ অর্থাৎ বারমতি।

১৫২ অর্থাৎ কাপড় দিযা ঘেবা, ঘারভরা

১৫৩ অখণ্ড (কদলী) পত্রে ?

১৫৪ পলাশ পত্রে ?

১৫৫ পুত্রবলিদানের প্রতীক—এই ব্যাপার।

১৫৬ সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই দুইশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নাম "রাম"-যুক্ত হইত। প্রায় সব ধর্মমঙ্গল-রচয়িতার নামে "রাম" পাই। যেমন রূপরাম, যাদবরাম, ঘনরাম, মানিকরাম, হৃদয়রাম, রামকান্ত, রামচন্দ্র, রামদাস, গোবিন্দরাম, সীতারাম ইত্যাদি। ব্যতিক্রম—শ্রীশ্যাম ও নরসিংহ।

১৫৭ রূপরামের কাব্যের প্রচার ছিল সর্বাধিক, তাহার পর রামদাস আদকের, রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জের, সীতারাম দাসের এবং শ্রীশ্যামপণ্ডিত-ধর্মদাসের। ঘনরামের কাব্যের সম্পূর্ণ প্রাচীন পুথি দেখি নাই। খণ্ডিত পুথিও অল্প মিলিয়াছে। যেমন, স ২৮৮, স ৩৮৯, ক ২৪৬১-৬৩।

বর্ধমান জেলায় রায়না-নিবাসী মহেন্দ্রনাথ ঘোষ সর্বপ্রথম ঘনরামের কাব্যের কিছু অংশ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সমগ্র কাব্যটি বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রথমে মাসে মাসে খণ্ডে খণ্ডে সচিত্র বাহির হইয়াছিল (অগ্রহায়ণ ১২৮৯ হইতে পৌষ ১২৮০ অব্দ)। তাহার পর পুস্তক-আকারে বাহির হইয়াছিল ১২৮৯ সালে। তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হয় ১৩১৮ সালে।

ধর্মমঙ্গল সাধারণত বারো দিনের গান ('দ্বাদশ মঙ্গল'), দিনে দুইপালা করিয়া মোট চব্বিশ পালা। প্রকাশক কাব্যটিকে আধুনিক মহাকাব্য করিবার জন্য চব্বিশ সর্গে ভাগ করিয়াছেন।

১৫৮ ঘনরামের মাতার নাম সীতা। "কবিরত্ন ভণে সতী সীতার নন্দন" (পুথি ১২৬১ সাল, পৃ ২৫৩)।

১৫৯ বোধ হয় ইহারই বংশধরের কাছে মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ঘনরামের পুথি পাইয়াছিলেন।

১৬০ "জগৎ-রায় পুণ্যবন্ত পুণ্যের প্রভায় মহারাজচক্রবর্তী কীর্তিচন্দ্র রায়
আশীর্বাদ করি তায় বসিয়া রাবামে কইযড় পরগনা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে।"

১৬১ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণেও (১২৯১) তারকাচিহ্ন আছে কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে তাহা বেমালুম তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৬২ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' চতুর্থ সংস্করণে (১৯৪৫) এই বিবরণ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৬৩ স ৩৮৪ স ৫৬৫। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীকালীপদ সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত এবং বর্ধমান সাহিত্যসভা কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৫১)।

১৬৪ শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী কর্তৃক সংগৃহীত। প্রাপ্ত পুথিতে এই পাতাগুলি আছে ১২ ২৬ ১০৮ ১১২, ১১৪ ১২১ ১২৫ ১২৮ ১৩৬ ১৩৮। ১২৬ক পৃষ্ঠায় আছে "ত্রয়োদশদিবসস্যায়ং মঙ্গলং"।

১৬৫ শালে ভর পালা (পৃ ১৬ক)।

১৬৬ জালন্দা পালা (পৃ ১১৫ খ)।

১৬৭ পাঠ "পাললিক"।

১৬৮ জালন্দা পালা (পৃ ১১৬ খ)।

১৬৯ 'দ্বিজ ঘনরাম নামে আর একজনও ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। এই ঘনরাম ভনিতায় একটি জামতি বা গালাহাট-পালার পুথি পাওয়া গিয়াছে (ক ৩৪৩২)। ইহার সহিত ঘনরাম চক্রবর্তীর ঐ অংশের রচনার একটুও মিল নাই। এ পুথিতে পরিচয়-জ্ঞাপন ভনিতা ("মাতা যার") নাই। সুতরাং এটি অপরের রচনা বলিতে হয়। জামতি পালা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা পুথি, লিপিকর "ক্ষেত্রমোহন পাণ্ডত নিবাস ময়নাপুর"। শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র এই পুথির (ক ৪৪২২) প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

১৭০ স ৬ (লিপিকাল ১১৫১ ৫২ সাল, কাব্যের শেষাংশ)। সাহিত্য সংহিতা অষ্টম খণ্ডের পরিশিষ্ট রূপে (১ ১৯৪) কানড়ার সম্বন্ধ-পালা অবধি ফকিরদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৭১ পাঠান্তর "মল্লভূমি নিবাস"।

১৭২ 'বঙ্গের দিনাম

১৭৩ "দ্বিজ রামচন্দ্র গায় নিবাস চামোটে।'

১৭৪ রামচন্দ্র কবি তবে ধর্মমঙ্গল গায়কও ছিলেন, এ বিষয়ে পাঠ সন্দেহ।

১৭৫ স ৫৬৬ (লিপিকাল ১৩৩২)। এই পুথি অবলম্বনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক ময়ূরভট্ট বিরচিত শ্রীধর্মপুরাণ প্রকাশিত হইয়াছিল (১৩৩৭)। বর্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিকা দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীপঞ্চানন মণ্ডলের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৭৬ ক ৩২২৪, ক ৩২২৩ (মেদিনীপুর অঞ্চলের পুথি, লিপিকাল ১২১০)। 'সংবাদ' শারদীয়া সংখ্যা ১৩৪৭ পৃ ৪-৬ দ্রষ্টব্য।

১৭৭ পাঠ "ধনুকের"।

১৭৮ "জুঝাটির ধর্ম বন্দো খাজুরের তলা" (দিগবন্দনা)। এই দিগবন্দনায় দামিন্যার চক্রাদিত্য ও কোটশিমুলের সৈয়দ পীরের উল্লেখ লক্ষণীয়,

"দামিন্যার ঠাকুর বন্দির চক্রাদিত্য,
কোটশিমুলের বন্দো জামুড়া সৈঅদ।"

১৭৯ পাঠ "সিধু", "ইন্দু" "সিন্ধু"।

১৮০ অথবা "ছিটে"।

১৮১ পাঠ পরিষ্কার নয়,—"ভুবন্তাতে", "পুরন্তাতে"।
১৮২ কীর্তিচন্দ্র রায় ও জাফর-খাঁর সঙ্গে সঙ্গতি রাখিতে গেলে অন্য পাঠ কল্পনা চলে না।
১৮৩ গ ৫৪৪১। বিভিন্ন অংশের লিপিকাল (মল্লাব্দ)—১০৭৩, ১১০২ ও ১১১৭ সাল।
১৮৪ - মুখোপাধ্যায়।
১৮৫ দিগ্‌বন্দনায় গ্রাম উল্লিখিত আছে।
১৮৬ -চবাই।
১৮৭ পাঠ "গোলাব"।
১৮৮ -গবপুব।
১৮৯ লেগুযা।
১৯০ বঙ্গসাহিত্য পবিচয ১ পৃ ৩৭৯। লিপিকাল ১০৭১ মল্লাব্দ (১৭৬৫-৬৬)।
১৯১ অর্থাৎ ১৭৪৯ অব্দে।
১৯২ বীবভূমবিবরণ ৩ পৃ১৯১। এই বিবরণ হৃদয়রামের পুথি হইতে নেওয়া বলিয়া মনে হয়। যিনি এই বিবরণ লিখিযাছিলেন তিনি পুথিব এই পাতাটি লইয়া গিযাছিলেন। তাহাব পর সেটি আব ফেরত দেন নাই, নষ্ট হইয়া গিযাছে।
হৃদয়বামেব ভনিতা এইরূপ "নিবঞ্জনেব মহিমা কহনে না যায ময়ূবভট্ট বন্দিযা হৃদয়বাম গায়"।
১৯৩ প ৫৪৯ (চি)। নিতান্ত খণ্ডিত পুথি।
১২৪ প ২৬৬১।
১৯৫ ক ২৪৫৪ (৩০ পাতাব পুথি লিপিকাল ১২৩৩ সাল।)
১৯৬ স ৫ (লিপিকাল ১৭০৩ শকাব্দ)। পুথি বেলটে গ্রামে মানিকবামেব পঞ্চম ভ্রাতা বামতনুব বংশধব শ্রীযুক্ত বামগতি গাঙ্গুলীব কাছে পাওযা গিযাছে। লিপিকব বামচন্দ্র গাঙ্গুলী বোধ হয কবিব ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। মানিকরামের কাব্যের দ্বিতীয় পুথিব অস্তিত্ব এখন নাই। এক পুথি অবলম্বনে বঙ্গীয সাহিত্য পবিষৎ হইতে হবপ্রসাদ শাস্ত্রী কাব্যটি ছাপাইযা ছিলেন (১৩১২)। সে সংস্কবণ নকল কবিবাব দোষে ও সম্পাদনের ত্রুটিতে অবাবহার্য ছিল। সম্প্রতি শ্রীবিজিতকুমাব দত্ত ও শ্রীসুনন্দা দত্তেব সম্পাদনায কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয কর্তৃক প্রকাশিত হইযাছে (১৯৬০)।
১৯৭ পাঠ "অব্যাহত"।
১৯৮ সা প প ১৫ পৃ ৪৭ হইতে প্রবাসী পৌষ ১৩৩৬ প ৩৪৮ ৪৯
১৯৯ "বাঙ্গল গাঙ্গুলি গাঞি বেলডিহায ঘব পিতামহ অনন্তবাম পিত গদাধব" "দ্বিজ শ্রীমানিক ভণে কাত্যাযনী সুত "শান্তমতি সুলক্ষণা সীমন্তিনী শৈব্যা"।
২০০ "স্বসাহীন সম্প্রতি ছয সহোদব। দুর্গাবাম দ্বিতীয বিখ্যাত গুণধাম মুক্তাবাম তৃতীয চতুর্থ ছকুবাম। বামতনু পঞ্চম বসিক বসে পূর্ণ সর্বানুজ নযান সকলে ধন্য ধ্য।
২০১ 'কাশীনাথে বিশ্বনাথে বাখিলেন মনে" "বমানাথে বক্ষা কব বাজবাজেশ্বব" "এক কন্যা অভযা আখ্যাত অতি ভব্যা"।
২০২ "পাযেন হবেক তাব চতুর্থ সোদব"।
২০৩ "শীতলসিংহ সদাই আপনি সখা যার"।
২০৪ আইলেন।
২০৫ দেখাইযা।
২০৬ অর্থাৎ প্রচলিত লাউসেনেব কাহিনীব আদর্শ তোমাকে দেখাইযা দিব। সে আদর্শ ঘনবামের কাব্যের পুথি বলিযাই মনে হয।
২০৭ যেমন রূপবামের হইযাছিল।
২০৮ স ২২১ ৫৬৮ (কবিব ধর্মমঙ্গলের পুথিব সঙ্গে প্রাপ্ত)। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল লিখিত মাণিক গাঙ্গুলীব শীতলামঙ্গল প্রবন্ধ বর্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিকা দ্বিতীয খণ্ড পৃ ৬০-৬৪।
২০৯ স ১৭১ ৫৭২ (লিপিকাল ১২৭৫ সাল)। পুথি শ্রীদাশরথি তা সংগ্রহ করিযা দিযাছিলেন। পল্লীর কথা শাবদীয সংখ্যা ১৩৪৮ প ১৮ ২০ দ্রষ্টব্য।
২১০ = সেজ বোন।
২১১ = ঈশ্বরের চক্রান্ত।
২১২ = বুড়ারায়ের।
২১৩ =মাটিতে মাথা ঠেকাইযা হাঁটু গাড়িযা প্রণাম কবিব।
২১৪ পাঠ 'সিন্ধিনী'।
২১৫ ঐ 'বঙ্গেতে'।

২১৬ স ৫৬০ (লিপিকাল ১২০৩)। ছয় পাতার পুথি। শ্রীপাঁচুগোপাল রায়, এম্-এ, লিখিত 'এক নূতন ধর্মমঙ্গল কবি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, বর্ধমান সাহিত্যসভা-প্রকাশিকা পৃ ৭।

২১৭ স ১৩৯। বাইশ পাতার পুথি। একস্থানে মার্জিনে লেখা আছে ১২৩৪ সাল। পুথির লিপিকাল এই সালের পরে যাইবে না।

২১৮ ক ১৬৫১।

২১৯ বি ১৯১, বি ১৯৩।

২২০ চন্দ্রমণি কি রূপরামের সম্পর্কিত ?

২২১ স ১৫২ (সৃষ্টিপত্তন), স ১৫৫ (হরিশ্চন্দ্র পালা)। অম্বিকাচরণ গুপ্তের প্রবন্ধ সা-প-প ৪ পৃ ২২৭ হইতে। অম্বিকাচরণের অবলম্বিত পুথির লিপিকাল ১১৯৩ সাল।

২২২ গ ৫৩৬৫ (লিপিকাল ১২৪৪)।

২২৩ "মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় একচল্লিশ সালে, বিশ্রব্ধ বসেছিল শ্রীফলের মূলে।" এই ঘটনাবই ইঙ্গিত কবিয়া সহদেব অনিলপুরাণে লিখিয়াছেন, "দ্বিজ সহদেব গায় পূর্ব তপ ফলে, যাহারে করিলে দয়া একচল্লিশ সালে।" "যাহাবে" যদি স্বয়ং কবিকে বুঝায় তবে কাব্যের রচনাকাল ১১৪১ সালের অল্প পরেই হইবে। তারকেশ্বব-বন্দনা অনিলপুবাণের মধ্যেও পাওয়া গিয়াছে।

২২৪ "বন্দিব বাঁকুড়ারায় ভাঙ্গামোড়ায় স্থিতি, সম্বংশে উৎপত্তি পণ্ডিত বৃন্দাবন, যাহার সেবার বশ দেব ত্রিলোচন"।

২২৫ "চক্রবর্তী রাজারাম অশেষ পুণ্যের ধাম বিশ্বনাথ তাহাব নন্দন,
মহাদেব তস্য সুত যাহার অনুজ ভ্রাতা সহদেব সুকবি বচন।"

২২৬ অনিলপুরাণ।

২২৭ তারকেশ্বরের বন্দনা।

২২৮ স ১৫৩ পৃ ৬ খ।

২২৯ ঐ পৃ ১০ ক। ২৩০ স ১৫২ পৃ ৯ খ।

২৩১ অম্বিকাচরণ গুপ্তের পুথি।

২৩২ স ১৫৬ পৃ ১৫ খ।

২৩৩ প ২৫০৫ (১৬৯ পাতার পুথি, অসমাপ্ত)। পুথিটি ছাপা হইতেছিল, তাহাও অসমাপ্ত।

২৩৪ "অনাদ্যের মায়া কহনে না যায়, দ্বিজ রামাঞি পণ্ডিতের কবি লক্ষ্মণে গায়"। (পৃ ৮৬ খ)।
"নিবেদন প্রভু শুন শ্যামরায়, দ্বিজ রামাই পণ্ডিতের গীত ছাওয়াল গাএন গায়।" (পৃ ১৪৮ ঘ)।

২৩৫ পৃ ৩৩ খ।

২৩৬ "ধর্মেব বচনে পণ্ডিত বাম গায়, অনিলপুরাণ গীত শুন শ্যামরায়।"

২৩৭ পাঠ "সদ্যের"। "সদ্য, বিসদ্য" হয়ত "শল্য বিশল্য" অপপাঠে।

২৩৮ প্রেমী অভিনন্দন গ্রন্থে (১৯৪৯) 'উত্তর ভারত কে নাথ সম্প্রদায় মে বংগালী প্রভাব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২৩৯ পীতাম্বরদত্ত বডথাল সম্পাদিত 'গোরখ-বাণী' পৃ ১৫১।

২৪০ ঐ পৃ ১৫৫।

২৪১ অর্থাৎ কাহার কথায় কে প্রত্যয় করে। পাঠান্তর "নিবেদি তোমাব বাঙ্গা পায"।

২৪২ পাঠ "চাউল", "বুড্যা গেল"।

২৪৩ পাঠান্তর "পাছে নৌকা বুড্যা গেল"।

২৪৪ ঐ "মধ্য নৌকায় উড্যা গেল"।

২৪৫ ঐ "ভিজাইতে"।

২৪৬ ঐ "বুড্যা গেল"।

২৪৭ ঐ "নৌকাখানি রেখে আইনু"।

২৪৮ ঐ "পর্বত"।

২৪৯ ঐ "ক্ষুদ্র পিপীলিকার"।

২৫০ সহদেবের পুথিতে নাই।

২৫১ পাঠান্তর "আকাটি বাজের পুত্র হইয়াছে"।

২৫২ ঐ "খাত্যে চায়"।

২৫৩ ঐ "মনপবন তাহার"।

২৫৪ ঐ "পর্বতশিখরে পোনা উজাইল চরঙ্গি পলাইয়া যায়"।

২৫৫ = আগমের।

২৫৬ ঐ "তৈল থাকিতে দীপ নিবাইনু আঁধার হইল পুরী
সহদেব গায় ভাবিয়া কালুরায় শরীর বর্ণন চাতুরী ॥"

দুইটি নিবন্ধেই কিছু কিছু অতিরিক্ত ছত্র আছে।

২৫৬ তুলনীয় মুনিদত্ত কর্তৃক উদ্ধৃত মীননাথের চর্যাপদাংশ "কমল মধু পিবিবি ধোকে ন ভমরা" (প্রথম খণ্ড পৃ ৫৬ দ্রষ্টব্য)।

২৫৭ তুলনীয় অদ্বৈত আচার্যের কথিত ছড়া (প্রথম খণ্ড পৃ ৩০৮ টীকা ১১ দ্রষ্টব্য)।

"চোবাব ঘরের ধন নিতি চুরি করে
এ চোবা ধরিব মোরা কেমন প্রকারে।"

২৫৮ পাঠ "অরুআ সংকিনা"।

# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
# যোগীসিদ্ধ-কথা

## ১ বিচার-বিশ্লেষণ

শৈবযোগীদের গান ও ছড়ার অস্তিত্ব বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্মেষকালেও ছিল। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যদের এবং নিরীশ্বর অথবা শৈব যোগীদের গীতি একসঙ্গে মিশাইযা আছে। কাহ্ন-পাদের একটি চর্যাগীতিতে তাঁহার গুরু জালন্ধরি-পাদেব উল্লেখ আছে।[১] জালন্ধরি-পাদ (নামান্তর হাড়িপা) আদি যোগী-সিদ্ধদেব অন্যতম। আর একটি গীতিতে কাহ্ন নিজেকে "কাপালী যোগী" বলিয়াছেন।[২] ইহাতে যোগী-সিদ্ধদের বেশের বর্ণনা আছে। এই দুইটি গীতির কবি নিঃসন্দেহে যোগী-সিদ্ধ ছিলেন। গুহ্যসাধন ব্যাপাবে তখন কয়েকজন সিদ্ধ শৈব ও বৌদ্ধ দুই সম্প্রদায়েরই সম্মান পাইয়াছিলেন। চর্যাগীতিকোষেব টীকাকার মুনিদত্ত মীননাথের নামে একটি চর্যাগীতির অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন "তথা চ পরদর্শনে" বলিযা।[৩]

সমসাময়িক অবহট্‌ঠ সাহিত্যেও শৈব যোগীদের লেখা দোহা-কবিতা কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। যেমন,

মুলু ছড্ডি জে ডাল চড়ি কহঁ তহ জোয়ভাসি।
চীরু ণ বুণনহঁ জাই বড় বিণু উট্ ঠিযই কপাসি ॥[৪]

'মূল ছাড়িয়া যে ডালে চড়ে কি করিয়া তার যোগাভ্যাস হয়?
মূর্খ, সূক্ষ্ম বস্ত্র কি বোনা যায় কাপাস না উৎপাদন কবিলে?'

অপ্প পবহু ন মেলিয়উ আবাগমণু ণ ভগ্গু।
তুস কড়ন্তহ কালু গউ তন্দুলু হত্থি ণ লগ্গু ॥[৫]

'নিজেকে পবের সঙ্গে মেলানো হইল না, আনাগোনাও শেষ হইল না।
তুষ কাঁড়িতে কাঁড়িতে কাল গেল, চাল হাতে লাগিল না ॥'

জালন্ধরি-পাদ ও কাহ্ন-পাদ সম্ভবত ঐতিহাসিক ব্যক্তির নাম। কিন্তু মীননাথের (মুনিদত্তের উদ্ধৃতি ছাড়া) ও গোরক্ষনাথের ঐতিহাসিকত্বের কোন বলবৎ প্রমাণ নাই।

মীননাথ কৈবর্ত ছিলেন কিনা জানি না, তবে মাছের সঙ্গে আদি যোগী-সিদ্ধদের কিছু সম্পর্ক ছিল। জালন্ধরি শব্দের অর্থ দুইরকম হইতে পারে—জালন্ধরেব লোক অথবা জালধাবী, জেলে। গোরক্ষনাথের ছড়াতেও পাই "গোরখ কেবট্যা" (অর্থাৎ গোরখ কৈবর্ত)।

যোগী-সিদ্ধ কাহিনী বাঙ্গালায় এবং সম্পর্কিত অন্য ভাষার সাহিত্যে আছে। সবসুদ্ধ পাঁচ-ছয়টি প্রাচীন যোগী-নাম এই কাহিনীতে পাওয়া যায—মৎস্যেন্দ্রনাথ (মচ্ছিন্দর, মোচন্দর), গোরক্ষনাথ, জালন্ধরি (ইঁহার নামে "নাথ" নাই), কাহ্ন (ইঁহার নামেও "নাথ" নাই), চৌরঙ্গীনাথ (ইঁহার কোন বিশিষ্ট কাহিনী নাই) এবং শিশু বা গাভুর (শুধু বাঙ্গালা কাহিনীতে আছে। জালন্ধবির পুত্র-শিষ্য রূপে)। মোটামুটি পাত্র এই চারজন—মৎস্যেন্দ্রনাথ (মচ্ছিন্দব, মোচন্দব), গোবক্ষনাথ, জালন্ধরি ও কাহ্ন (গাভুর, শিশু)। "চৌরঙ্গী" হযতো চার সিদ্ধার সমাহৃত ভাবনা। চাবজন সিদ্ধা দুইটি দলে বা সম্প্রদায়ে পড়েন,—(১) মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষ—'নাথ' মার্কাযুক্ত, এবং (২) জালন্ধরি ও কাহ্ন—'নাথ' মার্কাবিহীন। কিন্তু একটু তলাইযা দেখিলে আসলে দল দুইটি নয় একটিই, মৎস্যেন্দ্র এবং জালন্ধরি অভিন্ন এবং যিনি গোবক্ষ তিনিই কাহ্ন।

মৎস্যেন্দ্র নামটি সংস্কৃত হইলেও অবাচীন। শব্দ বা নামটি ছিল গোড়ায় মৎস্যন্ধর। বিকৃতি হইয়াছিল এইভাবে,—মৎস্যন্ধব>মচ্ছন্ধব>মচ্ছিন্দব (অ-বাঙ্গালা), মোচন্দর, মছন্দলি (<*মৎস্যন্ধরিক) (বাঙ্গালা)। দল দুইটির অভিন্নতা নিম্নের ছকে প্রদর্শিত হইল।

গুরু : *মৎস্যন্ধর (মৎস্যন্ধবি) - জালন্ধরি - জেলে।

শিষ্য . গোবক্ষ (অর্থাৎ গোরুব রাখাল) = কাহ্ন (শিশু, গাভুব কৃষ্ণ) = গোয়ালা।

আমাদের দেশে জনভাবনায জেলে বুদ্ধিমান, গোযালা অবোধ। তাই মৎস্যেন্দ্র-জালন্ধরি গুরু আর গোরক্ষ-কাহ্ন গোয়ালা।

যোগী-সিদ্ধ সম্পর্কিত কাহিনীগুলি দুইভাগে পড়ে। প্রথম ভাগে সিদ্ধদেব ইতিহাস এবং শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক গুরু মীননাথকে নাবী-মোহ হইতে উদ্ধার। এই কাহিনী সহদেব চক্রবর্তীর ও লক্ষ্মণের অনিলপুবাণে পাইয়াছি। অপর যেসব পুথিতে এই কাহিনী পাওয়া যায় সেগুলির বিশিষ্ট নাম হইতেছে 'গোবক্ষবিজয' অথবা 'মীনচেতন' (কিংবা 'মীন-চৈতন্য')। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে জালন্ধরি-পাদের শিষ্য রানী ময়নামতী ও তাঁহাব পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্র (গোপীচন্দ্র) লইয়া কাহিনী। যেসব পুথিতে এই কাহিনী পাওযা যায় সেসব নিবন্ধের কোন বিশিষ্ট নাম নাই। সেগুলি সাধারণত "গোবিন্দচন্দ্রের (বা গোপীচন্দ্রের) গীত (বা গান)" বলিযা উল্লিখিত। যোগী-সিদ্ধদের পুবাণকথা সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তাহা কখনোই পূর্ণ পাঁচালী-কাব্যের আকাব পায় নাই। আর সেসব কাহিনীতে গৃহস্থকল্যাণেব কোন ইঙ্গিতই না থাকায, বরং বিপরীত ভাব থাকায়, তা "মঙ্গল" নাম পাইতে পারে না। সুতবাং শেষ অবধি গাথা-ছড়াব রূপেই এগুলি আমাদের দিন পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। গোবিন্দচন্দ্রেব কাহিনীব একটু বেশি সমাদর হইয়াছিল, তাই এই বিষয় লইয়া একাধিক নাটপালা সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা হইয়াছিল ॥

## ২ বিদ্যাপতির 'গোরক্ষরিজয়' নাটক

শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক গুরু মীননাথের উদ্ধাব বিষযে সর্বচেয়ে পুরানো প্রাপ্ত গ্রন্থ হইল বিদ্যাপতির 'গোরক্ষবিজয়' নাটক। একটি মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে নেপালে।[৬] পুথিটি

মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প খণ্ডিত। এমনিও অনেক ছাড়বাদ আছে বলিয়া মনে হয়। লিপিকব আদর্শ পুথিকে ঠিক মতো অনুসরণ করিতে পারেন নাই। তাই কাহিনীতে অসংলগ্নতা আছে।

রাজা শিবসিংহের পুণ্যার্থে ও ভৈরব-ভক্তি প্রকাশের উদ্দেশ্যে সৎকবীশ্বর বিদ্যাপতি 'গোরক্ষবিজয়' নামক নাটক লিখিয়াছেন, এই কথা প্রস্তাবনায় আছে।

ক্ষুদ্র রচনাটি চার ভাষায় লেখা—সংস্কৃত, প্রাকৃত, মৈথিল (ব্রজবুলি) ও বাঙ্গালা। কাঠামো সংস্কৃত নাটকের মতো, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ব্যবহারও তদনুযায়ী। কেবল গানগুলি মৈথিল-ব্রজবুলিতে ও বাঙ্গালায়। (বাঙ্গালার মধ্যে ব্রজবুলি পদ কিছু কিছু ঢুকিয়াছে।)

কাহিনীতে বৈশিষ্ট্য আছে। গুরু মচ্ছেন্দ্রনাথ রাজা হইয়া ভোগসুখে মগ্ন আছেন। খোঁজ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে চলিয়াছেন গোরখনাথ। তাঁহার সহচব কাননিপা (অর্থাৎ কাহ্নড়িপাদ বা কাহ্নপাদ)। কাল শরৎ। গোবখনাথ গাহিতেছেন (বাঙ্গালা গান),

দু গোটা যোগি হমে সহজক সঙ্গ
পথ জনু হোএ মনোরথ ভঙ্গ। ধু।
আমি তথা বোলি জা···জাঞো
যথা সুনিলো গুরুচরণেরি নাঞো।
ভিখিআ ভোজন গুকতর (= তকতল) বাস
ভনই বিদ্যাপতি দুরে দুরে আস ॥ ৪ ॥

খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহারা কদলিপুর নগর-পাটনে আসিয়া মীননাথ রাজাব সন্ধান পাইলেন। রাজবাড়িতে প্রহরী প্রবেশ করিতে দিল না। তাঁহার পর সেখানে আসিলেন মন্ত্রী মহামতি। তাঁহার উপরেই রাজ্যভার দিয়া রাজা সর্বক্ষণ যৌবনসুখ ভোগ করিতেছেন। মন্ত্রী দৌবারিককে রাজ্যের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে দৌবারিক অন্য সব ভালো খবর দিয়া শেষে বলিল,

দুই যোগি আএল পলটিয়ে গেল
তোরে ডরে ঘর পরবেস ন ভেল।

মন্ত্রী হুকুম দিলেন, নগরে সর্বত্র যোগীদের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দাও।

তাহার পরের দৃশ্যে রাজা বিলাস করিতেছেন মহিষীদের লইয়া। প্রতিহাবী প্রবেশ করিয়া বলিল, দ্বারে তেলঙ্গ দেশ হইতে দুইজন নট আসিয়াছে, কি হুকুম। রাজা বলিলেন, "সত্বরং তৌ নটৌ প্রবেশয়"। নটদ্বয় আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আদেশমত নাট আরম্ভ করিল। নাচ দেখিয়া রাজা তুষ্ট হইয়া বলিলেন,

তাণ্ডব লাস অন্ত ভল নাচসি
চারিহু অঙ্গ সমানে।
জে গাবসি সে চিত্র দেখাবসি[৭]
জে ভাবসি সে বানে ॥ ধু ॥

রাজা তাঁহাদের ইচ্ছামত পুরস্কার লইতে বলিলে তাঁহারা বোধ করি রাজপুত্রকে চাহিয়াছিলেন। রাজপুত্র বৌদ্ধনাথ তখন অঙ্গনে ধূলিধূসর হইয়া খেলা করিতেছিল। রাজা বলিলেন,

বার[৮] বৌদ্ধনাথ দুলহ মোর

থুনু ছলি চোরি লহএ নহি পার।

গোরখনাথ বৌদ্ধনাথকে আলিঙ্গন করিলে রাজকুমারেব মৃত্যু হইল। তখনি রাজা হুকুম দিলেন, "দৌবারিকাঃ এতৌ নটৌ নরকলেবরধারিণৌ যমপুরুষৌ মম-পুত্রপ্রাণহারিণৌ নীত্বা ব্যাপাদয়।"

প্রহরীরা যোগিদ্বয়কে হত্যা কবিতে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে তাঁহারা বলিলেন, "রাজন্ যদি বালকো জীবতি···"। রাজা শুখনা মুখে হাসিয়া বলিলেন, বাঁচাও দেখি। নটদ্বয় ছেলেটির দেহের চারদিকে একবার ঘুরিলে সে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। রাজা আনন্দে নটদের আলিঙ্গন করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন গোবখনাথ আত্মপচিয দিলেন।

গোরখনাথ সে তোহব হমে সীখ
সেষা অএলাহুঁ দেহ অসীখ।
দুলহ জিআওল দুহু-কুলসাব
ভনই বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহাব ॥

তাহার পর তিনি গুরুকে পূর্বকথা স্মরণ কবাইলেন। শেষে বলিলেন,

অন্তেবাসী ত্রিভুবনগুরোর্বদ্ধশীতাংশুমৌলেব
মান্যো রাজাপি চ মম গুরু র্যোগিনামগ্রগণ্যঃ।
ভব্যো বোধোদয়বৃততনুর্যঃ স মৎস্যেন্দ্রনাথঃ
সীদত্যস্মিন্নহহ সুদৃশাং ভ্রূলতাপাশবদ্ধঃ ॥

"ত্রিভুবনগুরু চন্দ্রমৌলীর শিষ্য, যোগীদের শীর্ষস্থানীয়, আমারও গুরু, (এখন) মান্য বাজা, ভব্য, বুদ্ধি-উজ্জ্বল দেহ, সে মৎস্যেন্দ্রনাথ—আহা-হা—এইভাবে সুন্দবীদের কটাক্ষেব ফাঁদে পড়িয়া অবসন্ন!'

রাজার মন টলিতেছে জানিয়া সাত রানী আসিয়া তাঁহার মন ভিজাইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই আর মৎস্যেন্দ্রনাথকে ধরিয়া রাখা গেল না। শেষে ভরত-বাক্য, মৎস্যেন্দ্রনাথের উক্তি গোরখনাথের প্রশংসা।

গঙ্গেবাম্বুনির্ধের্হিমাদ্রিশিখরং বিদ্যা গুরুং সঙ্গতা
ত্বত্তঃ স্নেহনিশান্ধকারগহনে লব্ধপ্রকাশো ময়া।
ত্বম্মে শিষ্যস্ত্বমত্রপঃ···ত্বম্মে ত্বদীয়ং বপুঃ
শ্রীগোবক্ষ চিরেণ জীব জগতি ত্বৎকীর্ত্তিরুজ্জাম্ভ্যতাম্ ॥

'সাগর হইতে গঙ্গা হিমাদ্রিশিখরে (সমাগত হইলে যেমন হয় তেমনি) বিদ্যা গুরুর সঙ্গে মিলিত হইল। তোমার দ্বারাই কামের অন্ধকার রজনীতে আমি আলো পাইয়াছি। তুমি আমার শিষ্য, নির্ভীক···তুমি, আমার বপু তোমার। শ্রীমান্ গোবক্ষ তুমি চিরকাল বাঁচিয়া থাক এবং জগতে তোমার কীর্তিব্যাপ্ত হইতে থাকুক ॥'

### ৩ 'গোরক্ষবিজয়' কাব্য

চৈতন্যের অনুচরদের মধ্যে একজনের নাম ছিল মীনচেতন (পাঠান্তরে মীনকেতন)। এই নাম হইতে অনুমান করা যায় যে মৎস্যেন্দ্র-গোরক্ষ কাহিনী ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এবং তাহার আগেও জনপ্রিয় ছিল। বাঙ্গালায় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে লেখা মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনীর কোন পুথি পাওয়া যায় নাই। তবে কাহিনী যে পূর্ববর্তী দুই

তিন শতাব্দীতে অজ্ঞাত ছিল তাহাও বলা যায় না।[৯]

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণে মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী পাইয়াছি। লক্ষ্মণের অনিলপুরাণেও পাইয়াছি। স্বতন্ত্র গোরক্ষবিজয়ের কোন পুথি কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্বে লেখা নয়। গোরক্ষবিজয়ের অধিকাংশ পুথি উত্তরবঙ্গেব, কয়েকটি ত্রিপুরা-চাটিগাঁ অঞ্চলের। পশ্চিমবঙ্গে কোন পুথি পাওয়া যায় নাই। উত্তরবঙ্গে "নাথ" যোগীদের প্রভাব বাঙ্গালা দেশের অন্য অঞ্চলের তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। তাই নাথ-সিদ্ধদের গান বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতেও এ অঞ্চলে একেবারে লুপ্ত হয় নাই।

গোরক্ষবিজয়ের প্রাচীন গাথাকারদের একজন হইলেন ভীমসেন রায়। দুইটি পুথিতে শুধু ইঁহারই ভনিতা পাওয়া গিয়াছে, তাও একবাব মাত্র।[১০] একটি মুদ্রিত সংস্করণে[১১] ভনিতা আছে শুধু শ্যামদাস সেনের, এবং দুইবার মাত্র। অপর মুদ্রিত সংস্করণের[১২] অবলম্বিত পুথির মধ্যে তিনখানিতে ভনিতা আছে ভীমদাসের ও ফয়জুল্লার, একখানিতে[১৩] কবীন্দ্রদাসের ও ফয়জুল্লার এবং বাকি তিনখানি আদ্যন্তখণ্ডিত পুথিতে শুধু ফযজুল্লাব। একেবারে ভনিতাহীন পুথিও পাওয়া গিয়াছে।

ভীমসেন রায় ও ভীমদাস একই ব্যক্তি মনে করা যাইতে পাবে। "কবীন্দ্রদাস" ভীমসেনের অথবা শ্যামদাসের নামান্তর হওয়া বিচিত্র নয। অতএব গোরক্ষবিজযেব কবি (অথবা প্রাচীন গায়ক) পাইতেছি অন্তত তিন জন—ভীমসেন বায, শ্যামদাস সেন ও ফয়জুল্লা। শ্যামদাস সেন ও ফয়জুল্লাব বচনার মধ্যে ঐক্য এতটা গভীব যে দুইজন স্বতন্ত্র কবি মনে করা দুরূহ। হয় দুইজনেই পুরানো ছড়ার গায়ক ছিলেন, নতুবা একজন ছিলেন ছড়ার লেখক, আর একজন গায়ক। ফয়জুল্লার ছড়ায আরবী-ফাবসী শব্দ আছে, তাহা অস্বাভাবিক নয়।[১৪] মুসলমানদের মধ্যেও নাথ-সিদ্ধ ভক্তের অভাব ছিল না। মৎস্যেন্দ্রনাথ (মীননাথ) মুসলমানদের হাতে মছন্দব-মছন্দলি এবং তাহা হইতে মোচরা পীবে পরিণত হইয়াছিলেন।

গোবক্ষবিজয়-কাহিনীর বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি।

আদ্যদেব ও আদ্যাদেবী হইতে দেবতারা সৃষ্ট হইলে পব, চাব সিদ্ধেব উৎপত্তি ঘটিল। তাহার পর এক কন্যা হইল, গৌরী। আদাদেব বা আদ্যনাথের আদেশে গৌরীকে বিবাহ করিয়া শিব পৃথিবীতে চলিয়া আসিলেন। চার সিদ্ধ বায়ু ভক্ষণ করিয়া যোগাভ্যাসে নিরত রহিলেন। গোরক্ষনাথ মীননাথের, এবং কানপা (কানুপা, কানফা বা কাহ্ন-পাদ) হাড়িপার (পূর্ববঙ্গের পুথিতে হাড়িফা, নামান্তর জালন্ধরি-পাদ) ভৃত্যরূপে পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। মীননাথ এবং হাড়িপা শিবের অনুচররূপে রহিয়া গেলেন।

শিবের দক্ষিণ বামে হাড়িফা মিনাই
পৃষ্ঠযোগে গৌরী আছে জগতের আই।

একদিন গৌরী শিবকে হাড়ের মালা ধারণ করিবার কাবণ জিজ্ঞাসা করিলে শিব বলিলেন যে চণ্ডী সাত সাতবার মবিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকবার মরিবার পর একটি করিয়া হাড় তাঁহার রহিয়া গিয়াছিল। সেই স্মৃতি রক্ষার জন্যই তাঁহার হাড়ের মালা।[১৫] তখন গৌরী বলিলেন,

তুহ্মি কেনে তর গোসাঞি আহ্মি কেনে মরি
হেন তত্ত্ব কহ দেব যুগে যুগে তরি।

তখন শিব বলিলেন, এ সকল গুহ্যকথা এখানে বলা উচিত হইবে না। ক্ষীরোদসাগরে চল, সেখানে জলমধ্যে টঙ্গের উপর বসিয়া নির্জনে বলিব। তাহাই করা হইল। মীননাথ টের পাইয়া মাছের পেটে থাকিয়া (পাঠান্তরে মৎস্য রূপ ধরিয়া) টঙ্গের নীচে হইতে শুনিতে লাগিলেন। মহাদেব যখন মহাজ্ঞান (অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমতত্ত্বসঙ্কেত) বিবৃত করিতেছিলেন তখন দেবীর নিদ্রাবেশ হইয়াছিল।[১৬] মীননাথ দেবীর হইয়া "হুঁ হুঁ" সায় দিয়া মহাজ্ঞান পাইয়া গেলেন। (এই হইল পৌরাণিক মৎস্য-অবতাবের বেদ-উদ্ধার কাহিনীর নাথপন্থী রূপান্তর। তবে এখানে উদ্ধার নয়, অপহরণ।) শিবের ভাষণ শেষ হইলে দেবীর নিদ্রাবেশ কাটিয়া গেল। তিনি বলিলেন, কই আমি তো মহাজ্ঞান পাইলাম না। শিব ভাবিলেন, সে কি, তবে সাডা দিয়া গেল কে। এদিক ওদিক চাহিয়া শেষে মীননাথকে খুঁজিয়া পাইয়া শিব তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, তুমি সঙ্কটে চুবি করা বিদ্যা বিস্মৃত হইবে।

সিদ্ধ-অনুচরদের পবিত্যাগ করিয়া শিব কৈলাসে চলিয়া গিযা গৃহবাস লইলেন। গৃহবাসহীন চার সিদ্ধ যোগপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পূর্বদেশে গেলেন হাড়িপা, দক্ষিণে কানুপা, পশ্চিমে গোবক্ষনাথ এবং উত্তবে মীননাথ। শিব বহিলেন ঊর্ধ্বদেশে—কৈলাসে। গৌরী শিবকে জপাইতে লাগিলেন, চার সিদ্ধ বিবাহ কবিয়া গৃহবাস করুক, কারণ গুরু শিব যখন দুই পত্নী লইযা সংসার কবিতেছেন তখন শিষ্যেরা বিবাহ না করিলে ভালো দেখায় না। শিব বলিলেন, উহারা বিবাহ কবিবে না, উহাদের মনে তিলমাত্র কাম নাই। গৌরী বলিলেন, মানুষের মনে কাম একেবারে নাই তাহা হইতে পারে না, তোমার আজ্ঞা হইলে উহাদেব মনে কাম জাগাই। দেবীর কথায় রাজি হইয়া মহাদেব সিদ্ধদের ধ্যানযোগে ডাকিলেন। তাঁহাবা আসিলে মোহিনীরূপ ধবিয়া গৌরী তাঁহাদেব অন্ন পরিবেশন করিলেন। দেবীর রূপে চার সিদ্ধই মুগ্ধ হইলেন। মীননাথ ভাবিলেন, এমন সুন্দরী পাইলে তাহার সঙ্গে রঙ্গরসে বাত্রি কাটাই। মীননাথের এই মন জানিযা দেবী তাঁহাকে শাপ দিলেন, তুমি কদলীর[১৭] দেশে নারীবাজ্যে গিযা বাজা হও। হাডিপা মনে করিলেন, এমন সুন্দরী যদি পাই তবে তাহার কাছে থাকিয়া হাডিব কাজও কাবতে পারি। তাহাব মন বুঝিয়া দেবী শাপ দিলেন,

হাড়ি রূপ ধবি যাও ময়নামতী ঘব
হাতে ঝাড়ু লও তুমি কাঁধেতে কোদাল

কানুপার বাসনা হইল, এমন সুন্দরী লাভ কবিলে আমি মৃত্যুকে ডবাই না। তাঁহাকে দেবী শাপ দিলেন,

তুরমানে চলি যাও ডাহুকা হইয়া।[১৮]

গোরক্ষনাথ কিন্তু অটল রহিলেন, তাঁহাব মনে কামভাব জাগিল না। তিনি ভাবিলেন, এমন যদি আমার মা হয় তো "তাহার কোলেতে বসি সুখে দুগ্ধ খাই।" গোরক্ষনাথের কাছে হারিয়া গিয়া দেবী তাঁহাকে কঠিনতরভাবে পবীক্ষা কবিতে মন করিলেন।

দেবীর শাপে মীননাথ কদলীর দেশে গিয়া নারীব ভোলে পড়িযা আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া সংসারধর্ম করিতে লাগিলেন। হাড়িপা পাটিকার[১৯] রানী ময়নামতীব পুরীতে হাডির কাজ করিতে লাগিলেন।

গোরক্ষনাথ সিদ্ধস্থান বিজয়ানগরের বকুলতলায় ধ্যানে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে

যোগভ্রষ্ট করিবার জন্য ভোলাইতে আসিয়া গোরক্ষনাথের গন্তব্য পথের মাঝখানে দেবী বিবস্ত্র হইয়া শুইয়া রহিলেন। গোরক্ষনাথ আগাইয়া আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বৃক্ষপত্র (মতান্তরে বিল্বপত্র) দিয়া দেবীর লজ্জা নিবারণ করিলেন। হারিয়া গিয়া দেবী মাছি হইয়া গোরক্ষের পেটে সাঁধাইলেন। দেবীর ছলনা বুঝিতে পারিয়া গোরক্ষনাথ নিজের সকল ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিলে বাহির হইতে না পারিয়া দেবী ছটফট করিতে লাগিলেন। শেষে তাঁহার কাকুতি-মিনতিতে হাসিয়া গোরক্ষ তাঁহাকে পায়ুপথে বাহির করিয়া দিলেন। দেবী কাঁকাল ভাঙ্গিয়া পথে পড়িয়া রহিলেন এবং রাক্ষসীরূপে নরবলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন।[২০] এদিকে গৌরীকে দেখিতে না পাইয়া শিব খুঁজিতে খুঁজিতে গোরক্ষেব কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলে গোরক্ষ বলিলেন,

ভাঙ্গ ধুতুরা খাও [তুমি] কি বলিব তোরে,
কথাত হারাইছ নারী ধর আসি মোরে।

দুইজন খুঁজিতে বাহির হইয়া পথে দেবীকে কাঁকাল ভাঙ্গিয়া রাক্ষসীবেশে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। সেই দেশে (রাঢ়ে ?)[২১] গোরক্ষ এক কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়া দেবীকে শিবের সহিত কৈলাসে পাঠাইয়া দিলেন।

দেবী গোরক্ষকে যে বর দিয়াছেন তাহা বিফল হওয়া উচিত নয় ভাবিয়া শিব এক তপস্বিনী রাজকন্যাকে গোরক্ষের পত্নী হইবার বর দিলেন। গোরক্ষকে বিবাহ করিয়া কন্যা ঘরে চলিল। ঘরে আসিয়াই গোরক্ষনাথ ছয়মাসের শিশু হইয়া গিয়া পত্নীর স্তন-"দুগ্ধ খাইবার চাহে কান্দে ওঁয়া-ওঁয়া"। রাজকন্যা বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল,

ভাল স্বামী পাইল দুগ্ধ খাইবার চাহে
শুনি কি বলিব মোর বাপ আর মাএ।

গোরক্ষনাথ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,

তোমারে ভাণ্ডিল হর কপট কবিযা
কহিব সকল কথা না করিবু মায়া।
স্ত্রী পুরুষ নহি আম্মি নাহি বীর্য বল
শুখুনা যে কাষ্ঠ মোর শরীর সকল।
গন্ধহীন পুষ্প আম্মি মান্দারেব ফুল
শরীরেতে রস নাহি কাঠা সমতুল।

শেষে পত্নীকে পুত্রবর দিয়া তাঁহার কৌপীন ধুইয়া পান করিতে বলিলেন।

এহি কর্পটি পাখালি কর জল পান
সিদ্ধা পুত্র জন্মিব দেখিবা বিদ্যমান।

স্বামীর বচন মানিয়া কন্যা

কর্পটি পাখালি পানি খাইলেক গিয়া।

তাহার ফলে দশদণ্ডের মধ্যে গর্ভধারণ ও পুত্রপ্রসব। পুত্রকে মন্ত্র দিয়া ও কর্পটিনাথ নাম রাখিয়া গোরক্ষ বিজয়ানগরে বকুলতলায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

গোরক্ষ বকুলতলায় বসিয়া আছেন এমন সময় সেখান দিয়া আকাশপথে কানুপা উড়িয়া যাইতেছিলেন। গায়ে ছায়া পড়িতে দেখিয়া গোরক্ষ মুখ তুলিয়া আকাশে কানুপাকে যাইতে

দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পাদুকা ছুঁড়িলেন এই বলিয়া

মোর আসন পরে যাএ কেমত সাহসে।

পাদুকা কানুপাকে ধরিয়া আনিলে কানুপা বলিলেন, তুমি তো দেখি বড সিদ্ধ, কিন্তু তোমার গুরু যে ওদিকে নারীর মোহে পড়িয়া জরাজীর্ণ ও মৃত্যুগ্রস্ত। যমের দপ্তরে গিয়া দেখিলাম যে তাঁহার আয়ু তো আর তিনদিন আছে। পাব তো গুককে বাঁচাও গিয়া। গোরক্ষনাথ উত্তর করিলেন, আমাকে দোষ দিতেছ, কিন্তু নিজের গুকর খোঁজ রাখ কি। পাটিকাব রানী ময়নামতীর পুত্র রাজা গোপীচন্দ্র তোমার গুরুকে মাটির তলায় বন্দীখানায পুতিয়া রাখিয়াছে।

অতঃপর দুইজনে দুইদিকে নিজের নিজের গুরুর অন্বেষণে চলিলেন। গোবক্ষনাথ প্রথমে যমালয়ে গিয়া গুরুব দপ্তর খুলিয়া আয়ুব হিসাব সমস্ত মুছিয়া দিযা বকুলতলায় ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর দুই শিষ্য লঙ্গ ও মহালঙ্গ লইয়া ব্রাহ্মণবেশে কদলীর দেশে চলিলেন। সেখানে নারীরা ব্রাহ্মণ দেখিযা গোবক্ষকে প্রণাম কবিতে আসিল, গোরক্ষকেও অগত্যা তাহাদেব আর্শীবাদ কবিতে হইল। ব্যর্থ হইযা গোরক্ষ ফিরিযা আসিলেন ' তাহার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া গোরক্ষনাথ যোগীর বেশ ধারণ করিলেন এবং কদলীনগরে ফিরিয়া গিযা এক পুকুরের পাড়ে বকুলগাছের তলায় বসিলেন। একটু পরে সেই পুকুরে জল লইতে আসিয়া এক কদলী নারী গোরক্ষকে দেখিল, দেখিয়া মুগ্ধ হইল। তাহাব নিকট গোরক্ষ জানিতে পারিলেন যে মীননাথেব মঙ্গলা ও কমলা দুই পাটরানী এবং ষোলশত সেবিকা আছে এবং তাঁহার অন্দরে কোন যোগীর প্রবেশ-অধিকার নাই।

বুডা যোগী পাইলে চোপাডে[২২] ভাঙ্গে গা।
গাভুর যোগী পাইলে তুলিয়া দেন শাল।[২৩]
অধব(য়)স যোগী পাইলে মধ্যদেশে কাটে
পোলা[২৪] যোগী পাইলে পাটাত[২৫] তুলি বাটে।

নর্তকী ভিন্ন কেহ মীননাথেব সাক্ষাৎ পায না জানিযা গোবক্ষনাথ নটী সাজিয়া গুরুর প্রাসাদদ্বারে গিয়া উপস্থিত লইলেন। নটীর রূপে ও সজ্জায় মীননাথের দ্বারীর চিত্ত আকৃষ্ট হইল। রানী-দুইজনকে নবাগত নর্তকীর কথা জানাইলে তাহারা কাপসী নটীকে মীননাথের সভায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। অনেক প্রলোভন দেখাইলেও যখন তাঁহাকে কিছুতেই রাজসভায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না তখন গোরক্ষনাথ সভাদ্বারে থাকিয়াই মাদলের ধ্বনি তুলিলেন। দূর হইতে সেই ধ্বনি শুনিয়া উচ্চকিত মীননাথ নটীকে কাছে আনিতে বলিলেন। গোরক্ষনাথ আসিয়া সভায় নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন। গোরক্ষনাথ মাদলের বোলে মীননাথকে পূর্বকথা স্মরণ করাইতে ও আত্মজ্ঞান দিতে লাগিলেন। ভোগসুখে আসক্ত মীননাথ সেই ইঙ্গিত ধরিতে পারিলেন না। গোরক্ষ কঠোর তত্ত্ব-উপদেশ দিতে থাকিলে অবশেষে গুরুর কর্ণে মহাজ্ঞান পৌঁছাইল এবং মীননাথের চৈতন্য হইল। রানীরা পুত্র বিন্দুনাথকে কোলে করিয়া মিনতি করিলে মীননাথের মন একটু যেন বিচলিত হইল। গোরক্ষনাথ বুঝিলেন কঠিন আঘাত না পাইলে গুরুর মোহ সম্পূর্ণরূপে ঘুচিবে না। তিনি বিন্দুনাথকে পুকুরে স্নান করাইতে গিয়া আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিলেন। মীননাথ শোকে আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গোরক্ষনাথ তখন তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়া তুড়ি মারিয়া

বিন্দুনাথকে বাঁচাইয়া দিলেন। এতক্ষণে মীননাথের পূর্ণ চৈতন্য হইল। কদলীবা যখন গোরক্ষনাথকে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল গোরক্ষনাথ শাপ দিযা তাহাদের বাদুড় (অর্থাৎ নিশাচর, ভ্যাম্পাযার ?) করিয়া দিলেন।শিষ্য-পুত্রেব সঙ্গে মীননাথ বিজয়ানগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন।[২৬]

গোরক্ষবিজয়ের মূল ভাবটি—জীবন্মুক্তশিষ্য কর্তৃক মোহমগ্নগুরুকে চৈতন্যদান—বডই মহৎ। সর্বভূমিক সাহিত্যে বাঙ্গালার এক বিশিষ্ট দান এই কাহিনী। গুরুর সম্মুখে প্রবেশের অধিকার না পাইয়া শিষ্য বাহিব দুয়ার হইতে মাদলে গুরু গুরু ধ্বনি তুলিলে সে ধ্বনির মর্ম গুরুর মোহবর্ম ভেদ করিয়া অন্তবে পশিলে গুরু চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। নাটুয়াকে ডাকাইয়া আনিলেন, কিন্তু শিষ্য বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। বলিলেন,

নাট কব নাটুযা তাল বাহ[২৭] ছলে
তোমাব মাদলে কেনে গুরু-গুরু বোলে।

শিষ্যের মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই। তত্ত্বকথা নাচে-গানেই গুরুকে শুনাইতে হইবে। তাই

হাতে-তালে কহে কথা যতী গোরখাই
মাদলের সানে[২৮] কথা গুরুবে বুঝাই।
ডিমিকি ডিমিকি কবি মাদলে দিল হাত
সর্বপুরী মোহিত করিল গোর্খনাথ।
নাচেন্ত যে গোর্খনাথ ঘাঘবেব বোলে[২৯]
কাযা সাধ কাযা সাধ মন্দিবাএ বোলে।
নাচেন্ত যে গোখনাথ মাদলেতে হাত
শিষ্য-পুত্র চিনি লও গুরু মীননাথ।

তাহার পর গোবক্ষনাথ গুরুকে চেতাইবাব জন্য চর্যা-গান জুড়িলেন।

পোখরীতে পানী নাই পাড কেন বুডে
বাসা-ঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেন উডে।
নগরে মনুষ্য নাই ঘরে ঘবে চাল[৩০]
আন্ধলে[৩১] দোকান দিযা খবিদ কবে কাল।[৩২]

### ৪ গুরু-শিষ্য সংবাদ

মীনচৈতন্যের ছড়া বাঙ্গালা দেশ হইতে বহুদূবে সম্প্রসারিত হইযাছিল। রাজপুতানা-মহারাষ্ট্র অঞ্চলে প্রচলিত গোরখ-পন্থীদের ছড়ায় আজও তাহার অসন্দিগ্ধ প্রতিধ্বনি বহিয়াছে। তবে আদানপ্রদান একতরফা হয় নাই। ভারতের অন্য প্রান্তেব গোবখ-পন্থীদেব ছড়ার প্রভাবও বাঙ্গালা দেশের নাথযোগীদের কোন কোন নিবন্ধে পাইয়াছি। উত্তববঙ্গে লেখা একটি ক্ষুদ্র প্রাচীন নিবন্ধ 'শ্রীগোর্খ-সংহিতা'য় ছড়ার ভাষায় ও ছন্দে গোরখ-পন্থী হিন্দী ছডার স্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে। একটু নিদর্শন দিই।

গোর্খনাথ বাচ।[৩৩] গুরুগোসাঞি
কেমন গুরু কেমন চেলা
কেমন মূল কেমন বেলা[৩৪]
কেমন তন্ত্র লে কে ফেরে একেলা।

মছন্দলিনাথ বাচ। অবধূ
মন মূল পবন বেলা
শব্দ গুরু সুবত চেলা
নির্বাণ তত্ত্ব[৩৫] লে কে ফেবে একেলা
কহে মছদলি শুন গোর্খ চেলা ॥

গোর্খনাথ বাচ। গুরু গোসাঞি
কোন সবোবব পানি বিনো কোন মূল বিনো ডাল
কোন পবিমল বাসা[৩৬] বিনো কোন মৃত্যু বিনো কাল।

মছন্দলিনাথ বাচ। অবধূ
মন সবোবব পানি বিনো মূল পবন বিনো ডাল
আশা পবিমল বাসা বিনো নিদ্রা মৃত্যু বিনো কাল।

'মচ্ছীন্দ্রগোবখ-বোধ'এ[৩৭] ঠিক এইরকমই প্রশ্নোত্তব আছে। যেমন.
গোবখ। স্বামী
কৌঁন মূল কৌঁন বেলা
কৌঁন গুরু কৌঁন চেলা
কৌঁন ক্ষেত্র কৌঁন মেলা
কৌঁন তত্ত্ব লে ফিবৈঁ অকেলা।

মচ্ছিন্দ্র। অবধূ
মন মূল পবন বেল'
শব্দ গুরু সুবথ চেলা
ত্রিকুটী ক্ষেত্র উলটি মেলা
নির্বাণ[৩৮] তত্ত্ব সে ফিবোঁ অকেলা।

গোবখ। স্বামী
কৌঁন পেডি[৩] বিন ডাল
কৌঁন পংখি বিন সুবা[৪]
কৌঁন পানি[৪১] বিন নীব
কৌঁন বিন কালি[৪২] মুবা[৫]

মচ্ছিন্দ্র। অবধূ
পবন পেডি বিন ডাল
মন পংখি বিন সুবা
ধীবজ[৪৪] পানি বিন নীব
নিদ্রা বিন কালি মূবা ॥

উত্তরবঙ্গে এইরকম যোগতত্ত্ববিষযক হেঁয়ালি প্রশ্নোত্তর "যুগীকাচ"[৪৫]-এর মধ্য দিয়া একাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে ॥[৪৬]

### ৫ দেহ-তত্ত্ব নিবন্ধ

নাথ-পন্থের ও ফকীরি যোগতন্ত্রের কতকগুলি ছোটখাট নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। সেগুলিতে মনুষ্যদেহের উৎপত্তি ও সে দেহের বিভিন্ন উপাদানের যোগতত্ত্ব-সম্মত বিচার আছে—"গর্ভতন্ত্র যোগতন্ত্র সিদ্ধের কাহিনী। সে বিচারে মানব-দেহভাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ বলিয়া প্রতিপাদনের চেষ্টা আছে। নাথপন্থী যোগীদেব এমন নিবন্ধ বা কড়চা বই সাধারণত 'হাড়মালা' নামে পরিচিত। মুসলমান যোগপন্থীব রচিত এমনি একটি ছোট নিবন্ধের নাম 'আদ্যের পরিচয'।[৪৭] রচয়িতার নাম সেখ জাহিদ। রচনাকাল এই ভাবে দেওয়া আছে

ব্রহ্মার আনন যদি[৪৮] রাবণেব কবে
গুণিলে জথ হএ সহস্র উপবে।
এত শকের[৪৯] মাঝে কবিল প্রচার
পয়াব প্রবন্ধে কহি আঁতুমা-বিচাব।

ব্রহ্মার আনন × রাবণের কব + ১০০০ = ৮০ + ১০০০ = ১০৮০ সালে (অর্থাৎ ১৬৭৩-৭৪ অব্দ) গ্রন্থরচনা কাল হইতে পারে।[৫০]

বিষয়ের পরিচয দিবার জন্য কিছু অংশ উদ্ধৃত কবিলাম।

এহিত শবীর ভিতব আছে পর্বত-শিখর
তাহে আছে ঝোব ঝঙ্কাবে
নিভৃত আছে স্থান বন আছে খানে খান
কত জীব জন্তু তাহে চরে।
এহিত শরীব মাঝে নর দেব লোক আছে
আর কত অশেষ-বিশেষ
কত আছে রক্ষক ধূর্ত আব সেবক
ঘটে আছে ব্রহ্মা [ম]হেশ।
এহিত শরীর মাঝে চারি বগ রহি আছে
সংসারে সদা বাখে বান্দা
সত্য ত্রেতা দ্বা[পর] কলি মহা প্রখর
ইহাতে জানি এ ভাল মন্দা।
এহিত শরীব মাঝে চাবিখান বেদ আছে
জাহাতে সক[ল পরি] চএ
রগে বৈসে ঋগ্‌বেদ সাম অথর্ববেদ
ইহাতে সকল সঞ্চএ।
এহিত শরীর মাঝে চারি কিতাব [বিরা]জে
নিয়মেতে সব জাতি চলে
ভব রুদ্র আছে দেহে সাত সমুদ্র তাহে
নিরবধি চলে তারা [ব]লে।
সেক জাহিদ কএ জানিলুঁ জে নিশ্চএ
ঘট কৈল গোসাঞি ভাণ্ডার
সংসারেতে জথ দেখোঁ সব জে উহাতে লখোঁ

ঘট হৈতে সকল প্রচার ॥

## ৬ গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী

ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র কাহিনীর অস্তিত্বের প্রমাণ ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে পাওয়া যায় নাই বটে তবে তাহার কয়েক শতাব্দী আগেই যে কাহিনীটি বাঙ্গালা ভাষায় গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার প্রমাণ আছে। তিব্বতী পণ্ডিত তারকনাথ এই কাহিনীর প্রসঙ্গে বাঙ্গালা বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। (সেকথা পরে বলিতেছি।) জায়সীর পদ্মাবতী কাব্যে এই কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। যোগীখণ্ডে জায়সী লিখিয়াছেন,

জৌ ভল হোত বাজ ঔ ভোগূ
গোপিচন্দ নহিঁ সাধত জোগূ।[৫১]
'রাজ্য ও ভোগ যদি ভাল হইত তবে গোপীচন্দ যোগ সাধিত না।'

কাহিনীটি নিশ্চয়ই ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই বাঙ্গালা দেশ হইতে নির্গত হইয়াছিল। তবে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেকার রচনা কিছু পাওয়া যায় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর যে রচনা পাওয়া গিয়াছে তাহা আসলে বাঙ্গালীর লেখা, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে লেখা নয়। বাঙ্গালায় পাওয়া সবচেয়ে (অর্থাৎ তারিখযুক্ত পুথির মধ্যে) পুরানো ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র আখ্যান হইল দুর্লভ-মল্লিকের গীত।[৫২] ইহাতে কাহিনীর প্রাচীনত্ব, বিশেষ করিয়া ধর্মপূজার সহিত যোগী-সিদ্ধদের সাধনার সম্পর্ক, যথাসম্ভব রক্ষিত হইয়াছে।

এই কাহিনীর অপর কবি হইতেছেন ভবানীদাস[৫৩] এবং সুকুব মামুদ[৫৪] (বা আবদুল সুকুর)[৫৫]। নামহীন বচনাতেও এ কাহিনী পাওযা গিযাছে। শিক্ষিতসমাজে ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের গান প্রথম উপস্থাপিত করিয়াছিলেন জর্জ আব্‌রাহাম গ্রীয়র্‌সন। ইনি বঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত একটি ছড়া ১৮৭৩ অব্দে বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ছড়াটি ভবানীদাসের গীতেরই সংক্ষিপ্ত রূপ।[৫৬] ভবানীদাস সম্ভবত ত্রিপুরা অঞ্চলের লোক ছিলেন। সুকুর মামুদ ছিলেন উত্তরবঙ্গের অধিবাসী।

দুর্লভ-মল্লিকের অনুসরণে ময়নামতী-হাড়িপা-গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীটি বলিতেছি। ধর্ম-ঠাকুরের বন্দনা করিয়া গীতের আরম্ভ।

প্রথমে বন্দিলাম ধর্ম আদ্যের গোসাঞী
যার অগোচরে কিছু ত্রিভুবনে নাঞী।

জালন্ধরি-পাদ (হাড়িপা) শিবের শাপে হাড়ি হইয়া "পাটিকাভুবনে" (অথবা "মেহেরকুলে") রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও তাঁহার সিদ্ধ-ডাকিনী মাতা ময়নামতীর আবাসে ধাঙ্গড়ের কাজ করিতে ছিলেন।

পাটিকা নগরে রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভূপ
জালন্ধরি হাড়িপা হইল হাড়ি রূপ।
শিশুপা কুমার এক সঙ্গে করি নিল
নগর বাহিরে হাড়ি আশ্রম করিল।
পাইশালে খাটে হাড়ি রাজার আওয়াসে...

একদিন সকালে হাত-মুখ ধুইয়া হাড়িপা ঝুড়ি-কোদাল লইয়া রাজবাড়িতে খাটিতে

গেলেন। পুত্র শিশুপা পিছনে পিছনে চলিল, বাপেব নিষেধ শুনিল না।

বাহড বাহড তাবে বলে জালন্ধরি
এখনি আসিব পুত্র তোব ববাববি।
ছাওযাল চবিত্র তোমাব নাবিব যাইতে
প্রবোধ না মানে শিশু লাগিল কান্দিতে।
বিকল হইল হাডিপা ক্রন্দন দেখিযা

পুত্রকে ফলমূল দিযা প্রবোধ দিবেন এমন হাতেব কাছে কিছু না পাইযা হাডিপা যোগবলে একাধিক দুর্লঙ্ঘ্য গড পাব হইযা বাজান্তঃপুবেব উদ্যানে প্রবেশ কবিলেন। চাবিদিক চাহিযা নির্জন বুঝিযা যোগী ধ্যান জুডিযা হুঙ্কাব দিলেন। তাহাতে

হেটমুণ্ড হইল গাছ লোটে ভূমিতল
ছিণ্ডিযা পুত্রেব হাতে দিল নানা ফল।

তাহাব পব আবাব হুঙ্কাব ছাডিতে গাছেব মাথা খাডা হইযা গেল।[৫৭] মযনামতী প্রাসাদেব গবাক্ষ হইতে এ ব্যাপাব দেখিলেন।

বালাখানায বসিযা দেখিল বাজাব মা
হাডি নয জানিলাম এই হাডিপা।
গুপ্তবেশে বাউল কপে আছে এই ঠাই
ইহাবে কবিব চেলা বাজা গোবিন্দাই।

মযনামতী পুত্রেব কাছে ছুটিলেন। গোবিন্দচন্দ্র তখন উদুনা (বা অদুনা) পুদুনা (বা পদুনা, পদুমা) প্রমুখ[৫৮] ছয কুডি বানী লইযা বিলাসে মত্ত। পুত্রকে আডালে ডাকিযা মযনামতী বলিলেন, তোমাকে হাডিপাব শিষ্য হইযা যোগী হইতে হইবে। গোবিন্দচন্দ্র বিস্মিত হইযা বলিলেন,

পাইশালে খাটে হাডি না কবে সিনান
তাব ঠাঞি কেমনে আছযে ব্রহ্মজ্ঞান।
আমি বাজা গোবিন্দচন্দ্র সবলোকে জানে
কেমনে ধবিতে বল হাডিব চবণে।

মযনামতী বলিলেন, "হাডি নহে হাডিপা বাউল ব্রহ্মজ্ঞানী।" গোবিন্দচন্দ্র তখন বলিলেন, তোমাব মনে যদি এত ছিল তবে আমাব বিবাহ দিলে কেন? মযনামতী বলিলেন, তিনি যখন পিতৃগৃহে ছিলেন তখন মীননাথকে ও তাঁহাব ষোলশত যোগী-শিষ্যকে ভিক্ষা দিযা সন্তুষ্ট কবিযাছিলেন বলিযা মীননাথ তাঁহাকে মহাজ্ঞান দিযা চাব যুগে অমব কবিযা দিয়াছেন। এই কথা শুনিযা পুত্র বলিলেন, তাহা হইলে তুমি থাকিতে আমাব পিতাব মৃত্যু হইল কেন? মা তখন স্বামীব মৃত্যুকাহিনী বলিতে লাগিলেন।

বাজা মানিকচন্দ্র মযনামতীকে বিবাহ কবিযা শ্বশুববাডিতে থাকিতে থাকিতেই মযনামতীব অলৌকিক ক্ষমতাব কিছু পবিচয পাইযা পত্নীকে ডাকিনী অথবা বাক্ষসী মনে কবিযা প্রথমে পলাইযা যান, কিন্তু ভযে তাঁহাকে পবে স্বগৃহে লইযা আসেন। একদিন মযনামতী যোগবলে গণিযা দেখেন যে মানিকচন্দ্রেব মবণ সন্নিকট। তখন তিনি স্বামীকে লোহাব কপাট দেওযা পাথবেব ঘবে বাখিযা দ্বাবে পাহাবায বসিযা থাকেন, যাহাতে যম অথবা যমদূত বাজাব কাছে আসিতে না পারে। মযনামতীব প্রভাবে যমদূত বাজাব কাছে

ঘেঁষিতে পারিল না। সাত দিন কাটিয়া গেল। শেষে যমের মায়ায় মানিকচন্দ্র দারুণ ক্ষুধা বোধ করিলেন, তিনি পত্নীকে সুখাদ্য রন্ধন করিয়া আনিতে বলিলেন।[৫৯] ময়নামতী বলিলেন, আমি রন্ধনশালায় গেলে যমদূত ঘরে ঢুকিয়া তোমায় লইয়া যাইবে। পতির নির্বন্ধাতিশয্যে শেষে ময়নামতীকে রন্ধনশালায় যাইতে হইল। এই অবসরে যমদূত রাজার প্রাণ হরণ করিয়া চলিয়া গেল। রন্ধনশালায় থাকিয়া ময়নামতী ধ্যানযোগে পতির মৃত্যু হইয়াছে বুঝিয়া অমনি ভ্রমর-রূপ ধরিয়া যমালয়ে ছুটিলেন। ময়নামতীর যোগপ্রভাবে ভীত হইয়া যম মানিকচন্দ্রের জীবন ফিরাইয়া দিতে চাহিল, তবে তাহার জন্য আপোড়া মাটি চাই। কিন্তু আপোড়া মাটি কোথাও পাওয়া গেল না। যাহা একটু গঙ্গাগর্ভে আছে তাহা সম্বল করিয়াই সংসারের তাবৎ জীব বাঁচিয়া আছে। সুতরাং সে মাটি নেওয়া চলে না। অতএব মানিকচন্দ্রকে আর বাঁচানো গেল না।

নিজের বৈধব্যের এই করুণ ইতিহাস শুনাইয়া রানী পুত্রকে উপদেশ দিলেন, "আমার বচন শুন রাজা গোবিন্দাই, মায়ে পোষে যোগী হইলে জঞ্জাল এড়াই।" রাজা বলিলেন, তোমার সিদ্ধাই কিছু না দেখিলে বিশ্বাস হইতেছে না, কেননা অগ্নিতে যদি তোমার মরণ নাই তবে প্রজ্বলিত জতুগৃহে প্রবেশ কর। ইহাতে তোমার কথার যথার্থতা দেখিলে তখন যোগী হইব।

দেখিতে না পাই যাহা আপন নয়ানে
প্রবোধ নাহিক মানে অবোধ পরাণে
ছয় মাসের পথ হয় শ্রবণ-নয়ান
তবে ত প্রবোধ যদি দেখি বিদ্যমান।

জতুগৃহে প্রবেশ করিয়া ময়নামতী নিজের সিদ্ধাই দেখাইলেন। তখন গোবিন্দচন্দ্র যোগী হইতে রাজি হইলেন। কিন্তু হাড়িকে গুরু স্বীকার করিবার দ্বিধা তাঁহার ঘুচিল না। তাহাতে মাতা পুত্রকে সাবধান করিয়া দিলেন।

না বল এমন বাছা শুনে পাছে হাড়ি
গুরুশাপে হাঁড়িপা আছেন তব বাড়ি।
সর্বঘটে আছে হাড় হাড়ি একজন
হাড়িপা মনুষ্য নহে হাড়ের সৃজন।
সকল সংসার সৃষ্টি হাড়ে করি ভর
পরাণপুতলী বেশে রক্ষে করি ঘর।
হাঁড়িপা হাড়ের সিদ্ধা কুলে হাড়ি নয়
তাহার চরণ সেব করিয়া বিনয়।

মায়ের কথায় প্রবোধ মানিয়া রাজা পরদিন দীক্ষা লইতে রাজি হইলেন। অন্তঃপুরে আসিলে ছয় কুড়ি রানী তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। নারীর মায়ায় রাজা ভুলিয়া গেলেন। মনে মনে পুত্রের চিত্তচাঞ্চল্য জ্ঞাত হইয়া ময়নামতী হুঙ্কার ছাড়িয়া যমপুরীতে গিয়া যমকে বলিলেন মহিষীগণের আলিঙ্গনবদ্ধ গোবিন্দচন্দ্রের প্রাণ লইয়া আসিতে। যম তাহাই করিল। রাজাকে বিগতপ্রাণ দেখিয়া রানীরা সকরুণ বিলাপ করিতে লাগিল। সৎকারের সময় ময়নামতী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া আসিয়া পাটরানী দুইজনকে সহমরণে যাইতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন, তিনি যোগবলে রাজাকে বাঁচাইবেন। কর্ণে

ব্রহ্মজ্ঞান জপিতে গোবিন্দচন্দ্র প্রাণ পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন পুত্রকে মাতা বলিলেন, দেখ তুমি মরিয়াছিলে, আমি যোগবলে বাঁচাইলাম। অতএব "মায়ে পোয়ে যোগী হইলে জঞ্জাল এড়াই।"

এতক্ষণে গোবিন্দচন্দ্রের প্রতীতি হইল। তিনি হাড়িপার পা ছুঁইয়া বলিলেন, "জ্ঞানতন্ত্র দেহ গোসাঞি শুভক্ষণ বেলা।" হাড়িপা নানা ওজর তুলিয়া শেষে বলিলেন, "আমি জ্ঞান দিব আজি ভিক্ষা ম্যাগা আন।" গোবিন্দচন্দ্র যোগী-বেশ ধরিয়া ভস্ম মাখিয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন। এদিকে হাড়িপা মায়া পাতিয়া দৈবজ্ঞবেশে নগরবাসীকে নিষেধ কবিয়া দিলেন নবীন যোগীকে কেহ যেন ভিক্ষা না দেয, দিলে ঘোর অমঙ্গল হইবে। বাজা কোথাও এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইলেন না, এমন কি পাটরানী উদুনা-পুদুনার কাছেও নয়। ময়নামতীর কাছে গেলে ময়নামতী তাঁহাকে তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা কবিলেন। ফাঁফব হইযা বাজা গুরুকে স্মবণ করিলে গুরু মনে মনে তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান পাঠাইয়া দিলেন। তারাব বেগে ছুটিযা "আসিয়া বসিল জ্ঞান গোবিন্দচন্দ্র-ঘটে"।

ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া গোবিন্দচন্দ্রের দিব্যচক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন

সংসাব জলেব বিম্বু সব মিছা মাযা
এ তিন ভুবন দেখ আপনাব কায়া।
ভিন্ন ভিন্ন তনুখানি বন্দি মায়াজালে
জীবা মাত্র দিবা দশ সংহাবিব কালে।
ইষ্টমিত্র বন্ধুবান্ধব মিছা কায়
কাষ্ঠেব পুত্তলা যেন বাদিয়া নাচায।

তত্ত্বজ্ঞান পাইয়া গোবিন্দচন্দ্র মাতার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলে পর ময়নামতী খুশি হইয়া পুত্রকে ভিক্ষা আনিয়া দিলেন। কিন্তু হাড়িপা মায়াবলে সে ভিক্ষা উডাইয়া দিলেন। বাজা কাঁদিতে কাঁদিতে রিক্তহস্তে গুরুর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন। হাড়িপা তখন বাজাকে দেশান্তরে গিয়া ভিক্ষা করিতে বলিলেন। বাজা বলিলেন, আপনি যেখানে লইয়া যাইবেন সেইখানেই চলিব। তখন হাড়িপা দেশান্তরে প্রস্থান করিলেন, সঙ্গে বাজা গুরুব ঝুলিকাঁথা বহিয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে করিতে চলিলেন। উত্তর হইতে আসিযা পশ্চিমদেশে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গুরুশিষ্য দক্ষিণদেশে সমুদ্রতীবে বারাঙ্গনা হীবাব গ্রামে গিযা পৌঁছিলেন। হীরার কাছে শিষ্যকে চার কড়া কড়িতে বাঁধা বাখিয়া হাডিপা চলিয়া গেলেন। গোবিন্দচন্দ্র হীরার বাড়িতে হীন ভৃত্যকর্ম কবিতে লাগিলেন। গোবিন্দচন্দ্রেব রূপে মুগ্ধ হইয়া হীরা তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বাজা তাহাকে মাতৃবৎ দেখিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া হীরা তাঁহাকে আরও হীন ও কষ্টকব কর্মে নিযুক্ত করিল। গুরুর স্মরণে সকল সহ্য করিয়া রাজা মনের শান্তিতে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

এইরূপে বারো বছর কাটিয়া গেল। উদুনা-পুদুনা স্বামিবিরহে জর্জরিত। বহুকাল স্বামীর উদ্দেশ না পাইয়া তাহারা শুক-সারীর ডানায় পত্র বাঁধিয়া রাজাব সন্ধানে উড়াইয়া দিল। নানা দেশ ঘুরিয়া শুক-সারী অবশেষে গোবিন্দচন্দ্রের সন্ধান পাইল। চিঠি পড়িয়া গোবিন্দচন্দ্র অঙ্গ চিরিয়া রক্ত বাহির করিয়া উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন, "বন্ধকেতে আছি হীরা দারীর ভবন?" চরের মুখে চিঠির মর্ম জানিয়া হীরা গোবিন্দচন্দ্রকে ভেড়া বানাইয়া শিকলে বাঁধিয়া রাখিল।

গোবিন্দচন্দ্রের উত্তর পাইয়া বধূরা শাশুড়িকে জানাইল। ময়নামতী হুঙ্কার ছাড়িয়া গুরুকে উদ্বুদ্ধ করিলে হাড়িপা চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহাব মনে পডিল, বারো বৎসর পূর্বে গোবিন্দচন্দ্রকে বেশ্যাব গৃহে বাঁধা রাখিয়া আসিয়াছেন। তিনি হীরার বাড়ি গিযা চার কড়া কড়ি দিয়া শিষ্যকে ফেরত চাহিলেন। হীরা বলিল, তাঁহার চেলা অনেক দিন হইল মরিয়া গিয়াছে। হাড়িপা তখন হুঙ্কার ছাড়িলেন, শিকল ছিঁড়িযা ভেড়া হাডিপাব নিকট চলিয়া আসিল। হাড়িপা গোবিন্দচন্দ্রকে মানুষ করিযা দিলেন।

তাহার পর গোবিন্দচন্দ্র গুরুর সঙ্গে যমালয়ে চলিলেন। সেখানে দুষ্কৃতিব পরিণাম দেখিয়া রাজার নির্বেদ জন্মিল।

রাজা বলে যোগী হব না যাইব ঘব
সেবিযা তোমাব পদ হইব অমব।
যোগসিদ্ধা হইলে যমেরে নাহি ডবি।
যোগসিদ্ধা কর মোরে গুরু জালন্ধবি।

হাড়িপা তখন রাজাকে মহাজ্ঞান দিযা নবলোকে ফিবাইয়া আনিলেন। শিষ্যেব মন বুঝিবার জন্য গুরু তাঁহাকে বারবাব ঘবে ফিরিতে বলিলে মোহমুক্ত গোবিন্দচন্দ্র কিছুতে রাজি হইলেন না। তিনি মাথা মুডাইযা কর্ণে কডি পরিয়া যোগীব বেশ ধাবণ কবিতে ব্যগ্র হইলেন। গুরু বলিলেন, কাল হইবে, আজ ঘবে ফিবিযা যাও। গুরুব কথায় বাজা গৃহে ফিরিলেন এবং পত্নীদের নানারূপ যোগবিভূতি দেখাইতে লাগিলেন। ধ্যানবলে হাড়িপা জানিলেন যে তাঁহার চেলা নাবীসমাজে সিদ্ধাই দেখাইতেছে। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া বাজার ব্রহ্মজ্ঞান হবণ কবিযা লইলেন। স্বামীব সিদ্ধাই আর খাটে না দেখিয়া উদুনা-পুদুনা মুখে কাপডচাপা দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, রাজা সিদ্ধাই পান নাই, বাজীকর হাডিপার নিকট শুধু ভোজবিদ্যা শিখিযাছেন। পত্নীদের উপহাসে "হাড়িব উপব হইল রাজা জ্বলন্ত আগুনি"।

পরদিন প্রভাতে সভায় বসিয়া রাজা কোটালকে আজ্ঞা দিলেন হাডিপাকে বাঁধিয়া আনিতে। বৃদ্ধ বধির ধ্যানমগ্ন বাউল হাডিপাকে কোটাল বাঁধিয়া আনিলে রাজা তাঁহাকে ভুতুড়ে বাজীকর বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পবে ধ্যান ভাঙ্গিলে হাড়িপা বলিলেন, 'আমার সঙ্গে দেশান্তবে চল, তবে পুনবায় তত্ত্বজ্ঞান দিব।' পাটরানীদেব পরামর্শে রাজা হাড়িপাকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিলেন। মাটিব তলায় জীবিত বহিয়া হাডিপা দ্বাদশ বৎসর কাটাইলেন।

বহুকাল গুরুর কোন খবর না পাইয়া কানুপা তাঁহার সন্ধানে বাহির হইয়া পথে গোরক্ষনাথেব নিকট শুনিলেন যে তাঁহার গুরু "জালন্ধরি গাডা আছে মাটীব ভিতরে"। গোরক্ষনাথের কথা-মত শিশুযোগীর রূপ ধরিযা কানুপা গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানীতে আসিলেন। কোটাল তাঁহাকে ধরিয়া রানী উদুনার নিকট লইয়া গেল। রানী তাঁহার বন্ধন ঘুচাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ দেশে নাহিক যোগী তুমি আইলা কেনি।" শিশুবেশী কানুপা বলিলেন,

গুরুহীন শিশু আমি নাহি মোর জ্ঞান
নাহি জানি যোগতত্ত্ব নাহি জানি ধ্যান।
গৃহস্থ বালক আমি গেনু খেলাইতে

এক যোগী সন্দেশ দিল মোব হাথে।
অজ্ঞান হইযা আমি ফিবি একেশ্বব
জানিতে না পারি আমি কোথা দেশ ঘব।
প্রাণবক্ষা কব মোব পাটবানী মাই
আশীর্বাদ কব যেন দেশেব তবে যাই।

শিশু যোগীকে বানী ছাডিযা দিলেন। কানুপা তখন গোবিন্দচন্দ্রেব নিকট গিযা হুঙ্কাব ছাডিলে তাঁহাব কাছে হাডিপাব ষোল শত চেলা আসিযা উপস্থিত হইল। তাহাবা আহাব চাহিল। বাজা তাহাদেব ভোজনে বসাইলেন। কিন্তু যোগীদেব পেট আব কিছুতেই ভবে না। তখন বাজা কানুপাকে সিদ্ধ বলিযা জানিলেন এবং তাঁহাব শবণ লইলেন। হাডিপাব ক্রোধ উপশম কবাইবাব জন্য কানুপা বাজাব অনুকৃতি তিনটি সুবর্ণ পুত্তলিকা নির্মাণ কবাইতে বলিলেন। পুত্তলিকা নির্মিত হইলে কানুপা ও বাজা হাডিপাকে মাটিব তলা হইতে তুলিলেন। হাডিপাব ধ্যানভঙ্গ হইবামাত্র কানুপা তাঁহাব সম্মুখে সেই পুতুল তিনটি একে একে বাখিলেন। হাডিপাব কদ্রদৃষ্টি সেগুলিব উপব তিনবাব পডিল। তাহাতে বাজাব প্রতিমা তিনবাব ভস্ম হইল। এই উপাযে গোবিন্দচন্দ্র ফাঁডা কাটাইলেন।

এইবাব বাজা মাথা মুডাইযা কানে শঙ্খকুণ্ডল পবিযা পাযে নুপুব দিযা গাযে ভস্ম মাখিযা ঝুলিকাঁথা লইযা পুবাপুবি যোগী-বেশ ধাবণ কবিলন।[৬৮] মাতা ময়নামতী ও ভাযা উদুনা-পুদুনা কাতব ক্রন্দন কবিতে লাগিল। তাহাতে হাডিপা দযাপববশ হইযা গোবিন্দচন্দ্রকে সংসাবে ফিবিযা যাইতে বলিলেন। শুনিযা বাজা কানে হাত দিলেন। শেষে কোপদৃষ্টি দিযা উদুনা-পুদুনাকে স্তম্ভিত কবিযা দিযা বাজা গুরুব সঙ্গে বাহিব হইযা পডিলেন। প্রব্রজ্যা শেষ হইলে বাজা দক্ষিণদেশে সমুদ্রেব ধাবে বহিযা গেলেন। কেবল বৎসবে একবাব কবিযা স্বদেশে ফিবিযা আসিতেন। পুত্র যোগী হইযা অমব হইল জানিযা বানী ময়নামতী এখন নিশ্চিন্ত হইলেন।

দুর্লভ-মল্লিক গল্পেব কাঠামোয সুরুচি বক্ষা কবিযাছেন। নাথ পন্থীদেব দেহসাধনাব প্রধান লক্ষ্য হইতেছে বিন্দুধাবণ অতএব সবথা নাবীসঙ্গ পবিবর্জন। নাবীমোহেব দুর্নিবাব আকর্ষণ ও ভযাবহ পবিণাম (অর্থাৎ মৃত্যু) দেখাইবাব জন্য ইঁহাবা গল্পকাহিনীতে দেবী চণ্ডীব ভূমিকাতেও আবক বাখেন নাই। ইহাব নিদর্শন দেবী কতৃক গোবক্ষনাথেব জুগুপসিত পবীক্ষায, স্বামীব কর্তৃত্ব ব্যতিবেকে ময়নামতীব সন্তানলাভে এবং খেতুব হস্তে উদুনা-পুদুনাব সমর্পণে। বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত পাঁচালীব মধ্যে শুধু দুর্লভ মল্লিকেব বচনাতেই এই রুচি ও সমাজবিগর্হিত ঘটনাগুলি ঢালিযা সাজানো হইযাছে। দুর্লভ মল্লিক বানী ময়নামতীকে দিযা বলাইযাছেন,

তোমাব পিতা মোব তবে কবযে তবাস
মোবে ভয কবি বাজা বঞ্চে গৃহবাস।
তখন আমাব গর্ভ হইল ছয মাস
সেই গর্ভে গোবিন্দচন্দ্র তোমাব প্রকাশ।

গোবিন্দচন্দ্র যখন বানীগণকে বলিলেন,

আমাবে দেখিতে যেমন ছয় কুডি রানী
খেতুয়া লইযা রাজ্য কবহ 'তেমনি।

তখন

বানী বলে হায় হায় কহ একি কথা
তোমার মনে নহে বুঝি মোরা পতিব্রতা।
নারী দোচাবিণীর পুরুষ সিদ্ধ নয
স্বামীব অর্দ্ধ-অঙ্গ নাবী সর্বশাস্ত্রে কয।

সিদ্ধদেব শাপপ্রাপ্তি দুর্লভ-মল্লিকের মতে দেবী হইতে নহে, গুরু হইতে।

একটি পুথির কযেকটি বিক্ষিপ্ত পত্রে[৬১] পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ময়নামতী-গোপীচন্দ্র কাহিনীর একটু রূপান্তর পাইতেছি। অনুমান হয এই কাহিনী দুর্লভ-মল্লিকের বর্ণনারই মতো, হয়তো কিছু অবাচীন! নবীনত্বের চিহ্ন কাহিনীর উপসংহারে পবিস্ফুট। সাধারণ পাঁচালীকাব্যের মতো মধুর সমাপনেরও আভাস আছে। খণ্ডিত কাহিনীটিব পবিচয় দিই।

হাড়িপা বাজবাড়িতে যাইতেছেন, শিশু সঙ্গ ছাড়িতেছে না। রাজার উদ্যানে গিয়া শিশু আবদার ধবিলে তাহাকে ভুলাইবার জন্য যোগী গাছের ফল পাড়িয়া দিতে উদ্যত হইলেন।

অতি উচ্চতব গাছ নাম নাবিকল
চাবিদিগে চাহিয়া হাড়ি নেহালে সকল।
যোগধিযানি বাউল পবম গিয়ানি
চিন্তিযা পবম পদ হইল ধিযানি।
হেট-মাথা হইল গাছ ভূমে লুটায ফল
হুঙ্কাবে খসিযা পড়ে যত নাবিকল।
শিশু-হাতে ফল দিযা হুঙ্কাবেতে চাই
হুঙ্কারেতে সব গাছ উঠিয়া দাণ্ডাই।

টঙ্গি[৬২] হইতে ময়নামতী দেখিয়া বুঝিলেন হাড়িপা মহাজ্ঞানী।

হাড়িপা-চবিত্র দেখি মযনামতী সুখী
পুত্রেরে কহিতে যায পবম কৌতুকী।
যথা বাজা গোপীচন্দ্র আছেন সিংহাসনে
কাজল কটবায রণ্ডি করিল গমনে।

গিযা দেখেন,

পুন-পুন চাহেন রাজা সর্বাঙ্গে দাপনি[৬৩]
আপনাব রূপে বাজা মোহিত আপনি।
কেহ জাতে[৬৪] রাজার হাথ কেহ জাঁতে পা
কোন কোন বমণী দেয শ্বেত চামরের বা।

মাতাকে দেখিয়া রাজা সম্ভ্রমে উঠিযা চরণ বন্দনা করিয়া সিংহাসন ছাড়িয়া দিল।

তবাতরি সিংহাসন দিলেন সত্বর
আপনি বসিল ময়না তাহার উপর।
মযনা দেখিতে লোক করেন কামনা
কহিতে মাএর তরে বাজার ভাবনা।

পুত্র সভয়ে মাতার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে

মহাজ্ঞানী ময়নামতী হইযা সাবধান
যমকর্ণ[৬৫] কথা কহে বাজা বিদ্যমান।
সর্বাঙ্গে দাপনি লএ কিবা চাহ মুখ
তোমার অধিক ছিল তোমাব পিতাব রূপ।
তোমাব ব্যাপ মানিকচন্দ্র যৌবনে আপাব
আমাব যৌবনে সেই হইল ছাবখার।
কামিনী-রস[৬৬] তোব পিতা ছিল অভিলাষী
আমাব যৌবনেতে তাব কন্দ বিনাশি।[৬৭]
জলন্ত আনল বাছা কামিনীব পাশ
অদুনা পদুনা তোমাব কোন অভিলাষ।
যৌবন জুযাবেব পানি কিছু নয কাজ
নিদযা নিষ্ঠুব বড আছে যমবাজ।

পুত্র বলিল, আমাব পিতা হবগৌবীব সেবা কবিযা পুত্রলাভ কবিযাছিলেন। সুতবাং

তোমাব ববেতে হউক মোব একটি ছাযাল
তবে ভিক্ষে মাগি খাব শুন সমাচাব।

অদুনাও স্বামীব সঙ্গে যোগ দিযা শাশুডিকে অনুনয কবিতে লাগিল,

শুন সাসুডি মাই কহি কিছু হিত
পুত্র[৬৮] মাগিযা খাব এ ভাল চবিত।
বাজাব মা লোক হাবিলাসে কাডে বা
হেন জনে বল তুমি যোগী হইযা যা।
অবধানে বলি শুন ময়নামতী মাই
পুত্র মাগিযা খাইলে তোমাব কিসেব বডাই।
আমাব কাবণে কত পাঠাইলে ঘটক
আনিযা আমাবে কেন হইলে কণ্টক।
জীযন্তে কবহ বাণ্ডি কিবা পবিচ্ছেদ
প্রাণ চাহ প্রাণ দিব না হও স্ত্রীবধ।

ময়নামতী উত্তব কবিলেন,

বিভা হইলে ছয বৎসব ছিলাম মাএব কোলে
শাস্ত্র পডিলাম গুরুব পাটশালে।
কপালে লিখন মোব বিধাতা-নির্বন্ধ
চৌদ্দ বৎসবেব কোলে বাজা গোপীচন্দ্র।
খণ্ডন না যায তায লিখিত বিধাতা
এ ভবা যৌবনে মোব হইল বিমাতা।
ধর্ম বাখিলে তাব কাবে নাই ভয
পুত্র কোলে আমাব যৌবন গেল ক্ষয।
প্রাণেব মাঝেতে মোব বহিল ঘোষণ
ভালমতে পিতাপুত্রে না হইল দবশন।
গোবিন্দ ভাবিযা আমি জাতি-কুল বাখিনু।
সেই হবিলাসে আমি পুত্র বিভা দিনু।

অদুনা-পদুনা বলি মন দিয়া শুন
ষোল বৎসবে তোব এ ভবা যৌবন।
শাস্ত্র শুনিযা আমি দেখিনু বাত্রিদিন
খডিতে না পাইনু তোব বালকেব চিন।
পূর্ণ যৌবন তোবা কবিলি নানা ভোগ
বিষম যমেব দায পুত্র সাধুক যোগ।
দড কবি বলে ময়না ধর্ম কবি সাক্ষি
আড-নযনে বধূ পানে পাকল কবি আখি।
যোগী হইযা সিদ্ধি সাধুক একবাব
পশ্চাতে পতি পুনু পাবি আববাব।
ঈশ্বরীব কাছে তোবা মাগি লহ বব
তোব স্বামী হয যেন অজব অমব।
আপনাব পুত্র কোন জন বাসে ভিন
তোমা বধূ কুশল আমি ভাবি বাত্রিদিন।
দিন কত ক্ষেমা দিযা থাক দেখি সুখে
অমব হইলে ভোগ কবিহ চাবি যুগে।

বধূকে এইরূপে প্রবোধ দিযা বানী পুত্রকে উপদেশ দিতে লাগিলেন

আব এক বাক্য বলি শুন গোবিন্দাই
বৃক্ষ হইতে দেখ বাপু ফলেব বডাই।
অতি উচ্চতব গাছ নাম নাবিকল
পাতালে থাকিযা দেখ গগনে উঠে জল।
নাবিকল হইযা সে জ্ঞানেব জানে কল
তেকাবণে শূন্যকাবে ডাবে ভবে জল।
হয নয পুত্র ভাবিযা দেখ মনে
নাবিকল ভিতবে জল যোগায কোন জনে
অচ্ছেদ অভেদ ফল নির্মল ধবে নীব
শূন্যেতে ভবিল বাবি হেন গম্ভীব।
চন্দ্র বলায পুত্র সেই কাব বশ
সাগব শুখাইলে তায থাকে কত বস।
হেন বুদ্ধি কর পুত্র হেতু[৬৯] পবমানি
কোন হেউতে[৭০] ফল মধ্যা সাম্মাইল পানি।
জত কিছু[৭১] বল পুত্র সব বডাবডি
আন্ধাবে হাবাইযা ধন বান্দিযা গডাগডি।
আব বাক্য বলি পুত্র শুন বে নিশ্চয
কাষ্ঠেব লাঙ্গল লোহাব ফাল মাটিতে হয ক্ষয।
হয নয অবে পুত্র ভাবিযা দেখ মনে
নিদ্রায চৈতন্য পুত্র থাকে কোন জনে।
হেউতে না বুঝ[৭২] পুত্র কহি প্রকাশিযা[৭৩]
এই তত্ত্বকথা বাছা শুন মন দিয়া।

অদুনা-পদুনা দেখ মায়াত বাঘিনী
কন্দ-বিনাশ হেতু জাতক কামিনী।··
বিন্দু বিন্দু রতি রতি মাষা মাষা বয়
ঢালিলে ঘড়ার পানি কত কাল রয়।
অগ্নির কাছেতে জৌ মিলাইয়া যায়
কামিনীর হাতে পুরুষ প্রাণ হাবায়।
পুষ্কর্ণি মুহান দিযা জল বহিয়া যায়
মুহান বান্ধিলে জল চিবকাল রয়।
শোন পুত্র গোপীচন্দ্র তেজ অভিমান
ভুবনে তুলনা নাহি জ্ঞানের সমান।
ছাড ছাড শয়নসুখ কামিনীর কোল
ভোজন মধ্যা ছাড মাগুর মাছের ঝোল।[18]
রূপযৌবন পুত্র তিন দিনেব ভোগ
সিদ্ধি সাধিলে বাছা থাকে চাবি যুগ।
তোমাব বাপেরে জ্ঞান শিখিতে কৈনু বাবেবাব
না শুনি মোব হৈল ছারখাব।

গোপীচন্দ্র বলিল, তোমার মহাজ্ঞান থাকিতে বাবা মরিল কেন ? তুমি বাজাব মেযে বাজাব বৌ, "কেমনে পাইলে তুমি যোগের যোগান্ত" ? ময়নামতী উত্তব কবিলেন, একদিন বাপের বাড়ি যাইবাব সময় পথে এক সিদ্ধাকে দেখিয়া তাঁহাব শবণ লইযাছিলাম এবং তাঁহাব কথায তাঁহাকে কচুশাক রাঁধিযা খাওয়াইযাছিলাম।

একদিন আমি গিযাছিলাম মাএব স্থানে
বাব বৎসর সিদ্ধে বসিযাছিল ধিয্যানে।
ধ্যান সাধিযা সিদ্ধে কবিছে গমন
আমাব সহিত হৈল পথে দবশন।
পিতা সম্ভাষণে আমি বন্দিনু চবণ
আমাবে ডাকিয়া বলে মধুব বচন।
নির্মাত কবিযা গেনু তাহাব সম্মুখে
কচুশাক বান্ধিযা দিতে··

যোগসাধনায সিদ্ধিলাভ কবিয়া গোপীচন্দ্র একবাব ঘবে দেখা দিতে আসিযাছে। অদুনা-পদুনা ময়নামতীর শাপে কুৎসিত পাষাণমূর্তিতে পবিণত দেখিযা বাজা মাতাকে অনুনয করিল তাহাদেব সুন্দরমূর্তি মানুষ করিয়া দিতে।

অকাবণে স্ত্রীবধ পাপ করিলে আপুনি
সকল গোচর মা পণ্ডিত পবমানি।
অনিন্দ সুন্দরমূর্ত্তি কর দুই জনে
বব দেহ মহাদেই পডিনু চবণে।

ময়না বলিলেন, তোমার পায়ের ধূলা দিলেই উহারা মানুষ হইবে।

শুনিয়া মাএর বোল রাজা হইল ভোলা
পাষাণের শিরে দিল চরণের ধূলা।

ময়নাব শাপে বানিব হইযাছিল দুখ।
পতিব ববেতে হইল চন্দ্র হেন মুখ।

পাষাণদেহ হইতে মুক্তি পাইযা অদুনা-পদুনা স্বামীব পাযে কাঁদিযা পড়িল।

আমাবে ছাড়িযা তুমি যাইতে নাবিব
বাজন-নপুব হৈযা চবণে বাজিব।
বাজা বলে বিধিব নির্বন্ধ বোঝ মনে
যথা তথা যাই আমি দেখিবা শযনে।
তোমাব মুক্তি কবিনু সাধিনু ববদান
আমাবে পাইবে তুমি পার্বতীব স্থান।
সংসাবেব মাতা তিনি জগৎজননী
তোমাবে বাখিযা তথা আসিব এখান।

এই বলিযা অদুনা পদুনাকে লইযা গোপীচন্দ্র গোবক্ষনাথ, ময়নামতী ও যোগী-সিদ্ধদেব সঙ্গে পার্বতীব কাছে গিযা প্রণাম কবিযা নিবেদন কবিল

অদুনা পদুনা বানি তোমাবে দিনু দান
তোমাব দাসী অদুনা পদুনা দুইজন।
নিত্য অভিলাসী আমা দেখিব নযনে

শুনিযা হাসিযা পার্বতী বলিলেন,

আব দুখ নাহি পুত্র আমা দবশনে।
পাালব অদুনা নাহি কব সঙ্গে
স্ত্রীপুকষ তোমবা থাকিবে আনন্দে।

প্রাপ্ত অংশে কোন ভনিতা পাই নাই। আসলে পুবানো বাঙ্গালা যোগীসাহিত্য "অপৌকষেয" বচনা বলিতে পাবি॥

### ৭ গোপীচন্দ্র নাটক

গোবিন্দচন্দ্রেব সন্ন্যাস বিষযে সবচেযে পুবানো বচনা যাহা পাওযা গিযাছে তাহা হইল নেপালে লেখা একটি নাট পালা নাম গোপীচন্দ্র নাটক।[৭৫] নেপালে পাটনেব বাজা সিদ্ধিনবসিংহেব বাজ্যকালে (১৬২০-৫৭) এহ ভাষা নাটকটি বচিত হইযাছিল। নাটকটি বাঙ্গালায লেখা। কাহিনীব পবিচয দিতেছি

প্রথমে, বাজা গোবিন্দচন্দ্র ও তাঁহাব দুই মাহষী উদনা পদুমা অন্তঃপুবে কথোপকথন কবিতেছেন, এই দৃশ্যেব অবতাবণা।

বাপ কপচন্দ্র হে ময়নাবতী মাএ
যাব কোখি[৭৬] জনামযা বোলাইল বাএ।
আইল হে গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গেব অধিপতি
উদনা-পদুনা লৈযা কেলি কবন্তি।

পবেব দৃশ্যে বাজ-শ্যালক (?) বঙ্গকুমাবেব সহিত খেতু পাত্র কলিঙ্গা কোটাল ও ভাঁগী খেলেব[৭৭] ষড়যন্ত্র। গোবিন্দচন্দ্রেব বাজ্যে বঙ্গকুমার উৎপাত আবম্ভ কবিযাছে। খেতু পাত্র ও কলিঙ্গা কোটালেব সঙ্গে রাজা নব লক্ষ সৈন্য প্রেবণ কবিলেন বঙ্গকুমাবকে পবাজিত

করিতে। খেতু কিন্তু বঙ্গকুমারের সহিত যোগ দিয়া রাজারই সমস্ত সৈন্য ধ্বংস কবিল। তাহাতে রাজা খেতুর উপর বধদণ্ড আদেশ করিলে রানীরা কলিঙ্গ কোটালের নিকট খেতুর প্রাণভিক্ষা করিল।

শুনহ কলিঙ্গা আমার বচনে
এককাল প্রাণ রাখো খেতু দেও দানে।
না মাবহ কোটবাল না মাব পবাণে
দিবো তোরে কোটবাল আমোল[৭৮] বতনে।

রানীদের কথায় কোটাল খেতুকে ছাড়িয়া দিয়া ছাগলের বক্ত লইযা গিযা খেতুর রক্ত বলিয়া রাজাকে দেখাইল।

এমন সময় রানী ময়নামতী আসিয়া পুত্রকে বলিলেন, তাঁহাব শুভ হইবে না। তখন গোবিন্দচন্দ্র ব্যাকুল হইয়া পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে ময়নামতী বলিলেন, লোক পাঠাইয়া খুঁজিয়া পরমসিদ্ধ যোগী আনাও, তাহার উপদেশে তুমি অমব হইতে পারিবে। রাজা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, আহা আমি নিষ্ঠুর হইয়া খেতুকে বধ কবিলাম, এখন পাঠাই কাহাকে। ময়নামতী বলিলেন, বধূরা খেতুকে লুকাইয়া বাখিযাছে। বাজা খেতুকে সমাদর করিয়া সিদ্ধ-যোগীব অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। খেতু সিদ্ধ-যোগী জালন্ধবিব সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে সম্মত কবিযা রাজসভায় লইয়া আসিল। যোগীকে বহুপ্রকাবে পবীক্ষা করিয়া শেষে রাজা নিজে যোগী হইতে রাজি হইলেন। জালন্ধবি তাঁহাকে নিবৃত্ত কবিতে বহু চেষ্টা করিলেন। শেষে ঠিক হইল, তিনবাব পাশা খেলা হইবে। তাহাতে যোগী হাবিলে রাজার ভৃত্য হইবেন আর রাজা হারিলে যোগীর ভৃত্য হইবেন।

প্রথম দাও পডিযা গেল সাথা
গুণজ্ঞান কিছু না জানে মিথ্যা মুডায মাথা।
দোসারি দান পডিযা গেল বিদু
পঢিয়া শুনিয়া উফলি বুফলি মেল ভদু।
তেসরি দাও পডিযা গেল বিতি
অন্ধলাক দবপণ মূকখক পুথি।
টৌঠ দাও পডিযা গেল দশ।
রাজা-যোগী পাশা খেলে বাঁধয মহাবস।

রাজা হারিয়া গিয়া যোগী হইতে চাহিলেন। সন্ন্যাসেব কষ্ট বর্ণনা কবিযা জালন্ধরি রাজার দৃঢ়চিত্ততার পরীক্ষা লইয়া তবে তত্ত্বকথা বলিতে লাগিলেন। শেষে তাঁহাকে রাজ-ঐশ্বর্য বিলাইয়া দিতে বলিলেন।

চন্দ্রকেতু নাম রাজা এই বঙ্গে ছিল
রাজ্যখানি আছে বাবা রাজা কোথা গেল।
যদি বাবা শিখিবে ব্রহ্মগেয়ানে
হস্তী ঘোড়া পয়দল[৭৯] ব্রাহ্মণে কর দানে।

তাহার পর জালন্ধরি যোগীচক্র করিয়া সকলে মিলিয়া নানাবিধ সুখাদ্য সুপেয় ভোজন পান করিলেন। তাহার পর উত্তর পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের যোগীদের বিদায় দেওয়া হইলে জালন্ধরি শিঙ্গা বাজাইয়া রাজাকে আহ্বান করিলেন। শিঙ্গাধ্বনি শুনিয়া রাজা

অন্তঃপুর হইতে চলিয়া আসিলেন। গুরুশিষ্যে তত্ত্বকথা হইতে লাগিল। এমন সময় দুই রানী আসিয়া রাজাকে ভুলাইয়াছে বলিয়া যোগীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, যোগীও উত্তর দিতে লাগিলেন। শেষে না পারিয়া উঠিয়া তাহাদের শাপ দিয়া ভস্ম করিবার ভয় দেখাইলেন। রাজা তখন রানীদের বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

হের কি দেখসি মহাদেবী জগৎসংসার
মানুষ পোড়ায়া দেখো হৈল ছারখার
সে দেখিয়া মহাদেবী আমি হৈল শঙ্কা
উপেখিব জনধন লৈব ঝোলি-কন্থা।
পাইল পরমপদ রাখিব শরীরে
উপেখিব রাজ্যপাট ই মধ্যমন্দিরে।

রানীরা তখন যোগীকে অনুনয় করিতে লাগিল।

গুরু হে মোরা ধরমের ভায়ি[৮]
রাজা মোর দেহ বাহুড়ায়ি
নেত পাট দিব কন্থা
মণি মুকুতা দিব মাস্থা।
গুরু হে ষোড়শ বরিষ মোর হিয়া
পঁচিশ-বরিষ মোর পিয়া।
তে বিধি করএ মিলাই
হৃদয়ন দেহ মোর সাথি।[৯]

যোগী বলিলেন, বেশ আমি চলিলাম। আমি তো নিজে যাচি নাই রাজাই ডাকিয়া আনিয়াছিল। যোগীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া রানী দুইজনকে বুঝাইতে লাগিলেন। রানীরা রাজাকে বলিল তুমি ঘরে বসিয়া থাক, আমরা তোমার হইয়া ভিক্ষা মাগিব।

প্রভাতে বিহান হৈলে ঘৃত অন্ন যোগাইব
ভৃঙ্গার ভরিয়া দিব পানী
সুখিবারে শয্যা দিব এ খাটপালঙ্কে রে
যোগী হৈয়া কোন সুখ জানি।

রাজা বলিলেন, এ সব বস্তু আগুন দিয়া জ্বালাইয়া দাও আমার ও সবে প্রয়োজন নাই। রানীরা বলিল, তোমার বড় কষ্ট হইবে।

পালঙ্ক এড়িয়া রাজা ভূমিতে দিল পাও
শ্রীখণ্ড এড়িয়া রাজা ভসম লগাও।
দুধ এড়িয়া রাজা খাইল কালাবিষ
বড় কষ্ট পাইল রাজা মুড়াইয়া শীষ।

যোগী তখন নারীনিন্দা জুড়িলেন।

গঙ্গা যার শিরে বহে দুর্গা যার নারী
লখিমী সরস্বতী কুবের ভাণ্ডারী।
হেন দেব মাথা মুড়ায় যম-রাজা ডরে
বসহ[১০] চড়িয়া ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘরে।

তাহার পর গোরক্ষনাথের ছড়া বলিতে লাগিলেন।

নাচন্তি গোরক্ষনাথ ঘাঘরের বোলে
সব ধন না থাকিলে কামিনীর কোলে।
তিহরিতে বুন্দ নাহি[৮৩] নাহি বহে ভাঠা
শুখাইব মহারস কাযা হৈব নাঠা।[৮৪]
সরোবর শুখাযিল মাছ নিবে চিলে
কেহ্নে পুতা পড়ি মর কামিনীর কোলে।

যোগী বলিলেন, রাজা তুমি দুইটি রানী ত্যাগ করিতে পারিতেছ না, আর আমি দিল্লীর রাজা ছিলাম সাত শত নারীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এই বলিয়া তখন

হাথে লাঠি কাঁধে কাপড় মাথে ঘোড়াচুলি
সত্য বদন্তি গোরখনাথ নাচে জালন্ধরি।
জালন্ধরি নৃপতি জালন্ধর দেশ
শ্রীআদিনাথ কহিয উপদেশ।

অবশেষে জালন্ধরি রাজাকে বলিলেন, তোমার যদি যথার্থই যোগী হইবার বাসনা হইয়া থাকে তবে উদনা-পদুমাকে মাতৃসম্বোধন কর। রাজা তাহাই করিলেন।

দূরে থাক উদনা পদুমা তুহে মোরি মাও
মোএ যাওঁ গুরু সঙ্গে খেতু লৈযা যাও।
দরে ঘুচ উদনা পদুমা না আসিহ মোর পাশ
তুমি তো ছুযিতে মোর পিণ্ডবিনাশ।
আজিকা দিনেতে তুমি আমার মাতা হৈলে

রানীরা কাতরভাবে জালন্ধরির কাছে স্বামী দান চাহিতে লাগিলে যোগী বলিলেন আমি কি করিব। তাহাতে উদনা পদুমা শোকভরে প্রাণত্যাগ করিল। তখন রাজাকে স্ত্রীবধপাতক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যোগী তাহাদের জীয়াইয়া দিলেন তাহার পর রাজা সর্বস্ব ত্যাগ করিলেন।

হাথেত ধরিযা পাত্র কোলেতে বৈসাইল
অষ্ট আভরণ রাজা খেতুকে পহরাইল
নব দণ্ড স্বর্ণচ্ছত্র খেতুকে সোঁপিল
উদনা পদুমা রানী হাথে হাথে দিল।
শুন হে দেখত সব রঙ্গের পরজা
আজি হৈতে বঙ্গদেশে খেতু ভৈল রাজা।
ডাক দিযা আন ব্রাহ্মণ সজ্জন
সভাকে বৈসিতে রাজা দিলেন আসন।
কর জোড়ি করিযা মিনতি আমার
আজি হৈতে ভালমন্দ না লাগে আমার।
বাহুড় পরজা সব যাও বাসা ঘরে
আমাকে মেলাযা দেহ যাইব দেশান্তরে।

রাজা নাপিত ডাকাইযা আনিযা মাথা মুড়াইযা দিতে বলিলে
ছার[৮৫] কাঁদে হাতে লইযা খুরে

মা ময়নামতী কাঁদে অন্তঃপুরে।
পায় ধরিয়া কাঁদে উদনা সুন্দরী
না মুড়াহ মাথা গোঁসাই না ধরহ পালি [৮৬]

রাজা মাথা মুড়াইলেন।

মাথা মুড়াইয়া রাজা মনে মনে হাসে
বড় বড় মুনিজন পাইল তরাসে।

তাহার পর রাজা ও যোগী সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

হাথেত ভৃঙ্গার লৈয়া গেল বঙ্গেশ্বরে
বাহুড়িয়া না আইসিল রাজা বাসাঘরে।

রানীরা বিলাপ করিতে লাগিল, "রাজা মোরা লৈয়া গেল চণ্ডাল যোগিয়া"।

কিছুক্ষণ পরে রাজা ও যোগী ফিরিয়া আসিলে রাজাকে বিধিমত বিভূতি-কন্থা শৃঙ্গ-পাত্র যষ্টি মৃগচর্ম ইত্যাদি দান করা হইল। তাঁহার নাম হইল "শৃঙ্গারিয়া"। তাহার পর "কুটুম্বযাত্রা" করিতে রাজা স্বগৃহে ভিক্ষা মাগিতে আসিলেন। ভিক্ষা দিতে গিয়া রানীরা রাজাকে চিনিতে পারিয়া বলিল,

কাহের তরে বাউল মুড়াইলি মাথা
কাহের তরে বাউল গলে দিল কাঁথা।
হাত পাও দেখো যোগী পদুমের ফুল
তুহ্মে যোগী আমি দেখিল রাজা সমতুল।

রাজা গুরুর নিকট ফিরিয়া গিয়া জানাইলেন যে উদনা পদুমা তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। তখন জালন্ধরি তাঁহাকে ঘরে ফিরিতে আজ্ঞা দিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণে চলিয়া গেলেন।

উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে নাটকটি আসলে বাঙ্গালীর রচনা এবং প্রচলিত লোকগাথার অনুসারী। সেকালের আদর্শে নাটকটি নিন্দনীয় নয়। ভাষার সারল্যে ও ঋজুতায় প্রাচীনত্ব প্রকটিত। গল্পের মধ্যে বিশেষত্ব হইল কোন রাজকুমার অথবা সামন্ত কর্তৃক বঙ্গেশ্বর গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যে উৎপাত করা। খেতু পাত্রের বিশ্বাসঘাতকতাও লক্ষণীয়। বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত গীতে ও ছড়ায় খেতু[৮৭] (বা খেতুয়া) নামমাত্রে পর্যবসিত। দুর্লভ-মল্লিকের মতে গোবিন্দচন্দ্র গোলাম খেতুকে বিবাহের যৌতুক রূপে পাইয়াছিলেন।

খেতুর প্রাণরক্ষায় রানীদের আগ্রহ এবং সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার পূর্বে রাজা কর্তৃক খেতুর হস্তে রানীদের সমর্পণ হইতে মনে হয় যে খেতু গোবিন্দচন্দ্রের নিকট আত্মীয় অথবা অন্তরঙ্গ সেবক ছিল। রঙ্গপুরে প্রচলিত ছড়ার মতে খেতু গোবিন্দচন্দ্রের পোষ্যভ্রাতা। সন্ন্যাসের পর রাজার গৃহপ্রত্যাবর্তন ঘটনা দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত কাহিনীতে এবং রঙ্গপুরের পাঁচালীতে আছে। নেপালের নাটক কাহিনীর শেষাংশে দুলভ মল্লিকের রচনার সঙ্গে বেশ মিল আছে॥

## ৮ গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতী কাহিনীর বিস্তার

স্থাননামের ঐতিহাসিকতা সত্ত্বেও ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনীর মতোই একেবারে কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। গোবিন্দচন্দ্রের "পাটিকা"-ভুবন প্রাচীন বাঙ্গালার "পট্টিকের" জনপদ, আধুনিক ময়নামতী অঞ্চল। একদা এ অঞ্চল বৌদ্ধ

তান্ত্রিক-সাধনাব একটি পীঠস্থান ছিল। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে পট্টকেবেব চুন্দাদেবী খুব প্রসিদ্ধ দেবতা ছিলেন। তান্ত্রিকতাব এই খ্যাতি পবে একচেটিযা কবিযা নেয কামরূপ। কিন্তু স্থাননামেব ঐতিহাসিকত্ব হইতে উল্লিখিত ব্যক্তিব ও বস্তুব ঐতিহাসিকত্ব সিদ্ধ হয না। স্বাধীন প্রমাণ ব্যতিবেকে ময়নামতী-মানিকচন্দ্র-গোবিন্দচন্দ্রেব কার্যকলাপ দূবেব কথা নামও ঐতিহাসিক বলা চলে না।

ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্রেব কাহিনীতে এপিক উপাখ্যানেব উদাত্ততা উপলব্ধ হয। মা হইযা তরুণ বাজা-ছেলেকে জোব কবিযা সন্ন্যাস লওযাইতেছেন—এই মর্মস্পর্শী কঠিন কাহিনী বাঙ্গালাদেশেব উপান্তে এবং বাহিবে দীর্ঘকাল ধবিযা জনগণেব চিত্তহবণ কবিযা আসিযাছে। ভাবতবর্ষেব যে যে অঞ্চলে এই কাহিনী প্রচলিত আছে সর্বত্রই গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গেব বাজা বলিযা উল্লিখিত, সুতবাং বাঙ্গালাদেশেই যে এই কাহিনীব উদ্ভব তাহাতে সন্দেহেব স্থান নাই। বাঙ্গালাদেশেব এবং পূর্বভাবতেব অন্য প্রদেশেব নাথ পন্থী যোগীবা একদা ভাবতবর্ষেব বিভিন্ন প্রদেশে তরুণ বাজপুত্রেব এই সকরুণ গাথা গাহিযা বেডাইত এখনও বাঙ্গালাব বাহিবে বিহাবে উত্তবপশ্চিম-প্রদেশে পাঞ্জাবে সিন্ধুদেশে মহাবাষ্ট্রে মধ্যপ্রদেশে ও উডিষায গোবখ পন্থী ভিখাবীবা একতাবা গোপীযন্ত্র সাবেঙ সহযোগে গোবিন্দচন্দ্রেব সন্ন্যাসেব গান গাহিযা ভিক্ষা কবিযা বেডায। ভাবতবষেব বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত গানে উপাখ্যানেব সামান্য কিছু রূপভেদ দেখা যায।[৮৮] তবে গল্পেব কাঠামো মোটামুটি একই। অতিবিক্ত শুধু ভর্তৃহবিব ভূমিকা।

গুজবাটীতে প্রচলিত উপাখ্যানে আছে যে গোবিন্দচন্দ্রেব পিতা গৌড-বঙ্গেব বাজা তিলকচন্দ্র জালন্ধবিব শাপে মাবা পডেন। একদা বানী "মিনাবী" (বা "মেনাবতী") দেবীব কণ্ঠহাব চোবে চুবি কবিযা ধবা পডিবাব মুখে তাহা ধ্যানমগ্ন জালন্ধবিব গলায পবাইযা দেয। বাজাব লোকে যোগী জালন্ধবিকে চোব মনে কবিযা তাঁহাকে ধবিযা বাজসভায লইযা আসে। বাজাব আদেশে যোগীকে নির্যাতন কবা হয। নির্যাতনে ধ্যানভঙ্গ হইলে যোগী বাজাকে শাপ দেন। এই বর্ণনায সুবর্ণপুত্তলিকাব পবিবর্তে ডালভবা পাত্রেব ভস্ম হওযাব কথা আছে। সন্ন্যাস কবিযা বাজা গুরুব সঙ্গে নানা দেশে ঘুবিতে ঘুবিতে শেষে ধাবানগবীতে আসিযা ভগিনীব সহিত সাক্ষাৎ কবেন। ইহাও নূতন।

মাবাঠী উপাখ্যানে আছে যে বানী "মৈনাবতী" বাজধানী কাঞ্চননগবেব পথে জালন্ধবি-নাথকে কাঠেব ভাব লইযা যাইতে দেখিযা তাঁহাব মাহাত্ম্য উপলব্ধি কবেন ও শিষ্য হন। তাহাব পব কাহিনীটি গুজবাটীব মতোই। পবিশেষে গোপীচন্দ্র গৌডে ফিবিযা আসেন এবং হাজাব বছব ধবিযা বাজত্ব কবেন।

পাঞ্জাবে প্রচলিত কাহিনী অনুসাবে গোপীচন্দ্রেব জন্মভূমি "গৌডবঙ্গাল", কিন্তু তিনি বাজা ছিলেন "উজৈন"এব অর্থাৎ উজ্জযিনীব। তাঁহাব মাতা "মৈনাবন্তী" বাজা "ভবথবি"ব (অর্থাৎ ভর্তৃহবিব)ভগিনী। বানী পুত্রকে অনিত্য সংসাব ছাডিযা জালন্ধবি-নাথেব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিযা অমব হইবাব উপদেশ দেন। কিন্তু মন্ত্রীব পবামর্শে বাজা ধ্যানমগ্ন যোগীকে কূপে ফেলিযা কূপেব মুখ পাথব দিযা বুজাইযা দেন। ওদিকে "মচ্ছন্দব"-নাথ কামসুখে ভোব হইযা আছেন। শিষ্য কানুফা গিযা তাঁহাকে নাবীমোহপাশ হইতে উদ্ধাব কবিলেন। এদিকে "জলন্ধব"-নাথেব শিষ্য গোবখনাথ গুরুকে কূপ হইতে উদ্ধাব কবিবাব জন্য

বাজধানীতে আসিলেন। তাঁহাব কথায বাজা ভয পাইযা যোগীকে কূপ হইতে তুলিলেন। যোগী তাঁহাকে শিষ্য কবিলেন। গুরুব আদেশে বাজা স্বীয "পটমদঈ"-কে (অর্থাৎ পট্টমহাদেবীকে) মা বলিযা সম্বোধন কবিযা ভিক্ষা চাহিলেন। বাজাকে সংসাবে ফিবিযা আসিবাব জন্য বানী ও কন্যা বৃথাই কাতব ক্রন্দন কবিতে লাগিল। গুরুব সঙ্গে ঘুবিতে ঘুবিতে বাজা গৌড়ে আসিযা ভগিনী চম্পাব গৃহে ভিক্ষা মাগিতে গেলেন। ভাইকে অনেক অনুবোধ কবিযাও ঘবে ফিবাইতে না পাবিযা চম্পা মনঃকষ্টে প্রাণত্যাগ কবিল জালন্ধবি তাঁহাকে বাঁচাইযা দিযা চলিযা গেলেন।

উড়িষ্যায প্রচলিত কাহিনী বাঙ্গালা দেশেব আখ্যাযিকাবই মতো।[৮]

তৌলন আলোচনাব সুবিধাব জন্য গোপীচন্দ্র ময়নামতী কাহিনীবিষযক একটি পুবানো হিন্দী কাব্যেব কিছু পবিচয দিতেছি। কাব্যটি ছোট, নাম গোপীচন্দলীলা কবিব নাম লছমন (অর্থাৎ লক্ষ্মণ)। ভাষা বাজস্থানী-মিশ্রিত পশ্চিমা হিন্দী।

ধাবা নগবে বাজা গোপীচন্দ। তাঁহাব মাতা মৈনাবতী পিতা স্বর্গত তিলকচন্দ। বত্নকুঁববী-প্রমুখ ষোল শ মহিষী। অন্তঃপুবে ভোজন প্রস্তুত। দববাব ভাঙ্গিয়া বাজাকে আসিতে অনুবোধ কবিযা বতনকুঁববী লোক পাঠাইতেছেন। এই লইযা কাহিনীব আবম্ভ। প্রতীহাব অবৈসিংহ কিছুতেই বাজাকে ডাকিতে যাইবে না, পাছে তিনি বিবক্ত হন। বানীব নির্বন্ধে অবশেষে সে বাজাকে ডাকিযা আনিল। বাজা আসিযা পঞ্চগ্রাসী কবিযা থালা সবাইযা দিলেন।

পহেলো গ্রাস মুখমেঁ দিযে দুজৌ লও উঠায
পাঁচ গ্রাস মুখমেঁ দিযে তো থাল দিযো সবকায।

সোনাব ঝাবি হইতে গঙ্গাজল পান কবিলে বানী পান দিলেন বাজাকে। দর্পণে মুখ দেখিযা বাজা হবিনাম স্মবণ কবিলেন। বানী তখন কবজোড়ে অনুবোধ কবিলেন, 'আজ বহৌ বনবাসমেঁ তো সুন মেবে ভবতাব।" এমন সময বাজমাতা মৈনাবতী আসিলেন ছেলেব পানে চাহিলেন, এবং "সুবত দেখি লালকী ঢবে নৈনসে নীব।" গোপীচন্দ বলিলেন মাতাজী

তুমকো ক্যা অফসোচ কহৈ না মনকী বাণী
বোবে জাব বেজাব ভ'ব নৈনমেঁ পানী।

মৈনাবতী বলিলেন, বাবা তুমি তো শুধু আমাব ছেলে নও, তুমি অবত'ব। তোমাব কান্তি কাঞ্চনেব মতো, তোমাব পদতলে পদ্মচিহ্ন, তোমাব জন্ম শুভক্ষণে। কিন্তু তোমাব শিযবে কাল। বেটাজী

হাল ফকীবী লেহ কবো মতি সোচ বিচাবা
জোগী হো মেবে লাল কাঁল তেবে সিব পব খাবা॥

গোপীচন্দ বলিলেন, আমাব পক্ষে যোগী হওযা দায। একচ্ছত্র বাজ্য ত্যাগ কবিলে প্রজাবা দুঃখ পাইবে, শুধু লোকহাসানো সাব হইবে। মাতা বলিলেন, আমাব কথা মান, বাজ্যের মোহ ছাড।

মতলবকো সংসাবে হৈ ঢলতী ফিবতী ছাঈ[৯]
জোগী হো বম জাযেঙ্গে লোগ হঁসেঙ্গে নাঁহি।

তখন গোপীচন্দ বলিলেন, আমাব ষোল শ নাবীব তবে কি গতি হইবে? মৈনাবতী উত্তব

করিলেন, তোমাব শিযবে শমন আব তুমি কিনা তাহাদেব চিন্তা করিতেছ ! তাহাবা মবে মরুক। একদা তোমাব বাপকেও বুঝাইযাছিলাম। কিন্তু তিনি আমাব একটি কথাও শোনেন নাই। তাই তিনি ভস্মেব স্তূপ হইযা গেলেন, তাহাব উপব জল ঢালা হইযাছিল। তুমি অমব হইবাব পথ ধব। তোমাব যোল শ বানী চিবকাল থাকিবে না। তোমাব মৃত্যু সন্নিকট। তোমাব পিতা আমাব কথা না শুনিযা পুড়িযা ছাই হইযা গিযাছেন।

মন মাবৌ তন বশ কবৌ সুনৌ গোপীচন্দ লাল
কাযা অমব হো জাযগী তো লেহু ফকীবী হাল।
বেটাজী লেহু ফকীবী হাল মবৌ সৌলৈ সৌ বানী
সিব পব ডোলে কাল ফিবে তেবী মৌতা নিশানী।
বেটাজী তেবে পিতাকে বাজ কহী মেবী এক ন মানী
হুএ ভসমকে ঢেব ববস গএ উপব পানী।

গোপীচন্দ বলিলেন, নশ্বরতাই তো জগতেব নিযম। সুতবাং মাতাজী

বাজ কবনে দে মোহিঁ অমব নহিঁ কাযা
বহৈ বামকা নাম পাব জিনকা নহিঁ পাযা।

মৈনাবতী উত্তব কবিলেন, মর্ম মাযেব কথা শোন, দুদিনেব সুখেব লোভে মৃত্যুব বশ হইও না।

যে বেটা তু বাববে সুন মাতাকী বাত
দিনা চাবকা চান্দনী ফেব অঁধেবী বাত।
বেটাজী ফেব অন্ধেবী বাত লোভ খাণ্ডেকী ধাবা
যাসে বচে ন কোয লোভনে সবকো মাবা।

মাতাব সহিত তর্কে পবাভূত হইযা গোপীচন্দ শেষে বলিলেন, কি কবিযা যোগী হই, কি বেশ গ্রহণ কবি—আমাকে সত্য উপদেশ দাও।

কৈসে জোগী মৈঁ বনূঁ কঁহ কৌনসা ভেস
সত্য হমৈ বতলায দে তো তুমনে দিযে উপদেশ।

মৈনাবতী বলিলেন, অবধূতেব দেখা পাইলে তোমাব সব সংশয মিটিবে। অবধূতেব দৃষ্টি তোমাব দেহে পড়িলে তুমি অমব হইবে। তোমাব মামাব গুরু জালন্ধব-যোগীব সেবা কব গিযা।

মন দিলগীবী মত কবো সুন গোপীচন্দ পূত
সব সংশয মিট জাযঙ্গে জব দেখো অবধূত
বেটাজী জব দেখো অবধূত বদন তেবা হোয নিবোগী
প্রেমগুফামেঁ বসে এক জালন্দব জোগী।
বেটাজী উনকী সেবা কবো অমব তেবী কাযা হোগী
তেবে মামাকে গুরু বৈঠে জহাঁ বহুত বিযোগী।

বাজাব মন ফিবিযা গেল। অঙ্গে বিভূতি লাগাইযা তিনি বনবিহঙ্গেব পক্ষচাঞ্চল্য অনুভব কবিলেন। অন্তঃপুবে হাহাকাব উঠিল,—বাজা সংসাব ত্যাগ কবিতেছেন।

মাতা কে সুন বচন কো মনমেঁ উঠী তবঙ্গ
অঙ্গ ভভূত রমায কে ঐসে বনে বিহঙ্গ।

হমলোঁ ভযে বিযোগ বজে থে অনহদ বাজা
রোয উঠে বনবাস চলে গোপীচন্দ বাজা।

গোপীচন্দ বনে গিযা মামা ভর্তৃহবিব কাছে হাজিব হইযা বলিলেন,

তু মামা মৈঁ ভানজা অর্জ মেবী সুনী লেব
চেলা হমৈঁ কবায দো মৈঁ কৰ্ক ওককী সেব।

ভাগিনেযকে যোগপথ ত্যাগ কবাইতে মামা অনেক চেষ্টা কবিলেন। শেষে বলিলেন, তোমাকে গুরুব কাছে লইযা যাই কি কবিযা, তাহাব চোখে পডিলেই তো ভস্ম হইযা যাইবে।

কৈসে গুরু পব লে চলূঁ ক্যা সমঝাবৈ মোহিঁ
বে জোগী অবধূত হৈঁ তো ভসম কবেঙ্গে তোহিঁ।
প্যাবেজী ভসম কবেঙ্গে তোহিঁ উঠে মেবে তনমৈঁ জ্বালা
বোয মবে তেবী মায জিনহোঁনে দুখনে পালা।

গোপীচন্দকে নাছোডবান্দা দেখিযা অবশেষে ভবথবী তাহাকে গুরুব কাছে লইযা যাইতে বাজি হইলেন। প্রথমে তিনটি পুতুল লইযা গেলেন, তিনটিই গোপীচন্দেব প্রতিমা। সেগুলি ভস্ম হইল। তাহাব পব বাজাকে লইযা গেলেন। জালন্ধবি গোপীচন্দকে অমব বব দিলেন এবং ঘবে ফিবিযা যাইতে বলিলেন।

শুভ ঘডী ঘবসে চলা লান গুরুনসে নেহ
জা চেলা ঘব আপনে অমব ভঈ তেবা দেহ।

গোপীচন্দ বলিলেন, গুরুজী

বাজপাট দিযে ছোড চবণ তুমহবে চিত্ত দীনা
চেলা কবি লো মোহিঁ ফিবঁ মে জগমৈঁ হীনা।

ভবথবীও ভাগিনেযেব হইযা বলিলেন। জালন্ধবি তাঁহাকে কহিলেন, কুমাবকে বুঝাইযা বর্ল বাজ্য কবিতে। যোগপথ হইযেছে খঙ্গাধাব। গোপাচন্দকে বলিলেন,

সুবত জিনকী মোহনী কোমল জিনকে গাত
ইনপব জোগ সাধৈ নহীঁ সুন বচ্চা মেবী বাত।

গোপীচন্দ কাতবভাবে প্রার্থনা কবিলেন

কব জোবে অবজী কবৈ আজ্ঞা মোকূ দেহু
ঐসা জ্ঞান বতায দো মৈঁ তজু জগতসে নেহু

তখন জালন্ধবি উপদেশ দিলেন,

চাব খুঁট বমতে ফিরৌ গুরুসে বাখৌ ধ্যান
ঘব সোলা সৌ নাবি হৈঁ তো মাতা কব কব জান

তখন

কাঁধে পব ঝোলী ধবী অঙ্গ ভভূত বমাব
গোপীচন্দ বাজা চলে গুরুকী আজ্ঞা পায

বাজা নিজেব অন্তঃপুবদ্বাবে ভিক্ষার্থী হইযা গেলেন। দাসীব মুখে খবব পাইযা বতনকুঁবব দৌডাইযা আসিযা স্বামীব কাছে বিলাপ কবিতে লাগিল। গোপীচন্দ জবাব দিলেন গানে।

॥ রাগ হোলী ॥
নাবি অব খ্যাল পবৌ মতি মেবে
মোহি জানা গুককে ডেবে। (টেক)
বৈঠী বাজ কবৌ মহলনমেঁ মাল খজানে তেবে।
হম কর্মনমেঁ লিখী ফকীবী বাকো কৌন নিবেবে।
ফৌজনকে ঘব সজে হৈ বিসালে বাজ তপৈ চহুঁ ফেবে।
নৌকব চাকব হৈ সব তেবে ক্যা হুকম তেবো গেবে।
বাব বাব সমঝাবত তিবিযা হমকো হো ন অবেবে।
মাতাকে বচনসে লঈ হৈ ফকীবী তু কবিযো দান সবেবে।
লক্ষ্মণ বাম সুমব গুণ গাবৈ আয গদে দিন নেবে ॥

মাতা আসিযা বলিলেন, সব দেশে ঘুবিও, যদি ভালো চাও তো কখনও বাঙ্গালাদেশে যাইও না।

চাব খুঁট বমতে ফিবৌ কবৌ দেশ কী সৈব
বঙ্গালে মতি জাইযো জো তু চাহৈ খৈব।

পুত্র বলিলেন, সব দেশ দেখিযাছি, বাঙ্গালাদেশ তো দেখি নাই।

মযনামতী পুনবায সাবধান কবিযা দিলেন,

বচন হমাবা মানিযে বঙ্গালে মতি যায
বহিন তেবী চম্পাবতী দেখতহী মবি জায।

'আমাব কথা মানিও, বঙ্গদেশে যাইও না। তোমাব বোন চম্পাবতী তোমাকে দেখিলেই মাবা যাইবে'

ঘুবিতে ঘুবিতে গোপীচন্দ "গৌড-বঙ্গাল" দেশে আসিলেন। বাজমহলে ভিক্ষা মাগিতে গিযা ভগিনীব সহিত দেখা হইযা গেল। আত্মপবিচয দিযা গোপীচন্দ ক্ষুধাব অন্ন চাহিলেন। ভাইকে চিনিবামাত্র চম্পাবতীব প্রাণ বিযোগ হইল। গোপীচন্দ কাতব হইযা গুককে স্মবণ কবিলে পব গুক আসিযা হাসিতে লাগিলেন। ভগিনীকে বাঁচাইযা দিবাব জন্য শিষ্য গুককে কাতব অনুবোধ জানাইলে গুক বলিলেন, যোগ-যুক্তি যদি না জান তবে কেন সাধু হইযাছ। তাহাব পব তিনি চম্পাবতীকে বাঁচাইযা দিলেন ॥

টীকা

১ গীতিসংখ্যা ২৬।
২ ঐ ১১।
৩ প্রথম খণ্ড ৭৮ দ্রষ্টব্য
৪ শ্রীযুক্ত হীরালাল জৈন সম্পাদিত (১৯৩১) 'পাহুডদোহা' শ্লোকসংখ্যা ১০৯।
৫ ঐ ১৮৫।

৬ পুথির প্রথম পবিচয় বিস্তৃতভাবে বাহিব হইয়াছিল কাঠমাণ্ড হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত-সন্দেশ' পত্রিকাব প্রথম সংখ্যায় (১৯৫৩)। ডকটর শ্রীজয়কান্ত মিশ্রেব সম্পাদনায এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত (১৯৬১)। সম্পাদক সংস্কৃত-সন্দেশে প্রকাশিত পাঠ দেখেন নাই। দেখিলে ভালো কবিতেন।

পুথিটি বারো পাতাব। ল-সং ৪৯৫ অব্দে (= ১৬১৪ অব্দে) তিবহুতে লেখা। পুষ্পিকা হইতে জানা যায যে নাটকটি "সুপ্রক্রিয় মহারাজপণ্ডিতবর শ্রীমদবিদ্যাপতি সৎকবি বিবচিত"।

৭ যোগীরা কি নাচগানের সঙ্গে যমপট দেখাইতেছিলেন?

৮ = বাল।

৯ "তথাচ পরদর্শনে মীননাথঃ" বলিযা যে একটি পদ চর্যাগীতিব টীকায মুনিদত্ত উদ্ধৃত কবিযাছেন তাহা বিবেচনা করিলে এক মীননাথের ঐতিহাসিকত্ব স্বীকাব করিতে হয। অবশ্য মীননাথ নাম ষোডশ শতাব্দীতেও অচলিত ছিল না।

১০ বিশ্বভারতীর পুথি (৪৫ পাতায় সম্পূর্ণ)। লিপিকাল ১২৬৩ সাল। উত্তববঙ্গে লেখা। ভনিগা 'কহে ভীমসেন রাএ মনেতে ভাবিয়া, কইল অপূব কথা নাচাডি বচিয়া" (পৃ ১৮ ক)। 'গোর্খবিজয' নামে শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল কর্তৃক সম্পাদিত ও বিশ্বভাবতী কর্তৃক প্রকাশিত।

১১ 'মীনচেতন', নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত ও ঢাকা সাহিত্যপবিষৎ প্রকাশিত (১৩২২)। উত্তববঙ্গেব পুথি। লিপিকাল ১২২৪ সাল।

১২ মৌলবী আবদুল কবিম সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ প্রকাশিত (১৩২৪) গোবক্ষবিজয। আটখানি পুথি অবলম্বন কবা হইয়াছে। সবচেযে পুবোনোখানিব লিপিকাল ১১৮৪ সাল।

১৩ ক ১৬০৬ (১৮ পাতাব পুথি)। লিপিকাল ১১৮৭ মাঘ অর্থাৎ ১২৩২ সাল। লিপিব ধাঁচে বিশেষত্ব আছে। একবার ভীমদাসের ভনিতা আছে।

১৪ চাটিগাঁ অঞ্চলে এক পদকর্তা ছিলেন ফযজুল্লা নামে। তিনি এই ফযজুল্লা হইতে পাবেন।

১৫ হাড়েব মালা ধারণ যোগী কাপালিকদেব একটি বিশিষ্ট সম্প্রদাযিক চিহ্ন ছিল। কাহ্নপাদেব চর্যাগীতি দ্রষ্টব্য।

১৬ অনিলপুবাণেব মতে ধর্মঠাকুবেব (অর্থাৎ আদ্যনাথেব) মাযায। পূব পবিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

১৭ কদলী মানে বম্ভা অর্থাৎ অপ্সরা। কদলীব দেশ অপ্সবা সঙ্গ।

১৮ অর্থাৎ ডাকপাখি হইযা শীঘ্র উডিযা যাও।

১৯ পাটিকা সম্ভবত প্রাচীন জনপদ পট্টিকেব (আধুনিক বাংলাদেশে ত্রিপুবা জেলায অন্তর্গত)।

২০ 'কঙ্কালী' (অর্থাৎ বিশীর্ণ চামুণ্ডা মূর্তি) এই নামেব ব্যুৎপত্তি অনুসাবে কাঁকাল ভাঙ্গাব ব্যাপাব।

২১ শ্যামদাস সেনেব মীনচেতনে আছে

"সেই সে গোবক্ষ তবে নিবন্ধ কবিল
কালী বলি এক মূর্তি বাঢাত স্থাপিল।"

২২ - চড মারিযা।

২৩ - শূলে দেয়।

২৪ - বালক, শিশু।

২৫ - শিলে।

২৬ অনিলপুরাণেব মতে মীননাথ মহানাদে আসিযা যোগী বজ্রেব বাজা হইযাছিলেন।

২৭ - বাও। অর্থাৎ ভাল বাজাও।

২৮ = সংজ্ঞায, ইশাবায।

২৯ = ঘুঙ্ঘুব বাজাইয়া।

৩০ শুদ্ধ পাঠ "ঘব চালে চাল"?

৩১ = অন্ধে।

৩২ = কালা।

৩৩ = গোর্খনাথ উবাচ।

৩৪- লতা।

৩৫ পাঠ "নির্জন তন্ত্র"।

৩৬ - গন্ধ।

৩৭ গোরখ-বাণী পৃ ১৮৬-২০২।

৩৮ = "নির্বাণ"।

৩৯ - গাছ।

৪০ = শুক।

৪১ পাঠ "পালি"।

৪২ - কাল।

৪৩ - মৃত্যু।

৪৪ - ধৈর্য

৪৫ বহিম উদ্দীন মুনশী সঙ্কলিত ও হাজী আফাজুদ্দীন আহমদ প্রকাশিত ষড় যোগীকাছ (৮র্থ সংস্করণ ১৩৩৫) দ্রষ্টব্য।

৪৬ অর্থাৎ যোগী-নটকৃতা।

৪৭ পুথি ১২০৮ সালে লেখা। শবৎকুমাব বায কতৃক মালদহ হইতে সংগৃহীত। শ্রীমণীন্দ্রমোহন চৌধুবী কর্তৃক সম্পাদিত ও ববেন্দ্র বিসার্চ মিউজিযাম বাজশাহী হইতে প্রকাশিত (১৯৬৪)।

৪৮ পা? 'যতি'।

৪৯ ঐ 'লোকে'।

৫০ সম্পাদক ১৪২০ শকাব্দ ধবিযাছেন।

৫১ বামচন্দ্র শুক্ল সম্পাদিত ও কাশী নাগবীপ্রচাবিণী সভা প্রকাশিত (তৃতীয় সংস্কবণ ২০০৩ সংবৎ) পৃ ৫৫।

৫২ 'গোবিন্দচন্দ্রেব গীত' নামে শিবচন্দ্র শীল কতৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত (১৩০৮)। পুথিব প্রথম পবিচয বাহিব হইয়াছিল সাহিত্যপবিষৎ পত্রিকায (৬ পৃ ২৬৭ ৭২)। পুথি পূর্ববাঢ়েব, লিপিকাল ১২০৬ সাল।

৫৩ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত এবং ঢাকা সাহিত্যপবিষৎ কতৃক প্রকাশিত (১৩২১) 'ময়নামতীব গান' নামে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক প্রকাশিত 'গোপীচন্দ্রেব গান এ (১৯২২ ২৪) পুনর্মুদ্রিত।

৫৪ সুকুর মামুদেব পাঁচালী মুনশী গোলাম বসুল খোন্দকাব কতৃক প্রকাশিত হইযাছিল ১৩১৯ সালে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয প্রকাশিত গোপীচন্দ্রেব গানে পুনর্মুদ্রিত।

৫৫ "আবদুল সুকুব নাম পিতায বাখিল সুকুব মামুদ নাম কুলেতে বাখিল।
নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখিযাছিলেন যে তাঁহাব কাছে সুকুব মামুদেব যে পুথি ছিল তাহাতে কাবব নিবাস পাওযা যায সিন্দুবকুসুমী গ্রাম (বামপুব বোযালিযাব উত্তবে)।

৫৬ পূর্ণতব রূপে বিশ্বেশ্বব ভট্টাচার্য কতৃক প্রকাশিত (সা প প ১৫)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয প্রকাশিত গোপীচন্দ্রেব গানে পুনর্মুদ্রিত।

৫৭ লামা তাবনাথ এইখানে ভালছাবিব উক্তি বাঙ্গালায উদ্ধৃত কবিযাছেন। প্রথম উক্তিব ভাষা বিকৃত। দ্বিতীয় উক্তি—"উপর যাহি"। এ বাক্যটি মধ্য বাঙ্গালা প্রাচীন বাঙ্গালা অথবা অবহট্ঠ হইতে পাবে।

৫৮ আসলে নামটি একটি মহিলাব, অদুনা পদুমা অর্থাৎ অদ্বিতীয পদ্মিনী নাবী।

৫৯ লখিন্দবও বাসবঘবে ক্ষুধা বোধ কবিযাছিল এবং সেই উপলক্ষ্যে প্রাণ হাবাইযাছিল।

৬০ কাহ্নপাদেব একটি চর্যগীতিতে (১১) যেন গোবিন্দচন্দ্রেব যোগবেশধাবণেব প্রতিচ্ছবি পাই।

৬১ শ্রীঅক্ষয়কুমাব কযাল সংগৃহীত (কলিকাতাব দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলেব ?) পুথি। মোট পত্রসংখ্যা ২ ৪, ৫ ২৯।

৬২ প্রাসাদেব নাম।

৬৩ অর্থাৎ বাজা দর্শনে আপনাব সর্ব অঙ্গেব সৌন্দয দেখিতেছে।

৬৪ = টিপিতেছে, মর্দন কবিতেছে।

৬৫ অর্থাৎ যমেব কবল।

৬৬ পাঠ "রসিক"।

৬৭ কন্দ স্কন্দ। অর্থাৎ দেহ বিনষ্ট হইল।

৬৮ পাঠ "শত্রু"।

৬৯ পাঠ "হেউত"।

৭০ হেউতে - হেতুতে

৭১ ঐ "কিচু"।

৭২ ঐ "বোজে"।

৭৩ ঐ "পরকাশিযা"।

৭৪ তুলনীয় আধুনিক লোকোক্তি

"মাগুর মাছেব ঝোল
ভর-যুবতীব কোল
বোল হবিবোল।"

৭৫ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি নং Additional ১৩৮৯। পত্র সংখ্যা ৬১। পূজনীয় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কৃত (খণ্ডিত) অনুলিপি ব্যবহার করিয়াছি। মৎপ্রণীত বিদ্যাপতি গাষ্ঠী (১৩৫৪) পৃ ৫০ দ্রষ্টব্য। শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় নাটকটি প্রকাশিত হইয়াছে (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭০)।

৭৬ = কুক্ষিতে।

৭৭ ভাঙ খাই জুয়া খেলোয়াড়।

৭৮ = অমূল্য।

৭৯ তুলনীয় "হস্তি ঘোড়া পয়দল যত দেখ আর আনলের মাঝে যেন ভস্মেতে অঙ্গার। (দুর্লভ মল্লিকের গীত পৃ ৫৭)।

৮০ অর্থাৎ "আমরা ধর্মভাবক" অথবা "(তুমি) আমাদের ধর্মভাই।"

৮১ অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ানন্দ স্বামীকে দাও।

৮২ অর্থাৎ বৃষভ

৮৩ অর্থাৎ তিউড়িতে এক ফোঁটা জল নাই।

৮৪ নষ্ট।

৮৫ অর্থাৎ ক্ষৌরকার নাপিত।

৮৬ পাঠ "পানী"। পালি মানে কানে শঙ্খকুণ্ডল

৮৭ "উদনা করিয়া বিভা পুদুনা [illegible] হস্তী ঘোড়া পাইনু আর খেতুয়া গোলাম।" সুকুর মামুদের মতেও "খেতুয়া নফর"। খেতু খেতুয়া নামের আসল মানে চাষা।

৮৮ শ্রীগোপাল হালদারের প্রবন্ধ (প্রোসীডিংস অ্যাণ্ড ট্রানজাকশনস অব দি সিকসথ ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স পাটনা) পৃ ২৬৭ ৬৯ দ্রষ্টব্য।

৮৯ [illegible] দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত প্রথম খণ্ড পৃ ৮৫ ৩১

৯০ সংগীত গোপীচন্দ ভবথরি বঙ্গবাসী হরিপদভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা ১৯২৬)।

৯১ পাঠ "ছায়"।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ
# মনসামঙ্গল

## ১ বাস্তুপূজা

বৈদিক চিন্তাব পবিণতিতে বাস্তুদেবতাব দুইটি প্রতীক দাঁডাইযা গিযাছিল। এক, বৃক্ষ অথবা স্থাণু। দুই, নাগ (অর্থাৎ সাপ)। স্থাণুব দুই পবিণতি চৈত্য এবং শিবলিঙ্গ। বৃক্ষপূজাব পবিণতি বিচিত্র—বট, অশ্বত্থ, বিল্ব, সিজ অথবা তুলসী। পূবভাবতে বাস্তুপূজা সিজ ও সাপ লইযা এবং সেখানে সিজ ও সাপ একত্রিত। তা ছাডা মনসাদেবী ('মনসো বেত৹ প্রথম৹ যদ আসীৎ)—যাঁহাব আদ্য কথা পূব খণ্ডে বলিযাছি—তিনিও এই সঙ্গে যোগ দিযাছেন তবে বেমালুম মিলিযা যান নাই। পশ্চিমবঙ্গেব বাস্তুপূজাব দেবতা হইল সিজ গাছ ও অষ্টনাগ (অথবা অষ্টনাগেব প্রতিনিধিস্থানীয অনন্ত বা বাসুকি যিনি মাথায পৃথিবী ধাবণ কবিযা আছেন।) উত্তববঙ্গে বাস্তুপূজাব দেবতা সিজ গাছ ও মনসা। পূর্ববঙ্গে বাস্তুপূজা কিভাবে আছে তাহা অবগত নই। সম্ভবত জলপ্লাবিত ভূভাগে স্থাযী আবাসেব সম্ভাবনা কম থাকাতেই ওখানে বাস্তুপূজা লুপ্ত অথবা লুপ্তপ্রায, এবং তাহাব স্থানে ঘবে ঘবে ঘটে অথবা মূর্তিতে মনসা পূজাব বীতি বহুপ্রচলিত। পশ্চিমবঙ্গে ধুমধামে মনসা পূজাব বেওযাজ অপেক্ষাকৃত কম। যে অঞ্চলে সে বেওযাজ আছে সেখানে দুর্গাপূজাব মতোই আডম্ববব কবিযা গ্রাম-উৎসব রূপে অনুষ্ঠিত হয। পূর্ববঙ্গেব মতো ঘবে ঘবে ব্রত অনুষ্ঠান রূপে মনসা-পূজা পশ্চিমবঙ্গে অজ্ঞাত। বৈশাখ মাসে দশহবাব দিনে সিজ গাছেব তলায নাগ (ও মনসা) পূজা পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র অনাডম্ববে অনুষ্ঠিত হয। আব একটি বাস্তুপূজা হইল শ্রাবণ অথবা ভাদ্র মাসে অবন্ধন অর্থাৎ উনান-পূজা। তবে সব পবিবাবে এ পূজা প্রচলিত নয।

ব্রত-অনুষ্ঠান রূপে মনসাপূজা প্রচলিত নাই বলিযাই পশ্চিমবঙ্গেব মনসামঙ্গলগুলিব মতো পূর্ববঙ্গেব মনসামঙ্গলগুলি—অর্থাৎ পুথি ও গ্রন্থ—কোন একটিমাত্র কবিব সংহত বচনারূপে পাওযা যায নাই। পূর্বগামী কবিদেব বচনা ব্রতকথাব মতো খণ্ডিতভাবে গীত অথবা পঠিত হওযাতে, এবং পশ্চিমবঙ্গে যেমন তেমনি আসব জমাইযা গাযন কর্তৃক গীত না হওয়াতে, পূর্ববঙ্গেব মনসামঙ্গল বচনাগুলি আমবা বহু কবিগাযকেব ভনিতামণ্ডিত হইযা

সংকলনরূপেই পাইয়াছি। ভনিতাগুলি অধিকাংশই গায়নের প্রক্ষেপ, রচয়িতার স্বাক্ষর নয়। রচয়িতার নাম হইলে খণ্ডাংশ-রচয়িতার নাম। এই সম্ভাবনাটি মনে না রাখিয়া অনেক পণ্ডিত পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল-কবিনামমালায় অষ্টাধিক শতোত্তর অক্ষসংযোগ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অবিমৃষ্যচিন্তক অনুবর্তীরাও ভুলের জট পাকাইয়া চলিয়াছেন ॥

## ২ কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ

পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গল নিবন্ধগুলির মধ্যে রচনাগৌরবে ও প্রচারবাহুল্যে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের গ্রন্থই শীর্ষস্থানীয়।[১] কবির নামের মূল অংশ কেতকাদাস না ক্ষেমানন্দ এই লইয়া সংশয় আছে। প্রায় সকলেই (এবং ইতিপূর্বে এই গ্রন্থের লেখকও) "কেতকাদাস" উপাধি, আর "ক্ষেমানন্দ" (বা ক্ষমানন্দ) নাম বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু "ক্ষেমানন্দ" ভনিতা আরও দুই-তিনজন মনসামঙ্গলের কবি ব্যবহার করিয়াছেন। অথচ "কেতকা" মনসার নামান্তর জানা সত্ত্বেও একজন ছাড়া আর কোন মনসামঙ্গল-কবি "কেতকাদাস" ভনিতারূপে ব্যবহার করেন নাই। সুতরাং কেতকাদাসই কবির আসল নাম বলিয়া গণ্য করা উচিত। এখন আমি তাহাই করিতেছি।

কবিকঙ্কণের আত্মকাহিনীর অনুসরণে কেতকাদাসও আত্মকাহিনী দিয়াছেন। কাহিনীর কিছু কিছু পাঠান্তর আছে। সব মিলাইয়া লইলে যে পাঠ খাড়া হয় তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

শুন ভাই পূরকথা দেবী হৈল বরদাতা
সহায়পূরক বিষহরি
বলিভদ্র[২] মহাশয় চতুর্ভুজ[৩] সম হয়
তাহার তালুকে ঘর করি।
তাহার রাজতি শেষ চলি গেল স্বর্গদেশ
তিন পুত্রে[৪] দিয়া অধিকার
শ্রীযুক্ত আস্কর্ণ রায় পুত্রের অধিক তায়[৫]
রণে বনে বিজয় তাহার।
তিন পুত্র অল্পবয় প্রসাদ গুরু মহাশয়
তালুকের করে লেখাপড়া
তাহার কলমবশে প্রজা নাহি চাষ চষে
সোমনগর[৬] হইল কাঁথড়া।[৭]
রণে পড়ে বাবা খাঁ বিপাকে ছাড়িতে গাঁ
যুক্তি করে জননী জনক[৮]
দিন কথ ছাপা যাই তবে সে নিস্তার পাই
দেওয়ানে হইল বড় ঠেক।
শ্রীযুক্ত আস্কর্ণ রায় অনুমতি দিল তায়
যুক্তি দিল পালাবার তরে
শুনহ মণ্ডল তুমি উপদেশ বলি আমি
গ্রাম ছাড় রাত্রের ভিতরে।
প্রসাদ তাহার পাত্র ইঙ্গিত পাইল মাত্র

পালাইবে শঙ্কর মণ্ডল
প্রসাদ হরিষ হইয়া যুক্তি দিল আশ্বাসিয়া
ধান্য কিছু না দিল[৯] সম্বল।
নিজ গ্রাম ছাড়ি যাই জগন্নাথপুর পাই
হেনকালে নিশি অবসান
তথা তেলি লম্বোদর[১০] উত্তরিতে দিল ঘর
হাঁড়ি চালু[১১] সিধা গুয়া পান।
রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই তাহারে ভেটিতে যাই
নাম তার রায় ভরাঙ্গল[১২]
তিহো দিল গুয়া পান[১৩] আর গ্রাম তিনখান
লিখাপড়া বসতের স্থল।[১৪]
এইমতে কতদিন আমার অন্তিম দিন[১৫]
কপালে কি লিখিল বিধাতা
শুন পুত্র ক্ষেমানন্দ কতেক কবির বন্ধ
খড় কাটিবারে বলে মাতা।
তোরা কি বাজার বেটা ঘরে নাঞি খড়-কুটা।[১৬]
দেখ পুত্র পরের আশ্রম
জননী এতেক যদি গালি দিল নানা বিধি
তথাপি না ঘুচে মনভ্রম।
মনে করি সবিস্ময় বেলা আছে দণ্ড ছয়
সঙ্গে লয়্যা অভিরাম ভাই
অবসান দেখি বেলা গ্রামের উত্তর জলা
খড় কাটিবারে দোঁহে যাই।
তথা ছাওাল চারি পাঁচে খোলা দিয়া জল ছিঁচে
মৎস্য ধরে পঙ্কেতে ভূষিত
আমার কৌতুক বড় ছাওাল পাঁচেক জড়
সেইখানে হইল উপনীত।
আগে আমি কহি গিয়া মৎস্য ধর আমা লয়্যা
তারা বলে ইহা নাহি হয়
যত মৎস্য ধর‍্যাছিল সকলি কাড়িয়া নিল
অল্পবুদ্ধি মনে নাহি ভয়।
গালাগালি দেই তারা মৎস্য ছিল হাঁড়িভরা
সকলি লইয়া ক্ষেমানন্দ
যত শিশুগণ মেলি দেই সভে গালাগালি
পথ আগুলিয়া করে দ্বন্দ্ব।
মৎস্য লয়্যা অভিরাম চলি গেলা নিজ স্থান[১৭]
যত শিশু গেলা ঘরাঘরে
আমি হৈলাম একেশ্বর প্রাণেতে নাহিক[১৮] ডর
রহিলাম খড় কাটিবারে।
একেলা রহিলাম যদি খড় না মিলায় বিধি

কপালে লিখন এই লাগি
আচম্বিতে আইল ঝড় পগারেতে গোড়ায় খড়
সম্মুখে দাণ্ডাইয়া মুচি-মাগি।
সেই গ্রামের কর্মকার পগার গোড়ায় তার
খড় কাটিবারে গেলাম আমি
মুচিনীব মূর্তি ধরি বলে দেবী বিষহরি
জিজ্ঞাসিল কোথা আছ তুমি।
মুচিনীর কথা শুনি ক্ষেমানন্দ বলে বাণী
জগন্নাথপুবে আছি আমি।
বিচিত্র বসন আনি বলে বিষ-বিনোদিনী[১৯]
কাপড কিনিতে আছে টাকা
বসন দেখায্যা মোবে কপট চাতুবি কবে
যত্নে লুকাইযা দিল ঢাকা।[২০]
চবণে পিপডা খায় ক্ষেমানন্দ ফিব্যা চায
সমুখে মুচিনী অদর্শন
মুচিনীবে না দেখিযা মনে সবিস্ময হৈয়া
ভাবি দুঃখ এই কোন জন!
পাই বড মনস্তাপ[২১] দেখিনু অনেক সাপ
আমাবে বেডিল কতগুলা
বেষ্টিত ভুজঙ্গ-ঠাটে অবতরি মাঝ-মাঠে
দেখিযা উডিল মুখে ধূলা।
দেখিলাঙ যেইমতে মানা কৈলা প্রকাশিতে
কহিলে না হব তোর ভাল
শুন পুত্র ক্ষেমানন্দ কবিত্ব কবহ বন্ধ
আমার মঙ্গল গায্যা বুল।
ব্রহ্মাণীচরণ-আশে গাইল কেতকাদাসে
তুয়া বিনে অন্য নাহি গতি।
যে জন গাওযায গায তুমি তাবে বক্ষিও মায়
বণে বনে হইবে সাবথি!

আত্মকাহিনীর সাব কথা এই।—ক্ষেমানন্দেবা দুই ভাই, ছোট ভাইয়ের নাম অভিরাম। পিতার নাম শঙ্কব মণ্ডল। পৈতৃক নিবাস সোননগর, সোমনগব, সোনাগড় অথবা কাঁথড়া। গ্রামের জমিদার বলিভদ্রের মৃত্যুব সময়ে তিন নাবালক পুত্র রাখিযা যান। কবির পিতা শঙ্কর মণ্ডল সম্ভবত স্থানীয় শাসনকর্তা ফৌজদার (?) বারা খাঁর কর্মচারী ছিলেন। যুদ্ধে বারা খাঁর মৃত্যু হইলে শঙ্কব মণ্ডল মুস্কিলে পডিল। স্থানীয় জমিদার আস্করণ রায় বলিভদ্রের বিশ্বাসী আত্মীয় ছিলেন এবং শঙ্কর মণ্ডলের হিতৈষী। আসল ক্ষমতা অধিগত করিল তিন নাবালক জমিদারের গুরুমহাশয় প্রসাদ। সেই-ই জমিদাবীর কর্তা হইল। প্রসাদেব সঙ্গে শঙ্কর মণ্ডলের বনিবনাও ছিল না বলিয়া মনে হয়। গ্রামে জীবিকার কোন সুবিধা নাই দেখিয়া শঙ্কর মণ্ডল তাহার পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া গ্রাম ছাডিবার উদ্যোগ করিল। আস্করণ

রায় এই যুক্তি অনুমোদন করিলেন, কিন্তু প্রসাদের চক্রান্তে শঙ্কর মণ্ডল কিছু পাথেয় লইতে পারিল না। রাতারাতি গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া তাহারা ভোর বেলায় জগন্নাথপুরে পৌঁছিলে সেখানে লস্করের তেলি তাহাদের আশ্রয় দিল। স্থানীয় ভূস্বামী ভরামল (বিহারীমল্ল ?) রায়ের সঙ্গে দেখা করিলে তিনি শঙ্কর মণ্ডলকে জমিদারির কাজকর্ম দিয়া জগন্নাথপুরে রাখিলেন।

দুই ভাইকে একদিন মা বলিলেন, ঘরে খড়-কুটা নাই। যাও খড় কাটিয়া আন। গ্রামের উত্তরে জলায় দুই ভাইয়ে খড় কাটিতে গেল। পথে দেখে ছেলেরা ডোরায় জল ছিঁচিয়া মাছ ধরিতেছে। তাহাদের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া বাঞ্ছাইয়া কেতকাদাস সব মাছ কাড়িয়া লইল আর ভাইকে দিয়া তাহা বাড়িতে পাঠাইয়া দিল। তাহার পর কামারদের পগার গোড়ায় কেতকাদাস খড় কাটিতে গেল। সেখানে মনসা কাপড় বেচা মুচি মেয়ের রূপ ধরিয়া দেখা দিলেন এবং নিজের স্বরূপ দেখাইয়া তাহাকে মনসামঙ্গল রচনা করিয়া গাহিয়া বেড়াইতে আদেশ করিলেন।

এই আত্মকাহিনীতে একটু ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। সে ফাঁক কোন কোন পুথির ভনিতা হইতে পূরণ করা যায়।—মনসা কবিকে মন্ত্র দিয়াছিলেন।[২৩]

শঙ্কর মণ্ডলের পূর্ব নিবাস কোথায় ছিল এবং পর নিবাস জগন্নাথপুরই বা কোথায় সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নাই। বারা খাঁর সমাধি বর্ধমানের কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে শিলিমপুর গ্রামে আছে বলিয়া জগন্নাথপুর বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশে, এই অনুমান করা গিয়াছিল। কিন্তু নূতন লব্ধ পাঠ "ভরামল রায়" নাম হইতে এই স্থান হুগলি জেলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশে ও বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে কোথাও ছিল বলিয়া অনুমান করি।[২৩]

কেতকাদাসেরা কায়স্থ ছিলেন। ভনিতায় তিনি এক আধবার মনসার কাছে কায়স্থদের জন্য বর মাগিয়া গিয়াছেন।

ক্ষেমানন্দ রাণী বক্ষ ঠাকুরানী
কায়স্থ যতেক আছে ॥

আত্মপরিচয়ে রায়ের খাঁয়ের উল্লেখ হইতে রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া অনুমান করা হয়। কিন্তু ভরামল রায়ের উল্লেখ থাকায় সে অনুমান করা চলে না।[২৪] রায় খাঁ নামটি সম্ভবত উপাধির মতো ছিল মানে 'ঋজু পথিক মহাশয়। সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ধিকালে বাংলার কোন ফৌজদার এই নামে পরিচিত ছিলেন এই অনুমান করিতে হয়। সুতরাং কেতকাদাসের সময় সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ধিকালে ধরিতে হইবে।

কেতকাদাস তাঁহার নিবন্ধকে কখনও কখনও জগতীমঙ্গল' (অথবা 'জগাতীমঙ্গল') বলিয়াছেন।

জগতীমঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দে গায়
এত দূরে মনসামঙ্গল হৈল সায়।[২৫]

ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলার নিকদ্দেশ-যাত্রাপথে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে সেগুলি সবই আধুনিক বর্ধমান জেলার মধ্যে পড়ে এবং সে সবই দামোদরের পূর্বতন প্রবাহপথের—যখন আঁকিয়া বাঁকিয়া দামোদরের প্রধান প্রবাহ বর্ধমান হইতে উত্তর-পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়া মগরা-ত্রিবেণী-কালনা অঞ্চলে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত—যে প্রবাহপথের

চিহ্নাবশেষ বাঁকা-বেহুলা-বল্লুকা-গাঙ্গুবেব তীবে তীবে অবস্থিত। এগুলি এখনও পশ্চিমবঙ্গে মনসা-পূজাব প্রধান পীঠস্থানরূপে পবিগণিত হইযা আছে। যেমন জুঝাটি গোবিন্দপুব বর্ধমান গাঙ্গপুব কেজ্যা মণ্ডলগ্রাম দেপুব নেযাদা আদমপুব (বা আমদপুব) হাসনহাটি নাবিকেলডাঙ্গা বৈদ্যপুব পিডতলী (বা পীবতলী) গহবপুব ত্রিবেণী ইত্যাদি।

ক্ষেমানন্দেব বর্ণনাব প্রধান বিশেষত্ব সবলতা ও সহৃদযতা। বেহুলা-লখিন্দবেব প্রত্যাবর্তনেব বর্ণনা হইতে উদাহবণ দিই। শ্বশুববাড়িতে ফিবিবাব পথে বেহুলা স্বামীকে লইযা ছদ্মবেশে বাপেব ঘবে দেখা দিতে চলিযাছে।

চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘাটে থুইযা যোগী যোগিনী হৈযা
চলিল বেহুলা নাখন্দব
রূপ জিনি তিলোত্তমা বক্ত বস্ত্র পবি বামা
আচ্ছাদিল অঙ্গ মনোহব।
গলায রুদ্রাক্ষমালা স্কন্ধে ঝুলি হাতে থালা
নখিন্দব চলে তাব আগে
বেহুলা যায পিছু পিছু লজ্জায না বলে কিছু
মাযারূপে দোহে ভিক্ষা মাগে।

এইভাবে তাহাবা নিছনি নগবে

সবাকাব বাড়ি গিযা শিঙ্গাধ্বনি কবে
শিব শিব বাণী মুখে সঘনে নিঃসবে।
বেহুলা-নখাই ভিক্ষা মাগে বাড়ি বাড়ি
থালেব উপবে কেহ দেয চালু কড়ি।

ঘুবিতে ঘুবিতে তাহাবা বেহুলাব পিতৃগৃহে পৌঁছিল। যোগীব শিঙ্গাধ্বনি শুনিযা বেহুলাব মা ভিক্ষা দিতে আসিল। যোগিনীকে দেখিযা তাঁহাব নিরুদ্দিষ্ট কন্যাব মুখচ্ছবি মনে পড়িল। সে বলিল,

তোমা দেখিযা শোকে কান্দে মোব প্রাণ
মোব কন্যা এক ছিল তোমাব সমান।
না বলিযা কোথা গেল মড়া লৈযা কোলে
যোগিনী জাগালে শোক বেহুলা বদলে।

শাশুড়িব কাছেও বেহুলা দেখা দিল ছদ্মবেশে, যোগিনীব ভেক ধবিযা নয ধুচুনী-চুপড়ী-বিযনী-বেচা ডোমিনী সাজিযা। অদৃষ্টপূর্ব ডোম-বৌকে দেখিযা সনকা তাহাব নাম-ধাম জিজ্ঞাসা কবিলে বেহুলা ঘুবাইযা উত্তব দিল,

বেহুলা ডোমিনী নাম মায ডোম পিতা।
চাঁদ ডোম শ্বশুব নখাই-ডোম পতি
অতি হীনকুলে জন্ম মোবা ডোম জাতি।
ধুচনী চুবড়ী বুনি আর বুনি কুলা
সিযনী বিযনী বুনি আব বুনি ডালা।

তাহাব পব অপূর্ব ব্যজনীখানি বিক্রযেব জন্য আগাইযা দিযা বলিল,

আমাব বিয়নী খানি লক্ষ টাকা মূল

চাঁদ ঝলমল করে কনকের কুল।
বাজনে বসন্ত আসে বন্দিনীর বায
নিদ্রাকালেতে লাগে সুশীতল গায।
যে জন সুজন বড় হয়ে ত বসিক
বাজনী কিনিবে দিয়া লক্ষের অধিক।

বেহুলার কথায় সনকার মনে পুত্র-পুত্রবধূর স্মৃতি জাগিল।

বেহুলা নখাই নামে পূরশোক জাগে
সনকা ক্রন্দন করে ডোমিনীর আগে

"কৃত্তিবাস", মুকুন্দ ও কাশীরাম যেমন যথাক্রমে রাম-কথা চণ্ডী-কথা ও ভারত-কথার প্রতিনিধিস্থানীয় কবি, কেতকাদাস তেমনি মনসামঙ্গল কাব্যের। দক্ষিণরাঢ়ে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ক্ষেমানন্দের পাঁচালী-গানের আদর এখনও অবিলুপ্ত রহিয়াছে। ধর্মমঙ্গল গান লুপ্তপ্রায়, চণ্ডীমঙ্গল গান দৈবাৎ শোনা যায়—তাও শহর-ঘেঁষা অঞ্চলে কৃষ্ণমঙ্গল গানের আসর দেবালয়ে এবং ভক্তসমাজে। শুধু "কৃত্তিবাস"এর রাম কথা এবং ক্ষেমানন্দের ভাসান-গান এখনও পল্লী অঞ্চলে কোনও প্রকারে টিকিয়া আছে।

### ৩ দ্বিতীয় ক্ষেমানন্দ

ক্ষেমানন্দ নামে (বা উপাধিতে), আর এক কবি শুধু বেহুলা লখিন্দর পালা লইয়া একটি ছোট মনসামঙ্গল পাঁচালী লিখিয়াছিলেন।[২৮] কাব্যটি নয়টি দীর্ঘ পদের সমষ্টি। একটির ছন্দ ত্রিপদী, বাকিগুলি পয়ারে লেখা। ভনিতায় সর্বত্র শুধু ক্ষেমানন্দ, একবারও "কেতকাদাস নাই। যেমন

ক্ষেমানন্দ শিশু বলে কবিযে মিনতি
আসরে করহ খেলা দেবী পদ্মাবতী।

সব পদে ভনিতা নাই।

কাহিনীতে কিছু কিছু স্বতন্ত্রতা আছে। মনসা চান্দ বানিয়ার কাছে আসিয়া ফুল জলের পূজা চাহিলে চাঁদ প্রত্যাখ্যান করিল।

চেঙ্গমুড়ী কানী আমি পূজিব কেমনে।
চান্দ বলে মোর দেব প্রভু ভোলানাথ
আর কোন দেবী নাঞি করি প্রণিপাত।

সিংহলে লাভের বাণিজ্য করিয়া চাঁদ ছয় পুত্র লইয়া দেশে ফিরিতেছে। মনসা ব্রাহ্মণীর বেশে আসিয়া ভিক্ষা চাহিলে চাঁদ বুঝিতে পারিল। মনে মনে হাসিয়া

চান্দ বলে নৌকায় ভাণ্ডারী আছে কেহ
এক কড়া কড়ি ইহারে ফেল্যে দেহ।

সেই হইতে চাঁদের দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত।

লখিন্দরের মৃত্যু হইলে চাঁদ বেহুলাকে গালি দিতে লাগিল।

উচ্চ-কপালী বেহুলা লো চিকণ-চিকণ-দাঁতী
বাসরে খাইলে স্বামী না পোহাল্য রাতী।

বেহুলা নিজের অদৃষ্টকে নিন্দা করিল, শ্বশুরকেও শুনাইয়া দিল।

ভাল হৈল চান্দ শ্বশুর দোষ দিলে মোরে
আর ছয় পুত্র তোমার কোন রোগে মরে।

মনসার পাত্র নিতাই ধোবিন[২৭] বেহুলাকে মনসার নিকটে লইয়া গেলে মনসা অভিমান করিয়া বলিলেন,

আমি কোন দেবতা আমারে মানে কে
যথা মন কন্যা তুমি যাহ সে তথাকে।

বেহুলার ও নিতাইয়ের নির্বন্ধে মনসার মন ফিরিল। সাত ভাই লখিন্দর বাঁচিয়া উঠিল। দেবীর সঙ্গে সকলে চম্পানগরে প্রত্যাবর্তন করিল। তবুও চাঁদ মনসাপূজায় রাজি নয়।

চান্দ বলে কি বলিলে আমার নন্দন
চেঙ্গমুড়ার কেমনে সে পূজিব চরণ।
যদি মোর সর্বনাশ পুনর্বার হয়
তথাপি না পূজি আমি কহিল নিশ্চয়।
দূর কর ওরে বাছা বলএ তোমারে
উহাকে দেখিয়া ক্রোধ দহিছে শরীরে।

দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'অপমান করিতে বেউলা আনিলে আমায়"। বেহুলা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিল, "মাতা না কর ক্রোধ মন, অবশ্য সেবির শ্বশুর তোমার চরণ।' বেহুলা ও সাত ভাই লখিন্দর চাঁদের পায়ে পড়িল। চাঁদ কিছুতেই রাগ মানে না বলে

ঘরকে পাঠাও উহায় কহু দেহ কড়ি
নতুবা খাইবে আজি হেন্তালের বাড়ি।
শিবকে ছাড়িয়ে উহার পূজিব চরণ
এমন কুৎসিত আশা করে কোন জন।

শেষে যখন সনকা বলিল,

বানিয়া কঠিন তোমার মন।
পুষ্পজল দেবীকে দাও আমি কহি বাণী
মরা পুত্র চান্দ বানিয়া পাইলে আপুনি

তখন সে ভাবিল

অনেক উপায় ছুটী করিল আপনি
ছেলার উপরোধে আমি দিব পুষ্প-পানী।

দুই শিবলিঙ্গ কোলে করিয়া চাঁদ স্নান করিয়া আসিল। তাহার পর শিব-পূজা করিয়া পশ্চিমমুখে বসিল মনসা পূজা করিতে।

জয় ভেরী বল্যে বানিয়া দেই পুষ্প পানী
তা দেখিয়ে হাসে মাতা জগতজননী
দৈবের নির্বন্ধ ভাই কে করে খণ্ডনে
ভেরী বলিতে দেবী বাইবায় চান্দের বদনে।
তুষ্ট হঞে মনসা মা তারে দিল বর।
পূজিতে পূজিতে চান্দের দিব্যজ্ঞান হৈল

পশ্চিমমুখ তেজ্যে চান্দের পূর্বমুখ হল্য।

ক্ষুদ্র কাব্যটির অত্যন্ত স্বল্পপরিসরেও ভূমিকাগুলি যথাসম্ভব স্পষ্ট হইয়া ফুটিযাছে। চাঁদের ভূমিকা সবিশেষ উজ্জ্বল। জেদী মানুষ সে, তাহার কাছে মনসার দেবীত্ব নিষ্প্রভ হইযা গিয়াছে। রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দী হওয়া অসম্ভব নয়॥

### ৪ বিষ্ণু-পাল

বিষ্ণু-পালের মনসামঙ্গল নানা দিক্ দিয়া বিশেষত্বপূর্ণ। বইটির একটি প্রায-সম্পূর্ণ[২৮] এবং দুই একটি অত্যন্ত খণ্ডিত[২৯] পুথি পাওয়া গিযাছে। পুথিগুলির কোনটিই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের আগে অনুলিখিত নয়। মূল রচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিরচিত বলিয়া অনুমান করি। পুথিগুলি উত্তব-পশ্চিম বর্ধমান ও দক্ষিণ-পূর্ব বীরভূম অঞ্চলের। উত্তর-পশ্চিম বর্ধমান অঞ্চলে বিষ্ণু-পালের মনসামঙ্গল প্রাচীন রীতিতে এখনও গাওয়া হয়। বিষ্ণু-পালের কাব্যেব ভাষা প্রায পুবাপুরি আঞ্চলিক কথ্য। রচনায় অন্য বিশিষ্টতা এই যে পদ্যছত্রে অনেক সময় অক্ষবসংখ্যার কমবেশি দেখা যায় এবং মিলের অভাবও দেখা যায়। "বাচাল" চিহ্নিত ছড়াগানের ধবনের পদগুলিতে এই ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এই বিষযে মানিক দত্তেব চণ্ডীমঙ্গলেব সঙ্গে মিল আছে। ভোজপুরী বেহুলা-গানেব সঙ্গেও মিল দেখা যায়। বচনার মধ্যে বিস্তব লোকোক্তি ছড়া, এমন কি মেয়েলি ছড়াও, গাঁথা আছে। এগুলিব জন্য বিষ্ণু-পালেব মনসামঙ্গলেব মূল্য বাড়িয়াছে।

কবির সম্বন্ধে কোন কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে বাম-উপাসক ছিলেন তাহা একাধিকবাব ব্যবহৃত এই ভনিতা হইতে বোঝা যায

সীতাদেবী-পতি শ্রীবামচবণে গতি
বিষ্ণু পালে গায দেবীর বব॥

আবম্ভে ধর্ম-ঠাকুরের পুরাণ-অনুযায়ী সৃষ্টিবর্ণনা, যেমন বিপ্রদাসেব রচনায পাইয়াছিলাম। কাহিনীর মধ্যেও ধর্ম-ঠাকুরের শাস্ত্রের প্রভাব মাঝে মাঝে পরিলক্ষিত হয। যেমন হাসন-হোসেন পালায়। সূর্যদেবের (অর্থাৎ ধর্মরাজেব) শবণ লইয়াই মনসা দুই ভাইকে পরাজিত কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই পালার কোন কোন অংশ ধর্মপূজাপদ্ধতির "ছোট জালালি"র মতো শোনায়। কিছু উদাহরণ দিই।

মনসা নিজেব রাজ্য পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে হাসনেব পুবীতে হাসনহাটি-নাবিকেলডাঙ্গায, আসিয়াছেন। সেখানে দুই ভাইয়ের কাণ্ড দেখিযা বিস্মিত হইয়া মনসা মন্ত্রী-সহচরী নেতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

বাপ যদি মহাদেব মা যদি পার্বতী
তবে ত আমার হইল ভাই
দেব-অংশে মুনিসার[৩০] জনম হঞাছে
কেনে জবই কর‍্যা খএ[৩১] গাই।

নেতা বলিলেন, মহাদেবের বরে ইহারা দেবতারও অবধ্য।

দেবতা হইয়া যদি এক সইদ বধ করি

সাত কপিলাব বধ লাগে তায।[৩২]

হাসনহাটিব বর্ণনা ("বাচাল")

ফিবই মাধাই[৩৩] আওরি আওবি[৩৪]
হিন্দু মুসলমান চিনিবাবে নাবি
ভাই সবাব হাতে ছুবি কাটাবি।
দাকণ কুকুডাব[৩৫] বোল বিষম বাজিছে ঢোল
হাওযাই[৩৬] ছাডিছে ঘন ঘন
কালু তুবকা মোচলমান মাগোব[৩৭] পাতে ভাত খান
সোখবীতে[৩৮] না দেয গোময।
মাধাই গেল বে কসাএব হাট মাঁস বেচে না পায পাগ
কপিলার মাংস তুলে[৩৯] ধবি

বিষ্ণু-পালেব বচনাব আব একটু পবিচয দিই। কালিদহে বাপকে চিনিযা মনসাপিতৃগৃহে যাইতে উৎসুক হইযা বলিলেন,

আজি না[৪০] জনম হৈল আজি বনবাস দিল
আমি না[৪১] থাকিব কাব ঘবে
মাযা কবো বাপা[৪২] তোমাব সঙ্গে যাব হে
সদাই দেখিব কার্তিক লম্বোদবে।

শিব বলিলেন, কন্যে

কি যাবি আমাব ঘব দুর্গা কুন্দল কবে বিস্তব
যাব কুন্দলে না পোহায বাতি
যখন কুন্দল বাজে বড উডে যায চালেব খড
তোলপাড কবে মেঝ্যাব[৪৩] মাটি।

মনসা বলিল, বাপা হে

তোমাব নাম মহেশ্ব[৪৪] স্ত্রীকে ডবাঞা তোমাব ঘব[৪৪]
আমি না থাকিব কাক ঘবে
মাআ কবি বাপা[৪৫] তোমা[৪৫] সঙ্গে যাব হে
সদা দেখিব কার্তিক লম্বোদবে

শিবকে "না" বলিবাব সময না দিযা

উলটিঞা শিবেব মনে আশা দেবী হৈলা শ্বেত মাকডসা
লুকাইলে পুষ্পেব কবন্দে[৪৬]
উলটিঞা হব চায ঝিকে দেখিতে না পায
কান্দে হব অঝব নআনে

শিবেব গবল-পানে মনসা-চণ্ডীব "কন্দলা পালা" শেষ হইল।

শিবকে বাঁচাইবাব অন্য উপায না দেখিযা দুর্গা ব্রহ্মাকে ধবিযা বসিলেন, মনসাকে আনিতে হইবে। ব্রহ্মাব আদেশে নাবদ ঢেঁকি সাজাইযা তাহাতে চডিযা চাবিদিকে কোন্দলেব বীজ ছডাইতে ছডাইতে মনসাব কাছে চলিল।

ঢিকিব[৪৭] সাজন কবিতে নাবদেব গমন
মুড়া ঝাঁটা বান্ধ্যে দিল বলিঞা লেঙ্গুব।[৪৮]
পুবান তালাই[৪৯] দিল পালান[৫০] ভিড়িঞা[৫১]
নেআলি[৫২] দড়ি দিল কব্যানি[৫৩] বলিঞা।
শামুকেব খুলি দিল ঘুঙ্গুবা বলিঞা।
পানা বিবমূল[৫৪] নিল শ্বেতচামব বলিঞা।
দুদিকে দুখানি কুলা দিল বে বান্ধিযা
পক্ষবাজ ঘোড়া যাবে উধায[৫৫] কবিঞা।
আলকুসিব গুঁড়া নিল বগলে দাবিঞা
ঢিকিতে চাপেন মুনি দুকাঠি বাজাঞা।
যাত্রা কবিঞা নাবদ-মুনি যায
মুনিদেব ছেল্যাগুলি ইধুলি[৫৬] খেলায
তাহাদেব চুলে ধব্যা ঢিকিতে ঢুসায
মাঞী-বাপু কব্যা ছেল্যা ঘবকে পালায।
ছেল্যাব কান্দন শুনি বিসানি[৫৭] বেবায
আলকুসি উড়াইঞা দিল গাদেব গায
ছেল্যাদিগকে ফেলি বিসান ঘবকে পালায
বলে ছলে মনিদেব নাগাল পায
মুনিবাপ বল্যে সভে দণ্ডবৎ কৈল
আলকুসি গুড়া দিয়া আশীর্বাদ কৈল।

কার্তিক-গণেশ মনসাব কাছে আসিয়া অনুনয কবিতে লাগিল।

মাএব কুন্দলে বুনি আইল্যা অবণ্যে
চুল খেব[৫৮] দিঞা মা পাঠাল্যা দুইজনে
এইবাব চল বুনি না হয্য বিমুখ
বাবেক বক্ষা কব মাএব সীমন্তেব সিন্দুব

নাবদ আসিয়া তাহাদেব সঙ্গে যোগ দিলে মনসা আসিয়া অমৃতদৃষ্টিতে চাহিয়া শিবকে সঞ্জীবিত কবিলেন। তাহাতে দুর্গাব বিদ্বেষ আবাব চাগিয়া উঠিল দুর্গা বলিলেন,

এতক্ষণ ছিল বুড়া কল্লা কবিঞা
এতক্ষণে উঠিল বুড় সুও মাগুটি পাঞা

মনসাব ক্রোধ হইল। তাহাব কষ্ট বিষদৃষ্টি শিবেব উপব পড়িলে শিব আবাব মূর্ছা গেলেন। দুর্গা তখন মনসাব কাছে মিনতি কবিতে লাগিলেন

অবশেষে মনসা শিবেব বিষ ছাড়িযা তাঁহাকে সুস্থ কবিলেন এই মন্ত্রটি[৬৭] পড়িযা।

কুসড্ডিপেব মাঝে আছে সুধাতবঙ্গিণী
বিনিঝিনি বএ পানি ভেটিঞা উজানি।
তাব মধ্যে বাঁশ-ঝাড়টি তিন ঠাঞি তাব বাঙ্গা
ছিবকাল[৬৯] বৈসে তায ধুকুড়িযা কাঁখা।[৬৩]
ছিবকাল বস্যে কাগ[৬৪] কবে সাঞি সাঞি
যা বে হরেব বিষ ত্রিভুবনে নাঞি॥

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডুবিযা ধবে মাছে
ডুমিনী[৬৫] ফুকুবে কান্দে সমুদ্রেব মাঝে।
জলে নাচে জলে গায জলে ধবে তাল
যা বে হবেব বিষ ই সপ্ত পাতাল ॥
জিঅছ কুণ্ডেব[৬৬] মাঝে পাই[৬৭] ঝাওকি[৬৮] ঝিকি ঝিকি কবে
ধর্মকুমাবী তায অমৃতেব জলে।[৬৯]
ধর্মকুমাবী নয বকত সঞ্চাব
যা বে হবেব বিষ ই সপ্ত পাতাল ॥
[বাপেব বাড়ী যান] দুর্গা কোপ কবিঞা হবে
অঙ্গেব বসন দুর্গাব উডাইল ঝডে
তা দেখি ব্রহ্মাব বীর্য খসিল সাগবে।
এই হেতু কালকুটি বিষ তোমাব জনম
স্বর্গ ছাডিঞা কব পাতালে গমন।

শিবেব বাঁচনে 'সমুদ্রমন্থন পালা" সমাপ্ত। কবিব ভনিতা

গান কবি বিষ্ণু পাল বিষহবিব বব
এই খেলাতে পায গাএনে প্রসাদি বাপড

তাহাব পব "পবীক্ষিৎ পালা"। তাহাব পব বাখালঘাটি-হাসনহাটি কাহিনী—"গন্ধেশ্বরী পালা"। বাখালঘাটিতে আসিযা মনসা ডাইনী সাজিলেন এবং ছডা কাটিতে লাগিলেন।

আমাবে ডাইন বলে আমি হই মুখদোষী
ঘবে বৈসে খাই ছেল্যা পাবস-পডসি।
বোলায বাবে বাব
ঘবে বৈসে খাই আমি বুডা পোদ্দাব
আমাব কি জীবনে আশা
ভিক্ষা কবিতে যাএঞা জাতি খাএঞা হইলাম চাষা
আমাব কুলে দিল কালি
পুষ্প না পাএঞা জাতি খাএঞা হইলাম মালি
বোলায বাবে বাব
ঘবে বৈসে খাই আমি বুডা কুমাব ॥[৭০]

হাসন হোসেনেব সঙ্গে যুদ্ধে মনসা শেষ পর্যন্ত যুত কবিতে পাবিলেন না। ঘোডায চাপিযা দুই ভাই তাডা কবিলে মনসা পালাইতে বাধ্য হইলেন।

ঘোডা উঠাইল হাসেন নৃপবব
পালাইঞা যান মা মনসাদেবীব গণ
সেখান হইতে কবিলা গমন
লঙ্কাভুবনে যাএঞা দিল দবশন।
প্রাণ বক্ষা কব বিভীষণ লইলাম শবণ
পেছা খেদাডিযা আল্য মোব দাকণ যবন।

বিভীষণ বলিল, আমাব সাধ্য নাই। "সূর্যেব নিকটে গো শবণ লাও গা তুমি।" সূর্যেব কাছে গিযা দেবী নিবেদন কবিলেন,

প্রাণ রক্ষা কর সূর্য লইলাম শবণ
পেছা খেদাডিঞা আস্যে মোর দারুণ যবন।

তখন

এবোল শুনিযা সূর্যে রথ ছাডি দিল
গগনমণ্ডলে ঘোডা উডিতে লাগিল।
সূর্য বলে থাক বেটা দারুণ যবন
এখানে আইলে তোর নিশ্চয মরণ।
পাকল-দৃষ্টি হঞা সূর্যে ঘোডা পানে চায
পাখছেদ হল্য ঘোডা গড়াগডি যায।
কুলকুলি দিঞা মাধাই খেদ্যে লঞা যায
প্রাণ লঞা দুটি ভাই পালাইঞা যায।

হাসন-হোসেন মহারুদ্রের কাছে গিয়া বলিল,

প্রাণ রক্ষা কব বাপা লইলাম শবণ
পেছা খেদাডিঞা আল্য মা মনসাদেবী গণ।

শুনিয়া

মহাকুদ্র বলে বাছা নিবেদন কবি
ঝিএব বৈবী বাছা বাখিবাবে নাবি।

দুগাব কাছে গেলে তিনিও সেই কথাই বলিলেন। দুই ভাই ঘবে ফিবিযা ধবিত্রীব শরণাপন্ন হইল। বলিল,

বসুমতী মা গো বিদায় দাও তুমি
তোমাবে ধেযাঞা গো পাতাল যাব আমি।
পাতালেব নাগলোক নেড্যা চেড্যা খায
যবনমূকুতি আমাব হাঁকাবে পালায।

পৃথিবী আশ্রয দিলেন।

সেইখানে দুটা পাতকুণ্ডা সৃজন হইল
হাসেন-হোসেন দুই ভাই তাহাতে সামাল্য।
মাকডসা যাইঞা তায জাল বেডাইল
গাছ হৈতে কেঁকলাস দেখিবাবে পাইল।

খুঁজিতে আসিযা মনসা কুয়ার মুখে মাকডসাব জাল দেখিযা ফিরিযা যাইতেছিলেন, তখন কৃকলাস তাঁহাকে জানাইয়া দিল। (জঙ্গনামায হাসন-হোসেনের কাহিনী তুলনীয।)

উন্মত্ত হইঞা মাতা খুজিঞা বেডায
হাসেন-হোসেন দুই ভাইকে দেখিতে না পায।
ঘাড় নেড়্যে কেঁকলাস দেখাইঞা দিল
তাহাতে জগতী মাতা বুঝিতে নাবিল।
গাছ হৈতে কেঁকলাস নামিল ধিরি ধিবি
আনন্দিত হইল মাতা ঈশ্বর-ঝিআরি।
লেঙ্গুড়ে কর্যে মাকড়সা-জাল ভাঙ্গি দিল

কুআব ভিতবে হাসেন দেখিবাবে পাল্য।
গান কবি বিষ্ণু পাল বিষহবিব বব
এখন কেন দেখি বাছা কুআব ভিতব ॥

অবশেষে দুই ভাই দেবীব শবণ লইল।

বাখ বাখ মা হবদিন্দু কমলা
তুমি লয ভুতেব গেযান
এই ভূম তোমাব শাসন কবিঞা দিব
দুটি ভাএব বাখহ পবান।
কোহবড়[১৩] ভাঙ্গিঞা দেউল বনাঞা দিব
পূজা নামে দিবেন ব্রাহ্মণ
ঘবে আছে মা বিবি ফাতুমা
সেই তোমাব কবিব সেবন।

দেবী নবম হইলেন। তখন

হাসেন বড ভাগাবান সহস্র ধেনু কৈলা দান
দেবীব নামে ভাণ্ডাব বিলায
কেওতুকিব চবণ [শিরে বন্দি।নিজ ধন]
গীত কবি বিষ্ণু পালে গায়।

তখন দেবী মর্ত্যে নামিযা "বসিলা শ্বেত শিমূলেব ডালে"।

তাহাব পব "বাণিজ্য পালা।" বেনে-বাজা চাঁদ ডিঙ্গা লইযা বাণিজ্যে যাইবে। তাহাব ডিঙ্গাব নাম "মধুকব" "দুর্গাবিব" "মহিষামুডা" "ছুটীমুটী" ইত্যাদি।

যতেক বমণী সনকা সঙ্গতি কবিঞা
ডিঙ্গা পূজা কবে বাজা জয জয দিঞা
যাও সাধু মধুকব বিদাঅ হইঞা
হীবামন মানিকে এস্য পূর্ণিত হইঞা।
বামেশ্ববেব ঘাট বাংগ পশ্চাৎ কবিঞা
চলিলেন মহাবাজা তবণি বাহিঞা।

তাহাব পব লখাই-বেহুলাব "বিযা পালা" এবং তাহাব পব শেষ পালা "জাগবণ"।

লখাইযেব মৃতদেহ লইযা বেহুলা মাজসে ভাসিযা ঘাটে ঘাটে নানা প্রলোভনভীতিব দুস্তব বাধা ঠেলিতে ঠেলিতে চলিযাছে। এক প্রণযপ্রার্থী নিবেদন কবিল,

ন[১৩] ধান পাকিলে তোকে কুডা খোআব[১৪]
আব খোআব কণ,[১৫]ীব ডাটা
কলসী ভাঙ্গিঞা তোবে নাকচোনা[১৫] বনাঞা দিব
এমন ধন দিবে কোন বেটা।

এই প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ ছড়া ("বাচাল") আছে—তাঁতিনীব খেদ। সম্ভবত এটি কোন গায়নেব প্রক্ষেপ। ছড়াটিব শেষ অংশেব একটি আধুনিক রূপান্তব যোগীন্দ্রনাথ সবকাবেব 'খুকুমণিব ছড়া'য (১৩১০) সংগৃহীত আছে। বিষ্ণু-পালেব পুথিব পাঠ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

উ জটাব বাপ উ মটার বাপ মোবে নঞা হকু ভিন্ন[১৬]
কাটনেব[১৭] কথা কিছু মন দিঞা শুন।
যখন আমি শিখিলাম নোতন কাটনা
বিশা চারি ফাল ভাঙ্গে টেকোব[১৮] গড়না।
আমি কিবা সুতা কাটি অতি বড সরু
এক খি সুতায় বান্ধিতে পাবে বার টাকাব গোরু॥
দু খি সুতায় মৃণালেব (১) কাছি
তিন খি সুতায বান্ধা যায় নবাবেব হাথি।
সুতা কাটিঞা আমি বাখিলাম ঘবে
ফুল দেঅবা আসিঞা লাঙ্গলেব দডা কবে।
আমি কিবা সুতা কাটি কলমীর ডাটা
তাঁতি ভেয্যা বলে আমি সাহানা পাব কোথা।
সাহানা কিনিতে গেলা তাঁতি পুবন্দবপুবেব হাট
কোথা ছিল টুটুবে বেঙ্গ আগুলিল বাট।
তবাসে-মবাসে তাঁতি উঠিল গা গাছে
কোথা ছিল কাঠবিবালি ডাডিতে[১৯] ধব্যা নাচে।
তরাসে-মবাসে তাঁতি নামিল গা ভুঞে
কোথা ছিল কোলা বেঙ্গ মুতে দিল মুঞে।
তবাসে-মবাসে তাঁতি যায গুডি গুডি
কোথা ছিল জাডি বেঙ্গ মাল্যেক ফাবুডি।
না মার না মাব ঠাকুব তাঁতিব গোসাঞি
বাঙ্গা ধডি বুনে দিব বানিব দায নাঞি।

তাহার পর বধূর রন্ধন-নিপুণতার বর্ণনা।

বন্ধনেব কথা কিছু মন দিঞা শুন
শাগে দিলাম শুকতা অম্বলে দিলাম ঝাল।
মাস কলাএব দাল বান্ধিলাম বেত ঘোডাব লাদ
বান্ধনে বাডনে আমি সকলে উত্তম
আর একটি গুণ আছে শয্যায়··।·

জাগরণ-পালায় মূল কাব্যকাহিনীর পরিসমাপ্তি।

গান কবি বিষ্ণু পাল বিষহবিব বব
এত দূবে হৈল মা তোমাব মঙ্গল।
এই বারি ছাড্যে যদি অন্যত্র যাও।
হরের দোহাই লাগে আস্তীকের মাথা খাও।
জয জয দিঞা মা বারিতে কর ভর
হরি হরি বলিঞা সভাই যাও ঘর॥

তাহার পর "গাছ বেড়া" অনুষ্ঠানের বর্ণনা।

লাস-সুবেশ করে এয়োগণ পরে নানা অলঙ্কার
টাড় বিস্বুকি পরিছে বিজুলি গলে সতেস্বরি হার।

সোনার বাটাতে তাম্বুল লইলা সিন্দুর লইল ডাবরে
সনকা রানী ইন্দ্রবিদ্যাধরী চলিলা বধূ আনিবারে

"বৃক্ষমূলে এই গাএন",

এস গো সমান লোক একচিত্ত মনে
গাছ মঙ্গলিব গো বেউলার শুভক্ষণে
গোড়ায় বিষ্ণু অর্পিলা গাছে ভগবতী
পাছে সরস্বতী আর্পিল সীসে[৮১] পাবতী।
ভূত পরেত দক্ষি[৮২] না থারে এই গাছে[৮৩]
আন্তরে পালাল্যা তারা মনসার ডরে
যতদূরে যায় বৃক্ষ অশ্বত্থের ছায়া
ততদূর জান্য[৮৪] ভাই বাসুদেবের মায়া।
ধর্মিক লোকে আজে[৮৫] গাছটি পাপী লোকে কাটে
হাত ভাঙি কাটিয়া গাব ফেলে পথুরির ঘাটে [৮৬]

তাহার পর "এবে খেলান ভাল খেলা খেলে পদুমা খেলা খেলে বাজার ঝিয়ে আ আবে হা',—এই ধুয়া দিয়া গল্পের জালগুটানো ছড়া।

নদী শুখাঞা গেল পড়ে রইল বালি
দেবীর মাথায় শোভা করে সুবর্ণের ডালি [৮৭]
পথুরি শুখাঞা গেল পড়ে রইল দল
দেবীর মাথায় শোভা করে শতদল কমল
মনসা আইল কে কেমনে জানি
বাসি [৮] কাপড় মাসের হুড়বড়ি ছানি।[৮৯]
গাঙের বাহিরে মণ্ডপখানি তায় বসন্তের বা
খেলনে বেড়ায় জগতী অষ্টনাগের মা
গান কান বিষ্ণু পাল বিষহরির বর
দাসের স্কন্ধ ছাড়ি মা ব্যাবতে কর ভর ॥

## ৫ কালিদাস, রসিক মিশ্র, কবিচন্দ্র, তৃতীয় ক্ষেমানন্দ ও সীতারাম দাস

"কবি" কালিদাস সম্ভবত উত্তর রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন। ইনি মনসামঙ্গল কাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। যে দুই একটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে সে সবই খণ্ডিত।[৯১]

এক কার্তিক ব্রাহ্মণের অনুরোধে যে কালিদাসের মনসামঙ্গল লেখা হইয়াছিল, সেকথা উল্লিখিত আছে।

অজন্মজন্মন-সুতা[৯২] কার্তিক ব্রাহ্মণ
অবশেষে কাব্যরসে কবিল যতন
দ্বিজসুত-উপরোধ হেতু নিবন্ধর
কবি কালিদাস ভনে মনসামঙ্গল।

কবি নিজেকে গৌড়বাসী বলিয়াছেন। আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ভনিতায় গোলোকনাথের নাম যেভাবে আছে তাহাতে ইহা ইষ্টদেবতার অপেক্ষা গুরুর নাম হওয়াই

বেশি সম্ভব।

গোলোকনাথেব পদপঙ্কজ স্মবণে
মনসামঙ্গল কবি কালিদাস ভনে ॥

পুথিব মধ্যে বহু স্থানে বচনাকালেব উল্লেখ আছে,—"অঙ্ক মৃগাঙ্ক বস মৃগাঙ্ক" অথবা "গ্রহ বিধু ঋতু শশী" অর্থাৎ ১৬১৯ শকাব্দ (১৬৯৭-৯৮ অব্দ)।

কেতকাদাসেব মতো বসিক মিশ্রও তাঁহাব মনসামঙ্গলকে মাঝে মাঝে 'জগতীমঙ্গল' বলিযাছেন। বসিক মিশ্রেব পৈতৃক নিবাস আধুনিক বর্ধমান জেলাব উত্তব-পশ্চিম অংশে সেনভূম পবগনায কাঁকুটে-নন্দনপুব গ্রামে ছিল। পবে ইনি মল্লভূমে (আধুনিক বাঁকুডা জেলায) আখডাশালে গিযা বাস কবেন।[৯৩] পিতাব নাম প্রসাদ, পিতামহেব নাম মহেশ, প্রপিতামহেব নাম কালিদাস।[৯৪]

কালিদাস গুণজিতা মহেশ মিশ্রিব পিতা
তাব সুত প্রসাদ কুশল
বসিক নন্দন তস্য সঙ্গীতে অভিলষ্য
বিবচিল মনসামঙ্গল।

বসিকেব উপাধি ছিল "শ্রীকবিবল্লভ"। ভনিতায দৈবাৎ "শ্রীকবিকঙ্কণ" উপাধিও পাওযা যায।

প্রসাদ মিশ্রিব বালা
সেবি জগতী[৯৫] কমলা।
বসিক তাহাব নাম
পাঞ্চালিকা অনুপাম।
আখডাশালেতে থানা
শ্রীকবিবল্লভ বানা।

নিম্নে উদ্ধৃত মনসাব বিষ-ঝাডা মন্ত্রে প্রাচীন চর্যা-ছডাব ভগ্নাংশ বক্ষিত হইযাছে। বিষ্ণু-পালেব পুথিতে ইহাব একটি পাঠান্তব উদ্ধৃত কবিযাছি।

হবিহব হবিহব হবিহব মানে
মবে কালকূট বিষ ব্রহ্মগেযানে।
কুশদ্বীপ মাঝে আছে সুধাতবঙ্গিণী
পানি ফুটী বহে তায উজান-ভেটানি।
তাব পাডে বাঁশ-গাছ তিন ঠাঞি বাঁকা
চিবকাল বসে [তায] ধুকুডিযা কঙ্কা।
যখন কঙ্ক উডে তখন কবে সাঞি-সাঞি
নাই বে কালকূট বিষ ত্রিভুবনে নাই ॥

এই মন্ত্রেব ফল না হইলে বিষহবি আব একটি মন্ত্র পডিলেন।

জীযক-কুণ্ডেব কৈ ঝাঁক ঝিকিমিকি কবে
ভাঙ্কাব বৌডী তাবা ঘটে[৯৬] পানি ভবে।
পানি ধবে পানি ভবে পানি কবে সাব

উঠ ওরে ছয মডা বিষ নাহি আব।

এ মন্ত্রেও ফল না হওযায বিষহবি আব একটি মন্ত্র পডিলেন।

পানিকৌডি পানিকৌডি ডুবি ধবে মাছে
ডুমনী ফুকরি কান্দে সাগবেব মাঝে।
জলে নাচে জলে গায জলে ধবে তাল
যা বে কালকুটী বিষ অশেষ পাতাল॥
শ্রাবণ মাসেব মেঘ ববিষে কবে বিমিঝিমি
ডাক দিযা বলে হাডি ঝি বিষ হইল পানি।

উলটিযা চায পাঙ[৯৭] থাকি কুঞ্জ দলে
বাপে ঝিএব সতা[৯৮] মানি হব পডিলে ভোলে।
বাঙা মল বাঙ্গা ফুল বাঙ্গা তাব পাতা
যা বে কালকুটী বিষ শুন্যা আদ্য-কথা॥

এই মন্ত্রে দেহে বক্ত সঞ্চাব হইলে বিষহবি অপব মন্ত্র পডিতে লাগিলেন।

বাপেব বাডী যান গৌবী কোপ কবিযা হবে
অঙ্গেব বসন দেবীব উডাইল ঝডে।
তা দেখি ব্রহ্মাব বীর্য পডিল সাগবে
যতনে বাখেন বিধি শঙ্খেব ভিতবে।
যেকালে কবিল হব সাগবমথন
সেই কালকুটী বিষ তোমাব জনম।
তোমাবে ডাকেন সেই অঙ্গেব বিষাই
অঙ্গ ছাড্যে পালা বিষ হবেব-দুহাই॥

এই মন্ত্র পডাতে শবীবে "শিঞ্জিত পডিল"। তাবপব দেবী অপব মন্ত্র পডিতে লাগিলেন। সকলে জীবিত হইযা উঠিযা বসিল।

"দ্বিজ" কবিচন্দ্রও তাঁহাব বচনাকে 'জগতীমঙ্গল' বলিযাছেন[৯৯] শাজাদা বাযেব[১০০] বংশোদ্ভব বলিযা কবিচন্দ্র নিজেকে বাববাব উল্লেখ কবিযাছেন। পুত্র বঘুবীব ও অনুল্লিখিতনাম ভ্রাতাব জন্য কবিচন্দ্র দেবীব আশীর্বাদ প্রার্থনা কবিযাছেন।

সাজাদা বাএব বংশে কবিচন্দ্র গায
মোব সুত বঘুবীবে হইবে সদয়।
মোব সহোদবে আব বঘুবীবে
দযা না ছাড্য জগতাঁ।

কবিচন্দ্রেব নিবাস ছিল শ্যামদাসপুব গ্রামে।

শ্যামদাসপুবে আছে যাহাব বসতি।

মনসার আজ্ঞায এই গীত বচিত হইযাছিল এবং দেবী তাঁহাব গানেব আসবে আবির্ভূত হইবেন এই ভবসা দিযাছিলেন বলিযা কবিচন্দ্র লিখিযাছেন।

দয়া কব হবসুতা ভুজঙ্গবাহিনি

গীত রচিবারে মাতা বোলিলে আপনি।
তোমার রচনা গীত হবে জেইখানে
শুনিব নিশ্চয় গিয়া নেতা সঁখী সনে ॥

কবিচন্দ্রের আসল নামটি কি তাহা জানা গেল না।

শাজাদা রায়ের বংশধর আব এক জনেব মনসামঙ্গল পুথি পাওযা গিযাছে।[১০১] ইঁহার নাম অথবা উপাধি ক্ষেমানন্দ। ইঁহাব সহিত কবিচন্দ্রের সম্পর্ক কি এবং দুই নামেব বচনার মধ্যে মিল কতটা তাহা যাচাই কবিবার মতো উপাদান পাওয়া যায় নাই। এমনও হইতে পাবে ক্ষেমানন্দ ও কবিচন্দ্রের ভাই, দুইজনে পৃথক গায়নসম্প্রদায় কবিয়াছিলেন। এই ক্ষেমানন্দের নিবাস ছিল চিন্তিতপুর গ্রামে।

সীতাবাম দাস সপ্তদশ শতাব্দীব একমাত্র গ্রন্থকাব যিনি দুইটি প্রধান "মঙ্গল" কাব্য লিখিয়াছিলেন। ইঁহাব ধর্মমঙ্গলের পরিচয় আগে দিয়াছি। এখন মনসামঙ্গলেব কথা বলিতেছি।[১০২] সীতারাম দাসের মনসা আসলে গজলক্ষ্মী। তাই তিনি দেবীকে কমলা বলিয়াছেন এবং নিজেব বচনাকে কখনও কখনও 'কমলাকীতন'ও বলিয়াছেন। বিষ্ণু পালেব গ্রন্থে যেমন সীতাবাম দাসের গ্রন্থেও তেমনি ধর্মঠাকুর সর্বাধিদেবতা। সীতারাম মনসাকে দিয়া ধর্মপূজা করাইযাছেন, "ধর্ম পূজে বিষহবি"।

ধর্মমঙ্গল রচনাব দশ বছব পবে "শশি বিন্দু চন্দ্র বেদ' অর্থাৎ ১০১৪ মল্লাব্দে (১৭০৮-০৯ অব্দে) সীতাবাম মনসামঙ্গল লিখিযাছিলেন। সীতাবাম ধর্মমঙ্গল ও মনসামঙ্গল গাহিতেন। গাযকবৃত্তি তিনি অল্পবযসেই গ্রহণ কবিযাছিলেন, তাই বলিযাছিলেন, গৃহদেবী গজলক্ষ্মী মাতা

নূপুব দিলেন মোবে চিন্তিযা কুশল
শুভ ক্ষণ শিশু গায পবম মঙ্গল।

দেবীব কৃপায় তিনি মনসামঙ্গল পুথি পাইযা নূতন কাব্য বচনাব জন্য দেব আদেশ অনুভব করিযাছিলেন।

দেখাতো সবণি যবে দিযা গেলে পুথি
আপনাব গীত গুণ শুন গো জগতী

সীতাবাম দাস কেতকাদাসেব রচনাব সহিত বিশেষভাবে পবিচিত ছিলেন। তাহাব প্রমাণ প্রায় সর্বত্র আছে, বিশেষ কবিয়া বেহুলাব যাত্রাপথের বর্ণনায়। সুতরাং যে পুথি সীতাবামকে সবণি দেখাইযাছিল তা নিশ্চযই কেতকাদাসেব পুথি। তাহা হইলে সীতাবাম দাসেব মনসামঙ্গল বচনাকাল কেতকাদাসের বচনাব সম্ভাব্য শেষ সীমা নির্দেশ কবিতেছে ॥

### ৬ বংশীদাস ও চন্দ্রাবতী

উত্তর-পূর্ব বঙ্গের বংশীদাস (বা বংশীবদন) চক্রবর্তীর 'পদ্মাপুবাণ' (অর্থাৎ মনসামঙ্গল)[১০৩] অনেকে ষোড়শ শতাব্দীর বচনা বলিয়া মনে করেন। এই অনুমানের হেতু হইতেছে ছাপা বইয়ে[১০৪] পাওয়া এই কালজ্ঞাপক পয়ার,

জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে বচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার ॥

কিন্তু এই ছত্রের অকৃত্রিমত্ব সবিশেষ সন্দেহজনক। প্রথমত এই দুই ছত্র কোন পুথিতে প্রাপ্ত বলিয়া উল্লিখিত নয়। দ্বিতীয়ত "জলধির (৭) বামেতে ভুবন (১৪) মাঝে দ্বার (৯)"—অর্থাৎ ১৪৯৭ শকাব্দ (১৫৭৫-৭৬ অব্দ)—এই রকম নিতান্ত কষ্টকল্পিত ও অবচ্ছিন্নভাবে কালজ্ঞাপনা অন্যত্র দেখা যায় নাই। তৃতীয়ত ১৩১৩ সালে বংশীদাসের যে নিকটতম অধস্তন পুরুষ বর্তমান ছিলেন তিনি কবি হইতে সপ্তমস্থানীয়।[১০৫] সুতরাং বংশীদাসের জীবৎকাল সপ্তদশ শতাব্দীতে হওয়া সম্ভাব্য নয়।

অবিভক্ত বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাটবাড়ি (বা পাটুয়ারী, পাতুয়ারী) গ্রামে বংশীদাসের নিবাস ছিল।[১০৬] কবির পিতামহ হৃদয়ানন্দ, পিতা গাদবানন্দ, মাতা অঞ্জনা।[১০৭] ইঁহারা ছিলেন বাটীর ব্রাহ্মণ, বন্দ্যঘটী গাঁই। কবির এক পূর্বপুরুষ চক্রপাণি বাঢ়দেশ হইতে আসিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে বাস করেন।[১০৮]

ময়মনসিংহ অঞ্চলে বংশীদাসের সম্বন্ধে দুই একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।[১০৯] বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর লেখা বলিয়া প্রচলিত রামায়ণের ছড়ায় বংশীদাসের মাতার নাম পাই অঞ্জনা, পত্নীর নাম সুলোচনা। ইহা হইতে আরও জানা যায় যে বংশীদাস ছিলেন দরিদ্র, তাঁহার বৃত্তি ছিল মনসার "ভাসান"-গীত গাওয়া।[১১০]

বংশীদাসের মনসামঙ্গল পাঁচালীর কোন প্রাচীন অথবা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যায় নাই।[১১১] এ কথা অবশ্য পূর্ববঙ্গের সকল মনসামঙ্গল রচয়িতার পক্ষেই খাটে।

প্রসঙ্গের বাহিরে গেলেও চন্দ্রাবতীর আলোচনা এইখানেই সারিয়া দিই। বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর রচিত বলিয়া একটি রামায়ণ গাথা বা ছড়া ময়মনসিংহ অঞ্চলে অধুনা প্রচলিত আছে।[১১২] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় এই ছড়ার একটি খণ্ডিত, পরিশোধিত এবং নিতান্ত আধুনিক রূপ মুদ্রিত হইয়াছে। গল্পাংশে এই ছড়া অদ্ভুত-রামায়ণের অনুসরণ করিয়াছে। ছড়াটি পুরাপুরি জাল যদি না হয় তবে ইহার সংগ্রহকারী অথবা সংস্কর্তা যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনার অনুরাগী ছিলেন তাহা দ্বিতীয় অংশে পঞ্চবটী বনবাসের সুখকাহিনীর বর্ণনায় পরিস্ফুট। নিম্নে উদ্ধৃত অংশ মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গ হইতে রূপান্তরিত।

আমি কি গো জানি সখি কালসর্প বেশে
এমনি করিয়া সীতায় ছলিবে রাক্ষসে।
প্রণাম করিনু আমি পড়িয়া ভূতলে
উড়িয়া[১১৩] গরুড় পক্ষী সর্প যেমন গেলে।
রথেতে তুলিলে মোরে দুষ্ট লঙ্কাপতি
দেবগণে ডাকি কহি দুঃখের ভারতী।
অঙ্গের আভরণ খুলি মারিনু রাক্ষসে
পরতে মারিলে ঢিল কিবা যায় আসে।
কতক্ষণ পরে আমি হইলাম অচেতন
এখনো স্মরিলে কথা হারাই চেতন।

চন্দ্রাবতীর জীবনে দুঃখকাহিনী বিষয়ে একটি গাথাও নাকি ময়মনসিংহ অঞ্চলে সেদিন

অবধি প্রচলিত ছিল।[১১৪] চন্দ্রাবতীর স্বগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ যুবা জয়ানন্দের সহিত বিবাহ স্থির হয়। উভয়ে সহপাঠী ও ক্রীডাসঙ্গী, সুতরাং সহজ পথেই পরস্পরের মনে প্রণয়সঞ্চার হইয়াছিল। বিবাহের পূর্বে জয়ানন্দ এক মুসলমান রমণীর প্রেমে পড়িয়া ধর্মান্তব গ্রহণ করিলে পর চন্দ্রাবতী আজীবন কুমাবী রহিয়া যায়। গাথাটির ইহাই বস্তু।

পূর্বে উল্লিখিত দস্যু-কেনারামের গাথাটি চন্দ্রাবতীর রচনা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। ইহাতে "দ্বিজবংশী-সুতা" ভনিতাও আছে। তবে ভাষা ও ভাব অত্যন্ত আধুনিক।[১১৫] ময়মনসিংহ অঞ্চলের আবও একটি পালা চন্দ্রাবতীর বচনা বলিয়া চলিতেছে। ইহার অকৃত্রিমতা বিষয়েও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। শুধু উপক্রমণিকার বন্দনা পদটিতেই চন্দ্রাবতীর ভনিতা পাই॥

### ৭ তন্ত্র-বিভূতি, জগৎজীবন ঘোষাল ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্র

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে অন্তত তিনখানি মনসামঙ্গল রচিত হইয়াছিল তন্ত্র-বিভূতি, জগৎজীবন ঘোষাল ও জীবনকৃষ্ণ মৈত্রেব।

উত্তরবঙ্গের এই তিন রচনায় কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ কবিতে হয গ্রন্থবিভাগ। গ্রন্থবিভাগ দুই খণ্ডে,—দেবখণ্ড ও বণিকখণ্ড। তিন কবিব মধ্যে প্রাচীনতম হইলেন তন্ত্র-বিভূতি।

যে পুথি অবলম্বনে ডঃ আশুতোষ দাস "তন্ত্রবিভূতি বিরচিত মনসাপুরাণ"[১১৬] প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সর্বত্র "তন্ত্রবিভূতি" ভনিতা নাই, জগৎজীবনের ভনিতাও যথেষ্ট আছে। অন্য ভনিতারও অসদ্ভাব নাই। দেবখণ্ডে সবই "তন্ত্রবিভূতি"র ভনিতা, একবার শুধু "বিভূতি"। বণিকখণ্ডে "তন্ত্রবিভূতি"ব ভনিতা ছাড়া "জগৎজীবনে"ব ভনিতা পাই ষোল বার, "বিভূতি" চারিবার, "দ্বিজসুত" একবার, "বিদগদ" চারিবার, "দ্বিজ মহামতি" একবাব।

বণিকখণ্ডের অধিকাংশ যে জগৎজীবনের বচনা তা বোঝা যায় "বিভূতি"ব সঙ্গে "পদ্মমুখী"র উল্লেখে। পদ্মমুখী ছিলেন জগৎজীবনেব পত্নী। বিভূতি ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তিনি ছিলেন "তন্ত্র" অর্থাৎ তন্তুবায। আর জগৎজীবন ছিলেন ঘোষাল অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, সুতরাং "দ্বিজসুত" জগৎজীবনকেই নির্দেশ কবিতেছে। কিন্তু পুথিটিতে যে পরবর্তীকালেব হস্তক্ষেপ আছে তা বোঝা যায ভনিতায় "বিদগদ" (অর্থাৎ বিদগ্ধ) এবং "মহামতি"ব উল্লেখে।

"তন্ত্রবিভূতি"ব ভনিতায় রচনাব একটু আদর্শ উদ্ধৃত করিতেছি। এটি দেবখণ্ডের শেষ কবিতা। তন্ত্র-বিভূতির লেখনীতে মুসলমান জমিদার হাসন-হোসেন হইযাছে মায়াবী দুই তপস্বী "আসন বাসন"।

পুত্রবর পাঞা আইসে মনসাকুমারী।
মনভাবে গর্ভ ধবে দেবী বিষহরি॥
তার কত দিনে জন্ম লভিল কুমাব।
আস্তিক তাহাব নাম বিষ্ণু অবতাব॥
এইরূপে আস্তিকের হইল জনম।
বাপেব চরণে পদ্মা নইল শরণ॥
আমারে ছারিঞা মুনি গেলেন চলিঞা।

পৃথিবীতে বহিলাম আমি অপূজা হইঞা ॥
আশ্বাস দিলেন তাবে দেব ত্রিলোচন।
তোমার পূজা মর্ত্যেতে কবিবে জগজন ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহবা অম্বুবাচী দিনে।
মনসা পঞ্চমী লোকে কবিবে পূজনে ॥
দুঃখ না ভাবিহ ঝি তুমি থাক ঘবে।
পিতাব স্থানেতে দেবী পাইলেন ববে ॥
বব পাঞা পদ্মা দেবী হবষিত মন।
হংসেতে চডিঞা দেবী জুডিলা লাচন ॥
মাযা তপ কবে তথা আসন বাসন।
তাব গাএ পডিল হংসের পাখাব জল ॥
তাহা দেখি আসন বাসন মহাক্রোধ হৈঞা
হংসকে মাবিতে গেলা নওন কবিঞা ॥
তাহাকে দেখিঞা হংস হইলা ধাকিত।
নৃত্যভঙ্গ হৈঞা পদ্মা হইলা কুপিত ॥
কি কাবণে নৃত্য ভঙ্গ কবিলে আমাব।
বাব বৎসব থাক আসন গ্রামেব বাহিব ॥
বাসনেকে কে শাপ দিল অতি বড বোষে
কালদুষ্ট হঞা তুমি বেডাও দেশে দেশে ॥
বাসনেব বোলে তুষ্ট ব্রহ্মাণী তোতল।
প্রথম পাত্র হৈল দেবীব আসন বাসন ॥
পদ্মাব আদেশে গীত গাইল সপনে
তন্ত্রবিভূতি গায মনসাচবণে ॥

জগৎজীবনেব কাব্যেব পুথি খুব শশি পাওযা যায নাই।[১৭] একটি পুথিব লিপিকাল ১১০২ সাল।[১১৮] সুতবাং জগৎজীবনেব মনসামঙ্গল অষ্টাদশ শতাব্দী আবম্ভ হইবাব আগেই লেখা হইযাছিল। ভনিতা হইতে জগৎজীবনেব কিছু পবিচয পাওযা যায পিতামহ জযানন্দ, পিতা রূপ (-বাম) বাযচৌধুবী, মাতা বেবতী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঘনশ্যাম, পত্নী পদ্মমুখী।

ঘোষাল বসাল বংশে গুণান্বিত সব অংশে
রূপবায চৌধুবীব পুত্র
জগৎজীবন নাম নানাগুণে অনুপাম
বচিল পাঁচালি অদ্ভুত
চৌধুবী রূপবায সর্বদেশে গুণ গায
জযানন্দ দ্বিজেব নন্দন
তাব পুত্র ঘনশ্যাম তাব কনিষ্ঠ অনুপাম
বিবচিল জগৎজীবন।
তাব পুত্র ঘনশ্যাম শিশু অতি অনুপাম
জযানন্দ[১১৯] বেবতী নন্দন
পদ্মাব পাইযা বব পদ্মমুখী প্রাণেশ্বব

বচিল জগতজীবন।

নিবাস ছিল কুচিযামোড বা কুচিযামোডা গ্রামে। (এই গ্রাম অধুনা পূর্ণিযা জেলায, পূর্বে দিনাজপুবেব মধ্যে ছিল।[১১৮])

ঘোষাল ব্রাহ্মণ বাটী কুচিযামোডাত বাডী

গ্রামেব জমিদাব ছিলেন প্রাণনাবাযণ। তাঁহাব কিছু পবিচয একটি ভনিতায পাই।

শিবনাবাযণ লক্ষ্মীনাবাযণ অনুপাম
তাব ভাই প্রাণনাবাযণ
তাব দেশে বূপ বায তাহাব নন্দন গায
দ্বিজ কবি জগৎজীবন।

ব্রাহ্মণীব বেশে মনসা জগৎজীবনকে স্বপ্নে তাঁহাব গীত বচনা কবিতে আদেশ দিযাছিলেন।

পদ্মাবতী মাযা কবি ব্রাহ্মণীব রূপ ধবি
আসিযা কহিল স্বপনে
ব্রাহ্মণীব পাঞা বব পদ্মমুখী প্রাণেশ্বব
বিবচিত জগৎজীবনে

জগৎজীবনেব মনসামঙ্গল দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম দেবখণ্ড মাত্রাবৃত্তে বেশ বড়। ইহাতে চাঁদোব কাহিনীব আগে পযন্ত বর্ণিত। দ্বিতীয় বণিকখণ্ড চাঁদো লখিন্দব বেহুলাব কাহিনী। জগৎজীবনেব কাব্যে গ্রাম্যতাব বাডাবাডি আছে।

জীবনকৃষ্ণ মৈত্রেব পদ্মাপুবাণ ও দেবখণ্ড-বণিকখণ্ডে বিভক্ত। জগৎজীবনেব কাব্যেব তুলনায আকাব বড। গল্পে কিছু কিছু নূতনত্ব আছে, যেমন লখিন্দব কতৃক কামগঞ্জ নগব স্থাপন। জীবনকৃষ্ণেব পিতা অনন্ত মাতা স্বর্ণমালা পত্নী ব্রজেশ্বরী কবিব চাবজন অগ্রজ ছিল। নিবাস কবতোযা-তীবে লাহিডীপাড়া গ্রামে। জীবনকৃষ্ণেব উপাধি ছিল কবিভূষণ।

কবিভূষণ নাম বাস লাহিডীপাড়া গ্রাম
জীবন মৈত্র চতুর্থের কনিষ্ঠ

কবিব দেশেব জমিদাব ছিলেন বানী ভবানী। কাব্যেব বচনাকাল ১১১১ ("মহা পৃষ্ঠে শশী দিযা বাণ বিধু সমর্পিযা") সাল ১৬৬৬ শকাব্দ (১৭৪৪ অব্দ)

পববর্তী কালে উত্তববঙ্গে সুসঙ্গেব বাজা বাজসিংহ (মৃত্যু ১৮১১) একটি মনসামঙ্গল লিখিযাছিলেন।[১২৩]

বামজীবন বিদ্যাভূষণ বোধ হয চাটিগাঁযেব লোক ছিলেন।[১২৪] ইঁহাব পিতা গঙ্গাবাম খুল্লতাত নাবাযণ। বামজীবন মনসামঙ্গল লিখিযাছিলেন ১৬২৫ ("শব কব ঋতু বিধু") শকাব্দে (= ১৭০৩-০৪ অব্দে)।[১২৫] বামজীবনেব অপব বচনা হইল আদিত্যচবিত বা 'সূর্যমঙ্গল পাঁচালী'।[১২৬] এটিব বচনা-কাল ১৬৩১ ("ইন্দু[১২৭] বাম ঋতু বিধু") শকাব্দ (১৭০৯-১০ অব্দ)। দুইটি বচনাতেই বামজীবন আত্মপবিচযেব প্রাবম্ভে বলিযাছেন

অল্প বযস মোব দ্বিজকুল-জাত
পণ্ডিত না হম মুই কহিল সভাত।

আদিত্যচরিতে বড় ভাইয়ের উল্লেখ আছে, নাম নাই ॥

### ৮ ষষ্ঠীবর, বাণেশ্বর ও অন্যান্য কবি গায়ক

পূর্ববঙ্গে যে সকল মনসামঙ্গল পুথি লেখা হইয়াছিল তাহাতে আরও বিস্তর ভনিতা পাওয়া যায়। কিন্তু এই ভনিতা প্রায় সবই গায়নের কতকগুলি অবশ্য কবির ভনিতা বলিয়া নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা গিয়াছে কিন্তু সেখানেও রচনায় কবির কর্তৃত্ব ঠিক কতখানি তাহা বুঝিবার উপায় নাই। পশ্চিমবঙ্গের এবং উত্তরবঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যগুলি যেমন প্রায় সবই ব্যক্তিবিশেষের রচনা পূর্ববঙ্গের রচনাগুলি তেমন নয়। পূর্ববঙ্গের কবিরা প্রায় সবাই পূর্ববর্তী কবিদের রচনায় অল্পাধিক যোগ বিয়োগ করিয়া এবং ভনিতা বদলাইয়া সারিয়াছেন পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন বিদ্যা হরিদাস[১৩৫] কৃষ্ণানন্দ[১৩৬] বিপ্র লোচন পণ্ডিত) জগন্নাথ[১৩৭], বিজয় জগন্নাথ[১৩৮] বৈদ্য বংশীবদন[১৩৯] শ্রীনারায়ণদেব[১৪০] ষষ্ঠীবর (দত্ত সেন)[১৪১] গঙ্গাদাস সেন[১৪২] ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনার্যবংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবি হইবেন

ষষ্ঠীবরের মুদ্রিত গ্রন্থের[১৪৩] সম্পাদক ভূমিকায় লিখিয়াছেন 'কবি ষষ্ঠীবর খাঁটি শ্রীহট্টের লোক। বিদেশাগত শাণ্ডিল্য দত্ত-বংশীয় মদিনীধর দত্ত মৌলবীবাজার মহকুমার ইটা পরগণায় গয়হর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন তাঁহার ৯ম পুরুষে কবি জন্মগ্রহণ করেন' শ্রীযুক্ত রজনীমোহন চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত জানকীনাথের মনসামঙ্গলে মধ্যে মধ্যে ষষ্ঠীবরের ভনিতা আছে তাহাতে ইই কবি পরিচয় পাই

শ্রীহট্টের দত্তগ্রাম কহে ষষ্ঠীবর শর্ম্ম
মাতৃদেবী আর পদ্মাবতী
তার গর্ভে জন্মিয়া পদ্মাপুরাণ বিরচিয়া
দত্তবংশ কীর্ত্তি প্রকাশিল

ষষ্ঠীবরের কাব্যে কিছু বৈচিত্র্য আছে। উপক্রমণিকা হরপার্বতী কাহিনীতেও একটু নূতন কথা পাইতেছি গৌরী পুষ্প তুলিতেছিলেন এমন সময় শিব তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং জোর করিয়া আলিঙ্গন করেন গৃহে ফিরিয়া গৌরীর আলুথালু বেশ দেখিয়া মনকা ভৎসনা করেন গৌরীর উত্তর সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁহাকে অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। একদিন শিবের মস্তকের ফুল হিমালয়ের মাথায় দেওয়ায় হিমালয় শিবঃপীড়ায় আকুল হইয়াছিলেন। অবশেষে গৌরী কাব্যদেবীর মানত করিলে হিমালয়ের রোগ দূর হয়। কাব্যদেবীর পূজার অন্যতম অঙ্গ হইতেছে কাপালিক নাটগীত। শিব আসিলেন "কেওয়ালী" অর্থাৎ কাপালিক সাজিয়া নাটগীত করিতে। শিবের গানে সকলে মুগ্ধ হইল। তাহার পর যখন তিনি নাচ জুড়িলেন তখন প্রলয়ের সূচনায় সকলে অস্থির হইয়া পড়িল। তাঁহাকে কিছুতেই থামান যায় না। অবশেষে গৌরীর সহিত বিবাহ দিবার অঙ্গীকার করায় শিব নাচে ভঙ্গ দিলেন।

ষষ্ঠীবরের কাব্যের—অন্তত পক্ষে প্রকাশিত কাব্যের—রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে নয়। স্থানে স্থানে যেন ভারতচন্দ্রের প্রভাব অনুভূত হয়।[১৩৮]

অনেকের মতে হৃদয়ানন্দ ছিলেন ষষ্ঠীবরের ভাই।[১৩৯]

পূর্ববঙ্গের মনসামঙ্গল পুথিতে প্রাপ্ত অপর বিশিষ্ট ভনিতা হইতেছে—বর্ধমান দাস (বা দত্ত), "কবি চন্দ্রপতি", পুরুষোত্তম দাস, যদুনাথ পণ্ডিত, গুণানন্দ খান[১৪০], বতিদেব সেন, গুণাকর, রূপনারায়ণ, মধুসূদন দৈ (অর্থাৎ দৈবক), "হরি-সুত" নন্দলাল, "দ্বিজ" বলরাম, "দ্বিজ" জয়রাম, বিশ্বনাথ, কাশীনাথ সেন, "দ্বিজ" গোপীকান্ত, "দ্বিজ" ত্রিলোচন, "দীন" ভবানন্দ, "বৈদ্য" ভানুদাস শুক্ল, মুরারি মিশ্র, হরিহর দত্ত, রামেশ্বর নন্দী, আনন্দরাম চক্রবর্তী ইত্যাদি। আনন্দরামের কাব্যরচনাকাল ১২০৫ সাল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে যে দুই-একখানি মনসামঙ্গল রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে "দ্বিজ" বাণেশ্বরের (বাণেশ্বর-রায়ের) কাব্যটি উল্লেখযোগ্য।[১৮১] রচনাকাল ১৬৪১ শকাব্দ (= ১৭১৯ অব্দ)।

মনসামঙ্গল ভাষে প্রথম বৈশাখ মাসে
শকাব্দা ষোল শ একচল্লিশে
ভাবিয়া ভবানী হর ভনে দ্বিজ বাণেশ্বর
মনসার মঙ্গল প্রকাশে।[১৮২]

"গোপীনাথ রায় রাধানাথ রায়"-এর উল্লেখ[১৮৩] ছাড়া কবিপরিচয় এইটুকু পাওয়া গিয়াছে

সদা শুদ্ধমতি রায় আছিল সংরাম[১৮৪]
তপ ফলে সুত তার হল্য আত্মারাম।
তার সুত গুণযুত হল্য বংশী রায়
পরম পুরুষ তেঁহো দেবসম কায়।
তিন পুত্র হল্য তার এ মহীমণ্ডলে
স্বর্গপথে গেল জীব তেজি গঙ্গাজলে।
শ্রীযুত প্রতাপ রায় তার জ্যেষ্ঠ সুত
ধর্মে যিনি যুধিষ্ঠির সর্ব্বগুণযুত।
কনিষ্ঠ শ্রীরঘুনাথ রায় মহাশয়
দানেতে কর্ণকে জিনি যাহার আশয়।
মধ্যম শ্রীহরিনারায়ণ রায় খ্যাতি
চতুরের শিরোমণি সদা শুদ্ধমতি।
আমরা তাহার সুত দুই সহোদর
কনিষ্ঠ শ্রীসদাশিব জ্যেষ্ঠ বাণেশ্বর।
নিবাস চম্পকপুরী অরু বাইপুরে (?)-[১৮৫]
মনসামঙ্গল দ্বিজ ভনে বাণেশ্বরে।[১৮৬]

ভুবনেশ্বরের পুথি সংগ্রহশালাতে দুইখানি মনসামঙ্গলের পুথি পাওয়া গিয়াছে। ওড়িয়া অক্ষরে লেখা। তবে লিপিকর ছিলেন কাঁথির অধিবাসী বাঙ্গালী। পুথি দুইটি সম্প্রতি ডক্টর বিষ্ণুপদ পাণ্ডা কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৭৯ অব্দ)। মূল রচনাটি মেদিনীপুর-উড়িষ্যার প্রত্যন্তবাসী বাঙ্গালী কবি দোয়ারী দাসের রচনা (সম্পাদক ইহাকে দ্বারিকাদাস করিয়া ঐ নামের ওড়িয়া কবির সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরিয়াছেন)। কবি ছিলেন চিত্রকর অর্থাৎ পটুয়া সম্প্রদায়ের লোক। ইঁহার ভাই পিয়ারী দাস ছিলেন গায়ক (এই তথ্য পরিশিষ্ট হইতে পাওয়া যায়)। পরিশিষ্টে যে ছোট

বচনাটি আছে তাহাই মূল বচনা বলিযা মনে কবি। কবিব কাল অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীব সন্ধি সময।

## ৯ বাইশ কবি

পশ্চিমবঙ্গেব কবি কেতকাদাসেব বচনা মনসামঙ্গলেব মধ্যে সর্বপ্রথম ছাপা হয এবং সস্তা ছাপাখানাব উদ্যোগে প্রকাশিত ইহাব বহু সংস্কবণ বাঙ্গালা দেশেব সবত্র ছডাইযা পডে। অনেক কাল পবে ঊনবিংশ শতাব্দীব একেবাবে সমাপ্তি সময়ে পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে গৃহপঠিত মনসামঙ্গলেব পুথি (অথবা খাতা) ছাপায উঠিতে শুরু হয। এই কাজ কলিকাতা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম—এই তিন স্থানেই বিশেষভাবে হইতে থাকে। ময়মনসিংহ প্রভৃতি কোন কোন স্থানেও কোন কোন বই ছাপা হইযাছিল। কলিকাতা ও চট্টগ্রামেব সস্তা ছাপাখানাব প্রকাশকেবা—যাঁহাদেব উদ্যম গ্রন্থ খাঁটিভাবে প্রকাশে ও অকুণ্ঠভাবে প্রচাবেই ছিল, গ্রন্থাকাবেব প্রাচীনত্ব ও গৌবব প্রতিষ্ঠায নয়—তাহাবা একাধিক কবিব বচনাযুক্ত পুথি (অথবা খাতা) কেতকাদাসেব সুপ্রচলিত বচনাব সঙ্গে পার্থক্য জানাইবাব জন্য "ষটকবি" (ছয জন কবি থাকিলে) অথবা "বাইশ কবি" (কমবেশি বাইশ জন কবি থাকিলে) মার্কা দিযা প্রকাশ কবিতেন। অন্যথা এই সংখ্যাযুক্ত নামগুলিব কোন বিশেষ মাহাত্ম্য (—যেমন আজকাল কোন কোন পণ্ডিত মনে কবেন—) নাই।

কিন্তু এই ধবনেব গ্রন্থগুলি একেবাবে মূল্যহীনও নয। এগুলিব সংগ্রাহক সংকলযিতাবা সাধাবণত পুথিব বা খাতাব পাঠে হস্তক্ষেপ কবেন নাই। এবিষযে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী কর্তৃক সংগৃহীত ও তাঁহাব ভ্রাতুষ্পুত্র তবলকুমাব চক্রবর্তী দ্বাবা প্রকাশিত 'বাইশ কবি মনসা'[১৪৭] বইটিব ভূমিকায কিছু মূল্যবান কথা আছে। তাহা উদ্ধৃত কবিতেছি।

> এই বাইশ কবি দ্বাবা বিবচিত হস্তলিখিত গ্রন্থ বহুকাল যাবৎ চট্টগ্রামবাসীগণ শ্রাবণ মাসে পাঠ কবিযা আসিতেছেন। কতিপয বৎসব গত হইল কযেকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সমবেত হইযা সর্বসাধাবণেব সুবিধাব জন্য বাইশ কবি নাম দিযা এই গ্রন্থ প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত কবেন কিন্তু তাহাতে এম বশতঃ স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কবিব বচনা একই কবিব নামে ভনিতা দেওযা হইযাছে। বিশেষতঃ ২৪ জন মাত্র কবিব নাম তাহাতে উল্লেখ আছে।
>
> আমবা বহু লোকেব কাছে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইযা বহুল অনুসন্ধান কবতঃ অনেকগুলি পুবাতন সুলিখিত কীট-দষ্ট পুথি হইতে সমুদায কবিব বচনা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত কবিলাম
>
> এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পদ্মাপুবাণের অবলম্বনে বচিত হইযাছে। সমুদায কবিগণই চট্টগ্রামবাসী অনুমান হয। কেন না অন্যত্র কুত্রাপি এই বাইশ কবি দৃষ্ট হয না।
>
> অস্মদ্দেশে তিন প্রকাব মনসা পুথি প্রচলিত আছে। প্রথম বাইশ কবি ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও ষড বসাত্মক বহু বিস্তাবিত। দ্বিতীয ষটকবি ও তৃতীয ক্ষেমানন্দি। এই দুইখানি অতি সংক্ষেপ। এমন কি কিছু নাই বলিলেও হয। ষটকবি ছযজন কবি দ্বাবা বচিত হইযাছে বলিযাই ষটকবি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কেতকাদাসেব অপব নাম ক্ষেমানন্দ, তাঁহাব একা বচিত পুথিব নামই ক্ষেমানন্দি।

বইটিব সম্পাদক বিশজন কবিব নামেব তালিকা দিযাছেন। কিন্তু তালিকায কোন কোন কবিব একাধিক ভনিতা ভিন্ন ভিন্ন কবিব নাম বলিযা ধবা হইযাছে। যেমন বংশীদাস ও বংশীবদন। ভনিতা-বিচাব কবিলে এই বইটিতে স্বতন্ত্র কবি-নাম পাওযা যায এই একুশটি

১। নারায়ণ (দেব), "সুকবিবল্লভ" নারায়ণ (দেব), "নরসিংহ সুত" নাবায়ণ (দেব)
২। রামকান্ত (দেব)
৩। সীতাপতি (দেব)
৪। রমাকান্ত (দেব)
৫। রাধাকৃষ্ণ (দেব)
৬। যদুনাথ, যদুবর, যদুনাথ পণ্ডিত, "বিপ্র" যদুনাথ
৭। "বিপ্র" জগন্নাথ, "কবি" জগন্নাথ, জগন্নাথ পণ্ডিত, "বৈদ্য" জগন্নাথ
৮। বলরাম, বলরাম দাস, "দ্বিজ" বলরাম
৯। রামনিধি (দেব)
১০ জানকী, জানকীনাথ, "পণ্ডিত" জানকীনাথ, "বিপ্র" জানকীনাথ
১১। "দ্বিজ" বংশীদাস, বংশীবদন
১২। "দ্বিজ" রঘুনাথ
১৩। বল্লভ ঘোষ, "কবি" বল্লভ
১৪। কেতকাদাস
১৫। হরিদাস দেব
১৬। গোবিন্দরাম, গোবিন্দ দাস
১৭। কমলনযন, কমল
১৮। বিজয় গুপ্ত, বিজয়, গুপ্ত কবি
১৯। অনুপচন্দ্র ভট্ট, ভট্ট অনুপ, ভট্ট কবি
২০। হৃদয় "ব্রাহ্মণ"
২১। গোপীচন্দ্র, "দৈবজ্ঞ" ও "দ্বিজ" গোপীচন্দ্র।

ভনিতাগুলি সবই পুবানো কবির নয অথবা পুবানো পুথি হইতে নেওযা নয়। নাবায়ণ ছাড়া "দেব" পদবীযুক্ত ভনিতাগুলি নিতান্ত আধুনিক কালেব,হযতো ছাপিবাব প্রাক্‌কালেব. লেখকের অথবা সংস্কর্তার ভনিতা, বলিয়া মনে কবি। কেতকাদাসেব ভনিতা চাবটি পদে আছে।[১৪৮] পদগুলি সব ক্রমিক এবং শিব-ডোমিনী (অর্থাৎ কুচনী) পালাব।

নারায়ণ দেবের ভনিতা পনেবো আনারও বেশি পদে পাওয়া যায়। সুতবাং বইটিকে নাবাযণ দেবের পদ্মাপুবাণেব সংস্করণ বিশেষ বলিলে অযথার্থ হয না।[১৪৯]

এই গ্রন্থে বিজয় গুপ্তের ভনিতা যে ভাবে আছে তাহাতে অত্যন্ত আধুনিক বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। পদগুলি সবই ধন্বন্তরি পালার।[১৫০] ভনিতা এই

নাবায়ণ দেব বচে সবল পযাব
কহিছে বিজয গুপ্ত লাচাবীব সাব।

কহিছে বিজয গুপ্ত ওঝা হইল সন্তুপ্ত
হারাইযা বোপিত ওষধি

কহিছে বিজয় কবি মনসাব পায
গুপ্ত কবি কহিছেন সরল পাঁচালী

বিনয়ে কর চাঁদ-পুত্র হবে ক্ষয়
গুপ্ত কহে পাঠাও সকাল।

কহিছে বিজয় কবি ভাবি বিহ্বরী
ভনিবেক নারায়ণ ক্রন্দন লাচারী।

গোড়ার ও শেষের ভনিতা ছত্র-দুইটি নারায়ণ দেবের পদের সঙ্গে যোগ সূচনা করিতেছে।

তিনটি কবি-নাম সম্বন্ধে সম্পাদক কিছু খবর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

এই বাইশজন কবির মধ্যে রঘুনাথ নিকট মঙ্গলচণ্ডীর ও যদুনাথ স্কন্দপুরাণ হইতে শনিপূজার ও গোপীচন্দ্র পদ্মপুরাণ হইতে লক্ষ্মীচরিত্রের পাঁচালী রচনা করেন। লক্ষ্মীচরিত্রের ভনিতার স্থলে আছে

"নব অঙ্ক বাণ বিধু শক নিয়োজিত।
দৈবজ্ঞ শ্রীগোপাল চক্র রচিলেন গীত॥"

হইতে দ্বারা অনুমানিত হয় যে জ্যোতিষেও তাঁহার অধিকার ছিল অথবা তিনি দৈবজ্ঞ জাতীয় ছিলেন এবং ১৫৯৯ শকে লক্ষ্মীচরিত্র রচনা করিয়াছিলেন।

## টীকা

১ পুথি অনেক মিলিয়াছে তবে প্রায় সবই ভিন্ন ভিন্ন পালার। সম্পূর্ণ গ্রন্থের পুথি খুব কমই পাওয়া গিয়াছে। একটি সম্পূর্ণ পুথি—বি ৯৮৬ (লিপিকাল ১২২৭ সাল পুথির লেখক গ্রন্থকে "মনসার সারী" অর্থাৎ শ্রাদ্ধ গান বলিয়াছেন।) একটি প্রায় সম্পূর্ণ পুথি। বি ৭৯৯ (লিপিকাল ২৬২ সাল শ্রীপদ্মলোচন মণ্ডল সম্পাদিত পুথি পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ১৮১ ২৮২ দ্রষ্টব্য। প্রাচীনতম খণ্ডিত পুথি ব ৬০৪ (লিপিকাল ১১২৭ সাল)

ছাপা সংস্করণের মধ্যে জানা সবচেয়ে পুরনটি (১১৫০ সাল) রহিয়াছে ব্রিটিশ মিউজিয়মে। কেতকাদাসের কারোর বিভিন্ন পালার পুথি 'মনসার ভাসান' নামে বটতলা হইতে বহুবার মুদ্রিত হইয়াছিল। যেমন ১৮৫৭ অব্দে চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রের ও শাস্ত্রপ্রকাশ যন্ত্রের সংস্করণ দুইটি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বইটিকে ঠিক সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলা চলে না ভট্টাচার্য মহাশয় এক একটি পুথি হইতে এক একটি পালা লইয়া বইটি চয়ন করিয়াছেন। এ চয়নিকা সংস্করণ বাউলের কাঁধার মতো সম্প্রদায়বিশেষের বিবাগভয়ে একটি বিশিষ্ট পালা এ সংস্করণে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত।

২ পাঠান্তরে "বীরভদ্র", "বরিভদ্র"।

৩ ঐ "চন্দ্রহাস"।

৪ ঐ "তনয়ে"।

৫ ঐ "পুণ্যের অবধি তায়"।

৬ পাঠান্তরে "সমননগর" "স্বর্ণনগর"। একটি পুথিতে (ব ৪৯৮৫) একস্থানে ভনিতায় "স্বর্ণঘর" গ্রামের উল্লেখ আছে।

'মনসামঙ্গল গীত ক্ষেমানন্দ বিরচিত
যার দয়া কৈলে স্বর্ণঘরে॥" (পত্র ১৪ক)

তাহা হইলে গ্রামনামটি কি সোননগর ? সোননগর বা সোনাঘর বা সোনাঘরা বা সবনগর গ্রাম আছে কিনা জানি না সোমনগরের আন্তরূপও অবগত নই।

৭ "কাঁথড়া" মানে পড়োঘরের ভাঙ্গা দেওয়াল। "সোমনগর" স্থানে "শমননগব" পাঠ স্বীকাব কবিলে "কাঁথড়া" গ্রামনাম ধবিতে হয়। কাঁথড় নামে বর্ধমান ও হুগলী জেলায় একাধিক গ্রাম আছে।

৮ পাঠান্তরে "বিপাক পড়িল গাঁ মনে যুক্তি করেন জনক।"

৯ ঐ "ধান্য কিনি দিল ত।"

১০ ঐ "তথা বেদে লম্বদার।" তুলনীয় মুকুন্দবাম, "যদুকুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা।"

১১ ঐ "চাল ডালি"।

১২ পাঠান্তরে "রামতারণ মণ্ডল"।

১৩ ঐ "তিনি দিলেন ফুল পান।"

১৪ ঐ "বসতি বড়ই সুস্থল।"

১৫ ঐ "আমি বড় ভাগ্যহীন"।

১৬ ঐ "কার নাম খড়কাটা"।

১৭ পাঠান্তরে "চলিল আপন ধাম"।

১৮ ঐ "মনেতে করিয়া ভর"।

১৯ = বিষহরণকারিণী, বিষহবি।

২০ পাঠান্তরে "দেয় টাকা"।

২১ ঐ "পাইলাম অনেক তাপ"।

২২ "তুমি মোর মন্ত্র দিলে কানে" "যাবে দয়া কৈলে স্বর্ণঘরে"।

২৩ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত দেখাইয়াছেন যে সম্ভবত ভাবকেশ্বব থানাব অন্তর্গত জগন্নাথপুবই কেতকাদাসেব আত্মবিবরণীতে উল্লিখিত ('কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ কি একই ব্যক্তি ?' প্রবন্ধ, বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ পত্রিকা সপ্তম বষ চতুর্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।)

২৪ যতীন্দ্রমোহন বাবুর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২৫ ১১৭০ সালে লেখা পুথিতে এই ভনিতা পাইযাছি।

২৬ বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত ও বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত (১৩১৬)। পুঁথি ১২২৪ সালে লেখা নাগরী অক্ষরে, পুরুলিয়ার কাছে ডিমডিহা গ্রামে। ভাষায় মানভূমের ছাপ আছে। পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ গ্রন্থাগাবে রক্ষিত।

২৭ বিষ্ণু পালের কাব্যেও "নেত পাত্র ধোবিনী"।

২৮ গ ৪৯৯৩। এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত (বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা) ১৯৬৮।

২৯ বীরভূমি ১৩০৭ পৃ ২৬৭ দ্রষ্টব্য।

৩০ = মনুষ্যের, আঞ্চলিক শব্দ।

৩১ - খায়, আঞ্চলিক পদ।

৩২ অর্থাৎ এক সৈয়দকে হত্যা করিলে সাত গোবধেব পাপ হয়।

৩৩ মনসার বাহন।

৩৪ = বাড়ি বাড়ি।

৩৫ = কুকুটের, মোরগের।

৩৬ = হাউই।

৩৭ = পত্নীর।

৩৮ - সকৃডিতে, উচ্ছিষ্টস্থানে।

৩৯ = ওজনদাঁড়িতে।

৪০ নঞর্থ নয়।

৪১ অর্থাৎ বাবা, দযা করা হোক, মায়া বোধ করুন।

৪২ = বগড়া।

৪৩ = মেঝের, ভূমিতলের।

৪৪ অর্থাৎ, তোমার নাম তো মহেশ্বর অথচ তুমি স্ত্রীকে ভয় করিয়া তাহাব সঙ্গে ঘর করিতেছ

৪৫ = করিয়া।

৪৬ = কুরণ্ডিকায, ফুলের সাজিতে।

৪৭ = টেকির।

৪৮ =লেজ।

৪৯ = তালপাতার চাটাই।

৫০ বাহনের পিঠে বসিবার আসন।
৫১ - আঁটিয়া।
৫২ - খড়ের দড়ি।
৫৩ - লাগাম।
৫৪ -পুকুরে পানা ও বেনাব মূল।
৫৫ - উধাউ।
৫৬ - কানামাছি ?
৫৭ - 'ও মা, ও বাবা' বলিয়া।
৫৮ - ঋষিপত্নী।
৫৯ মাথার চুল ছিঁড়িয়া তাহাতে থুতু ("খেব" < ক্ষেড়) দিয়া তুক কবা। ইহা কবিলে পথে বিপদ আপদ হইবে না।
৬০ এই মন্ত্রে বহু প্রাচীন মন্ত্রের প্রতিধ্বনি আছে।
৬১ অর্থাৎ ভাঁটি হইতে উজান।
৬২ - চিবকাল।
৬৩ কঙ্ক।
৬৪ - কাক।
৬৫ - ডোমিনী।
৬৬ - জীয়চ (জীবিতাপত্য) কুণ্ড।
৬৭ সম্ভবত "কই" পাঠ হইবে।
৬৮ - ঝাঁক।
৬৯ "অমৃত জল ভরে" পঠিতব্য।
৭০ - পার্শ্বপ্রতিবেশী
৭১ এমনি ছড়া মানিক দত্তেব চণ্ডীমঙ্গলে আছে।
৭২ - কবব ?
৭৩ - নব, নূতন।
৭৪ - খাওয়াইব।
৭৫ - নাকেব গহনা নাকছাবি।
৭৬ অর্থাৎ, ও জটার বাপ ৎ মোটাব বাপ আমাকে লইয়া পৃথক সংসাব পাতা হোক।
৭৭ - সূতা কাটা।
৭৮ সংস্কৃত তর্ক।
৭৯ - দাড়িতে।
৮০ পূজা কবিল।
৮১ - ডগায়।
৮২ - যক্ষ।
৮৩ "ওরে" পঠিতব্য।
৮৪ - জানিহ।
৮৫ বোপণ করে।
৮৬ অর্থাৎ গাছ-কাটা পাপীদেব হাত পা কাটিয়া নবককুণ্ডে ফেলা হয়।
৮৭ শুদ্ধ পাঠ "ঝালি" হইতে পারে।
৮৮ শুভ্রধৌত ও সুবাসিত।
৮৯ "ছানি"র শুদ্ধ পাঠ ছাউনি হইবে। অর্থ—মায়ের আগমন জানা যায় তাহাব বস্ত্রের সৌগন্ধ্যে ও মণ্ডপেব ছাউনির আন্দোলনে।
৯০ অর্থাৎ, এতক্ষণ তুমি আমার উপর ভব কবিযা গাওয়াইলে এখন স্বস্থানে (ঘটে) গিয়া অধিষ্ঠান কর।
৯১ ৪৩ পাতার একটি পুথি আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপি গ্রামে লেখা হইযাছিল ১২০৯ সালে (সা-প-প ৮ পৃ ৫৪)। ১২২০ সালে লেখা একটি পুথি বর্ধমান জেলার উত্তবপশ্চিম অংশে কানাভাঙ্গা গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল। বিশ্বভারতী পুথিশালায় কালিদাসের মনসামঙ্গলের পুথির একটি মাত্র পাতা আছে (বি ৭১৯, পু-প ২ পৃ ২৮০ দ্রষ্টব্য)।
৯২ শুদ্ধ পাঠ হয়ত "মিতা", এবং তাহা হইলেই একটা সংগত অর্থ পাওয়া যায়,—"যে মিত্রের কাছে অকথনীয় ব্যাপারও কহা যায়"।

৯৩ বর্ধমান সাহিত্য সভা প্রকাশিকা দ্বিতীয় সংখ্যা (১৩৫১) পৃ ২০ ২৩। কাব্যের পুথি,— গ ৪৯৭০, ক ১৯০০, ক ২০৭১, ক ২৫১০।

৯৪ আরও অনেক আত্মীয়ের নাম আছে।

৯৫ অথবা "জগাতী"।

৯৬ অথবা "ঘাটে"।

৯৭ অর্থাৎ পানকৌড়ী।

৯৮ সপত্নী।

৯৯ গ ৪৯৯৭ (খণ্ডিত পুথি, ১৭ পাতা—"জালিআ জালন পালা)।

১০০ শাহজাদা (বা সাহিজাদা) রায় সেনভূমে (আধুনিক পানাগড় দুর্গাপুর অঞ্চল) বাণেশ্বর শিবমূর্তির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

১০১ গ ৪৫৯৪।

১০২ স ৬ (ও আরও ছয়খানি পুথি)। বর্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিকা ২ পৃ ১৯ ২০ এবং নারায়ণ অগ্রহায়ণ ১৩২৫ পৃ ৬৪-৬৯ (শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য লিখিত প্রবন্ধ) দ্রষ্টব্য। সীতারাম দাসের পুথিগুলি বিভিন্ন পালার। লিপিকাল মল্লাব্দ ১০৯৬, ১০৯৮ ও বঙ্গাব্দ ১২০৩ সাল।

১০৩ বর্ধমান সাহিত্যসভার ও শ্রীমান্ আশুতোষ দাসের পুথি। দুইটিরই লিপিকাল ঊনবিংশ শতাব্দী।

১০৪ দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ও রামনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত সংস্করণ (১৩১৮) পৃ ৪।

১০৫ সা-প-প ১৩ পৃ ২৯ দ্রষ্টব্য।

১০৬ এই গ্রাম তখনকার নর্থ-ইষ্টার্ণ রেলওয়ের নীলগঞ্জ ষ্টেশনের অদূরে। নারায়ণ দেবের নিবাস বোরগ্রাম ইহার পাঁচ মাইল দক্ষিণে।

১০৭ বর্ধমান সাহিত্যসভার পুথিতে এবং অন্যত্র।

১০৮ সা প-প ১৩ পৃ ২৮ ২৯।

১০৯ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯২৩) প্রথম খণ্ড ময়মনসিংহ গীতিকায় "দস্যু কেনারামের পালা" (পৃ ১৮২ ২২৪) দ্রষ্টব্য।

১১০ দ্বিতীয় বর্ষ সৌরভে প্রকাশিত চন্দ্রকুমার দে লিখিত "মহিলা কবি চন্দ্রাবতী" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (বা প্রা পু বি ১ ৮ পৃ ১০৫-০৬)।

১১১ মণিমোহন দাস প্রকাশিত ও ঢাকায় মুদ্রিত (১৯১৫) বিষহরি মনসাদেবীর পাঁচালী হইতে মধ্যে মধ্যে "পূর্ণানন্দ" অথবা "পূর্ণচন্দ্র দাস" ভনিতা পাওয়া যায়। ইনি আধুনিক সংস্কর্তা।

১১২ চতুর্থ খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা, "চন্দ্রাবতীর রামায়ণ" পৃ ২৩৫ ৩৭।

১১৩ এই অংশের রচয়িতা-সংস্কর্তা মূলের "উরিয়া" শব্দের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই

১১৪ ময়মনসিংহ গীতিকা প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় নয়ানচাঁদ ঘোষ রচিত "চন্দ্রাবতী পালা" পৃ ১৭ ১১২।

১১৫ বংশীদাস অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক, সুতরাং তাঁহার কন্যার রচনায় ভাষার আধুনিকত্ব খুব অনপেক্ষিত নয়।

১১৬ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০।

কবি জগজ্জীবন বিরচিত মনসামঙ্গল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত (ক বি ১৯৬০)।

১১৭ ক ৩১৮০, ব-সা-প পা ২ পৃ ৩১ ৩২, সাহিত্য ১৩১০ পৃ ৬৫৬-৬২। কয়েকখানি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পুথি অবলম্বনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাসের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৬০)।

১১৮ র-সা-প-প ২ পৃ ২৩১ ৩২। ইহাতে "কবি" কালিদাসের ভনিতাও আছে।

১১৯ "রূপবায়" হইবে।

১২০ মুদ্রিত সংস্করণ ভূমিকা পৃ ১৯৫ দ্রষ্টব্য।

১২১ ক ২৮১৭, ক ৩১৮০, ক ৬১১৩। ব সা প প ৩ পৃ ৬৬-৬৮ ৪ পৃ ১৮৪ ২০৩। সা-প-প ১৩ পৃ ১৬২ ৬৩। অল্প কিছু অংশ বগুড়া নিবাসী সাবদানাথ খাঁ, বি-এল্, কর্তৃক বিষহরী পদ্মপুরাণ" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ গ্রন্থ শ্রীশম্ভুচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল কিন্তু অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।

১২২ আরতি তৃতীয় বর্ষ পৃ ১৬৮, বা-প্র-প-বি ১ ১ পৃ ২৬১। ইহার অপর রচনা হইতেছে 'রাজমালা' ও 'ভারতীমঙ্গল'। রাজমালা ও মনসামঙ্গল মুদ্রিত হইয়াছিল।

১২৩ "রামজীবন ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ চট্টগ্রাম-বাঁশখালী থানার অন্তর্গত, রাণীগ্রাম নামক গ্রামে প্রাদুর্ভূত হয়েন" (মৌলবী আবদুল করিম, সাহিত্য ১৩১০ পৃ ১০)। রচনায় কিন্তু গ্রামের নাম নাই।

১২৪ সাহিত্য ১৩১০ পৃ ৯-২২ বা প্রা পু-বি ১-১;১২০। "দ্বিজ" গৌরচন্দ্র, কবিচন্দ্র ও শিবচরণ দাস—এই তিন

ভনিতাও একবার কবিযা পাওয়া গিয়াছে।

১২৫ বা-প্রা-পু ব ১-২ পৃ ১১, ৪১।

১২৬ পাঠান্তর "বিন্দু"। তাহা হইলে বচনাকাল এক বৎসর আগাইযা যাইবে (১৬৩৩)।

১২৭ গ ৪৯৭১ (সমুদ্রমন্থন পালা)।

১২৮ গ ৪২৫৪ (অমৃতহরণ পালা লিপিকাল ১১৫৬ সাল স্থলে 'যুদিপ")। ভনিতা 'কবি কৃষ্ণানন্দ ভনে মনসার চরণে"।

১২৯ ক ১৩৫৫ শ্রীযুক্ত বজনীমোহন চক্রবর্তী প্রকাশিত (১৩৪৫)। সা প প ৪ পৃ ৩২৮।

১৩০ ক ২০৬৮ (লিপিকাল ১২৪৭), শ্রী ৪১ সা প-প ৪ পৃ ৩২৬।

১৩১ বিজয় গুপ্তের নামাঙ্কিত পুস্তকে ইহার ভনিতা যথেষ্ট আছে। কবির পিতা 'দিবাকর মাতা কল্পিণী।

১৩২ বা-প্রা পু বি ১ ১ পৃ ২১২ ১৩, ব সা প-প ৪ পৃ ২৮৯ ৯২।

১৩৩ শ্রীযুক্ত বিবজাকান্ত ঘোষ সম্পাদিত ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস প্রকাশিত শ্রীহট্ট (১৩৩২)। ব ৩১৩২।

১৩৪ ক ১৯৭০, ক ৬০৫৭।

১৩৫ মুদ্রিত গ্রন্থ সর্বাংশে অকৃত্রিম বলিযা বোধ হয না, অনেক ছাড বাদও আছে ভাষার যথেষ্ট আধুনিকত্ব দেখা যায়।

১৩৬ পৃ ২৪২।

১৩৭ "কৈলাস শিখরে আছে শঙ্কর কেওযালী সেই সে গাহিতে পারে কাব্যের পাঁচালী"।

১৩৮ যেমন পৃ ৮০।

১৩৯ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় খণ্ড পৃ ২৯১। ষষ্ঠীবরের কাব্যের পুথিতে হৃদযানন্দের ভনিতা দেখা যায়।

১৪০ অথবা গুণানন্দ সেন। ক ৬১৪২ সা প প ১৯ পৃ ১৭২ শ্রী ৩৬১

১৪১ ক ১৯৮১, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় খণ্ড পৃ ৩২৩-২৯ চতুর্থ খণ্ড প ১৯ ১২০ পরিশিষ্ট পৃ ১ ৫ ৯ ১০ ১২।

১৪২ গ ৫৪০৫। খণ্ডিত পুথি।

১৪৩ পৃ ২৯ খ।

১৪৪ সংগ্রাম।

১৪৫ পাঠ "থকু ন ইপুরে" হইতে পারে।

১৪৬ পৃ ১৬ খ ১০ ক।

১৪৭ চট্টগ্রামে "সাধারণ প্রেসে" ছাপা সপ্তম সংস্করণ (১৩৪৩ সাল)। শ্রীমান আশুতোষ দাসের সৌজন্যে বইটি ব্যবহার করিতে পারিয়াছি।

১৪৮ পৃ ৮৫, ৮৯ ৯২, ৯৩।

১৪৯ বইটিতে ছত্রসংখ্যা আনুমানিক সাড়ে ষোল হাজার। পদ্য সংখ্যা ৬৬৭

১৫০ পৃ ২১৮, ২২৪, ২২৬, ২২৮। বিজয় গুপ্ত কি ব্যবসায়ী বৈদ্য ছিলেন?

## অষ্টম পরিচ্ছেদ
## পুরাতন ও নূতন দেবদেবী-মঙ্গল

### ১ রামদেবের অভয়ামঙ্গল

সপ্তদশ শতাব্দীতে বড় চণ্ডীমঙ্গল দুইতিনখানির বেশি লেখা হয় নাই। তাহার মধ্যে একটির সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া গিয়াছে এবং সেটি ছাপাও হইয়াছে। পুথি ত্রিপুরা নোয়াখালি চট্টগ্রাম অঞ্চলের। রচয়িতা রামদেবও এই অঞ্চলের লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। রামদেবের পিতার নাম অথবা উপাধি ছিল কবিচন্দ্র। তাহা ছাড়া আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

কহে কবিচন্দ্রসুত দেবীপদে অবিরত
সর্বদা মজিয়া রহে চিত
কবিবিধুসুত রামদেব।

দুইটি পদে "গোবিন্দ দ্বিজ" ভনিতা আছে, একটি পদে "দ্বিজ গোবিন্দসুত"। গোবিন্দ রামদেবের পিতার নাম হওয়া অসম্ভব নয়। তাহা হইলে "কবিচন্দ্র" উপাধি।

স্বপ্নে দেবীর আদেশ রামদেবকে কাব্যরচনার প্রেরণা দিয়াছিল এবং রামদেব "কালিকা-সংহিতা" অনুসারে অভয়ামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

দ্বিজ রামদেবে ভনে স্বপ্ন অনুমতি
কালিকাসঙ্গিত মতে রচএ ভারতী।

শেষে কাব্যরচনাকাল এই ভাবে দেওয়া আছে

ইন্দু বাণ ঋষি বাণ বেদ সমাজিত
রচিলেক রামদেবে সারদাচরিত।

অর্থাৎ ১৫৭৫ + ৪ ("বেদ সংযোজিত") ১৫৭৯ শকাব্দ ( ১৬৫৭-৫৮ অব্দ)। "বেদ সমজিত" স্থানে "শকসংজ্ঞিত" পাঠ ধরিলে ১৫৭৫ শকাব্দ ( ১৬৫৩-৫৪ অব্দ) হয়।

কাব্যের প্রথম অংশে—সৃষ্টিপত্তন, মঙ্গল-দৈত্যবধ, ইন্দ্রের শাপমোচন ও ইন্দ্র কর্তৃক দেবীকে পঞ্চ সখী প্রদান, মর্ত্যে পূজা পাইবার বাসনায় বিশ্বকর্মা কর্তৃক কংস-সরোবর তীরে দেউল নির্মাণ ও দশভুজা মূর্তি স্থাপন, অপুত্রক কলিঙ্গ-রাজের নিবেদ, দেবীপূজা করিয়া

পুত্রলাভ। দ্বিতীয় অংশে কালকেতু ও ফুল্লরার জন্ম, কালকেতুর পিতা ধর্মকেতুর সিংহকবলে প্রাণত্যাগ, পত্নীর সতী হওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। তৃতীয় অংশে ধনপতি উপাখ্যান, কালকেতু-উপাখ্যানের তুলনায় প্রায় তিন গুণ বড়।

রামদেবের অভয়ামঙ্গলে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—কৃষ্ণলীলার বহু পদ ও ধুয়া সংযোজন। এ ব্যাপার মাধব আচার্যের চণ্ডীমঙ্গলেও আছে। চণ্ডীমঙ্গল গানে পদাবলী কীর্তনের প্রভাব বেশি করিয়া পড়াতেই ইহা ঘটিয়াছে। অধিকাংশ পদে রামদেবেরই ভনিতা। দুই একটি পদ ব্রজবুলিতে লেখা। পদগুলির রচনা মন্দ নয়। 'কবীর' ভনিতায় একটি গঙ্গামাহাত্ম্য ধুয়া পদ আছে, বাঙ্গালায় লেখা, কোন বাঙ্গাল কবির রচনা।

পতিতপাবনী জাহ্নবী গঙ্গে
আর পুনর্বার না যামু বঙ্গে
গঙ্গার স্নানে লোক যায় যুগে যুগে
ভগীরথে আনে গঙ্গা পাতকী তরাইতে
স্থানে স্থানে গঙ্গাদেবী গহেন গভীর
গলায় পাথর বান্ধি তাসায় কবীর ॥

অন্য ভনিতার মধ্যে বেশি আছে (কবির পিতা ?) 'দ্বিজ" গোবিন্দের ॥

## ২ হরিরাম, অকিঞ্চন ও জনার্দনের চণ্ডীমঙ্গল

"দ্বিজ" হরিরামের চণ্ডীমঙ্গলের একটিমাত্র পুথির সন্ধান মিলিয়াছিল। আধুনিক মেদিনীপুর জেলায় ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত চিতুয়া-বড়দহ (বড়দহের) জমিদার শোভাসিংহের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন হরিরাম। গ্রন্থশেষে এই উক্তি তাহার প্রমাণ

অদ্রিজামঙ্গল ... বিরচিল হরিরাম
শোভাসিংহে রক্ষিবারে অম্বিকা

শোভাসিংহের মৃত্যু হয় ১৬৯৬ শকাব্দে কাব্যটি তাহার আগে লেখা হইয়াছিল, সম্ভবত ১০৮০ সালে (১৬৭৩-৭৪ অব্দে)।

অকিঞ্চন (মিশ্র) চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল মুকুন্দরামের অনকরণে এক বৃহৎ রচনা। অকিঞ্চন ভনিতায় প্রায়ই "কবীন্দ্র" উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। এ উপাধি বিদগ্ধজনের মুখে প্রাপ্ত ("কবীন্দ্র উপাধি নাম রাখিলেন সমূহ পণ্ডিত")। অকিঞ্চনের নিবাস ছিল ঘাটাল অঞ্চলে বরদা (= বড়দা) পরগনায়। বর্ধমানের রাজার জমিদারিতে বাস করিয়া বর্ধমানের রাজাদের নাম অকিঞ্চন প্রায়ই করিয়াছেন—কীর্তিচন্দ্র তিলকচন্দ্র ও তেজচন্দ্র। কালকেতু ও ধনপতি উপাখ্যান দুইটি শেষ হইবার তারিখ অকিঞ্চন করিয়াছেন। "বামে বিধু কলাপূর্ণ বেদে বিধ বয়" শকাব্দে কালকেতু উপাখ্যান সমাপ্ত হইয়াছিল। শকাব্দ ধরিলে এ তারিখ কোন ক্রমেই খাটে না, সাল ধরিলে খাটে। বিধু ১, কলাপূর্ণ ১৬, বেদবিধি ("বেদে বিধ") = ৪ অর্থাৎ ১১৬৪ সাল (১৭৫৮ অব্দ)। তখন তিলকচাঁদ (<ত্রিলোকচন্দ্র) বর্ধমানের রাজা। ধনপতি উপাখ্যান সাঙ্গ হয়—"বাণে বিধু বিরাজে বামেতে বিধু কলা"। এ পাঠে ভুল আছে, অনুমান করি শুদ্ধ পাঠ হইবে "বামে বিধু বিধু রাজে বাণেতে বিধুকলা"।

বিধু = ১, বাণেতে বিধুকলা = ৫ × ১৬। অতএব ১১৮০ সাল (১৭৭৩ অব্দ)। তখন তেজচন্দ্র বর্ধমানের পাটে। এই রাজার উল্লেখও আছে (শেষ উপাখ্যানের ৫০ক পৃষ্ঠায়)।

অকিঞ্চন একটি ছোট গঙ্গামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। তাহা সমাপ্ত হইয়াছিল ১১৮৩ সালে (১৭৭৬অব্দে)[৮], তখন "মহারাজা তেজশ্চন্দ্র বর্ধমানে যেন ইন্দ্র পৃথিবী পালনে যুধিষ্ঠির"।

অকিঞ্চনের অপর রচনা 'শীতলামঙ্গল'।[৯] এই নিবন্ধটি লেখা হইয়াছিল চাবণা গ্রামে ("চাবণা নগর ধাম") সাকলরাম (বা সাফলরাম) চট্টের আশ্রয়ে।[১০] চাবণা কি চান্না? সাহিত্যসভার পুথিতে পাই শীতলামঙ্গল তিলকচাঁদের আশ্রয়ে লেখা,

শ্রীযুত ক্ষত্রিয় জাতি বর্ধমানে অধিপতি
শ্রীযুত তিলকচন্দ্র রায়
তদাশ্রয়ে কবি বাস শীতলার ইতিহাস
চক্রবর্তী অকিঞ্চনে গায়।

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা খুব ছোট মঙ্গলচণ্ডী ব্রতকথা (মঙ্গলচণ্ডী পাঁচালী) চলিত ছিল। তাহার মধ্যে একটি রচনার কিছু প্রচার হইয়াছিল। সে রচনার কবির নাম জনার্দন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন কি ছিলেন না এই লইয়া সন্দেহের অবকাশ আছে। তাঁহার পুথিতে ভনিতা পাই "দ্বিজ জনার্দন"[১১] কিন্তু একটি পুথিতে পাইতেছি "জনার্দন সেন"।[১২]

জনার্দন সেনে ভণে শান্ত হও কন্যামনে
ছাগল পাইবা এহি বরে।

জনার্দনের মঙ্গলচণ্ডী ব্রতকথায় কালকেতুর উপাখ্যান ধনপতির উপাখ্যানের মধ্যে ক্ষুদ্রতর ব্রতকথা রূপে সন্নিবিষ্ট আছে। ধনপতি উপাখ্যানের আরম্ভে কিছু নূতনত্ব পাই। ধনপতির দুই পত্নী। প্রথমার চক্রান্তে দ্বিতীয়া ছাগল চরাইতে নিযুক্ত হয়। একটি ছাগল হারাইলে সে যখন বনমধ্যে খুঁজিয়া ফিরিতে থাকে তখন ব্রাহ্মণদের চণ্ডী পূজিতে দেখিয়াছিল। তাহারাই খুল্লনাকে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতে উপদেশ দিয়াছিল। এ পরিবর্তন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারাই ঘটা সম্ভব অতএব রচয়িতা ব্রাহ্মণ ছিলেন, ধরিতে পারি।

### ৩ কৃষ্ণরামের রচনাবলী

লৌকিক, অর্থাৎ অ-পৌরাণিক ও স্থানীয় দেবদেবীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের "মঙ্গল" লিখিয়া জাতে তুলিবার প্রচেষ্টা প্রথম দেখা দিয়াছিল নিম্ন ভাগীরথী-প্লাবিত অঞ্চলে, কলিকাতায় ও আশেপাশে, সপ্তদশ শতাব্দীতে। বিদেশী নব বাণিজ্যের সূত্রে নানা দিগ্‌দেশাগত লোকের ভিড়ে এ অঞ্চল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হইতে থাকে। পরিচিত সাহিত্যে এই সমৃদ্ধির প্রথম ফল কয়েকটি নূতন দেবদেবী-মঙ্গল। সে "মঙ্গল"-কাব্যের প্রথম লেখক না হইলেও যিনি আসলে পথ দেখাইয়াছিলেন তিনিই এই নিবন্ধগুলির রচয়িতাদের মধ্যে বহুপ্রসূ। ইহার নাম কৃষ্ণরাম দাস। পিতার নাম ভগবতী দাস। জাতি কায়স্থ। নিবাস কলিকাতা পরগনায়[১৩] বেলঘরের সন্নিকটে নিমতা গ্রামে। গ্রামের যাঁহারা জমিদার ছিলেন তাঁহাদের কাছেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতা ও পাশের গ্রাম দুইটি কিনিয়াছিলেন। কৃষ্ণরামের জন্ম আনুমানিক ১৬৫৬ অব্দে।

কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গল' কাব্যের একস্থানে যে ভাবে নীলকণ্ঠ দাসের উল্লেখ আছে তাহাতে মনে হয় নীলকণ্ঠ কৃষ্ণরামের পুত্র কিংবা সেইরকম স্নেহপাত্র ছিলেন।

কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের আদেশে
কৃপা করি রাখ প্রভু নীলকণ্ঠ দাসে।

যতদূর জানা যায় কৃষ্ণরাম পাঁচখানি "মঙ্গল" লিখিয়াছিলেন,—কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল। মাঝের রচনা তিনটি সম্ভবতঃ একটি বৃহত্তর রচনার খণ্ডরূপে পরিকল্পিত হইয়াছিল।[১৪]

কৃষ্ণরামের প্রথম, বৃহত্তম এবং শ্রেষ্ঠ রচনা 'কালিকামঙ্গল' যখন লেখা হয় তখন তাঁহার বয়স বিশ বৎসর। বৈশাখ মাসের প্রথমে কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে দেবীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি এই কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। বন্দনা পদগুলির পরে আত্মপরিচয়। আত্মপরিচয় অল্প কথায় সারিয়া কৃষ্ণরাম নিজের গ্রামের প্রধান প্রধান অধিবাসীর প্রশংসা করিয়াছেন। প্রথমেই কলিকাতা পরগনার প্রশস্তি।

অতি পুণ্যময় ধাম সরকার সপ্তগ্রাম
কলিকাতা পরগনা তায়
ধরণী নাহিক তুল জাহ্নবীর পূর্বকূল
নিমিতা নামেতে গ্রাম যার
বসতি করয়ে তথি সদাচারী শুদ্ধমতি
যাঁর ধরাদেবগণ সুখে
দেখি হেন মনে লয় নারদাদি মুনিচয়
অবতার কৈল কলিযুগে
চৌধুরী গন্ধর্বরায় বলে নাহি অধিকারী
অধিকার অনেক ধরণী
রহিতে আহত বন ছিল দার সুতাসন
ভারভার প্রতাপে তরণী
সাক্ষাৎ চৌধুরী সম এক মুখে কি বলিব
অশেষ মহিমা অতি স্থির
শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত রায় সর্বলোকে গুণ গায়
ধার্মিক যেমন যুধিষ্ঠির
বিদ্বান উত্তম দাতা জিনিয়া কল্পলতা
জনার্দন রায় মহাশয়
প্রতাপে তিমিরহর যশের যামিনীকর
শুদ্ধমতি কাশীশ্বর রায়
সেই গ্রাম মধ্যে বাস নাম ভগবতী দাস
কায়স্থকুলেতে উতপতি
তাঁহার তনয় হই নিজপরিচয় কই
বয়ঃক্রম বছর বিংশতি।
শুন সভে একচিত যেমনে হইল গীত
কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি

প্রথম বৈশাখ মাসে স্বপনে আপন বাসে
দেখিনু সাবদা ভগবতী।

কৃষ্ণবাম স্বপ্ন দেখিলেন যেন কৃপাময়ী দেবী আসিযা তাঁহাকে বলিতেছেন, "গীত কব আমাব মঙ্গল"। তাহাতে কি কি বস্তু থাকিবে তাহাব নির্দেশও দেবী দিলেন।

দক্ষযজ্ঞভঙ্গ-কথা প্রথমে বচহ গাথা
পুবাণ প্রমাণি এ সকল।
জন্ম হিমালয গিবি কামদেব ভস্ম কবি
বিবাহ কবিল পুন হব
তাবকেব গুণ নাশে সুলোচন বুঝে বোষে
তাহাবে বধিলা পুবন্দব।
তাবাবতী তাব প্রিয়া নাবদ তথায গিযা
কৈলা মোব চবিত্র সকল
সেবিযা পাইল বব পশ্চাৎ হইল নব
বিদ্যা আব সুন্দব ভূতল।
প্রভাবতী উপাখ্যান শুনিল সখীব স্থান
গোপনে বিবাহ কৈল কবি
তনু হবি পবিশেষে আইলা কৈলাস বাসে
এত বলি অন্তর্ধান দেবী।

শুধু দেবীব আদেশ বলেই কৃষ্ণবাম "পাঁচালি কবিতে" আবম্ভ কবিযাছিলেন। কৃষ্ণবামেব বিনযজ্ঞাপন মন্দ নয।

যেন সাঁতাবিযা জলে সাগব তবিযা চলে
খর্ব ধায চাঁদেবে হবিতে।
মহা মহাকবি যথা তথায আমাব কথা
কোকিলেবে ভেঙ্গায বাযসে
যেন মুকুতাব সাথে শঙ্খ কাটি হাব গাঁথে
জউ পলা[১] প্রবালেব পাশে॥

তাহাব পব হেঁযালিতে[১৮] কালিকামঙ্গলেব বচনাকালেব উল্লেখ। পাঠ বিকৃতিব জন্য সে জটিল হেঁযালি জটিলতব হইযাছে। কেবল আবংজেব ও শাযেস্তা খাঁব (যদি "সাবিস্তা খাঁ" ভুল পাঠ হয) উল্লেখ একটু হদিশ দেয। শাযেস্তা খাঁ বাঙ্গালাদেশে দুইবাব সুবেদাবি কবিযাছিলেন. ১৬৬৪ হইতে ১৬৭৬ অব্দ এবং ১৬৭৯ হইতে ১৬৮৯ অব্দ।

অবং সাহা ক্ষিতিপাল রিপুব উপবে কাল
বামবাজা সর্বজনে বলে
নবাব সাবিস্তা খাঁ অধিকাবী সাতগাঁ
বহু সবকাব কবতলে।
সাবসাসানেব নেত্র ভীমাক্ষি বর্জিত মিত্র
তেজিযা ঋষিব পক্ষ তবে
বিধুব মধুব ধাম বচনাতে কহিলাম
বুঝ শক[২০] বিচারিয়া সভে।

ইহা হইতে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৫৯৮ শকাব্দ (১৬৭৬-৭৭ অব্দ) পাইয়াছিলেন।[২৪] তাঁহার প্রণালী অত্যন্ত কষ্টকল্পিত। তবুও এ তারিখ অসমীচীন নয়।

চারটি পুথির মধ্য দিয়া কালিকামঙ্গলের যে পাঠ আমরা পাইতেছি তাহাতে মূল কাব্যের পুরা রূপটি নাই। দ্বিতীয় পুথিতে মূলের এমন কিছু কিছু অংশ আছে যাহা অন্য তিনটি পুথিতে মিলে না।[২৫] তবুও প্রাপ্ত পাঠ মূল কাব্যের খণ্ডিত সংস্করণ মাত্র। কালী কৃষ্ণরামকে যেভাবে কাব্য রচনা করিতে বলিয়াছিলেন কৃষ্ণরাম নিশ্চয়ই তাহার অন্যথা করেন নাই। সুতরাং তাঁহার কালিকামঙ্গলের মধ্যে এই আখ্যানপরম্পরা অবশ্যই ছিল,—সতী ও দক্ষযজ্ঞ কাহিনী, পার্বতীর ও শিবের উপাখ্যান, তারকবধ, তারকপুত্র সুলোচন ও তাহার পত্নী তারাবতীর কাহিনী, সুলোচন ও তারাবতীর মর্ত্যলোকে সুন্দর ও বিদ্যা রূপে জন্মলাভ বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান এবং তাহার মধ্যে প্রভাবতীর কাহিনী। অথচ আমরা পাইয়াছি শুধু বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান এবং তাহার মধ্যে সংক্ষেপে প্রভাবতীর কাহিনীটুকু।

কিন্তু কৃষ্ণরাম যে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের পূর্ববর্তী কাহিনীগুলি তাঁহার কাব্য হইতে বাদ দেন নাই তাহা দ্বিতীয় পুথির শেষে যে 'অনুবাদ' আছে তাহা হইতে জানা যায়।[২৬] কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল সমাদৃত হইয়াছিল, তবে সে সমাদর শুধু বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানেই পর্যবসিত ছিল। এই কারণে পূর্ববর্তী কাহিনীগুলি পরিত্যক্ত হয় এবং বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের বিভিন্ন পুথিতে অল্প গুরুতর পাঠভেদ পাওয়া যায়।

কৃষ্ণরামের বর্ণিত কাহিনীতে সুন্দরের পিতা গুণসিন্ধু, দেশ কাঞ্চন। বিদ্যার গর্ভে তাহার যে পুত্র হইয়াছিল তাহার নাম পদ্মনাভ। মালিনীর নাম বিমলা। কোটাল রাজকন্যার চৌর্য-প্রণয়ের পাত্র কে তাহা জানিবার জন্য প্রথমে তুকতাক ও ঝাড়ফুঁক কাজে দক্ষ এক বামুনের মেয়ের সাহায্য লইয়াছিলেন।[২৭]

কৃষ্ণরামের কাব্যে, যেমন অন্যান্য সকল পাঁচালী কাব্যে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের আদর্শ যথাসম্ভব অনুসৃত হইয়াছিল। তবে কৃষ্ণরামের অনুকরণ সর্বদা অন্ধ নয় তাহার মধ্যে কালোচিত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ বিদ্যাসুন্দর কাব্যের তুলনায় কৃষ্ণরামের কাব্যের মালিনীর ভূমিকা অধিকতর স্বভাবসঙ্গত। মালিনীর নাম বিমলা। কৃষ্ণরাম বিমলার যে বেসাতি বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে মুকুন্দের উজ্জ্বলতা নাই বটে তবে ভারতচন্দ্রের আতিশয্যও নাই। সে বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি

হেনকালে মাল্যানী[২৮] আইল নিজ পুরী
বোঝা ওলাইয়া[২৯] কহে বচন চাতুরী।
পাছে বুঢ়ী মাসি কিছু করিয়াছে চাপা
কোথায় এমন টাকা পাইয়াছিলা বাপা।
মোহরে গণিয়া দশ দিলে বটে তুমি
সিক্কা[৩০] সিক্কা কাটিল অনেক বাট্টা কমি।
কর্পূর কিনিনু আগে আর আর এড্যা
তিন টাকা ছিল তোলা আজ তার দেড্যা।
অগরু চন্দন চুয়া আছে কি পাইতে
চক্ষু ঠিকরিয়া গেল চাহিতে চাহিতে।[৩১]
জায়ফল লবঙ্গ প্রসঙ্গ আর নাঞি

কিছু কিছু আনিযাছি আমি বুঝি তেঞি।
তবে থাকে টাকা দেড ভাঙ্গাইতে চাই
আগুন লাগিল কড়ি কম বড পাই।
আতিবিতি লইলাম বেসাতি ফুবায[৩২]
চাহিতে চাহিতে যেন চবকি ঘুবায।
ঘৃতেব দোকানে দেখি এত কেন চোক
ঠেলাঠেলি গণ্ডগোল গাযে গাযে লোক।
কিনিতে চিকন[৩৩] চিনি কত হুড়াহুড়ি
প্রলয পড়িল পোযা সাড়ে সাত বুড়ি।
বিবাহ অনেক ঠাঞি কর্ণবেধ কাবো
দ্রব্যেব দব [তাই] বাড়িযাছে আবো।
পশিতে নাবিলাম গুযা পবশেব বাড়া[৩৪]
পণেকে দুই পোন পান সেহ নহে ঝাড়া [৩৫]
যেন তেন ছাচেব আছযে একগুণ
সবেমাত্র বাজাবে সুলভ আছে চুণ।
লিখিযা খুচবা দ্রব্য বুঝ কতগুলা
আমাব খবচ এই ছয বুড়িব তুলা
গণ্ডা দশ বাবো কড়ি পড়িযাছে ভুল
বিকালে সকল দিব বিকাইলে ফুল।

কৃষ্ণবাম দাসেব বৈষ্ণব-পদাবলী বেশ জানা ছিল। দুই একটি পদে তিনি ব্রজবুলিব ব্যবহাব কবিযাছেন। যেমন. বন্দনায একটি পদেব ভনিতা অংশ

কিসনবাম কহ সুবাণী
দেহি শবণ হবকী বানী
হাম যেমন পতিত এমন
নাহি জনেক ভুবনে॥

কৃষ্ণবামেব দ্বিতীয বচনা 'ষষ্ঠীমঙ্গল'।[৩৬] বচনাকাল ১৬০১ শকাব্দ (১৬৭৯-৮০ অব্দ)।

কবি কৃষ্ণবাম বলে ষষ্ঠীব মঙ্গল
মহী শূন্য ঋতু চন্দ্র শক সংবৎসব।

বচনাটি সম্পূর্ণরূপে পাওযা যায নাই। প্রাপ্ত অংশ অত্যন্ত ছোট, দশটি মাত্র পদ। এই রূপকথা-মূলক ব্রতকথাটিব খণ্ডিত কাহিনী সংক্ষেপে বলিতেছি।

ষষ্ঠী দেবীব সহচবী লীলাবতী নানা দেশে ঘুবিযা দেবীব পূজাপ্রতিষ্ঠা কবিতে কবিতে অবশেষে সপ্তগ্রামে আসিযা পৌঁছিল।

বাড গৌড দিল্লী মল কলিঙ্গ কপাল
গযা পইবাগ কাশী নিষাদ নেপাল।
একে একে ভ্রমণ কবিল দেশে দেশে।
দেখিল দেবীব পূজা অশেষ বিশেষে।
সপ্তগ্রাম ধবণীতে নাহি তাব তুল
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীবথীব কূল।

নিরবধি যজ্ঞ দান পুণ্যবান লোক
অকালমরণ নাহি নাহি দুঃখ শোক।

সহচরী নীলাকে লইয়া বুড়ি বামনীর রূপ ধরিয়া দেবী সপ্তগ্রামের রাজা শত্রুজিতের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রানী সোনার পিঁড়ায় বসিয়া মাছপোড়া দিয়া ভাত খাইতেছে।

কাঁকেতে চুপাড়ি তাহে তুলসীর পাত
গঙ্গামৃত্তিকা খানিক ফুল কত জাত।
হাতে সিগে[৭৭] বেত নড়ি বুড়ি মায়াধর
ধীরে ধীরে উত্তরিল রানীর গোচর।
যাইতে আটক তায় না করে দরানি[৭৮]
সখী দিল বসিতে আসন একখানি।
কৌতুকে ভোজন করে রাজার মহিষী
মাছ পোড়াএ খায় কনকাসনে বসি।

রানী পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে দেবী বলিলেন বর্ধমানে আমার বাড়ি, সেখানে আমার সাত ছেলে এক মেয়ে আছে, আমি গঙ্গাস্নানে আসিয়াছি, আজ তোমার এখানে ষষ্ঠীপূজা করিব। রানীর প্রশ্নের উত্তরে দেবী ষষ্ঠীপূজার ইতিহাস-কাহিনী বলিলেন।— সায় বেনের পত্নী ষষ্ঠীর কৃপায় সাত ছেলের মা হইয়াছিল। তাহার ছোট বউ গর্ভবতী অবস্থায় একদিন ষষ্ঠীপূজার নৈবেদ্য খাইয়া মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিল কালো বিড়ালে খাইয়া গিয়াছে। ইহার পর ছোট বউয়ের যতগুলি সন্তান হয় সবই আঁতুড় ঘর হইতে কালো বিড়াল কর্তৃক অপহৃত হইতে থাকে। সপ্তমবারে বউ বনে গিয়া প্রসব করিল সেখানেও কালো বিড়ালকে ছেলে লইয়া যাইতে দেখিয়া তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল কিন্তু ধরিতে পারিল না। তখন সে পথে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। এতক্ষণে দেবীর দয়া হইল তিনি দেখা দিয়া তাহার সাত পুত্র ফিরাইয়া দিলেন ছোট বউ ভক্তিভরে ষষ্ঠীপূজা করিল। এই কাহিনী শুনিয়া রানী সহচরীগণের সহিত সাড়ম্বরে ষষ্ঠীপূজা করিল।

'রায়মঙ্গল'[৭৯] কৃষ্ণরাম দাসের তৃতীয় রচনা আকারে কালিকামঙ্গলের দুই তৃতীয়াংশ। রচনাকাল ১৬০৮ শকাব্দ (১৬৮৬ ৮০ অব্দ)।

কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল
বসু শূন্য ঋতু চন্দ্র শকের বৎসর।

এই "রায়ের মঙ্গল"এ শুধু দক্ষিণের ক্ষেত্রপাল দক্ষিণরায়ের নয় পীর বড় খাঁ গাজীর[৮০] এবং দক্ষিণের সহযোগী ক্ষেত্রপাল কালুরায়ের দক্ষিণের পীর মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। নিম্নবঙ্গের আরণ্য অঞ্চলে ব্যাঘ্রভীতির উল্লেখ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলে যেভাবে আছে তাহাতে দক্ষিণরায়ের দেবত্বপ্রাপ্তির পূর্ব অবস্থার একটু ইঙ্গিত পাই। কালকেতু ধন পাইয়া জঙ্গল কাটিয়া বসতি ও রাজ্য স্থাপন করিবে। জঙ্গল কাটিবার জন্য সে বহিরাগত মজুর ("বেকনিয়া") নিযুক্ত করিল। তাহারা উত্তর ও দক্ষিণ দেশ হইতে আসিয়াছে। বন কাটিতে গেলে বনের বাঘ তাহাদের তাড়া করিল। তাহারা ভয়ে পলাইয়া আসিল। তখন কালকেতু নিজেই বাঘ মারিতে গিয়াছিল। সে বাঘ সে সহজে মারিতে পারে নাই। মুকুন্দের বর্ণনা হইতে বোঝা যায় যে তখনও দক্ষিণের ক্ষেত্রপাল ব্যাঘ্রদেবতার স্বীকৃতি হয় নাই।

কৃষ্ণবামেব কাব্য ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণবাযেব সম্বন্ধে প্রথম পাঁচালী নয, কেন না দক্ষিণবাযেব মুখ দিযা কৃষ্ণরাম নিজেই বলিযাছেন যে তাঁহাব পূর্বে মাধব-আচার্য এই বিষযে গান রচনা কবিযাছিলেন।

পূর্বে কবিল গীত মাধব-আচার্য।

কুম্ভীবদেবতাকে ক্ষেত্রপাল অথবা পীব বানানো বাঙ্গালাদেশেবই বিশেষত্ব নয, সিন্ধুদেশেও দেখা যায। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুব লিখিযাছিলেন,

কবাচীব তিন ক্রোশ উত্তবে মগব (কুম্ভীব) পীব নামক এক উপত্যকা আছে তাহা দর্শনীয়। ঐ স্থানে কুঞ্জবনপবিবৃত একটি মন্দিব ও মন্দিবেব কাছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমন্বিত এক উষ্ণ জলাশয, তাহাতে কুম্ভকর্ণনিদ্রায মগ্ন বড বড কুম্ভীব ইতস্ততঃ পডিযা আছে। মগব পীব এখানকাব তীর্থেব মধ্যে গণ্য। কাহাবো কোন বাসনা পূর্ণ কবিতে হইলে সে মগব পীবে ছাগাদি উপহাব দিযা কুম্ভীববাজাব পবিতোষ সাধন কবে।[৪১]

বাঙ্গালাব প্রাচীন পীবস্থানেব সংলগ্ন দীর্ঘিকায পূর্বে পোষা কুমীব থাকিত, এবং লোকে মানসিক কবিযা হাঁস-মুবগী উপহাব দিত।[৪২]

দক্ষিণবাযেব বন্দনা কবিযা গ্রন্থাবম্ভ। এই বন্দনায দেবতাব রূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণিত।

কব-জোডে মহাকায বন্দিলাম দক্ষিণবায
ঠাকুবেব চবণকমল
সঙ্গে নীলাবতী[৪৩] বানী পঞ্চপাত্র সাথে আনি
উব ঘবে ভকতবৎসল।
তোমা বিনা প্রভু কেই যাবে যাহা কব এই
আমল আঠাবো ভাটীব[৪৪]
বহে হীবাবাম ঘোডা পবিধান দিব্য জোডা
উডনি ঘুবনি[৪৫] পবিপাটী।
বেসড[৪৬] যে তাড-বালা কনকেব কণ্ঠমালা
কুণ্ডল উজ্জ্বল দুই কানে
ত্রীবদণ্ড অচিবাৎ কঠিন কামান হাত
তবকচ পবিপূর্ণ বাণে।
পাবসব পিঠে ঢাল কবে কব তলযাব
কাটাবি কোমবে কবা ছুবি
শোভে যাব কৃপি ভাগে মণি চুনি ভাগে ভাগে
মনোহব মুকুতাব ঝুবি।
সোনাব ববণ তনু অশ্বিনীনাগব জনু
নিসাদনি[৪৭] অশনি বিজগ
বিশাল লোচন জোব শ্রবণ অবধি ওব
চাহনি চমকে রিপুচয
নল নাল[৪৮] মধু আব সর্ব তুযা অধিকাব
মউল্যা[৪৯] মলঙ্গী[৫০]কবে সেবা
যত দ্রব্য চলে নায বাইচ ভাউলে[৫১] যায
বায বিনা বব দেয কেবা।

পূজা করে একমনে কাষ্ঠ কাটে গিয়া বনে
বাগুল্যা বগুল্যা কত ঠাঞি
পাইলে নাহিক খায় বাঘেরা বিমুখ যায়
তোমার কৃপায় ভয় নাঞি।
ডিঙ্গা জঙ্গ[৮] গঠে আর নৌকা কত পরকার
যথায় তথায় কারখানা
ঐ পদ পূজিলে হয় নহিলে কিছুই নয়
অনুভব কত ঠাঞি জানা।
মউজে বা নাই মানে ভালমতে সে যে জানে
কমভোগ সকলের গোড়া
কুম্ভীরেতে ধরে গাঙ্গে কভু কোপে ঘাড় ভাঙ্গে
কষিয়া হাঁকিয়া দেও ঘোড়া
বড় খাঁ গাজির সাথে মহাযুদ্ধ খনিয়াতে
দোস্তানি[৫৯] হইল তারপর
কালুরায় বন্ধু বটে সেযার ঘাড়ার পাঠে
এক মনে পূজে কত নর
বণে বনে রাজস্থানে সদত আনন্দ মনে
তোমার সেবকে দুঃখে কিবা
বলে কবি কৃষ্ণরাম নায়কের পূর্ণ কাম
গায়নে বায়নে বর দিবা॥

তাহার পর রায়মঙ্গল-রচনার ইতিহাস।

একদা ভাদ্রমাসে সোমবার কৃষ্ণরাম খাসপুর পরগনার অন্তর্গত বড়িষ্যা গ্রামে গিয়াছিলেন। সেখানে এস গোয়ালার গোলাঘরে (বা গোয়ালঘরে) তাঁহাকে রাত কাটাইতে হইয়াছিল। শেষ রাত্রিতে কৃষ্ণরাম স্বপ্ন দেখিলেন কোন এক মহিমাময় ব্যক্তি বাঘের পিঠে চড়া, হাতে ধনুর্বাণ, আবির্ভূত হইয়া নিজের পরিচয় দিতেছেন—আমি দক্ষিণের রায় (অর্থাৎ দক্ষিণ অঞ্চলের অধিকারী) তুমি আমার মাহাত্ম্য প্রচার কর। তোমার কবিত্ব অগ্রাহ্য করিতে কেহই সাহসী হইবে না।

পাঁচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার
আসরে ভাটির মাঝে হইব প্রচার।
পূর্বে করিল গীত মাধব আচায়
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কায়।
মশান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা
চাষা-ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা
মোর গীত না জানিয়া যতেক গায়ন
অন্য গীত ফিরাইয়া গায়ে জাগরণ
ফাকুটি-নাকুটি[৬০] আর করে রঙ্গি-ভঙ্গি
পরম কৌতুকে শুনে মউল্যা মলঙ্গি।
তোমার কবিতা যার মনে নাই লাগে
সবংশে তাহারে তবে সংহারিবা বাঘে।

কৃষ্ণরাম স্বপ্নের ঘোরে বলিলেন,—আমি ছেলে-মানুষ, তোমার গানের কি জানি।

তোমার চরিত্র আমি নাহি জানি কিছু
কেমনে করিব গীত আমি অতি শিশু।

তখন রায় নিজের কাহিনী মোটামুটি কৃষ্ণরামকে বলিয়া দিলেন (যেমন কালিকামঙ্গলের বেলায় দেবী করিয়াছিলেন)।

তুমি যে করিবা গীত শুন তাহা বলি।
মুনি-মুখে শুনিয়া ভূপতি প্রভাকর
সদাশিব সেবিয়া পাইল পুত্রবর।
আপুনি হইনু গিয়া তাহার নন্দন
বসাইল নব রাজ্য কাটিয়া কানন।
বিবাহ করিনু রমকেতুর কুমারী
দম্পতি কৈলাসে গেনু যোগে তনু ছাড়ি।
হরবর দক্ষিণের ঈশ্বর হইয়া
প্রথমে লইল পূজা পাটনে ছলিয়া।
কালুরায় পাঠাইল হিজলী শহরে
না মানে আমার তরে নরসিংহ নরে
মারিয়া তাহার পুত্র দিনু জীয়াইয়া
যতনে পূজিল বহু বলিদান দিয়া
বড়দেহ দেবদত্ত নাম সদাগর
বহুদিন বন্দী ছিল তুরঙ্গ শহর
পুষ্পদত্ত তার পুত্র আমার রচনে
সাত ডিঙ্গা লইয়া গেল পিতা অন্বেষণে
পথেতে ছলনা দেখি রাজারে কহিল
না জানিয়া নরপতি কাটিতে লইল।
মরণ স্মরণ কৈল সাধুর নন্দন
সন্ধ্যে হৈলে গিয়া করিনু রক্ষণ।
বাঘ লইয়া আপনি সমরে দিনু হানা
বধিনু সবংশে রাজা আর যত সেনা।
রাজা-রানী আসিয়া অনেক কৈল স্তব
জীয়াইনু দিনু আমি কৃপা অনুভব।
রত্নাবতী তনয়া সাধুরে বিভা দিল
পিতাপুত্র দুইজনে দেশেরে আইল
করিয়া আমার পূজা আমার মন্দির
যতনে পূজিল পুষ্পদত্ত মহাবীর
এমনি প্রকারে কর আমার মঙ্গল
এতেক বলিয়া রায় গেল নিজ স্থল।

কালিকামঙ্গলের মতো রায়মঙ্গলের পুথিতেও কৃষ্ণরামের পূর্ণ রচনাটি রক্ষিত হয় নাই। কৃষ্ণরামের কাব্যের যে পুথি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভূপতি প্রভাকরের প্রসঙ্গ, পাটনে

পূজাগ্রহণ এবং হিজলীর নরসিংহের কাহিনী নাই। শুধু দেবদত্ত-পুষ্পদত্তের কাহিনী আছে আর তাহার মধ্যে দক্ষিণরায় ও বড়-খাঁ গাজীর বিরোধ ও সন্ধির কথাই বেশি।

গঙ্গানদী পলি ফেলিয়া বাঙ্গালার দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব দিক ক্রমাগত বাড়াইয়া চলিয়াছে। নদীমুখে চর উঠিলে তাহা ক্রমশ সুঁদরি গাছের জঙ্গলে পরিণত আর বাঘ ও কুমীরের বাসস্থান হয়। ইহাই সুন্দরবন। তাহার পর লোকে জঙ্গল কাটিয়া প্রথমে আবাদ করে, তাহার পর গ্রাম বসতি হয়, এবং সুন্দরবন সরিয়া যাইতে থাকে। এই সব অঞ্চলে স্বভাবতই ডাঙ্গায় বাঘের ও জলে কুমীরের ভয়। সেই কারণে চব্বিশ পরগনা, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ অংশে, খুলনায়, যশোহরে, নোয়াখালিতে এবং সুন্দরবন হইতে হাসিল অন্যান্য অঞ্চলে[৫৮] বাঘ-ও কুমীর দেবতার পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল এবং এখনও একটির আছে। দেবতা দুই প্রকার, ভক্তির দেবতা ও ভয়ের দেবতা। বাঙ্গালায় ভয়ের দেবতা অনেকগুলিই আছেন। তাহার মধ্যে দুষ্টজীববাহন প্রধানত দুইজন, মনসা ও দক্ষিণরায়। এই সঙ্গে কালুরায়েরও নাম করা যায়। নদীমাতৃক বাঙ্গালাদেশে সাপের ভয় সর্বাধিক, তাহার পর বাঘের, কিঞ্চিৎ কুমীরের।

চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ অংশে অনেক গ্রামেই দক্ষিণরায়ের স্থান আছে।

> সাধারণতঃ বনাঞ্চলের মউলী মলঙ্গী বেদে বাগদী কাঠুরিয়া শিকারী বুনো নৌজীবী প্রভৃতি লোকেই ইঁহার পূজা করে। ইহার পূজাবিধি বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ঐ অঞ্চলের মুসলমানেরাও ইহাকে পীর গাজীর ন্যায় ভক্তি করে পূজা দেয়। সভ্য গ্রামের মধ্যেও দক্ষিণরায় দেবতার কোথাও কোথাও মন্দির আছে কিন্তু সাধারণতঃ বৃহৎ প্রাচীন বট, অশ্বত্থ, বিল্ব নিম্বাদি বৃক্ষতলেই ইহার আশ্রম। কোথাও মাটির ঢিবি কোথাও সিন্দুরমাখানো পাথর খণ্ড কোথাও বা দেবতার কাল্পনিক মুখমাত্র প্রতিমারূপে স্থাপিত। সুন্দরবনের প্রত্যেক নদী ও খালের তীরবর্তী প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন বৃক্ষতলেই এই দেবতার পূজা হয়। অনেকস্থলে বৃক্ষের শাখার উপরও দেবতার মুখমাত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। দক্ষিণরায় দেবতা মনুষ্যাকার বলিষ্ঠদেহ মহিষাসনের ন্যায় দন্তখানি মাবা, সিপাহীবেশা, ব্যাঘ্রবাহন পৌষ সংক্রান্তির দিন ইহার বিশেষ পূজা হয়। নতুবা প্রয়োজনমত মানসিকমত যখন ইচ্ছা পূজা হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে দক্ষিণরায় একাকী পূজিত হন না। কালুরায় নামে কৃষ্ণবর্ণলোহা আর এক বীর দেবতার মূর্তি (মুখমাত্র) পূজিত হয়।[৫৯]

বাষমঙ্গলের পুথিতে কাহিনীর আরম্ভ অত্যন্ত আকস্মিক। ইহার কারণ পুথির অসম্পূর্ণতা।

> ডিঙ্গা পাঠাইল সাধু কিনিয়া যাইতে
> আদেশ করিয়া কাষ্ঠ কাটিয়া আনিতে
> চলিল শিবোপা গাইয়া বাউলা বরাই
> লইয়া প্রধান পুত্র আর ছয় ভাই

আসল কাহিনীর উপক্রম এই রকম —বড়দহের সদাগর দেবদত্ত সুদূর তুরঙ্গ শহরে বাণিজ্যযাত্রা করিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর ধনপতি যেমন কমলে-কামিনী দর্শন করিয়াছিল দেবদত্তও তেমনি রাজদহে আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়াছিল:— সাগর মধ্যে সুন্দরবনের

প্রতিচ্ছবি।

সাগরের মাঝে পড়িল চর
কত মনোহর সোনার ঘর।
সিংহাসন মাঝে বসিলা নারায়ণ
সমুখে সকল কিঙ্করগণ।
বামে নীলাবতী[১] মূর্ত্তি জায়া
সকলি জানিবে দেবের মায়া।
ডাহিনে সুগ্রীব অম্বিকা পায়
সমীরণ করে বায়ের গায়।

তুবঙ্গ শহরে পৌঁছিয়া দেবদত্ত এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের কথা সুবথ রাজাকে বলিল, কিন্তু দেখাইয়া প্রত্যয় জন্মাইতে না পারায় কারারুদ্ধ হইয়া রহিল। বহুদিন কাটিয়া গেলে দেবদত্তের পুত্র পুষ্পদত্ত পিতার খোঁজে তুবঙ্গ শহরে যাইতে প্রস্তুত হইয়া নৌকা গড়িবার জন্য রতাই বাউল্যাকে কাঠ কাটিয়া আনিতে আদেশ দিল। রতাই প্রভৃতি বাউল্যারা বিস্তর কাঠ কাটিতে লাগিল। সেই বনে দক্ষিণরায়ের অধ্যুষিত একটি বড় গাছ ছিল। সেই গাছ কাটায় অনুচরেরা দক্ষিণরায়ের কাছে আসিয়া নালিশ করিল। রায় এই ছয় বাঘকে প্রেরণ করিলেন,

মামুদ কুমুদা রুদা বাঘ টঙ্গভাঙ্গা
বজ্রদন্ত খান দাউদা চক্ষু যার বাঙ্গা।

বাঘেরা রতাইয়ের ছয় ভাইকে মারিয়া ফেলিল। ভ্রাতৃশোকে রতাই আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে দক্ষিণরায় দৈববাণী দিলেন।

আমি দক্ষিণের রায় সবলোকে গুণ গায়
আমারে চাটীতে পূজে সাত
পুত্র দিয়া বলিদান পূজ আমা সাবধান
ছয় ভাই জিয়াইব তবে।

দৈববাণী শুনিয়া রতাই সেই স্থানেই দেবতার পূজা করিয়া পুত্রকে বলিদান দিল। তখন দক্ষিণরায় আবির্ভূত হইয়া রতাইয়ের পুত্র ও ছয় ভাইকে বাঁচাইয়া দিলেন।

রতাই ও তাহার পুত্র এবং ভাইয়েরা কাঠ লইয়া দেশে আসিল। কাঠ পাইয়া সদাগরপুত্র নূতন নৌকা গড়াইবার জন্য কারিগর আহ্বান করিয়া ঘোষণা দিল (চেঙ্গড়া ফিরাইল)। বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমান সে আহ্বানে সাড়া দিল এবং আসিয়া অবিলম্বে নৌকা গড়িতে লাগিয়া গেল। যে কাজ সাত শত কারিগর দুই তিন মাসের কমে সারিতে পারে না সে কাজ দুই জনে আধ ঝুরিতেই চুকাইয়া ফেলিল।

হনুমান মহাবীরে কাষ্ঠ কত নখে চিরে
কিবা তার কিসের করাতে
বিশ্বকর্ম্মা পাটে পাটে লোহার পেরেক আঁটে
সাত ডিঙ্গা হৈল দণ্ড সাতে।
তিলেকে সকল হয় গঠিলে কামানচয়
কতগাছ লোহার শিকলে

তবে বীর হনুমান লইয়া তরী সাতখান
জলে রাখে বড় কুতূহলে ॥

নৌকা দেখিয়া খুশি হইয়া পুষ্পদত্ত পিতার অন্বেষণে বিদেশ গমনের অনুমতি আনিতে রাজার কাছে গেল।

শিশু অতি মনোহর দয়াল নৃপতিবর
বসাইয়া আপনার পাশে
রূপ জিনি রতিনাথ দেহে বুলাইল হাত
আগমন কি হেতু জিজ্ঞাসে।
শুনি বলে মহীপাল তুমি অতি ছাওয়াল
কেমনে এমন কথা কও
মনে না ভাবিহ তাপ আসিবেক তোমার বাপ
স্থির হৈয়া নিজ ঘরে রহ।

পুষ্পদত্তের প্রার্থনায় রাজা সম্মতি দিলেন না।

পুষ্পদত্ত বলিল, আমাকে যাইতে না দিলে আমি বিষ খাইয়া মরিব। রাজা তখন মত দিয়া দৈবজ্ঞ ডাকাইয়া দিন স্থির করিয়া দিলেন।

পুষ্পদত্ত যথাসময়ে যাত্রা করিল। কতকদূর গিয়া বারাসত পার হইয়া তাহার সাত ডিঙ্গা খলিসায় পৌঁছিল। সেখানে দক্ষিণরায়ের ঘর (অর্থাৎ পূজাস্থান) এবং তাহার অল্প দূরে গাজী পীরের মোকাম।

তার কত দূরে দেখে পীরের মোকাম
ফিরিয়া ফকির করে হাজৎ সেলাম।
হালআল মোরগ জবাই করে খসি
মনোহর কুসুম মনোহা রাশি রাশি
শিরনি অনেক দিলা সদাগর ভূপ
কর্ণধারে জিজ্ঞাসিল এহি কোনরূপ।
মুরত বানান নাহি মৃত্তিকার ঢিবি
পূজা করে ফকিরের কেমন দেবাদেবী
বাঘের উপরে নাহি দক্ষিণের রায়
একখান মুণ্ড মাত্র বাবা কাল তায়।

কর্ণধার বলিল, দক্ষিণরায়ের সঙ্গে বড়খাঁ গাজীর প্রথমে দোস্তানি ছিল। পরে অধিকার লইয়া বিরোধ বাধে। গাজী বাঘের মুণ্ড কাটিয়া ফেলে রায়ও গাজীর বুকে শেল হানে। কিন্তু দুইজনের কেহই মরে না। তাহার পর পরমেশ্বর আসিয়া বিরোধ মিটাইয়া দেন।

কাটামুণ্ড বাবা পূজা [illegible] করে
কোনখানে দিব্য মূর্তি বাঘের উপরে
বড় খাঁ গাজীর নামে যেখানে মোকাম
সেইখানে অধিষ্ঠান মৃত্তিকার ধাম।
ধনপতি সদাগর যাইতে পাটনে
এই ঘাটে চাপাইল বিধির ঘটনে।
দক্ষিণরায়ের বাবা দেখিলেক কুলে

হরিবরপুত্র জানি পূজে গন্ধে ফুলে।
বড়-খাঁ গাজীর পূজা না করিয়া যায়
অনেক ফকির গিয়া ঘিরিলেক তায়।
কুপিল কুবুদ্ধি পাইল সদাগরসুত
ঢেকা দিয়া করিল তাহার ঘরে দূর।
কাঁদিয়া পড়িল গিয়া ফকিরেরা সভে
মুল্লুকের খবর না লও বাবা এবে।
পূজিয়া দক্ষিণরায় যায় সাধু বেটা
তোমাকে নাহিক মানে দুঃখ বড় এটা।
বাঙ্গালী গোঁয়ার ভয় নাহিক তিলেক
মারিয়া আমার ঘর খেদায়ে দিলেক।
দক্ষিণরায়ের বাঘে মুড়ি লয় কাড়া
শুনিয়া তোমার নামে সভে দেয় তাড়া।
মহুল্যা মলঙ্গী আর বাউল্যার ঠাঁই
দোহাই দক্ষিণরায় বিনে আর নাই।

সকলে রায়কে মানিতেছে, তাঁহাকে মানিতেছে না এবং তাঁহার বাঘদলের উপর রায়ের বাঘদল হামলা করিতেছে. এই নালিশ শুনিয়া গাজী গোঁসায় আগুন হইয়া জোবালো (অর্থাৎ অশ্লীল) হিন্দী বাত ছুটাইতে লাগিলেন।

ভাগ গিয়া এবে কিয়া কর আর
হোগা হারামজাদ খানে খারার।
শোস্তে হো দক্ষিণরায় এস' দাগাবাজী
বাঁধকে লে আনেছে তবে হাম গাজী।
আদিমীকু উপর কুক্তায় হরবোজ গাটা
খাড়ায় মলুক লৌটে বড়ি বড় পাট্টা
কহো তাকে উনকি মোকাম শিতার করোকে ধোঁড়
উনকি মুরাত তোম সব ইতি বেড়ি তোড়।
একোত ফকির কাঢ় আর এই বোল
দড়বড় আসিয়া ভেজায় গণ্ডগোল।

গাজীর কাঢ় আদেশে কালানল বাঘ ও ফকিরেরা গিয়া রায়ের মূর্তি ও ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিল, পুরোহিত ব্রাহ্মণকে ধরিয়া নাস্তানাবুদ করিল। সে পলাইয়া বাঁচিল।

খাঁড়ির বাউতে রায় লইয়া পরিবার,
বটে বেনে আসিয়া কহিল সমাচার।

বেনের মুখে এই ঘটনা শুনিয়া রায় গাজীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ও বাঘদের জমায়েৎ হইতে হুকুম দিলেন। মন্ত্রী রায়কে বলিল, গাজী আপনার বন্ধু, হঠাৎ লোকের কথায় তাহার সহিত যুদ্ধ করা উচিত নয়, আগে বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া সঠিক সংবাদ নেওয়া আবশ্যক। এ পরামর্শ রায়ের মনে ধরিল। দানা লোহাজঙ্গ দূত হইয়া গাজীর হুজুরে গেল। গিয়া সে দেখিল

গাবিদা হেলান গা মউরপুচ্ছের বা[illegible]

খাবাসে তুলিয়া দেয় পান
মাথায় চিকন কালা চুল হাথে ছিলিমিলি মালা
গাজী পড়ে বসিয়া কোরান

অবকাশ বুঝিয়া বাঘের দূত গাজীকে এই কথা নিবেদন করিল — বাঘ

দোস্ত তোমার জানি তবে তার ঘরখানি
ভাঙিয়া ভাসাও কেন জলে।
কেহ টুটা নয় বটে কি কাজ মিছা হটে
পিরীত উচিত এই ভালে

লোহাজঙ্গের কথা শুনিয়া

কোপে কহেন গাজী কাঁহাকা আম্বক পাজি
জঙ্গুলি হয়েগা মহাদাপ
হরবোজ চালুকেলা সাতে পাঁচ খায় ডালা
গোসাঞী আপকি কহে রূপ

লোহাজঙ্গ শাসাইয়া চলিয়া গেলে পর গাজী ভাবনায় পড়িলেন। তিনি বাঘদের হাজির হইতে তলব করিলেন। নানাস্থান হইতে নানাজাতি বাঘ আসিয়া হাজির হইল এবং গাজীর কাছে নিজের নিজের সামর্থ্যের বড়াই করিতে লাগিল। দক্ষিণরায়ও আপন বাঘদের তলব করিলেন। তাহারাও জড় হইয়া নিজের নিজের গুণকীর্তন করিতে লাগিল। এই দুইদল বাঘের বর্ণনায় সেকালের লৌকিক ব্যাঘ্রতত্ত্বের কিছু সন্ধান পাই। কৃষ্ণরাম এই অংশের পদগুলিকে 'সরস কবিতা' বলিয়াছেন।

দুইদলে যুদ্ধ বাধিল কিন্তু জয় পরাজয় নির্ণীত হইল না। তাহার পর দুই দলপতির মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিল। কোন পক্ষই মরিয়া মরে না। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে পৃথিবী রসাতলে যায় দেখিয়া পরমেশ্বর অর্ধশ্রীকৃষ্ণ অর্ধপয়গম্বর বেশে আবির্ভূত হইয়া বাঘ ও গাজীকে ঠাণ্ডা করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে সৌহার্দ পুনঃসংস্থাপিত করিয়া দিলেন। পরমেশ্বরের যুক্তশ্রীকৃষ্ণপয়গম্বর মূর্তির বর্ণনা,

অর্ধেক মাথায় কালা চুল একভাগ চূড়া টালা
বনমালা ছিলিমিলি তাতে
ধবল অর্ধেক কায় অর্ধ নীলমেঘ প্রায়
কোরান পুরান দুই হাতে

মিটমাটের শর্ত হইল,

বড় খাঁর মহাকায় গোরে কেলেঙ্গা তায়
হইবে লোকের কর্ম ফতে
যেখানে পীরের নাম বাবার মোকাম থান
যত ফয়তাল নাম হবে।
মায়ামৃগু এইরূপ দক্ষিণ দেশের ভূপ
পূজা করিবেক যত জন
এখানে দক্ষিণরায় সব ভাটী অধিকার
হিজলীতে কালুরায় থানা

সর্বত্র সাহেব পীর সবে নোযাইবে শির
কেহ তাহে না করিবে মানা।

কাহিনী শুনিয়া পূজা দিয়া পুষ্পদত্ত সেখান হইতে ডিঙ্গা ছাড়িলেন, তাহার পব ছত্রভোগে পঁহুছিয়া ত্রিপুরা ভবানীর পূজা দিলেন। মগবা অতিক্রম কবিযা পুষ্পদত্ত গঙ্গাসাগবে উপনীত হইলেন[৬৯], তাহার পরে উড়িষ্যাব কূলে পৌঁছিয়া কর্ণধারেব কাছে জগন্নাথেব মাহাত্ম্য শুনিলেন। তৎপরে রামেশ্বরে পঁহুছিয়া প্রসঙ্গত রামায়ণও শোনা হইল।[৭০] তাহাব পর পুষ্পদত্ত সমুদ্রের মধ্যে রায়ের আশ্চর্য মহিমা প্রত্যক্ষ করিলেন। অবশেষে তিনি তুবঙ্গ-শহবে উপস্থিত হইলেন। তুরঙ্গ-শহরের বর্ণনা,

চৌহবা বাজাব দেখে অনেক দোকান
পুরুষ-বমণী কাম-বতিব সমান।
যোগসিদ্ধ যোগিগণ আছে যোগাসনে
বিভূতিভূষণ বিনে অন্য নাহি জানে।
বালকে ফাবসী পড়ে আখন হুজুবে
সোনাব কলম কানে দোযাতি সম্মুখে
কিতাবৎ নিপুণ কায়স্থগণ লেখে।

ইহাব পব কাহিনীব পবিণতি চণ্ডীমঙ্গলের মতোই।

বড়-খাঁ গাজীকে লইয়া অনেকগুলি ছড়া লেখা হইয়াছিল। রাযেব কবিতাব দিগবন্দনায অনেকেই মান্দাবনের ইস্‌মাইল গাজী বড়-খাঁ পীরের উদ্দেশে নতি জানাইযাছেন। মুসলমান কবিদেব হাতে দক্ষিণবায়-কালুরায়-বড়-খাঁ গাজীর কাহিনী নূতনতব পবিণতি লাভ করিয়াছে। তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোচনায দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণরামেব শীতলামঙ্গল[৭১] বায়মঙ্গলের পবে, সম্ভবত ইহাব পরিশিষ্ট রূপে, পবিকল্পিত হইযাছিল। কেন না ভনিতাব এক স্থানে পাই

বাযেব মঙ্গল কবি কৃষ্ণবামে গায
কেবা কি কবিতে পাবে শীতলা সহায।

আবম্ভ এইরূপ,

নমোহ শীতলা আঁখলে মঙ্গলা
চবণ কমল যুগ
কহিলে স্বপনে সেই সত্য মনে
আব কিছু নাহি জানি
সত্য এই ভাষা বিপদে ভরসা
তোমাব পদ দুখানি।
লইএ বসন্ত বায গুণমন্ত
ঘটে কব শুভদৃষ্টি
কৃষ্ণরাম কয করিএ বিনয
নাএকেরে কর দিষ্টি।

শীতলামঙ্গল আকারে ষষ্ঠীমঙ্গলের দ্বিগুণেরও বেশি। কাহিনী অনেকটা ষষ্ঠীমঙ্গলেব মতো। শীতলার পুত্র (অথবা প্রধান অনুচর) বসন্তরায় মাতাব পূজা পর্যবেক্ষণ কবিতে

ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়াছেন। অবশেষে তিনি বৈষ্ণব ব্যাপারী সাজিয়া সপ্তগ্রামে হাজির হইলেন কায়স্থ মদনদাসের কাছে। মদনদাস মুড়াঘাটের জগাতি (অর্থাৎ শুল্ক-সংগ্রহকারী)।

অনেক পিয়াদা সাথে বজপুত দুই ভিতে
কাগজ কলম তার হাতে।
তাহারে ছলিতে রায় আদেশিল মহাশয়
ডাকিল যতেক ব্যাধিগণে[১]
তখন বসন্তরায় কলাই আকার হয়
কত ছালা না যায় গণনে।
বলদেতে দিএ ছালা গালেতে দিএ মালা
পঞ্চ পাত্র চালাইএ যায়
হাতে লএ পাকা দড়ি ছো ছো মারে বাড়ি
চল বাচা বলিএ চালায়।
হবরব যুবরাজে চলিল সভার মাঝে
বেপারির হইএ প্রধান
মাঝায় গমন হাটে জগাতের মুড়াঘাটে
অবিলম্বে গেল গুণধাম।
জগাতেরে নাহি বলি চলে যান কুতূহলী
কুপিল মদনদাস দোষী
আদেশে পেয়াদাগণে বহাইল সেই ক্ষণে
কৃষ্ণরাম রচিল কৌতুকী।

বসন্তরায় পরিচয় দিলেন, "বেপার করিতে গতি নিবাস আমার বর্ধমান"। শুনিয়া মদনরায় ব্যাপারীর সব ছালা লুট করিয়া লইল এবং সেই শস্যাদি খাইয়া ও তেল মাখিয়া ব্যাধিতে পড়িল।

সেই তৈল মাখে স্নান করে যেন
হরিদ্র কামলা তারে ধরে ততক্ষণ।
মিষ্ট পাত্র চিনি ফেনি খায় পেট ভরি
কাঁসোর হইল তার বয়ম উদরী।
শীলায় জুড়িল পেট শশা যে খাইল
ঝুনা নারিকেল খাএ কোরোগু হইল।

অবশেষে মদনরায় ব্যাপারীর পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা মাগিল। বলিল,

নিশ্চয় করিএ বলি শুন হে দয়ালে
ব্রাহ্মণের[২] জগাত না করি কোন কালে।

বসন্তরায় নরম হইয়া নিজের পরিচয় দিলেন।

পরিচয় দিলেন রায় গুণের সাগর
শীতলার পুত্র আমি বসন্ত-ঈশ্বর।
আমার ঘটে পূজা কর না পাইবে দুখ
অনেক তোর বাড়িবেক নানাজাতি সুখ।

এই বলিয়া বসন্তরায় নিজপুরে চলিয়া গেলেন। ভক্ত মদনরায় তখন

মনোহর মন্দির গঙ্গার তীরে দিল
শীতলা-বসন্তরায় তথায় স্থাপিল।

ইহার শেষে কবি ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া পরবর্তী গল্পটি শুরু করিয়াছেন।

মধ্যখানে রঘুনাথ বামেতে জানকী
দক্ষিণে লক্ষ্মণ বীর দুর্জয় ধানুকী।
এই রূপে কৃষ্ণরাম দিবানিশি ভাবে
কাজী লএ গীত শুন অতঃপর সভে॥

একদিন নারদ আসিয়া শীতলাকে বলিল, স্বর্গে ও পাতালে তোমার পূজা চলিতেছে, মর্ত্তে কই? সেখানে "দানোর মানোর পূজা করে বধূজনে"। আরও বলিল,

মুনি বলে নাম একরব[16] কাজী
নারায়ণে নাহি ভাবে পরম দাগাবাজী।
অনেক মোচোলমান আছে[17] তো সেখানে
শিখাও[18] তাহারে যেন ভালোমতে জানে।[19]

শীতলার হুকুমে বসন্তরায় অমনি ব্যাধিগণকে লইয়া চলিল। তাহার পর খণ্ডিত।

কৃষ্ণরামের পঞ্চম রচনা 'কমলামঙ্গল' অর্থাৎ লক্ষ্মীমঙ্গল।[20] আকারে রচনাটি রায়মঙ্গলের চেয়ে ছোট এবং শীতলামঙ্গলের চেয়ে বড়। রচয়িতা কৃষ্ণরাম নিজেকে কায়স্থ বলিয়াছেন। সেই হিসাবে এবং ষষ্ঠীমঙ্গল ইত্যাদির নজীরে রচনাটি নিমতা নিবাসী কৃষ্ণরাম দাসেরই বলিয়া মনে করি।

কাহিনী আসলে একটি রূপকথা। দুই বন্ধু, একজন ব্রাহ্মণকুমার, নাম জনার্দন, আর একজন সদাগরপুত্র নাম বল্লভ। তাহারা বিদেশে ভাগ্যান্বেষণে বাহির হইয়াছে, কাঞ্চীপুর যাইবে। পথে নানা বিপদ ঘটাইয়া লক্ষ্মী তাহাদের পরীক্ষা করিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা এক রাক্ষসীর পুরীতে উপনীত হইল। রাক্ষসী তাহাদের প্রতি অনুকম্পা বোধ করিল। সে পুরীতে তাহার পালিত রাজকন্যা ছাড়া জনমনুষ্য ছিল না। রাক্ষসী সংকল্প করিল যে ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিবে। সে কথা সে রাজকন্যাকে বলিল। রাজকন্যা লজ্জা পাইল এবং সেইসূত্রে ব্রাহ্মণকুমারের প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মিল। অচিরে দুইজন গান্ধর্ব বিবাহ করিল। কিছুদিন পরে রাজকন্যা ও রাক্ষসীর কাছে বিদায় লইয়া দুই বন্ধু আবার পথে বাহির হইল। পথে দেবী কমলা তাহাদের ছলিবার জন্য মায়া পাতিলেন। তাহাদের পথ সমুদ্রতীরে গিয়া শেষ হইয়া গেলে দেবী সমুদ্রমধ্যে পথ করিয়া দিলেন। তাহারা যখন ঘোড়ায় চড়িয়া সমুদ্রমধ্যে জাঙ্গালের উপর দিয়া যাইতেছিল তখন তাহাদের ডাহিন দিকে কমলাদহের মধ্যে এক বিশাল পদ্মবৎ ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে দেবী ধানের সাজ পরিয়া বসিয়া রহিলেন। এই উপলক্ষ্যে কৃষ্ণরাম নারী অলঙ্কারের ও ধানের যে তালিকা দিয়াছেন তাহার মূল্য আছে বলিয়া উদ্ধৃত করিতেছি।

পদাঙ্গে লক্ষ্মীর অঙ্গে আলতা পরিধানে
কিরণ-দেখিতে যেন আলতা সমানে।
তবে ত কনকচুর পরিলেন পাসুলি
নূপুর গরুড়ধান্য সীতাভোগ গুলি।
বাকমল পাতামল কামিনী উজ্জ্বলে

কিঙ্কিণী জামাইনাড়ু আর পদ্মদলে
খইহার ধান্যের মালা পরিল গলায়
দোসুতি শীতলজিরে হরিভোগ তায়।
পারিজাত ধান্যের পরিলা বক্ষহার
উরুর[৭৬] উপরে পরেন শোভা বড় তার
সূর্যভোগ চন্দ্রমণি কোমরে পরিল
নয়ানে অঞ্জন লক্ষ্মী-কাজল করিল।
মুক্তাশালি সীথায় সিন্দুর শোভা পায়
কবরী আঁটিল ধান্য কামিনীজটায়।
লক্ষ্মীভোগ পুণ্যভোগ খোপায় রাখিল
মুক্তাঝুরি পাটখোপ পিঠেতে দুলিল
শঙ্খনাদ নাউফলা পরিলা সাজাই[৮]
আজানে সাজান কেল তাড় দুই বাহু
হইল মধুমরিচ রোসনকোশা তাহে
বাজুবন্ধ নীলাবতী আর খয়েরচুর
অঙ্গুরি তুলসী-বাকই বেড়িল প্রচুর।
সুবাসর শূলপাণি জটা রত্নাবলী
সাজয়ে সুন্দর বড় পরেন কাচলি।
চামর ব্যজন যত সহচরী করে
গায় শুনি নৃত্যগীত মুনি-মন হরে
সমুদ্র সমান নদী মধ্যখানে তার
সকল ধান্যের ক্ষেতে দেখি চমৎকার।
কত পাকে কত ফুলে কত থোড় তার।[৮]

এই রূপবর্ণনায় কৃষ্ণরাম দেবীর স্বপ্নপ্রাপ্তির দোহাই দিয়াছেন।

স্বপনে আসিয়া মোরে কহিলেন কমলা
তেমনি স্বপনে কহিলাম না করিলাম হেলা।

পরের পদে কৃষ্ণরাম ধান্যের সম্পূর্ণ তালিকা দিয়াছেন তাহার পর কাহিনী চণ্ডীমঙ্গলের নকল করিয়া চলিয়াছে। বন্ধুদ্বয় কাঞ্চীপুরে পৌঁছিল। রাজা তাহাদের কাছে কমলাদহের দৃশ্যের কথা শুনিল এবং অবিশ্বাস করিল। সদাগরপুত্র জেদ করিয়া রাজি রাখিল এবং হারিয়া গিয়া যথারীতি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল মৃত্যুকালে দেবী আসিয়া বাঁচাইয়া দিলেন। রাজকন্যার সহিত সদাগরপুত্রের বিবাহ হইল। তাহার পর দেশে ফিরিবার পথে তাহারা রাক্ষসীর পুরীতে আসিয়া রাজকন্যাকে লইয়া রাজার দিকে চলিল। রাক্ষসীর কাছে বিদায় লইবার দৃশ্যটিতে কৃষ্ণরামের সহৃদয়তার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন
উঠিয়া বসিল তবে সখা দুইজন
প্রণাম করিয়া কহে রাক্ষসীর কাছে
ভালমন্দ নাই বলে ভয় কিছু আছে
কন্যারে ডাকিয়া কিছু বলে নিশাচরী

পুষিনু তোমাব তবে অতি যত্ন কবি।
তুমি তো আমাব তবে সদত সেবিলে
জনকজননী হত্যা[৮১] মনে না কবিলে।
ব্রাহ্মণেবে বিভা দিনু যাহ নিজ ঘবে
কবিহ স্বামীব সেবা পবম আদবে।
অপবাধ আমাব সকল কব ক্ষেমা
নিন্দাবাদ না কবিহ ভাগ্যবতী বামা।
বলিতে বলিতে দুটি চক্ষে জল ঝবে
কন্যাব গলায গিযা মমতায ধবে।
অমূল্যবতন তবে জামাতায দিযা
হাতে হাতে কন্যাবে দিলেন সমর্পিযা।

এমনি সহৃদযতাব পবিচয আছে—মৃত্যুপ্রত্যাশী বল্লভ যখন বন্ধুব কাছে বিদায লইতেছে সেই দৃশ্যে।

ছাযা যেন কাছে কাছে ব্রাহ্মণেব পুত্র আছে
বলে সাধু দেখিযা তাহায
কহিযা মধুব বোল বাহু তুলি হবিবোল
এ জন্মেব হইনু বিদায।
ছাড়িয়া সংসাবমাযা বাজকন্যা হেন জাযা
মোব সঙ্গে সদা অনুকূল
বিধাতা লাগিল পাছে লিখন কপালে আছে
আমাবে বহিল বড শেল।

কমলামঙ্গল কৃষ্ণবামেব পাঁচটি বচনাব মধ্যে সব শেষে লেখা। এ অনুমানেব সমর্থনে দুইটি যুক্তি দেওযা যায। প্রথমত, ভাষায অশ্লীলতাস্পর্শ নাই এবং বচনা সহজ ও সহৃদয দ্বিতীযত, বচযিতাব "কবিচন্দ্র" উপাধি উল্লেখ।

কবিচন্দ্র কৃষ্ণবাম বলে কমলাব ববে[৮২]
প্রজা আদি এমত সকল ঘবে ঘবে।

এখানে "কবিচন্দ্র" সম্বন্ধে একটু বলিবাব আছে। প্রথম ছত্রে যদি "কবি' পডা যায তবেই ছন্দ ঠিক থাকে। সুতবাং এখানে "কবিচন্দ্র" লিপিকব প্রমাদ হইতে পাবে॥

## ৪ অন্যান্য চণ্ডীকাব্য

মার্কণ্ডেয-পুবাণেব চণ্ডী-সপ্তশতী অবলম্বনে লেখা দেবীমাহাত্ম্য কাব্য দুইতিনখানি সপ্তদশ শতাব্দীতে বচিত হইযাছিল। তাহাব মধ্যে প্রধান হইতেছে "দ্বিজ" কমললোচনেব 'চণ্ডিকাবিজয'[৮৩] (বা 'চণ্ডিকামঙ্গল')। কমললোচনেব নিবাস ছিল অবিভক্ত বাঙ্গালাব রঙ্গপুব জেলায, সেকালেব সবকাব ঘোডাঘাটে, আন্দুযা পবগনায, ঘাগট নদীব তীবে চরখাবাডি গ্রামে। পিতাব নাম যদুনাথ। মাঝে মাঝে যদুনাথেব ভনিতা থাকায মনে হয বইটি পিতাপুত্রেব সহযোগিতায বচিত। ইঁহাবা বাস কবিতেন "দিল্লীশ্বব-সুতেব জাগীব"এ। শাহ শুজা বাঙ্গালাব সুবেদাব ছিলেন ১৬৩৯ হইতে ১৬৬০ অবধি। সুতবাং চণ্ডিকাবিজযেব

রচনাকাল শুজার সুবেদারির আগে নয়।

যদুনাথের রচনার নিদর্শন হিসাবে অধনারীশ্বরের বন্দনা পদটি উদ্ধৃত করিলাম।

আজি কি পেখনু সমন্বিত হর-গৌরী
সফল ভঞা রে নয়ান-যুগ মোরি
চাঁচর বেণী বিরাজিত কাঁহু
কাঁহু পর লম্বিত বিনোদ জটাউ।[৮৪]
পারিজাত মালা গলে গিরিবালা
গিরিশ গলে দোলত সোই অস্থিমাল
মলয়জ পঙ্ক প্রলেপ অঙ্গ সাজ
চিতাধূলি ভূষণ ত্রিজগত গুরু
বাঘাম্বর কাঁহু দনুজদলন সেহা
হর গৌরী নিরখে সারং শোকাইও
যদুনাথ ভনয় চরণ বলি যাইও ॥

ভবানীপ্রসাদ রায়ের 'দুর্গামঙ্গল'[৮৫] সম্ভবত ১০৭১ সালে (১৬৬৩-৬৪ অব্দে) লেখা হইয়াছিল।[৮৬] ইনি ছিলেন বৈদ্য কৌলিক পদবী কর। নিবাস অবিভক্ত বাঙ্গালায় ময়মনসিংহ জেলায় আটিয়া পরগনায় কাঁটালিয়া গ্রামে। পিতার নাম নয়নকৃষ্ণ রায়। জন্মান্ধ এবং শৈশবে মাতাপিতৃহীন ভবানীপ্রসাদ আজীবন জ্ঞাতিবিরোধ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন।[৮৭]

রূপনারায়ণ ঘোষেরও নিবাস ছিল ময়মনসিংহের আটিয়া পরগনায়, আদাবাড়ি গ্রামে। ইহার রচনার নামও দুর্গামঙ্গল'।[৮৮] রূপনারায়ণ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন।

উত্তরবঙ্গে লেখা একটি ছোট ব্রতকথা পাইতেছি অজ্ঞাতনামার রচনা নাম ঘোর মঙ্গলচণ্ডী'।[৮৯] পুথির লিপিকাল ১১০৪ সাল (১৬৯৯ অব্দ)। সম্ভবত রচনাকালও ইহাই।

কোচবিহার দরবারের সংগ্রহে 'দ্বিজ মাধব রচিত চণ্ডিকার ব্রতকথা' এবং 'দ্বিজ" শ্রীনাথের 'দেবীপূজা'[৯০] আছে চণ্ডিকার ব্রতক ॥ মাধব আচার্যের কাব্যের অংশ কিনা বলিতে পারি না।

কৃষ্ণরামের রচনা ছাড়া আর দুইটি রায়মঙ্গল কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। একটির রচয়িতা রুদ্রদেব[৯১] অপরটির রচয়িতা হরিদেব।[৯২] রুদ্রদেব সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ভনিতা,- 'কবি রুদ্রদেব ভনে', কবি রুদ্রদেব বলে মহাপুর ঠাট (?)"। হরিদেব সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় জীবিত ছিলেন। নিবাস হাওড়া জেলায়। ইনি শীতলামঙ্গল ও মনসামঙ্গলও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা যে দেবাদিষ্ট তাহা জানাইবার জন্য হরিদেব চেষ্টা করিয়াছিলেন। একাধিক স্থানে তিনি সংক্ষেপে ও বিস্তারে দেবানুগ্রহপ্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

এই শতাব্দী হইতে চণ্ডীমঙ্গল-ধর্মপুরাণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শিবচরিত্র স্বতন্ত্র 'শিবায়ন' অর্থাৎ শিবমঙ্গল কাব্যরূপে রচিত হইতে থাকে ॥

## ৫ শিব-মাহাত্ম্য কাব্য

কয়েকটি ক্ষুদ্র রচনায় শুধু শিবচতুর্দশীর উপাখ্যানটি অবলম্বিত হইয়াছে। এই ধরনের ছোট রচনা, নাম 'মৃগলুব্ধ', কয়েকখানিই চাটিগাঁ অঞ্চলে লেখা হইয়াছিল। "দ্বিজ" রতিদেবের কাব্যরচনা[৪] শুরু হয় ১৫৯৬ ("বস-অঙ্ক-বায়ু-শশী") শকাব্দে (১৬৭৪)। ইঁহার নিবাস ছিল চাটিগ্রাম চক্রশালা পরগনায় সুচক্রদণ্ডী গ্রামে। পিতার নাম গোপীনাথ, মাতার নাম মধুমতী (বা বসুমতী)। দুই বড় ভাই ছিলেন, রাম ও নারায়ণ। গুরুর নাম মোক্ষদাঠাকুর। শ্বশুর শাশুড়িরও নাম করা হইয়াছে।[৫]

মুদ্রিত 'মৃগলুব্ধ' কাব্যের পরিশিষ্টে 'মনসার ধূপাচার' নামে যে কবিতাটি আছে তাহা এই রতিদেবের রচনা হইতে পারে। রাম রায় বা শিশুরাম রায় (অথবা রাম রাজ) ভনিতার রচনাটির[৬] সঙ্গে রতিরামের রচনার ভাবে ও ভাষায় যে গভীর মিল আছে তাহা আকস্মিক বলিয়া বোধ হয় না। কে কাহার নিকট ঋণী তাহা বলিবার উপায় নাই। উভয়েই তৃতীয় কোন কবির রচনা অনুসরণ করিয়া থাকিবেন। চাটিগাঁ অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি মৃগলুব্ধ কবিতার লেখকের নাম জানা যায় না।[৭]

বাঙ্গালাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তেও এই সময়ে শিবায়ন কাব্য জনপ্রিয় ছিল। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা বীরসিংহের রাজ্যকালে (১৬৫৬-৮২) কবিচন্দ্র নামের বা উপাধির এক কবি 'শিবায়ন' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়।[৮]

রামকৃষ্ণ (রায়) দাসের 'শিবায়ন' সুবৃহৎ রচনা।[৯] রামকৃষ্ণের নিবাস ছিল আধুনিক হাওড়া জেলায় আমতা থানার অন্তর্গত রসপুর গ্রামে। কবি এইভাবে নিজের বংশপরিচয় দিয়াছেন

পিতামহ রায় যশশ্চন্দ্র মহামতি
পিতামহী বন্দিলাঙ নাম নারায়ণী
সরস্বতী বন্দিলাঙ তাহার সতিনী
মাতামহ বন্দিলাঙ নাম সূর্য মিশ্র
পিতা কৃষ্ণ রায় বন্দো সর্বশাস্ত্র সার
মাতা রাধাদাসীর চরণে দণ্ডবৎ
কায়স্থ দক্ষিণরাঢ়ী বংশেতে উৎপত্তি
গোত্র-কাশ্যপ আমার দেবতাপ্রকৃতি
নিবাস বন্দিনু আমি রসপুর দেশ[১০]

ভনিতায় দুই পুত্র জগন্নাথ-বলরামের নাম আছে। কবি নিজেকে প্রায়ই "কবিচন্দ্র" অথবা "কবিচন্দ্র-দাস" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—"কবিচন্দ্র রচিলা সঙ্গীত শিবায়ন"।

রামকৃষ্ণের কাব্যের প্রাচীনতম পুথির লিপিসমাপ্তি-কাল হইতেছে ১১ শ্রাবণ ১০৯১ সাল (মল্লাব্দ মনে করিবার হেতু নাই). সুতরাং কাব্যরচনা-কাল ১৬৮৪ অব্দের পরে যাইবে না।

রামকৃষ্ণের শিবায়ন শিবপার্বতী-সংহিতার মতো। ইহা পঁচিশ পালায় বিভক্ত। উপাখ্যানগুলি এই—সৃষ্টিপত্তন, দক্ষযজ্ঞ, তারকবধ, উমার জন্ম-তপস্যা-বিবাহ-বাসরযাপন-কৈলাসযাত্রা, সমুদ্র-মন্থন, বলি-অগস্ত্য-সগর-গঙ্গা ত্রিপুর কাহিনী, দুর্গার কোন্দল, তারক-শুক্র-অন্ধক-পরশুরাম কাহিনী, ঊষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী।

কাব্যটিতে অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। রামকৃষ্ণ সংস্কৃত জানিতেন, হিন্দীও জানিতেন। রচনায় দৈবাৎ হিন্দী ঠাটের প্রভাব আছে ॥

টীকা

১ 'দ্বিজ রামদেব বিরচিত অভয়ামঙ্গল', শ্রীমান আশুতোষ দাস, সম্পাদিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৫৭)। প্রকাশিত গ্রন্থের উপজীব্য পুথি দুটিও অষ্টাদশ শতাব্দীর। এই শতাব্দীর শেষার্ধে লেখা একটি পুথি শ্রীমান্ বিজিতকুমার দত্তের সংগ্রহে আছে। আর একটি পুথির বিবরণ দুষ্টব্য বা প্রা পুঁ বি ৩-৪ পৃ ৫৬-৫৭ (লিপিকাল ১১৮৫ সাল ১৭০০ শকাব্দ)।

২ - যুথে যুথে 'অথবা' অযুতে অযুতে।

৩ পূর্ববঙ্গের ইডিয়ম।

৪ = গর্হিন।

৫ শুদ্ধপাঠ 'ভাসএ' (= ভাসে) হইতে পারে।

৬ 'বঙ্গসাহিত্যপরিচয়' দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রথমখণ্ড পৃ ৬২০। লিপিকাল ১০৮০ সাল। সম্ভবত মূলগ্রন্থ না হইলে রচনাকাল।

৭ শ্রীপ্রণব রায় লিখিত 'আঠার শতকের কবি অবিঞ্চন চক্রবর্তী' প্রবন্ধ (অমৃত ১১ বর্ষ ২০ সংখ্যা পৃ ৯১৭-৯২১) দ্রষ্টব্য।

৮ "তারিণীর মঙ্গল তিরাশি সালে সাঙ্গ"।

৯ স ২৩৪।

১০ শ্রীপ্রণব রায়ের প্রবন্ধ, পৃ ৯২১ দ্রষ্টব্য।

১১ স ২০৭ (লিপিকাল ১২৬৭), সা-প-প ৩ পৃ ৩০-৩৬।

১২ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি (শীর্ষ আকার পাঁচ পাতা শেষ পাতা নাই)।

১৩ এ কলিকাতা আধুনিক কলিকাতা নয়। এ কলিকাতা ছিল ববানাগর অঞ্চলে। আধুনিক কলিকাতা কখনই "পরগণা" ছিল না। কৃষ্ণরামের কলিকাতা প্রাচীন সুতানুটি সেই নামে পরগণা ছিল।

১৪ 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী' শ্রীমান সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য ও তৎ সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৪৮)। তাহার কিছু পূর্বে তাঁহারই সম্পাদনায় 'রায়মঙ্গল' বর্ধমান সাহিত্য সভা কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৫ গ ৩৭২৮। পুথিটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, ৬১ পাতায় সম্পূর্ণ চমৎকার লিপি। লেখা হইয়াছিল ১৭৫২ অব্দে, যে বৎসরে ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্য সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। পুথির পুষ্পিকাটি মূল্যবান। —"এই পুস্তক শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ বাবুজির ইহা জানিবা। স্বাক্ষর শ্রীআত্মারাম ঘোষ কাযেস্থ সাং কলিকাতা সুতানুটি চড়কডাঙ্গার পশ্চিম। ইতি সন ১১৫৯ সাল মাহ শ্রাবণ। ২৭ রোজ শুক্রবার দিবসে সাঙ্গ হইল। ইহার দক্ষিণা এক জোড় কাপড় আর দুই তঙ্কা আড়কাটি"; আড়কাটি অর্থাৎ আর্কটের টাকার দাম কিছু বেশি ছিল।

অপর পুথি প ১৩৭৬ (লিপিসমাপ্তি ১৮৩৬), গ ৫৬৭৩ (অযত্ন লিখিত ও সংক্ষিপ্ত) বি ২৫৮ (অত্যন্ত খণ্ডিত)।

১৬ অর্থাৎ যাঁহার বলে অধিক কোন প্রতিপক্ষ নাই

১৭ পাঠ "দারা"।

১৮ অর্থাৎ যিনি শত্রুরূপ বনের দাবানল ছিলেন।

১৯ অর্থাৎ সূর্যবৎ।

২০ অর্থাৎ যে পুকুর-নদীর জলে সাঁতার দেয় সে যেন জোর করিয়া সাগর উত্তীর্ণ হইতে যায়।

২১ গলার পুঁতি।

২২ এই তারিখ শুধু প ২৩৭৬ পুথিতেই আছে।

২৩ পাঠ "সকল"।

২৪ সা-প-প ৫০ পৃ ৬৪ দ্রষ্টব্য।

২৫ 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী' পৃ ১৪৭-৪৮ দ্রষ্টব্য।

২৬ ঐ পৃ ১৩৮-১৪১ দ্রষ্টব্য।

২৭ এই ব্যাপারটুকু প্রথম পুথিতেই আছে। এ অংশ যে মৌলিক তাহা অশ্লীল ভাষা হইতেও বোঝা যায়। পরবর্তী রচনা রায়মঙ্গলে এবিষয়ে কৃষ্ণরামের অসংযম আরও বাড়িয়াছে। অশ্লীল ভাষা ব্যবহারে কৃষ্ণরামেব কোন প্রতিপক্ষ নাই বাঙ্গালা সাহিত্যে।

২৮ = মালিবউ।

২৯ = নামাইয়া।

৩০ = টাকা, রৌপ্যমুদ্রা।

৩১ অর্থাৎ খুঁজিতে খুঁজিতে চোখ ক্লান্ত হইয়া গেল।

৩২ অর্থাৎ তাড়াতাড়ি কিনিলাম নহিলে জিনিস ফুরাইয়া যাইবে।

৩৩ = সরু-দানা।

৩৪ অর্থাৎ সুপারির দোকানে ঢুকিতেই পাবিলাম না, ছুঁইবাব অর্থাৎ কিনিবাব সুযোগ পাওয়া তো দূবেব কথা।

৩৫ বাছাই করা।

৩৬ গ ৫৬৭৪ (দুইখানি পুথি, দ্বিতীযখানি অসমাপ্ত)। কবি কঞ্চরাম দাসেব গ্রন্থাবলী' ভূমিকা পৃ।৶ দ্রষ্টব্য।

৩৭ = শূদ্র ?

৩৮ অর্থাৎ মেয়ে দবোয়ান।

৩৯ সা-প-প ৩ পৃ ২২৬-৪৮ ২৯৭-৩০২, ৬ পৃ ৭০ কবি রামকৃষ্ণদাসেব গ্রন্থাবলী ভূমিকা পৃ দ ।

৪০ পরে দ্রষ্টব্য।

৪১ 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' (১৯১৫) পৃ ১১৭।

৪২ হারাধন দত্ত লিখিত 'গড়মান্দারণ ও জাহানাবাদেব ইতিবৃত্ত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (জন্মভূমি, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২)।

৪৩ অথবা "লীলাবতী"।

৪৪ গঙ্গা-বিধৌত নাব্য নিম্নবঙ্গের নাম।

৪৫ = ঘাঘবা ?

৪৬ = বেসব ?

৪৭ - বাহন।

৪৮ পাঠ "ননানান"।

৪৯ = মধুসংগ্রহকাবী।

৫০ = লবণপ্রস্তুতকাবী।

৫১ ছোট ও বড নৌকা।

৫২ এক প্রকাব নৌকা।

৫৩ = দৈত্য, দানা।

৫৪ = বন্ধুত্ব।

৫৫ - ফসটি-নসটি, ইন বসিকতা।

৫৬ হববর = হরবব-পুত্র, শিবেব ববপুত্র। সম্ভবত ঠিক পাঠ "হববরপুত্র"। Harbour নয়।

৫৭ আমার তরে = আমাকে।

৫৮ সুন্দরবনেব পরিসর বহুকাল পূর্বে উত্তর ও উত্তরপূর্ব বঙ্গ অবধি বিস্তৃত ছিল সেইসঙ্গে এই সব অঞ্চলে বাঘ্র ও কুম্ভীর দেবতাব পূজা অজ্ঞাত নয় (সা প প ৩৯ পৃ ২২৭ ২৮ দ্রষ্টব্য)।

৫৯ ব্যোমকেশ মুস্তফীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৬০ বা "লীলাবতী"।

৬১ অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছের আড়ানিব বাতাস খাইতেছেন।

৬২ = চাকরে।

৬৩ = টুপি।

৬৪ = বন্ধু।

৬৫ আহাম্মক।

৬৬ অর্থাৎ নিজেকে ঠাকুব বলিয়া জাহিব কবে।

৬৭ কুলা, অর্থাৎ টুপি।

৬৮ অর্থাৎ দক্ষিণরায়েব।

৬৯ এখানে ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন কাহিনী সংক্ষেপে আছে।
৭০ তাহার পর সংক্ষেপে রামায়ণকথা আছে।
৭১ গ ৫৬৭৫। শেষাংশ খণ্ডিত। অশিক্ষিতের যত্নহীন লিপি।
৭২ পাঠ "ব্যাদগণে"।
৭৩ পাঠ "ব্রহ্মনের"।
৭৪ 'একবর' নাম (আকবর) হইতে পারে তবে "এক বর" হওয়া বেশি সম্ভব।
৭৫ পুথিতে সর্বত্র পদান্তে "ছ" স্থানে "চ"।
৭৬ পাঠ "সিখাম"।
৭৭ ঐ "জনে"।
৭৮ বর্ধমান সাহিত্যসভার পুথি। শ্রীযুক্ত অজয়কুমার কয়ালের সংগ্রহ। খণ্ডিত পুথিটির পত্রসংখ্যা ৮ ২৮। লিপিকাল ১২৩৬ সাল। শ্রীমান সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য প্রকাশিত 'কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী' ভূমিকা পৃ ।/-।৶/ দ্রষ্টব্য।
৭৯ "উরেব" হইবে।
৮০ এই ছত্রের আগে অথবা পরে একছত্র বাদ গিয়াছে।
৮১ পাঠ "তাহা"।
৮২ পাঠ "পায়"।
৮৩ পঞ্চানন সরকার সম্পাদিত এবং বঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশিত (১৩১৬)।
৮৪ অর্থাৎ জটাজুট।
৮৫ ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত "বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশিত ১৩২১) সা প প ৩ ১৩৭ ১৮
৮৬ দুর্গামঙ্গল পৃ ২৯৪।
৮৭ পৃ ২০০ ৭১ দ্রষ্টব্য।
৮৮ রসিকচন্দ্র বসুর প্রবন্ধ (সা প প ৮ প ৩ ১৯)।
৮৯ সা প প ৮ পৃ ৪৯।
৯০ পুথিসংখ্যা ১৯।
৯১ ঐ ২০।
৯২ প ২২৬৬, আদ্যন্তমধ্য খণ্ডিত পুথি পত্রসংখ্যা ১০। বর্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিকা ২ প ২৯
৯৩ বিশ্বভারতী পুথি। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত
৯৪ আবদুল করিম সম্পাদিত "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত (১৩২২)। অবলম্বিত পুথি দুইটি পুরানো নয়, ১২০৩ ও ১২১৬ মঘী সালে লেখা। আর একটি পুথির পরিচয় দিয়াছিলেন নগেন্দ্রনাথ বসু (সা প প ৪ পৃ ৩৩১)।
৯৫ প ৪ ৫।
৯৬ মৃগলুব্ধ সংবাদ নামে আবদুল করিম সম্পাদিত "বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশিত (১৩২২)। একখানি পুথির লিপিকাল ১১৩২ মঘী সাল।
৯৭ ব প্রা পু বি ১ ১ পৃ ১৩৭ ৩৫ মৃগলুব্ধ সংবাদ ভূমিকা পৃ ১২ ১৪।
৯৮ মাখনলাল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত কবিচন্দ্রের ভাগবতামৃত ১৩৪৯) ভূমিকা পৃ ।৶ দ্রষ্টব্য।
৯৯ সাহিত্য পরিষদ পুথি প্রকাশিত। ক ২৪৫৯। একটি পুথি লিপিকাল ১৭৯১ সাল (সা প প ৬ পৃ ৭৩)। আর একটির লিপিকাল ১১৩৩ (সা প প ৪৮ পৃ ২৫ ৩৩ শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল নাথ লিখিত রামকৃষ্ণের শিবায়ন প্রবন্ধ)। পাঁচুগোপালবাবু রামকৃষ্ণের বংশধর তাঁহার সৌজন্যে আরও একটি পুথি (খণ্ডিত) দেখিয়াছি পুথিগুলির মধ্যে পাঠের যথেষ্ট হ্রস্বদীর্ঘত্ব আছে তাহাতে কবিটির প্রাচীনত্বই প্রতিপন্ন হয়।
১০০ ক ২৪৫৯ (পৃ ৯৫)

# নবম পরিচ্ছেদ
# রোমান্টিক কাহিনী ও মুসলমান কবি

## ১ প্রণয়-কাব্যে দেবতা

পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন রসই, এমন কি অত্যন্ত খাঁটি আদিরসও দেবপূজাসম্পুটে না ভরিয়া পরিবেশিত হইত না। তাহার প্রমাণ বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী। বিদ্যাসুন্দরের গল্পের আকর্ষণ যে আদিরসেরই তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, তবুও সে রসকে দেবীমাহাত্ম্যের প্রসাদী করিয়া তবে প্রকাশ্যে যোগান দিতে হইয়াছে।

মুসলমান-অধিকার শুরু হইবার বেশ কিছুকাল পরে যখন বাঙ্গালা রচনার দিকে মুসলমান শাসনকর্তাদের আগ্রহ জাগিল তখন স্বভাবতই বিদ্যাসুন্দরের মতো প্রণয়কাহিনীর – যাহাতে দেবতার ভূমিকা যৎসামান্য—দিকে নজর পড়িয়াছিল। যতদূর জানি বাঙ্গালায় প্রথম বিদ্যাসুন্দর-কাব্যখানি মুসলমান পোষ্টার আনুকূল্যেই লেখা হইয়াছিল।

সর্বাপেক্ষা পুরানো যে লৌকিক প্রণয়কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া গিয়াছে তাহা হোসেন শাহার পুত্রের রাজত্বকালে এবং তাঁহার নাতিরই নির্দেশে লেখা বলিয়া অনুমিত।[১] কবি 'দ্বিজ" শ্রীধর নুসরৎ-শাহার পুত্র "যুবরাজ" ফীরূজ শাহার অনুচর ছিলেন। কাব্যের দুইটি নিতান্ত খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে চাটিগাঁ অঞ্চলে সুতরাং কাহিনীর রূপ কিরকম ছিল বলা যায় না। তবে যেহেতু ভণিতায় 'পেরোজ-সাহা"র উল্লেখ আছে সেহেতু, মনে হয়, হয়তো রচনাটি কালিকামঙ্গলের ফ্রেমে আঁটা ছিল না। পরবর্তীকালে এক মুসলমান কবির লেখা বিদ্যাসুন্দর (অত্যন্ত খণ্ডিত পুথি) পাওয়া গিয়াছে। ইহাতেও সম্ভবত দেবদেবী-মহিমার ঢাকন ছিল না।[২] সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর হিন্দু কবিদের হাতেই বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী কালিকামঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। (এই সময়ে কালী চোর ডাকাতের উপাস্য বিশিষ্ট দেবী ছিলেন।) এখানে পুরানো বাঙ্গালা আখ্যায়িকা-কাব্যের সঙ্গে পুরানো হিন্দী-গুজরাটী অনুরূপ রচনার একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বাঙ্গালা কাব্যে লৌকিক কাহিনী সর্বদাই দেবতার কেরামতির দিকে প্রবণ আর হিন্দী-গুজরাটী কাব্যে তাহা ভোজ-বিক্রমাদিত্যের বাহাদুরির গল্পে পরিণত॥

## ২ গোড়ার দিকে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী

মুসলমান কবিব লেখা প্রথম বিদ্যাসুন্দব কাব্য ("পাঞ্চালিকা") সাবিবিদ[৩] খানেব বচনা। দ্বিজ শ্রীধবেব বচনাব মতো সাবিবিদ খানেব বচনাব পুথিও চাটিগাঁয়ে পাওযা এবং তা খাঁণ্ডত।[৪] তাহাতে এই যে কবিপবিচযটুকু পাই তাহাতেই সাবিবিদেব বাঙ্গালা পৌবাণিক বিদ্যায দখলেব নির্দেশ বহিযাছে। (তবে কোন হিন্দু লেখকেব বেনামি বচনা হইলে অন্য কথা।)

পীযাব মল্লিক সুত বিজ্ঞবব শাস্ত্রযুত
উজীযাল মল্লিক প্রধান
তান পত্র জি ঠাকুব[১] তিন সিক সবকাব[২]
অনুজ মল্লিক মুছা খান।
বচেত বসিব অতি কাপে জিনি বতিপতি
দাতা অগ্রগণ্য অক সুত
[৩]ধর্মবন্ত যেন মেক জ্ঞানেত বাসব গুরু[৪]
মানে কুক ধর্মে ধমসুত।
তান সুত গুণাধিক নানু বাজা মল্লিক
জগত পচাব যশখ্যাতি
তান সুত অল্পজ্ঞান হীন সাবিবিদ খান
পদবন্ধে বচিত ভাবতী॥

সাবিবিদ খান কোন সংস্কৃত কাব্য বা কবিতা অনুসবণ কবিযাছিলেন। তাই মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত আছে, এবং সেই শ্লোকেব ব্যাখ্যারূপে কবি পযাব ত্রিপদী জুড়িযা দিযাছেন যেমন[৫],

অত্যাত্তবে শুভদেশে সর্বশাস্ত্রসমন্বিত
পূর্ণ বত্নাবতং নাম্নী বত্নবত্নবিভূষিতা॥
গুণসাব নৃপপুত্রো নীতিধর্মপবাযণ।
তস্য কলাবতী নাম্নী ভার্যা চ গুণশালিনী
তস্যা গর্ভে সুতো [জাত] কালিকাযা প্রসাদত[৬]
সুন্দব ইতি[৭] আখ্যাতঃ সর্বশাস্ত্রে বিশাবদঃ।
অত্যান্ত উত্তব দেশ বিজযনগবী
অধিক উত্তম বত্নাবতী নাম পুবী
সে দেশেব নবপতি নাম গুণসাব
সকল ভূপতি জিনি যশ সুপ্রচাব।

সাবিবিদেব কাজ চলা বকম সংস্কৃত-জ্ঞান ছিল বাঙ্গালা জ্ঞান ভালোই ছিল। বাঙ্গালা কাব্য কলায তাঁহাব যে দেশ অধিকাব ছিল তাহা উদ্ধৃতিগুলি হইতে প্রমাণিত হয।

বিদ্যাব রূপ বর্ণনা

মুখ বিধু পূর্ণ ইন্দু কিএ অবিন্দ
মৃগ-বৎস-নেত্র কিবা নীল মত্ত ভৃঙ্গ।
বালেন্দু জিনিযা ভাল সীমন্ত উজ্জ্বল

বান্ধুলি প্রসূন নিন্দি অধব যুগল।
বদ-পাঁতি মূতি-জ্যোতি বাচি সুমধুব
ভুক-ভঙ্গে কাম শব নিঃসবে প্রচুব।
কণ্ঠ বেখা দর্শি কম্বু জলধি মজ্জিল।
কমল-কলিকা কুচ হৃদযে উগিল।

মাধব ভট্টেব কথায সুন্দব আসিযাছে কাঞ্চীপুবে, বীবসিংহ বাজাব কন্যা বিদ্যাকে লাভ কবিতে। সুচবিতা মালিনীব কাছে সে বাসা চাহিতেছে। এই অংশেব ভাষায প্রাচীনত্বেব চিহ্ন আছে।

সুন্দব

আম্হা জান বৈদেশী নিশ্চিত
দ্বিজবব তনয পণ্ডিত।
পাঠ পডি ভ্রমিএ নগব
পণ্ডিতানী[১] কবিতে বিচাব।
বেলি শেষে অস্ত জা'এ সুব[২]
বাসাখানি মাগি তোহ্মা পাব
পালহ বচন সনযনা
প্রেমচিত্তে দেও বাসাখানি।
অমূল্যবতন এক নেও
আনিযা বন্ধন সজ্জা দেও

মালিনী

জবে আব ভিন্নদেশী পাই
যত্ন কবি তাহাক বহাই।
মনে ভাত বাসী[১৪] তোহ্মা দেখি
মহাবাজ সুত হেন লখি।[১৫]

সুন্দব

অবেলাএ অতিথি পাইআ
অসাধু বহএ উপেখিআ।
আএ ধান বুঝাই তোহ্মাএ
উপেক্ষিতে আম্হা না জুআ[১৬]।

মালিনী

বিদেশী-কুমাব হেন তোহ্মাক বুঝাই[১৭]
নৃপতি দুর্বাব বাসা দিবাবে[১৮] ডবাই।
নাগরঙ্গ নাম সে এ বাজ্য কোতোআল
নিতি নিতি প্রজা-ঘব কবএ বিচাব।[১৯]
ভিন্নদেশী পুকষ মন্দিবে যাব পাত্র
আগে শাস্তি কবি পাছু বাজাক জানাএ
তনু-কান্তি সুলক্ষণ অভিন্ন মদন
তোহ্মাব তুলনা রূপ নাহিক ভুবন।

কোতোআলে [যবে] দেখে তোহ্মা মোর গৃহে
কি বুলি ভাণ্ডিআ তাক[২১] রাখিবাম তোহে ॥

### ৩ দৌলৎ কাজীর রচনা

গৌড-দববার আশ্রয় কবিযা পশ্চিম-অঞ্চলেব (—পূর্বী হিন্দী ও ফাবসী ভাষা হইতে—) লৌকিক প্রণযকাব্যেব বস্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে বপ্তানি হইল। তবে তাহাব খুব চাহিদা হইল না। এখান হইতে পবে উত্তবপূর্ব ও পূর্ববঙ্গ অংশে সিলেট ও চাটিগাঁ অঞ্চলে—স্থানীয মুসলমান জাগীদাবদেব দববাবে গৃহীত হয, সেখান হইতে যায আবাকান-বোসাঙ্গেব বাজাব ও অমাত্যেব সভায। সপ্তদশ শতাব্দীতে আবাকান-বাজসভাব আনুকূল্যে বাঙ্গালা সাহিত্যেব দুইজন বড কবিকে অনুবাদাত্মক প্রণযকাব্য বচনা কবিতে দেখি।

বিদ্যাসুন্দব-কাব্যেব বাহবে লৌকিক কাহিনীব প্রথম বর্চযিতা—আমাদেব জ্ঞাতমতে—হইতেছেন দৌলৎ কাজী।[২২] দৌলৎ কাজীব কাব্যেব নাম 'সতী ময়না'ও বা 'লোবচন্দ্রানী'।[২৩]

গ্রন্থসমাপ্তিব পূর্বেই দৌলৎ কাজ ইহলোক ত্যাগ কবেন। অনেক কাল পবে আলাওল বাকি অংশটুকু লিখিযা কাব্য সম্পূর্ণ কবিযা দিযাছিলেন। বোসাঙ্গেব বাজা "শ্রীসুধর্মা"ব অর্থাৎ থিবি-থু-থম্মা-ব সেনাপতি। লস্কব উজীব। আশবফ খানেব অনুবোধে দৌলৎ কাজী কাব্যবচনায হাত দিযাছিলেন। থিবি থু-থম্মাব বাজ্যকাল ১৬২২ হইতে ১৬৩৮ অব্দ। সুতবাং দৌলৎ কাজীব কাব্যবচনাব নিম্নতম সীমা ১৬৩৮ অব্দ।

আশবফ খান সূফী গুরুব শিষ্য ছিলেন। তিনি দেশবিদেশেব গুণীদেব নিজেব সভায আশ্রয দিতেন। কাজী লিখিযাছেন

ধর্ম-বাজপাত্র শ্রীআশবফ খান
হানিফী মোজাব ধবে চিশ্‌তিযা খান্দান।
পবদেশী স্বদেশী লস্কিক আত্মপব
সীঘী সবোবব দিলা অতি বহুতব।
সৈযদ শেখ আব মোগল পাঠান
স্বদেশী বিদেশী বহুত হিন্দধান।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয বৈশ্য শূদ্র বহুতব
সাবি সাবি বসিলেক মনুষ্য সকল।
শ্রীযুত আশবফ খান পণ্ডিত প্রধান
ষোলকলাপূর্ণ যেন চন্দ্রিকা সমান।
নীতি বিদ্যা কাব্যশাস্ত্র নানা বসময
পঠিতে শুনিতে সভা আনন্দহৃদয।
হেনমতে সভা কবি বসি থাকে নিতে
কহন্তে আনন্দচিত্তে কিতাব বচিতে।
আববী ফাবসী নানা উত্তম উপদেশ
বিবিধ প্রসঙ্গ-কথা আছিল বিশেষ।

পশ্চিমদেশের গুণিগণের মুখে শোনা "গোহাবি" কাহিনী, "ঠেঠ খোট্টা" (অর্থাৎ ভোজপুবী প্রভৃতি গ্রাম্য) ভাষায় চৌপাঈ দোহা ইত্যাদি ছন্দে বহুবিধ কাহিনী তিনি

শুনিতেন। তাহার মধ্যে সাধনের রচিত সতী-ময়নার কাহিনী শুনিয়া খুব ভালো লাগায় আশরফ কাজীকে বলিলেন দেশী ভাষায় পাঁচালী-রূপ দিতে, তাহা হইলে কাহিনীর রস সর্বসাধারণের উপভোগ্য হইবে।

ঠেঠা চৌপাইয়া[২৪] দোহা কহিলা সাধনে[২৫]
না বুঝে গোহারি ভাষা কোন কোন জনে।
দেশী ভাষে কহ তাক পাঞ্চালীর ছন্দ
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয়ে আনন্দ।
তবে কাজী দৌলতে সে বুঝিয়া আরতি
পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী।

মিয়াঁ সাধনের রচনার[২৬] বাহিরেও লোর-চন্দার কাহিনী সেকালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অজ্ঞাত ছিল না। লাহোর মিউজিয়মে রক্ষিত লোর-চন্দ্রানীর কাহিনী লইয়া চব্বিশখানি চিত্র আছে, জৈন-পারসীক মিশ্র রীতিতে আঁকা। এই ছবিগুলি কোন লোর-চন্দ্রানী কাব্যের পুথির ছবি (illustration)[২৭] বলিয়া মনে করি। কোন কোন ছবির উপর "লোর" "চান্দা" "ময়না" ইত্যাদি লেখা আছে। (কবিকঙ্কণের উল্লেখ হইতে জানা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালা দেশে "কোয়ালি"-রা "গোহাল্যা" গীত গাহিয়া বেড়াইত। এই গীত "গোহারি" আখ্যান হইতে পারে।)

সতী-ময়না কাব্যের উপাখ্যান সংক্ষেপে দিতেছি।

গোহারি দেশের রাজা লোরের সহিত অপূর্বসুন্দরী রাজকন্যা ময়নাবতীর বিবাহ হয়। পতিপত্নী সুখেই আছে, এমন সময় একদা এক যোগী আসিয়া লোরকে মোহরা দেশের রাজকন্যা চন্দ্রানীর চিত্র দেখাইল। চন্দ্রানী অনুঢ়া নয়। তাহার স্বামী বীর যোদ্ধা, তবে বামন ও নপুংসক। যোগী লোরকে বুঝাইল

চন্দ্রানীর তোমার মিলন মনোরম
বিদ্যা সঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম।

যোগীর কথায় মুগ্ধ হইয়া লোর মোহরা দেশে গেল। লোর ও চন্দ্রানী পরস্পরকে দেখিয়া অনুরাগযুক্ত হইল, তাহাদের যথারীতি মিলন ঘটিল। অবাধ মিলনে বাধার সম্ভাবনা হইলে উভয়ে পলায়ন করিল, বামন তাড়া করিল। বনমধ্যে লোর ও বামনের যুদ্ধ হইল। বামন পরাজিত ও নিহত হইল। এদিকে চন্দ্রানী সর্পদংশনে মৃতপ্রায় হইয়াছে। খবর পাইয়া চন্দ্রানীর পিতা সেখানে আসিয়া পড়িল। এক যোগী আসিয়া চন্দ্রানীকে সুস্থ করিল। তাহার পর রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া রাজা তাহাদের বিবাহ দিল এবং লোরের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিল। লোর মোহরা-রাজ্য শাসন করিতে থাকিল। এই গেল প্রথম খণ্ড,—'লোরচন্দ্রানী'।

দ্বিতীয় খণ্ড হইল—'সতী ময়না'। এই খণ্ডের প্রথমে ময়নার বিরহের বর্ণনা। স্বামীর কল্যাণে ময়না শিব-দুর্গার আরাধনায় নিরন্তর নিযুক্ত আছে। নরেন্দ্র নামক জনৈক প্রতিবেশী রাজপুত্র (পাঠান্তরে বণিকপুত্র) সাতন[২৮] তাহার রূপগৌরব শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া ময়নাকে বশ করিবার জন্য দূতী নিযুক্ত করিল।[২৯] দূতীর উদ্দেশ্য বুঝিয়া ময়না তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। (এইখানে ময়নার বারমাসিয়া অংশের এগার মাসের বর্ণনা পর্যন্ত

দৌলৎ কাজীর রচনা। দ্বাদশ—জ্যৈষ্ঠ—মাসের বর্ণনা হইতে শেষাংশ আলাওল প্রায় বিশ বৎসর পরে লিখিয়াছিলেন।) তাহার পর সখীর পরামর্শে ময়না এক ব্রাহ্মণের হাতে শুকপাখি দিয়া লোরের নিকট পাঠাইল। ব্রাহ্মণের কৌশলে লোরের মনে পূর্বকথা জাগিয়া উঠিল। সে আর মোহরায় থাকিতে পারিল না। পুত্রকে রাজা করিয়া চন্দ্রানীকে লইয়া লোর ময়নার কাছে ফিরিয়া আসিল। (এই খণ্ডে অদৃষ্টের অখণ্ডনীয়তা সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে। তাহা অন্য নামে রাজমিদাস ভনিতায় একটি নিবন্ধে পাওয়া গিয়াছে।)

দৌলৎ কাজী যে শক্তিশালী কবি ছিলেন তাহা তাঁহার এই অসমাপ্ত কাব্যটি হইতে বোঝা দুরূহ নয়। ময়নাবতী ও মালিনী-দূতীর সংলাপসমন্বিত বারমাসিয়া অংশের দুইটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দৌলৎ কাজীর রচনা সৌষ্ঠবের পরিচয় দিতেছি।

প্রথম আষাঢ়ে বিরহিণীর দুঃখ বর্ণনা করিয়া মালিনী ময়নাকে সুজন নাগরের সহিত মিলিত হইতে বলিতেছে। পদটিতে বৈষ্ণব গীতিকবিতার ছাপ সুস্পষ্ট। (সাধনের মূলেও এখানে ছত্রসংখ্যা ষোল।)

তোর দুঃখ দেখি মুঞি মরি যাম কাল ছাড়ি দেও বর্ণ
মালতী ভোমরা যেন সমাগম চক্র ছেলা চণ্ড আর্ন ধু
দেখ ময়নাবতী প্রথম আষাঢ় চৌদিক সাজে গম্ভীর
বধূজনপ্রেম ভাবিতে পন্থির আইসএ নিজ মন্দির।
শুনহ উর্কাঁ করহু ভকতি মানহ সুরতি বাই
নাগর সুজন মিলাইয়া দেব রাধার কোলে কানাই
কহেন্ত দৌলৎ সত সৎপর না [illegible] যাতে প্রাণ
লস্কর নায়ক রস-বাণিজার শ্রীযুত আশরফ খান

ময়নাবতী উত্তর দিল

আএ সাঞি কুজনি [illegible] কি মোক শুনাঅসি বেদ উকতি মহে পাঠ
লাখ উপা[illegible] মোচিতে কো পারএ যা বিধি লিখন ললাট।

মালিনী কোনাস অনুচিত বাণী

ধরম ন ছোঅতি তেসিআ সৎমতি লোর প্রেম করাঅসি হানি। ধু।
মোহোর সুনাঅর গুণের সাগর মধুর মুরতি বেশ
সো মধু তেজিয়ে কৈছে বিখ পানাও ভাল ধাঞি কহ উপদেশ
তুম বড় পাপিনী পাপ শুনাঅসি ধরম করা অসি বাম
পাতক ঘাতক ধাঞি নাম চিন্তসি জাতিকুল করহ নির্নাম
দুরন্ত দুরতি দূতীপনা দুর কর চিন্তহ মোহোর কল্যাণ
কাজী দৌলৎ ভনে দাতা মনোরথ মনে শ্রীযুত আশরফ খান॥

শ্রাবণ মাসের বিরহবর্ণনা পদটি চমৎকার। একটি ছত্র ছাড়া সাধনের মূলের সঙ্গে কোনই মিল নাই।[৩৫]

মালিনী কি কহব বেদন ওর
লোর বিনে বারমাহ বিধি ভেল মোর।
শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর
তবে মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর।
মদন অসিক জিনি বিজলীর রেহা

থবকএ যামিনী কম্পয দেহা[৬৬]
না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল
আন পুকষ নহে লোব সমতুল।
লাখ পুকষ নহে লোবেব স্বরূপ
কোথায গোময কীট কোথায মধুপ।
গবল সদৃশ পবপুকষেব সঙ্গ
দংশিযা পলায যেন এ কালভুজঙ্গ।
তাহা সনে পালযে যে প্রেমেব অঙ্কুব
ধীব না বহে জাতি-পিবীতি দুইকূল।
তেঞি ঋতু মানিএ আওএ লোব
ন তু জীবন যে মবণ সম মোব।
তছু পএ সাজযে শাওন-বস আশ
অবিবত কান্ত ন ছোড়ে কান্ত পাশ।
বিবহ পীডাবি ধনী জপযতি নাহা
আশবফ নাযক বসগুণগাহা॥

একটি নিতান্ত ছোট সংলাপময বাবমাসিয-জাতীয গাথা কবি গাকে দৌলৎ বাজী একটি বড আখ্যান কাব্যে যে রূপ দিযাছেন তাহাকে মৌলিক বচনা বলিলে অন্যায হয না॥

### ৪ আলাওলের রচনাবলী

বোসাঙ্গ-বাজসভাব দ্বিতীয কবি আলাওল। আলাওল (আববী "অল অববল" অর্থাৎ প্রথম) কবিব নাম "তখল্লুস্" বলিযা বোধ হয। আসল নাম চাপা পডিযা গিযাছে।

আলাওলেব জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাঁহাব পৈতৃক নিবাস 'মল্লুক ফতেহাবাদ' এব অন্তর্গত জালালপুব। অনেকেব মতে এই স্থান চাটিগাঁযেব মধ্যে ছিল। কিন্তু কবি লিখিযাছেন, "মল্লুক ফতেযাবাদ গৌডেতে প্রধান" এবং "ভাগীবথী গঙ্গাধাব বহে মধ্যে বাজ্য", সুতবাং ইহা পশ্চিম অথবা মধ্য বঙ্গে হওযাই সম্ভব। কবিব পিতা ছিলেন "বাজ্যেশ্বব" মজলিস কুতুবেব অমাত্য। একদা জলপথে গমনকালে পিতাপুত্র ফিবিঙ্গি জলদস্যুব হাতে পডিল। যুদ্ধ কবিযা পিতা প্রাণবিসর্জন কবেন। আযু থাকায আলাওল শহীদ হইতে পাবিলেন না, তিনি দাসরূপে (?) বোসাঙ্গে আনীত হইযা ঘোডসওযাব রূপে বিক্রীত (?) হন আলাওল লিখিযাছেন,

গ্রাম মধ্যে প্রধান ফতেযাবাদ ভূম
বেসে সদা সাধুলোক হর্ষ মনোবম।
অনেক দানেশমন্দ খলিফা সুজান
বহুত আলেম গুরু আছে সেই স্থান।
হিন্দুকুলে মহাভাগ আছে ভট্টাচায
ভাগীবথী গঙ্গাধাব বহে মধ্যে বাজ্য।
বাজ্যেশ্বব মজলিস কুতুব মহাশয
আমি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্য-তনয।
কার্যহেতু পন্থক্রমে আছে কর্মলেখা

দুষ্ট হামার্দ সঙ্গে হই গেল দেখা।
বহু যুদ্ধ করিয়া শহীদ হৈল তাতে[৩৭]
রণক্ষেত্রে শুভযোগে আইলুম এথাতে।
কহিতে অনেক কথা দুঃখ আপনার
রোসাঙ্গে আসিযা হৈলুম বাজ-আসোযাব।

রোসাঙ্গের বাজবংশ মগ, তাঁহাদেব মাতৃভাষা আরাকানী। তবে মনে হয বাঙ্গালা তাঁহাদের দ্বিতীয় মাতৃভাষার মতো ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীব শেষ ভাগ হইতে চাটিগাঁ বাঙ্গালা সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হইয়াছিল। চৈতন্যেব কযেকজন প্রধান অনুচব ছিলেন এই অঞ্চলের লোক। সেই সূত্রে বৈষ্ণবতাব জোযাবও এখানে প্রবলভাবে আসিয়াছিল। সূফী পীরদেব প্রভাব তো ছিলই। সেই হইতে কাব্য ও সঙ্গীতকলাব চর্চাও এখানে চলিতে থাকে। চাটিগাঁ হইতে এই সংস্কৃতিব ঢেউ অনতিবিলম্বে তথাকাব বাজসভাসদদের মারফৎ আরাকানে পৌঁছিয়াছিল। রোসাঙ্গ-বাজামাত্যেবা বেশিব ভাগ ছিলেন সিলেট-চাটিগাঁ অঞ্চলেব মসুলমান। ইঁহাদের প্রভাবেই সপ্তদশ শতাব্দীতে আবাকান-বাজসভায বাঙ্গালাব সাহিত্য ও সংস্কৃতি পবিগৃহীত হইযাছিল।

আলাওল পণ্ডিত ও গুণী ছিলেন। অনেকগুলি ভাষায়, আববী ফাবসী-সংস্কৃত-বাঙ্গালায ও হিন্দীতে, তাঁহাব অল্পবিস্তর অধিকাব ছিল, সঙ্গীত-নাট্যকলাযও তাঁহাব বেশ দখল ছিল। সামান্য বাজ-আসোযাবেব এমন অসামান্য গুণ গুণিপোষক বাজাব দেশে বেশিদিন ছাপা থাকিবাব নয। বোসাঙ্গেব মুসলমানেবা তাঁহাকে "তালিম আলিম বলি আদব করেন্ত।"

বড বড লোকেব ছেলেদেব তিনি "নাট গীত সঙ্গত" শিখাইতে লাগিলেন। এই হইতে আলাওলেব যশ রাজমন্ত্রী সোলেমানের কর্ণগোচব হইল। তিনি আলাওলকে সৈন্যদল হইতে ছাড়াইযা নিজেব সভাসদ কবিলেন। আলাওল লিখিযাছেন,

শ্রীযুত সোলেমান মহাগুণবন্ত
পবদেশী গুণী পাইলে আদবে পোষেন্ত।
মহাহর্ষিত হৈল পাইযা আমাবে
অন্নবস্ত্র দানে তা পোষেন্ত সাদবে।

তাহার পব আলাওলকে দেখি মাগন-ঠাকুবেব আশ্রযে।

মাগন-ঠাকুর রাজা "চাঁদেহু" বা "সাদউ-মংদার" অর্থাৎ থদো মিনতাবেব (বাজ্যকাল ১৬৪৫-৫২) কন্যাব প্রধান ওমরাহ ছিলেন। মাগন আলাওলকে গুরুবৎ মান্য করিতেন।[৩৮] মাগনের অনুরোধে আলাওল 'পদ্মাবতী' কাব্য বচনা করেন এবং 'সযফুল-মুলুক বদিউজ্জামাল' কাব্য লিখিতে আবম্ভ কবেন।

মাগন-ঠাকুরের মৃত্যু হইলে পর কবিকে আশ্রয় দিলেন বাজা শ্রীচন্দ্র-সুধর্মাব অর্থাৎ থিরি-সান্দ-থু-থম্মার (বাজাকাল ১৬৫২-৬৪) মহাপাত্র সুলেমান। ইহাব অনুরোধে আলাওল দৌলৎ কাজীর কাব্যের বাকি অংশ লিখিয়া সম্পূর্ণ করিলেন এবং 'তোহফা' লিখিলেন। তাহার পর "মুখ্য সেনাপতি" সৈযদ মহম্মদেব অনুরোধে 'হপ্ত-পয়কর' রচনা করিলেন। তাহার পরেই ঘটিল বিপদ। আরংজেবের ভয়ে শুজা বাঙ্গালাদেশ হইতে পলাইয়া আসিয়া আরাকানে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সহিত আলাওলের সৌহার্দ হইল।

শেষে শুজাব প্রতি বোসাঙ্গ-বাজ বিরূপ হইলে দুষ্ট লোকের কথায় আলাওলেরও বিপদ ঘটিল। তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল, তিনি জেলে গেলেন। কাবাগাবে আলাওল পঞ্চাশ দিন ছিলেন, কিন্তু কারামুক্ত হইয়া তিনি বাজবোষেব জন্য পুবানো বন্ধুদেব সহানুভূতিচ্যুত হইযা দারুণ দুর্দশায় পডিলেন।

আলাওল লিখিয়াছেন,

দৈবযোগে আইনু আমি বোসাঙ্গ শহব
তা পবে আইল হেথা শুজা নৃপবব।
বোসাঙ্গ নৃপতি সঙ্গে হৈল বিসংবাদ
পবাজয ঘটিল তান পাই অবসাদ।
যত লোক মুসলমান তান সঙ্গে ছিল
বোসাঙ্গ-নাথেব হাতে সব লোক মৈল।
মুজা নামে কমচাবী বোসাঙ্গেতে ছিল
বাজা কণে মোব তবে বিদ্রোহী শুনাল।
তাব সঙ্গে আছিল মোব অমেলন ভাব
সুযোগ পাইযা সেহ সাধিল স্বভাব
পাপিষ্ঠেব কুটচক্র বাজা না ভাবিযা
কাবাগাবে দিল মোবে ক্রোধান্বিত হইযা।
পবিশেষে বাজা যবে সকল বুঝিল
পাপিষ্ঠেবে ধবি তবে বহু শাস্তি দিল
বহুল যন্ত্রণা দুঃখ পাইনু ককশ
গর্ভবাস প্রায় ছিনু পঞ্চাশ দিবস
আযু ছিল শেষ আমায বাখিল বিধাতাএ
সবে ভিক্ষা জীব বক্ষা ক্লেশে দিন যাএ।

অত্যন্ত দুঃখকষ্টে কযেক বৎসব কাটিযা গেলে পব আলাওলেব আবাব সৌভাগ্যোদয হইল। বোসাঙ্গেব কাজী সুফী পীব সৈযদ মসুদ শাহাব অনুগ্রহদৃষ্টি তাঁহাব উপব পডিল। কবিব কথায

সেযদ মসুদ শাহা বোসাঙ্গেব কাজী
জ্ঞান অল্প আছে বলি মোবে হৈল বাজি
দযালচবিত্র পীব অতুল মহত্ত্ব
কৃপা কবি দিলেন কাদেবি খিলাফত।

এই সূত্রে কিছুকাল পবে আলাওল আবাব বাজসভায আসন লইলেন। সৈযদ মসুদেব নির্বন্ধে কবি সযফুল্-মুলুক কাব্য সম্পূর্ণ কবিলেন এবং বাজা মজলিস নবাবজেব আদেশে 'সেকন্দরনামা' লিখিলেন। 'হপ্ত-পযকব' কাব্য বচনা হইযাছিল শ্রীচন্দ-সুধর্মাব "মুখ্য সেনাপতি" সৈয়দ মহম্মদেব অনুবোধে।

আলাওলেব শ্রেষ্ঠ এবং দ্বিতীয় বচনা 'পদ্মাবতী পাঞ্চালী'[৩৯] জাযসীব 'পদুমাবতি' ('পদুমাবৎ', 'পদ্মাবৎ' অথবা 'পদ্মাবতী')[৪০] কাব্যেব অল্পবিস্তব স্বাধীন অনুবাদ। অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত জাযস-গ্রাম নিবাসী মালিক মহম্মদ তাঁহাব পদুমাবৎ কাব্য বচনা শুরু

করেন ৯২৩ হিজরীতে (১৫২০ অব্দে)এবং শেষ করেন শের-শাহার সাম্রাজ্যকালে। শের শাহা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন ১৫৪০ অব্দে। প্রচলিত মত অনুসারে জায়সীর মৃত্যু হয় ১৫৪২ অব্দে। সুতরাং কাব্যসমাপ্তি-কাল ১৫৪০-৪২ অব্দের মধ্যে পড়ে। আলাওলের অনুবাদ মূল কাব্যের প্রায় এক শত বৎসর পরের করা। জায়সীর কাব্যের এত পুরানো কোন পুথি মিলে নাই। সুতরাং আলাওলের কাব্যকে জায়সীর কাব্যের প্রাচীনতম ভাষ্য বলা যাইতে পারে।

'মৃগাবতী'র কবি কুতবনের মতো জায়সীও চিশ্‌তিয়া-খানদানি সূফী সাধক ছিলেন। ইনি দুইজন গুরুর নাম করিয়াছেন, সৈয়দ আশরফ এবং শেখ মোদিনী।[৪১] শেখ মুহীউদ্দীন ছিলেন শেখ বুরহানের শিষ্য, কুতবনের গুরুভাই। কুতবনের মতো জায়সীও যে তাঁহার কাব্য বাঙ্গালাদেশে থাকিয়া লিখেন নাই, একথা জোর করিয়া বলা চলে না। বরং আলাওলের অনুবাদ হইতে এই ধারণাই হয় যে বাঙ্গালাদেশেই হয়তো পদুমাবৎ কাব্যের প্রথম প্রচার হইয়াছিল।

থদো-মিনতারের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য কন্যা ও পুত্র কর্তৃক যৌথভাবে শাসিত হইতে থাকে। কন্যা বয়সে বড় বলিয়া তিনি "মুখ্য পাটেশ্বরী" গণ্য হইয়াছিলেন। মাগন-ঠাকুর ছিলেন এই "মুখ্য পাটেশ্বরীর অমাত্য মহাজন"। আলাওল লিখিয়াছেন,

ভাগ্যোদয় হৈল মোর বিধি পরসন্নে
দুঃখনাশ হেতু তান সহিত মিলনে
অনেক আদর করি বহু সম্ভাষণে
সদত পোষেন্ত মোরে অন্নবস্ত্র দানে।
মধুর আলাপে বশ হৈল মোর মন
তান গুণসূত্র হৈল গ্রীবাতে বন্ধন।
গুণিগণ থাকন্ত তাঁহার সভা ভরি
গীতনাদ যন্ত্রতন্ত্র বঙ্গরঙ্গ করি
নানান প্রসঙ্গ কথা কহিয়া বসদ
তান সভামধ্যে এক হৈয়া সভাসদ।

একদিন সভায় জায়সীর কাব্যের প্রসঙ্গ উঠিলে মাগন খুশি হইয়া বলিলেন,

এই পদ্মাবতীর সরস রসকথা
হিন্দুস্থানী ভাষে শেখে রচিয়াছে পোথা।
রোসাঙ্গেতে আন লোক না বুঝে এ ভাষ
পয়ার রচিলে পরে সভাকার আশ।
যেহেন দৌলৎ ও জী চন্দ্রানী রচিল
লস্কর উজীর আশরফে আজ্ঞা দিল।
তেন পদ্মাবতী রচ মোর আজ্ঞা ধরি

মাগনের আদেশ অঙ্গীকার করিয়া আলাওল কারকরণে প্রবৃত্ত হইলেন, "ভাঙ্গিয়া চৌপাঈ ছন্দ রচিল পয়ার-বন্ধ।"

পদ্মাবতীর ছাপা সংস্করণে পাঠ মোটেই ভালো নয়। তাহার প্রধান কারণ পুথির পাঠদুষ্টতা। সংস্কৃতশব্দবহুল বাঙ্গালা রচনা অল্পশিক্ষিত এবং সংস্কৃতঅনভিজ্ঞ লিপিকরের

হাতে যতটা বিকৃতি ঘটা সম্ভব ততটাই ঘটিয়াছে। কেহ কেহ এই পাঠবিকৃতি লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন।[৪২] জায়সীর কাব্যের সহিত মিলাইয়া লইলে আলাওলের কাব্যের প্রকৃত পাঠ নির্ধারণ খুব দুরূহ নয়।

আলাওল জায়সীর কাব্যের যথাযথ অনুবাদ করেন নাই। তাঁহার অনুবাদ কখনো আক্ষরিক কখনো ভাবানুগত কখনো বা স্বাধীন। কোন কোন প্রসঙ্গ ছাঁটিয়া ছোট কবা হইয়াছে, কোন কোন প্রসঙ্গ টানিয়া বাড়ানো হইয়াছে। কাহিনীব উপক্রমে আলাওল সেকথা বলিয়া রাখিয়াছেন।

জায়সীর কাব্যের কাহিনীতে আলাওল যে অল্পস্বল্প পরিবর্তন করিয়াছেন তাহা প্রায়ই অসঙ্গত হয় নাই। জায়সীর কাব্যে কথায় কথায় বিরহী-বিরহিণীর দীর্ঘ বিলাপমালা বিরক্তিকর। আলাওল তাহা যথাসম্ভব বাদ দিযাছেন। "সাত সমুদ্র খণ্ড" এবং "স্ত্রী-ভেদবর্ণন খণ্ড" বাদ দেওয়ায় কাব্যের পক্ষে ভালোই হইয়াছে। বত্নসেনকে শূল হইতে বাঁচাইবার জন্য জায়সী মহেশ-পার্বতীকে ভাট-ভাটিনীরূপে অবতীর্ণ কবিযাছিলেন। আলাওল এখানে রত্নসেনের একজন অনুচরকে ভাট বানাইযা কাহিনীকে বাস্তব-অভিমুখ করিযাছেন। পদ্মাবতীর বাল্যসখী প্রভৃতি গৌণ ভূমিকাগুলি স্পষ্ট কবিযা আঁকিযাও আলাওল কাহিনীর বাস্তবরস পরিবর্ধিত করিয়াছেন। আলাওল বাঙ্গালী কবি, সুতবাং তাঁহাব কাব্যে নাবীভূমিকাগুলি বাঙ্গালী মেযের রূপ নেওয়ায় ভালোই হইযাছে। একটু উদাহবণ দিই।

পদ্মাবতীকে বিবাহ কবিয়া শ্বশুবালয়ে কিছুকাল কাটাইযা বত্নসেন সস্ত্রীক চিতোব প্রত্যাবর্তন কবিবেন। যাত্রাব পূর্বক্ষণে সখীগণেব কাছে পদ্মাবতী বিদায লইতেছে। জাযসী পদ্মাবতীর এই বিদায-পালা সাঙ্গ কবিযাছেন অল্প যে কয ছত্রে, তাহাতে বিযোগব্যথাব বেদনা-স্পন্দন নাই।

হম তুম মিলি একৈ সংগ খেলা
অন্ত বিছোহ আনি গিউ মেলা।
তুমহ অস হিত সংঘতী পিযাবী
জিয়ত জীউ নহি কবৌঁ নিনাবী।
কন্ত চলাঈঁ কা কবৌঁ আয়সু জাই ন মেটি
পুনিহম মিলহিঁ কি না মিলহিঁ লেহু সহেলী ভোঁটি ॥
ধনি রোধত রোবহিঁ সব সখী
হুম তুমহ দেখি আপু কহঁ ঝঁখী।
তুমহ ঐসী জৌ বহৈ ন পাঈ
পুনি হম কাহ জো আহিঁ পবাঈ।
আদি অন্ত জো পিতা হমারা
ওহু ন য়হ দিন হিয়ে বিচাবা।

আলাওলের বর্ণনা এখানে অনেক বেশি বাস্তব ও আন্তরিক।

একে একে গলে ধরি কান্দে বরবালা
সকল ছাড়িয়া আমি যাইব একেলা।
ছাড়িয়া নাইয়ব ঘর বান্ধবসমাজ

একসবী হইযা চলিলৌ ভিন্ন বাজ
তোমবা সবেবে কোনমতে পাসবিব
স্মবণ হইলে মনে জ্বলিযা মবিব।
শুন প্রাণসখী আমি চলি যাব যথা
তথা গেলে পুনি ফিবি না আসিব এথা।
যেই দিন লাগি সখী মনে ছিল ভীত
সেই দিন আসি আজি হৈল উপস্থিত
ছত্রশালা বৃন্দাবন কেলিসবোবব
প্রাণপ্রিযা সখীগণ প্রাণেব দোসব।
একদিনে ছাডিল সিংহল-কইলাস
বিধিবশে হৈল মোব দবদেশে বাস
পবদেশী হেল বলি দযা না ছাডিও
অবশ্য বাবেক মোবে স্মবণ কবিও
তুমি সব ভাগ্যবতী বহিলা স্বদেশে
মোব মনে বহিলেক এ জনম ক্লেশে
আশীর্বাদ আমাবে কবিও একমনে
সদত পিবীতি যেন থাকে স্বামী সনে।
আজন্ম বিচ্ছেদ দুঃখ দিলেন গোসাই
ছাডিল সিংহল দ্বীপ আব দেখা নাই
যেই কিছু ধিকাধিক বলিল যখনে
দুঃখিনীবে ক্ষমা কব না বাখিও মনে

অনেক স্থলে আলাওল নিজেব বচনা কিছু কিছু যোগ কবিযাছেন এগুলি প্রাযই মূল কাহিনীব পক্ষে অবান্তব। যেমন, "কাকুনুচ পক্ষীব বযান," সিংহলবাজ কতৃক বত্নসেনেব পবীক্ষা, ইত্যাদি। আলাওলেব কাব্যেব এইকপ মৌলিক অংশেব দুই-এক স্থানে তাঁহাব সঙ্গীতবিদ্যা ও নাট্যকলা জ্ঞানেব বিশেষ পবিচয আছে সিংহল-বাজসভায বত্নসেনেব বিচাব প্রসঙ্গে সঙ্গীতদামোদবেব ও সঙ্গীতদর্পণে। মত উল্লেখ কবিযা আলাওল বিনয প্রকাশ কবিযাছেন।

ভাববস পুস্তকেব কথা প্রচাবিতে
পুস্তক বিশাল হয না পাবি কহিতে
না কহিলে দোষ হয কৈতে বাসি ডব
তে কাবণে কহি কথা সুধীব গোচব।

বত্নসেনেব সভায নটীনৃত্য-বর্ণনাব প্রসঙ্গে আলাওল বলিযাছেন,

কহিতে নৃত্যেব কথা বহুল বাডএ পোথা
না কহিলে শাস্ত নহে মনে
অল্প না কহি যবে বলিব পণ্ডিত সবে
এই কবি সঙ্গীত না জানে

আলাওলেব ছাপা সংস্কবণেব শেষটুকুতে, অর্থাৎ "গোবা-বাদল-যুদ্ধ খণ্ড" হইতে কাহিনীর বাকি অংশে, জাযসীব কাব্যেব সঙ্গে বিস্তব পার্থক্য দেখা যায়।[৪৩] এই অংশটুকু

আলাওলেব বচনা নয, পববর্তী কালেব—সম্ভবত প্রথম ছাপাব সময়েব সংযোজন। (আলাওলেব পদ্মাবতীব কাব্যেব কোন সম্পূর্ণ ও প্রাচীন পুথি পাওযা যায়নাই।)এই শেষ অংশেব বচনা দুর্বল ও অক্ষম। ইহা আলাওলেব লেখা হইতে পাবে না, কেননা আলাওল যে জাযসীব কাহিনী আদ্যন্ত অনুসবণ কবিযাছিলেন তা তিনি গ্রন্থাবম্ভে স্পষ্ট কবিযা "অনুবাদ"এ বলিযাছেন।

তাঁহাব কাব্যেব উপসংহাবে জাযসী পদ্মাবতী-কাহিনীব আধ্যাত্মিক রূপকশাঁসটুকু ভাঙ্গিযা দিযাছেন। চৌদ্দ ভুবনেব সব কিছুই মানুষেব সম্পর্কে ঘটে। চিতোব হইল মানবদেহ, বাজা বত্নসেন মন, সিংহল হৃদয,পদ্মাবতী (পদ্মিনী) বুদ্ধি, শুক পথনির্দেশকাবী গুরু, বত্নসেনেব বড বানী নাগবতী দুনিযা-ধান্ধা, বাঘব-চেতন শযতান, সুলতান আলাউদ্দীন মাযা। —এই বলিযা জাযসী বলিতেছেন,

প্রেম-কথা এহি ভাঁতি বিচাবহু
বুঝি লেহু, জৌ বুঝৈ পাবহু।

আলাওল সূফী সাধক ছিলেন, সুতবাং তিনি যে এই রূপকটীকাটুকু ইচ্ছা কবিযা বাদ দিবেন বলিযা মনে হয না। সুতবাং হয পদ্মাবতীপাঁচালীব লুপ্তশেষাংশে ইহা ছিল নয আলাওলেব বচনা সম্পূর্ণ হয নাই।

পদ্মাবতীব মধ্যে স্থানে স্থানে আলাওল সূফী প্রেম-সাধনাব সম্বন্ধে গভীব ও বসগভ উক্তি কবিযাছেন। ইহাতে আলাওলেব অনুবাদ যেন মূলেব অতিবিক্ত মূল্য পাইযাছে। যেমন

প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে বস
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হস্তে বশ।
যাব হৃদে জন্মিলেক প্রেমেব অঙ্কুব
মুক্তিপদ পাইলে সে সবাব ঠাকুব।
প্রেম হস্তে জনমে বিবহ তিন অক্ষব
পঞ্চাক্ষবে বিবহিণী লক্ষ্য পঞ্চশব
যাব ঘটে বিবহেব জ্যোতি প্রকাশিল
সুখদুঃখ প্রতি তাব আপদ তবিল।
বিবহ অনলে যাব দহিল পবাণ
পিতল আঙ্গটি কবে হেম দবশন
যাহাব বচনে হয বিবহেব মাযা
কিবা তাব রূপবেখা কিবা তাব কাযা।
আন বেশ বাহিবে বিবহ অভ্যন্তব
গোপনে মাণিক্য যেন ধূলির ভিতব।

আক্ষবিক অনুবাদেও আলাওল অনেক সময জাযসীকে ছাড়াইযা গিযাছেন যেমন,

মবণেত মুক্তি হেন যাব মনে বাসে
শাল দেখি সেই চোব খলখল হাসে
প্রেমপন্থে চলি যদি অন্ত নাহি পায
সেই পন্থে ভাবকেব মবণ জুযায।

কোন কোন স্থানে যোগমার্গে আলাওলেব বিশেষ জ্ঞানেব পবিচয আছে যেমন,

উড়িয়ান-বন্ধ কটি-পবন কৌপীন
অনাহত শব্দ মধ্যে মন কৈল লীন
তথাত কুণ্ডলী দেবী আছে নিদ্রাবত
সর্পরূপ ধবি বহে সুষুম্নাব পথ।
অধোমুখে চন্দ্র তথা অমিযা ববিষে
ঊর্ধ্বমুখী হইযা কুণ্ডলী সব চোষে
দবশন নহে পুনি শক্তি আব শিব
এই সে কাবণে মবে সংসাবেব জীব।
বিচাবি কহিলে সব যোগেব লক্ষণ
পুস্তক বিশাল হয শুন মহাজন।

পদ্মাবতীতে এগাবোটি পদ আছে। এগুলি আলাওলেব নিজস্ব। ইহাব অন্য গ্রন্থেও দুই একটি কবিযা পদ পাওযা যায়। আলাওলেব পদাবলীতে বৈষ্ণব-কবিব আন্তবিকতা কতটা ফুটিযাছে তাহা দেখাইবাব জন্য একটি এখানে উদ্ধৃত কবিলাম।[৪৪]

॥ বাগ কহু ॥

আহা মোব বিদবে পবাণ
জাগিতে স্বপনে দেখি ভ্রমে নাহি আন
কি জানি লিখিছে বিধি এ পাপ-কবমে
পাইযা পবশমণি হাবাইনু ভ্রমে
সেই সব মনেব দুঃখ কাহাকে কহিব
বাথিত বান্ধবকুল স্মবিতে মবিব
যুগেব অধিক যায দুঃখে নিশি দিন
কেমনে সহিব প্রাণে জল বিনে মীন
কি লাগি দাকণ জীউ আছে মোব ঘটে
কঠিন পাষাণ হযা এ দুঃখে না ফাটে
মহন্ত সৈযদ মুসা জ্ঞানেতে কুশল
বিবহবেদন গাতে হীন আলাওল ॥

আলাওলের বচনায আববী-ফাবসী শব্দেব ব্যবহাব অত্যন্ত অল্প জাযসীব মতো আলাওলও দেশী শব্দ পাইলে বিদেশী শব্দ ব্যবহাব কবেন নাই। দুইজনেই "বেহশত" না লিখিযা "কবিলাস" (অর্থাৎ কৈলাস) লিখিযাছেন। জাযসী সর্বত্র "কোবান" স্থলে "পুবাণ" বলিয়াছেন। আলাওলে "কোবান" পাই বটে, কিন্তু মনে হয ইহা প্রকাশকেব বা সম্পাদকেব পরিবর্তন, আলাওল সম্ভবত 'পুবাণ'ই লিখিয়াছিলেন। জাযসীর কাব্যে বামাযণ-মহাভাবত-ভাগবত কাহিনীব উল্লেখ অনেকবাব পাই। আলাওলও তাহা করিয়াছেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ-গোবক্ষনাথ ও গোপীচন্দ্র-ময়নাবতী কাহিনীর ইঙ্গিত উভয কবিই করিয়াছেন। আলাওলে উপবন্ধ বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীব উল্লেখ আছে।[৪৫]

পদ্মাবতী আলাওলেব প্রধান বচনা। বচনা-সমাপ্তিকাল আনুমানিক ১৬৫৯ অব্দ। মুদ্রিত গ্রন্থের আবর্জনা সবাইযা বচনাভঙ্গিব স্বাচ্ছন্দ্য ও সরসতা বিচার করিলে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা কাব্যেব অবস্থা স্মবণ করিলে আলাওলেব এই উক্তি আতিশয্যপূর্ণ ও অহঙ্কারদুষ্ট বোধ হইবে না

হীন আলাওল বাণী সুরস-পয়ারখানি
পদে পদে অমৃত সিঞ্চন।

পদ্মাবতী রচনা করিয়া আলাওল মাগন-ঠাকুরের অনুরোধে আর একটি কাব্য রচনায় হাত দিয়াছিলেন,—'সয়ফুলমুলুক (ছয়ফুল-মুল্লুক) বদিওজ্জামাল' (অর্থাৎ 'সৈফু-ল্-মলুক বদিউ-জ্-জমাল')। আলাওল গ্রন্থারম্ভে কাব্যরচনার উপলক্ষ্য বর্ণনা করিয়াছেন। থদো-মিন্‌তারের মৃত্যুর পর রোসাঙ্গ-রাজ্য তাঁহার কন্যা ও পুত্র দুইজনে মিলিয়া শাসন করিতে থাকেন। মাগন-ঠাকুর ছিলেন রাজকন্যা ও মুখ্য-পাটেশ্বরী "যশস্বিনী"র পালিত পুত্র এবং প্রধান অমাত্য। আর রাজপুত্র ও রাজা থিরি-সান্দ-থুথম্মার প্রধান অমাত্য ছিলেন সিদ্দিক-বংশীয় সেখ সুলেমান ("ছোলেমান")। হিন্দু (?) মাগন ও মুসলমান সুলেমানের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। দুইজনেই ছিলেন খোন্দকার পীর মাসুম-শাহার অনুগত। মাসুম-শাহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সৈয়দ মুস্তাফাকে উভয়ে গুরুবৎ মান্য করিতেন। সুলেমান একদিন এক বৃহৎ ভোজের আয়োজন করেন। তাহাতে মাগন-ঠাকুর সৈয়দ মুস্তাফা এবং "আর বহু আলিম রসিক গুণবান" নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যথোচিত ভোজন ও কস্তুরীচন্দন বিলেপন আদির পর "বঙ্গে ঢঙ্গে রস কথা" হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মাগন-ঠাকুর গুরুপুত্র মুস্তাফাকে বলিলেন,

নানা রস বিচারে রজনি গেল আধা
পুরাণপ্রসঙ্গ এক কহ সৈয়দ-জাদা।

মুস্তাফা তখন সৈফুল-মুলুকের গল্পটি বলিলেন। (গল্পটি আরব্য-উপন্যাসে আছে। মাগন ও আলাওল কোন্ ফারসী গ্রন্থে পাইয়াছিলেন তাহা জানি না।) শুনিয়া প্রীত হইয়া মাগন আলাওলকে অনুরোধ করিলেন,

সকলে না বুঝে এহো ফারসীর ভাব
পয়ারপ্রবন্ধে রচ এই পরস্তাব।

আলাওল বলিতেছেন, কি করি

যার আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য লঙ্ঘিলে হয় পাপ
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা দুই মতে বাপ।
তাহান আদেশ-মাল্য ধরি শির-আগে
অঙ্গীকার করিল রচিতে পঞ্চবাণে।

বইটির দুই তৃতীয়াংশ রচনার পর মাগন-ঠাকুরের মৃত্যু হইল। লেখাও বন্ধ হইয়া গেল। তাহার পর আলাওলের জীবনে দারুণ দুর্বিপাক আসিল। কুচক্রীর চক্রান্তে তিনি সর্বস্বান্ত হইয়া কারাগারে পড়িলেন। মুক্তি পাইবার পরও তাঁহার দুর্ভোগ ঘুচিল না। অবশেষে তিনি "নৃপতির মুখ্যপাত্র" সৈয়দ মুসার নজরে আসিলেন। তখন হইতে তাঁহার সাংসারিক দুঃখের অবসান হইল। তবে তাঁহার শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সৈয়দ মুসার অনুরোধে দীর্ঘ নয় বৎসর পরে আলাওল সৈফু-ল-মুলুক বদিউ-জ্-জমাল[৪৬] কাব্য সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। আলাওল লিখিয়াছেন,

রোসাঙ্গের রাজপুত্র শ্রীযুত মাগন
ছয়ফল-মুলুক গ্রন্থ করাল্য রচন।
সমাপ্ত না হইতে গ্রন্থ তিনি পরলোক

কতকাল মনেতে আছিল মহাশোক ।·
এহি-মতে বহি গেল নবম বৎসব
খণ্ডবাক্য পুস্তক বহিল মনোহব ।
ছৈযদ মুছা নামে পুরুষ মহন্ত
অভিন্ন মদন রূপ মহাগুণবন্ত
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ সাহসপ্রমাণ
নৃপতি-বিষযদাব সবার কল্যাণ ।
আমি বৃদ্ধ ফকিবেবে অতি বহুতব
তালিব আলিম বলি কবেন্ত আদব ।·
একদিন ডাকি আম' তাহান আলয
যতন কবিযা বহু কহিল মহাশয় ।
পুস্তকেব আজ্ঞাকাবী শ্রীযুত মাগন
আছিল তোমাব শিষ্য মোব বন্ধুজন ।
খণ্ডবাক্য রহিল পুস্তক মনোহর
সমাপ্ত হইলে বস হয় বহুতর ।
আমাব গৌবব মান তাহান বচন
শান্তি কবি তোষ যত পাঠকেব মন ।

এড়াইবার অনেক চেষ্টা করিয়া শেষে আলাওল বলিলেন,

বৃদ্ধকালে গ্রন্থকার্য না হয উচিত ।
বচিনু পুস্তক [আমি] নানা আলাজালা
বৃদ্ধকালে ঈশ্বরভাবেতে বৈলে ভালা ।
বিশেষ অস্থানে পড়ি চিন্তাযুক্ত মন
অসার্থক ভিক্ষাবৃত্তি যাহাব জীবন ।
হেনকালে কষ্টকর্ম আদেশ করহ
বিফলতা আমাব মনেতে না ভাবহ ।

শুনিয়া সৈযদ মুসা কবির অভিমানে ঘা দিয়া বলিলেন,

অন্য জন নহ তুমি আলাওল গুণী ।
যাহার বচনে লোক পায় উপদেশ
তাহান মৌনতা যুক্ত না হয় বিশেষ ।···
তুমি না রচিলে খণ্ডবাক্য রসকথা
এরূপ রচিতে আর কেবা আছে হেথা ।
তিন-মতে কাব্য সাঙ্গ করিতে উচিত
প্রথমে মাগন মিষ্ট বচন বিদিত ।
দ্বিতীয়ে কুমাররাজ রহিল বন্ধনে
পড়িলে পুস্তক দুঃখ উপজয় মনে ।
তৃতীয়ে আমার প্রেম রাখিতে জুয়ায়
এড়াইতে নারিবা রচিবা সর্বথায় ।

অগত্যা আলাওল রাজি হইলেন । তবে সত্যসত্যই তাঁহার লেখনীতে আগের মত ধার ও

ভার আর ছিল না। কাব্যের শেষ অংশের রচনা প্রথম অংশের তুলনায় নিরেস। প্রথম অংশে ভনিতায় প্রায় সর্বত্র মাগনের উল্লেখ, দ্বিতীয় অংশে সৈয়দ মুসার।

গ্রন্থসমাপ্তির, অথবা পুরানো পুথির লিপিসমাপ্তির, বৎসর ছাপা বইয়ে দেওয়া আছে। মাগন-ঠাকুরের মৃত্যু হয় ১৬৫৯ সালে। সুতরাং কাব্যটি তাহার আগে আরম্ভ হইয়াছিল। সমাপ্ত হয় ১৬৬৯ সালের পরে। ছাপা বইয়ে যে শকাব্দ আছে তাহা অগ্রাহ্য কবিবার কারণ নাই।

কলা অব্দ হন্তে কহি শুন গুণীগণ
মৃগাঙ্গ গগন বস কবিযা স্থাপন।
অগ্রহাযণ শুক্লপক্ষ বার বৃহস্পতি
দিবা-অর্ধে লেখা হৈল ক্ষেম দোষ-মতি।[৪৭]

শেষবযসে লেখা বলিয়া উপসংহারে এই উক্তি.

যদি মোব কবিরসে সুখ লাগে মনে
আশীর্বাদ কব মোবে ফকিবি কারণে।
ঈশ্ববেতে মুক্তি মাগ আমাব লাগিয়া
পড়িও ফতেহা একমুষ্টি অন্ন খাইযা॥

দৌলৎ কাজীব কাব্যের এই সম্পূরণ-কাল হইল ১৬৫৯ (হিজবী ১০৭০, মঘী ১০২০)[৪৮], মাগনের মৃত্যুর অল্পকাল পবে।

সুলেমানেব নির্দেশে আলাওল তাঁহার চতুর্থ গ্রন্থ 'তোহফা',[৪৯] বচনা কবিযাছিলেন। বইটি ধর্মগ্রন্থ, ইউসুফ গদা রচিত ফাবসী গ্রন্থেব অনুবাদ। ফারসীতে বইটি লেখা হইয়াছিল ৭৯৫ হিজবীতে (১৩৯২-৯৩ অব্দে), আর আলাওল অনুবাদ কবিযাছিলেন ২৭৮ বৎসব পবে অর্থাৎ ১০৭৩ হিজরীতে (১৬৬৩-৬৪ অব্দে)।[৫০]

রচনাকাল.

সিন্ধু শত গ্রহ দশ সন বাণাধিক
বচিলা ইউসুফ গদা তোহফা মানিক।
দুইশত অষ্টোত্তব সত্তব বচিল
আলিমে পাইল মর্ম আমে না পাইল।

আলাওলের পঞ্চম বচনা হইতেছে 'সপ্ত পয়কব' (বা 'হপ্ত পযকব')।[৫১] ইহা শাহ্ শুজাব রোসাঙ্গে আগমনেব পরে এবং তাঁহার হত্যার পূর্বে আর সতী-ময়না শেষ কবিবাব পবেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সুতরাং রচনা-সমাপ্তিকাল মোটামুটি ১৬৬০ অব্দ ধবিতে পারি। কারণ ইহাতে শুজার আগমনের উল্লেখ মাত্র আছে, "দিল্লীশ্ববংশ আসি যাহার শরণে পশি তার সম কাহাব মহিমা।"

নিজামীর রচিত ফারসী কাব্য 'হপ্ত পৈকর' আলাওলেব উপজীব্য। কাহিনীব সারাংশ এই।—নোমান নামক বাজার পুত্র বহ্‌রাম। জ্যোতিষীব কথায় রাজা পুত্রকে বিদেশে রাখিয়াছিলেন। রাজপুত্রের জন্য এক শিল্পী সাতরঙ্গের সাতটি "টঙ্গী" নির্মাণ কবেন। রাজপুত্র বিদেশে থাকা কালে রাজার মৃত্যু ঘটিলে মন্ত্রী সিংহাসন অধিকার কবিল। সংবাদ পাইয়া আসিয়া রাজপুত্র পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন এবং পার্শ্ববর্তী সাত রাজাকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সাত কন্যাকে বিবাহ করিলেন। সাত রাজমহিষী এক একটি টঙ্গীতে বাস

কবিতে লাগিলেন। ইহাদেব কাছে বহ্‌বাম স'ত দিনেব যে সাতটি গল্প শুনিযাছিলেন সেগুলিব সংগ্রহই সপ্ত-পযকব।

আলাওলেব ষষ্ঠ এবং শেষ বচনা 'সেকন্দব-নামা'।[৫১] এটিও নিজামীব লেখা ফাবসী কাব্য 'ইসকন্দবনামা'ব অনুবাদ। আলেকসান্দবেব বিজয-অভিযান সম্পর্কে যে-সব গল্প ইবানে গডিযা উঠিযাছিল তাহাবই কযেকটি হইতেছে এই কাব্যেব বিষয। সৈফুল্-মুলুক সমাপ্তিব দুই বৎসব পবে (১৬৭১) মজলিস নববাজেব নির্দেশে[৫২] আলাওল এই কাব্য লিখিতে আবম্ভ কবিযাছিলেন। মজলিস নববাজ সম্ভবত আবাকানেব কোন আমীব[৫৩] অথবা বাজমন্ত্রী ছিলেন। গ্রন্থবচনাব উপলক্ষ্য আলাওল এই ভাবে দিযাছেন,

শ্রীযুত মজলিস[৫৪] অতুল মহন্ত
মজলিস পাইযা যদি হইল শ্রীমন্ত
মধুব বচন মোব শুনিবাব সাধ
সাদবে আনিযা আমা দিলেক প্রসাদ।
অন্নে বস্ত্রে তুষিযা পোষেন্ত নিবন্তব
তান দানে সুষম শোধম বাজকব।
বহু গুণমন্ত আছে তাহান সভায
তথাপিও মোব বাব। মনে অতি ভায।
একদিন পবিপূর্ণ বাব মেহমানী
মহা মহা মোছলমান ভুঞ্জাইল আনি।

আহাবে ও গীতবাদ্যে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবা পবিতুষ্ট হইযা মজলিসকে ধন্য ধন্য কবিযা বলিতে লাগিল।

আনন্দেব স্থল মাত্র সোমাব সমীপ
মোছলমানি দীনে তুমি উজ্জ্বল প্রদীপ
মসজিদ পুষ্কণী দিযা কলা বহু কাম
স্বদেশে বিদেশে পুণ্য তোমা কীর্তিনাম।
হিন্দুজাতি নানা দুঃখ উপার্জয মাল
মছজেদ পুষ্কণী দেখ কতেক জাঙ্গাল।
সুজনে বাডায বৃত্তি অনুরূপ পুণ্য
অন্তকালে নাম বহে সেই মহাধন্য

শুনিযা মজলিস হাসিযা বলিলেন, মসজিদ পুষ্কণী কত দিন থাকিবে? যাহাদেব নাম কবির কাব্যে গাঁথা পডে তাহাবাই যথার্থ অমবত্ব লাভ কবে। তাহা ছাডা

মছজিদ পুষ্কণী নাম জ দেশে বহে
গ্রন্থকথা যথা তথা ভক্তিভাবে কহে।
গ্রন্থ পডি সকলেব দীপ্ত হয মন
নাম স্মবি মহিমা কবযে কত জন।

এই বলিযা তিনি আলাওলকে বলিলেন, "মোব নামে গ্রন্থ বচ কহিনু বিশেষ"। আলাওল বলিলেন,

সেকন্দব-নামা সম গ্রন্থ নাহি আব।

বসভাব-যুক্ত কথা নাহি ততোধিক
আলিম সবাব মন অমূল্য মানিক।
নেজামীব ঘোব বাক্য বুঝন কর্কশ
ভাঙ্গিযা কহিলে তাতে আছে বহু বস।

মজলিস বলিলেন, বেশ হইবে। কবি বলিতেছেন,

তবে আমি নিবেদিল হৈল বৃদ্ধকাল
বিশেষ বাজাব দায অধিক জঞ্জাল।
নীবস হইল অঙ্গ না প্রকাশে মতি—
তাহা শুনি মজলিস দযা হৈল অতি।
ভক্ষ্য বস্ত্র বাজদায নিযম কবিযা
আব নানাবিধি দানে মন সন্তোষিযা।
স্থিব কবি আমাবে কবিল অঙ্গীকাব
ভাঙ্গিযা বযাত-ছন্দ বচিতে পযায়।

বচনাব মধ্যে আলাওল সর্বত্র ভনিতায মজলিস নববাজেব নাম কবিযাছেন।[৫৫]

আলাওল আবও কযেকখানি গ্রন্থ বচনা কবিযাছিলেন বলিযা অনেকে মনে কবেন।[৫৬] কিন্তু সে অনুমান মাত্র॥

## ৫ "কোরেশী মাগন"-এর রচনা

"কোবেশী মাগন" ভনিতায 'চন্দ্রাবতী' কাব্যেব এক খণ্ডিত পুথি পাইযা মৌলবী আবদুল কবিম ও ডকটব এনামুল হক এই গ্রন্থেব লেখককে আলাওলেব আশ্রযদাতা বোসাঙ্গেব বাজামাত্য মাগন-ঠাকুব বলিযা মনে কবিযাছেন।[৫৭] মাগন-ঠাকুব মুসলমান ছিলেন বলিযা কোন প্রমাণ নাই। তখন কোন কোন হিন্দু মুসলমান-পীবেব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিতেন, মাগন-ঠাকুবও হযতো তাই কবিযাছিলেন। মাগন-ঠাকুবেব নাম তাঁহাব অ-মুসলমানত্বেব প্রকৃষ্ট প্রমাণ। (দেবতাব কাছে মাগিযা পাওযা বলিযা "মাগন", বাজপুত্র বলিযা "ঠাকুব"। তিনি যদি কোন কোবেশী আববেব বংশধব হইতেন তবে আলাওল নিশ্চযই তাহা উল্লেখ করিতে ভুলিতেন না। মাগন-ঠাকুব ছিলেন বোসাঙ্গেব বাজপুত্র, অতএব মগ। মগেবা পুবাপুরি হিন্দু না হোক মুসলমান ছিল না।

চন্দ্রাবতীব পুথি একে খণ্ডিত, তায় অবাচীন। সুতবাং বচনাবীতি ধবিযা কালনির্ণযেব উপায় নাই॥

## ৬ সৈয়দ সুলতানের রচনাবলী

চাটিগাঁয়ের অন্তর্গত পরাগলপুব-নিবাসী সৈযদ সুলতান[৫৮] কিছু পদাবলী এবং দুইটি মুসলমান-ধর্মনিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। 'জ্ঞানপ্রদীপ' (বা 'জ্ঞানচৌতিশা') তান্ত্রিক যোগবিষয়ক নিবন্ধ। 'নবীবংশ'এ সংস্কৃত (ও বাঙ্গালা ?) হরিবংশেব নাম অনুকৃত। ইহাতে মুসলমান-শাস্ত্র মতে সৃষ্টিতত্ত্ব, নবীদের আবির্ভাব ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। লেখক উদার দৃষ্টিতে হিন্দুশাস্ত্র দেখিয়া ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-কৃষ্ণকেও নবী বলিয়া মানিয়াছেন। নবীবংশের উপসংহার 'শবে মেয়েরাজ', লেখা হইয়াছিল ১০৬৪ ("দশ শত রস যুগে[৫৯] অব্দ

গোঙাইল") হিজরীতে অর্থাৎ ১৬৫৪-৫৫ অব্দে।

সৈয়দ সুলতানের দীক্ষাগুরু ছিলেন শাহা হোসেন, শিক্ষাগুরু শাহা মহম্মদ। গুরুর অনুগ্রহ সম্পর্কে এই উল্লেখ আছে,

গুরু শাহা হোছন শিরেত করু দিলা
যে কিছু করিলুম পাপ মুছিয়া পেলিলা
জ্ঞান দিয়া ধ্যানেত বৈসাইল কত দিন
নৈরাকার আকারেতে করাইল চিন।
তবে শাহা মোহাম্মদ সমুদ্রের তুল
একে একে মোরে যত শিখাইলা আমূল

সূফী ও যোগী সাধক সৈয়দ সুলতানের রহস্যময়ত্বের ও আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় তাঁহার পদাবলীতে পাওয়া যায়। কয়েকটি পদে চর্যা গীতির সঙ্কেতধ্বনি পাই যেমন

কাহে কাহে ধ্বনি বাগ বানায়া
দুনিআ ধান্ধা মায়া লাগায়া ধ্রু
তুহ্মি আহ্মার গুরুজী আহ্মি তোর চেল
তোর দরশন বিনু ফিরিএ একেল
শুন্যারে মাঝারেহোঁ তাঁর দুরে শিষা লাগে
ফিরি লাগে তাঁর কামানেরি আগে
নেরাকার চিড়িয়া রূপাকার বাটা
সখি রোও সবে সরে উরি গেও হ
কহে সুলতানে এ ঘর খাখারা
যাইব মনুষা সব ফানারা॥

সৈয়দ সুলতান নবীবংশে হিন্দু-শাস্ত্র কিভাবে কাজে লাগাইয়াছেন তাহার একটু নমুনা দিই।

নর সবে পাইবারে পাপপুণ্য ভেদ
চারি মহাজন স্থানে আইল চারি বেদ।
ঋকবেদ ব্রহ্মাত পাঠাইলা নৈরাকার
নর সবে সেইকালে জ্ঞান পাইবার।
তবে যদি বিষ্ণুর হইল উতপন
যজুবেদ তাহানে পাঠাইলা নিরঞ্জন

কৃষ্ণের এই রূপবর্ণনা পদটি চমৎকার,

কত কত মোহন মোহিনী জান। ধ্রু
কুটিলকুন্তল-ফান্দ বেড়িয়াছে মুখচান্দ
গোপীগণে বাড়াইতে আশ
যেহেন নির্মল শশী ঢাকিছে জলদে আসি
দেখা দিলে তিমির বিনাশ।
সুগন্ধি তিমির কেশ ধরিছে মোহন বেশ
মুখচান্দ বহিছে ছাপাএ
একবারে অনুপাম নিশি দিশি এক ঠাম

লক্ষিবাবে লক্ষণ ন-যাএ।
কিবা বাত্র কিবা দিন নহে রূপ ভিন্নাভিন
এ চান্দ সুকজ নহে তাব
সৈযদ সুলতানে কহু সেই সে আহ্মাব পহু
দেখা না দে বিদিত সভাব ॥

**৭ মহম্মদ খানের 'মুক্তাল-হোসেন'**

মহম্মদ খান বচিত 'মুক্তাল-হোসেন'[৬৫] (অর্থাৎ মকুতুল-হুসযন) কাববালাব যুদ্ধকাহিনী বিষযক আববী গ্রন্থেব ফাবসী অনুবাদেব বাঙ্গালা অনুবাদ। মুক্তাল-হোসেনেব প্রাচীনতম পুথিতে[৬৬] যে বচনাকালজ্ঞাপক অংশ পাওযা যাইতেছে তাহাব পাঠ অশুদ্ধ বলিযা সম্পূর্ণ অর্থবোধ হয না।

মুসলমানি তেবিখেব দশ শত ভেল
শতেব অর্ধেক পাছে ঋতু বহি গেল।
হিন্দুযানি তেবিখেব শুন বিববণ
বাণ বাহো সম অর্ধ আব বাণ শত।
বিংশ তিন দুন কবি চাহ দিযা দাঁধ
পাঞ্চালিকা পূর্ণ হৈল সে অব্দ অবধি
সুবগুরু শেষ নিদগ্ধ (গুরু) আগে
মিত্র হই কুমুদিনী প্রীতিবব মাগে।
হইযা নক্ষত্রবূপ উদি গেল শশী
দশাদগে প্রসন্ন পাতকী তম নাশি।
মাধবী মাসেব সপ্ত দিবস গইল
সেই বাত্রি পাঞ্চালিকা সমাপ্তি হইল

লেখকেব পিতা মুবাবিজ খান, জ্যেষ্ঠতাত বিবহিম খান, পিতামহ জালাল (বা জামাল) খান, প্রপিতামহ নসবৎ খান, গুরু শাহা সুলতান। গ্রন্থ শেষে মহম্মদ খান আত্মপবিচয দিযাছেন।

ভাবে ভবকল্পতরু মাহি আসোযাব
তান বংশে নসবৎ খান গুণসাব
তান সুত গুণযুত শ্রীযুত জালাল[৬৭]।
তান সুত অসীমমাহমা গুণবান
বান্ধবপালক পহু বিবহিম খান
তাহান অনুজ ধীব বূপে পঞ্চবাণ
সর্বশাস্ত্রে বিশাবদ মুবাবিজ-খান।
তান পুত্র অল্পজ্ঞান খান মহম্মদ
অল্পবুদ্ধি বিবচিল পাঞ্চালিকা-পদ।
মুক্তাল-হোসেন কথা অমৃতেব ধাব
শুন গুণিগণ মনে আনন্দ অপার।[৬৮]
আমিব হোসেন বংশে জন্ম গুণনিধি

সর্বশাস্ত্রে বিশারদ নববসোদধি।
শ্যাম নবজলধবসুন্দব শবীব
দানে কল্পতক যুধিষ্ঠিব সম স্থিব
সুন্দব অধিক মুখ কমললোচন
মন্দ মন্দ মন্দ হাসি অমৃত সমান।
শাহা সুলতান পীব কপাব সাগব
সেবকবৎসল প্রভু গুণে বত্নাকব।
তাহাব আদেশমাল্য শিবেতে ধবিযা
মহম্মদ খানে কহে পাঞ্চালী বচিযা

লেখক নিজ পিতৃকুল মাতৃকুল উভয় বংশেবই বিস্তৃত বিববণ দিযাছেন। চাটিগাঁয় মুসলমান অধিকাবেব ইতিহাসেব পক্ষে এই বিববণেব মূল্য আছে। মাতামহ-বংশেব বর্ণনা এইরূপ

কাযমনে প্রণাম কবিএ বাবে বাব
কদল-খান গাজী জান ভুবনেব সাব
বৃক্ষতলে বসিলেক কাফিবেব গণ
সেই বৃক্ষ ছেদি সবে কবিল নিধন।
হান এ মিত্রে বধিলেক চাটেশ্বরী
মুসলমান কৈল সব চাটিগ্রাম পুবী
তাহান প্রেমেব সখা অতি গুণবান
সএখ সফর্দিন পীব ত্রিভুবন-জান।

তাহাব পব শেখ সবফু-দ-দীনেব বংশপবম্পবা-- আলাম কাজী মীব কাজী, খান কাজী, পীব শেখ হামিদ, বাবা ফবীদ, পীব হামিদ আলাম, পীব নসীক-দ-দীন শাহ, পীব শকব। শকবেব কনিষ্ঠ আবদুল (বা আবেদিন) তাহাব (বা পীব) খান, যিনি

গৌবাঙ্গ কাঞ্চনকান্তি উচ্চ-নাসাদণ্ড
দীর্ঘবাহু হেমলতা স্ত্রিগ্ধে প্রচণ্ড।
গৌডবাজ অধিপতি যাকে প্রশংসিল
ভিক্ষুকজনেব পতি যাহাকে বুঝিল
চাটিগ্রাম-পতি জান নসবৎ-খান[৬৫]
আপনাব প্রিয সুতা দিল যাব স্থান।
বাব বাঙ্গালাব পতি ইশা খান হীন
দাক্ষণ কূলেব বাজা আদম সুধীব
স্নেহভাবে যাহাবে পূ ন্ত নিতি নিতি
যাহাব প্রশংসা কৈল মগধিব পতি।[৬৬]
তাহাব নন্দন শ্যামসুন্দব শবীব
পূর্ণিমাব চন্দ্র মুখ সবশাস্ত্রে ধীব।
কোবেশী বংশেব জান প্রসিদ্ধেব হেতু
মহাশয মাতামহ কুক জযকেতু।
ধবল গজেশ্বরে যাহাকে বাখানে

যাহা হন্তে পাইল পদ রোসাঙ্গির গণে।
শাহা মহাম্মদ পীব করম বন্দন
উদ্ধারহ মাতামহ পশিলুঁ শবণ।

মাতামহ ইশা-খানের সংবর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন, একথা সত্য হইলে কবি মহম্মদ-খান সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। তাহা হইলে কাব্যেব বচনাকাল ১০৫৬ হিজরী (১৬৪৫-৪৬ অব্দ) হওয়া সম্ভব ॥

টীকা

১ শ্রীধবের কাব্যেব পুথিব দুই-একটি মাত্র পাতা পাওযা গিযাছে। তাহাব উপব নিভব কবিযা এই আলোচনা। শ্রীধরের পোষ্টা পেবোজ-শাহা যে হোসেন-শাহাব নাতিই, সে সম্বন্ধে—সম্পূর্ণ পুথি না দেখিলে – স্থিবনিশ্চয কবা উচিত নয। হোসেন-শাহাব নাতি ফিবাজ-শাহা পিতা নসবৎ-শাহাব মৃত্যুব পবে অল্প কযেক মাসেব জন্য (১৫৩১ ৩২) সিংহাসনে বসিযাছিলেন।

২ বিদ্যাসুন্দব কাহিনী সপ্তদশ শতাব্দীব মুসলমান কবিদেব খুব পবিচিত ছিল। আলাওল কাহিনীব উল্লেখ কবিযাছেন।

৩ নামটি আসলে কি শাহ বাবিদ ?

৪ আবদুল কবিম সাহিত্যবিশাবদ লিখিত 'মুসলমান কবিব বিদ্যাসুন্দব প্রবন্ধ (ভাবতবর্ষ কার্তিক ১৩২৫ পৃ ৬৩৩ ৩৬) দ্রষ্টব্য।

৫ - জীব ঠাকুব ?

৬ অর্থাৎ তিন শিকদাবেব উপবিতন কর্মচাবী ?

৭ - কর্ণ।

৮ - বৃহস্পতি।

৯ পুথিতে অশুদ্ধভাবে লেখা শ্লোকগুলি যথাসম্ভব শুদ্ধ কবিযা দিলাম।

১০ প্রাপ্ত পাঠ, "সুন্দবেতি সমাখ্যাত"।

১১ = পণ্ডিতাঞি অর্থাৎ পণ্ডিতগিবি।

১২ অর্থাৎ,সূর্য অস্ত যাইতেছে।

১৩ অর্থাৎ,তোমাদেব নগবে একটি বাসা খুঁজিতেছি।

১৪ অর্থাৎ, মনে ভয় হইতেছে।

১৫ লক্ষ্য করি।

১৬ - উপেক্ষা কবিতে।

১৭ - ওগো মান্য নারী।

১৮ অর্থাৎ, তোমাকে বিদেশি যুবক বলিয়া বোধ হইতেছে।

১৯ = বাসা দিতে।

২০ অর্থাৎ, প্রত্যহ প্রজাদেব ঘবে খোঁজ নেয় (বা সার্চ কবে)।

২১ = তাহাকে ঠকাইয়া।

২২ হবিবি প্রেসে ও হামিদী প্রেসে (কলিকাতা) একাধিকবাব মুদ্রিত। শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদিত সংস্কবণ (সাহিত্য প্রকাশিকা প্রথম খণ্ড, বিশ্বভাবতী প্রকাশিত) দ্রষ্টব্য।

২৩ আবদুল কবিম অনেক আলোচনা কবিয়াছিলেন (সাহিত্য ১৩০৮ পৃ ৬৫৩ বা প্রা পৃ বি ১ ২ পৃ ৫৬)। আবদুল করিম ও এমানুল হক রচিত, 'আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' (১৯৩৫) দ্রষ্টব্য।

২৪ পাঠ "ছোপাইয়া"।

২৫ ঐ "সদনে"।

২৬ শ্রীযুক্ত অগরচন্দ নাহটা সম্পাদিত এবং হিন্দী বিদ্যাপীঠ কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৫৭)। বচনাটিব নাম 'মৈনা সত'। নামটি দুইভাগে নেওয়া যাইতে পারে। (১) ময়না সতী—এই অর্থ দৌলৎ কাজী লইয়াছিলেন, অথবা (২) ময়না-সত্য (

সতীত্ব)—এই মানে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি খেমদাস লইয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের নাম 'মৈনা কো সতু'। ভারতীয় সাহিত্য জুলাই ১৯৫৯ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর শাস্ত্রীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। সাধনের 'মৈনা সত' কাব্য আকারে খুব ছোট। সাধন ষোড়শ শতাব্দীর লোক ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়।

২৭ শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিত মোগলচিত্রের আমদানী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (প্রবাসী বৈশাখ ১৩২১ পৃ ৫০)।

২৮ পাঠ "ছাতন"। সাধনের পাঠ "সাতন" ("সাতন কুঁবর নগরকর ধূতূ" অর্থাৎ নগরের ধূর্ত সাতনকুমার)।

২৯ এইখান হইতে সাধনের প্রাচীনতম পুথিতে (সংবৎ ১৬৩৩) কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে

৩০ বা-প্রা-পু বি ১ ১ পৃ ১৩৭ ৬৮।

৩১ পাঠ "বোলে ছুবি"।

৩২ অর্থাৎ বিদগ্ধ নায়ক প্রাকৃত ছইল

৩৩ মূলে "দেও" সর্বত্র।

৩৪ অর্থাৎ কু জন কুচনী বা কুটনী

৩৫ সাধনের রচনায় "পিতু মানো জো লোবক আবৈ"

৩৬ পাঠ "কম্পয মোর"

৩৭ পিতা।

৩৮ "পুস্তকের আজ্ঞাকারী শ্রীযুত মাণন স্মাছিল তোমার শিষ্য মার বন্ধুজন" (সয়ফুল মুলুক ঢ স পৃ ১৭৭৫)। আলাওলের কাছে মাগন সঙ্গীত শিখিয়া থাকিবেন।

৩৯ প্রথম মুদ্রণ ১৮৬৯ হবিবি প্রেস নব পর্যায় তৃতীয় সংস্করণ ( ৩৫১)

৪০ বামচন্দ্র শুক্ল সম্পাদিত এবং কাশী নাগরী প্রচারণী সভা কর্তৃক প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ (১৮৫৩ সংবৎ)

৪১ "সৈয়দ অসবফ পীর পিয়ারা জেহি মাহি পন্থ দীন্হ ডাজিস্পা
গুরু মোহদী খেবক মৈঁ সেবা চলৈ উঁআইল জোহি কর খর (স্তুতি খণ্ড ১৮ ২০)

৪২ সা প প ৫০ পৃ ২৯ দ্রষ্টব্য

৪৩ শ্রীযুক্ত কালিদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ (কালকাটা রিভিউ অকটোবর ১৯৪০) দ্রষ্টব্য

৪৪ সয়ফুলমুলুক-বদিওজ্জমাল পৃ ২৫৩ ৫৪

৪৫ "সুবাঙ্গর পন্থে কিবা আইল সুন্দর"

৪৬ হাবিবি প্রেসে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণ (১৩৩১। প্রথম । মুদ্রণ ১৮৬৮

৪৭ মৃগাঙ্ক চাঁদের ষোল কলা ১৬ গগন ১ বস ৯ অর্থাৎ ১৬৯৪ অব্দে সমাপ্ত

৪৮ এইভাবে সতী ময়নার সমাপ্তিকাল জ্ঞাপন আছে
"সিন্ধু শূন্য দেখিয়া আপন দুই দিবে সুত কলর্ণনিধিবে লখিল বামাগ্রে।
মগধি সনের শুনহ বিবরণ যুগ শূন্য মধ্যে যুগ বসে মৃগাঙ্কন
সমাপ্ত হইল পাঞ্চালিকা অনুপাম

৪৯ আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত এবং সাহিত্য পত্রিকা প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (ঢাকা ১৩৬৪) প্রকাশিত (পৃ ১১৮ ১৯৪)।

৫০ হবিবি প্রেসে মুদ্রিত।

৫১ দারা সেকন্দরনামা নামে প্রথম মুদ্রণ গোলাম মওলা ও হামিদুল্লাহ কর্তৃক (১২৭৫ সাল) দ্বিতীয় সংস্করণ গোলাম মওলা কর্তৃক (১২৯৮ সাল) নব পর্যায় দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৩৪ সাল)।

৫২ এই মতে একাদশ অব্দ বহি গেল পুনর্বপি ভাগ্যোদয় প্রকাশিত হৈল

৫৩ মজলিস নববাজের দানে আলাওল বাজকর শোধ করিয়াছিলেন সতরাং মজলিস রাজা ছিলেন না

৫৪ "নববাজ" হইবে ?

৫৫ যেমন
মজলিস মণি নববাজ গুণী যশপূর্ণ ভূমণ্ডলে
তাহান আর্বাত মধুর ভারতী কহে হীন আলাওলে ॥

৫৬ আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য পৃ ৩১ ৩২ ২২৯ ৭৩।

৫৭ সা প প ৩৩ পৃ ৭০ আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য পৃ ৪৯ সাহিত্য পত্রিকা ১ ২ পৃ ১১৩ ১১৭।

৫৮ সা প প ৪১ পৃ ৩৮ ৫৫। পুথি পরিচিতি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সঙ্কলিত ও আলআমিন শরীফ সম্পাদিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৫৮) পৃ ২৪৮ ৬০।

৫৯ পাঠ "জোগে"। যুগ অর্থে ২ বুঝাইতে পারে তাহা হইলে ১৫৬২ ( ১৬৫২ ৫৩) হইবে।

৬০ বা-প্রা-পু বি ১ ১ পৃ ৭১ ১৫৭ ৬১ ১৭৯ ৮০৪ ঐ ১ ২ পৃ ৯৮।

৬১ লিপিকাল মঘী ১১১৮ সাল (- ১৭৫৭)।
৬২ বা-প্রা পু-বি ১ ১ পৃ ১৬১।
৬৩ পাঠান্তর "জামাল"।
৬৪ বা-প্রা-পু-বি ১ ১ পৃ ১৭৯।
৬৫ ইনি পবাগল খানেব পুত্র এবং কবি শ্রীকব নন্দীব পোষ্টা "ছুটি খান" নহেন।
৬৬ অর্থাৎ আরাকানেব বাজা।
৬৭ আরাকানেব বাজাদেব বিশিষ্ট বিরুদ।

# দশম পরিচ্ছেদ
# অষ্টাদশ শতাব্দী

## ১ দেশের অবস্থা

ষোড়শ শতাব্দীর মতো, এমন কি তাহারও বাড়া, বাঙ্গালা দেশে পালাবদলের কাল ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পাঠান রাজত্বের অবসান হয় এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা দেশের বাসিন্দাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার অনেকখানি চলিয়া যায়। সে রাষ্ট্রীয় অধিকার এখনকার দিনের ভোটাভুটি নির্বাচনের অধিকার নয়। সে হইল রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থায় নিয়োগ-অধিকার। মোগল শাসনে নূতন জমিদার ও জমিদারঘরের সৃষ্টি হইল এবং ইঁহাদের সঙ্গে প্রজার অর্থাৎ সাধারণ লোকের দূরত্ব ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। হোসেন-শাহী বংশের অবনতির সময় হইতে দেশের বাণিজ্যিক অবস্থা তাড়াতাড়ি পড়িয়া আসিতেছিল। তাহার পূর্ব হইতে বহির্বাণিজ্য বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত হইয়াছিল। এখন ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিদেশী বণিকের অনুপ্রবেশ দ্রুত ঘটিতে লাগিল। তাহার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সাধারণ বাঙ্গালী বিশেষ করিয়া ভূমিউপজীবী হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণের মর্যাদা আরও বাড়িতে থাকে বটে কিন্তু রাঢ়ীয় কুলীনগিরির দরুন বহু বিবাহের ফলে কুলীন ব্রাহ্মণের সংখ্যা আরও দ্রুত বাড়িতে লাগিল। যজন-যাজন, অধ্যাপন ও গুরুগিরি ছাড়া তাঁহাদের আর কোনও বৃত্তির সুযোগ না থাকায় ব্রাহ্মণদের আর্থিক অবস্থা দিন দিন হীন হইয়া পড়িতেছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতি, যাঁহারা চাকরি ও কায়িক শ্রম হীনকর্ম মনে করিতেন না আর যাঁহারা জমি চষিতেন, তাঁহাদের অবস্থা তেমন খারাপ হয় নাই। সংসার চালাইতে গৃহস্থ বাঙ্গালীর কোন দিনই নগদ টাকাকড়ির দরকার হয় নাই। মোটামুটি চাষের জমি হইতেই ভাত-কাপড়ের সংস্থান হইত। মুশকিল হইত অজন্মা ঘটিলে। তবুও সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অজন্মাজনিত দুর্ভিক্ষ খুব ঘনঘন হইত বলিয়া মনে হয় না।

মোটের উপর বলা যায় যে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে সাধারণ বাঙ্গালী—ডাকা-বৃত্তির আশ্রয় না লইলে—সহসা সম্পন্ন অথবা ঐশ্বর্যবান্ হইতে পারে নাই। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশী বণিকের সঙ্গে কারবার করিয়া ভাগীরথীর তীরবর্তী

স্থানে কিছু সংখ্যক লোক বেশ ধনবান্ হইয়াছিল। ইহাদের সংখ্যা ধীরে বাড়িয়া চলিল। ইহাদের কারবারের স্থানগুলি—অর্থাৎ কাশিমবাজার, হুগলী, চন্দননগর, কলিকাতা প্রভৃতি গঙ্গাতীরের বন্দরগুলি—জাঁকিয়া উঠিল।

আরংজেবের মৃত্যুর পর বাঙ্গালার সুবেদারি প্রায় স্বাধীন রাজত্বে পরিণত হইল। মুর্শিদকুলি-খান ও তাঁহার উত্তরাধিকারীরা মুর্শিদাবাদে নূতন নাগরিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিলেন। বিদেশী বণিকদের কারবার এই সময়ে খুব ফলাও হইতে থাকে এবং সেই সূত্রে নূতন ধনী-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। অনায়াসলব্ধ অপর্যাপ্ত অর্থ লাভ করিয়া এই নব জমিদার-ব্যবসায়ীরা ঢলিয়া-পড়া মোগল-সাম্রাজ্যের গোধূলিধূসর অস্তরাগের ও মেদমেদুর বিলাসব্যসনের অনুকরণের মোহে পড়িল। তাহার ফলে কিছুকালের মধ্যেই সমাজের উপরের স্তরে প্রাণহীন স্ফীতি ও বুদ্ধিহীন গতানুগতিকতা প্রকট হইয়া পড়িল। তবুও দেশে মোটামুটি শান্তি ছিল—বরগির হাঙ্গামার কথা বাদ দিলে— জনসাধারণের মধ্যে অন্নবস্ত্রের সঙ্কট দেখা দিলেও ব্যাপক দৈন্য ছিল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নবাব সুজাউ দ-দীনের সময়ে জৈন কবি নিহাল এ দেশে থাকিয়া গঙ্গাতীরবর্তী রাজধানীর ও ব্যবসায়কেন্দ্রের যে বর্ণনা দিয়াছিলেন তাঁহার বংগাল দেশকী গজল' কবিতায় তাহাতে দেশের বাণিজ্যস্থানের ঐশ্বর্য চিত্র প্রতিফলিত। নিহাল বলিয়াছেন, এখানে ভালো ভালো দেবমন্দির ও ধর্মশালা আছে, সুন্দর সুন্দর মসজিদ মিনার আছে। সে সব প্রাসাদে চমৎকার কারুকার্য। নানামতের অসংখ্য যতী যোগী ভক্ত প্রভৃতি নানা বেশে এখানে স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়ায়।[১] বালুচরে কাঁসার হাট বসে, অনেক রকম ভালো ভালো বাসন সেখানে বিক্রয় হয়। সেখানে বহুৎর তাঁতি বাস করে, তাহারা নানাবিধ বস্ত্র বুনে।[২] কাশিমবাজারে সয়দাবাদে ও খাগড়ায় অনেক লোকের বাস। সেখানে গুজরাটিরা থাকে। টুপিওয়ালা আরও বহু জাতি থাকে। যেমন—আরব, আর্মানী, ইংরেজ হারশী "হুবমজী" (অর্থাৎ অহুরমজদার উপাসক—পার্শী), ওলন্দাজ সীদী, ফরাসী, জার্মান এবং পাঠান-মোগল প্রভৃতি সওদাগর। সেখানে বিদেশী কুঠিয়াল কোম্পানীর লাখ কোটি টাকার জোর কারবার চলিতেছে।[৩] অনেক মহলযুক্ত বাগান-বাড়িতে কোম্পানী নানা বন্দরের মাল আমদানি-রপ্তানি করিতেছে। বিশেষ করিয়া চলিতেছে সর্বোত্তম রেশমের কারবার।[৪]

বাঙ্গালার ধনের ও আচারবিচারের প্রশংসা করিয়া জৈনধর্মাবলম্বী নিহাল তাঁহাদের হৃদয়হীনতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন (—সম্ভবত মৎস্যমাংসাশিতার জন্য)।

বসতে লোক বংগালীক
ঘর ঘর বাগ অরু বাড়ীক।
করতৈ বহুত নিয়মাচার
দিলমৈ দয়া নাঁহি লগার
সবহী নগরকে সির মোড়
দেখা খুব লসকর ঠোর।
জৈসা দিল্লীকা বাজার
তৈসা চৌক হৈ গুলজার।

তাহার পর নবাব "সুজাবর্দী মহমদ"-এর সুশাসনের প্রশংসা।

নাঁহি তুংতীয়া তোফান

নাঁহি জোব অক জুলম্যাঁন।
নাঁহি বাটমৈ বটপাব
নাঁহি চোব চেটকবাব।
পংখী চলৈ নিসদিন জাঁহি
কোউ বাত পুছে নাহি।
ইহবিধ বহৈ বেযত সুখী
দেখা কোউ নাঁহি দুখী।

শেষে দেশেব সীমান্ত তীর্থের প্রশংসা—গঙ্গা,ভাগীবথী, গঙ্গাসাগব, পার্শ্বনাথ, বৈদ্যনাথ (ঝাডখণ্ডী মহাদেব), পঞ্চকোটে বঘুনাথ এবং উডিষ্যায় জগন্নাথ।

যাবো দেস বংগাল খুব হৈ বৈ জিহাঁ বহত ভাগীবথী আপ গংগা
জিহাঁ সিথব-সমেত পব নাথ পাবস প্রভু ঝাডখংডী মহাদেব চংগা।
নগর পচেট মৈঁ বঘুনাথ কা বডা স্থান হৈ গংগাসাগব সুসংগা
দেস উডীস জগনাথ অক বা কুংডকে স্নাত সুধ হোত অংগা॥

## ২ ভাষায় পরিবর্তন

বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ষোডশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে লেখাপডার—অর্থাৎ বাঙ্গালা লেখাপড়ার—চর্চা বাডিতে থাকে। পদাবলীব ও অন্যান্য বৈষ্ণবনিবন্ধের অনুসবণে বচনার সংখ্যা অষ্টাদশ শতাব্দীতে গণনাতীত হইয়াছিল বলিলে বেশি বলা হয না॥ বাঙ্গালায রচনা সহজ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সাহিত্যের অথবা ভাষাব শক্তিবৃদ্ধি না হইয়া অনুকরণের জঞ্জালই স্তূপীকৃত হইতেছিল। তবে দুই-একজন শক্তিশালী লেখক—যেমন রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ভাবতচন্দ্র বায় এবং কযেকজন ধর্মমঙ্গল-বচযিতা—কথ্য অথবা বিদেশী (ফাবসী) ভাষা হইতে শব্দগ্রহণ কবিয়া—সাহিত্যে বৈচিত্র্য ও ভাষায় শক্তি বৃদ্ধি করিযাছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতেই বৈষ্ণব-সাধকেবা খুব ছোট ছোট নিবন্ধে প্রশ্নোত্তরময় ছোট ছোট গদ্য বাক্য ব্যবহার কবিয়াছিলেন এবং শতাব্দীর শেষেব দিকে পোর্তুগীজ ও বাঙ্গালা-ভাষী রোমান ক্যাথলিক পাদরিবাও গদ্যে এই ধরনের পুস্তিকা কিছু রচনা কারিয়াছিলেন। বৈষ্ণব লেখকেবা খ্রীস্টান লেখকদের দ্বাবা অনুপ্রাণিত হন নাই। খুব সম্ভব তাঁহারা নাথ-যোগীদের কড়চা-গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৃতিত্ব শুধু ছড়ার বদলে ভাঙ্গা গদ্যের ব্যবহারে। বৈষ্ণবদেব এই অস্ফুট গদ্যরচনাপ্রচেষ্টা ফলপরিণতি পায় নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই বাঙ্গালা গদ্যের সাধুবীতি উদ্‌গত হইবার লক্ষণ প্রকট করিযাছিল। সংস্কৃত বিদ্যা ও তদাশ্রিত বিশেষ বিশেষ বৃত্তি—যেমন স্মৃতি, বৈদ্যক, জ্যোতিষ—অল্পজ্ঞানের অধিকারে সহজে আনিয়া দিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা গদ্যে বিবিধ সংস্কৃত নিবন্ধের ভাবগত (ক্বচিৎ আক্ষরিক) সংক্ষিপ্ত অনুবাদ হইতে থাকে।[৫] ইংরেজ অধিকার শুরু হইলে এমনি অনুবাদ রীতির মধ্য দিয়াই ছাপার অক্ষরে বাঙ্গালা গদ্যের সাহিত্যরঙ্গপ্রবেশ ঘটিয়াছিল॥

### ৩ সাহিত্যে দ্বিধাবা পুবাতন ও নূতন

সপ্তদশ শতাব্দীব বচনাব জেব পূর্ণমাত্রায অষ্টাদশ শতাব্দীতে, এবং তাব পবেও কিছুদিন চলিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ কবিযা দক্ষিণবাঢে,ধর্মমঙ্গল-কাহিনীব খুব সমাদব ছিল। একাধিক শক্তিশালী কবি ধর্মমঙ্গল লিখিযাছিলেন। ভাগীবথী তীববর্তী নাগবিক সমাজে বিদ্যাসুন্দবেব প্রণযকাহিনী শ্রোতাদেব আগ্রহ জাগাইতেছিল। কযেকটি নূতন ব্রতকথা-ধবনেব ছোট দেবদেবীমাহাত্ম্য বচনা এই শতাব্দীতে প্রথম দেখা দিযাছিল। তাহাব মধ্যে প্রধান হইতেছে সত্যনাবাযণ-পাঁচালী। এসব বচনাব সাহিত্যমূল্য যৎকিঞ্চিৎ, অথবা নাইই।

শৈবযোগীদেব সম্প্রদায-পবম্পবাগত ছডা ও গাথা এই শতাব্দীতে সংহিতাআকাব পাইল। পুবানো বাঙ্গালা সাহিত্যেব একটি বিশিষ্ট বস্তু—ময়নাবতী-গোপীচন্দ্রেব এপিক কাহিনী—এই শতাব্দী হইতেই দীর্ঘ গাথায অথবা নাটগীতিতে পাওযা যাইতেছে।

পদাবলীব ও কৃষ্ণলীলা কাব্যেব ধাবায কিছুমাত্র ভাটা পডে নাই। তবে নূতন বেগেব সঞ্চাবও কিছু হয নাই এবিষযে শতাব্দীব উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হইল পদাবলী সঙ্কলন পদামৃতসমুদ্র-পদকল্পতকব মতো সংহিতাই বৈষ্ণবগীতিকাব্যকে পুবাপুবিভাবে বাঁচাইযা বাখিযাছিল।

নীতিগাথা ঐতিহাসিক গাথা এবং গণিতেব আর্যা প্রভৃতি দেবমাহাত্ম্য-নিবপেক্ষ ও আদিবসহীন লৌকিক বচনাব সূত্রপাত এই শতাব্দীতেই॥

### ৪ অন্য ভাষাব প্রভাব

এই সমযে ফাবসী ও ওডিযা ভাষা এবং নাগবী লিপি ভদ্র বাঙ্গালী সন্তানেব অন্যতম শিক্ষণীয বিষয ছিল, বিশেষ কবিযা কাযস্থেব পক্ষে। ব্রাহ্মণ ঘবেব উন্নতিকামী সন্তানও ফাবসী শিখিত। তাহাব উদাহবণ ভাবতচন্দ্র। সংস্কৃতেব সঙ্গে ফাবসী তুলাকপে অধিগত হইযাছিল বলিযাই ভাবতচন্দ্র গতানুগতিক সাহিত্যেব কিঞ্চিৎ মোড ফিবাইতে পাবিযাছিলেন। (তাঁহাব এক শত বৎসব পবে বহুভাষাবিদ ও বহুসাহিত্যবসিক মধুসূদনও সমধিক কৃতিত্বেব অধিকাবী হইযাছিলেন।)

বাঙ্গালীব লেখা হিন্দুস্থানী টুকবা বচনা সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম দেখা যায, তবে পুবা পদ এবং কবিতা এই শতাব্দীতেই পাইতেছি।

ব্যবহাবিক গদ্যনিবন্ধও এই শতাব্দী হইতে পাওযা যাইতেছে। বৈদ্যক, ন্যায ও স্মৃতি শাস্ত্রেব কডচা-ধবনেব নিবন্ধ কযেকখানি মিলিযাছে। বৈষ্ণবদেব কডচা তো আছেই।

ভাষাশিক্ষাব প্রযোজনে বিদেশী ধর্মপ্রচাবক ও বণিকেবা বাঙ্গালা শব্দকোষ সঙ্কলন কবিযাছিলেন এবং বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকবণ লিখিযাছিলেন। পোর্তুগীজ পাদবি মানোএল দা আস্‌সুম্‌প্‌সাম্‌ ১৭৩৪ অব্দে বাঙ্গালা ব্যাকবণ বচনা কবিযাছিলেন তাঁহাব মাতৃভাষায। বাঙ্গালা ভাষাব এই প্রথম ব্যাকবণখানি ছাপা হইযাছিল লিস্‌বন শহবে ১৭৪৩ অব্দে, বোমান অক্ষবে। এই গ্রন্থেব প্রথম চল্লিশ পৃষ্ঠা ব্যাকবণ, বাকি অংশ পোর্তুগীজ-বাঙ্গালা শব্দকোষ। খ্রীস্টান ধর্ম প্রচাবেব জন্য আস্‌সুম্‌প্‌সাম একটি পোর্তুগীজ নিবন্ধ বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদ কবিযাছিলেন 'ক্রেপাব শাস্ত্রেব অর্থ, ভেদ' (Crepar Xaxtrer Orth, bhed) নামে।

এটিও রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়াছিল ১৭৪৩ অব্দে লিসবন শহরে। পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য ॥

## ৫ বৈষ্ণব ধর্মের অনুকৃতি ও বিকৃতি

আধুনিক কালের খোলা হাওয়া অনেকদিন হইতেই বহিতে শুরু হইয়াছিল। সে হাওয়া শুধু যে ইউরোপীয় বণিকের পোতের পালে ঠেলা দিয়াই জানান দিয়াছিল তাহা নহে। মোগল-শাসনে যত না হোক বৈষ্ণবধর্মে খোলামেলা শিক্ষায় শাস্ত্রের বাঁধনও ব্রাহ্মণ-সমাজের কেন্দ্র হইতে অসন্নিকৃষ্ট ব্যক্তি ও গোষ্ঠীদের আর খুব দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া রাখিতে পারিল না। বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে গভীর অগভীর সম্পর্কযুক্ত এমন নানা উপাসক-সম্প্রদায় এই সময়ে দানা বাঁধিয়াছিল যেগুলির মধ্যে জাতি ও সমাজ নির্বিশেষে সমবেত উপাসনার রীতি স্বীকৃত হইয়াছিল।[৬] এমনি একটি সম্প্রদায় নাম "কর্তাভজা", পশ্চিমবঙ্গে –বিশেষ করিয়া কলিকাতা অঞ্চলে—অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিকালে অত্যন্ত প্রভাবশালী হইয়াছিল। সে প্রভাব ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারেও অননুভূত ছিল না।[৭] কর্তাভজায় ও অনুরূপ কোন কোন সম্প্রদায়ের ভাবনায় খ্রীস্টধর্মের প্রভাব যৎকিঞ্চিৎ পড়িয়াছিল।

সাহিত্যেও যে আধুনিকতার খোলা হাওয়ার হালকা ছোঁওয়া লাগে নাই তাহা নয়। সে হাওয়ার স্পর্শ যে লেখকেরা পাইয়াছিলেন তাঁহারা দেবদেবীর মঙ্গল-পাঞ্চালিকা লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের রচনায় পূর্বতন লেখকদের ভক্তিরস—অর্থাৎ দৃঢ় সরল আস্থা নাই, যেটুকু আছে তাহা অনেকটাই গতানুগতিক। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে শিবকে ও ব্যাসকে লইয়া যে কাণ্ড করিয়াছেন তাহাতে দোষ ধরিবার কিছু নাই বটে কিন্তু তাঁহার যে অনুভব তাহাতে প্রতিফলিত তাহা ভক্তের অথবা দৃঢ়বিশ্বাসীর নয় ভারতচন্দ্র যেন গল্প লিখিতেছেন। সে গল্পে অন্য রসের সঙ্গে ভাক্তরসও আছে, কিন্তু ভয়ভক্তিরস—অর্থাৎ দেবদেবীকে মানিবার মত আন্তর প্রেরণা —নাই 'দ্বিজ" রাধাকান্তের 'শ্যামার সঙ্গীত' এবং রামানন্দ যতীর 'চণ্ডীমঙ্গল' প্রসঙ্গে আরও দুই কবির "আধুনিক' মনোভাব পরে বিচার করিব ॥

টীকা

১ "আছু দেহরে পোষ্যাল সিবাঁকে ধাম অক ধুমশাল।
মহজ্জিদ মুনারে মকাম ক্যা ক্যা বনৈ এ কমঠান।
জোগী জতী নাথ মলেখ জংগম ভকত নানা ভেখ

২ "বালুচর কসেরা হাট বাসন বিকে বহুত সুবাট।
তাংতী লোক বহুতে ঘনে জামে বার চীবলী বুনে।"

৩ "বসতী কাসমাবাজার সৈদাবাদ খাগড়া সার।
রহতে লোক গুজরাতীক, টোপীবাল জেত্রী জাতীক।
আরব আরমনী আংগরেজ হুবসী হুবমজী উলান্দেজ

সীদী ফরাসীস আলেমান সৌদাগর মুর্গল পাঠান।
শেঠী কুংপনীকী জোর দমকে লাগে লাখ কিরোব।"

৪ "ক্যা ক্যা বনৈ হৈ কমঠান, বাডী বাগ মহিল মংডান।
ল্যাবে বংদবো কী চীজ, বেচৈ মাল কপনা বীঝ।
কবতে কোহুকা ব্যাপাব রেসম জিনস কবডা সাব।"

৫ পুরাণ পাঠক ও কথকেরা এই কাজ ভালো কবিয়া করিয়াছিলেন।

৬ পোর্তুগীজ পাদ্রিদের প্রবর্তিত খ্রীস্টান ধর্মেব প্রভাব অঞ্চলবিশেষে পডিযা থাকিতে পাবে, তবে সর্বত্র নয।

৭ যেমন খিদিবপুব ভূকৈলাসেব মহাবাজা জয়নাবায়ণ ঘোষাল।

# একাদশ পরিচ্ছেদ
# বিবিধ বৈষ্ণব-নিবন্ধ

## ১ কৃষ্ণলীলাকাব্য ও পালা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—অভিরামদাসের কৃষ্ণমঙ্গল, বলরামদাসের 'কৃষ্ণলীলামৃত'[১], "দ্বিজ" রমানাথের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'[২], গোপাল সিংহদেবের নামহীন কাব্য[৩], "কবিচন্দ্র" শঙ্কর চক্রবর্তীর 'গোবিন্দমঙ্গল' (বা ভাগবতামৃত')[৪], "দ্বিজ" মাধবেন্দ্রের 'ভাগবতসার'[৫], ঘনশ্যামদাসের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'[৬], "দ্বিজ" রামেশ্বরের 'গোবিন্দমঙ্গল', "দ্বিজ" প্রভুরামের 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'[৭] ইত্যাদি।

অভিরামদাস (কৌলিক পদবী দত্ত), জাতি কায়স্থ, ভাগবত অনুসরণে বর্ণনাময় কৃষ্ণলীলা কাব্য 'গোবিন্দবিজয়' লিখিয়াছিলেন।[৮] লেখক মল্লভূমনিবাসী ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। বইটি ভক্তিমান ও বিশ্বাসীর রচনা। অন্যথা বিশেষত্ব-বর্জিত। কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গলে অভিরামদাসের উদ্ধৃতি আছে। গোবিন্দবিজয় সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা হইতে পারে।

এক "দ্বিজ" রামেশ্বরের ভনিতায় বৃহৎ গোবিন্দবিজয়ের পুথি উত্তরবঙ্গে পাওয়া গিয়াছিল।[৯] এই রামেশ্বরকে শিবসঙ্কীর্তন রচয়িতা মনে করিবার কোন কারণ নাই। শেষ কয় ছত্র এই

এহেন মঙ্গল যেবা ভক্তি করি শুনে
তবে তারে ইষ্টদেব রাখিবে চরণে।
সপ্তম দিবসে গীত গায় গুণিজনা
বিভার স্বরূপ দিব ইহার দক্ষিণা।
সবাকারে দয়া কর ভক্ত বৎসল
সম্পূর্ণ হইল পুথি গোবিন্দমঙ্গল।
জন্মে জন্মে নারায়ণ না হইবে রাম
কহে দ্বিজ রামেশ্বর করিয়া প্রণাম॥

সিলেট অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে[১০],—গঙ্গারামের 'গোপালচরিত', রামদাসের 'শ্রীকৃষ্ণচরিত', সানন্দরাম দত্তের পুত্র শিবানন্দের শ্রীকৃষ্ণবিজয়', "বণিক" যুগলকিশোরের

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', মনোহর সেনের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' এবং রামানন্দ মিশ্রের 'রসতত্ত্ববিলাস'।

বলরামদাসের কৃষ্ণলীলামৃতে ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসৃত। প্রাপ্ত পুথিতে রাসো পরিচ্ছেদে কৃষ্ণের মথুরাগমন ও গোপীদের খেদ অবধি বর্ণিত। 'উদ্ধবসন্দেশ'[১১] এই গ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। ভনিতায় যে গদাধরের নাম আছে তিনি লেখকের গুরু হইবেন।[১২] গ্রন্থারম্ভে বিবেকী ও তাহার যে কাহিনীটুকু আছে তাহাতে লেখকের নিজ অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত বলিয়া মনে করি। তারা-নাম্নী পঞ্চালদেশীয়া গোপকন্যার প্রতি বলরাম যে পরিমাণ শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন তাহাতে এই অনুমান সমর্থিত হয়।

তারা বড় ভাগ্যবতী পুণ্যশীলা মহামতী
গোপকুলে যার উপাদান
নিবাস পাঞ্চালদেশে যাহার কৃপার লেশে
বলরাম দাস রস গান।

গ্রন্থারম্ভেই যে রচনাকাল আছে

অঙ্ক মুখ ভুজ অঙ্গ অশ্বিনীসহায[১৩]
এই পরিমাণে শকাব্দিত্য শক যায়।

তাহা হইতে কষ্টকল্পনায় (—অঙ্কমুখ - ৪, ভুজ ২, অঙ্গ ৬, অশ্বিনীসহায় অর্থাৎ ১—) ১৬২৪ শকাব্দ (১৭০২-০৩ অব্দ) পাওয়া যাইতে পারে।

"দ্বিজ" রমানাথের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে প্রধানত ভাগবতেরই অনুসরণ হইয়াছে, তবে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড কাহিনী বাদ যায় নাই। দানলীলার উপক্রম এইরূপ

রাধিকা বলেন সভে এক যুক্তি করি
পসরা সাজায়্যা কালি যাব মধুপুরী।
সভে মেলি গোবিন্দে ভেটির দান ছলে।
শ্রীকৃষ্ণবিজয় দ্বিজ রমানাথ বলে।
এইরূপে শিশু সঙ্গে রহিলেন গোষ্ঠে
আর রূপে গেলা কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে।
দান ছলে রহিলেন কদম্বের তলে
হোথা সে শ্রীমতী গিয়া সখী ডাকে বলে।
বিধাতা করিল যদি গোয়ালার জাতি
দধি দুগ্ধ বিকি-কিনি এই মোদের বৃত্তি।
আমি সে থাকিতে তুমি নিতি যাহ বিকে
অপযশ দেই মোরে মন্দ বলে লোকে
তুমি থাক ঠাকুরানী ঘরেতে বসিয়া
আমি ত যাইব আজি পসরা লইয়া।
মোহিনী-প্রবন্ধে গুরুজনেরে ভুলায়্যা
হরষিতে বর্ডায়েরে আনিল ডাকিয়া।

রচনায় চাতুর্যপ্রয়াস নাই, সারল্য আছে। যেমন, কৃষ্ণ বলরামের মথুরাগমনের উদ্যোগে যশোদার খেদে,

কি বোল বলিলে বাছা কৃষ্ণ বলরাম

কালিকার কথা বাছা আজি হইল আন।
অভাগিনী মাযে ছাড়ি যাবে কোথাকাবে
বুঝিলাম কাঙালিনী করিবে আমারে।
হিয়ার পুতুলী তুমি নযনেব তাবা
তিল-আধ না দেখিলে জীয়ন্তে হই মবা।
হাপুতীর বাছা তুমি আন্ধলাব নড়ি
নিধনের ধন তুমি কৃপণের কড়ি।
না যাহ না যাহ বাছা জননী ছাড়িয়া
তোমা না দেখিলে বুক যায বিদবিয়া।
ঘর বনবাস হব তোমাব বিহনে
গোকুল-নগব শূন্য হইল এত দিনে।
তোমা দোঁহাকারে আমি গলেতে বান্ধিয়া
নগবে নগবে ভিক্ষা খাইব মাগিযা॥

বিষ্ণুপুরেব বাজা গোপাল সিংহের (রাজ্যকাল ১৭১২-৪৮ অব্দ) ভনিতায় যে বচনাটি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে পুরাণের রীতিতে এবং গোস্বামী-গ্রন্থেব অনুসাবে রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণিত।[১৪] প্রথমে কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ, তাহাব পব বাধাব জন্মবৃত্তান্ত লইযা কাহিনীর সূত্রপাত। কাব্যটি কয়েকটি "পালা"য বিভক্ত। পুথি খণ্ডিত, সুতবাং কাহিনীব সমাপ্তি কোথায় বলা যায় না। ভনিতায় গোপাল সিংহের বিবিধ বিশেষণ থাকায় গ্রন্থটি কোন সভাসদের রচনা বলিতে হয়। যেমন,

শ্রীগুরুচৈতন্যপদ-ভজনচতুব
নবেন্দ্র গোপালসিংহ গাইলা মধুব।

গাইল গোপালসিংহ মল্লাবনীনাথ
শ্রীগুরুপদাববিন্দে কবি প্রণিপাত।

গোপাল সিংহেব সভাকবি (?) শঙ্কব চক্রবর্তী।"কবিচন্দ্র"[১৫] খণ্ডে খণ্ডে একটি সুবৃহৎ কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য বচনা কবিযাছিলেন। ইঁহাব গ্রন্থেব কোন কোন খণ্ড, বিশেষ কবিযা 'প্রহ্লাদচরিত্র', 'দাতা-কর্ণ', 'গুরু-দক্ষিণা', 'কপিলামঙ্গল' ইত্যাদি স্বতন্ত্র পাওযা যায। সমগ্র পুথি মিলে নাই।

শঙ্কবের পিতা মুনিবাম চক্রবর্তী, পুত্র কুঞ্জবিহাবী। নিবাস লেগোব (= নেগুয়া) নিকটবর্তী পানুয়া (আধুনিক পেনো) গ্রামে। এই তথ্য পাওযা যায ভনিতা হইতে।

চক্রবর্তী মুনিরাম অশেষ গুণেব ধাম তস্য পুত্র শ্রীকবি শঙ্কর[১৫]
চক্রবর্তী মুনিবাম অশেষ গুণেব ধাম তস্য সুত কবিচন্দ্রগায[১৫]।

দ্বিজ কবিচন্দ্র কয ভাবি বমাপতি
লেগোর দক্ষিণে ঘব পানুযায বসতি।[১৬]

শ্রীকবি শঙ্কব কয দূব কর ভব ভয তোমা বিনে অন্তে নাই গতি
কুঞ্জবেহাবীবে দযা দেহ ধর্ম পদছাযা মল্লভূমি পাল্লায বসতি।[১৭]

শঙ্কর কবিচন্দ্র সংক্ষিপ্ত রামায়ণ পাঁচালী লিখিয়াছিলেন গোপাল সিংহের পিতা রঘুনাথ সিংহের রাজ্যকালে (১৭০২-১২১৮ অব্দে)।[১৮] ভনিতা এইরূপ

রামায়ণে রামলীলা কবিচন্দ্রে গায়

দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় পানুয়ায় বসতি
রঘুনাথ সিংহের জয় কর রঘুপতি।

কবিচন্দ্রের অধ্যাত্ম-রামায়ণ নিবন্ধটি দক্ষিণ রাঢ়ে "বিষ্ণুপুরী রামায়ণ" নামে একদা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। আধুনিক কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন কোন বিশিষ্ট অংশ, যেমন অঙ্গদরায়বার ও তরণীসেনবধ, কবিচন্দ্রের রচনা হইতে গৃহীত বলিয়া অনুমান হয়।

গোপাল সিংহের আদেশে কবিচন্দ্র প্রথমে সংক্ষিপ্ত ভাগবত পাঁচালীও লিখিয়াছিলেন। ইহার কয়েকটি পর্বের পুথি পাওয়া গিয়াছে।[১৯] কবিচন্দ্র লিখিয়াছেন

শ্রীযুত গোপালসিংহ প্রবলপ্রতাপ
তার কীর্তি দেখিলে ঘুচয়ে মনস্তাপ
নৃপশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাগ্র্য সবাকার মান্য
পরমদেবতা সদা মানেন শ্রীচৈতন্য
হেন রাজা সমাদরে লইয়া আমারে
বীরবৌলী নিজে দিলা পরম সাদরে।
তারপর মহারাজ দিয়া ভূমিদান
আদেশিলা রচ মহাভারত পুরাণ
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ করিয়া ভাবনা
দ্বিজ কবিচন্দ্র কৈল ভারত বর্ণনা

শঙ্কর কবিচন্দ্রের 'ভাগবতামৃত বা গোবিন্দমঙ্গল এর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুথি হইতেছে সপ্তম স্কন্ধের অন্তর্গত 'প্রসাদচরিত্র (অর্থাৎ প্রহ্লাদচরিত্র) পালার। ইহার লিপিকাল ১৬৬২ শকাব্দ ১১৪৭ সাল (১৭৪০ অব্দ)। কবির সমসাময়িক এই পুথিতে দিগবন্দনার মধ্যে বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের বৃত্তান্ত আছে

পূর্বেতে আছিলা প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে
মল্লবংশে কৃপা করি আইলা বিষ্ণুপুরে
রাত্রে আসি স্বপ্নে কথা কহেন রাজারে
দ্বিজেরে ছাড়িয়া আমি আইলাঙ তোর ঘরে।
নববস্ত্র তুল্যা দিল দিব্য অট্টালিকা
প্রভুর বামভাগে শোভে শ্রীমতী রাধিকা।
কীর্তন করিতে যে তুলিয়া দিল মেলা
জীবনমহোৎসব[২] সদ্য বৈষ্ণবের খেলা।

মদনমোহনের মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন রাজা দুর্জন সিংহ "মল্লাব্দে ফণিরাজ-শীর্ষগণিতে" (১০০০) অর্থাৎ ১৬৯৪ অব্দে।

ভাগবতামৃত রচনার উপলক্ষ্য হিসাবে কবিচন্দ্র ভনিতায় ব্যাসের দোহাই দিয়াছেন।[২১]

দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে ব্যাসের[২২] আদেশে

স্বপ্নে কৃপা কৈলে যারে ব্রাহ্মণের বেশে।

এত শুনি ধাকা মারি প্রসাদে উঠায়
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়।

ভাগবতামৃতে ভাগবত-পুরাণ ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত হইয়াছে। ভবিষ্য-পুরাণ এবং হরিবংশ হইতেও কোন কোন কাহিনী নেওয়া হইয়াছে।[২৪] দশম স্কন্ধের কৃষ্ণলীলা প্রধান স্থান লইয়াছে, অপর স্কন্ধের মুখ্য কাহিনীগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। কতকগুলি অর্বাচীন নূতন কাহিনীও দেখা যায়। যেমন, লুকালুকি-খেলা বাখালবাজ-খেলা হাড়ডুড়ু-খেলা গেণ্ডু-খেলা মূষিকমার্জার-লীলা কলঙ্কভঞ্জন মুক্তাচাষ কৃষ্ণকালী ইত্যাদি। ভাগবত-অনুযায়ী রাসলীলা খুব বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত। এই পালায় চৈতন্যচরিতামৃত, বিদগ্ধমাধব, যদুনন্দন-দাসের রসকদম্ব ও গোবিন্দলীলামৃত, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত এবং অভিরামদাসের গোবিন্দবিজয় ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি আছে।

ভাগবতামৃতের সঙ্কলয়িতা যে "গুরুদক্ষিণা" পালাটি কাব্যের মধ্যে ধরিয়াছেন তাহা শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্রের রচনা নয়। কুলচণ্ডা গ্রামনিবাসী[২৫] শঙ্কর আচার্য ইহার রচয়িতা।[২৬] প্রকাশিত ভাগবতামৃতের বেশ কিছু অংশ নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে করি।

নন্দরাম ঘোষের 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' (বা 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল') কাব্যের শুধু 'তাল-ভক্ষণ' পালার পুথি পাওয়া গিয়াছে।[২৭] বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের 'দধিখণ্ড'[২৮], 'গোপিকামোহন'[২৯], 'গোকুলবিলাস'[৩০] প্রভৃতি পালার পুথি মিলিয়াছে। ভবানন্দের 'ঘুঘুচরিত্র'এ[৩১] ঘুঘুর দৌত্যে রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণিত।

শতঞ্জীব দাসের 'দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড' বর্ণনাত্মক রচনা।[৩২] শেষের ভনিতা

আযান বলেন শুন নন্দনন্দন হরি
তোমার প্রসাদে রক্ষা পাইল মোর নারী।
এত কহি[৩৩] আযান রাধাকে লঞা যায়
শতঞ্জীব দাস পিছে পিছে গোড়ায়।

দানখণ্ড নৌকাখণ্ড হরষে রচিল
শতঞ্জীব দাস যার ওর না পাইল॥

গদাধর দাসের 'দশমচরিত্র'এর[৩৪] শুধু বাসপঞ্চাধ্যায় অংশের পুথি পাওয়া গিয়াছে। ভনিতায় ইষ্টদেবতা গোপালের দোহাই আছে।

ভাবিয়া গোপাল-পদ কহে গদাধর
দশমচরিত্র ভাই শুনহ সত্বর।

এক স্থলে ভনিতায় চারি-পাঁচজনের নাম আছে। ইঁহারা গদাধরের পুত্র হইতে পারেন।

গোপাল-চরণে আশ কহে গদাধর দাস দশমের ভাষা অনুমানে
শ্রীকৃষ্ণ জীবদাসে দয়া কর হৃষীকেশে কৃষ্ণপ্রাণ আর বৃন্দাবনে।

"দ্বিজ" লক্ষ্মীনাথের কৃষ্ণমঙ্গলের[৩৫] এবং ভক্তরাম দাসের 'গোকুলমঙ্গল'এর[৩৬] পুথি চাটিগাঁয়ে পাওয়া গিয়াছে। 'পারিজাতহরণ'[৩৭] পালার রচয়িতা ভবানীনাথ অধ্যাত্ম-রামায়ণ

রচয়িতার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। ইহাতে ভবানীনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম পাওয়া যায়—বঘুমণি।[৩৮] পারিজাতহরণ আরও একজন লিখিয়াছিলেন। তিনি হইতেছেন "শ্রীকবি" রসিক।[৩৯] উত্তরবঙ্গে অজ্ঞাতনামার 'গোপালমঙ্গল' পাওয়া গিয়াছে।[৪০]

পরাণদাসের 'রসমাধুরী'[৪১] ব্রজলীলাবিষয়ক একটি সুবৃহৎ রচনা। পরাণদাসের পূর্ণ নাম প্রাণবল্লভ। গ্রন্থের রচনাকাল ও পুথির লিপিকাল ১৭০০ শকাব্দ (১৭৭৮ অব্দ)। ইনি বীর-হাম্বীরের সভাপণ্ডিত ব্যাস-আচার্যের বংশধর অথবা শিষ্যবংশীয় ছিলেন। গ্রন্থশেষে আছে,

শ্রীগোবিন্দলীলামৃত বিদগ্ধমাধব
তার ছায়া দেখি লিখি কবি অনুভব।
মহাজনের গীতপদ্য দেখিয়া দেখিয়া
লিখিয়ে গোবিন্দলীলা আপনা বুঝায়া।
শ্রীব্যাস আচার্য ঠাকুর পাদপদ্ম ধ্যান
রসের মাধুরী কহে এ দাস পরাণ।
শকাব্দ সতের শতে আশ্বিন মাহাতে
শুক্লপক্ষ দ্বাদশী তিথি দিবস তিনেতে।
শুক্রবার ষোল দণ্ড বেলার সময়
সমাপ্ত লিখন হৈল প্রাণদাস কয়॥

উপক্রমণিকায় চৈতন্যচরিতামৃত গোবিন্দরতিমঞ্জরী ইত্যাদি হইতে উদ্ধৃতি আছে। জ্ঞানদাস বৃন্দাবনদাস বলরামদাস গোবিন্দদাস ও ঘনশ্যামদাসের পদও উদ্ধৃত আছে। কৃষ্ণলীলা-বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে চৈতন্যলীলা বর্ণিত।[৮৭]

পরাণদাসের রচনার একটু নিদর্শন হিসাবে একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি।

॥ রাগ মাহরাটা ॥
কাহর নয়ন রঞ্জন কার সুন্দরী
বোলত মধুরিম বাণী
কি করি উপায় কহত প্রিয় সহচরী
বেদনছেদন জানি।
হিয় মহ পৈঠল শেল
অনুখন নীর বহত মঝু লোচন
আনলে তনু জরি গেল।
গুরুপতি গুরুজন মোহ সখী প্রিয়তম
তাক বচন নাহি ভায়।
নয়নক নিন্দ গেয়ল অতি দূর সঞে
শ্রবণ[৪৪] শবদ পথে ধায়।
কিয়ে রব মোহন কাহা সঞে আয়ল
প্রাণ চোরায়ল মোর।
দাস পরাণ কহত ধনি সুন্দরী
কহি [মোর] চিত উতরোল॥

ভবানন্দের হরিবংশের সঙ্গে কৃষ্ণরাম দত্তের 'রাধিকামঙ্গল'এর[৪৫] ভাবে ও ভাষায় কিছু

মিল আছে। কৃষ্ণদাসের রচনার পুথি চাটিগাঁয়ে পাওয়া গিয়াছে।[৪৬] উদ্ধবানন্দের 'রাধিকামঙ্গল'[৪৭] কবিতা মাত্র। কমলের ব্রজলীলাবিষয়ক নিতান্ত ক্ষুদ্র নিবন্ধটি[৪৮] অক্ষম এবং আধুনিক রচনা। কমলের পিতার নাম ব্রজকিশোর। শেষের ভনিতা

মনে করি আশ শ্রীদাস গোস্বামী পদরজ
ইহা রচিল কমল ব্রজকিশোর অনুজ।

নন্দদুলাল দাসের কাব্যের খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে।[৪৯] বনমালী দাসের গোবিন্দমঙ্গলেরও[৪৯] সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায় নাই। হরিচরণের 'শুকপরীক্ষিৎসংবাদ' পাওয়া গিয়াছে।[৫০] ইহাতে এইটুকু আত্মপরিচয় আছে

দ্বিজ মিশ্র রমাকান্ত কামদেব মিশ্র তাত
রমাকান্ত সুত দাশরথি
মুনিরাম তার সুত কৃষ্ণ ভজে অবিরত
সদাকাল নারায়ণে মতি।
তাহার অনুজ ভাই অবিরত গুণ গাই
কৃষ্ণের চরণ অভিলাষী
ভাবিয়া গুরুর পায় শ্রীহরিচরণ গায়
ঘরে রহিবে বনে বসি।

ছোট ছোট পালার পুথি বিস্তর পাওয়া যায়। যেমন রসিকানন্দের 'গোপী-গোষ্ঠ'[৫১], মদনচাঁদ-গোলোকচাঁদের কলঙ্ক-ভঞ্জন[৫২], গিরিধর দাসের নন্দোৎসব'[৫৩], বৃন্দাবন দাসের 'রাধিকামঙ্গল'[৫৪], মাধবানন্দের রাধিকামঙ্গল[৫৫], গৌরচন্দ্র কুণ্ডুর 'বস্ত্রহরণ'[৫৬], শিব শিরোমণির 'মণিহরণ'[৫৭], অজ্ঞাতনামার কানাইবন্ধনখণ্ডলাস[৫৮] ইত্যাদি। "দ্বিজ" রামশরণের 'সুদামার দারিদ্র্যভঞ্জন' কাহিনীর পাথির[৫৯] লিপিকাল ১৬৪০ শকাব্দ (১৭১৮ অব্দ)। অপর ছোটখাট কৃষ্ণলীলা নিবন্ধ হইতেছে রামদুলাল দাসের 'কৃষ্ণমঙ্গল'[৬০], বনমালী দাসের 'কৃষ্ণমঙ্গল'[৬১], হরেকৃষ্ণ দাসের রাসপঞ্চাধ্যায়'[৬২] "পাগল শঙ্করের (বা শঙ্কর দাসের) 'দোললীলা'[৬৩] "দ্বিজ" গঙ্গানারায়ণের 'রাসলীলা'[৬৪], মুকুন্দ দাসের 'কলঙ্কভঞ্জন'[৬৫] ইত্যাদি। রামশরণের রচনার পুথির লিপিকাল ১৬০০ শকাব্দ ১১২৪ সাল (= ১৭১৮ অব্দ)। ইহা রচনাকালও হওয়া সম্ভব

'উদ্ধবসংবাদ' লিখিয়াছিলেন কিশোর দাস[৬৬], শিবরাম[৬৭] ও পঞ্চানন।[৬৮] 'কিশোর দাস গ্রন্থারম্ভে কয়েকজন বৈষ্ণব মহাজনদের স্মরণ করিয়াছেন

জয় জয় নরোত্তম জয় শ্রীনিবাস
পণ্ডিত গোসাঞী জয় গদাধরদাস।
জয় নরহরি জয় শ্রীরঘুনন্দন
বিঘ্নবিনাশ হেতু করিঞ্চ স্মরণ।

রচনাটি অনুবাদ নয় মৌলিক।

শচীনন্দনের 'উদ্ধবসংবাদ'[৬৯], ও 'রাসপঞ্চাধ্যায়'[৭০] পুথি পাওয়া গিয়াছে। এই দুইটি পালা কোন বৃহত্তর কৃষ্ণলীলানিবন্ধের অংশ হওয়া সম্ভব। ইনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক হইতে পারেন। এক যদুনন্দনের 'কলঙ্কভঞ্জন' পুথি পাওয়া গিয়াছে।[৭১] ইনি হেমলতার শিষ্য যদুনন্দনদাস নহেন।

চাটিগাঁ অঞ্চলে অনেকগুলি কবিতা পাওযা গিযাছে 'বাধাব চৌতিশা', 'বাধাব বাবমাসী' ইত্যাদি নামে। বচযিতা—আনন্দী-সুত মদন দত্ত[৭২], "মুবাবি-ওঝাব নাতি" শ্রীধব বানিযা[৭৩], "ক্ষীণ" দেবীদাস[৭৪] ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গে মিলিযাছে 'শ্রীকৃষ্ণচৌতিশা'।[৭৫] লেখক জযদেব ॥

## ২ পুবাণেব অনুবাদ ও বিবিধ পুবাণ কাহিনী

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুবাণেব অসংখ্য অনুবাদ হইযাছিল। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে কোচবিহাব-বাজসভা এই কার্যে অতিশয উদ্যোগী হইযাছিলেন। কোচবিহাব-দববাবেব আশ্রযে থাকিযা যে সব পণ্ডিত পুবাণ অনুবাদ কবিযাছিলেন তাঁহাদেব নাম কবিতেছি।

"দ্বিজ" বৈদ্যনাথ ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণ[৭৬] শিবপুবাণ।[৭৭]

রিপুঞ্জয ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণ (ব্রহ্মখণ্ড)[৭৮] পদ্মপুবাণ (ক্রিযাযোগসাব)।[৭৯]

"দ্বিজ" বামানন্দ[৮৭] ধর্মপুবাণ[৮১], বিষ্ণুপুবাণ (স্যমন্তকোপাখ্যান)[৮২], নৃসিংহপুবাণ।[৮৩]

বলবাম কুণ্ডু পদ্মপুবাণ।[৮৪]

পবমানন্দ শর্মা[৮৫] স্কন্দপুবাণ (কাশীখণ্ড)।[৮৬]

হবেন্দ্রনাবাযণ (মহাবাজা) স্কন্দপুবাণ (ব্রহ্মোত্তবখণ্ড)[৮৭] পদ্মপুবাণ (ক্রিযাযোগসাব)[৮৮], বৃহৎ-ধর্মপুবাণ।[৮৯]

মহীনাথ শর্মা মার্কণ্ডেযপুবাণ (দেবী-সপ্তশতী)।[৯০]

ইঁহাদেব অনেকেই বামাযণ-মহাভাবত অনুবাদে সাহায্য কবিযাছিলেন।

হবেন্দ্রনাবাযণেব পূর্ববর্তী একাধিক বাজা নিজেব নামে পুবাণ অনুবাদ কবাইযাছিলেন।[৯১] পঁচিশ অধ্যাযে সমাপ্ত ক্রিযাযোগসাবেব একটি পুথিতে[৯২] প্রাণনাবাযণেব ভনিতা আছে। উপেন্দ্রনাবাযণেব (বাজ্যকাল ১৭১৪ ৬৩) অনুজ খড়্গনাবাযণেব আদেশে নাবদীযপুবাণেব যে অনুবাদ হয তাহাতে "নাবাযণ" ভনিতা আছে।[৯৩]

নাবদীয-পুবাণেব সর্বাপেক্ষা পুবাতন অনুবাদ হইতেছে সিদ্ধান্তসবস্বতীব।[৪] ত্রিপুবাবাজ গোবিন্দমাণিক্যেব আদেশে ইহা বচিত হইযাছিল (সপ্তদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ)।

সপ্তদশ শতাব্দীব শেষেব দিকে উত্তব পূর্ব বঙ্গে, কামতা-কামরূপে একজন কবি হেমন্ত (নামান্তব হেম-সবস্বতী) নানা পুবাণ-কাহিনী লইযা বিবিধ পাঁচালী কাব্য বচনা কবিযাছিলেন।[৯৫] হেম-সবস্বতীব পিতা পশুপতি ছিলেন দবঙ্গেব বাজা দুলভনাবাযণেব মহাপাত্র। দবঙ্গেব বাজা দুর্লভনাবাযণ কোচবিহাবেব বাজা প্রাণনাবাযণেব সমসাময়িক। হেম-সবস্বতীব মাতা দেবযানী, মাতামহ রুদ্র-সবস্বতী, অগ্রজ ধনঞ্জয ও ধ্রুব। বিভিন্ন নিবন্ধে এই আত্মপবিচয ছড়ানো আছে।

দুর্লভনাবাযণ ভূপ পাত্র পশুপতি সুত
সর্বশাস্ত্র-পণ্ডিত সুজান
তাহাব তনয চাবি ধনঞ্জয আদি কবি
ধ্রুব ভৈল কুলত প্রধান।
অপব হেমন্ত কবি হবগৌবী-পদ সেবি
হেম-সবস্বতী ভৈলাম
মতিত [অতি] গম্ভীর গহিন সুথিব ধীব

কামতা ভুবন নিজগ্রাম

মহাপাত্র পশুপতি তনয় বর্ণিত
হেমন্ত অপর নাম হেম সরস্বতী।

কামতাপুরত দুলভনারায়ণ নৃপবর অনুপাম
তাহার রাজ্যত রুদ্র সরস্বতী দেবযানী কন্যা তান।
তাহার তনয় হেম সরস্বতী ধ্রুবের অনুজ ভাই

কাছাড়ের রাজা তাম্রধ্বজের বিধবা রানীর অনুরোধে ভুবনেশ্বর বাচস্পতির 'নারদীয়সামৃত' রচিত হইয়াছিল ১৬৫২ শকাব্দে (১৭৩০ ৩১ অব্দে)[১৬] নন্দকিশোর দাসের 'বৃন্দাবনলীলামৃত' বরাহপুরাণ অবলম্বনে রচিত সুবৃহৎ গ্রন্থ। বইটি সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের রচনা।

নারদীয় পুরাণের অন্তর্গত একাদশী-মাহাত্ম্যকাহিনী স্বতন্ত্রভাবে বহু লেখকের উপজীব্য হইয়াছিল। এই নিবন্ধগুলি নারদীয়পুরাণ[৭৪] নারদ পুরাণ' নারদ সংবাদ' 'কণ্বমুনির পারণা'[৭৮], একাদশী ব্রতকথা'[৭৯], একাদশী পাঁচালী'[৮০] ইত্যাদি নামে রচিত। সাগর বসুর 'একাদশী-পাঁচালী'র[৮১] শেষ ভনিতা

গোবিন্দ বসুর পুত্র বলে পুটপাণি
সাগর বসু কহে একাদশী পাঁচালি।

কালুরাম (বা কালীচরণ বা কালী) দাসের নিবন্ধ[৮২] এই ধরনের রচনার মধ্যে বোধ করি বৃহত্তম। ইঁহার পিতা "দ্বিজ"[৮৩] প্রভুরাম মাতা কাঞ্চনা, পত্নী নয়ান দাসী অনুজ দুর্গারাম, পুত্রদ্বয় মৃত্যুঞ্জয় ও কৃষ্ণদাস এবং কন্যা (বা পুত্রবধূ) জয়ন্তী। গ্রন্থরচনার সময়ে কালুরামের পিতা প্রভুরাম জীবিত ছিলেন না। গ্রন্থশেষে লেখক কিছু আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

অহে প্রভু নারায়ণ করি প্রণিপাত
উদ্ধারিলে নিজগুণে প্রভুরাম তাত
জননী কাঞ্চনা দাসী রাখি নিজ পায়
বহুদোষ ক্ষমা করি স্থান দিয় তায়।
দুর্গারাম অনুজ আমার তুর দাস
নিজ গুণে আপনি তরাবে শ্রীনিবাস
মৃত্যুঞ্জয় কৃষ্ণদাস এই দুই নন্দে
জয়ন্তী সহিতে সদা রাখিবে আনন্দে।
কালুরাম দাস আর নয়ান দাসীরে
জন্মে জন্মে পদছায় দেহ দোহাকারে

"দ্বিজ" বসুদেবের একাদশী পাঁচালী[৮৫] তাঁহার বৃহত্তর নিবন্ধের অংশ হইতে পারে।[৮৭] 'কল্মাঙ্গদ-রাজার একাদশী' পালা পাওয়া যায় কৃত্তিবাস ভনিতায়।[৮৬] কবিচন্দ্র মিশ্র রচিত 'একাদশী-ব্রতকথা'র পুথি লেখা হইয়াছিল মল্লভূমে।[৮৭] এই নামে ভনিতাহীন পুথিও পাওয়া গিয়াছে।[৮৮]

কৃষ্ণদাসের 'কণ্বমুনির পারণা' বা 'নারদসংবাদ'এর পুথি পাওয়া গিয়াছে অসংখ্য।[৮৯]

লেখকের পুরা নাম রামকৃষ্ণ। রচনাকাল ১১৯৯ সাল ( ১৭৯২ অব্দ)। একটি পুথি বিষ্ণুপুরের রাজকন্যা সাবিত্রীকুমারীর পঠনার্থে লেখা হইয়াছিল।[১১০] গ্রন্থশেষে এই আত্মপরিচয় আছে,

সুবর্ণিক-কুলে হল্যা[১১১] উৎপত্তি আমার।
পৈতৃক বসত পূর্বে অম্বিকানগর, হাসপুকুর নাম যথা তাহার উত্তর।
পিতামহ নাম ছিল মদনমোহন, পিতা তারাচাঁদ নাম ধর্মপরায়ণ।
জ্যেষ্ঠ ভাইর নাম ছিল রামনারায়ণ ভেক আশ্রয় লঞা করেন ভ্রমণ।
রঘুনাথ মধ্যম ভাই অধিক পুণ্যবান স্বর্গবাস গেলা তিহ চাপিয়া বিমান।
আপনি কনিষ্ঠ মোর রামকৃষ্ণ নাম, সাকিন কলিকাতা বহুবাজারেতে ধাম।
সন এগার শও নিরানব্বই সালে, মাহ জ্যৈষ্ঠ মধ্যে এই পুস্তক রচিলে॥

প্রাণবল্লভ ঘোষের 'জাহ্নবীমঙ্গল'[১১২] বৃহত্তম গঙ্গামাহাত্ম্য নিবন্ধ, বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের মাতার নির্দেশে রচিত। রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া। প্রাণবল্লভের নিবাস অম্বিকানগর গঙ্গাতীরে, সুতরাং আধুনিক কালনা (স্থানীয় নাম অম্বিকে-কালনা, প্রাচীন নাম "আম্বুয়া মুলুক")। প্রাণবল্লভ বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের কর্মচারী এবং তাঁহার মাতার পোষ্য ছিলেন। গ্রন্থটি উনিশ পালায় বিভক্ত।

পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ক্রিয়াযোগসারের অপর অনুবাদ হইতেছে অনন্তরাম-দত্তের[১১৩] রামেশ্বর নন্দীর[১১৪] ও রামসুন্দরের।[১১৫] ইহারা সকলে মাধব সুলোচনার কাহিনীই বর্ণনা করিয়াছেন। অনন্তরাম ছিলেন বৈশ্য। পিতা রঘুনাথ, মাতামহ রামদাস বড় ভাই রামকৃষ্ণ। রামসুন্দরের কাব্যের খণ্ডিত পুথিতে মাধব সুলোচনার উপাখ্যান এবং গঙ্গা-মাহাত্ম্যের আরম্ভটুকু পাওয়া গিয়াছে।

পদ্মপুরাণের কয়েকটি উপাখ্যান লইয়া 'দ্বিজ' মুকুন্দ কবিভূষণ একটি দেবীমাহাত্ম্য কাব্য লিখিয়াছিলেন। এই কাব্যের 'মাধবচরিত্র' অংশের যে পুথি দেখিয়াছি তাহার লিপিকাল ১৬৬৪ ('চন্দ্র বস ঋতু বেদ") শকাব্দ ( ১৭৪২ অব্দ)।

গ্রন্থটি পুরানো পাঁচালী কাব্যের মতো। কয়েকটি (সম্ভবত আট) পালায় বিভক্ত ছিল। মাধবচরিত্রের শেষে এই কথা আছে

দক্ষযজ্ঞভঙ্গ হৈল মাধবচরিত্র
সমাপ্ত হইল পঞ্চ দেবসের গীত
দেবীর সেবক শুন হৈয়া সাবধান
অতঃপর শুন চন্দ্রকেতু উপাখ্যান

ভনিতা হইতে জানা যায় যে মুকুন্দ ছিলেন মুকুন্দের ব্রাহ্মণ চামুণ্ডার সেবক পিতা বিশ্বেশ্বর ( ? ) মাতা চন্দ্রমুখী। পালধি গ্রামীণ শ্রীরাম তর্কবাগীশের অনুরোধে মাধবচরিত্র রচিত।

চামুণ্ডার পাদপদ্ম মকরন্দময়
মধুলোভে মত্ত ভৃঙ্গ শ্রীমুকুন্দ কয়।

বিপ্রবংশসমুদ্ভব শ্রীকবিভূষণ
মাধবচরিত্র কহে চামুণ্ডাচরণ।

মুখ্যবংশ-অবতংসে নাবায়ণ ওঝা বংশে
বিশ্ব-মুখ ঈশ্বব-নন্দন
চন্দ্রমুখী জন্ম ক্ষিতি প্রণমিঞা বসুমতী
বিবচিল শ্রীকবিভূষণ।

পালধি-বংশজ বাববলাগ্রজ
শ্রীবাম তর্কবাগীশ
তাব অভিবত মাধবচবিত্র
বচিল মুকুন্দ ।

মুকুন্দ বোধ হয মেদিনীপুব অঞ্চলেব লোক ছিলেন।

মাধব-সুলোচনাব কাহিনী লইযা ঊনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধে একাধিক নিবন্ধ লেখা হইযাছিল।

কৃষ্ণবলবামেব গুরুগৃহবাস-কাহিনী অবলম্বনে 'গুরুদক্ষিণা' পালা বচনাব উল্লেখ আগে কবিযাছি। বিশিষ্ট লেখক হইলেন—শ্যামাদাস দত্ত[১১৩], অযোধ্যাবাম[১১৭] কুলচণ্ডা-বাসী শঙ্কব[১১৮], শিবশঙ্কব[১১৯], "কবিভূষণ"[১২০], ও মহাদেব দাস[১২১]

বিভিন্ন পৌবাণিক কাহিনীব মধ্যে সর্বাপেক্ষা আদব ছিল প্রহ্লাদ-চবিত্রেব। এই কযজনেব লেখা 'প্রহ্লাদচবিত্র' (নামান্তবে প্রসাদচবিত্র') পাওযা গিযাছে—ভবত পণ্ডিত[১২২], শ্রীমন্তদাস[১২৩], জযবাম দাস[১২৪], দেবীদাস[১২৫], "দ্বিজ" কংসাবি[১২৬] সীতাবাম দত্ত[১২৭], কৃষ্ণদাস।[১২৮] একটি ভনিতাহীন পুথিব লিপিকাল ১৭০২ শকাব্দ।[১২৯] 'দ্বিজ" বেচাবামেব 'বলিবামন-চবিত্র'[১৩০] উল্লেখযোগ্য। 'ধ্রুবচবিত্র' লিখিযাছিলেন ভবত পণ্ডিত[১৩১] এবং "দ্বিজ" লক্ষ্মীকান্ত।[১৩২] পদ্মপুবাণ অবলম্বনে 'তুলসী-চবিত্র (বা 'তুলসী-মহিমা') লিখিযাছিলেন "কংসাবি-পণ্ডিত-সুত" "দ্বিজ" ভগীবথ[১৩৩], "দ্বিজ" গোবিন্দ[১৩৪] ও দুর্গাদাস দত্ত।[১৩৫]

ভবত-পণ্ডিতেব প্রসাদ চবিত্র বা প্রহ্লাদ-চবিত্র বইটিব নামান্তব 'বৈষ্ণবমঙ্গল' অথবা 'বৈষ্ণববস'। রচনাটি ছোট নয। শুরু হইযাছে দিতিব গর্ভে দৈত্যদেব উৎপত্তি এবং জযবিজয কাহিনী লইযা। "চিন্তিযা চৈতন্যচাঁদ-চবণ-কমল" ভনিতা হইতে আপাতত মনে হয ভবত ষোডশ শতাব্দীব লোক হইতে পাবেন।

মনসামঙ্গলেব বাহিবে ছোটখাট 'উষাহবণ' গাথা লিখযাছিলেন অনন্তবাম দত্ত[১৩৬], গৌবীচবণ গুহ[১৩৬], শ্রীনাথ[১৩৬], দযাময[১৩৬], "দ্বিজ" বামচন্দ্র[১৩৭] ইত্যাদি। ভৈববচন্দ্র দাসেব 'ঊষাবসার্ণব'[১৩৮] বৃহৎ বচনা। ইঁহাব নিবাস যশোবে পলুযা গ্রামে ছিল। জাতি উগ্রক্ষত্রিয। পিতা দেবীপ্রসাদ, পিতামহ বামসন্তোষ, অগ্রজ শম্ভুচবণ ও কৃষ্ণচন্দ্র।

উগ্রক্ষত্রি কুলে জন্ম বাণিজ্যকবণ ধর্ম
যশবে পলুযা যেই গ্রাম
কুলীন শ্রোত্রিয আদি ভৈষজ-নৃপতি নদী
বৈসে সবে অতি অনুপাম।

বচনাব উপলক্ষ্য,

দ্বিজ পঞ্চানন মোরে কবিলে আদেশ
অনাযাসে হবে গ্রন্থ না পাইবে ক্লেশ
সমস্কৃত ভাঙ্গি তুমি কবহ পযাব
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসাব।
তাব পদবজ শিবে বন্দিযা ভৈবব
আবম্ভিল আদ্যখণ্ড উষাবসাণব

ভৈরবচন্দ্র যখন সংস্কৃত ভাঙ্গিতে শুরু কবিলেন তখন তাঁহাব বযস পনেব, এবং তাহা ১৬১০ শকাব্দেব (১৭৭৮) কথা।[১৪৫] তাহার পব তিনি বচনাটিকে পবিবর্ধিত করিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ বৎসব বযঃক্রম যবে মোব
শ্লোক ভাঙ্গি পযাব গাঁথিল
সপ্তদশ শত শকে জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষে
সপ্তদশ দিনেতে বচিল।
তদন্তবে পুনবায পযাব বাডাযে তায
সঙ্খ্যে[১৪] দিল যেই সাধ্য তাব [১৪৭]।

অন্যান্য পৌবাণিক নিবন্ধ হইতেছে—কালিদাসেব 'যমকবলচবিত্র'[১৪৩], লক্ষ্মীকান্ত দেবেব 'উঞ্ছবৃত্তি' পালা[১৪৪], কমলাকান্তেব 'মণিহবণ' পালা[১৪৫], মাধবদাসেব 'হবিশ্চন্দ্রেব স্বর্গারোহণ' পালা[১৪৬], রামকেশব (বা কেশববাম) দেবেব 'সহস্রগবি-বাবণবধ' পালা[১৪৭], শঙ্কব দাসেব 'যমপ্রজাসংবাদ'।[১৪৮]

'অর্জুনসংবাদ' পালা পাওযা গিযাছে মুকুন্দ দাসেব[১৪৯], ভক্তি দাসেব[১৫০], আনন্দ দাসেব[১৫১] ও অজ্ঞাতনামা লেখকেব।[১৫২] জৈমিনীয-সংহিতাব উপাখ্যান অবলম্বনে 'দণ্ডীপর্ব' লিখিয়াছিলেন মহেন্দ্র (বা মহীন্দ্র)[১৫৩], বাজাবাম দত্ত[১৫৪] এবং হবিদেব বসু।[১৫৫]

'মোহমুদ্গর' পালা লিখিয়াছিলেন বাঘবদাস[১৫৬], পুকষোত্তম দাস[১৫৭], অজ্ঞাতনামা দুই-একজন কবি [১৫৮] এবং অনন্তবাম দাস।[১৫৯] মোহমুদগব ছিলেন এক বাজা এবং ভগবানের প্রকৃত ভক্ত। অভিমন্যুব শোকে বিধুব অর্জুনকে ইহাবই কাহিনী বলিযা কৃষ্ণ শান্ত কবিয়াছিলেন। মোহমুদগব পালাব ইহাই বিষয।

আনন্দ দাসেব নামে 'বসসুধার্ণব' মিলিযাছে।[১৬০]

উৎকলখণ্ড অবলম্বনে 'জগন্নাথমঙ্গল' বচনা কবিযাছিলেন "দ্বিজ" মুকুন্দ (বা মুকুন্দ ভারতী)[১৬১], বিশ্বম্ভর দাস[১৬২], "কবি" কুমুদ (বা "কবিকুমুদ")[১৬৩] ও "দ্বিজ" মধুকণ্ঠ।[১৬৪] বিজয়রাম সেনের 'গজেন্দ্রমোক্ষণ'[১৬৫] নিবন্ধেব কাহিনীও ইহার অন্তর্গত।

বিশ্বম্ভরের রচনা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্বে বচিত হয নাই তাহা বিষ্ণুপুরেব ঠাকুর মদনমোহনের কলিকাতায় উপস্থিতির উল্লেখ হইতে বোঝা যায়।[১৬৬] শ্রীনিবাস-আচার্যের দৌহিত্র-বংশীয় ব্রজনাথ বিশ্বম্ভরের গুরু ছিলেন। এক ব্রজনাথের বচিত পদ পাওয়া গিয়াছে।[১৬৭] ইনি সেই ব্রজনাথ হইতে পারেন। বিশ্বম্ভরেব নিবাস ছিল হুগলি জেলায় খানাকুল-কৃষ্ণনগরের নিকটে। গ্রন্থশেষে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে

জানি যে খানাকুল-কৃষ্ণনগরেব দুই ক্রোশ দূবে কোন গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। পিতা কানাইচরণ, মাতা রত্নমণি। শিশুকালে পিতৃহীন তাঁহাকে পিতৃব্য রামসুন্দর মানুষ করিয়াছিলেন। পিতৃব্যও বেশিদিন বাঁচেন নাই। বিশ্বম্ভবেব কুলদেবতা ছিলেন রাধাদামোদর। এক ভনিতায় পিতামহ পিতা ও পিতৃব্যগণেব নাম আছে।

কিশোবী গোপী বামানুজ মোহন সুন্দবাগ্রজ
নীলাম্বব-আত্মজ কানাই
তাঁহাব সুত বিশ্বম্ভব- দাস গীত মনোহব
কৈল ব্রজনাথ-কৃপা পাই।

জগন্নাথ-বন্দনা কবিতা পাওয়া গিয়াছে "দ্বিজ" বঘুনাথেব[১৬৮], দযাবাম দাসেব[১৬৯], "দ্বিজ" বামের[১৭০], কৃত্তিবাসেব[১৭১] ও হবগোবিন্দের।[১৭২]

কামদেব দত্তের 'ব্রতমালা'য়[১৭৩] বহু পৌরাণিক কাহিনী সঙ্কলিত হইযাছে,—খট্টাঙ্গের উপাখ্যান, গঙ্গামহিমা, পদ্মগন্ধা-কাহিনী, শিববাত্রি-ব্রতকথা, ঊষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী, শবরের কাহিনী, রুদ্রাক্ষ-মাহাত্ম্য, গয়াসুব-আখ্যান, সম্পূর্ণ কৃষ্ণলীলা (উদ্ধবসংবাদ সমেত), হরিনাম-মাহাত্ম্য ইত্যাদি। লেখক বলিতেছেন যে তিনি ব্যাসেব "মনন-তন্ত্র" অবলম্বন কবিযাছেন।

বিস্তাব মনন তন্ত্রে সংক্ষেপ পযাব গ্রন্থে
কামদেব দত্ত বিবচন।

মনন-তন্ত্রেতে ব্যাস কবিলা বর্ণনা
সেই সূত্রে কামদেব কবিলা বচনা।[১৭৪]

কামদেবেব নামান্তর ছিল সৃষ্টিধব।

সেইসূত্রে ব্রতমালা বচিনু কিঞ্চিত
কামদেব নাম সৃষ্টিধব যে আখ্যাত।[১৭৬]

## ৩ গীতগোবিন্দ ও বিবিধ রচনা

আগেকাব মত বৈষ্ণবশাস্ত্র ও গোস্বামী-গ্রন্থ অনেকগুলি এই শতাব্দীতে সংক্ষেপে অনূদিত হইয়াছিল। তবে অধিকাংশই ক্ষুদ্রাকাব নিবন্ধ এবং গুণবর্জিত।

গীতগোবিন্দেব অনুবাদ কবিয়াছিলেন গিরিধর দাস, রসময দাস ও "দ্বিজ" প্রাণকৃষ্ণ। ইঁহাদের মধ্যে গিরিধর দাস প্রাচীনতম।[১৭৭] ইঁহার অনুবাদের বচনাকাল ১৬৫৮ শকাব্দ (১৭৩৬ অব্দ)।[১৭৮]

সমাপ্ত কবিল গজ ইযু রস সোমে
কৃষ্ণপক্ষ আষাঢের দিবস পঞ্চমে।

তাহার পর হেঁয়ালিতে বাসস্থানের উল্লেখ,—বড়াকব নদীব পূর্ব ধারে হাতিনল (আধুনিক হাতনল গ্রাম)।

বটের তৃতীয় কর মধ্যেতে আকার
সেই নদী নিকটে কেবল পূর্বধার।

ইন্দ্রেব বাহন পবে দময়ন্তী-পতি
বিবচিল সেই গ্রামে কবিযা বসতি ।[১৭৯]

গিবিধবেব বচনা মূলানুযাযী, জযদেবেব পদাবলীব বস্তু এবং বাগবাগিণী অক্ষুণ্ণ বাখিযা যথাসম্ভব মূলেব ছন্দে ভাষান্তবিত । একটু উদাহবণ দিই, জযদেবেব "শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল" ইত্যাদি গানেব অনুবাদ ।

॥ বাগিণী গুর্জবী তাল নিঃসাব ॥

লক্ষ্মী কুচদ্বয কবেছে আশ্রয শ্রুতি-কুণ্ডল বনমাল উবে
স্থিতি ববি-মাঝে লোকমুক্তি কাজে হংস মুনি মানস-সবে ।
কালিয-গঞ্জন ভুবন বঞ্জন সূর্য যদুকুল-পুষ্কবে । ধ্রু ।
গরুড বাহনে মাবি দৈত্যগণে বাডাইল হর্ষ সুবপুবে
পদ্ম জিনি চক্ষু তুমি ভবমোক্ষ থাক নিত্য ত্রিভুবন ঘবে
জলদ-ববণ ধবিলে গোবর্দ্ধন চকোব শ্রীমুখ শশধবে
সীতাব দূষণ কবিলে ভূষণ সমবে বধিযা দশশিবে
তব পাদপদ্মে প্রণমি সানন্দে সুখী কবো মিত্র নবে
জযদেব-কৃত মঙ্গল-গীত ভাষাতে বচিলা গিবিধবে ।

'মনঃশিক্ষা'[১৮০] এবং 'নন্দোৎসব'[১৮১] এই গিবিধব দাসেব বচনা হইতে পাবে ।

বসময দাসেব অনুবাদেব অনেক পুথি পাওযা যায ।[১৮২] বটতলাব কল্যাণে বচনাটি বহুপ্রচাবিত হইযাছিল ।[১৮৩]

বসময দাসেব 'প্রেমানন্দলহবী' (নামান্তব 'কৃষ্ণভক্তিকল্পলী', 'প্রেমানন্দলহবী পযাব', 'প্রেমলহবী')[১৮৪] রূপগোস্বামীব ভক্তিবসামৃতসিন্ধুব এবং তাহাব উপব জীবগোস্বামীব টীকাব নিষ্কর্ষেব মতো । লেখক বইটি সম্পূর্ণ কবিতে পাবিযাছিলেন বলিযা মনে হয না । ভনিতা,

শ্রীরূপ গোসাঞিব পাদপদ্ম শিবে ধবি ।
বসময দাস কহে প্রেমেব লহবী ॥

জীবগোস্বামীব টীকা কি ভাবে ব্যবহৃত হইযাছে তাহাব একটু উদাহবণ দিই ।

কদাহং যমুনাতীবে নামানি তব কীর্তযন ।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডবীকাক্ষ বচযিষ্যামি তাণ্ডবম ॥
বাগানুগা অঙ্গ ইথি বৈধীগন্ধ নাঞি
টীকা মধ্যে ব্যাখ্যা কৈল শ্রীজীব গোসাঞি ।
তথাহি টীকা । কদাহং যমুনাতীবে ইতি দূরতঃ প্রার্থনা ॥

এই বসময দাসই গীতগোবিন্দ অনুবাদ কবিযাছিলেন বলিযা মনে কবি ।

"দ্বিজ' প্রাণকৃষ্ণেব অনুবাদেব নাম 'জযদেবপ্রসাদাবলী' ।[১৮৫] প্রাণকৃষ্ণেব পিতাব নাম যুগলকিশোব । পদবী ব্রহ্মচাবী । নিবাস মুর্শিদাবাদেব কাছে তেলিযা গ্রামে । গ্রন্থশেষে আত্মপবিচয আছে ।

বক্রনাথ[১৮৬]-কৃপাবলে হইল পযাব ।
অনুকূল গোপীকান্ত মহান্ত-সন্তান
অম্বিকা-নিবাসী এবে সঙবা-বিশ্রাম ।
শান্ত দান্ত অতিথীব দযা-কৃপাবান

পঢাইলা গীত মোবে টীকা প্রণিধান।
বক্রনাথ তাঁব মুখে হইযা উদয
কৃপা কবি মোবে শুনাইলা মহাশয়।
সাকিম মুকশুদাবাদ হয গঙ্গাতীব
যোজনার্ধ হয গ্রাম নগব গোহিব
তেঁলিযা-নিবাসী উত্তবাংশে বেগবতী
যোজনপ্রমাণ হয না [হয] সঙ্গতি।
পিতামহ পূর্বখ্যাতি [যতী] ব্রহ্মচাবী
কবিযা সকল তীর্থ সংসাব বিহাবী।
মহাতেজমন্ত হয কুলেব প্রধান
কবি তাঁহ যুগলকিশোব অভিধান।
ব্রহ্মচাবী খ্যাতি বলি জানযে সকলে
তৃতীয নন্দন তাব আছযে কুশলে।
তাঁব মধ্যে আমি অতি হই কৃপাহীন
না যজ্ঞিল কুলকর্ম এই নষ্ট চিহ্ন।
দ্বিতীয তনয স্নেহে আব বনিতা
শ্রীকৃষ্ণ আপন কবি জগৎবন্দিতা।
গঙ্গা গোবিন্দ দুই পুত্রেব আখ্যান।

কোচবিহাব-দববাবেব সংগ্রহে জগৎ সিংহ ভনিতায় গীতগোবিন্দেব একটি অনুবাদ আছে। খণ্ডকোষ নিবাসী বৈদ্য কবিচন্দ্র (কণপূবেব পুত্র, বৈদ্য নিশাবদেব পৌত্র) শেখ ফবীদেব প্রীতিকাম হইযা গীতগোবিন্দেব এই অনুবাদ কবিযাছিলেন।[১৮৭]

অখণ্ড প্রতাপ যাব ভূমণ্ডলে অবতাব
শ্রীশেখ ফবীদ মশোধন,
তাঁহাব আদেশ বশে শ্রীখণ্ডত গুণঘোষে
কবিচন্দ্র কবিল বচন।
খ্যাত বৈদ্য নিশাবদ গুণগ্রাম-ধাম
তাঁহাব তনয কবিক-পূব নাম।
তাঁহাব তনয কবিচন্দ্র কৃত গান
শেখ ফবীদেব নিত্য কবুক কল্যাণ॥

রূপগোস্বামীব ললিতমাধব নাটক কাব্যেব আকাবে অনুবাদ কবিযাছিলেন স্বরূপচবণ গোস্বামী 'প্রেমকদম্ব' নামে[১৮৮], যেমন পূর্বে যদুনন্দন 'বসকদম্ব নামে বিদগ্ধমাধব-নাটক অনুবাদ করিয়াছিলেন। প্রেমকদম্বেব বচনাকাল "শাকে গ্রহাম্ববমিতেঽর্ণবচন্দ্রযুক্তে" অর্থাৎ ১৭০৯ শকাব্দে (১৭৮৭-৮৮ অব্দে)। গ্রন্থশেষে লেখক যে আত্মপবিচয দিযাছেন তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি ছিলেন নিত্যানন্দবংশীয, খডদহ-নিবাসী। পিতা নবকিশোব ছিলেন নিত্যানন্দেব পৌত্র রামচন্দ্রেব প্রপৌত্র। নবকিশোরেব চাব পুত্রেব মধ্যে স্বরূপচবণ সর্বকনিষ্ঠ। বৈষ্ণববর্গের অনুবোধে এবং জ্যেষ্ঠ অগ্রজ জগন্নাথের আদেশে প্রেমকদম্ব লেখা হইয়াছিল। রচনার উপলক্ষ্য,

ললিতমাধব নাটক বিলক্ষণ

শ্রীরূপগোস্বামী হৈতে হৈলা প্রকটন।
সংস্কৃত গদ্যপদ্য নাট্যভাষা তায
অনায়াসে সর্ব অর্থ বুঝা নাহি যায।
অতএব গৌড়ভাষা কবিবার তরে
বৈষ্ণব সকল যত্নে আদেশিলা মোরে
সেইকালে মাতা মোর গেলা বৃন্দাবনে
সঙ্গে দরশনে যাব বাঞ্ছা ছিল মনে।
আপন দুর্দৈবক্রমে গমন নহিল
তাহাতেই মন বড় উদ্বিগ্ন হইল
কেমনে বর্ণিব গ্রন্থ না জানি সন্ধান
অকস্মাৎ গোস্বামী শ্রীজগন্নাথ নাম
আমারে সম্মুখে দেখি হঠাৎ কহিলা
স্বরূপ তুমি এতদিন পড়িলা শুনিলা।
অতএব নাটকের করহ পয়ার
যাহা শুনি সুখ হয় আমা সবাকার।
তোহাঁ সর্বজ্যেষ্ঠ মোর সহোদর ভাই
তাঁর আজ্ঞা হইল ইহাতে বল পাই

গোপাল দাস অনুবাদ করিয়াছিলেন রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটকের। আর একটি অনুবাদ পরাণ দাসের।[৯৮] কবি কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন "প্রেমদাস"।[১৯১] রঘুনাথদাস গোস্বামীর বিলাপবিবর্তিমালার অনুবাদ করিয়াছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দাস ১৭১৫ শকাব্দে (১৭৯৩ অব্দে)।[১৯২] ইহার জ্যেষ্ঠ প্রপিতামহ শ্রীখণ্ডের রতিকান্ত ঠাকুর, গুরু লালবিহারী।

গোপাল দাসের ভনিতায় পাষণ্ডদলন' পাওয়া গিয়াছে[১৯৩]

বিশ্বনাথ-চক্রবর্তীর এইসব নিবন্ধের অনুবাদ করিয়াছিলেন তাঁহার এক শিষ্য কৃষ্ণদাস,—'চমৎকারচন্দ্রিকা', 'মাধুর্যকাদম্বিনী', 'রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা' 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু' 'ভাগবতামৃতকণা' এবং উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ'।[১৯৪] চমৎকারচন্দ্রিকায় কৃষ্ণদাস "কবিরাজের" রচনাভঙ্গি অনুকৃত।

উজ্জ্বলনীলমণির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন নারায়ণ দাস[১৯৫], জগন্নাথ দাস এবং শচীনন্দন বিদ্যানিধি। জগন্নাথের নিবন্ধের নাম 'উজ্জ্বলরস'[১৯৬], শচীনন্দনের রচনার নাম 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা'।[১৯৭]

একাধিক অজ্ঞাতনামা লেখকও উজ্জ্বলনীলমণির[১৯৮] ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর[১৯৯] অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নয়নানন্দের 'কৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অবলম্বনে লেখা।[২০০] রচনাকাল ১৬৫৫ ("যুগ্ম-বাণ-ঋতু-চন্দ্র") শকাব্দ (১৭৩৩ অব্দ)। নয়নানন্দের নিবাস ছিল উত্তর রাঢ়ে মঙ্গলডিহি গ্রামে। ইহার অপর নিবন্ধ হইতেছে 'ভক্তিমাধ্বীকণা'[২০১] ও 'প্রেয়োভক্তিরসার্ণব'।[২০২] শেষের নিবন্ধটি কৃষ্ণভক্তিরসকদম্বের দুই বৎসর পূর্বে লেখা হইয়াছিল।[২০৩]

প্রবোধানন্দ-সরস্বতীর 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' কাব্যের অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। অজ্ঞাতনামা লেখকের।[২০৪]

গোস্বামীদের ছোটখাট কবিতার ও স্তব ইত্যাদির অনুবাদ কয়েকটিই পাওয়া গিয়াছে। অধিকাংশ অনুবাদকারীর নাম দেওয়া নাই।[২০৫] কৃষ্ণদাস "কবিরাজের 'শ্রীরূপমঞ্জরীপাদপ্রার্থনা' স্তব অনূদিত হইয়াছিল বৈষ্ণবচরণ দাসের দ্বারা।[২০৬] চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি সঙ্কলন ও অনুবাদ করিয়াছিলেন নীলাম্বর দাস 'সংগৃহীতসুধাসার'[২০৭] নামে। নীলাম্বর ছিলেন অদ্বৈত আচার্যের এক প্রধান অনুচর শ্যামাদাস-আচার্যের বংশধর। ১৭০২ শকাব্দে (১৭৮০-৮১ অব্দে) কিশোরীদাস লিখিয়াছিলেন 'অযি-দীন-শ্লোকার্থ-সিন্ধুর বিন্দু-প্রকাশ'।[২০৮] নামেই বোঝা যাইতেছে যে নিবন্ধের বিষয় হইতেছে মাধবেন্দ্র পুরীর অন্তিম উক্তি 'অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে" ইত্যাদি শ্লোকটির ভাবার্থ। কিশোরীদাসের নিবাস ছিল উত্তরবাঢ়ে বক্রেশ্বরতীর্থের নিকটে

রাঘবের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্ন'[২০৯] বইটির দুইতৃতীয়াংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন বিষ্ণুপুর নিবাসী উত্তম দাস গোপাল সিংহের রাজ্যকালে ১৬৬১ (শশাপতি রস ঋতু আর দ্বিজরাজে") শকাব্দে (১৭৩৯-৪০ অব্দে)। গ্রন্থশেষে রাজার প্রশংসায় উত্তম দাস লিখিয়াছিলেন,

ভুবনে বিদিত এই বিষ্ণুপুর গ্রাম
মদনমোহন তাহা সদা অধিষ্ঠান
শ্রীল শ্রীগোপাল সিংহ যাঁহা মহারাজ
শীলবন্ত পুণ্যবান অতি মহাতেজা
কায়মনবাক্যে করে কৃষ্ণের সেবন
রাত্রিদিন করে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন
রসিক বৈষ্ণব সঙ্গে সদা বিরাজিত
পরম বৈষ্ণব তিহোঁ পরম পণ্ডিত।
ভক্তশ্রেষ্ঠ অতিশয় সংসারবিদিত
গৌরাঙ্গের গুণগানে সদা যার চিত
যতাপে পূজিত সিংহ অতি দয়াময়
প্রজার পালন করে সদয়হৃদয়
সেই বিষ্ণুপুরে মোর সদত বসতি
বৈষ্ণব আজ্ঞায় লিখি পদ পিরীতি
শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্ন রাঘব-চরিত
নানাশাস্ত্রবাক্যে তাহা করিল বিদিত
বৈষ্ণব ঠাকুরের পায় মজাইয়া মন
চারি-বন্ধু ভাষা কহে এ দাস উত্তম

উত্তম দাসের ভনিতায় রসতত্ত্বসার পাওয়া গিয়াছে।[২১০]

'লীলামৃতরসপুর'[২১১] অনুবাদ করিয়াছিলেন রসিকানন্দ দাস। ইনি ছিলেন শ্রীখণ্ডের ঠাকুরদেব শিষ্য। ইহার পরাৎপর গুরু গোপাল ঠাকুর মূল নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন বৃত্তি লিখিয়াছিলেন পরম গুরু হরিচরণ ঠাকুর। রসিকানন্দ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছিলেন গুরু রামচন্দ্র ঠাকুরের আদেশে

বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্ব ও রসসাধনা সম্বন্ধে বহু ছোটখাট মৌলিক ও অর্ধমৌলিক নিবন্ধ লেখা

হইয়াছিল। তাহার মধ্যে তান্ত্রিক সহজসাধনঘটিত রচনাগুলিই সংখ্যায় ভারি। এই ধরনের অনেকগুলি নিবন্ধের নাম পূর্বে করিয়াছি।

এখন আরও কয়েকটির নাম করিতেছি। যেমন, শ্রীনিবাস আচার্যের নামে 'কায়িকাপটল'[২১২], রামানন্দ রায়ের নামে 'মর্মনিরূপণ'[২১৩], দামোদর দাসের 'বৃন্দাবনপত্তন'[২১৪], যদুনন্দন দাসের 'মনঃশিক্ষা'[২১৫], কৃষ্ণদাসের 'মনঃশিক্ষা'[২১৬], হরিরাম দাসের 'মনঃশিক্ষা'[২১৭], শ্রীকৃষ্ণ দাসের 'রসপুরকাহিকা'[২১৮], রসিকদাস গোস্বামীর 'মানুষের প্রণালীতত্ত্ব'[২১৯] ও 'হরিনামামৃত দীপিকা'[২২০], কৃষ্ণমোহন দাসের 'ভক্তিলহরী'[২২১] ও 'নিত্যানন্দলহরী'[২২২], পরাণ দাসের 'চমৎকারচন্দ্রিকা'[২২৩] মুকুন্দ দাসের 'চমৎকারচন্দ্রিকা'।[২২৪]

কোন কোন নিবন্ধে, যেমন গোবিন্দ মিশ্রের (নামটি গোবিন্দদাস রূপেও পাই) 'গরুড়পুরাণ'-এ[২২৫], শ্যামদাসের 'সারগীতা'য় এবং বলরাম দাসের কৃষ্ণলীলামৃত' এ, ধর্মঠাকুরের পুরাণকাহিনী অনুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়া রচনা আরম্ভ হইয়াছে। এই ধরনের আর একটি বিশিষ্ট নিবন্ধ হইতেছে কৃষ্ণদাসের 'আদ্যচিন্তামণি'।[২২৬] বইটি কয়েকটি "তত্ত্ব'এ বিভক্ত। ভনিতায় চৈতন্যচরিতামৃতের অনুকরণ,—"শ্রীরূপরঘুনাথ-পদে যার আশ, আদ্যচিন্তামণি গ্রন্থ কহে কৃষ্ণদাস"। বক্তা শ্রীচৈতন্য, শ্রোতা নিত্যানন্দ। সৃষ্টিতত্ত্ব ধর্মঠাকুরের পুরাণের মতো। যেমন

নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন

কিরূপে হইল এই সৃষ্টির সৃজন
কিরূপে হইল ক্ষিতি কহ বিবরণ

মহাপ্রভু উত্তর করিলেন,

নিত্য শূন্য নিরাকার জগতের নাথ
মহাবলী নামেতে পুরুষ কৈল জাত
বিরেক পুরুষ তার পাছে জনমিল
তাহার প্রকাশ নিরঞ্জন নাম হৈল
তাহার প্রকাশ হৈল অনাদি ও নাম
তার পাছে জনমিল স্বয়ং ভগবান
তাঁর পাছে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন হয়
কেতুকার পুত্র বলি পুরাণেতে কয়
প্রভু কহে মোর কথা শুন তিন জন
আজ্ঞা পরমাণে কর সৃষ্টির সৃজন
আপনার অঙ্গে এক মলি উঠাইল
কুণ্ডলী আকার করি তারে ভাসাইল।

ত্রিদেবা তাহাতে ভাসিয়া সৃষ্টি করিতে চলিলেন কিন্তু থই না পাইয়া সৃষ্টির আশা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা যোগে মন দিলেন।

সঙ্কর্ষণ যাগধ্যান করিল নিয়তি
অনন্ত বলিএ সে পুরুষ কৈল জাত।
তারে দেখি হরষিত ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি
আজ্ঞা দিল ভূশয়ন তুমি কর জলধি।

সেই আজ্ঞা শিরে ধরি অনন্ত চলিল
কারণার্ণব জলে গিয়া শয়ন করিল।

তাঁহার নাভি হইতে পদ্ম জন্মিল, তাহাতে (দ্বিতীয়) ব্রহ্মার উৎপত্তি। সেই ব্রহ্মা

চতুর্দিক চায়্যা কোথা স্থল না পাইল
সঙ্কুচিত মৃণালের ভিতরে রহিল।

নাভিমূলে বসিয়া ব্রহ্মা ধ্যান করিতে লাগিল কল্পান্ত অবধি।

সে ধ্যান লাগিল গিএ ভগবানের পায়
তবে ভগবান তার করিল উপায়।

অনাদি ঠাকুর তখন আর এক বিন্দু অঙ্গ-মল উঠাইয়া "জীবন্যাস মন্ত্র দিএ তারে পাঠাইল"। প্রাণ পাইয়া দেখিতে দেখিতে পর্বত আকার ধারণ করিয়া সেই অঙ্গ মল ভাসিয়া গেল ব্রিদেবার কাছে। বিষ্ণু তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে

সেই কহে মোর নাম হয় মেধাসুর
পাঠাইয়া দিল মোরে অনাদি ঠাকুর।
বিষ্ণু বলে হোরে প্রভু পাঠাইল কেনে
মেধা বলে পাঠাইল সৃষ্টির কারণে
বিষ্ণু বলে এই সৃষ্টি ভিড়াইব আমি
না রহিয় এইখানে ফিরা যাও তুমি।
কভু না ফিরিব বলি মেধা যে বলিল
কহিতে কহিতে দুই কোন্দল করিল

কোন্দল পরিণত হইল মারামারিতে। তাহাতে সুবিধা করিতে না পারিয়া বিষ্ণু অনাদি ঠাকুরকে স্মরণ করিলেন। বিষ্ণুর দুর্গতি জানিতে পারিয়া

কোপযুক্ত হৈয়া প্রভু চাহিল যেখন
চক্ষু হৈতে খসি বিন্দু পড়িল তেখন।

সেই বিন্দু হইল সুদর্শন চক্র। তাহার পর

বাহু হৈতে ভগবান উঠাইল মলি
তার নাম দিল প্রভু বিশ্বকর্মা বলি

বিশ্বকর্মার হাতে সুদর্শন চক্র দিয়া বিষ্ণুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন সেই চক্রের আঘাতে মেধা মরিল। তাহার শরীর হইতে মেদিনী ও জড় জগতের সৃষ্টি হইল।

রাধার জন্মকথা এইরূপ,— কৃষ্ণ একটি ফুল 'মন্দাস' এ (অর্থাৎ মঞ্জুষায়) করিয়া যমুনায় ভাসাইয়া দিয়াছিলেন তাহা বৃষভানু রাজার নজরে পড়িল। তিনি মৃগয়াশ্রান্ত হইয়া যমুনায় জলপান করিতে গিয়াছিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে মঞ্জুষা ধরিতে না পারিয়া

গলাতে বসন দন্তে তৃণ ধরিয়া
প্রণাম করিল রাজা ভূমিষ্ঠ হইয়া।
রাজারে ব্যাকুল দেখি সেইত মন্দাসি
ধীরে ধীরে চলি কূলে মিলিলত আসি

মঞ্জুষা লইয়া বৃষভানু ঘরে ফিরিয়া রানীর কাছে গিয়া

বাজা বলে মন্দাসি সেবা কর একচিত্তে
এক কন্যা জন্মাইব তোমার গর্ভেতে।
একথা শুনিয়া সেবা করে রাজনাবী
মন্দাসি সেবিতে রানীব গর্ভ হৈল ভাবি।
দশ মাস দশ দিন যবে পূর্ণ হৈল
সেই ত মন্দাসির মুদ খুলিযা ফেলিল।
ততক্ষণে জন্মাইল বাধা ঠাকুরাণী
পূর্ণমাসী দেবী আসি মিলিল তেখনি।

(ঠিক এমনি জন্মকথা পার্বতীর সম্বন্ধেও পাওয়া গিয়াছে। পূর্বে দ্রষ্টব্যে।)

আরও কোন কোন নিবন্ধে ধর্মঠাকুরেব পুবাণ অনুযাযী সৃষ্টিবর্ণনা পাওযা যায। যেমন জ্ঞানদাসের 'সারগীতা'য[২২৭] এবং ব্রহ্মহবি দাসেব নিবন্ধে।[২২৮] বৈষ্ণব গুহ্য-সাধনায যে প্রাচীন ধর্ম ও নাথ সম্প্রদায়েব যোগসাধনার যোগাযোগ ঘটিযাছিল তাহাব অন্যতম প্রমাণ এখানে পাই।

অকিঞ্চনদাসের 'বিবর্তবিলাস'-এব উল্লেখ আগে করিযাছি। বৈষ্ণব তান্ত্রিক সাধনাঘটিত নিবন্ধগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিস্তৃত ও সুলিখিত। রচয়িতা অকিঞ্চনদাস বাঘনাপাডাব পাটেব শিষ্য ছিলেন। এই পাট স্থাপন করিয়াছিলেন জাহ্নবা দেবীব পুত্রকৃতক ও শিষ্য বামচন্দ্র গোস্বামী। প্রথম হইতেই রামচন্দ্রেব সাধন ভজন বাগানুগমার্গীয ছিল বলিযা মনে হয। বিবর্তবিলাসে অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত আছে। তাহাব মধ্যে অধিকাংশেব ভনিতা চণ্ডীদাসের।[২২৯] এ পদগুলিব সবই বাগানুগা পদ্ধতির প্রসিদ্ধ পদ। বিবর্তবিলাসের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ ভাগ বলিযা মনে হয।

রাম-উপাসকের লেখা একটি অধ্যাত্ম-সাধনা নিবন্ধ পাইযাছি। সেটিব নাম 'আত্মবোধ'। চর্তুদশ পবিচ্ছেদে জগৎবামেব প্রসঙ্গে বইটিব আলোচনা দ্রষ্টব্য।

খুব ছোট সাধনা-নিবন্ধের মধ্যেও অজ্ঞাতনামা লেখকের 'আশামানি-তত্ত্ব' নামেব জন্যই উল্লেখযোগ্য।[২৩০] নামটিতে যীশু (ঈশা> আশা) ও মানি (মানিকীমতেব প্রবর্তক)—দুই মহাপুরুষের নাম আছে। এ নাম সূফীদেব বচনাব মাবফৎ আসিযাছে সন্দেহ নাই॥

টীকা

১ প ৩৫৯ (লিপিকাল ১১০৮)।
২ প ১২৯৩।
৩ প ১২৬৯।
৪ বিভিন্ন পালার পুথি অজস্র পাওয়া যায। এইগুলি একত্র করিযা 'ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল নামে মাখনলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৪১)।
৫ বা-প্রা-পু-বি ২-১ পৃ ৬৪। লেখক বীবভূম জেলায় বোলপুব থানাব অন্তর্গত পাঁড়ুই গ্রাম নিবাসী ছিলেন।
৬ প ৫৪২১।
৭ ঐ পৃ ৩৫-৩৬।
৮ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে একাধিক পুথি আছে। শ্রীমান্ পীযূষকান্তি মহাপাত্র গ্রন্থটি সম্পাদন করিয়াছেন।

৯ ব সা প প ২ পৃ ১৮৪ ৮৫। ...৫৯ পাতার পুথি ...পিকাল ১৭১৯ শকাব্দ ... ১ সাল। শকাব্দে সালে মিল নাই।

১০ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পরিশিষ্ট ১ পৃ ১০ তৃতীয় খণ্ড ৯৮ ১৪০ ৪৪ দ্রষ্টব্য।

১১ প ১২৬৯।

১২ 'শ্রীযুত গদাধর চরণভরসে কৃষ্ণলীলামৃত কহে বলরামদাসে' হি ব্র ডি প ৪০৫ দ্রষ্টব্য

১৩ পাঠ "সকায়"।

১৪ "উজ্জ্বল-গ্রন্থানুসারে কবি নিবেদন পরম দুর্লভ কথা শুন ভক্তজন"

১৫ "কবিচন্দ্র" মল্লরাজাদের সভাকবির উপাধি বলিয়া মনে হয়। কবিচন্দ্র ...নিতা থাকিলেই তাহা শঙ্কর চক্রবর্তীর রচনা মনে করিলে ভুল হইবে। এই ভুল করিয়াছেন কবিচন্দ্রের ভাগবতামৃত (গোবিন্দমঙ্গলের সঙ্কলয়িতা। বীরসিংহের রাজাকালে (১৬৫৬-৮১) যে "দ্বিজ" কবিচন্দ্র শিবায়ন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। মনসামঙ্গল রচয়িতা কবিচন্দ্রের আলোচনা পূর্বে করিয়াছি।

১৬ ভাগবতামৃত।

১৭ ধর্মমঙ্গল

১৮ স ৩৯ ৪১ ৬৯ ৭০ ১৯৭ ৩১৪ ৩২৬ ৫২৬ ৫২ বি ১৭ ...৯ ৩৮০ ৩৮৩

১৯ ক ২২৪৭ (আদি) ২২৪৫ (কর্ণ) ২২৪৪ (শল্য)—তিনখানি পুথির লিপিকাল ১০৮৩ মল্লাব্দ। স ১৭৩৫ 'বনপর্ব বস্ত্রহরণ)—লিপিকাল ১০৭৩ মল্লাব্দ। কয়েকটি কৃষ্ণলীলা কাহিনীও লেখক তাঁহার ভারত পাঁচালীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। অপর পুথি বি ৩৭৮

২০ স ১৭৪।

২১ জৈবন মহোৎসব অর্থাৎ ভোজনপর্ব

২২ "বালালীলা বিবরিয়া ভবিষ্যের মত "হরিবংশে ব্যাস উক্তি কবিচন্দ্রে ঘোষে

২৩ প ২৬৬১।

২৪ অথবা "হরের"। লেখক ধর্ম ও শিবকে অভিন্ন ধরিয়াছেন

২৫ "শঙ্কর রচিল যাব কুলচণ্ডী বাস" এক কুলচণ্ডী গ্রাম বর্ধমান ...ত ভক্তরা শে আছে

২৬ স ১১৪ ২০২।

২৭ সা প প পৃ ৭৫ বা-প্রা পু বি ১ ১ পৃ ...

২৮ স ২৬১। ২৯ সা প প ৮ পৃ ৭৯ উত্তরবঙ্গের পুথি।

৩০ স ২৯২।

৩১ সা প প ৬ পৃ ৫৫। পুথির লিপিকাল ১২১২ সন।

৩২ ক ৪৬১৮। পুথির লিপিসমাপ্তিকাল ১১ চৈত্র ১৬৯১ শকাব্দ ১...৮ সাল অর্থাৎ ১৭৭২ অব্দ।

৩৩ পাঠ "শুনি"।

৩৪ গ ৪৮২ বা-প্রা পু বি ৩ ৩ পৃ ৮৯।

৩৫ বা-প্রা পু বি ১ ১ পৃ ১০৭ ২৩৫।

৩৬ সাহিত্য ১৩১০ পৃ ৯১ ১০৪ বা-প্রা পু বি ১ ১ প ১৩ ঐ ১ ২ পৃ ১০২।

৩৭ বা-প্রা পু বি ১ ১ প ২১১।

৩৮ "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গ্রন্থকার তাহার অনুজ আমি"।

৩৯ বা প্রা পু বি ১ ১ পৃ ৩৭।

৪০ সা প প ৮ পৃ ৩২ ৩৩ পুথির লিপিকাল ১২৬১ সাল।

৪১ ক ৩২৮৯। ৩৫০ পাতা।

৪২ পাঠ "সতে" অথবা "সাত"। সাত ধরিলে মানে হয় "শ" উহ্য ধরিলে ১৭০৭ (১৭৮৫)।

৪৩ শ্রীচৈতন্যের নিত্যানন্দের জন্মকথা স্বতন্ত্র পুথিতে পাওয়া গিয়াছে (ক ৩৪৭৪ ৩৪৭৮)। অপর পালার পুথি হইল ক ৩৪৭২ ৩৪৭৬, ৩৪৭৭

৪৪ পাঠ "সবন"।

৪৫ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩১২)।

৪৬ দুইটি পুথির মধ্যে যেটি অর্বাচীন সেটির লিপিকাল মধ্য ১২৩৫ সাল (সা প-প ৯ পৃ ১২৬-২৭)।

৪৭ সা প প ৩ পৃঃ ২১৭।

৪৮ বিশ্বভারতীর পুথি।১১ পাতা মাত্র।

৪৯ বি ১৯৬।

৫০ সা প প ৪ পৃ ৩৩৯ ৪০।

৫১ ব সা প প ১ পৃ ৩৯। উত্তরবঙ্গের পুথি।

৫২ সা প প ৮ পৃ ৪৫। পুথির লিপিকাল ১১৩৪ সাল। ভনিতা "অজ্ঞান মদনচান্দে কয়যোড়ে কহে" "অজ্ঞান গোলোকচান্দে বলয়ে বচন"।

৫৩ ক ১৬৬৮। লিপিকাল ১০৪৩ মল্লাব্দ।

৫৪ ক ৩৬০৩। লিপিকাল ১২৬২ সাল।

৫৫ ক ৬১৩৩।

৫৬ ক ৬২৪২। লিপিকাল ১২৭৫ সাল।

৫৭ গ ৪৯৭৫। লিপিকাল ১১৮৭।

৫৮ সা প প ৮ পৃ ৩২।

৫৯ ক ৩৮২৪। পাঁচ পাতার পুথি।

৬০ বি ১৯৫।

৬১ অথবা 'কৃষ্ণমঙ্গল'।

৬২ ঐ ২৯৭।

৬৩ ব প্রা পু বি ১ ১ পৃ ২৫৪ ৫৫। ক ২৭৫৮

৬৪ ক ২৭৩১।

৬৫ কোচবিহারের পুথি।

৬৬ স ১২ গ ৪৯৪৮ (লিপিকাল ১২৩০ সাল)

৬৭ ক ১৬৮০

৬৮ ক ৪৬৫৫।

৬৯ ক ৭৩৩। লিপিকাল ১২৪২।

৭০ ক ১০১২। লিপিকাল ১৭৭১ শকাব্দ।

৭১ ক ১০৩৯। লিপিকাল ১২১১

৭২ ব প্রা পু বি ১ ২ প ২১।

৭৩ ঐ পৃ ৫ ৪৬ ৭৭ ৪৯ ৮২

৭৪ ঐ পৃ ৬।

৭৫ কয়াল সংগৃহীত (লিপিকাল ১২০৮)।

৭৬ পুথিসংখ্যা ৯৮।

৭৭ ঐ ১২৮।

৭৮ ঐ ১০৩। লিপিকাল ১২৪ বাঙ্গলাক অর্থাৎ ১৭০৩ অব্দ।

৭৯ 'মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত (১৮২৮) ত্রিপুরাবিলাসের বিপুলায়তন এবং দ্বিজ বঘুরামের ভনিতা আছে।

৮০ অথবা রামনন্দন। গরুড় পুরাণের অনুবাদও (পুথিসংখ্যা ১১০), ইহার রচনা হইতে পারে।

৮১ পুথিসংখ্যা ১০৯ (লিপিকাল ১৭০৯ শকাব্দ) ১১০

৮২ ঐ ১০৪ খ।

৮৩ ঐ। লিপিকাল ১৭২৭ শকাব্দ।

৮৪ ঐ ১২৪ (লিপিকাল ১১৯৯ সাল) ১২৫ (লিপিকাল ১১৬১ সাল)

৮৫ অথবা সাবদানন্দ।

৮৬ পুথিসংখ্যা ১৩৫ (লিপিকাল ১৮১৯ শকাব্দ) ১৩৬।

৮৭ ঐ ১৩১।

৮৮ পাদটীকা ৪ দ্রষ্টব্য

৮৯ পুথিসংখ্যা ১০৫ (লিপিকাল ১৮৪২ সাল) ১০৬।

৯০ পুথিসংখ্যা ১২১।

৯১ উপরে উল্লিখিত বচনার মধ্যে এগুলি অন্যতম হওয়া সম্ভব।

৯২ ক ৬১২৪। লিপিকাল ১২১৭।

৯৩ সা-প প ১৮ পৃ ১৩০ ৩৭।

৯৪ গ ৪২৬২।

৯৫ শ্রীযুক্ত অজয়কুমার চক্রবর্তী সঙ্কলিত 'গোয়ালপাড়া জেলার প্রাচীন পুথির বিবরণ' (ধুবড়ী হইতে প্রকাশিত) পৃ

৬-১২ দ্রষ্টব্য।

৯৬ বইটি ছাপা হইয়াছে।

৯৭ ক ২১৮৮। শিবচন্দ্র শীল প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ (১৩৩৩)। একটি পুথির লিপিকাল ১৮২৫ অব্দ।

৯৮ যেমন মহীধর দাসের (বা প্রা পু বি ১ ১ পৃ ২১৭ চাটিগাঁয়ের পুথি) ও কৃষ্ণজীবনের (ক ২১২৮, লিপিকাল ২১৯০)।

৯৯ যেমন "দ্বিজ" রাধাকান্তের (ঐ ১ ২ পৃ ২৫)।

১০০ যেমন শ্যামদাসের (সা প প ৬ পৃ ৫০) রামকৃষ্ণের (ক ১৩৫৯ পুথির লিপিকাল ১২৫৭) দানপতি দেবের (স ১৬১, লিপিকাল ১১৬৮) ও "বড়ুক শ্রীধর"-এর (শ্রী ৩৪২ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সঙ্কলিত 'তালিকা' পৃ ২৩)।

১০১ গ ৩৭৩২। লিপিকাল ১০০৭ মল্লাব্দ (১৭৫১)।

১০২ গ ৬৪৩৩, স ১৩৫।

১০৩ ভনিতায় একবার বাজাবামও পাই —'বাজাবাম সূত ভনে'।

১০৪ ক ২৭৯৪। শেষ ভনিতা, "দ্বিজ বসুদেব বলে শুন সর্বজন একাদশী করিলে নাই যম-দরশন।"

৫ বাঁ দিকে মার্জিনের শেষ পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২ ডান দিকে ৬।

১০৬ পুথির লিপিকাল ১২৪১ সাল। ভনিতা "এহ শুনি মোহিনী পেল ইন্দ্র পাশ কল্পাঙ্গদের একাদশী গাইল কৃত্তিবাস"। (সা প প ৬ পৃ ৭০)।

১০৭ পুথির লিপিকাল ১২৬০ সা। ভনিতা "কবিচন্দ্র মিশ্র বলে শ্রীকৃষ্ণচরণে গ্রন্থ সাঙ্গ হইল হরি বল সর্বজনে"। (সা প প ৬ পৃ ৫০)।

১০৮ কথাল সংগ্রহ (১৬ পাতা)। খণ্ডিত

১০৯ বটতলায় বহুবার ছাপা হইয়াছে। প্রথম মুদ্রণ ১৮২৪ অব্দে মাহেন্দ্রলাল প্রেসে। পুথি অসংখ্য পাওয়া যায়।

১১০ পুথির লিপিকাল ১১৩৯ সাল মল্লাব্দ হইতে পারে (সা প প ৬ পৃ ৫০)।

১১১ সুবর্ণিক—সুবর্ণবণিক পাঠান্তর "সুবর্ণবণিক কুলে"।

১১২ শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কভূষণ ভট্টাচার্যের কাছে পুথি দেখিয়াছি এবং তাঁহার প্রদত্ত নোট কাজে লাগাইয়াছি। পুথিটির অধিকারী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নায়কে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। পাতার সংখ্যা ১৭০। লিপিকাল শকাব্দ ১৬৪৬, ৫ জ্যৈষ্ঠ সন ১১৩১ সাল (১৭২৪)। লিপিকর ঘাটাল অঞ্চলের। শ্রীপ্রণব রায়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (অমৃত ১১ বর্ষ ২১ সংখ্যা পৃ ১৬৯ ১৭০)।

১১৩ গ ৪০৪৫ A (লিপিকাল ১২০৩)। বিশ্ববাণী ফাল্গুন ১৩৪৭ পৃ ৮ ১১। বা প্রা পু-বি ১ ১ পৃ ৬৮, ১-২ পৃ ৫২ ৫৩।

১১৪ সা প প ৫ পৃ ১৯৭

১১৫ ক ৪৮৩২। ভনিতা বাসুদেব চরণ মস্তকে বন্দিয়া শ্রীরামসুন্দর কহে পয়ার রচিয়া।"

১১৬ কথাল সংগৃহীত। গ ৪৮৯৩ (লিপিকাল ১১১ সাল মল্লাব্দ)। ক ৯১২ (লিপিকাল ১১০০ সাল মল্লাব্দ ?) প ৩৮৬ চি। ভনিতা, "শ্যামদাস দণ্ডে বলে শুন সর্বজন।

১১৭ সা-প-প ৬ পৃ ৫৫। পুথির লিপিকাল ১২১২ সাল "শিশুবোধক এ (১২৭৮) মুদ্রিত। ভনিতা, "রচিল অযোধ্যারাম নূতন কবিতা"।

১১৮ গ ৪৯৬৪ (২৩ পাতার পুথি লিপিকাল ১১৯৫ সাল), ৪৮৯০, ৫০৬২, ৫৩৮৭, ৩৬২৬, স ১৯৪, ২০২ ইত্যাদি। ভনিতা, "শঙ্কর রচিল যার কুলচণ্ডী বাস"।

১১৯ স ৫৪ (১৭ পাতার পুথি লিপিকাল ১২২১) শেষের ভনিতা "শিবশঙ্কর গায় গ্রন্থ সাঙ্গ হইল গোবিন্দ-পিরীতে হরি সর্বজন বলিল"।

১২০ গ ৪৯৩৭, ৫৩৬২ (লিপিকাল ১১৭০ সাল) ভনিতা "শুকদক্ষিণ কহে শ্রীকবিভূষণ"।

১২১ ক ১৩৩৮।

১২২ গ ৫০০১ (৫৩ পাতার পুথি লিপিকাল ১০৩৯ সাল, সংস্কৃত মল্লাব্দ)। সা প প ৪ পৃ ৩২২, কবির ভনিতা, "নৃসিংহ পদযুগে কবিয়া প্রণতি, ভবত পাণ্ডত যাচে নিত্যানন্দ ভকতি।'

১২৩ গ ৪৮৫৩ (২২ পাতার পুথি, লিপিসমাপ্তিকাল ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১১১৪ সাল মল্লাব্দ)। ভনিতা, "বন্দিয়া শুকর পদ শ্রীমন্ত দাস বলে"।

১২৪ গ ৪৮৯২ (২২ পাতার পুথি)। ভনিতা, "জয়রাম দাস বলে কি জানি ভকতি"।

১২৫ গ ৪২৬১ (১৩ পাতার পুথি)। ভনিতা, "বিস্তারিল দেবীদাস কবিয়া পয়ার।"

১২৬ বা প্রা পু-বি ১-১ পৃ ২৩।

১২৭ ঐ ১ ১ পৃ ৪৮।

১২৮ গ ৫৪০১ (১৪ পাতার পুঁথি লিপিকাল ১২৮৫ সাল)। ভনিতা "গোবিন্দ মঙ্গল গীত কৃষ্ণদাস গান প্রহ্লাদচরিত্র এত দূরে সমাধান।" সম্ভবতঃ এটি বৃহত্তর রচনার অংশ মাত্র।

১২৯ গ ৪০৫০।

১৩০ ক ২৮০০।

১৩১ সা প প ৬ পৃ ৬০ বা প্রা পু বি ১ ১ পৃ ৬০।

১৩২ ঐ ১ ২ পৃ ২ ৩। লক্ষ্মীকান্তের পিতার নাম গোলবিহারী। নিবাস নতুপাড়া (অথবা নওপাড়া)। মাঝে মাঝে লেখকের পিতার ভনিতা আছে।

১৩৩ গ ৩৭৬১ (৬ পাতার পুথি) গ ৪৯৭৬ (৯ পাতার পুথি লিপি সমাপ্তিকাল ১০ ভাদ্র ১১৬৫ সাল)। সা প প ৪ পৃ ২৮৭ ৫ পৃ ২৮৭ ৬ পৃ ৫৯ ৮ প ৭৪।

১৩৪ সা প প ৮ পৃ ৫১।

১৩৫ ক ৩৪৫ লিপিকাল ১১৭১।

১৩৬ বা প্রা পু বি ১ ২ পৃ ৩।

১৩৭ ঐ ১ ১ পৃ ১৬

১৩৮ এ ৪২ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০২)।

১৩৯ পৃ ১।

১৪০ ১১৮৪ সালে লেখা। কয়াল সংগৃহীত।

১৪১ সংখ্যা ৭

১৪২ পৃ ১০১ ১০৮।

১৪৩ গ ৪১৩১ (৬ পাতা, লিপিকাল ১২১৯ সাল)।

১৪৭ বরাহনগর গৌরাঙ্গ-মন্দিরের পুথি (লিপিকাল ১৭৬৭ সাল সম্ভবতঃ মল্লাব্দ)।

১৪৫ সা প প ১৩ পৃ ১৬১। ভনিতা "দুর্গা পদ হৃদে ভাবি রচিল নীতুন কবি কমলাকান্ত বাবেন্দ্র ব্রাহ্মণ

১৪৬ বা প্রা পু বি ১ ১ পৃ ৩৪ ৬৫ ১৫৬। চাটিগাঁয়ের পুথি। ভনিতায় "মাধবানন্দ" "মাধবসুত নন্দ ইত্যাদি পাওয়া যায়।

১৪৭ বা-প্রা-পু-বি ১ ১ পৃ ৪৩।

১৪৮ বা প্রা পু-বি ১ ১ পৃ ২৫৩ ৫৪।

১৪৯ সা প প ৮ পৃ ২৬৩ ৬৪। পুথির লিপিকাল ১১৪৩ সাল।

১৫০ ক ২১৭৭। লিপিকাল ১০১৮ সাল মল্লাব্দ।

১৫১ ক ১৬৬৪ লিপিকাল।

১৫২ ক ১১৯৮। অপর পুথি কয়াল সংগৃহীত (লিপিকাল ১২২৪)।

১৫৩ গ ৪৯১৪ ক ১৯১১ (লিপিকাল ১২৫৯)।

১৫৪ গ ৩৭২৮ (৩৪ পাতায় পুথি লিপিকাল ১২৪২ সাল) ৫৪১৪ (৩৮ পাতার পুথি) ক ১৮৪৪ (লিপিকাল ১২৩৭) ১৮৪৭।

১৫৫ গ ৩৭১৫ (৩২ পাতার পুথি, লিপিকাল ১২০৭ সাল)।

১৫৬ বা-প্রা-পু বি ২-১ পৃ ৫৭-৬৮, ১৮০। একটি পুথির লিপিকাল ১৭০৭ শকাব্দ।

১৫৭ ঐ ১ ১ পৃ ৫৭ ১ ২ পৃ ১-২। ধুবড়ীর শ্রীযুক্ত অজয়কুমার চক্রবর্তীর কাছে একখানি পুথি আছে

১৫৮ গ ৫০০৪ (১১ পাতার পুথি) বা-প্রা-পু বি ২ ১ ভূমিকা পৃ ৶০।

১৫৯ কয়াল-সংগৃহীত, পত্রসংখ্যা ২৮ লিপিকাল ১২৩৪।

১৬০ ক ১২৭৬ লিপিকাল ১২৩৩।

১৬১ গ ৪৯৯০। ৪৭ পাতার পুথি লিপিকাল ১৬৩০ অতীত শকাব্দ ১১১৬ সাল। অন্যত্র বহু পুঁথি আছে।

১৬২ প্রথম মুদ্রণ ১২৩৮। ১১৫৫ সালেও একটি মুদ্রণ হইয়াছিল।

১৬৩ গ ৪০৬৪। ৪৪ পাতার পুথি লিপিকাল ১২৩৪ সাল। ভনিতা, "কহে কবি কুমুদে প্রভুর চরণঅ, কলিযুগে নারায়ণ দারুব্রহ্মময়।"

১৬৪ প ৮৪৭। নিবন্ধটি ছোট। "দ্বিজ মধুকণ্ঠ" গায়নের নামও হইতে পারে।

১৬৫ গ ৪৮৯৪। ১০ পাতার পুথি, লিপিকাল ১০৯৩ মল্লাব্দ। ভনিতা, "বিজয়রাম সেন কহে গজেন্দ্র-মোক্ষণ"।

১৬৬ "বিষ্ণুপুরে বন্দিলাম মদনমোহন, এবে গঙ্গাতীরে যাব কবহ দর্শন"।

১৬৭ হি-ব্র-লি পৃ ৩৩৭ ৪৫।

১৬৮ ক ১৫০২।
১৬৯ ক ১৫০৫ (লিপিকাল ১০৮৮ মল্লাব্দ) ১৫০৬ (লিপিকাল ১২৪৮) বৃহত্তর রচনার অংশ হওয়া সম্ভব।
১৭০ ক ২৮৩৮। লিপিকাল ১২১৪।
১৭১ ক ২৮৩১ ৩২৯২।
১৭২ ক ৪৬৫৯
১৭৩ স ২২৪। লিপিকাল ১২৫৯ ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা হইতে পারে। হৃদয়-নগরের মনন রাজাকে উপলক্ষ্য করিয়া কাহিনী ফাঁদা হইয়াছে
১৭৪ পৃ ৬ ক।
১৭৫ পৃ ৮ খ
১৭৬ পৃ ২৫ ক
১৭৭ শ্যামলাল বসাক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত (১৮১ শকাব্দ ১৩৮৮) সা প প ৪ পৃ ৩৫৯ ৬ পৃ ৫৩। ক ১৪৩৮ ১৪৫৯ ১৪৪০ ১৭৪১ (লিপিকাল ১০৭৩ সাল) নিশ্চয়ই মল্লাব্দ কেন না কাগজ ও লিপি অর্বাচীন। লিপিকরের ভনিতা "শ্যামের লিখিল সীন ভগবান দাস জয়দেবপদপদ্ম ... কবি গান )
১৭৮ ক ১৪৪০
১৭৯ শুদ্ধ পাঠ শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্যের সংগৃহীত পাথরে পাইয়াছি মুদ্রিত গ্রন্থে কিছু কিছু ছাড়া আছে।
১৮০ ক ১৩৯১ ক ৫২৩৫ বি ৪১১
১৮১ ক ১৬৬৮ (লিপিকাল ১৪৩ সম্ভবত মল্লাব্দ)
১৮২ স ২৪৮ গ ৪৯০২ ক ১৪৭২ ১৮৪০ ইত্যাদি
১৮৩ ক ১৪৪২ (লিপিকাল ১৩২৩) পরম সুদৃশ্য কলাপাতায় (১৭ ভাদ ৭৮ সাল) ৮৮৭ অব্দে শ্রীরামপুরে একটি সংস্করণ ছাপা হইয়াছিল।
১৮৪ দুইটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে ক ৫৫৫৬ (পত্রসংখ্যা ১৮) সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ইহাতে এই চারি অংশ আছে—বন্দনাভক্তিলহরী সাধনভক্তিলহরী ভাবভক্তিলহরী ও প্রেম-কল্পলহরী। দ্বিতীয় পুথিতে পত্রসংখ্যা ৬৪ তবে প্রথম পাঁচ পত্র নাই। ইহাতে প্রেমভক্তিলহরী পর্যন্ত (অর্থাৎ মূল এর পূর্ববিভাগ সবটাই) আছে। লিপিকাল ১৭৫৬ শকাব্দ। আর একটি পুথি বিশ্বভারতীর (৫৯) পত্রসংখ্যা ১৮ লিপিকাল ১১৭২। এই পুথিতে গ্রন্থনাম পাই কৃষ্ণভক্তিবল্লী।
১৮৫ গ ৫৪০২ (১০১ পাতার পুথি লিপিকাল ১২৫৫ সাল)। ভনিতা "শ্রবণমঙ্গল হয় হৃদয় উল্লাস সরসে বচিল দ্বিজ প্রাণকৃষ্ণদাস।" বা-প্রা পু বি ১ ১ পৃ ১৬২।
১৮৬ বীরভূমের প্রসিদ্ধ শিব বক্রেশ্বর
১৮৭ শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ হরিদাস দাস সম্পাদিত পৃ ৮০।
১৮৮ বটতলায় বহুবার মুদ্রিত প্রথম ( ) মুদ্রণ ১৮৫৫ অব্দে ১২৭৮ সালে গৌরীচরণ পালের হরিহর যন্ত্রে একটি সংস্করণ ছাপা হইয়াছিল। আধুনিক সংস্করণগুলিতে কিছু কিছু ছাপা আছে।
১৮৯ ২৫৮২ লিপিকাল ১১৩৫ সাল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদের রচনা হইতে পারে
১৯০ ক ৩৮২০।
১৯১ পরে দ্রষ্টব্য।
১৯২ সা প প ২ পৃ ২০২।
১৯৩ ক ২৬২৬। লিপিকাল ১০৮২ মল্লাব্দ ?
১৯৪ কৃষ্ণদাসের চমৎকারচন্দ্রিকা অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সম্পাদনায় বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বাকি অনুবাদগুলি বটতলা হইতে বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে ভক্তিবর্ধন প্রকাশক নামক সঙ্কলনে। প্রথম ( ) মুদ্রণ ১২৫৯। আধুনিক সংস্করণ শরচ্চন্দ্র শীল কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৩৩)
১৯৫ নাম উজ্জ্বলরসবিবরণ (ক ৪৭৯২)।
১৯৬ স ৪৭৮। বরাহনগর গৌরাঙ্গমন্দিরের সংগ্রহে একটি উজ্জ্বলরস পুঁথি আছে ১০ পাতার। লিপিকাল ১০৯৩ (মল্লাব্দ হওয়া সম্ভব)।
১৯৭ পূর্বে দ্রষ্টব্য
১৯৮ স ৪৮০ ক ১২৯৩ ১৯৩৮
১৯৯ গ ২৭৮৯।
২০০ বীরভূম বিবরণ ১ পৃ ১১৭ ৭৮
২০১ প ৩৫৬।
২০২ ক ২৬২৫।

২০৩ বীরভূম বিবরণ ১ পরিশিষ্ট পৃ ৮।
২০৪ সা-প-প ৬ পৃ ২৬৩। পুঁথি উত্তরবাঢ়ের।
২০৫ বা-প্রা পু বি ৩-৫ পৃ ১৫৭ ৬০।
২০৬ সা প প ৫ পৃ ৭৯ ৮০ ৮ পৃ ৪০।
২০৭ ঐ ৬ প ৭৫।
২০৮ ঐ ৮ পৃ ১৮৭
২০৯ গ ৩৫৭২। মূল ও অনুবাদ সহ হরিদাস দাস কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৪৭)।
২১০ ক ৩৫০৬। পত্রসংখ্যা ৩৫।
২১১ পৃ ৪১৫ ২৪ দ্রষ্টব্য।
২১২ ক ২৭৭৮। পত্রসংখ্যা ৬ লিপিকাল ১২[illegible]১
২১৩ ক ২৭৮৯।
২১৪ বি ১০১। ক ২৬০৬। লিপিকাল ১৮৮৩ (নকলাদি )
২১৫ বি ৫৮।
২১৬ বি ২৫০।
২১৭ ক ১১৫৪।
২১৮ বি ২৫৩।
২১৯ বি ৩১৬।
২২০ বি ৩১৭।
২২১ ক ২৫৮৯ লিপিকাল ১২০৭
২২২ ক ২৫৯০। লিপিকাল ১২০৭।
২২৩ ক ৩৫০৮। পত্রসংখ্যা ৩৫।
২২৪ ক ৩৫[illegible] পত্রসংখ্যা ৯
২২৫ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে অসমিয়া বৈষ্ণব মহান্ত দামোদরদেবের নির্দেশে শ্যামানন্দ মিশ্র ভগবদগীতার অনুবাদ করিয়াছিলেন গীতাসার বা যোগেশ্বর গীতা নামে (বি ২৯ কোচবিহার দরবারের পুথি ৮৭ ২৮ ৫৭) বইটি ছাপাও হইয়াছে।
২২৬ সি ৯৭।
২২৭ প ৩৪৮ বা প্রা পু বি ৩ ৩ পৃ ১৩৯ হইতে।
২২৮ ইনি সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জীবিত ছিলেন
২২৯ এই রকম চণ্ডীদাস ভনিতার পদ পদ্মলোচন বংশীশিক্ষায়ও (পরে দ্রষ্টব্য), পাওয়া গিয়াছে। পেদাসের রাঘনাপাণ্ডার শিষ্য ছিলেন। রাঘনাপাণ্ডার সঙ্গে চণ্ডীদাস-রামীর রূপানুরাগ পদাবলীর সম্পর্ক অনুসন্ধানযোগ্য। বলরামদাস সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য
২৩০ সাহিত্যসভার পুঁথি।

# দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
# মহান্ত-জীবনী

## ১ প্রেমদাস

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুই চারখানি চৈতন্য জীবনী লেখা হইয়াছিল। সেগুলিতে চৈতন্যের সম্বন্ধে নূতন কথা কিছু নাই এবং ধারাবাহিকতা ও সম্পূর্ণতাও প্রায় নাই। অধিকাংশই ছোট রচনা। বড় রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'প্রেমদাস"-এর 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী'।[১] বইটি কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের পদ্য অনুবাদ। অনুবাদ সমাপ্ত হইয়াছিল ১৬৩৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১২ অব্দে।[২] রচনা মূলের অনুগত এবং সহজ ও সরল।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদীর শেষে লেখক সে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে ইঁহার আসল নাম পুরুষোত্তম মিশ্র উপাধি সিদ্ধান্তবাগীশ, গুরুদত্ত নাম "প্রেমদাস"। দুই বড় ভাই ছিলেন, গোবিন্দরাম ও রাধারমণ। পিতা গঙ্গাদাস, পিতামহ মুকুন্দানন্দ, প্রপিতামহ জগন্নাথ মিশ্র। ইঁহারা কাশ্যপ গোত্রীয়। নিবাস এখনকার বর্ধমান জেলার উত্তর অংশে কুলনগরে। ষোল বৎসর বয়সে প্রেমদাস বৃন্দাবনে পলাইয়া গিয়া গোবিন্দদেবের মন্দিরে পাচক হন। কিছুকাল পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন। প্রেমদাস স্বপ্নে শ্রীচৈতন্যের ও নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। প্রেমদাস রাঘনাপাড়ার গোস্বামীদের শিষ্য ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। বন্দনা অংশে তিন প্রভুর পরে বংশীবদন, জাহ্নবাদেবী, রামাঞি-ঠাকুর এবং হরি-গোঁসাঞির নাম আছে।

প্রেমদাস তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বংশীশিক্ষা' রচনা করেন ১৬৩৮ শকাব্দে (১৭১৬ অব্দে)।[৪] এটি আসলে বৈষ্ণবতান্ত্রিক "রসরাজ" (অর্থাৎ রাগানুগা) সাধনা বিষয়ক রচনা চার উল্লাসে সমাপ্ত। তাহার মধ্যে সাড়ে তিন উল্লাসে চৈতন্য কর্তৃক বংশীবদনকে শিক্ষাদান উপলক্ষ্যে তত্ত্বকথার বিস্তার। চতুর্থ উল্লাসের শেষভাগে চৈতন্যের গৃহত্যাগ-কাহিনী এবং বংশীবদন ও তাঁহার পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদির বিষয়ে কিছু কিছু কথা আছে। জাহ্নবাদেবী এবং বীরচন্দ্র সম্বন্ধেও কিছু সংবাদ আছে।

বংশীশিক্ষা হইতে জানিতে পাবি যে জাহ্নবাব পুত্রকৃতক ও শিষ্য বামচন্দ্র 'কডচা', 'অনঙ্গমঞ্জবীসম্পুটিকা' এবং 'পাষণ্ডদলন' বচনা কবিযাছিলেন। বামচন্দ্রেব ভ্রাতুষ্পুত্র, শচীনন্দনেব তিন পুত্র—বাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ এবং কেশব যথাক্রমে 'বংশীবিলাস',[৫] 'শ্রীবল্লভলীলা' এবং 'কেশবলীলা' বচনা কবিযাছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থ দুইটি পদাবলী বলিযা মনে হয।[৬] তিন পুত্রেব বচনা দেখিযা শচীনন্দন পবে 'গৌবাঙ্গবিজয' লিখেন। এটিও পদাবলী বলিযা মনে কবি।[৭] প্রেমদাস লিখিযাছেন,

শচীব হস্তেতে সেবা কবিযা অর্পণ
তিন গ্রন্থ বর্ণিলেন চৈতন নন্দন।
কডচা অনঙ্গমঞ্জবীসম্পুটিকা নাম
পাষণ্ডদলন আব অতি অনুপাম।
শ্রীবাজবল্লভ কৈলা শ্রীবংশীবিলাস
বংশীব মহিমা যাহে বিস্তব প্রকাশ।
শ্রীবল্লভ শ্রীবল্লভলীলা প্রকাশিল
শ্রীকেশব শ্রীকেশবসঙ্গীত বচিল।
তিন পুত্র কৃত তিন সন্দর্ভ দেখিযা
গৌবাঙ্গবিজয শচী বর্ণে হৃষ্ট হৈযা।[৮]

বামচন্দ্রেব পিতা বংশীবদনেব শিষ্য জগদানন্দ 'বংশীলীলামৃত' বচনা কবিযাছিলেন। এই সংবাদও প্রেমদাসেব বচনায পাওযা যাইতেছে।[৯]

বংশীশিক্ষায অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত আছে, তাহাব মধ্যে বংশীবদন ভনিতায তিনটি, বিদ্যাপতি ভনিতায চাবটি, চণ্ডীদাস ভনিতায তেবটি, গোবিন্দদাসেব তেবটি লোচনদাসেব একটি (—এই পদটি মুবলীবিলাসে আছে—) এবং প্রেমদাসেব তিনটি। পাঁচটি পদে ভনিতা নাই। চণ্ডীদাস ভনিতাব পদগুলি বাংলায লেখা, সাধনাঘটিত। চণ্ডীদাসেব নামে এইবকম পদ এই প্রথম পাওযা গেল। বিদ্যাপতি ভনিতায একটি পদও এই জাতীয।[১০]

বংশীবদনেব পিতা ছকডি চট্ট সম্ভবত "বসবাজ"-সাধনাব অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন।[১১] বংশীশিক্ষায ইঁহাব রচিত যে কযটি শ্লোক উদ্ধৃত হইযাছে তাহা হইতে এই অনুমান হয।[১২] এই সাধনার ধারা বিস্তারিত করেন বংশীবদন। ইহাতে তিনি নবহবি সবকাব ঠাকুবেব সহযোগিতা কতটুকু পাইযাছিলেন তাহা ভাবিবাব কথা। মনে হয প্রায একই সময়ে শ্রীখণ্ডে নবহবি এবং কুলিযায় ছকডি-বংশীবদন বৈষ্ণব উপাসনায তান্ত্রিক পূজাব উপাদান ব্যবহাব কবিযাছিলেন।[১৩] নবহবি এবং বংশীবদন প্রায একই সময়ে এইরূপ সাধনাঘটিত পদ লিখিযাছিলেন। ইঁহাদেব শিষ্যপবম্পবায—বিশেষ কবিযা বাঘনাপাডাব পাটে—এই পদরচনাপদ্ধতি চলিযা আসিযাছিল।

হযতো বাগাত্মিক-পদাবলীব "চণ্ডীদাস" বংশীবদনেব পৌত্র বামচন্দ্রেব শিষ্য ছিলেন। রামচন্দ্রেব শিষ্যদের মধ্যে একজন "শ্রীবড়ু-ঠাকুব" বলিযা উল্লিখিত হইযাছেন।[১৪] ইনি বড়ু চণ্ডীদাস হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয। ইহাও মনে বাখিতে হইবে যে চণ্ডীদাসেব বাগাত্মিক পদগুলি প্রধানত বামচন্দ্রেব শিষ্য-সম্প্রদাযেব নিবন্ধগুলিতেই প্রথম পাইতেছি।

রামচন্দ্রেব শিষ্যসম্প্রদাযেব একজন, অকিঞ্চনদাস, 'বিবর্তবিলাস'[১৫] লিখিযাছিলেন। সে কথা আগে বলিয়াছি। বিবর্তবিলাসের বিষয় কতকটা বংশীশিক্ষাবই মতো, তবে ইহাতে

তান্ত্রিক আচারের উপর ঝোঁক অনেক বেশি। ইহাতেও চণ্ডীদাস ভনিতায় রাগাত্মিক পদ পাইতেছি। কৃষ্ণদাস 'কবিরাজ' সম্বন্ধে নূতন কথা আছে। চৈতন্যচরিতামৃতের বিশেষ বিশেষ অংশের "সহজিয়া"-মতের ব্যাখ্যাও আছে। অকিঞ্চনদাসের গুরু ছিলেন রসিকবিহারী, পরম গুরু রঘুনাথ ॥

## ২ চৈতন্যজীবনী ও অনুরূপ রচনা

জয়ানন্দের পরে যে সব ছোটখাট চৈতন্য ও বৈষ্ণবজীবনী রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভগীরথ বন্ধুর 'চৈতন্যসঙ্গীতা'[১৬] (নামটি ভুল। হওয়া উচিত 'চৈতন্যসংহিতা'। কেন তার কারণ পরে বলিতেছি) বইটি ছোট বিষয়বস্তু অসম্পূর্ণ বিষয় বিন্যাস বিশৃঙ্খল হইলেও একটি কারণে মূল্যবান। তাহা হইল শ্রীচৈতন্যের জন্মদিনের উল্লেখ।

এই তারিখটি আগে অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় নাই বইখানিতে তিথি মাস ও বৎসরের সহিত মহাপ্রভুর জন্মদিবসের উল্লেখ করা হইয়াছে।

ফাল্গুনের দ্বাবিংশতি পূর্ণমাসী শুভ অতি
তার পরফল্গুনী ক্ষণ
রাশিচক্রে দক্তে পাই শশী রাহু এক ঠাঁই
পূর্ণিমার যোগেতে গ্রহণ ॥

তারিখটি ঠিক হইতে পারে, ভুলও হইতে পারে। কিন্তু খাঁটি বা ভুল যাহাই হউক না কেন দুইশত আড়াইশত বৎসর আগে উল্লিখিত বলিয়া বিবেচনা যোগ্য।

লেখকের নাম ছাড়া পরিচয় পাই তাঁহার জাতি সম্বন্ধে। তিনি ছিলেন "শঙ্খকার" অর্থাৎ শাঁখারি। সশ্রদ্ধভাবে একাধিকবার 'অভিরাম' নামটির উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে ভগীরথ সম্ভবত খানাকুলের অভিরাম গোস্বামীর পাটের শিষ্য ছিলেন।

ভগীরথের বইটি 'আগম' জাতীয় রচনা অর্থাৎ বক্তা শিব শ্রোতা পার্বতী। পুরাণ-সাহিত্যে এ ধরনের রচনার নাম 'শিবসংহিতা'। ভগীরথের রচনার আসল নাম ছিল 'চৈতন্যসংহিতা'। মঙ্গলগান বলিয়া এবং সেইসঙ্গে লিপিকরের ভ্রমেও নামটি 'চৈতন্যসঙ্গীতা'য় পরিণত হইয়াছিল।

কোচবিহার-দরবারের সংগ্রহে "দ্বিজ" হরানন্দ বিরচিত চৈতন্যলীলানিবন্ধের একটি (ষোল পৃষ্ঠা মাত্র) পুথির পরিচয়ে পাই—"মহাপ্রভুর জন্ম হইতে পুরীতে প্রতাপরুদ্রের সহিত সাক্ষাৎকার পর্যন্ত ঘটনা এই কয়েক পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। ইহাতেই জানা যাইবে যে খুব সংক্ষেপে একখানি চৈতন্যচরিত রচনা করাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল।'[১৭] প্রকাশিত অংশটুকু হইতে মনে হয় যে বইটির রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে যাইবে না।

একটি অজ্ঞাতনামা চৈতন্যচরিতনিবন্ধের দুইটিমাত্র পাতা পাইয়াছি।[১৮] ভনিতা শুধু একবার আছে[১৯],

শচীর বচনে[২০] কেহো বুক নাঞি বান্ধে
শ্রীজীবগোসাঞি ভনে ভক্তজনে কান্দে।

রচয়িতা জীবগোস্বামী হইতে পারেন না, যেহেতু তিনি কখনই নিজের নামের অগ্রে "শ্রী" ও পশ্চাতে "গোসাঞি" জুড়িয়া দিতেন না। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণের আগে শচীর গৃহে আগত

চৈতন্যভক্তদের মধ্যে রায়-রামানন্দের নামও তিনি নিশ্চয়ই করিতেন না। রচনাটিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার মনে করিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই।

প্রাপ্ত অংশের বিষয় গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস। বর্ণনায় সাবল্য ও সহৃদয়তা আছে। যেমন, সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার ও গৌরাঙ্গের সংলাপ।

কান্দিয়া ধরিল দেবী গৌরাঙ্গের পায়
কি হবে আমার গতি শুন মহাশয়।
ত্রিভুবনে মোর প্রভু কোন জন আছে।
বড় অভাগিনী আমি সব কার কাছে।
অগ্নিকুণ্ড করি পুড়া মরি আগে আমি
আনন্দে সন্ন্যাস প্রভু তবে যায়া তুমি
নহে বিষ পান করি মরিহে গোচরে
আমার মরণ দেখি যায়া দেশান্তরে
দেশান্তরী হয়্যা যায়া হইয়া সন্ন্যাসী
সঙ্গে করি লেহ মোরে হব তব দাসী।
করিব তোমার সেবা দখানি চরণ
জনম সফল করি লেহ নিজসনে।
গৌরাঙ্গ বলেন প্রিয়া শুন মন দিয়া
সাধহ হরির নাম ঘরেতে বসিয়া।
স্মরণ যখন দেবি করিবে আমারে
দরশন পাবে প্রিয়া বলিল তোমারে
এত বলি গোরাচান্দ হাসিয়া হাসিয়া
প্রবোধ করিল তারে বিষ্ণুমায়া দিয়া।

সন্ন্যাসের খবর পাইয়া গোবিন্দ মুকুন্দ হরিদাস অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর ও রায় রামানন্দ আসিয়া মিলিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া

লাবণ্যবচনে প্রভু কহেন সভারে
মেলানি মাগিহে আমি তোমা সভাকারে।

যাত্রার পূর্বে প্রভু মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন

তোমার আদেশ পাঞা যাই গো সন্ন্যাস হয়া
কলি জীবে করিতে তারণে
সফলজনম হও তুমি নিবেদেন করি আমি
দুখ কিছু না ভাবিহ মনে।
পরমকারণ তুমি তোমার কিঙ্কর আমি
দেহ মাতা আমারে মেলানি
এ কলি জীবের তরে আমার পরাণ পুড়ে
শুনহ আমার কারুবাণী।
এই মোর নিজ তত্ত্ব করিব জীবের হিত
এই বড় মনে অভিলাষ
বলিল তোমার পায়ে জীবগুলি নষ্ট হয়ে

তেঞি মনে করিতে সন্ন্যাস।

সিলেট অঞ্চলে চৈতন্য ও তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ লইয়া কয়েকটি নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল। রামরত্নের 'শ্রীচৈতন্যরত্নাবলী'তে[২০] এবং জগজ্জীবন মিশ্রের 'মনঃসন্তোষিণী'তে[২১] আনুষঙ্গিকভাবে শ্রীচৈতন্যের পিতৃভূমিদর্শনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। অপর নিবন্ধ হইতেছে পুরন্দরের 'শ্রীচৈতন্যচরিত্র'[২৩], "দ্বিজ" নিত্যানন্দের 'শ্রীচৈতন্য-পাঁচালী'[২৪], রামশরণের 'চৈতন্যবিলাস'[২৫], ধূপরাজের 'গৌরাঙ্গসন্ন্যাস'[২৬], "বৈদ্য" জগন্নাথের 'শ্রীচৈতন্য-পাঁচালী' ও রামানন্দের 'রসতত্ত্ববিলাস'[২৭], ইত্যাদি।

লরনীদাসের 'জগন্মোহন-ভাগবত' চৈতন্যভাগবতের অনুকরণে লেখা,[২৮] জগন্মোহন (জীবৎকাল, লরনীদাসের মতে, ১৪৫০-৮১ শকাব্দ - ১৫২৮-৬০ অব্দ) কতকটা নিরাকারবাদী, সম্ভবত সূফী-ভাবভাবিত, ছিলেন। কয়েকজন মুসলমান ইঁহার শিষ্য হইয়া হিন্দু নাম লইয়াছিলেন।

মনসুর খাঁর নাম হৈল মনোহরদাস
হিম্মৎ-খাঁর হৈল নাম হরিদাসদাস।
বাণেশ্বরদাস নাম বাহাদুর খাঁর হৈল
সর্ব-পরিত্যাগী তিনে বৈরাগী করিল

জগন্মোহনের এক শিষ্য নিরাকারভাবাত্মক পদ লিখিয়াছিলেন।

রাধারমণ (বা রাধাচরণ) দাসের 'রঞ্জিতচরিত্র' "রঞ্জিত" নামে খ্যাত গঙ্গারাম ঘোষের জীবনী। "রঞ্জিত" নিজেও এক পদকর্তা ছিলেন। কবিরদাস বৈষ্ণবের রামকৃষ্ণচরিত এবং[৩০] বিষয় রামকৃষ্ণ গোস্বামীর (জীবৎকাল ৯৮৩-১০৫৯ সাল - ১৫৭৬-১৬৫২ অব্দ) জীবনী। 'চরিত্রচিন্তারত্ন'এর[৩১] বিষয় "ঠাকুর রাণী" নামে পরিচিত রাণীকিশোরের জীবনী।

জগদানন্দের 'শ্যামচন্দ্রোদয়'[৩২] দীর্ঘ কবিতা। ইহাতে মঙ্গলডিহির পর্ণিগোপাল বা পানুয়া ঠাকুরের শ্যামচাঁদ বিগ্রহের প্রাপ্তি ও প্রতিষ্ঠার কাহিনী বর্ণিত আছে।

জগদানন্দের পৌত্র দ্বারকানাথ সংস্কৃতে-প্রাকৃতে একখানি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক "সঙ্গীত-নাটক" লিখিয়াছিলেন নাম গোবিন্দরত[৩৩]। নাটকের শেষে দ্বারকানাথ যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানি যে চৈতন্যের প্রিয়পাত্র সুন্দরানন্দের প্রিয় শিষ্য পূর্ণগোপাল (অর্থাৎ পর্ণিগোপাল) দ্বারকানাথের ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। পিতা রুক্মিণীকান্ত, পিতামহ জগদানন্দ, প্রপিতামহ গোকুলচন্দ্র। গোকুলচন্দ্রের প্রপিতামহ পর্ণিগোপাল।

নাটকটিতে সাধারণ সংস্কৃত নাটকের মতো প্রাকৃত শ্লোক আছে। আবার জয়দেবের ধরনের সংস্কৃত পদও আছে। যেমন মঙ্গলাচরণ শ্লোকের পরের পদটি,

মায় কৃপণে করুণাং কুরু কেশব
মন্দতনুভব সব্রজবান্ধব মাধব সহবলদেব। ধ্রু
প্রলয়পয়োধিপয়োবিধৃতামিতামিতমীনবিহার
তলগত ভূমিসমুদ্ধরণায় গৃহীতবরাহশরীর
দুষ্টদশাননদমননিদান সুদর্শন দশরথপুত্র
শ্রীরামাভিধ বন্ধসমুদ্র কপীশ্বরসহকৃতমৈত্র

চিত্রকৃতে কৃতবেদবিনিন্দক বৃদ্ধ দয়াময়শীল
ম্লেচ্ছকুলাময় বিষ্ণুযশোঽস্বয় কবধৃতসংকবরাল
কলিযুগপাবন নিজপথসাধন গৌরতনো দ্বিজরাজ
সহচরনিত্যানন্দ সসুন্দরদেব সভক্তসমাজ ॥

সঙ্গীত-নাটকে দ্বারকানাথ স্পষ্টই রামানন্দ-রায়ের জগন্নাথবল্লভের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গোবিন্দবল্লভ-নাটকের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

কৃষ্ণচরণ দাসের 'শ্যামানন্দপ্রকাশ'-এ[৩৪] শ্যামানন্দের বৈরাগ্য ও পরবর্তী জীবনী অল্পকথায় বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্যামানন্দের প্রশিষ্য নয়নানন্দের শিষ্য রাধামোহনের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের লোক হইবেন। "কৃষ্ণচরণ-দাস" লেখকের আসল নাম নয়। স্বপ্নে ব্রজধামে শ্যামানন্দ ইঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া "কৃষ্ণচরণ" নাম দেন এবং তাঁহার "মঙ্গল" রচনা করিয়া পরম গুরু নয়নানন্দকে দেখাইতে বলেন। এই সূত্রে গ্রন্থরচনা ॥

### ৩ আনন্দচন্দ্র দাসের 'জগদীশচরিত্র' (বা 'জগদীশচরিত্রবিজয়')

আনন্দচন্দ্র-দাসের 'জগদীশচরিত্র' (বা 'জগদীশচরিত্রবিজয়') গ্রন্থের কোন পুথি নাই, বইটি একরারে ছাপার অক্ষরে মিলিয়াছে।[৩৫] নিবন্ধটি চৈতন্যের নবদ্বীপের প্রতিবেশী এবং প্রবীণ ভক্ত জগদীশ পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত জীবনী। রারোটি "বর্ণ" নামক অধ্যায়ে বিভক্ত

প্রথম বর্ণে মঙ্গলাচরণ। গ্রন্থকারের রচিত শ্লোক এবং রাঙ্গালায় অনুরাদ সহযোগে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব রন্দনা। প্রথম পাতাটি পাওয়া যায় নাই। এই অধ্যায় হইতে জানা যায় যে যশোড়া নিরাসী জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য রঘুনাথ আচার্য (চৈতন্যভক্ত "খঞ্জ" ভগরান আচার্যের পুত্র), রঘুনাথের এক শিষ্য ভাগরতানন্দ (যাহার পূর্বনাম ছিল শ্রীকৃষ্ণ), ভাগরতানন্দের এক শিষ্য প্রেমানন্দ, এরং এই প্রেমানন্দের শিষ্য গ্রন্থকার আনন্দচন্দ্র। ভাগরতানন্দ, প্রেমানন্দ ও আনন্দচন্দ্র রঘুনাথের রংশধর –যথাক্রমে পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র—রলিয়া মনে হয়। এই অনুমানের কারণ দশম রর্ণে ভগরান আচার্যের প্রতি জগদীশের সমক্ষে চৈতন্যের উক্তি,

রঘুনাথের পুত্রগণ শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ
রঘুনাথ-স্থানেতে করিব
আমার রচন এই তর রংশে হর যেই
জগদীশ পরিরার হৈর।

আনন্দচন্দ্র যে অপণ্ডিত ছিলেন না তাঁহার রচনা হইতেই তাহা জানা যায়। উদাহরণ রূপে গুরু-রন্দনা শ্লোকটি উদ্ধৃতি করিতেছি।

রাধারণ কৃপারন্ধে
ত্বামহমধমো রন্দে।
ভররিটখাতগতান্ধে
কুরু করুণাময়ি মন্দে ॥

'রাধারণ, কৃপাসিন্ধু। অধম আমি তোমাকে রন্দনা করি। সংসার রূপ রিষ্ঠাগর্তে পতিত, অন্ধ, মূর্খ আমাকে করুণা কর ॥'

প্রত্যেক বর্ণেব শেষে এবং অন্যত্রও আনন্দচন্দ্র বলিযাছেন যে স্বপ্নে ভাগবতানন্দেব আদেশ পাইযা তিনি জগদীশচবিত্র লিখিতেছেন। ভাগবতানন্দেব আসল নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণ। তিনি খুব ভালো ভাগবত পাঠ কবিতে পাবিতেন। একদা ভাদ্র মাসে ২৯ তাবিখে তাঁহাব ভাগবত পাঠে মুগ্ধ হইযা পূজিত চৈতন্য বিগ্রহ মূর্তিমান হইযা "আপনাব বস্ত্র তাঁব মাথে আনি দিল।" এই হইতে তাঁহাব নূতন নাম হইল ভাগবতানন্দ।

দ্বিতীয বর্ণে জগদীশেব জন্ম হইতে অন্নপ্রাশন পযন্ত বর্ণিত। পিতা কমলাক্ষ বন্দ্য মাতা ভাগ্যবতী। এক ছোট ভাই হইযাছিল, নাম মহেশ। তৃতীয বর্ণে আছে বাল্যলীলা, উপনযন পর্যন্ত। চতুথ বর্ণেব বিষয দিগ্বিজযী পণ্ডিতেব সঙ্গে ব্রহ্ম বিচাব ও তাহাতে জযলাভ। পঞ্চম বর্ণে জগদীশেব বিবাহ বর্ণন। অভাবগ্রস্ত কুলীন ব্রাহ্মণ তপনেব কন্যা দুঃখিনীব সহিত কমলাক্ষ পুত্রেব বিবাহ দিলেন সব নিজেব খবচে। ষষ্ঠ বর্ণে নবদ্বীপাগমন বর্ণিত। পিতা মাতাব মৃত্যুব পব ধুমধামে শ্রাদ্ধ কবিযা জগদীশ পত্নী ও ভাইকে লইযা গঙ্গাতীব-বাসেব উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে আসিযা চৈতন্যেব পিতাব প্রতিবেশী হইযা বাস কবিতে লাগিলেন। যশোডা হইতে নবদ্বীপে আসিতে তাঁহাব সাত আট দিন লাগিযাছিল। চৈতন্যেব জন্ম হইলে পব তাঁহাব লালনেব ভাব কতকটা লইযাছিলেন দুঃখিনী। এই বর্ণে চৈতন্যচবিতামৃতেব উল্লেখ থাকে। সপ্তম বর্ণে জগদীশেব সঙ্গে চৈতন্যেব মিলন বর্ণিত। চৈতন্যেব সন্ন্যাসগ্রহণেব প্রাককালে তাঁহাব অনুমতি লইযা জগদীশ পুবী গমন কবিলেন এবং সেখান হইতে জগন্নাথ মূর্তি লইযা যশোডা গ্রামে চলিযা আসিলেন। অষ্টম বর্ণে যশোডা গ্রামে জগন্নাথেব প্রতিষ্ঠা ও সেবা বর্ণিত নবম বর্ণে আছে সন্ন্যাস কবিযা চৈতন্য শান্তিপুবে আসিযাছেন। সেখান হইতে তিনি নিত্যানন্দকে সঙ্গে কবিযা যশোডায আসিলেন। ধাত্রীমাতা দুঃখিনীকে দেখিযা প্রীত হইযা "মাতৃবাক্যে মহাপ্রভু সম্বোধিলা তাঁবে।" মহেশ নিত্যানন্দ প্রভুব অনুগ্রহ লাভ কবিল। ইতিপূর্বে তিন উচ্ছৃঙ্খল পুত্রেব মৃত্যু হইযাছে। দুঃখিনী তখন নিঃসন্তান। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবাব জন্য চৈতন্য এক ভাস্কব পাঠাইযা দিলেন।

বাল্যকালে প্রভু যবে নদীয়া নগবে
হাঁটু পাতি খেলাইত দুঃখিনীব ঘবে
সেইরূপ প্রতিমূর্তি কবিযা নির্মাণ
দ্বাবে বাখি ভাস্কব চলি গেল নিজস্থান

দশম বর্ণে এই গৌবগোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠাব কথা বর্ণিত। একাদশ বর্ণেব বিষয জগদীশেব চৈতন্য-সঙ্গে পুবী গমন এবং সেখান হইতে চৈতন্যেব আদেশে ভগবান আচার্যসহ প্রত্যাবর্তন। ভগবান আচার্যেব পুত্র বঘুনাথেব মালিপাডায জন্ম হইল একটু বড হইলে জগদীশেব হাতে পুত্রকে সমর্পণ কবিযা ভগবান পুবী প্রত্যাবর্তন কবিলেন। জগদীশেব ঘবে বঘুনাথেব উপনযন হইল। জগদীশ বঘুনাথকে শিক্ষা দিলেন।

দ্বাদশ বর্ণেব বিষয— জগদীশেব কন্যা বসমঞ্জবীব ও পুত্র বামভদ্রেব জন্ম। নিত্যানন্দেব কন্যা গঙ্গাব ও জিবাট-নিবাসী মাধব আচার্যেব পুত্র গোপালবল্লভেব সহিত বসমঞ্জবীব বিবাহ হইল। তাহার পব জগদীশেব অন্তর্ধান। তাহাব পব গ্রন্থেব অনুবাদ। গ্রন্থকাবেব দৈন্যোক্তি এবং বৃন্দাবনেব গোস্বামীদেব প্রতি (গোপালভট্টেব শিষ্য শ্রীনিবাস পর্যন্ত) আনুগত্য জ্ঞাপন।

ভগবান আচার্য হইতে বংশপবম্পবা ক্রমে আনন্দচন্দ্র-দাস পাঁচ পুরুষ। সুতবাং তাঁহাব সময় সপ্তদশ শতাব্দীব প্রথম ভাগ। আভ্যন্তবিক প্রমাণেও জগদীশচবিত্র সপ্তদশ শতাব্দীব

প্রথম ভাগের রচনা বলিয়া ধরিতে পারি ॥

### ৪ নরহরি চক্রবর্তী

বৈষ্ণব ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ 'ভক্তিরত্নাকর'।[৩৬] এই সুবৃহৎ গ্রন্থকে বৈষ্ণব বিদ্যার ও ইতিহাসের বৃহৎকোষ বলা যাইতে পারে। রচয়িতা নরহরি চক্রবর্তী, নামান্তরে ঘনশ্যাম। ইঁহার পিতা জগন্নাথ ছিলেন বৃন্দাবনবাসী বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য। (হয়তো ইঁহারা বিশ্বনাথের সম্পর্কিত ছিলেন।) ইঁহাদের বাসস্থান গঙ্গার পূর্বতীরে সৈয়দাবাদের নিকটে। নরহরি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে
পূর্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্বজনে।
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত
তাঁর শিষ্য পিতা মোর বিপ্র জগন্নাথ।
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম
নরহরিদাস আর দাস ঘনশ্যাম।[৩৭]

ভক্তিরত্নাকর অনেকখানি চৈতন্যচরিতামৃতের আদর্শে পরিকল্পিত। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনার মতো গোছালো নয়। বহু শ্লোক আছে অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু মুখ্য বিষয়ের আলোচনায় পর্যায়ক্রম রক্ষিত হয় নাই। মনে হয়, যেন বিভিন্ন কালে বিরচিত বিচ্ছিন্ন রচনার মালা গাঁথা। বইটি পঞ্চদশ তরঙ্গে বিভক্ত। প্রথম তরঙ্গে মঙ্গলাচরণের পর জীবগোস্বামীর বংশপরিচয় লইয়া আরম্ভ। দ্বিতীয়ে শ্রীনিবাস আচার্যের বাল্যকথা। তৃতীয়ে শ্রীনিবাসের নীলাচলে ও গৌড়ে গিয়া চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের সাক্ষাৎ না-পাওয়া। চতুর্থে শ্রীনিবাসের নবদ্বীপে আগমন ও বিষ্ণুপ্রিয়ার আশীর্বাদ লাভ এবং বৃন্দাবন গমন। পঞ্চমে শ্রীনিবাসের ব্রজভ্রমণ এবং বিবিধ বিষয়। তাহার মধ্যে সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনাও আছে। ষষ্ঠে শ্যামানন্দের ব্রজে আগমন ও গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া শ্রীবাস-নরোত্তম শ্যামানন্দের গৌড় যাত্রা। সপ্তমে ঝারিখণ্ডে গ্রন্থচুরি, মল্লভূমির রাজা বীরহাম্বীরকে অনুগ্রহ, শ্যামানন্দের উৎকল গমন, এবং "বিবিধ প্রবন্ধে ইথে কর্ণরসায়ন'। অষ্টমে শ্রীনিবাসের গৌড় ও শ্রীক্ষেত্র ভ্রমণ, বিবাহ, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতিকে দীক্ষাদান নবমে গোস্বামী-গ্রন্থ প্রচার, বৃন্দাবন গমন ও প্রত্যাবর্তন। দশমে খেতরিতে ও অন্যান্য স্থানে মহোৎসব। একাদশে জাহ্নবাদেবীর বৃন্দাবন গমন ও প্রত্যাবর্তন। দ্বাদশে শ্রীনিবাস-নরোত্তম রামচন্দ্রের নদীয়া ভ্রমণ, নিত্যানন্দপ্রভুর বিবাহকাহিনী ইত্যাদি। ত্রয়োদশে শ্রীনিবাসের দ্বিতীয় বিবাহ, নিত্যানন্দ তনয় বীরচন্দ্রের বৃন্দাবন গমন ও প্রত্যাগমন ইত্যাদি। চতুর্দশে বোরাকুলিতে উৎসব ইত্যাদি। পঞ্চদশে উৎকলে শ্যামানন্দের কীর্তিকাহিনী।

নরহরির অনেক বিষয়ে গুণপনা ছিল। কবিতা রচনা তো কবিতেনই, উপরন্তু তিনি ছিলেন নিপুণ ছন্দোজ্ঞ ও সঙ্গীতজ্ঞ। প্রেমদাসের মতো ইনিও বৃন্দাবনে ঠাকুরবাড়িতে কিছুকাল পাচকের কাজ করিয়াছিলেন।

ভক্তিরত্নাকরে অনুরাগবল্লীর উল্লেখ আছে।[৩৮] সুতরাং ভক্তিরত্নাকরের রচনাকাল ১৬৯৪ অব্দের পরে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী আনুমানিক ১৭০৫ অব্দের দিকে দেহত্যাগ করেন।

সুতরাং ভক্তিরত্নাকর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত হইযাছিল বলা যাইতে পারে।

তিন প্রভু, ছয় গোস্বামী এবং শ্রীনিবাস প্রভৃতি মহান্তদেব বিষযে অনেক প্রামাণিক-অপ্রামাণিক প্রসঙ্গ ছাডাও ভক্তিরত্নাকরে বহু ব্যাপার বর্ণিত আছে। ব্রজপরিক্রমা ও নবদ্বীপ-পরিক্রমা অংশ দুইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলেও হয়।[৩৯] পঞ্চম তবঙ্গ আসলে একটি সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক নিবন্ধ। ভক্তিবত্নাকবে নবহরিব স্বরচিত এবং অপরেব লেখা অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত আছে।[৪০] গ্রন্থকারেব পাণ্ডিত্যেব পরিচয পাওয়া যায বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধারে। অধুনালুপ্ত কযেকটি গ্রন্থের উদ্দেশ ভক্তিরত্নাকরেই মিলিতেছে।

নরহরি চক্রবর্তীর দ্বিতীয জীবনীগ্রন্থ 'নবোত্তমাবলাস'।[৪১] নামেই প্রকাশ, ইহাতে নরোত্তম ঠাকুরের কথাই বেশি করিয়া বলা হইয়াছে। বইটি ভক্তিবত্নাকবের পরিপূবক[৪২], আকারে অনেক ছোট এবং অধিকতর সুপাঠ্য রচনা।

আরও একটি জীবনীগ্রন্থ নবহরি লিখিয়াছিলেন। নাম 'শ্রীনিবাসচরিত্র'। ভক্তিবত্নাকরে ইহাব উল্লেখ আছে। শ্রীনিবাসচবিত্রেব কোন পুথি অথবা ইহা হইতে কোন উদ্ধৃতি পাওয়া যায় নাই। মনে হয় বইটি ভক্তিরত্নাকবেব আগে লেখা হইযাছিল[৪৩] এবং ইহাব বিষয সবই ভক্তিরত্নাকরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে শ্রীনিবাসচবিত্রের আবশ্যকতা চলিয়া যায়, সুতরাং পুথিও লুপ্ত হয।

নবহরি অনেক পদ লিখিয়াছিলেন। তাহাব কতকগুলি ভক্তিবত্নাকবে উদ্ধৃত আছে। ইঁহার পদাবলীব গ্রন্থও আছে, পদাবলীসংগ্রহও আছে। সে সবেব আলোচনা পরবর্তী পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ॥

## ৫ 'জয়দেবচরিত্র' ইত্যাদি

শাখাবর্ণন-জাতীয় ছোট ছোট বচনাগুলির উল্লেখ আগে কবিয়াছি।[৪৪] আলোচ্য সময়ে গৌরগণোদ্দেশদীপিকাব আবও দুইটি অনুবাদ হইযাছিল। একটিব নাম 'কিবণদীপিকা'।[৪৫] রচযিতা নিজেকে "দীনহীন" বলিযা নাম গোপন কবিয়াছেন। (তবে ইহাব "দীন" অংশ নাম হইতে পারে।) অপরটির নূতন কোন নাম নাই।[৪৬] এটিব বচযিতা বামাই।

পবনদাস বাবাজীব 'রামাইচবিতামৃত'[৪৭] ঊনবিংশ শতাব্দীব গোডাকাব বচনা হওয়া সম্ভব।

বনমালী দাসেব 'জযদেবচবিত্র'[৪৮] জযদেব-পদ্মাবতী বিষয়ে লোককথাব আধাবে বিবচিত। বর্ধমানেব মহাবানী কেন্দুবিল্বেব নিকটে বামাযেৎ সাধুব অস্থলে জযদেব-পূজিত বলিযা প্রসিদ্ধ বাধামাধব-বিগ্রহেব মন্দিব কবাইযা দিযাছিলেন ১৬১৪ শকাব্দে (১৬৯২-৯৩ অব্দে)। সে ঘটনার উল্লেখ জয়দেবচবিত্রে আছে। সুতবাং বনমানলী দাসের গ্রন্থের রচনাকাল ১৬৯৩ অব্দেব আগে যাইবে না। বইটি একটিমাত্র পুথি পাওযা গিয়াছে। সে পুথির লিপিকাল ১২১৮ সাল (১৮০১-০২ অব্দ)। ইহা বচনাকাল হওযা কিছুমাত্র অসম্ভব নয় ॥

## টীকা

১ গ ৫৪৪৪। প্রথম ( ?) মুদ্রণ ১৮৫০ অব্দে। একটি পুথির লিপিকাল হইল ১১০৬ মল্লাব্দ অর্থাৎ ১৮০০ অব্দ সা-প-প ৬ পৃ ৫৫-৫৬ ।

২ 'বেদনেত্ররসক্ষৌণীমিতে শাকে মুদান্বিতঃ। লিলেখ প্রেমদাসঃ কৌমুদীং চন্দ্রোদয়স্য বৈ ॥ (গ ৫৪৪৪)। "শকাব্দিতা ষোল শত চৌত্রিশ শকেতে, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক সুখেতে লৌকিক ভাষাতে মুগ্রি কবিনু লিখ'ন (বংশীশিক্ষা)।

৩ যোগেন্দ্রনাথ দে কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৩১)।

৪ "ষোল শত অষ্টত্রিংশ শকেব গণনে, শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা গ্রন্থ কবিনু বর্ণনে" (২৩৬)।

৫ নামান্তর 'মুরলীবিলাস' . পূর্বে আলোচনা কবিযাছি।

৬ হি-ব্র-লি পৃ ৪২৭।

৭ হি-ব্র-লি পৃ ২১৬ ২৬।

৮ পৃ ২৩২।

৯ "শ্রীজগদানন্দ বন্দো মধুব চবিত, যিঁহ ধবণিলা গ্রন্থ বংশীলীলামৃত" (পৃ ৮১)।

১০ পৃ ১২৮।

১১ অপব প্রবর্তক হইতেছেন শ্রীখণ্ডেব নবহবি সবকার।

১২ পৃ ১৩, ১০৬ ১১৩, ১১৪ ১৪১ ১৬৪ (প্রেমদাস বলেন এই শ্লোকটি আছে "শ্রীমচ্চকডিদেবকৃত বেণুমাহাত্ম্যে")।

১৩ এই শুকসম্প্রদায় পবে "কুলিযাব পাট' নামে খ্যাত হইয়াছিল।

১৪ "বিপ্র-কুলে জন্ম ধীব শ্রীবড়ু ঠাকুব নিবাস শ্রীশালডাঙ্গা-মনসুবপুব (বংশীশিক্ষা পৃ ২৩২)

১৫ বেণীমাধব দে কর্তৃক একাধিকবাব মুদ্রিত। শেষ সংস্কবণ হইযাছিল ১৩৩২ সালে।

১৬ ক ১১৭৩। প্রথম ( ?) মুদ্রণ 'চৈতন্যসঙ্গীতা' নামে মহেশচন্দ্র শীল ও বিশ্বম্ভব লাহাব সুধাসন্ধু যন্ত্রে শকাব্দা ১৭৭২ সন ১২৫৭ সালে (১৮৫০ ৮১ অব্দ)। সম্প্রতি শ্রীমতী সুনন্দা দত্তেব সম্পাদনায় চৈতন্যসঙ্গীতা পুন প্রকাশিত হইয়াছে। (আনন্দ পাবলিশাস প্রাইভেট লিমিটেড ১৯৮৫)। গ্রন্থটিব সম্পাদকীয় পঠিতব্য।

১৭ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ সেন সঙ্কলিত হৃদয়ানন্দেব চৈতন্যচবিত প্রবন্ধ (কুচবিহাব দর্পণ ফাল্গুন ১৩এ ১৩৫৩ দষ্টব্য)।

১৮ স ৫৬১ (১০ ও ১৫ সংখ্যক পাতা।)

১৯ ১৫ ক।

২০ পাঠ "বদনে"।

২১ শ্রী ২৫৯, ৩৫৬ ( তালিকা' প ১৮ ২৪)। শ্রীহট্টেব ইতিবৃত্ত তৃতীয় খণ্ড পৃ ৪ ১১ ১২ পবিশিষ্ট ১ প ৮।

২২ 'শ্রীহট্টেব ইতিবৃত্ত', তৃতীয খণ্ড পৃ ২৩ ৩৫ ৩৯।

২৩ শ্রী ২২৯ (লিপিকাল ১২৪৩) ( তালিকা পৃ ১৬)।

২৪ ঐ ২৭২ , লিপিকাল ১২৭৪ ('তালিব' পৃ ১৯)।

২৫ 'শ্রীহট্টেব ইতিবৃত্ত' চতুর্থ খণ্ড পৃ ২৬০ পবিশিষ্ট ১ পৃ ১২।

২৬ শ্রী ২৪৯, ২৫০ ('তালিকা' পৃ ১৭)।

২৭ 'শ্রীহট্টেব ইতিবৃত্ত' চতুর্থ খণ্ড পৃ ৭২ ৭৩।

২৮ ঐ পৃ ৭৪ ৮১।

২৯ শ্রী ২৭৩ ('তালিকা' পৃ ১৯)। 'শ্রীহট্টেব ইতিবৃত্ত' তৃতীয খণ্ড পৃ ৩১৩ চতুর্থ খণ্ড পৃ ৪৯ ৫০।

৩০ শ্রী ২৬৪ (লিপিকাল ১৩০৫ 'তালিকা' পৃ ১৮)। শ্রীহট্টেব ইতিবৃত্ত' চতুর্থ খণ্ড পৃ ১৯৪ ২০৪।

৩১ ঐ পৃ ১১৯ ২১।

৩২ ক ১১৬৭ (৯ পাতার পুথি)। হবিদাস দাস কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৪৯)। বীবভূমবিবণ ১ পৃ ১৭৯, পবিশিষ্ট পৃ ৸৶। জগদানন্দ নয়নানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

৩৩ গ ৪০৩১। পুথিটি রচয়িতাব মূল খসডা বলিযা মনে কবি, কেননা অনেক কাটাবুটি আছে মার্জিনে নোটও আছে। বর্গীয় ও অন্তঃস্থ ব-য়ের পার্থক্য দেখান আছে।

৩৪ স ৪৮৭ (লিপিকাল ১২২৬ সাল)। ক ১৮৯১ (লিপিকাল ১২২৪)। সা প-প ৬ পৃ ৭৩ (লিপিকাল ১২৫৩ সাল)। অমূল্যধন রায়ভট্ট প্রকাশিত (১৩৩৫)। ছাপা বই ও পুথির মধ্যে খুব বেশি মিল নাই।

৩৫ পুথির আকারে (৪৯ পৃষ্ঠা) ছাপা, ১৮৩৭ শকাব্দে ( ১৮১৫ ১৬)। এই ভাবে এবং এই সময়ে নরহরি চক্রবর্তীর 'নরোত্তমবিলাস'ও ছাপা হইয়াছিল। এই দুইটিই সর্বপ্রাচীন ছাপা বৈষ্ণব নিবন্ধ। পুথির আদর্শ মাত্রিক নামপত্র নাই, মুদ্রাযন্ত্রের উল্লেখও নাই।

৩৬ বহরমপুর বাধারমণ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত (দ্বিতীয় সংস্করণ চৈতন্যাব্দ ৪২৬) গৌড়ীয় মঠ হইতেও একটি সংস্করণ বাহির হইয়াছে (১৯৪০)।

৩৭ "গ্রন্থানুবাদ" দ্রষ্টব্য।

৩৮ চতুর্থ তরঙ্গ।

৩৯ একদা স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

৪০ হি-এ লি পৃ ২৫৮।

৪১ বটতলা হইতে বহুবার মুদ্রিত। প্রথম ( ?) মুদ্রণ ১২৬২ সালে। বহরমপুর হইতেও প্রকাশিত হইয়াছে।

৪২ ভক্তিরত্নাকর দশম তরঙ্গে আছে 'বিস্তারিব নরোত্তমবিলাস গ্রন্থতে

৪৩ "কেছে ইষ্টগোষ্ঠী দোঁহে সর্বত্র প্রচার অন্য গ্রন্থে বিস্তারি বর্ণিল গ্রন্থকার।" (তরঙ্গ ১৩।।
"শিষ্যগণ নাম এথা লিখিতে নারিনু শ্রীনিবাসচরিত গ্রন্থেতে বিস্তারিনু।" (তরঙ্গ ১৯)

৪৪ পৃ ২৮ ৩০ দ্রষ্টব্য।

৪৫ সা প প ৮ পৃ ২৫৮। শ্রীখণ্ড অঞ্চলের পুথি।

৪৬ সা প প ৪ পৃ ২৯৯-৩০০। পুথি উত্তরবঙ্গের।

৪৭ বিপিনবিহারী গোস্বামী সম্পাদিত (১৮৭৬)

৪৮ গ ৫৪০০ (পত্রসংখ্যা ২৪)। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩১২)।

# ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
# পদাবলীসংহিতা ও কীর্তনগান

## ১ বিশ্বনাথ, নরহরি-ঘনশ্যাম ও রাধামোহন

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদাবলীবচনায় কবিত্বের কোন অভিনব উদ্দীপনা নাই। নূতনত্বের মধ্যে আছে, বৃন্দাবন-মথুরার প্রভাবে প্রাচীন অর্থাৎ অবহট্‌ঠ-ব্রজভাষার ঠাটে পদরচনা আর কয়েকখানি বৃহৎ পদসংহিতা-গ্রন্থ সঙ্কলন।

আলোচ্য সময়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য পদসংহিতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সঙ্কলন করিয়াছিলেন। বইটির নাম 'ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি' (অথবা 'গীতচিন্তামণি')[১]। বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ডতীরে বসিয়া বিশ্বনাথ ভাগবতের টীকা রচনা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন ১৬২৬ ("ঋত্বক্ষিষড়্ভূমিমিতে") শকাব্দে (= ১৭০৪ অব্দে)। তাহার অনতিকাল পরে বিশ্বনাথের দেহত্যাগ হয়। ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি ১৭০৪ অব্দের আগেই সঙ্কলিত হইয়াছিল। তবে অসম্পূর্ণ বলিয়া—যেহেতু এক পক্ষের রাত্রির কথাই আছে—মনে হয় যে ভাগবতের টীকা লেখা শেষ করিয়াই হয়ত তিনি পদসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই।

ক্ষণদা-গীতচিন্তামণিতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন কবির লেখা তিন শতেরও বেশি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। বিশ্বনাথের নিজের পদও নিশ্চয়ই কিছু আছে। "হরিবল্লভ" ও "বল্লভ" ভনিতায় পদগুলি (সংখ্যায় চল্লিশ, তাহার মধ্যে তিনটি সংস্কৃতে, বাকি ব্রজবুলিতে) ইহারই রচনা বলিয়া স্বীকৃত। ইহাতে চণ্ডীদাস-ভনিতায় কোন পদ নাই। অধ্যায়ের নাম "ক্ষণদা"। (কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত এই তিরিশ ক্ষণদায় অর্থাৎ উৎসব-রজনীতে মাস বিভক্ত।) প্রথমে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ, দ্বিতীয়ে বয়ঃসন্ধি, তৃতীয়ে মুগ্ধা ইত্যাদি নায়িকা-রসপর্যায়ক্রমে পদগুলি সাজানো।

অবহট্‌ঠ-ব্রজভাষা ঠাটের পদরচনায় নরহরি চক্রবর্তী অনর্গল ছিলেন। নরহরি ছিলেন বিশ্বনাথের শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্তীর পুত্র। (ইঁহার নামান্তর ছিল ঘনশ্যাম।) ইনি দুইখানি পদসংহিতা ফাঁদিয়াছিলেন।[২] একটির নাম 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'।[৩] ইহাতে সঙ্কলিত পদের সংখ্যা ৩৭১। পদগুলি সব নরহরিরই রচনা এবং সবগুলির বিষয় চৈতন্যকথা। আর

একখানিব নাম 'গীতচন্দ্রোদয' ।[৪] নবহবি ছন্দঃশাস্ত্র বিষয়ে একটি নিবন্ধ বচনা কবিতে আবম্ভ কবিযাছিলেন । নাম 'ছন্দঃসমুদ্র' ।[৫] নবহবি এই ধবনেব আবও দুইটি বই লিখিযাছিলেন । একটিব নাম 'পদ্ধতি-প্রদীপ' । এটিব নাম ছাড়া কিছু জানা নাই । দ্বিতীযটি সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্রেব কডচা গ্রন্থ, নাম 'সঙ্গীতসাবসংগ্রহ' সংস্কৃতে লেখা ।[৬]

গৌবচবিত্রচিন্তামণিব অনেকগুলি পদ "নদীযা-নাগবী" ভাবেব, লোচনেব ঢামালি-পদেব ধবনে লেখা । একটি উদাহবণ দিযেছি । পদটি ভক্তিবত্নাকবেও আছে । গৌবাঙ্গেব বিবাহ-দিনেব কথা,

দেববমণী বৃন্দ বিবচি বেশ বিবিধ ভাঁতি
বাজত থল মাহি অতুল ঝলকে কনক-কাঁতি ।
ভ্রমত গগন পথ অগণন যুথ হিয উৎসাহ
মানত দিঠি সফল নিবখি গৌববব বিবাহ
মিশ্র ভবন বাত-কচিব উচবি পুলক গাত
নবনব অভি লাষ কবই ধীত ধবই ন যাত ।
নিকপম পঁহু প্রেযসী ছবি লোচন ভবি নেত
নবহবি কত ভাখব সবে প্রাণ নিছান দেত ॥

নবহবি চক্রবর্তী 'গীতচন্দ্রোদয নামে যে বিবাট পদসংহিতা সঙ্কলন কবিতেছিলেন সে গ্রন্থেব কোন সম্পূণ পুঁথি পাওযা যায নাই ।[৭] মনে হয নবহবি সঙ্কলনটি সম্পূর্ণ কবিযা যাইতে পাবেন নাই । নবহবিব পবিকল্পনা ছিল গীতচন্দ্রোদযকে এই আট অংশে বিভক্ত কবিবেন,—গৌবকৃষ্ণবসামৃত, গৌবকৃষ্ণভাবনামৃত গৌবকৃষ্ণচবিতামৃত, গৌবকৃষ্ণবিলাসামৃত, গৌবকৃষ্ণলীলামৃত, নিত্যসেবামৃত, নামামৃত এবং প্রার্থনামৃত । গৌবকৃষ্ণবিলাসামৃত ও গৌবকৃষ্ণলীলামৃত অংশ দুইটিতে যথাক্রমে 'বাগার্ণব' ও 'তালার্ণব' নামে বাগেব ও তালেব নিবন্ধ সংযুক্ত ছিল, অথবা যোগ কবিযা দিবাব ইচ্ছা ছিল ।

গৌবকৃষ্ণবসামৃত গীত ক্রম কিছু উজ্জ্বল মতে
গৌবকৃষ্ণভাবনামৃত অষ্টকালক্রম বিবিধ যাতে ।
গৌবকৃষ্ণচবিতামৃত জন্যাদিক ক্রম সুচাকবীতি
গৌবকৃষ্ণবিলাসামৃত বাগার্ণব গ্রন্থ সঙ্গতি তথি ।
গৌবকৃষ্ণলীলামৃত তালার্ণব তাহে সঙ্গতি ক্রমে
নিত্যসেবামৃত নামামৃত গীত প্রার্থনামৃত ভনে ঘনশ্যামে ॥

প্রত্যেক "অমৃত" আবাব একাধিক "আস্বাদ"এ বিভক্ত ।

বিশ্বনাথেব সঙ্কলনে চণ্ডীদাসেব কোন পদ নাই কিন্তু গাঁহাব শিষ্যপুত্রেব সঙ্কলনে চণ্ডীদাসেব পদ তো আছেই, এই কবিব প্রতি সঙ্কলযিতাব শ্রদ্ধাঞ্জলিও বহিযাছে । নবহবিব (?) এই খণ্ডিত পদে 'নানোব"এ বাসুলী-চণ্ডীদাস-বর্জকিনীব বোধ কবি সবচেযে পুবানো উল্লেখ পাইতেছি ।

জয জয দযা ময চণ্ডীদাস মণ্ডিত সকল গুণে
অনুপম যাব যশ বসাযন গাযত জগত জনে ।
নানোব গ্রামে [তে] নিশি সময়েতে বাসুলী প্রসন্ন হইযা
বাই-কানু নব চবিত বচিতে কহএ নিকটে গিযা ।

শুনি ভাবে মনে জানি পুন দেবী কহে কি চিন্তহ চিতে
সুখময়ী তারা ধ্বনী দরশে ফুরিবে বিবিধ মতে
ইহা শুনি [চণ্ডী] প্রভাতে চলিল প্রণমি বাসুলী পায়
ধুবিনী দরশ বসে ফুরে সব কি দিব তুলনা তায়॥

শ্রীনিবাস আচার্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র বাধামোহন ঠাকুর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এক পদসংগ্রহ-গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন 'পদামৃতসমুদ্র' নামে। তাহার একটি সংস্কৃত টীকাও তিনি লিখিয়াছিলেন, নাম 'মহাভাবানুসারিণী'। পদামৃতসমুদ্রে সংগৃহীত পদসংখ্যা ৭৯৬। তাহার মধ্যে সঙ্কলয়িতার নিজের পদ ২২৮। বাধামোহনের পদাবলী বৈশিষ্ট্যবর্জিত গোবিন্দদাস কবিরাজের অত্যন্ত দুর্বল, ছাঁকা অনুকরণ।

**২ পদকল্পতরু**

"বৈষ্ণবদাস"—আসল নাম গোকুলানন্দ সেন— গীতকল্পতরু বা 'পদকল্পতরু' নামে যে বিরাট পদসংহিতা করিয়াছিলেন তাহা বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের গৌরব। ইহার নিবাস ছিল কাটোয়ার কয়েক ক্রোশ উত্তরে টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রামে। (বিশ্বনাথ নরহরি বাধামোহন ও বৈষ্ণবদাস—এই পদাবলী-ব্যাসচতুষ্টয় এবং তাঁহাদের পদকর্তা রামগোপাল দাস সকলেই উত্তররাঢ়ের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। ইহা লক্ষ্য করিবার মতো।) বৈষ্ণবদাস যে-বাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন তিনি পদামৃতসমুদ্রের সঙ্কলয়িতা শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধর বাধামোহন নহেন। তিনি ছিলেন টেঞা-নিবাসী "দ্বিজ" হরিদাসের বংশধর। এই দ্বিতীয় বাধামোহনও পদকর্তা ছিলেন পদকল্পতরুতে প্রাপ্ত বাধামোহন-ভণিতার যে পদগুলি পদামৃতসমুদ্রে নাই, বুঝিতে হইবে সেগুলি বৈষ্ণবদাসের গুরুর রচনা। শ্রীনিবাস আচার্যের সন্তান বাধামোহনের রচনা হইলে এগুলি পদামৃতসমুদ্রে অবশ্যই থাকিত। বৈষ্ণবদাস যেখানে আচার্যসন্তান বাধামোহন ঠাকুরের উল্লেখ করিয়াছেন সেখানে তাঁহাকে গুরু বলেন নাই, ইহাও লক্ষণীয়। বৈষ্ণবদাস কীর্তন-গায়ক ছিলেন।[১৮]

পদকল্পতরু অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহাতে পদামৃতসমুদ্রের উল্লেখ আছে। বৈষ্ণবদাসের সংগ্রহটির আসল নাম 'গীতকল্পতরু', পরে গায়কপরম্পরায় মুখে মুখে নাম পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবদাস তাঁহার সঙ্কলনের ইতিহাস সংক্ষেপে দিয়াছেন।

শ্রীআচার্য-প্রভুবংশ শ্রীবাধামোহন
কে কবিতে পারে তার গুণের বর্ণন।
যাহার বিগ্রহে গৌরপ্রেমের নিবাস
হেন আচার্যপ্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ।
গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র আখ্যান
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান।
নানা পর্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া
তাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া।
সেই মূলগ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল

প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল।
এই পীতকল্পতরু নাম কৈল সার
পূর্ববাগাদি ক্রমে চারি শাখা যার।

পদকল্পতরু চারি শাখায়, এবং প্রত্যেক শাখা কতকগুলি কবিয়া পল্লবে বিভক্ত। ইহাতে এক শত ত্রিশ জনেরও বেশি মহাজনের লেখা তিন হাজারেরও বেশি পদ সঙ্কলিত আছে। বৈষ্ণবদাসের এই সংগ্রহ ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা।

পদকল্পতরুতে পদগুলি সাজাইতে গিয়া বৈষ্ণবদাস বৈষ্ণব রসালঙ্কারশাস্ত্রের মোটামুটি সকল কথাই সংক্ষেপে সহজ করিয়া বলিয়াছেন এই অংশটি স্বতন্ত্রভাবে বৈষ্ণবরসশাস্ত্রের একটি উজ্জ্বল উপক্রমণিকা। বৈষ্ণবদাসের নিজের পদও অনেকগুলি সন্নিবিষ্ট আছে। সেগুলি অত্যন্ত গতানুগতিক॥

### ৩ গৌরসুন্দর ও দীনবন্ধু

'সঙ্কীর্তনানন্দ (বা 'কীর্তনানন্দ'[১৩]) গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা গৌরসুন্দর দাস বৈষ্ণবদাসের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কীর্তনানন্দে প্রায় সাত জন মহাজনের লেখা ছয় শত একান্নটি পদ আছে তাহার মধ্যে কতকগুলি পদকল্পতরুতে নাই।[১৪]

'সঙ্কীর্তনামৃত'[১৫] অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করি। সঙ্কলয়িতার নাম দীনবন্ধু। পিতা বল্লবীকান্ত পিতামহ নন্দকিশোর, প্রপিতামহ হরি ঠাকুর। "মধুমতী"র উল্লেখ হইতে বোঝা যায় যে দীনবন্ধু শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের সন্তান অথবা শ্রীখণ্ড সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন।[১৬] স্বরচিত পদের ভনিতায় দীনবন্ধু নন্দকিশোরের নাম করিয়াছেন। দীনবন্ধু কি তবে পিতামহের কাছে মন্ত্র লইয়াছিলেন?

সঙ্কীর্তনামৃত দুই খণ্ডে বিভক্ত পূর্ব - উত্তর। ইহাতে প্রায় চল্লিশ জন মহাজনের লেখা চারি শত একানব্বইটি পদ আছে। তাহার মধ্যে দীনবন্ধু ভনিতায় পদসংখ্যা দুই শতের অধিক। সঙ্কীর্তনামৃতে রসশাস্ত্রের লক্ষণ ভালো করিয়া দেওয়া আছে। পদগুলি যেন উদাহরণের মতো ব্যাখ্যা সরল। বহু শ্লোক আছে তাহার মধ্যে কয়েকটি দীনবন্ধুর নিজের লেখা। বাঙ্গালা-সংস্কৃত মিশ্র ভাষায় রচিত দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত আছে। একটি ঘনশ্যামদাসের গোবিন্দরতিমঞ্জরী হইতে নেওয়া। অপরটিরও ঘনশ্যামের রচনা বলিয়া মনে হয়। সঙ্কীর্তনামৃতে চণ্ডীদাসের কোন পদ নাই। গোবিন্দদাস কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহের একটি পদ আছে। দিব্যসিংহের কোন পদ আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। সংকীর্তনামৃত রসকল্পবল্লীর ধারাবাহী

অষ্টাদশ শতাব্দীর পদাবলী-রচয়িতাদের মধ্যে দীনবন্ধু যে নগণ্য নহেন তাহার প্রমাণস্বরূপ হালকা চালের একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি। (এই ধরনের পদ কীর্তন গানে অত্যন্ত জমিয়া উঠে।) কৃষ্ণকে আনিয়া রাধার প্রাণ বাঁচাইতে হইবে—এই ব্যাকুল সংকল্প লইয়া দূতী কৃষ্ণের অন্বেষণে বাহির হইয়াছে।

চলল দূতী কুঞ্জর জিতি মন্থরগতি গামিনী
খঞ্জন দিঠি অঞ্জন মিঠি চঞ্চলমতি চাহনী।
জঙ্গলতট পন্থ নিকট আসি দেখিল গোপিনী

| | | |
|---|---|---|
| গোপ সঙ্গে | শ্যাম বঙ্গে | গোঠে কবল সাজনি |
| না-পাঞা বিবল | আঁখি ছলছল | ভাবিযা আকুল গোপিকা |
| নাথ বমণ | দবশন বিনু | কৈছে জিযব বাধিকা। |
| যামুন-কূল | চম্পকমূল | তাহে বসিল নাগবী |
| দীনবন্ধু | পডল ধন্ধ | হইল বিপদ পাগলী ॥ |

### ৪ রাধামুকুন্দ, কমলাকান্ত, নিমানন্দ ও গৌবমোহন

পদামৃতসমুদ্র-পদকল্পতক-সঙ্কীর্তনানন্দ প্রভৃতি দেখিযা বাধামুকুন্দদাস 'মুকুন্দানন্দ' নামে একটি সঙ্কলন কবেন।[২১] বাধামুকুন্দ শ্রীনিবাস আচার্যেব এক প্রধান শিষ্য গোবিন্দচবণ চক্রবর্তীব[১৮] বংশধব। তাঁহাব পিতাব নাম পতিতপাবন। আব কোন পবিচয পাওযা যাইতেছে না। মুকুন্দানন্দ দুই ভাগে ("পূর্ব" ও "উত্তব") ও ষোল স্তবকে বিভক্ত। পদসংখ্যা ৬৫৯। বাধামুকুন্দেব নিজেব বচিত পদ পনেবটি। ভনিতায "বাধামুকুন্দ" ও 'মুকুন্দ" দুইই আছে। সঙ্কলনকাল অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ কিংবা ঊনবিংশ শতাব্দীব প্রাবম্ভ। সংকলনটি অদ্যাপি অমুদ্রিত।

কমলাকান্ত দাসেব 'পদবত্নাকব'[২০] ১৬২৮ শকাব্দ ১২১৩ সালে (১৮০৬-০৭ অব্দে) বর্ধমানে সঙ্কলিত হইযাছিল। পদসংখ্যা ১৩৫৮, তাহাব মধ্যে সঙ্কলযিতাব নিজেব বচনা সংখ্যায বিশ।[২১] কমলাকান্তেব পিতা ব্রজকিশোব, অনুজ কৃষ্ণকান্ত। জাতি শ্রীকবণ (অর্থাৎ উগ্রব বাটীয কাযস্থ)। নিবাস উত্তববাঢে সিউব গ্রামে।[২২] কমলাকান্ত গদাধব-পণ্ডিতগোষ্ঠীব নটববেব শিষ্য ছিলেন। পুথিটি অদ্যাপি অমুদ্রিত।

নিমানন্দ দাসেব 'পদবসসাব'[২২] পদবত্নাকবেব সমসাময়িক সঙ্কলন বলিযা মনে হয। ইহাতে সঙ্কলিত পদেব সংখ্যা প্রায ১৭০০, তাহাব মধ্যে প্রায সাডে ছয শ পদ পদকল্পতকতে নাই। পুথিটি অদ্যাপি অমুদ্রিত।

গৌবমোহন (অথবা গৌবীমোহন) দাসেব 'পদকল্পলতিকা'[২৩] ঊনবিংশ শতাব্দীব গোডাব দিকে সঙ্কলিত বলিযা অনুমান কবি। সঙ্কলনটি খুব ছোট তবুও মল্যবান। ইহাতে "নৃপ উদযাদিত্য" ভনিতায একটি পদ পাওযা গিযাছে॥

### ৫ নটববদাস, উদ্ধবদাস, চন্দ্রশেখব ও শশিশেখব

অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রথমভাগেব (অথবা সপ্তদশ শতাব্দীব শেষ ভাগেব) একজন উল্লেখযোগ্য পদকর্তা ছিলেন নটববদাস।[২৫] ইঁহাব পদসঙ্কলন গ্রন্থ হইল 'বসকলিকা'।[২৬] ইহাতে বলবামদাসেব, জ্ঞানদাসেব, গোবিন্দদাসেব, বাসুদেবঘোষেব এবং শিবানন্দেব দুই একটি কবিযা পদ উদ্ধৃত হইযাছে। বসকলিকা হইতে নটববেব নিজেব একটি পদ উদ্ধৃত কবিতেছি। পবে পদটি চণ্ডীদাসেব নামে পাওযা গিযাছে।

ধবাডি বাগ

| | | |
|---|---|---|
| ঘবেব বাহিবে | দণ্ডে শতবাব | তিলে তিলে আসো যায |
| মন উচাটন | নিশ্বাস সঘন | কদম তলা পানে চায। |
| | বাধে এমন কেনে বা হল্যে | |
| গুরু দুরুজন | ভয় না মানহ | কোথা বা কি দেব পাল্যে। ধ্রু। |

সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল সম্বরণ নাহি কর
বসি থাকি থাকি উঠহ চমকি ভূষণ খসাঞা পর।
বয়সে কিশোরী বাজার ঝিয়ারি তাহে কুলবধূ বালা
কিবা অভিলাষ বাড়ায়ে লালস না বুঝি তোমার ছলা।
তোমার চরিতে হেন বাসি চিতে হাথ বাড়াইলে চান্দে
এ নটবর- দাসের অনুভব ঠেকিলে কালার ফান্দে॥[২৭]

পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িতা "বৈষ্ণবদাস" ছদ্মনামা গোকুলানন্দ সেনের বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার "উদ্ধবদাস" ভনিতায় অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন। উদ্ধবদাসেরও বাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দী মহকুমায় টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রামে। ইনিও 'দ্বিজ' হরিদাসের বংশধর রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন।[২৮] পদকল্পতরুতে "উদ্ধবদাস" ভনিতায় পদসংখ্যা প্রায় শতাধিক। ইহার মধ্যে কতকগুলি পূর্ববর্তী একাধিক কবি উদ্ধবদাসের রচনা।[২৯]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দুইএক দশকের পদকর্তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রশেখর-শশিশেখর। কেহ কেহ অনুমান করেন যে চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর দুই ভাই এবং আধুনিক বর্ধমান জেলায় কাঁদড় (কিংবা পড়ান) গ্রামনিবাসী গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের পুত্র।[৩০] কিন্তু বিভিন্ন পুথিতে এই দুই ভনিতায় উলটপালট দেখা যায় এবং সব পদেই নাম দুইটির ব্যবহার ছন্দের সঙ্গে মিল রাখে, তাই দুইটি নাম একই ব্যক্তির বলিয়া অনুমান করি। ছন্দে হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রার তারতম্যে "শশি" (⏑–) ও "চন্দ্র" (–⏑) পাই। চন্দ্রশেখর-শশিশেখরের পদ বেশির ভাগ পাওয়া যায় 'নায়িকারত্নমালা'য়।[৩১] অন্যত্রও কিছু কিছু পদ মিলিয়াছে।[৩২]

ধীর ও চপল উভয় চালের ছন্দে লেখা পদে চন্দ্রশেখর-শশিশেখরের বৈশিষ্ট্য প্রকটিত। চন্দ্রশেখর-শশিশেখরের মান-ঘটিত পদাবলী এখনও কীর্তনের আসর জমাইয়া রাখে। কীর্তন-গানের যে রীতি ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল (এবং এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে) তাহাতে চন্দ্রশেখর-শশিশেখরের কৃতিত্ব অনেকখানিই আছে। নিম্নে তিনটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথম দুইটি সুপরিচিত।

জিতি-কুঞ্জর গতি মন্থর চলত সো বরনারী
বংশীবট ষাবট-তট বনহি বন ফেরি।
মদনকুঞ্জে শ্যামকুণ্ড-তীরে বাধাকুণ্ড-তীরে
দ্বাদশ বন হেরত সঘন শৈলহুঁ কিনারে।
যাহাঁ ধেনু সব করতহি রব তাহিঁ চলত জোরে
শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গল দেখত বলবীরে।
যমুনা-কূলে নীপহিঁ মূলে লুঠত বনয়ারী
চন্দ্রশেখর ধূলায় ধূসর কহত প্যারী প্যারী॥[৩৩]

**অতি শীতল মলয়ানিল মন্দমধুর বহনা**
**হরিবৈমুখ হামারি অঙ্গ মদনানলে-দহনা।**
কোকিলকুল কুহু কুহরই অলি ঝঙ্করু কুসুমে
হরি-লালসে তনু তেজব পাওব আন জনমে।
সব সঙ্গিনী ঘিরি বৈঠলি গাওত হরিনামে
যৈখনে শুনি তৈখনে উঠি নরবাগিণী গানে।

ললিতা কোবে কবি বৈঠল বিশাখা ধবে নাটি[৩৪]
চন্দ্রশেখবে[৩৫] কহে গোচবে জীউ যাওত ফাটি ॥[৩৬]

মাধব-দবশনে আনন্দ উপজল পিবীতি-সাযবে ডুবি বাই
আনন্দ লোব নযনে বহি যাওত কহতহি সখী-মুখ চাই।
আজু বজনী ধনি জাগি পোহাওল পেখনু প্রিয-মুখচন্দা
জীবন যৌবন সফল কবি মানিনু অব মুঝে গেও দুখধন্দা।
কাহ্নু গেহ হাম গেহ কবি মানিনু দেহ মানিনু নিজ দেহা
আজু মঝু জনম সফল কবি মানিনু দূবে গেও সবহু সন্দেহা।
কোকিল অবহু[৩৭] মধুব [মধু] ভাখহু গগনে উদয কক চন্দা
পাঁচ বাণ অব[৩৮] লাখ শত হউ[৩৯] মলয সমীব বহু মন্দা।
আজু কুঞ্জে অলি লাখ লাখ ঝঙ্কক বহুক দক্ষিণপবনে
বসন্ত ঋতু অব নীতি নীতি হউ[৪] চন্দ্রশেখব পবমাণে ॥

মনে হয উপবেব তৃতীয পদটি কোন প্রাচীন মৈথিল অথবা ব্রজবুলি পদ অথবা পদাংশেব আধাবে গঠিত। চন্দ্রশেখব-শশিশেখব যে "বিদ্যাপতি"ব অন্ধ অনুকবণ কবিতে ছাডেন নাই তাহাব অতিবিক্ত প্রমাণ এই ভনিতা,

প্রিযা বিনে সবহু উপহাস বে
চন্দ্রশেখব কহে লছিমাদেই পবমাণ বে ॥

সংস্কৃত-ব্রজবুলি মিশ্র সংলাপময পদেব উদাহবণ

বাধা ॥ কস্ত্বং শ্যামলধামা ?
উদ্ধব ॥ হবিকিঙ্কব হাম উদ্ধব-নামা।
বাধা ॥ অন্য হবিঃ স কুত্র ?
উদ্ধব ॥ মধুপুবে বসই ববজ-জন মিত্র।
বাধা ॥ কুকতে কিং মধু-নগবে ?
উদ্ধব ॥ কংসক পক্ষ দলন কবি বিহবে
পুন পুন পুছই গোবী
চন্দ্রশেখব কহে প্রেমভিখাবী ॥[৪]

**৬ জগদানন্দ**

পদকর্তা জগদানন্দ (ঠাকুব) গোবিন্দদাস কবিবাজকে অনুসবণ কবিযাছিলেন। ইনি শ্রীখণ্ডেব বঘুনন্দনেব বংশধব, সেনভূমে জোফলাই গ্রামে বাস কবিযাছিলেন। ১৭০৪ শকাব্দে (১৭৮২-৮৩ অব্দে) জগদানন্দেব মৃত্যু হয। জগদানন্দেব পদাবলী সঙ্কলন কবিযাছিলেন কালিদাস নাথ। এই সঙ্কলনেব[৪২] ভূমিকায জগদানন্দেব জীবনী বিষযে তথ্য সংগৃহীত আছে।

ধ্বনিঝঙ্কাবে ও শব্দচিত্রে জগদানন্দ বৈশিষ্ট্য দেখাইযাছেন। শব্দকোষে ইঁহাব বেশ অধিকাব ছিল। পদকর্তাবা যাহাতে সহজে মিল খুঁজিযা পান এই উদ্দেশ্যে জগদানন্দ 'ভাষাশব্দার্ণব' নামে সমধ্বন্যাত্মক শব্দকোষময পদাবলী বচনায প্রবৃত্ত হইযাছিলেন। এই অসমাপ্ত বচনাটি কালিদাস নাথের সঙ্কলনে ছাপা আছে। জগদানন্দ গীতগোবিন্দের

অনুবাদেও হাত দিয়াছিলেন।[৪৪]

নিম্নে উদ্ধৃত পদটি জগদানন্দের আদর্শ রচনা বলিয়া নেওয়া যায়।

মঞ্জু বিকচ-কুসুম-পুঞ্জ মধুপ শবদ গুঞ্জ গুঞ্জ
কুঞ্জবগতিগঞ্জনগমন মঞ্জুল কুলনাবী
ঘনগঞ্জন চিকুবপুঞ্জ মালতী ফুল মালে বঞ্জ
অঞ্জনযুত কঞ্জনযনী খঞ্জনগতিহাবী
কাঞ্চনকচিকচিব অঙ্গ অঙ্গে অঙ্গে ভবু অনঙ্গ
কিঙ্কিণী কবকঙ্কণ মৃদু ঝঙ্কৃত মনোহাবী
নাচত যুগ ভুক-ভুজঙ্গ কালিদমনদমন বঙ্গ
সঙ্গিনী সব বঙ্গে পহিবে বঙ্গিল নীল শাবী।
দশন কুন্দকুসুমনিন্দু বদন জিতল শবদ ইন্দু
বিন্দু বিন্দু ছবম ঘবমে প্রেমাসিন্ধু প্যাবী
ললিতাধবে মিলিত হাস দেহদীপতি তিমিব নাশ
নিবাখি কূপ বসিক ভূপ ভূলল গিবিধাবী।
অমবাবতী-যুবতীবৃন্দ হেবি হেবি কূপ পড়ল ধন্দ
মন্দমন্দ-হসনা নন্দনন্দন-সুখকাবী
মণিমাণিক নখ বিবাজ কনকনূপুব মধুব বাজ
জগদানন্দ থল জলকহ চবণকে বলিহাবি।[৪৫]

জগদানন্দের লেখা কয়েকটি চিত্রগীতও পাওয়া গিয়াছে। একটি উদ্ধৃত করিতেছি।[৪৫] বিজোড় ছত্রের আদ্য অক্ষরগুলি লইলে যে বাক্য হয়—"যাঅব আজী কি কালি"—তাহা বৃন্দাবনে রাধার প্রতি দ্বারকাপ্রবাসী কৃষ্ণের আশ্বাসবাণী।

যামিনী দিনপতি গগনে উদয কক
কুমুদ কমল ক্ষিতি মাঝ
অপবশ দুহুঁক পবশ বস কৌতুক
নিতি নিতি জগতে বিবাজ।
বব বামা হে বুঝবি তুহুঁ সুচতুব
আপন পবাণ বাক কব সোঁপিয়ে
সো পুন কভু নহে দূব ॥ ধ্রু ॥
জীবন অবধি হাম আপনা বেচলুঁ
তন মন এক কবি তোএ
কিযে তুযা বলবত প্রেমপদাতিক
তিল আধ নাতেহ (?) মোএ
কাঞ্চন-বদন কমল লাগি লোচন
মধুকব মবত পিযাসে
লিখনক আদি আখব মেলি সমুঝবি
কহে জগদানন্দদাসে ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু ব্যক্তি খুচরা পদ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে মুসলমান কবিও অনেক আছেন ॥[৪৬]

## ৭ আখর, ছুট ও তুক

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে কীর্তনগান—যাহা আসরে আনুষ্ঠানিকভাবে, বৈষ্ণব মহোৎসবে অথবা সম্পন্ন ব্যক্তির শ্রাদ্ধবাসরে, গীত হইতে থাকে—তাহা পুথিতে অথবা সঙ্কলনগ্রন্থগুলিতে যে পুরানো ছাঁদে রক্ষিত আছে তাহা হইতে কিছু ভিন্ন এবং পরিবর্ধিত আকার পাইল। প্রথম দিকে এই বর্ধনরীতি গায়কের নিজস্ব ভঙ্গিমাত্র ছিল। গান করিবার সময় শ্রোতাকে বুঝাইবার জন্য দুইচার কথা ("আখর") যোগ করিয়া এবং তাহা দ্বারা তান বিস্তার করিবার সুযোগসূত্রে এই পদ্ধতির আবির্ভাব। তাহার পর কথকতা রীতির প্রভাব আসিয়া গেল। পদাবলী ব্যাখ্যার দিকে ঝোঁক পড়িল, অথচ গান ভঙ্গ করিয়া ব্যাখ্যা চালানো যায় না। সুতরাং সুর ও তাল থামিতে না দিয়া এবং ব্যাখ্যাঅংশকে যথাসম্ভব ছন্দে—বুকনি ছড়ার ছন্দে— গাঁথিয়া পদ প্রসারিত করা হইল। এই ছন্দোময় ব্যাখ্যাত্মক ও ভাববিস্তারময় মূলপদাতিরিক্ত অংশকে বলে 'ছুট" অথবা "তুক"।[৮১] পদাবলীর পরিচিত অর্থাৎ ছাপা রূপে ছুট-তুকের দেখা মিলে না। দৈবাৎ কীর্তন গায়কের খাতা হইতে মুদ্রিত পদাবলীতে তুকের সন্ধান পাই। যেমন,

গোপালে সাজাইতে নন্দরানী না পারিল
যতনে কানাইর চূড়া বলাই বান্ধিল।
ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া
নূপুর পরায় রাঙ্গা চরণ ঘেরিয়া।
ঘনরামদাস বোলে কান্দিতে কান্দিতে
অমনি রহিল রানী রদন হেরিতে॥

এই পদটিতে "নূপুর পরায় রাঙ্গা চরণ হেরিয়া"—এই ছত্রের সঙ্গে তুক,

নূপুর পরার কালে দেখে কত
শ্রীদাম চরণতলে রে।
সুবল দেইখা যা ভাই
পায়ে তুঁহুঁ আছিস আর আমি আছি রে
কানাই কভু মানুষ নয় ভাই।
আর এঠোঁঃ দেওয়া হবে না রে।
এঠোঁ লেওয়া রে।[৮২]
আর কান্ধে চড়া হবে নারে।
কান্ধে করা রে[৮৩]

### টীকা

১ বহুবার মুদ্রিত। প্রাচীনতম (?) সংস্করণ ১৮৭৫ অব্দে ছাপা।
২ ফাঁদিয়াছিলেন বলিতেছি এইজন্য যে সঙ্কলন দুইটির সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া যায় নাই। মনে হয় বিরাটভাবে কল্পিত গ্রন্থ দুইটি নবহরি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।
৩ হরিদাস দাস প্রকাশিত (চৈতন্যাব্দ ৪৬১ = ১৯৪৭)
৪ হরিদাস দাস প্রকাশিত (চৈতন্যাব্দ ৪৬২ = ১৯৪৮)।

৫ নিতান্ত খণ্ডিত পুথি হরিদাস দাস কর্তৃক মুদ্রিত ( গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্য মধ্যে)।

৬ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত (১৯৫৬)

৭ হরিদাস দাস প্রকাশিত (চৈতন্যাব্দ ৭৬২ ১৯৪৮)। এই সংস্করণে পদসংখ্যা মোট ১১৭১। শিবচন্দ্র শীলের সংগ্রহে ২০৫ পাতার যে পুথি ছিল (সা প প ৮ পৃ ১৮৬) তাহাই হরিদাস দাস কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। একটি পুথি ত্রিপুরা দরবারের সংগ্রহে আছে বলিয়া শুনিয়াছি। তাহাতে পদসংখ্যা ১৪৮৬। ইহার প্রথম ৩৩০ পদ মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য কর্তৃক আগরতলা হইতে ১২১৮ ত্রিপুরাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল

৮ ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের ঘনশ্যামদাস প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (সাহিত্য আশ্বিন ১২৯৯ সাল)।

৯ বহরমপুরে বাধারমণ যন্ত্র হইতে কমলাবাষণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক প্রকাশিত (১২৮৫ সাল)

১০ প্রথম ( ? ) মুদ্রণ ১৮৬৬। বহু সংস্করণ হইয়াছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (পাঁচ খণ্ডে ১৩২২ ৩৮ সাল)। পুথির আকারে ছাপা। ১২৯৯ বঙ্গাব্দ। কলিকাতা অপার চিৎপুর রোড নিমু গোস্বামীর লেন ৫০ নং ভবনে সেন যন্ত্রে শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর দ্বারা মুদ্রিত প্রকাশক জগন্নাথ দাস।

১১ সা প প ১২ পৃ ৬৫ ৬৯।

১২ "জন্মিল আমার লোভ যাহা করি গান

১৩ বনেন্দ্রবীলাল গোস্বামীর সম্পাদনায় বহরমপুর হইতে প্রকাশিত

১৪ হি ব্র লি পৃ ৬৫ ৩০২ ও দ্রষ্টব্য।

১৫ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশিত (১৩৩৬ সাল) পুথির লিপিকাল ১৮০৬ শকাব্দ ( ১৭৭৩)। ইহা সঙ্কলন-কাল হওয়াও সম্ভব।

১৬ পদস খা ৪৮

১৭ বা সা প ৯১ পৃ ৭। এইটি কবির স্বহস্তলিখিত মূল গ্রন্থ হি ব্র লি পৃ ৩৪৯ ৭১ দ্রষ্টব্য।

১৮ ইনি কবি গোবিন্দদাস চক্রবর্তী হইতে পারেন।

১৯ সা প প ২১ পৃ ১ ৩ পুথির লিপিকাল ১৯ সাল। ইহাই সঙ্কলন সমাপ্তিকাল এবং পুথিটি মূল বলিয়া মনে হয়

২০ সতীশচন্দ্র রায় সঙ্কলিত অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী ভূমিকা পৃ ৫

২১ কাটোয়ার প্রায় চার ক্রোশ পশ্চিমে।

২২ সা প প ২১ পৃ ১২৫। হি ব্র লি পৃ ৩৩৩

২৩ পদরত্নাকরের ও পদরসসারের নকল পদকল্পতরু সতীশচন্দ্র রায় ও প্রকাশিত পদরত্নাবলী নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৯২০)

২৪ বটতলা হইতে বহুবার প্রকাশিত প্রথম ( ) মুদ্রণ ১৮৮ । ১৮৫৬ অব্দে এই নামে একটি স্বতন্ত্র সঙ্কলন ছাপা হইয়াছিল হি ব্র লি পৃ ৭ দ্রষ্টব্য।

২৫ পদকল্পতরুতে এই নিয়মে দুইটি পদ আছে।

৬ ক ১১১৩। লিপিকাল ৩১২ সাল। নরিশ্বর অন্ধ পনলিখিত লিপি পুরাতন ছাঁদের পুথি ১১৭৫ সালের এদিকের লেখা নয় বলিয়াই মনে হয়।

২৭ পৃ ৬ খ।

২৮ সা প প ১১ পৃ ৬৯

২৯ হি ব্র লি পৃ ৮৫ ৮৬।

৩০ বীরভূমবিবরণ ৩ পৃ ১৫৩। কাঁদড়ায় জ্ঞানদাসের নিবাস ছিল।

৩১ সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ও মধুসূদন অধিকারী কর্তৃক আলাটী হুগলী হইতে প্রকাশিত (১৯২৮)। রমণীমোহন মল্লিকের সঙ্কলন শশিশেখর এ (১৩০৪ সাল) চন্দ্রশেখর শশীশেখরের কতকগুলি পদ সংগৃহীত আছে।

৩২ ক ৩৯৭২ (লিপিকাল ১২ ৬ সাল) ইহাতে চন্দ্রশেখর ভনিতায় সাতটি ও শশিশেখর ভনিতায় দুইটি পদ আছে।

৩৩ এই পদটিতে পূর্বে উদ্ধৃত দীনবন্ধুদাসের পদের অনুকরণ লক্ষণীয়।

৩৪ পাঠান্তরে "নাটিয়া" অর্থাৎ নাড়ি।

৩৫ঐ "শশিশেখরে"।

৩৬ ঐ "ফাটিয়া"।

৩৭ পাঠ "জবহু" "জব" যে মূল পুথি দেখিয়া এই পুথি লেখা হইয়াছিল তাহাতে নিশ্চয়ই পাঠ ছিল "য়ব" "যবহু"।

৩৮ পাঠ "হউক"।

৩৯ ঐ "নিতি হউক"।

৪০ ক ৩৯৭২।

৪১ নায়িকাবহুমালা ৫৪।

৪২ শ্রীজগদানন্দ পদাবলী (১৩০৬)। অতুলচন্দ্র গোস্বামী দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন ৪৩২ সংখ্যাকে সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ ঠাকুর একটি সংস্করণ করিয়াছেন। হি ব্র লি পৃ ২৩৫ ৪১ দ্রষ্টব্য।

৪৩ স ১৮৫ (প্রথম পাতা মাত্র)

৪৪ শ্রীজগদানন্দ পদাবলী পৃ ২১ ২৩

৪৫ হি ব্র লি পৃ ২৩৫ ৩৬।

৪৬ মুসলমান কবিদের পদাবলী সংগ্রহ পৃথক ভাবে করিয়াছিলেন ব্রজসুন্দর সান্যাল তাহার পর করিয়াছেন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য আহমদ শরীফের সঙ্কলন (সাহিত্য পত্রিকা ১৭৬৭ পৃ ১ ৩১২) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪৭ "তুক" শব্দটির মানে ছিল বোধ হয় মন্ত্রময় ছড়া বা ছড়া নক্সা তুক তাক শব্দটির মানে "তুক" আছে হিন্দীতে ছড়া অথবা rhyme অর্থেই "তুক" ব্যবহৃত হয়

৪৮ অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট

৪৯ অর্থাৎ বাতী।

# চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
# রামায়ণ মহাভারত-পুরাণকাহিনী ও ব্রতকথা

## ১ রীতি পরিবর্তন

বাঙ্গালা সাহিত্যে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ কাহিনীর পূর্ব ইতিহাস আগে বলিয়াছি। (কৃত্তিবাসকে পঞ্চদশ শতাব্দীর আর কাশীদাসকে সপ্তদশ শতাব্দীর আলোচনায় বিবেচনা করিয়াছি। কৃত্তিবাসের বিবেচনা পুরাপুরি একাডেমিক অর্থাৎ ইতিহাসবিচারনিষ্ঠ নয় যদি শুধু প্রাপ্ত পুঁথি লইয়া বিচার করিতে হয় তবে কৃত্তিবাসকেও কাশীদাসের সঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীতে ধরা উচিত।) পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর দেবমঙ্গল পাঞ্চালিকা গানের যে রীতি ছিল সে রীতি ধীরে ধীরে পদাবলী-কীর্তন পুরাণ পাঠ ও কথকতার দ্বারা প্রতিহত হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে সঙ্কীর্ণপ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল। মঙ্গল পাঞ্চালিকার প্রাচীন রীতি প্রধানত ধর্মমঙ্গল-গানেই নিবদ্ধ রহিয়া গেল। কোন কোন অঞ্চলে চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল গানেও প্রাচীন গানের রীতি যথাসম্ভব অপরিবর্তিত ছিল। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল ধর্মমঙ্গলের মতো দেবপূজা অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপেই গীত হইত না দেবপূজা-অনুষ্ঠানের বাহিরেও মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল গান শোনা যাইত। এমনি খোলা আসরের প্রচুর অবকাশ পাইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গলে ও চণ্ডীমঙ্গলে পদাবলীর ও বৈষ্ণব অধ্যাত্মসঙ্গীতের প্রভাব প্রবেশ করিয়াছিল। রাম কথা কখনই ধর্মমঙ্গল মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গলের মতো পুরাপুরি আনুষ্ঠানিক গীতবস্তু ছিল না। তাই এখানে কথকতার রীতি, পাণ্ডবকথার প্রভাবে কিছু প্রকট। কৃষ্ণমঙ্গল-পাঞ্চালিকা পদাবলীর ও ভাগবত অনুবাদের দোটানায় পড়িয়া দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গলশ্রেণীর কতকগুলি রচনাকে কৃষ্ণলীলা পদাবলী-মালা আর বাকিগুলিকে কৃষ্ণলীলা পয়ারপ্রবন্ধ বলিতে পারি।

## ২ রামকথা নিবন্ধ ও পালা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরা রামকথা নিবন্ধ ছাড়াও সে কথার অংশ অবলম্বনে ছোটখাট রচনা বিস্তর প্রস্তুত হইয়াছিল। ছোট ছোট পালার মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত হইয়াছিল লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত "অঙ্গদ-রায়বার" কাহিনী। অঙ্গদ-বিভীষণ-কালনেমির "রায়বার" (অথবা

"কাযবাব") নিবন্ধের অধিকাংশ লেখকই মল্লভূমির (অর্থাৎ বাঁকুড়া-অঞ্চলের) লোক। বায়বাব শব্দের অর্থ, বাজদ্বাবের অর্থাৎ বাজসভার বর্ণনা এবং বাজস্তুতি।[১] ষোড়শ শতাব্দীর শেষ হইতে মোগলশাসনের টানে যখন ছোটখাট হিন্দুরাজ্য একে একে লোপ পাইতে লাগিল তখন জনসাধারণের মন হইতেও প্রকৃত বাজমহিমার ও বাজদ্বাবের ঐশ্বর্যের স্মৃতি মিলাইয়া আসিতে থাকিল। বাজদ্বাবের সঙ্গে সাধারণ শ্রোতার কিছুমাত্র পরিচয় না থাকায় বাজৈশ্বর্যের প্রতি বালোচিত অবজ্ঞা এবং বাজসভার ইতরজনোচিত বাকব্যবহার বাযবাব নিবন্ধের মধ্য দিয়া প্রকাশিত। মল্লরাজাদের সভায় ফারসী ও নাগরী অক্ষর, হিন্দুস্থানী ভাষা এবং পশ্চিম অঞ্চলের আদব-কায়দা অজানা ছিল না এবং চন্দ্রকোনা পশ্চিমা রাস্তার দিকের কেন্দ্র ছিল। তাই এই অঞ্চলে হিন্দী-প্রভাবিত রায়বার-কাহিনীর সমাদর। তবে প্রাচীনতম রায়বার নিবন্ধের মধ্যে কোন কোনটির ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। ছন্দ অত্যন্ত হালকা চালের।

ফকিররাম "কবিভূষণ" (বা কবিরাজ" বা 'ভিষক) প্রাচীনতম অঙ্গদ-রায়বার' রচয়িতাদের অন্যতম। ইনি একটি সত্যনারায়ণ পাঁচালীও লিখিয়াছিলেন তখন 'হিন্দু বিন্দু সিন্ধুকে প্রবর্ত মল্ল সন' অর্থাৎ ১০০৭ মল্লাব্দ (১৭০১-০২ খ্রীঃ) সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে ফকিররামের এইটুকু পরিচয় পাই যে তাঁহার জাতি বৈদ্য মায়ের নাম দেবকী[২] এবং তিনি রামভক্ত। সম্ভবত তিনি রামায়ণ গায়ক ছিলেন।[৩] গ্রন্থশেষে মল্লরাজা ও রাজসভাসদবর্গের জন্য

তব পদে প্রণত কবিএ সত্যপার
বিপ্রবর্গে পাইয়া হইবে দুঃখীর
মহারাজা কল্যাণে রাখিবে অবিরত
পাত্র মিত্র সিকদার অদারগণ যত।

আশীর্বাদ ভিক্ষা আছে অন্যান্য রায়বার পালা লেখক– রামচন্দ্র[৪] কবিচন্দ্র[৫] রামনারায়ণ বা "দ্বিজ' রাম (জয়রামপুর নিবাসী)[৬], কাশীরাম (লক্ষ্মীরামপুরনিবাসী), "দ্বিজ তুলসী[৭] খোশাল শর্মা[৮] মতিরাম[৯] জগন্নাথ দাস[১০] "দ্বিজ দুলাল (আমুদান নিবাসী)[১১] ইত্যাদি।

রামকথাময় অন্যান্য ছোটখাট কাহিনীর মধ্যে বেশি প্রচলন ছিল এইগুলির– শিব-রামের যুদ্ধ, লক্ষ্মণ-ভোজন তরণীসেনের যুদ্ধ মহীরাবণ-বধ এবং নরমেধযজ্ঞ শিব রামের যুদ্ধ পাওয়া গিয়াছে কৃত্তিবাসের[১২] লক্ষ্মণের[১৩] ও কবিচন্দ্রের[১৪] ভনিতায় হনুমান কর্তৃক রক্ষিত শিবের উদ্যানে লক্ষ্মণ ফল পাড়িতে গিয়া হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়েন। হনুমানের পক্ষে শিব আর লক্ষ্মণের পক্ষে রাম যোগ দেওয়ায় ব্যাপার অনেক দূর গড়ায়। অবশেষে পার্বতী আসিয়া মিটমাট করিয়া দেন।

লক্ষ্মণ ভোজন পাওয়া গিয়াছে কৃত্তিবাসের ভনিতায়।[১৫] তরণীসেনের যুদ্ধ পাই কৃত্তিবাসের[১৬] "দ্বিজ" দয়ারামের ও রামশঙ্করের[১৭] ভনিতায়। মহীরাবণ বধ মিলে রামশঙ্করের[১৮] ও "দ্বিজ' সরণীনন্দনের[১৯] ভনিতায়। নরমেধযজ্ঞ পাওয়া যাইতেছে কৃত্তিবাসের[২০] ও লক্ষ্মণের[২১] ভনিতায়। কৃত্তিবাসের নামে যযাতির পালা[২২] ও 'বজ্রনাভ-বধ'ও[২৩] পাওয়া গিয়াছে।

একাধিক লেখকের 'অদ্ভুত (বা অধ্যাত্ম-বা অদ্বৈত-বা শতস্কন্ধ-) রামায়ণ'-নিবন্ধের অংশ

বলিয়া মনে হয়।[২৮] "কবিচন্দ্র" শঙ্কর চক্রবর্তী সংক্ষেপে অধ্যাত্ম রামায়ণ লিখিয়াছিলেন।[২৯] রাম হাজরার রাম-কথার পুথি পাওয়া যায় নাই। ইনি রামচরিত লিখিয়া বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের কাছে মোটা রকম পুরস্কার পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।[৩০] "দ্বিজ" সীতাসুতের রামকথা-নিবন্ধের বিশিষ্ট নাম 'বাল্মীকি পুরাণ'।[৩১] বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহের ও তাঁহার পুত্র চৈতন্যসিংহের আমলে সীতাসুত তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যেমন ভনিতায়

বাল্মীকি-আদেশে দ্বিজ সীতাসুত গায়
মহারাজা গোপালসিংহ-নাথের জয় জয়।

দ্বিজ সীতাসুত কহে বাল্মীকি পুরাণ
মহারাজা চৈতন্যসিংহের জয় কর রাম।

একস্থানে লেখকের পোষ্টার উল্লেখ আছে।

দ্বিজ সীতাসুত কহে বাল্মীকি পুরাণ
সর্পারবারে পঞ্চাননদাসের কল্যাণ

"সীতাসুত" নাম কি মাতৃনাম-পরিচয় তা বোঝা যায় না

হরেকৃষ্ণ দাসের রচিত 'বাল্মীকিপুরাণ রামায়ণ নহে।'[৩২] বিষয় হইল বৃন্দা দৈত্যের বাল্মীকিত্ব প্রাপ্তি। খুব ছোট রচনা, তবে পুরাণের ধরনে লেখা বক্তা নারদ শ্রোতা উদ্ধব।

কৃষ্ণদাসের লেখা সংক্ষিপ্ত রামকথার পুথি উত্তরবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে।[৩৩] গুণরাজ খান ভনিতায়ও সংক্ষিপ্ত রামকথা মিলিয়াছে।[৩৪] এই রচনার সঙ্গে পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি গুণরাজ খানের যোগসূত্র আছে বলিয়া সন্দেহ করি।

রামগোবিন্দ দাস তাঁহার রামায়ণ নিবন্ধে[৩৫] ভনিতায় নিজের নাম "রামগোবিন্দদাস "গোবিন্দরামদাস" "গোবিন্দদাস" 'বাল্মীকির দাস' "হনুমন্তদাস" ইত্যাদি নানাভাবে দিয়াছেন। পিতার নাম শোভারাম, প্রপিতামহের নাম কুঞ্জবিহারী। ভবানীশঙ্কর বাঁড়ুজ্জের লেখা কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের[৩৬] এবং আরও কোন কোন পালার পুথি মিলিয়াছে। ইঁহারা ছিলেন পাঁচ ভাই। পিতা রাম (বা বিজয়রাম) পিতামহ গোবিন্দ। রামশঙ্করের লেখা অরণ্য কাণ্ডের[৩৭] পুথি মিলিয়াছে। পূর্বোক্ত রাবণীসেন-যুদ্ধ[৩৮] ও মহীরাবণ-বধ[৩৯] পালা ইঁহারই রামকথা নিবন্ধের অংশ বলিয়া মনে হয়। ভনিতায় "শঙ্কর"ও আছে। শিবচন্দ্র সেনের 'সারদামঙ্গল'[৪০] সংক্ষিপ্ত রামকথা। ইহার নিবাস কাঁটাদিয়া। পূর্বপুরুষের নিবাস ছিল সেনহাটি। নড়াইল-নিবাসী গঙ্গারাম দত্ত বড়গোছের রামকথা-নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।[৪১] ইঁহার অপর রচনা ঊষাহরণ (রচনাকাল ১৬৯২ শকাব্দ ১৭৭০ অব্দ)[৪২], 'সুদামা-চরিত্র'[৪৩], ও 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী'। "দ্বিজ' সাফল্যরাম ও 'দ্বিজ' ধনঞ্জয় দুইজনে মিলিয়া যে রাম-কথা লিখিয়াছিলেন সে নিবন্ধের অরণ্য-কাণ্ডের পুথি মিলিয়াছে।[৪৪] সাফল্যরামের (সম্ভবত ধনঞ্জয়েরও) নিবাস ছিল মল্লভূমে কতুলপুর গ্রামে।

শ্রীরামচরিত্র কহে দ্বিজ সাফল্যরামে
মল্লনাথের অধিকার কতুলপুর গ্রামে।
দীনহীন ধনঞ্জয় রামকথা কয়
মল্লরাজনিনাথের সর্বথা হউক জয়।

একটি উত্তর-কাণ্ড পুথির গোড়ার দিকে গঙ্গাদাস সেনের এবং "দ্বিজ" বাজীবের ভনিতা আছে।[৪৫] বাম-অশ্বমেধ[৪৬] পালার কবি কুমুদানন্দ দত্ত সম্ভবত ভারত-পাঁচালী[৪৭] রচয়িতা কুমুদ দত্ত। "দ্বিজ" পঞ্চানন্দ, "দ্বিজ" মানিকচন্দ্র, এবং রামচন্দ্র ভনিতায় যথাক্রমে উত্তর-কাণ্ড[৪৮], লঙ্কা-কাণ্ড[৪৯] ও সুন্দর-কাণ্ডের[৫০] পুথি পাওয়া গিয়াছে।

সোনামুখী-নিবাসী "দ্বিজ" শিবরাম (বা শিবরাম গঙ্গোপাধ্যায়) রচিত 'লক্ষ্মণশক্তিশেল' পালার পুথি[৫১],"দ্বিজ" শম্ভুসুতের লেখা আদি-কাণ্ডের পুথি[৫২], উৎসবানন্দ ("উচ্ছবানন্দ") ভনিতায় 'সীতার বনবাস'[৫৩] ও 'লবকুশের যুদ্ধ'[৫৪] পুথি, "রসিক কবি"র ভনিতায় 'তাড়কাবধ'[৫৫] পুথি এবং রামানন্দের শিষ্য রামনারায়ণের রামচরিত-নিবন্ধের কয়েকটি ক্ষুদ্র খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে।[৫৬] একটির লিপিকাল ১০৮১ মল্লাব্দ (১৭৭৫-৭৬ অব্দ)। জয়দেব দাস বা জয়দেব কবি"র ভনিতায় 'পদ্মলোচন-বধ' (লঙ্কা কাণ্ডের অন্তর্গত)[৫৭] পাইতেছি।

অন্যান্য ছোট ছোট পালার লেখক—হুটু শর্মা[৫৮], "দ্বিজ" গঙ্গারাম[৫৯], 'দ্বিজ পঞ্চানন[৬০]', "দ্বিজ" দুর্গারাম[৬১], কল্যাণ দেব[৬২], মনোহর সেন[৬৩] ইত্যাদি।

ছোটখাট রামকথা নিবন্ধে যে ভনিতা পাওয়া যায় তাহা সাধারণত রচয়িতার নাম বলিয়া গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আসলে এসব ভনিতার অধিকাংশই পুথি লেখকের অথবা পাঁচালী-গায়কের প্রক্ষেপ। ইহাদের কেহ কেহ 'কত্তিবাস' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিনামের সঙ্গে নিজের নামটিও জুড়িয়া দিয়াছেন।

জীত ঘটক ("তনয় শিখর ঘটক জীত") ভনিতায় রনপরের পুথিতে রচনাকাল আছে "বেদ পুষ্প রস চন্দ্র" ১৬৫৪ শকাব্দ (১৭৩২ অব্দ)।[৬৪] এই ভনিতায় রামায়ণের পুঁথিও মিলিয়াছে। পুথিটিতে পাই, কাশীরাম অগস্ত্য উপাখ্যান অবধি রচনা করিয়াছিলেন।

"মধুকণ্ঠ" রামায়ণ গায়কদের সুপ্রচলিত বিশেষণ। অনেক পুথিতেই দ্বিজ মধুকণ্ঠ ভনিতা পাওয়া যায়।

এই ভনিতাগুলি গায়কের সাঙ্করণের অথবা প্রক্ষিপ্ত পদের বলিয়া মনে হয় "দ্বিজ রামচন্দ্র[৬৫]', "দ্বিজ" দর্পনারায়ণ[৬৬] ভিখন শুক্লদাস (পিতা কৃপারাম শুক্ল দাস)[৬৭], কণ্ঠমণিদাস[৬৮], "দ্বিজ" কানুরাম[৬৯] 'দ্বিজ" নিধিরাম[৭০], ইত্যাদি

কোচবিহারের রাজা ও রাজসভাসদদের আশ্রয়ে থাকিয়া যাঁহারা বিভিন্ন রামকথা নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম করিতেছি। লক্ষ্মীরাম[৭১] রঘুরাম[৭২], 'দ্বিজ" রুদ্রদেব[৭৩] দেবীনন্দন[৭৪], "দ্বিজ" ব্রজসুন্দর[৭৫] লোকনাথ শর্মা[৭৬] সারদানন্দ[৭৭] বংশীমোহন।[৭৮] মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ (অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দী) সুন্দরকাণ্ডে[৭৯] আপন ভনিতা দেওয়াইয়াছিলেন।

"দ্বিজ" রঘুরামের ও রুদ্রদেবের ভনিতা ভারত-পাঁচালীর আদিপর্ব পুথিতে পাওয়া যায়। 'মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী' মধ্যে প্রথিত 'ক্রিয়া-যোগসার'এ রঘুরামের ভনিতা আছে। রুদ্রদেব হেম-সরস্বতীর পিতা রুদ্র সরস্বতী হইতে পারেন। ব্রজসুন্দর বোধ হয় হিতোপদেশের অনুবাদক ব্রজসুন্দর শর্মা। এই অনুবাদের পুথির লিপিকাল ১৭২৩ শকাব্দ (১৮০১ অব্দ)। হিতোপদেশে "দ্বিজ" জগন্নাথের ভনিতাও আছে॥

### ৩ জগৎরাম ও রামপ্রসাদ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বন্দ্যঘটী (অর্থাৎ বাঁড়ুজ্জে) জগৎরাম রায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদের সহযোগিতায় বোধ করি বৃহত্তম রামকথা-নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন নাম 'অদ্ভুত রামায়ণ'।[৮] পিতাপুত্রে একটি বড় দেবীলীলা নিবন্ধও লিখিয়াছিলেন নাম 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'।[৮ক] রানীগঞ্জের নিকট দামোদরের দক্ষিণতীরে পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথনারায়ণের অধিকারে[৮খ] ভুলুই গ্রামে[৮গ] জগৎরামের নিবাস ছিল পিতা রঘুনাথ, মাতা শোভাবতী। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিতরামের আদেশে গ্রন্থ দুইটি রচিত হইয়াছিল[৮ঘ] জগৎরামের চারজন অনুজ—মাধব রাধাকান্ত রামকান্ত ও রামগোবিন্দ। পুত্র তিনজন—রামপ্রসাদ কৃষ্ণপ্রসাদ ও রামনারায়ণ

জগৎরামের অদ্ভুত আশ্চর্য রামায়ণ' নয় অংশে বিভক্ত—আদি-কাণ্ড অযোধ্যা কাণ্ড অরণ্য-কাণ্ড কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড সুন্দর কাণ্ড লঙ্কা কাণ্ড পুষ্কর-কাণ্ড রামবাস এবং উত্তরা-কাণ্ড। জগৎরাম প্রথমে সমগ্র রাম কথা রচনা করিয়াছিলেন পরে পত্রক দিয়া লঙ্কা-কাণ্ড এবং উত্তরা কাণ্ড বিস্তারিত করেন। সেইজন্যে এই দুই অংশে রামপ্রসাদের ভনিতা বেশিবার আছে। রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন

পিতা জগৎরাম মোরে রামলীলা বর্ণিবারে
উপদেশ দিলেন যখনে
সাতরাম লীলা নব। রচিলা সুন্দর কাব্য
শ্রীঅদ্ভুত রামায়ণ নাম
অদ্ভুত অধ্যাত্ম মত একত্র করিয়া যুত
রচনা বিবিধ রসধাম।
লঙ্কা কাণ্ড সুপ্রকাশ রচিলা সে কৃত্তিবাস
বিস্তারে শুনেছে সর্বজন।
এই মনে করি পিতা ছাড়িয়া লঙ্কার কথা
অদ্ভুত-প্রসঙ্গে দিলা মন।
সন্তুষ্ট হইয়া তাত আজ্ঞা কৈলা অকস্মাৎ
রামলীলা করহ বর্ণন
এই প্রত্যাদেশ পরে কৃপা করি কন মোরে
কোন কাব্য করিবে রচন
লঙ্কা ও উত্তরা কাণ্ড যেমত অমৃতভাণ্ড
সংক্ষেপে বর্ণন আছে ইথে
মোরে লৈয়া অনুমতি বিস্তার করিয়া অতি
রচনা করহ রাম প্রীতে।[৮ঙ]

রচনা সম্পূর্ণ হয় ১৭১২ শকাব্দে ফাল্গুন মাসে (১৭৯১ অব্দে)।[৮চ] এই তারিখ জগৎরামের রচনা সমাপ্তির নয়, রামপ্রসাদের রচনা-সমাপ্তির। কেন না ইহার বিশ বৎসর আগে ১৬৯২ ("ভুজ-বহ্নি রস-চন্দ্র") শকাব্দে বৈশাখ মাসে (১৭৭০ অব্দে) পিতাপুত্র দুইজনে 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে পূর্ববর্তী রচনা রামায়ণের উল্লেখ আছে। রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন,

পিতা জগৎরাম মোর রামপরায়ণ
যেহ কাব্য রচিল অদ্ভুত-রামায়ণ
পঞ্চদিন গান মধ্যে শুন বিবরণ
তিন দিবসের গান পিতার বচন।
নবমী দশমী দুই দিবসের গান
রচনা করিতে মোরে দিলা আজ্ঞাদান
দ্বাবিংশতি বর্ষ মোর বয়ঃক্রম যবে
এ কাব্য রচিল পিতা আদেশেতে তবে।[৮৭]

রামচন্দ্র কর্তৃক অকালে দেবীপূজা দুর্গাপঞ্চরাত্রির বিষয়। শারদীয়া পূজার পাঁচ দিন লইয়া কাব্যটি ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী ও দশমী এই পাঁচ পালায় বিভক্ত। প্রথম তিন পালা জগৎরামের লেখা, শেষের দুই পালা রামপ্রসাদের।

রামপ্রসাদ সম্ভবত 'কৃষ্ণলীলারস' নামে একখানি কৃষ্ণলীলা-নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

জগৎরামের সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং বিশিষ্ট রচনা হইতেছে তাঁহার পরিণত বয়সের লেখা আধ্যাত্মিক (রাম-তান্ত্রিক) রূপক কাব্য 'আত্মবোধ'।[৮৮] বইটির রচনাকাল ১৭০৯ শকাব্দ (১৭৮৭ অব্দ)।

সতের শ নবম শকে পৌষ পূর্ণমাসী
আত্মবোধ করিল জগৎরাম দাসী।[৯]

আত্মবোধ পুরাপুরি বৈষ্ণব তত্ত্ব গ্রন্থ। তবে কৃষ্ণের স্থানে আছে রামের নাম তফাৎ এইটুকুই। চৈতন্যচরিতামৃত জগৎরামের ভালোরকম পড়া ছিল। বৈষ্ণবতত্ত্বের অপর গ্রন্থ তাঁহার অজানা ছিল না। বইটিতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং গ্রন্থের নাম আছে (যেমন,—গীতা ভাগবত গীতাসার উত্তরগীতা রামগীতা, হনুমৎসংহিতা ব্রহ্মসংহিতা অধ্যাত্মরামায়ণ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ পদ্মপুরাণ কুলার্ণব জ্ঞানার্ণবতন্ত্র মায়াতন্ত্র জ্ঞানসন্ন্যাস রামার্চনচন্দ্রিকা ইত্যাদি)। জগৎরাম যে রামায়েত বৈষ্ণব হইয়াও রাগানুগপদ্ধতির সাধক ছিলেন তাহার প্রমাণ ইহাতে প্রচুর আছে। আত্মবোধ বৈষ্ণবসাধনার একটি বিশিষ্ট রচনা এবং বাঙ্গালা রাম-তন্ত্রের একমাত্র "সহাজিয়া" নিবন্ধ।

আত্মবোধ বারো "উল্লাস"এ বিভক্ত। প্রথম উল্লাসের নাম "সুমতি-কুমতি-উদ্দেশ-কথন"। মনের দুই পত্নী কুমতি ও সুমতি। কুমতি জ্যেষ্ঠ এবং সুযো। সুমতির সঙ্গে মনের দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইয়া বিবাহ ঘটিল এবং তাহার গর্ভে চব্বিশ সন্তানের জন্ম হইল,—শান্ত সত্য দয়া জ্ঞান ইত্যাদি। সুমতির সঙ্গবলে মন সাধুসঙ্গ পাইল দ্বিতীয় উল্লাসে "সুমতি-কুমতি-বিবোধ কথন"। তৃতীয় উল্লাসে মন সুমতি-কুমতির সন্তানদের ডাকিয়া তাহাদের গুণ জিজ্ঞাসা করিলে কাম প্রভৃতি কুমতির সন্তান নিজেদের গুণের বর্ণনা দিল। এইখানে লেখক সমসাময়িক দুর্নীতির উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন,

মিথ্যাসাক্ষ্য দেশের মণ্ডলেতে দেওয়াই
পর-পূর্ব শত পুরুষ নরকে ডুবাই।

চতুর্থ উল্লাসে "সুমতি-সন্তানাদি-গুণকথনে সুমতি-কুমতি-কলহভঞ্জন। পঞ্চম উল্লাসে সুমতি কর্তৃক মনকে রামতত্ত্ব কথন এবং সুমতির অনুরোধে মন কর্তৃক রামলীলাকাব্য বিবরণ।

ভাগ বাঁটি দুজনার কুন্দলি ভাঙ্গিয়া
সুমতির সঙ্গে বসে একান্ত করিয়া
সুমতি বলেন মন ভাল যদি চাও
দিন মধ্যে দশ দণ্ড ইষ্টে মতি দাও।
ইষ্ট-নিষ্ঠা বিনা কষ্ট নষ্ট নাহি হয়
রামলীলা বর্ণিতে সুমতি আদেশয়।
রামের রমণ বেদ জানিবারে চায়
স্থকিত হইয়া ভাবে চকিতের প্রায়।
নির্ণয় না পেয়ে বেদ নেতি নেতি কয়
এ লীলা বর্ণন করে যোগ্য কে আছয়।
পয়ার রচনা কৈল কৃত্তিবাস আদি
তাঁরা সে সকলে হন অতি শুদ্ধহৃদি।
তাতে যে বর্ণন হৈল সিন্ধু-বিন্দু ন্যায়
ধুণাক্ষরা ন্যায় হৈল সুমতি-কৃপায়।
গুণ দোষ রহু কাব্যকরণে যে হৈল
শ্রীরামচরণে তাহা অর্পণ করিল।

ষষ্ঠ উল্লাসে "জ্ঞানপ্রভাবেন দেশ-কাল-পাত্র গুণ কথন"। এখানে জীবনরসের রসিক জগৎরাম, সহজ-সাধকের ভাবে শাস্ত্রের শুষ্ক বচন অগ্রাহ্য করিয়া বাস্তব অনুভূতিতেই গুরুত্ব দিয়াছেন।

শিখর-বংশের রাজা পঞ্চকোট খ্যাতি
পূরঞ্জ মহিষাড়া ভুলুই বসতি।
মহানন্দ দামোদর প্রবাহ প্লাবিতে
পঞ্চ পুরুষ বাস হৈল প্রমোদেতে
মোর প্রতি এই স্থান মহাতীর্থ স্থান
এই স্থানে জন্ম লভি দেখিনু ভুবন।
গুরুদত্ত মহামন্ত্র পাইলাম এস্থানেতে
সাধুপদরজ মোর প্রাপ্তি হইলা ইথে।
সুপথ-কুপথ দেব চিনি ইথে চিনি
রামভক্ত পরিবারে মোর জন্ম জানি।
এইস্থানে ভাবি বসি শ্রীরামচরণ
রাম-কাব্য এই স্থানে হৈল উদ্দীপন।
বিদ্যাহীন মূর্খ বটে সে আমারে ভাল
ঘটত্বে পটত্বে কাল বৃথা নাহি গেল।
বিষয়বিহীন আছি সে আমারে ভাল
সাধুসঙ্গ সদালাপে পাই কিছু কাল।
শ্রীরাম দয়াল বড় পতিতপাবন
দেশ কাল পাত্র বুঝি কৈল সঙ্ঘটন।
জন্মে জন্মে এই ঠাঁই অন্যে কার্য নাই
এই পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র পৌত্র পাই।

এই পরিবারে সদা সেবি রামচন্দ্র
ক্ষণে ক্ষণে রামপদে বাড়ে প্রেমানন্দ
এই দেহ পাইলাম কত পুণ্যফলে
এই জিহ্বাতে কভু কভু রাম শব্দ বলে।
এ দেহ করিয়া ঘৃণা অন্যে কোন কাম
এই কর্ণ ধন্য যাতে শুনে রাম নাম।
এই নেত্র সুপবিত্র যন দিগে যায
রামের রমণ সর্বঘটে দেখা পায
এই হস্ত প্রশস্ত লিখযে রামলীলে
ধন্য এই পদ রাম প্রদক্ষিণে চলে
এই সে মস্তক আমি শ্লাঘ্য করি মানি
রাম পদে নতি করে লগ্ন হযে ভূমি
এই সর্ব অবযব কলেবরখানি
এই দেহ রূপ মধ্যে রাম বস্তু চিনি
দেহালয় দেবালয় বেদে সত্য কয
এ দেহ যে জানে সেই আনন্দে ভাসয

সপ্তম উল্লাসে রামলীলার রূপক ব্যাখ্যা, "বর্তমান-রামস্য লীলাগুণ কথন"

সেই দশরথ রাজা ত্রেতাযুগে গেছে
আর দশরথ দেখ বর্তমান কাছে
দশ জনে ইন্দ্রিয তাহাতে যার গতি
দশরথ বলিযা মনের গুপ্ত খ্যাতি।
এক শিলা মুক্ত কৈলা লীলা অবতারে
নিত্য রাম কত শিলা তারিছে সংসারে।

অষ্টম উল্লাসে "মনঃসংশযচ্ছেদে জ্ঞানচমৎকারাদিকথন"। নবম উল্লাসে "মনঃপ্রশ্নে জ্ঞানভাষিত-বস্তুপ্রাপ্তি-লক্ষণচিহ্ন প্রকরণ"।

আমাতে যে বস্তুরূপে দেহ মাঝে আছে
সবজীবে সদাকারে বস্তু বিহরিছে
অক্ষয অব্যয় বস্তু আছে সব ঠাঁই
রামের রমণ ছাড়া কোন প্রাণী নাই।

দশম উল্লাসে মনের প্রশ্ন, জ্ঞানের উদ্ভব। একাদশে "জ্ঞানভাষিত-সর্বসংশযচ্ছেদ-প্রকরণ"। দ্বাদশে জ্ঞান কর্তৃক সাধনধ্যান উপদেশ।

মনে মুক্ত হবে তার প্রত্যয কি হয
জীযন্তেতে মৃত্ত বিনা মনে না লাগয
বার জ্বালা মুক্ত হলে মুক্ত বলি তায
প্রকৃতি আশ্রয বিনা এ জ্বালা না যায।
প্রকৃতি-স্বরূপে রাম দেখ বর্তমান
বসবাজ স্ত্রীপুরুষ দেহে অধিষ্ঠান।

## ৪ ভারতকথা : নিবন্ধ ও পালা

সংখ্যায় রামকথা নিবন্ধগুলি সমান না হইলেও অনেকগুলি ছোটবড় ভারত পাঁচালী অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা হইয়াছিল। তবে এই কথাটা মনে রাখা দরকার যে ভনিতা হইলেই যে রচয়িতার নাম হইবে তাহা নয়। কতকগুলি ভনিতা যেগুলি রচনার মধ্যে দৈবাৎ এবং শেষের দিকে প্রায়ই থাকে, সেগুলি লিপিকরের বা গায়নের ভনিতা হওয়া বেশি সম্ভব। অনেকে আবার পুরাতন রচনাকে অল্পস্বল্প ঝালাইয়া নিজের ভনিতা জুড়িয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক পুথি নিখুঁতভাবে বিচার না করিলে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে না।

গঙ্গাধর সেনের লেখা আদি ও অশ্বমেধ পর্বের পুথি পাওয়া গিয়াছে।[১৫] ইনি পূর্ববঙ্গের লোক। একটি পুথির ভনিতায় আছে "বিরচিল গঙ্গাদাস বণিক তনয়"।[১৬] একটি 'লবকুশের যুদ্ধ' পালার পুথিতে পিতার নামও পাই।[১৭]

গঙ্গাদাস সেনে কহে ষষ্ঠীবর সুত

ষষ্ঠীবরের ভনিতায় স্বর্গারোহণ-পর্বের পুথি মিলিয়াছে।[১৮] ষষ্ঠীবর গঙ্গাদাসের ভনিতায় মনসামঙ্গলের পুথি পাওয়া গিয়াছে।[১৯]

দক্ষিণরাঢ়-প্রান্তনিবাসী কবি সারল (বা সারণ বা সারলাদাস) যে ভারত-পাঁচালী লিখিয়াছিলেন তাহার আদি ও বিরাট প্রভৃতি কোন কোন পর্ব পাওয়া গিয়াছে।[২০] রাঢ়-উড়িষ্যা সীমান্তে কাব্যটির বেশ প্রচার ছিল। উৎকল অক্ষরে পুথি এবং ওড়িয়ায় ভাষান্তরিত (?) পাঠও পাওয়া গিয়াছে। সারল পরবর্তী শতাব্দীর লোক হইতে পারেন। ভনিতা, "গাইল সারল কবি উৎকল-ব্রাহ্মণ", "বিরাট-পর্ব ভারত সারল কবি ভনে"।[২১]

সদানন্দ নাথের ভনিতায় যে ভারত পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে তাহা দুলভ সিংহের রচনা। ভনিতা সর্বত্র সদানন্দ নাথের কেবল দুই এক স্থানে দুলভ সিংহের যেমন উদ্যোগ পর্বে,

এতেক নিশ্চয় করি পাণ্ডব চলিল
দুলভ সিংহ ভারত পাঁচালী রচিল।[২২]

সদানন্দ নাথ যে রচয়িতা নয়, গ্রন্থকারের পোষ্টা মাত্র তাহা বোঝা যায় ভনিতা হইতেই। যেমন,

শুনহ সভা আনন্দিত শ্রীসদানন্দ নাথের মন।
পাঁচালী প্রবন্ধ কাব্য করিল রচন॥
ভারথ পড়িতে মূর্খের নাহি অধিকার
পাঁচালি শুনিতে হবে আনন্দ অপার
শুনি সদানন্দ নাথ মনস্থির করিয়া
সংসার ভরিতে ভেলা দিলেন বান্ধিয়া

গোপীনাথ দত্তের (বা নন্দীর) দ্রোণ ও স্ত্রী পর্বের পুথি পাওয়া গিয়াছে সিলেট অঞ্চলে।[২৩] গোপীনাথ পাঠকের নামে পাওয়া গিয়াছে সভা-পর্ব।[২৪] দুই ভনিতা একই লোকের বলিয়া মনে করি। গোপীনাথ দত্ত ভনিতায় এক কৃষ্ণলীলা রচনার দুইটি পুথি পাওয়া গিয়াছে। একটি 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড'[২৫], অপরটি 'পারিজাত হরণ'[২৬] পুথি দুইটি একই নিবন্ধের অংশ বলিয়া মনে হয়।

সিলেট অঞ্চলে সুবুদ্ধি রায় ভনিতায় অশ্বমেধ-পর্বের (সম্ভবত জৈমিনি-সংহিতা অবলম্বনে) অনেকগুলি পুথি পাওয়া গিয়াছে। [৫] সুবুদ্ধি রায়ের সঙ্গে গঙ্গাদাস সেন, কৃত্তিবাস এবং ভবানীদাস ভনিতাও দেখা যায়। "অম্বষ্ঠ" বল্লভ ভনিতায় মহাভারত-কাব্যের একটি পুথিও সিলেট অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।[১০৬] আর একটি পুথি হইতেছে পুরুষোত্তম দাসের 'পাণ্ডব-পাঁচালী'।[১০৭]

"দ্বিজ" রামলোচনের রচনায় স্ত্রী পর্বের পুথি মিলিয়াছে।[১০৮] ইনি কাশীদাসের অনুসরণ করিয়াছিলেন ("কাশী অনুসারে কহি")। রামলোচনের পিতা রামনারায়ণ, পিতামহ সীতারাম।

"দ্বিজ" গোবর্ধনের গদা-পর্বের পুথির লিপিকাল ১১৯৪ সাল ১৭০৯ শকাব্দ (১৭৮৭-৮৮ অব্দ)।[১০৯] পিতার নাম (বা উপাধি) কবিশেখর।

নিবাস সন্তানপুর জগজনে খ্যাত
শ্রীকবিশেখর তাহে লোকে অবদাত
তাহার তনয় নাম দ্বিজ গোবর্ধন
গদাপর্ব রচিলেক আনন্দিত মন॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের লেখা ভীষ্ম পর্বের দুইটি পুথি মিলিয়াছে। অকিঞ্চন দাসের রচিত সৌপ্তিক-পর্ব পাওয়া গিয়াছে।[১১০] জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ বাসুদেবের স্বর্গারোহণ পর্বের যে পুথি পাই তাহা উত্তরবঙ্গের।[১১১] বাসুদেবের গুরু রামমাকুর ছিলেন মৈথিল ব্রাহ্মণ বাসুদেব লিখিয়াছেন,

রাম মাকুরের এক উপাসক ব্রাহ্মণ
স্বর্গ আরোহণ পদ করিল রচন
নাম তার বাসুদেব গোবিন্দের দাস
বাসুদেব নৃপতির রাজ্যে নিবাস
তার সম মতিমন্ত নাহি এক জন
গেহী কুটুম্বের দুঃখ করয় ভ্রমণ

নিমাই-এর কর্ণপর্বের প্রায় সমস্ত [illegible] লেখা।[১১২] কবির মাতার নাম দেবকী। ভণিতায় কবি পরিচয় দিয়াছেন 'দেবকীনন্দন' ও 'দৈবকীকোঙর' বলিয়াছেন। গ্রন্থশেষে লেখকের দুই সহোদরের নাম আছে

নিমাঞির বল চিন্তামণি দামোদর
দুহারে করহ দয়া দেব হলধর
এ শীবদন পদ চিন্তিয়া অন্তরে
নিমাঞি গাইল ইহা ভারথ ভিতরে॥

"দ্বৈপায়ন-দাস" ভনিতায় বন পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্বের পুথি পাওয়া গিয়াছে। অন্য অনেক ভারত-পাঁচালীর পুথিতেও মাঝে মাঝে এই ভনিতা দেখা যায়। "দ্বৈপায়ন দাস" কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নাও হইতে পারে। ভারত-পাঁচালীর যে কোন লেখক নিজেকে স্বচ্ছন্দে ব্যাস-দাস বলিতে পারেন।

রামেশ্বর নন্দীর আদি পর্বের কথা আগে বলিয়াছি।[১১৩] এই ভনিতায় ক্রিয়া যোগসার এক পুথি মিলিয়াছে।[১১৪] রামেশ্বর দাস ভনিতায় যে দণ্ডী-পর্ব পাওয়া

গিয়াছে তাহা ইঁহার রচনা হইতে পারে।[১২০]

রাজীব সেন ভনিতায় উদ্যোগ-পর্বের পুথি পাওয়া গিয়াছে।[১২১] ভনিতা, "সেন রাজীব কহে", "সেন রাজীবে বোলে"।

জৈমেনীয়-সংহিতা অবলম্বনে অশ্বমেধ-পর্ব লিখিয়াছিলেন "দ্বিজ" ঘনশ্যাম, "দ্বিজ" কৃষ্ণরাম, "দ্বিজ" প্রেমানন্দ প্রভৃতি।[১২২] জৈমিনীয়-সংহিতার অন্তর্গত দণ্ডী-রাজার উপাখ্যান লইয়া দণ্ডী-পর্ব[১২৩] লিখিয়াছিলেন মহেন্দ্র (বা মহীন্দ্র)[১২৪], রাজারাম দত্ত[১২৫], হরিদেব বসু[১২৬], রামেশ্বর দাস[১২৭] ইত্যাদি।

রাজেন্দ্র দাসের আদি-পর্বে[১২৮] শকুন্তলার কাহিনীই প্রধান স্থান হইয়াছে। নিবন্ধটিকে শকুন্তলা-উপাখ্যান নাম দেওয়াই সঙ্গত। কাহিনীর আরম্ভ অভিনব। জনমেজয়ের সভায় একদিন ব্যাসের আগমন হইলে রাজা তাঁহাকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন যে ইচ্ছা করিলে ব্যাস কুরুপাণ্ডবের কুলবিধ্বংসী যুদ্ধ নিবারণ করিতে পারিতেন। ইহার কোন উত্তর না দিয়া ব্যাস শুধু একটি নিষেধ-বাণী বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কালি যে প্রভাতে এথা আসিবে বিমান
সর্বথায় না রাখিবা আপনার স্থান
তবে যদি রাখ তাহা শুভ করি মনে
কদাচিৎ সেই রথে নহিবা আরোহণে।
যদি আরোহণ হও ভ্রমণের তরে
কদাচিৎ না যাইবা মৃগ-অনুসারে।
যদি মৃগয়াতে যাহ নিজ বুদ্ধি হানে
তিন দিকে ভ্রমিয়া না যাও দক্ষিণে।
যদি বা দক্ষিণে যাও না মানিয়া কথা
রাজপুরী দেখি তবে না যাইবা তথা।
তবে যদি অন্তঃপুরী যাও কদাচিৎ
রাজকন্যা দেখি না চাহিবা তার ভিত।
তবে যদি কামদৃষ্টে ত্যাগিতে না পার
তবে জানি তারে আনি পাটেশ্বরী কর।

বলা বাহুল্য ব্যাস যাহা যাহা নিষেধ করিয়াছিলেন জনমেজয় তাহা পর পর সবই করিয়া গেলেন। নূতন রানীকে লইয়া একদিন জনমেজয় রাজসভায় বসিয়া আছেন এমন সময় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আসিলেন। তাঁহার চেহারা দেখিয়া রানী হাসি চাপিতে পারিলেন না। ঋষ্যশৃঙ্গও হাসিয়া রানীর দিকে বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া রাজা মুনিকে ভর্ৎসনা করিলে মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন। রাজার শরীরে রোগচিহ্ন দেখা দিল। অনেক অনুনয়-বিনয়ে ক্রোধশান্তি হইলে ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন যে ব্যাসের দর্শনে রাজার ব্যাধি দূর হইবে। যথাসময়ে ব্যাস আসিয়া রাজাকে ভৎসনা করিয়া বলিলেন,

একেশ্বর বাক্য তুমি না রাখিলা মোর
কি মতে বুঝাইমু পঞ্চ শতের বর।

শিষ্য বৈশম্পায়নকে মহাভারত-কাহিনী কথনের জন্য রাখিয়া মুনি চলিয়া গেলেন। তাহার পর শকুন্তলার কাহিনী শুরু হইল।

বন-পর্বের নলদময়ন্তী-কাহিনী লইয়া পাঁচালী নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন লোকনাথ দত্ত[১২১] এবং রামনারায়ণ ঘোষ।[১৩১] দুইটি রচনাতেই শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতের ঋণ আছে। লোকনাথের কাব্যের বিশিষ্ট নাম 'নৈষধ-বিজয়' ("নৈষধবিজয়কথা অমৃতসমান")।

'দাতা-কর্ণ' কাহিনীর মূল মহাভারতে অথবা জৈমিনীয়-সংহিতায় নাই। এ কাহিনীর উৎপত্তি বাঙ্গালা দেশে, ধর্মমঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র-লুইচন্দ্র কাহিনী হইতে। এই পালাটি শঙ্কর চক্রবর্তী-প্রমুখ কোন কোন লেখক কৃষ্ণলীলাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। স্বতন্ত্রভাবে এই পালা লিখিয়াছিলেন "কায়স্থকুলেতে জন্ম" এক কৃষ্ণদাস॥[১৩২]

## ৫ শিব-কথা : রামেশ্বর প্রভৃতি

মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম অংশে যে শিব-কথা আছে তাহা পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে পরবর্তী কোন অনুরূপ রচনার দ্বারাই অতিক্রান্ত নয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিবকথা নিবন্ধ কয়েকখানিই লেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিব-সঙ্কীর্তন (এখন 'শিবায়ন নামে পরিচিত)।[১৩৩] রামেশ্বর সত্যনারায়ণ-পাঁচালীও লিখিয়াছিলেন।

নিজের পরিচয়, অর্থাৎ আত্মীয় স্বজনের নাম, রামেশ্বর ভালো করিয়াই দিয়াছেন। পিতা লক্ষ্মণ, মাতা রূপবতী, ভ্রাতা শম্ভুরাম, দুই পত্নী— সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী, তিন ভগিনী - গৌরী পার্বতী ও সরস্বতী, ছয় ভাগিনেয়—দুর্গাপ্রসাদ ইত্যাদি, ভাগিনেয় পুত্র কৃষ্ণরাম বাঁড়ুজ্জে পোষ্টা রাজা যশোবন্ত সিংহ, তাঁহার পুত্র কুমার অজিত সিংহ। পৈতৃক নিবাস ছিল আধুনিক মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল সাবডিভিসনে বরদা পরগনায় যদুপুর গ্রামে এখানে থাকিয়া রামেশ্বর সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখিয়াছিলেন। তাহার পর জমিদার হিম্মতসিংহের অত্যাচারে উৎখাত হইয়া কর্ণগড়ের[১৩৪] নূতন রাজা রাম সিংহের আশ্রয় লাভ করেন। রাম সিংহ তাঁহাকে কর্ণগড়ের নিকটে কাঁসাইতীরে অযোধ্যানগরে বাস করাইয়া নিজ সভায় পুরাণ পাঠক নিযুক্ত করেন আর শিব-কথা লিখিতে বলেন।

পরবাস যদুপুরে হেমৎসিংহ ভাঙ্গে যারে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত
স্থাপিয়া কৌশিকীতটে বসিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত।

শিব-সঙ্কীর্তন রচনা করিতে কিছুকাল লাগিয়াছিল। কাব্যটি যখন আরম্ভ হয় তখন কর্ণগড়ের অধিকারী রাম সিংহ, যখন শেষ হয় তখন অধিকারী রাম সিংহের পুত্র যশোবন্ত।[১৩৪] রাজা যশোবন্ত সিংহের জন্য রামেশ্বর মহাভারতের রাজধর্ম অংশের পুথি লিখিয়াছিলেন। এ পুথি সমাপ্ত হয় ২১ আষাঢ় ১১৫১ সালে। পুথিটি মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কোন কোন লেখক (যেমন ঘনরাম চক্রবর্তী) যেভাবে হেঁয়ালিতে রচনাকাল দিয়াছেন রামেশ্বরও সেইভাবে শিব-সঙ্কীর্তনের সমাপ্তিকাল নির্দেশ করিয়াছেন।

শকে হৈল চন্দ্রকলা রাম করতলে
রাম হৈল বিধি কান্ত পড়িল অনলে।

সেই কালে শিবের সঙ্গীত হৈল সাঙ্গ

এই হেঁয়ালির সমাধান নির্দেশ করিয়াছেন যোগেশচন্দ্র রায়।[৩৭] সে সমাধানের সমর্থন কোন কোন পুথিতে এই সঙ্গে প্রদত্ত সংখ্যা (১৬৩২) হইতে পাই। ১৬৩২ শকাব্দে (১৭১০-১১ অব্দে) রামেশ্বরের শিব সঙ্কীর্তন রচনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

রামেশ্বর তাঁহার রচনাকে চণ্ডীমঙ্গলের মতো "অষ্টমঙ্গলা" (অর্থাৎ আট দিনের মঙ্গলগান) করিয়াছেন এবং সমসাময়িক "চণ্ডীমঙ্গল" পাঁচালীর মর্যাদা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কৃষ্ণমঙ্গলের যৎকিঞ্চিৎ প্রভাবও অনুভূত হয়, কয়েকটি পুরাণকাহিনীর অন্তর্ভুক্তিতে। বাগদিনীর পালা মনসামঙ্গল হইতে নেওয়া বলিয়া মনে করি। শিবের চাষপালা ধর্মকথা হইতে গৃহীত। শঙ্খ-পরিধান পালা লোকপ্রচলিত গাথা।

সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে (যেমন পূর্বতন কালে) শিবের গান লোকসমাজে গ্রাম্যতাদুষ্ট ছিল। রামেশ্বরের প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি সমসাময়িক গ্রাম্য গাথাকে ভদ্রবেশ দিয়া সাহিত্যের সভায় পরিচিত করাইয়াছেন। তাঁহার এ দাবি মানিতেই হয়—

ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভনে রামেশ্বর।

রামেশ্বর সংস্কৃতশিক্ষিত ছিলেন। ফারসীও তাঁহার জানা ছিল। (ফারসীজ্ঞানের পরিচয় তাঁহার সত্যনারায়ণ-পাঁচালীতে যথেষ্ট আছে। শিব-সঙ্কীর্তনে তিনি ফারসীজ্ঞান চাপিয়া গিয়াছেন।) ভাষা অত্যন্ত সহজ, তৎসম-শব্দবহুল তা নাই এবং কথ্য ভাষার পদ ও ইডিয়ম প্রচুর আছে। গ্রাম্যতা নাই তবে কোন কোন কাহিনী (যেমন বাগদিনী পালা) আদিরসবিবর্জিত নয়। যে রাজসভার জন্য রামেশ্বর শিব সঙ্কীর্তন রচনা করিয়াছিলেন তাহা বিলাসী নাগরিকের নয়,—শ্রমাসক্ত বোদ্ধা ভক্তিমান সরলবিশ্বাসী, হাসখুশি জনপদবাসীর। সে হিসাবে তাঁহার রচনা সরসময় ও অত্যন্ত সার্থক।

সমসাময়িক জীবনের প্রতিচ্ছবি রামেশ্বরের শিব সঙ্কীর্তনে মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত ভাবে ভাসিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সময়ে বাঙালায় ব্রাহ্মণদের দুর্গতি নানা কারণে বাড়িয়া গিয়াছে সে দুর্গতির একটু পরিচয় পাই জামাই-বিদায়ের সময়ে মেনকার উক্তিতে

কুলীনের পোকে অন্য কি বলিব আমি
কন্যার অশেষ দোষ ক্ষমা কর তুমি
আঁট ঢাকি বস্ত্র দিহ পট ভরি ভাত
প্রীতি কর যেমন জানকী-রঘুনাথ

ধানচাষের কথা রামেশ্বরের কাব্যে যেমন বিস্তৃত ও নিখুঁতভাবে আছে এমন অন্য কোথাও নাই। শিব-সঙ্কীর্তনের চাষ পালাটিকে সেকালের কৃষিবিদ্যার কড়চা (অর্থাৎ হ্যাণ্ডবুক) বলিতে পারি এই অংশে রামেশ্বর বেশ কিছু লোকোক্তি গাঁথিয়া দিয়াছেন। যেমন,

চাষ বলে ওরে চাষী তোরে আগে খাব
মোরে খাবে পশ্চাতে যদ্যপি ক্ষেতে হব।

মর্দের কবজ[৩৮] হৈলে মায়া দেয় টাল্যা
কোণে থাকে কুলবধূ কথা কয় ছাল্যা

শিবচিত্ত দ্রব না করিলে শূল পাওয়া যাইবে না। তাই দেবী শিবকে মোহিত করিবার জন্য দেবসভায় কৃষ্ণের কীর্তন জুড়িলেন। কবিকঙ্কণের অনুকৃতি এই বর্ণনায় সমসাময়িক কীর্তন-গানের একটু বর্ণনা পাই।

কৃপাময়ী কৃষ্ণের কীর্তন দিল জুড়া।
দেবগণ দোহার-গণেশ গান মূল[১৩৭]
নারদ তম্বুর হাতে হৈল অনুকূল।
ভাব করে ভবানী আপনি ধরে তাল
নৃত্য করে কৃত্তিবাস বাজাইয়া গাল।
যশোদা লইয়া কৃষ্ণ উদুখলে বান্ধে
গোবিন্দের লীলা শুন্যা গঙ্গাধর কান্দে।

ঘনরাম চক্রবর্তীর মতো রামেশ্বর ভট্টাচার্য অনুপ্রাসপ্রিয় এবং সে অনুপ্রাস দ্বিতীয় ছত্রেই বেশি পাই। যেমন,

রব দেখে সেই দোষ ঘটকের ঘাড়ে
পুরন্দরী প্রণয়ভঙ্গ বিবাহেতে বাড়ে।

তোকে দুঃখ দিতে মামী মোকে দেয় জুড়া
মটরের মর্দনে মসুর গেল উড়া

এই সঙ্গে অপর শিব-কথা নিবন্ধের নাম করিয়া দিই। "দ্বিজ" সৃষ্টিধরের 'মহেশমঙ্গল'[১৩৮] কাশীখণ্ড অবলম্বনে লেখা ভনিতা

অমৃতের পূর্ণভাণ্ড তাহাধিক কাশীখণ্ড
মহেশের মঙ্গল বর্ণন
হরগৌরীর পদ সেবি রচিল নৈতুন কবি
সৃষ্টিধর দ্বিজ রস গান।

স্থানীয় শিব-কথার মধ্যে পড়ে "দ্বিজ" সুন্দর ও "দ্বিজ" মণিরামের বেদানাথমঙ্গল[১৩৯]। ইঁহাদের একজন অথবা উভয়ে দ্বিজ হরিহরের পুত্র ছিলেন। ঝাড়িখণ্ডের বেদানাথের বন্দনা পাতড়া একাধিক পাওয়া গিয়াছে॥[১১]

## ৬ বিবিধ চণ্ডীকথা

ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ কোন শতাব্দীতেই চণ্ডীকথা বেশি লেখা হয় নাই। সুতরাং রচনার সংখ্যা ধরিলে চণ্ডীকথাকে পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যের লেখকপ্রিয় কথাবস্তু বলিতে পারি না। অথচ জনপ্রিয়তা বিচার করিলে চণ্ডীকথাকে উক্ত তিন শতাব্দীতে এবং পরবর্তী শতাব্দীতেও সর্বোচ্চ স্থান দিতে হয়। লেখক-শ্রোতার এই বিষম সমস্যার কারণ দুর্বোধ্য নয়। চণ্ডীমঙ্গল-পাঞ্চালিকা, প্রায়, ধর্মমঙ্গলের মতোই, দেবপূজার অঙ্গীভূত হইয়াছিল এবং পশ্চিমবঙ্গে কবিকঙ্কণের কাব্য যাঁহাদের দ্বারা গীত ও পুথিবাহিত হইয়া আসিয়াছিল তাঁহারা ব্রাহ্মণ এবং যথাসম্ভব শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন। তাহার উপর, কবিকঙ্কণের কাব্যে লেখক-গায়কের পক্ষে বড় চড়ানো সম্ভব ছিল না এবং "চণ্ডীকাব্য" বলিয়া সে রচনাকে খণ্ড-ছিন্ন করিবার মতো দুঃসাহসও কেহ করিতেন না। এইজন্য চণ্ডীকথা-রচনায় অন্যান্য

পুরাণ-কাহিনীর মতো উদ্যত প্রেরণা জাগে নাই। দুই চারজনে চণ্ডীকথা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু তাঁহাদের সমগ্র রচনা আবিষ্কৃত ও বিচারিত না হইলে কবিকঙ্কণের কাব্যের সহিত সেগুলির সম্পর্ক বিচার করা যাইবে না। পুরানো রচনা উত্তরবঙ্গে একমাত্র মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে মিলিয়াছে, পূর্ববঙ্গে দুইজনের—"দ্বিজ" মাধবের ও "দ্বিজ' রামদাসের। এই দুই রচনা নির্দিষ্ট অঞ্চলেই প্রচলিত ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক অনন্যসাধারণ লেখক কবিকঙ্কণকে অনুসরণ অথচ তাঁহাকে সমালোচনা করিয়া ও তাঁহার কাব্যের যেন সংশোধন করিয়া চণ্ডীকথা রচনা করিয়াছিলেন। সে কথা পরে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বলিতেছি।

উত্তরবঙ্গের পুরানো চণ্ডীমঙ্গল পুথি মানিক দত্তের ভনিতাযুক্ত। এই অঞ্চলে সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে শ্রীকৃষ্ণজীবন দাস চণ্ডীকথা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার নাম দুর্গামঙ্গল (অথবা 'অম্বিকামঙ্গল')।[১৬] শ্রীকৃষ্ণজীবন সাঁতোলের রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের অনুগৃহীত ছিলেন। এ কথা ভনিতায় বারবার বলিয়াছেন।[১৭] নিবাস ছিল বাহারবন্দ পরগনায় রোজরা (বা রোজডা) গ্রামে। শ্রীকৃষ্ণজীবন ব্রাহ্মণ ছিলেন না তাঁহার "জনম মোদক-কুলে"।

অব্রাহ্মণের লেখা আর একটি চণ্ডীকথা হইল মুক্তারাম সেনের 'সারদামঙ্গল'।[১৪৪] রচনাকাল "গ্রহ ঋতুকাল[৪১] শশী' অর্থাৎ ১৬৬১ শকাব্দ (১৭৪৭-৪৮ অব্দ)। মুক্তারামের জাতি বৈদ্য। নিবাস চাটিগাঁয় দেয়াঙ্গ গ্রামে। পূর্বপুরুষ "জাহ্নবীকূলে বাড়া" হইতে আসিয়াছিলেন। পিতা মধুরাম। দুই ভাই গোবিন্দ ও ব্রজলাল। দুই একবার ভনিতায় 'হরিলাল সেন নাম পাই। ইহা মুক্তারামের ভ্রাতুনাম হইতে পারে[১৫] সারদামঙ্গল সংক্ষিপ্ত রচনা। পূর্ববঙ্গের ধারা অনুসারে কালকেতু কাহিনী গৌণ। রচনা সরল। মুক্তারামের এক ভাই (?) ব্রজলালের ভনিতায় যে চণ্ডীমঙ্গলপুঁথি পাওয়া গিয়াছিল[১৪৪] তাহা মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী অবলম্বনে লেখা।

আরও একজন বৈদ্য চণ্ডীমঙ্গল 'চণ্ডিকামঙ্গল' লিখিয়াছিলেন[১৪৮] ইহার নাম জয়নারায়ণ রায়। নিবাস ছিল বৌদ্রবাট পর ভাগে বিক্রমপুরের ডপসা গ্রামে। পিতা রামপ্রসাদ মাতা সুমতি অগ্রজ রামগতি, অনুজ রাজনারায়ণ। জয়নারায়ণের চণ্ডীকথায় পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ক্রিয়াযোগসার হইতে মাধব সুলোচনার উপাখ্যান যোগ করা হইয়াছে। ভাগিনেয়ী গঙ্গা ও ভ্রাতুষ্পুত্রী দয়াময়ীর অনুরোধে জয়নারায়ণ মাধব সুলোচনার উপাখ্যান লিখিয়াছিলেন।

গঙ্গা দয়াময়ী অনুরোধে এতদূর
শুনিলে কলুষ খণ্ডে এ কথা মধুর

চণ্ডিকামঙ্গল রচনাকালের উল্লেখ নাই। জয়নারায়ণের দ্বিতীয় গ্রন্থের রচনা সমাপ্তিকাল ১৬৯৪ শকাব্দ (= ১৭৭২-৭৩ অব্দ)। এটি সত্যনারায়ণের পাঁচালী। নাম হরিলীলা।[১৪৯] হরিলীলায় জয়নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ীর উল্লেখ আছে এবং তাঁহার ভনিতাও দুই একবার আছে। জয়নারায়ণের রচনায় পাণ্ডিত্যের প্রকাশ সুলভ।

জয়নারায়ণের অগ্রজ রামগতি রায় 'মায়াতিমিরচন্দ্রিকা' নামে যোগশাস্ত্রনিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।[১৫০] জয়নারায়ণের সংস্কৃত রচনা পাওয়া গিয়াছে।[১৫১]

গঙ্গা ও আনন্দময়ী কিছু গান রচনা করিয়াছিলেন।

ভবানীশঙ্কর দাসের 'মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা'[১৫২] রচিত হইয়াছিল ১৭০১ ("ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু") শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৭৯-৮০ অব্দে। ভবানীশঙ্কর জাতিতে কায়স্থ। নিবাস চাটিগাঁয়ে চক্রশালা গ্রামে। পিতা নয়ন রায়। ভবানীশঙ্করের সংস্কৃতজ্ঞান সেকালের সাধারণ লেখকের তুলনায় হয়তো কিছু বেশিই ছিল তবে সে জ্ঞানের প্রকাশে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় নাই। বিষম সংস্কৃত পদের ব্যবহার এবং তদ্ভব পদের সঙ্গে তৎসম শব্দের উৎকট সন্ধি ভবানীশঙ্করের রচনাকে বিকট করিয়াছে। যেমন, "শৃণুধ্বং সাধব সব কর অবধান," "যা হোন্তে হইলোৎপত্তি[১৫৩] ভবাচ্যুতধাতা," "বন্দমাম্বিকাবাঙঘ্রিতে[১৫৪] লোটাই বিশেষ" "ধন দেখি আশু মূল্য দদস্ব আহ্মারে" ইত্যাদি। রচনার মধ্যে "ঘোষা" শীর্ষকে অনেকগুলি কৃষ্ণলীলাত্মক ও বিবিধ ভক্তিমূলক পদ সন্নিবিষ্ট আছে। এই পদগুলিতেই ভবনীশঙ্করের নিজস্বতার পরিচয় রহিয়াছে।

"দ্বিজ" শিবচরণের 'গৌরীমঙ্গল'[১৫৫] নিবন্ধে মার্কণ্ডেয়-পুরাণের চণ্ডীকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। সেই সঙ্গে কালকেতুর উপাখ্যানও আছে। ভনিতা —'দ্বিজ' শিব "দ্বিজ" শিবদাস শিবচরণ ও শিবদাস।

ব্রতকথা-ধরনের ছোট ছোট চণ্ডীকথা অনেকগুলিই পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে "দ্বিজ' জনার্দনের রচনার উল্লেখ আগে করিয়াছি। অপর রচনা — দ্বিজ রঘুনাথের নিত্যমঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী[১৫৬] চণ্ডীদাস দেব শিবনারায়ণ এর নিত্যমঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী[১৫৭], দেবীদাস শর্মার 'নিকট মঙ্গলচণ্ডিকা' [১৫৮] মদন দত্তের মঙ্গলচণ্ডীর পাচালী[১৫৯] "দ্বিজ" কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গলচণ্ডীর গীত[১৬০] অজ্ঞাতনামা রচয়িতাদের ঘোরমঙ্গলচণ্ডী[১৬১] ও 'জয়মঙ্গলচণ্ডী'[১৬২] অজ্ঞাতনামা লেখকের 'চৈত্রমাহাত্ম্য'[১৬৩] ইত্যাদি

এই ব্রতকথা নিবন্ধগুলিতে ধনপতি খুল্লনার কাহিনীই মুখ্য কালকেতু ফুল্লরার কাহিনী ব্রতকথারূপে উহার অন্তর্নিবিষ্ট। অধিকাংশ পুথি চাটিগাঁ অঞ্চলের শ্রীচাঁদ দাসের কালকেতুর চৌতিশা[১৬৪] এবং দেবীদাস সেনের শ্রীমন্তের চৌতিশা[১৬৫] নিতান্ত ক্ষুদ্রকায় রচনা।

অনেকগুলি চণ্ডীমাহাত্ম্য রচনার বস্তু হইল মার্কণ্ডেয় পুরাণে ও দেবীভাগবত পুরাণে উল্লিখিত দেবীমাহাত্ম্য-কাহিনী। তাহার মধ্যে ব্রজলালের রচনার কথা আগে বলিয়াছি অপর রচনার পরিচয় দিই। 'চণ্ডীবিজয় (বা দেবীমঙ্গল) প্রণেতা হরিশ্চন্দ্র বসুর নিবাস ছিল আধুনিক বঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কালিয়া গ্রামে। ইনি ছিলেন বঙ্গজ কায়স্থ। রচনাকাল ১৬৫২ শকাব্দ (১৭৩০ অব্দ)।[১৬৬]

রামানন্দ যতীর শিষ্য রামশঙ্কর দেবের অভয়ামঙ্গল[১৬৭] বৃহৎ রচনা রামশঙ্কর ছিলেন দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ ('শ্রীকরণে উৎপত্তি দক্ষিণরাঢ়ী শ্রেণী)। নিবাস হুগলি চাকলার অন্তর্গত ধর্মদা[১৬৮] গ্রামে। পিতা রামকৃষ্ণ, পিতামহ হরিবদন। নদীয়া-নিবাসী "পরমদেব' (অর্থাৎ রামানন্দ যতী) গ্রন্থ-রচনায় রামশঙ্করকে উৎসাহ দিয়াছিলেন।

কবির পরমদেব নদীয়া নিবাসী
অভয়ামঙ্গল গীতে হৈলা অভিলাষী ॥

পবমদেব আদেশা শঙ্কব বচিল ভাষা
নাচাড়ী প্রবন্ধে কৈল গান।

গৌতম-পুত্র শতানন্দেব আগম শাস্ত্র এবং মার্কণ্ডেয় পুবাণ অবলম্বন কবিযা অভযামঙ্গল বচিত।—এই কথা বামশঙ্কব বলিযাছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে আবম্ভ কবিযা ত্রিদেবাব তপস্যা, শিবমাহাত্ম্য সতীব কাহিনী, গৌবীব উপাখ্যান ধূম্রলোচন-শুম্ভ নিশুম্ভ-বধ, হবিহব-সংবাদ, উৎকল-মাহাত্ম্য, ইন্দ্রদ্যুম্নেব আখ্যান, মহিষাসুব-বধ ইত্যাদি অভযামঙ্গলেব বিষয়।

হবিনাবাযণ দাস, যাঁহাব 'নিবাস বনস্য ( ? ) গ্রাম গোপবর্ণ কুলে উপাদান", তাঁহাব চণ্ডিকামঙ্গলে[১৬০] সুবথ কিবীটকোনাব বাজা।

মার্কণ্ডেযপুবাণ-কাহিনী অবলম্বনে লেখা অপব বচনা হইল বলদুলভ (বা বনদুলভ)-এব 'দুর্গাবিজয'[১৬১] এব জগন্নাথেব দুর্গাপুবাণ।[১৬২] দ্বিজ বামনিধিব দুর্গাভক্তিতবঙ্গিণী'[১৬৩] দেবীভাগবত অবলম্বনে লেখা। দীনদযালগুপ্তেব দুর্গাভক্তিচিন্তামণি[১৬৪] দেবীভাগবতেব অনুসবণে। ইহা সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীব বচনা। লেখকেব পিতা কপনাবাযণ, মাতা তাবিণী।

'দ্বিজ' বামনাবাযণেব শক্তিলীলামৃত[১৬৫] বচনা সমাপ্ত হইযাছিল ১৭২৮ শকাব্দে ১২১৪ সালে ( ১৮০৭ অব্দে) এক পবতন বামনাবাযণ মাকণ্ডেয় পুবাণ অনুসবণ কবিযা ভবানীমঙ্গল বচনা কবিযাছিলেন[১৬৬] ভনিতায় লেখক কখনো পুবা নাম এবং কখনো শুধু নাম অথবা বামদাস ব্যবহাব কবিযাছেন পিতাব নাম বঘু ( বচিল বঘুব সুত বামনাবাযণ )। হবগৌবীব কোন্দল পালা বচযিতা হইতেছেন তৃতীয় বামনাবাযণ।[১৬৭] ইহাব ভনিতা

বাযশঙ্কবেব পদ ভাবি মনে মনে
হবগৌবাব কোন্দল বামনাবাযণে ভণে

দ্বিজ গঙ্গানাবাযণ মুখুজ্জে ভবানীমঙ্গল[১৬৮] লিখিযাছিলেন পিতা তিতুবাম পৈতৃক নিবাস (বাঁকুড়া জেলায) মাটিযাবী ত্যাগ কবিযা (বীবভূম জেলায) হবিনান্দা গ্রামে আসিযা বাস কবিযাছিলেন। গঙ্গানাবাযণেব এক অনুজ ছিল নাম বামদুলাল। গঙ্গানাবাযণ কিছু আত্মপবিচয দিযাছেন।

যুলিযা-কুলেব মণি সযেন পণ্ডিত গণি ক্রমে বহি সন্ততিব নাম
শিবাচায গোপেশ্বব বিশ্বেশ্বব তাব পব জগন্নন্দন সুত বামলাল
নিবাস মাটিযাবী গ্রাম পিতামহ বামবাম তিতুবাম তাহাব নন্দন
তাব সুত নাম নিজ গঙ্গানাবাযণ দ্বিজ উমা পদ কবিল বচন
ব্রাহ্মণ কুলেব মণি সকল সভাতে জিনি শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র বায
তাব সভাসদ কবি চণ্ডীব চবণ ভাবি দ্বিজ গঙ্গানাবাযণে গায॥

ভবানীমঙ্গলে উমাব জন্ম হইতে দুর্গাপূজা পর্যন্ত দেবীলীলা এবং সমগ্র কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইযাছে। বইটি "অষ্টমঙ্গলা অর্থাৎ পূর্ণ পাঁচালী কাব্য।

হবিদত্তেব কালিকাপুবাণেব কথা মনসামঙ্গলেব প্রসঙ্গে বলিযাছি। পবাণ-(বা প্রাণ) বল্লভেব কালিকামঙ্গলেব প্রাপ্ত পুথি খণ্ডিত[১৬৯] দ্বিজ দুর্গাবামেব কালিকাপুবাণ[১৭০] ছোট বই।

রঘুরামের 'গৌরীবিদায়'[১৮৫], তিলকচন্দ্রের 'হরগৌরী-বিবাহ'[১৮] এবং "দ্বিজ" রাজীবলোচনের 'শিবদুর্গার বিবাহ'[১৮২] নিতান্ত সংক্ষিপ্ত রচনা। "দ্বিজ" গোলোকচন্দ্রের 'গিরিসংবাদ'[১৮৩] ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা হওয়াই সম্ভব ॥

## ৭ স্থানীয় দেবীকথা · গঙ্গাধর ও পৃথ্বীচন্দ্র

ছোটখাটো স্থানীয়-দেবীমাহাত্ম্য গাথা বা দীর্ঘ পদ অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলিই লেখা হইয়াছিল। যেমন, অজ্ঞাতনামা লেখকের 'রাজবল্লভীর কথা'[১৮৪], ভক্তদাস পালের 'দণ্ডেশ্বরীর বন্দনা'[১৮৫] ইত্যাদি। এই ধরনের রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রচারিত হইয়াছিল 'যোগাদ্যার বন্দনা'। ইহার অধিকাংশ পুথিতে ভনিতা নাই[১৮৬], তবে কোন কোন পুথিতে কৃত্তিবাসের ভনিতা পাওয়া যায়[১৮৭], "দ্বিজ" দয়ারামের ভনিতাও মিলিয়াছে।[১৮৮]

এই ধরনের বড় নিবন্ধ হইল গঙ্গাধর দাসের 'কিরীটীমঙ্গল'।[১৮৯] পৃথ্বীচন্দ্রের গৌরীমঙ্গলে[১৯] যে কিরীটমঙ্গল গ্রন্থের নাম আছে তাহা সম্ভবত এই রচনাটি। কিরীটীমঙ্গলের রচনাকাল ১৬৮৬ শকাব্দ (১৭৬৪ ৬৫ অব্দ)। গঙ্গাধর দাসের পিতা পঞ্চানন রায়। নিবাস বিনাইপুর। এই গ্রাম বোধ হয় নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। ভনিতা হইতে শুধু এইটুকু পরিচয় পাওয়া যায়

দ্বিজ গঙ্গাধর বসি বিনাইপুর
সুত পঞ্চানন রায়
কৃপা কর হও তুষ্ট রাজা পুত্র রামকৃষ্ণ
তাহার নগরে বসি আমি
বিনাইপুরে কবি বাস নাম গঙ্গাধরদাস
কিরীটামঙ্গল গাই আমি ॥

ঢেকুরবাটের প্রান্তে আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলায় কিরীটকোনার কিরীটেশ্বরী দেবী সুপ্রসিদ্ধ দেবতা। ইহার মাহাত্ম্য বর্ণনাই এই রচনার উদ্দেশ্য। লেখক বৈষ্ণব ছিলেন। তাই একটি পদ দিয়া নিবন্ধের আরম্ভ। পদটি এই

মিছা ফিরে ফিরো কেন আমার মন ব্রজেতে চল না ॥ধ্রু
চল মন বৃন্দাবন সঙ্গে হইল সাধুজন
দেখা পাবা মদনমোহন আর দুখ রবে না
খাইবা যমুনার জল অঞ্জলি করিয়া কর
সিদ্ধি হবে পেলে ফল উপাসনা লবে না

গঙ্গাধর দাস শ্রীচৈতন্যকে দিয়াও কিরীটেশ্বরীর পূজা করাইয়াছেন।

সন্তুষ্ট হইলা মাতা জগৎজননী
জানি জানি দেবগণ স্বর্গেতে চলিল
ব্রহ্মা কহে শুন মাতা করি নিবেদন
এই কথা কহি ব্রহ্মা করিল গমন
কলির প্রথম সন্ধ্যা অবতার হবি
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে হরি করেন কীর্তন
ভগবতী নিজশক্তি তাহে আকর্ষিয়া
পূজা কৈল দেবগণ করি হরিধ্বনি।
বিষ্ণু না দেখিয়া মাতা ব্রহ্মারে পুছিল।
শচীগর্ভে বিষ্ণু গিয়া লইল জনম
মহামায়ার মনে ক্রোধ হইল তখন
আচম্বিতে দিঞা কোল বোলে হরি হরি
ভাবাবেশে সভে দিছে প্রেম আলিঙ্গন।
ভক্তবৃন্দ পড়ে তথা শক্তিহীন হঞা

মহাপ্রভু বলে কিবা হৈল সর্বনাশ — অকস্মাৎ, ভক্তগণেব নাহি দেখি শ্বাস ।
অন্তবে জানিল প্রভু নিমাই পণ্ডিত — ক্রোধ হইযাছে বুঝি আদ্যা যে চণ্ডীব ।
দ্রুত চলে মহাপ্রভু সবোববতীবে — শঙ্খ পবিযাছে মাতা দেখে গঙ্গাধবে ।
আসি মহাপ্রভু স্তব কবে হস্ত-জোডে — যেই বাধা সেই তুমি ভক্তি নিমাই কবে ।
অভযাচরণে মজিযা নিজ চিত — কিবীটীমঙ্গল গায গঙ্গাধব গীত ॥

দেবী তুষ্ট হইলে

ভক্তগণে পাইলা শক্তি নাচে গায হবি — না জানযে কোন জন জানযে মুবাবি ।
শক্তিহীন ভক্তগণ শক্তি পাইল তায — শক্তিপুব হইল গ্রাম মহাপ্রভু কয ।
কিবীটীমঙ্গল গীত অমৃত সমান — ভগবতী আজ্ঞা দিলা গঙ্গাধব গান ॥[১৯৩]

কিবীটীমঙ্গল কযেকটি কাণ্ডে বিভক্ত ।

"পোকড'এব (অর্থাৎ পাকুডেব) জমিদাব পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী সুবৃহৎ 'গৌবীমঙ্গল'[১৯৪], বচনা কবিযাছিলেন (অর্থাৎ কবাইযাছিলেন) ১৭২৮ শকে ১২১৩ সালে ( ১৮০৬-০৭ অব্দে) । গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত—দেবখণ্ড, অবন্তীখন্ড যুদ্ধখণ্ড, নীতিখণ্ড ও স্বর্গখণ্ড । দেবখণ্ডে সৃষ্টিবর্ণনা হইতে দুর্গাপূজা অবধি সংস্কৃত পুবাণকাহিনীব বিববণ । অবন্তীখণ্ডে বাজা শালিবাহনেব উপাখ্যান ও প্রসঙ্গক্রমে বামাযণ-মহাভাবতেব কাহিনী । যুদ্ধখণ্ডে শালিবাহনেব পুত্র জীমূতবাহনেব আখ্যাযিকা প্রসঙ্গক্রমে তান্ত্রিকমতেব মাহাত্ম্যবর্ণনা এবং বেদ্যনাথ-বক্রেশ্বব-তাবাপুব প্রভৃতি স্থানীয় তীর্থেব প্রশংসা । নীতিখণ্ডে জীমূতবাহনেব বাজ্যশাসন ও গার্হস্থ্যসুখসম্ভোগ । স্বর্গখণ্ডে জীমূতবাহনেব বানপ্রস্থ ও সশবীবে স্বর্গগমন । গ্রন্থ বচনাব উপলক্ষ্যে পৃথ্বীচন্দ্র পূর্বগামী অনেক লেখকেব নাম ও বচনাব উল্লেখ কবিযাছেন । এই অংশটিব ঐতিহাসিক মূল্য আছে ।

মনে আশা কবি ভাষা কৈল কবিগণ — স্মৃতি ভাষা কৈল বাধাবল্লভ শর্মন ।
বৈদ্যক কবিযা ভাষা শিখে বৈদ্যগণে — জ্যোতিষ কবিযা ভাষা শিখে সর্বজনে ।
বাল্মীকি কবিল ভাষা দ্বিজ কৃত্তিবাস — মনসামঙ্গল ভাষা হইল প্রকাশ ।
মুকুন্দ পণ্ডিত কৈলা শ্রীকবিকঙ্কণ — কবিচন্দ্রে গোবিন্দমঙ্গল বিবচন
ভাগবত ভাষা কবি শুনে ভক্তিমান — চৈতন্যমঙ্গল কৈল বৈষ্ণববিজ্ঞান ।
বৈষ্ণবেব শাস্ত্র ভাষা অনেক হইল — অন্নদামঙ্গল ভাষা ভাবত কবিল
মেঘঘটা যেন ছটা তড়িতেব পাতা — শিববাম গোস্বামী কবিল ভক্তিলতা
অষ্টাদশ পব ভাষা কৈল কাশাদাস — নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভাবত প্রকাশ ।
চাবচক্রবর্তী কীর্তি ভাষায কবিল — বিক্রমাদিত্যেব কীর্তি ভাষায বচিল ।
দ্বিজ বঘুদেব চণ্ডী পাঁচালী কবিল — কবিচন্দ্র চোব-কবি ভাষায হইল ।
গঙ্গানাবাযণ বচে ভবানীমঙ্গল — কিবীটমঙ্গল আদি হইল সফল
এ সকল গ্রন্থ দেখি মম আশা হৈল — গৌবীমঙ্গলেব পুথি ভাষায বচিল

গৌবীমঙ্গল বচনাব পব পৃথ্বীচন্দ্র গান কবাইবাব উদ্দেশ্যে পুথি দিযাছিলেন সেনভূমেব কপপুব গ্রাম-নিবাসী বালকবাম চক্রবর্তীকে ।

লইযা এ পুথি বহু আগ্রহ কবিযা
গান গৌবীমঙ্গলেব গীত শুদ্ধ হইযা ।

পৃথ্বীচন্দ্রেব দ্বিতীয বচনা হইল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বামাযণ-ছড়া, 'ভূষণ্ডী-বামাযণ' ॥[১৯৫]

## ৮ বিবিধ দেবকথা

ছোট ছোট সূর্যমঙ্গল পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে মালাধর বসুর[১১৬], 'দ্বিজ" কালিদাসের[১১৭], "দ্বিজ' লক্ষ্মণের[১১৮],এবং রামজীবন বিদ্যাভূষণের[১১৯] ভনিতায়। মালাধরের রচনাটির বিশিষ্ট নাম 'অষ্টলোকপালকথা'। রামজীবনের কাব্যের রচনাকাল হইতেছে ১৬৩১ ("ইন্দু রাম ঋতু বিধু") শকাব্দ (= ১৭০৯-১০ অব্দ)

অধিকাংশ ব্রতকথা গাথা অথবা কবিতার মতো সূর্যপাঁচালী-কাহিনীও রূপকথামূলক। রামজীবন বলিয়াছেন

গুরুজন মুখে শুনি কথায় শিকলি
সূর্যদেব অনুসারে রচিনু পাঁচালী
পূর্বেত আছিল এই ব্রতের যে কথা
পরম হরিষে কৈনু প্রকাশ কবিতা

রামজীবনের কাহিনীর নায়ক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পত্নীর বিয়োগে দুই কন্যা কমুনা ও ঝুমুনা[১২০] লইয়া অতিশয় কষ্টে পড়িয়াছে। একদিন পিতা ভিক্ষায় বাহির হইলে মেয়ে দুইটি বনে শাক তুলিতে গিয়াছিল। সেখানে দেবকন্যাদের সূর্যপূজা করিতে দেখিয়া তাহারাও সূর্যপূজা করিল ও গৃহে ফিরিয়া দেখিল, সূর্যের কৃপায় তাহাদের ঘর ধনে ভরিয়া গিয়াছে। এখন হইতে তাহারা প্রত্যহ সূর্যপূজা করিয়া চলিল এদিকে সে দেশের রাজা বিবাহযোগ্য কন্যার উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া হতাশ হইয়া একদিন ঠিক করিল পরদিন প্রাতে আগে যাহার মুখ দেখিবে তাহাকেই কন্যা দিবে। সেই ব্রাহ্মণের মুখই আগে দেখিয়া রাজা তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিল। রাজকন্যা স্বামীর গৃহে আসিয়া প্রত্যহ সূর্যপূজা হয় দেখিয়া খুশি হইল না, সপত্নীকন্যা দুইটির প্রতিও অপ্রসন্ন হইল। সে স্বামীকে ধরিয়া বসিল, মেয়ে দুইটিকে বনবাস দিতে হইবে। ব্রাহ্মণ অগত্যা তাহাদের মাসীর বাড়ি লইয়া যাইব বলিয়া বনে লইয়া গিয়া ঘুমন্ত অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া আসিল। ঘুম ভাঙ্গিলে বাপকে না দেখিয়া তাহারা কাঁদিতে লাগিল। বেলা হইলে তাহারা পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়া জলের মধ্যে সোনার কলসী পাইল। তাহা লইয়া ঘরে আসিল, কিন্তু বিমাতার নিষ্ঠুর বাক্যে আহত হইয়া আবার বনে ফিরিয়া গেল। সূর্যদেব বনে এক টঙ নির্মাণ করিয়া দিলেন। তাহাতে তাহারা নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল।

কিছুকাল যায়। একদিন সেই বনে পার্বতীপুরের রাজা অনঙ্গশেখর মৃগয়া করিতে আসিয়া তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তাহাদের আশ্রয়ে আসিয়া জল চাহিল। তৃষ্ণা নিবারণ হইলে পর রাজা বড় বোনকে বিবাহ করিল আর কোটালের সহিত ছোট বোনের বিবাহ দিল এবং সকলে মিলিয়া রাজধানীতে চলিয়া গেল। একদিন বড় বোন রানী সূর্যপূজা করিতেছে এমন সময় রাজা আসিয়া দেখিয়া পূজার সামগ্রী লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল। সূর্যদেব ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার রাজ্যনাশ করিলেন। এদিকে সূর্যের কৃপায় ছোট বোনের স্বামী কোটালের ধনসম্পদ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাহাতে অনঙ্গশেখর ভাবিল, তাহার স্ত্রীই অসৌভাগ্যের কারণ। এই ভাবিয়া সে রানীকে কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিল। কোটাল রানীকে না কাটিয়া বনে ছাড়িয়া দিয়া রাজাকে শৃগালের রক্ত দেখাইয়া জানাইল যে রানীকে হত্যা করা হইয়াছে।

কিছুকাল পরে দুই বোনেরই ছেলে হইল। রাজার ছেলের নাম হইল দুখরাজ, কোটালের

ছেলের নাম হইল সুখরাজ। সূর্যের কৃপায় দুখরাজ অস্ত্রশস্ত্র নিপুণ হইল। একদিন সে পক্ষিরূপী আদিত্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িলে পক্ষী বিদ্রূপ করিয়া বলিল, তোমার বাপ অজ্ঞাত সুতরাং তোমার জন্ম শুদ্ধ নয়। মনে কষ্ট পাইয়া বালক মাতাকে এই কথা বলিলে রানী তাহাকে নিজের ইতিহাস ব্যক্ত করিল। তখন বালক মাসীর কাছে চলিল। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া ধনরত্ন লইয়া মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিতেছে, পথে ব্রাহ্মণবেশী সূর্যদেব সব কাড়িয়া লইলেন। কিছুদিন পরে মাতাপুত্র দুইজনে কোটালের বাড়িতে গেল। বহুকাল পরে আবার দুই ভগিনী মৃত্তিকার পিষ্টক খাইয়া সূর্যপূজা করিল। তখন সূর্যদেব প্রসন্ন হইলেন। রাজার মনেও পত্নী স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। রাজা কোটালকে বলিল, যেমন করিয়া হউক রানীকে আনিয়া দাও, নহিলে তোমার প্রাণ যাইবে। পত্নীর পরামর্শে কোটাল রাজাকে নিমন্ত্রণ করিল। নিমন্ত্রণে যাইতে আসিয়া রাজা পরিবেশনকারিণীকে রানী বলিয়া চিনিতে পারিল। পত্নী ও পুত্রের সহিত রাজার মিলন হইল।

নিমন্ত্রণ খাইয়া পত্নীপুত্রসহ গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে রাজা অমঙ্গল দেখিয়া এক হাড়ির সাত পুত্রকে বধ করিল। হাড়ির পত্নী কাতর ক্রন্দন করিতে লাগিল। সে বিলাপে কাতর হইয়া রানী হাড়িনীকে ডাকাইয়া আনাইয়া তাহাকে লইয়া সূর্যপূজা করিল। তুষ্ট হইয়া সূর্যদেব হাড়ির সাত পুত্রকে বাঁচাইয়া দিলেন। রাজা সূর্যদেবের প্রভাব সম্যকরূপে জানিয়া মহাসমারোহে সূর্যপূজা করিল। সেই পুণ্যে রাজার পিতৃপুরুষ দর্শন হইল। যথাকালে পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অনঙ্গশেখর পিতামাতার সহিত সূর্যলোক প্রাপ্ত হইল।

রাজকিশোর শর্মা চৌধুরীর ব্রতকথা অদ্যাপি অপ্রকাশিত রচনা।[২০৬]

সূর্যপুত্র জীমূতবাহনের ব্রতকথা বা 'জিতাষ্টমীর-পাচালী' লিখিয়াছিলেন প্রভুরাম পণ্ডিত, "দ্বিজ" শম্ভুরাম (মজুমদার)[২০৭], "দ্বিজ" হরিশ্চন্দ্র[২০৮] এবং মধুসূদন।[২০৯] প্রভুরামের রচনা পাওয়া যায় নাই, তবে শম্ভুরামের রচনায় উল্লিখিত আছে।[২১] শম্ভুরামের গ্রন্থের নাম 'জীমূতমঙ্গল'। লেখকের নিবাস মেদিনীপুরের কাছে পাথরা গ্রামে "প্রাচীনবাটী" অর্থাৎ পুরানো চকে, পৈতৃক নিবাস ছিল রতনচক গ্রামে। নাড়াজোলের জমিদার মোহনলাল খান তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শম্ভুরাম 'অনন্তচতুর্দশী-ব্রতকথা'ও[২১১] লিখিয়াছিলেন এটি নিতান্ত ক্ষুদ্র রচনা, খল্লতাতের আদেশে রচিত।

মধুসূদন একটু আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বিস্তারিতভাবে ব্রতকথা রচিবার জন্য জীমূতবাহন তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ দিয়াছিলেন বটে, তবে প্রত্যক্ষে অনুরোধ করিয়াছিলেন গোপাল মৈত্র। মধুসূদন কায়স্থ সন্তান, নিবাস বিষ্ণুপুর। শিক্ষাগুরু মনসারাম। ইনিও কায়স্থ। ভনিতা,

শ্রীমধুসূদন কহে ভাবি সীতাপতি
আশীর্বাদ কর গুরুপদে রহু মতি।

'জন্মাষ্টমী ব্রতকথা' পাওয়া গিয়াছে অনামা[২০৭] এবং "দ্বিজ" রামেশ্বর[২০৮] ও "দ্বিজ" মাধবানন্দ কবিরত্ন[২০৯] ভনিতায়।

'পঞ্চানন-মঙ্গল' অর্থাৎ পঞ্চাননের ব্রতকথা পাওয়া গিয়াছে কৃষ্ণকিঙ্করের[২১০] এবং

মনোহরের[২১১] ভনিতায়। (পঞ্চানন বা পাঁচু ঠাকুর হইতেছেন পেঁচো ভূতের দেব-সংস্করণ, বৃক্ষাধিষ্ঠাতা ভৈরব অথবা ক্ষেত্রপাল উপদেবতা। ইনি এখন প্রায়ই শিবরূপে পূজিত হন। কোথাও কোথাও আবার ধর্ম-ঠাকুরও এখন পঞ্চানন বলিয়া পূজা পান)। মনোহরের নিবাস ছিল বর্ধমান শহরের পশ্চিম প্রান্তে গোদা গ্রামে।[২১২] স্বপ্নাদেশে ব্রতকথাটি লেখা হইয়াছিল।

স্বপনে কহেন প্রভু বাণীর শিয়রে
নোতন মঙ্গল গান দাস মনোহরে

মনোহর বৈদ্যনাথ-কামারহাটির পঞ্চাননের মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়াছেন।

প্রভুর আপন পাটি বইদ্যনাথ কামারহাটি
তেজি আইস আমার আসরে
আসর করিএ ঘটে মন দেহ গীতনাটে
পূজা লহ কৃপা অনুসারে

রচনাকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পারে।

শনির পাঁচালীগুলি নিতান্ত ছোট এবং তুচ্ছ রচনা। অনেকগুলিতে ভনিতা নাই[২১৩] অধিকাংশই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং সিলেট চাটিগাঁ অঞ্চলে লেখা। রচয়িতা হইতেছেন "দ্বিজ' বিনোদ (রাম)[২১৪] 'দ্বিজ' রামদয়াল[২১৫] যদুনাথ[২১৬] কালিদাস[২১৭] ষষ্ঠীচরণ[২১৮] অন্নপূর্ণা দাসী[২১৯], গুরুপ্রসাদ চৌধুরী[২২০] ইত্যাদি॥

## ৯ গঙ্গাকথা · গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী

ছোট বড় অনেকগুলি গঙ্গামঙ্গল পাঁচালী অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা হইয়াছিল। রচয়িতারা প্রায় সকলেই গঙ্গাতীরবাসী ছিলেন। কাঁঠশালী নিবাসী "দ্বিজ" গৌরাঙ্গের 'গঙ্গামঙ্গল'[২২১] ছোট রচনা নয়। ইনি ছিলেন কাশ্যপগোত্রীয়, ও রামভক্ত (তাই সংক্ষেপে রাম কাহিনী দিয়া গ্রন্থ শেষ)।[২২২] জয়রাম দাসের গঙ্গামঙ্গল'[২২৩] ক্ষুদ্র রচনা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অনুসরণে লেখা। ইঁহার জাতি বৈদ্য, পিতা রামচন্দ্র নিবাস গুপ্তপল্লী (গুপ্তিপাড়া)। "দ্বিজ" কমলাকান্তের 'গঙ্গার পাঁচালী'[২২৪] বড় রচনা নয়। লেখকের, বোধ হয়, "গঙ্গার সমীপে বসত কোগ্রামেতে স্থিতি"। শঙ্কর আচার্যের পাঁচালী নিতান্ত ছোট রচনা নাম 'বিষ্ণুপদ তীর্থমালা'।[২২৫] গঙ্গাবন্দনা, গঙ্গার চৌতিশা প্রভৃতি ছোট ছোট কবিতা অনেকগুলিই পাওয়া গিয়াছে।[২২৬] তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে শিশুবোধক'এর মারফৎ একদা সুপরিচিত, অযোধ্যারাম কবিচন্দ্রের (?) "বন্দো মাতা সুরধুনী পুরাণে মহিমা শুনি পতিতপাবনী সনাতনী" ইত্যাদি কবিতাটি।[২২৭] (এই ক্ষুদ্র রচনাটি মুকুন্দ কবিকঙ্কণের কাব্যের কোন কোন পুথিতেও মিলিয়াছে।)

দুর্গাপ্রসাদ মুখুজ্জের 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'[২২৮] পুরাপুরি "অষ্টমঙ্গলা" পাঁচালী নিবন্ধ। দুর্গাপ্রসাদের নিবাস উলা। পিতা আত্মারাম, মাতা অরুন্ধতী। পত্নী হরিপ্রিয়া ছিলেন ভূকৈলাসের গোকুলচন্দ্র ঘোষালের জ্যেষ্ঠ কন্যা। অনুজ শিবপ্রসাদ, পুত্র সর্বদেবতাচরণ।[২২৯] হরিপ্রিয়াকে গঙ্গাদেবীর স্বপ্নাদেশ গ্রন্থ রচনার হেতু।

দারা যার হরিপ্রিয়া সতী
প্রত্যাদেশ হয় যারে ভাষা গান রচিবারে
স্বপনে কহিলা ভগবতী।[২৩২]
কবি কহে দারা ধন্য স্বপ্নে দেখা দিলা
আমি কি অধম এত বঞ্চনা করিলা।[২৩৩]

হয়তো কেহ ইহাতে তাঁহার পত্নীভক্তি লক্ষ্য করিতে পারেন, সেই ভয়ে দুর্গাপ্রসাদ সাফাই দিয়াছেন, "একথা পণ্ডিত বিনে বুঝিবে কি বুদ্ধিহীনে"।

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর রচনাকাল জানা নাই। মোটামুটি বলিতে পারা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বিশ বছর। ভারতচন্দ্রের কাব্য দুর্গাপ্রসাদের ভালোই পড়া ছিল। গ্রন্থটির তিন অংশ। প্রথম অংশে আছে মেনকার কন্যারূপে সতীর অংশে গৌরীর জন্ম, বাল্যলীলা, শিবের সহিত বিবাহ ও মেনকার শাপে দ্রবত্বপ্রাপ্তি। ইহার মধ্যে গঙ্গাবারির ও দুর্গানামের মাহাত্ম্যখ্যাপক জয়-রাজার পুত্র কাশী ও জামাতা বিভুর ক্ষুদ্র কাহিনীটি আছে। এই অংশে কবিকঙ্কণের ও ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রভাব বেশ বোঝা যায়। দ্বিতীয় এবং প্রধান অংশ হইতেছে গঙ্গা-ভগীরথ কাহিনী. দিবোদাসের কাহিনীও ইহার অন্তর্গত। তৃতীয় অংশে বলি-বামন উপাখ্যান।[২৩৪] তাহার পর নিতান্ত দুই-চারি কথায় ত্রিপুরবধ-কাহিনী বলিয়া গ্রন্থ শেষ করা হইয়াছে।

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী অষ্টমঙ্গলা পাঁচালী, গান করিবার জন্য রচিত।[২৩৫] সর্বসমেত পদসংখ্যা ১৫৬। রাগ-তালের উল্লেখ আছে। যে অংশ গাহিবার নয় তাহার গোড়ায় নির্দেশ আছে "আওড়িয়া কহিবেক"। এক এক দিনের পালার নাম "উল্লাস"।[২৩৬] কলিকাতা অঞ্চলে গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর বেশ প্রচার হইয়াছিল। রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন,

> ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পরেই গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী-প্রণেতা দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিদ্যমান ছিলেন। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না, কিন্তু উহা প্রচলিত ধর্মাবলম্বীদিগের একটি অতি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। গায়নেরা চামর ঢুলাইয়া ও মন্দিরা বাজাইয়া চণ্ডী ও রামায়ণ যেমন গান করিয়া থাকে, তেমনি এই কাব্যটিও গান করিয়া থাকে। আমার স্মরণ হয়, আমার বাল্যকালে আমার সর্বাপেক্ষা নিকট সম্পর্কীয় কোন ভক্তিভাজন স্ত্রীলোক সর্বদা গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ভক্তির সহিত পাঠ করিতেন।[২৩৭]

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী হইতে সরস রচনার পরিচয় রূপে পূর্ববঙ্গ হইতে আগতদের চাকদহে গঙ্গাস্নানের বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত করিতেছি।

কহিব কৌতুক কিছু বঙ্গদেশী লোক নীচু দেশভাষা কন কতগুলি
যখন বলেন শুন শুনিতে[২৩৮] শুনায় হুন বালকের নাম পোলাপুলি।
তুম্বা আঁচলা ঝোলাঝুলি পোলাপুলি কতগুলি লইয়া আইসেন সেইখানে
গুড়াকু তামাকুকোটা কারো সঙ্গে ভারা দুটা গল্প কত হয় টানে টানে।
কার কাছে এই ভাব ডেডবুড়ির তালুকদার ইহাতে কে টেকে তার ধুমে
মাদুলীতে ভরা হাত নাম রামজগন্নাথ বাদসার নানা যেন জুমে।
দেখেন সুধারা যার কাঁধেতে উঠেন তার তার আর নাহিক নিস্তার।
পড়িলে শক্তের ঠাঁই আজ্ঞাকারী তার ভাই কত কর আর অনাচার
সঙ্গে কুলবধূ যত কত রূপ কর কত পোষাক দেখিলে হবে বুদ্ধি
দুবেড়া কাপড় পরা কনুই তক শঙ্খভরা কথা শুনে উড়ে ভূতশুদ্ধি।

## ১০ সরস্বতীকথা

পুথির হিসাব লইলে সরস্বতী-মাহাত্ম্য গাথার মধ্যে দয়ারামের 'সারদামঙ্গল' (সারদাচরিত) গ্রন্থের[১৩৭] কিছু প্রচার হইয়াছিল বলা যায়। দয়ারামের পিতা জগন্নাথ, পিতামহ পরীক্ষিৎ, প্রপিতামহ রামেন্দ্রজিৎ। নিবাস মেদিনীপুর জেলায় কিশোরচক পরগনায় কাশীজোড়া গ্রামে। স্থানীয় ভূস্বামী তাঁহার পোষ্টা ছিলেন।[১৩৮] রচনাটির আকার ছোট। কাহিনী রূপকথা-ধরনের। সংক্ষেপে বলিতেছি।

সুরেশ্বরের রাজা সুবাহু শিবের বরে লক্ষধর নামে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। সরস্বতীর পূজা করিয়া লক্ষধরের বিদ্যারম্ভ হইল, কিন্তু বার বছর ধরিয়া সে কিছুই শিখিতে পারিল না। পণ্ডিতের মুখে এই কথা শুনিয়া রাজা পুত্রের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিল। কোটাল অনুকম্পা করিয়া রাজপুত্রকে বনে ছাড়িয়া দিয়া শৃগালের মুণ্ড কাটিয়া রক্ত আনিয়া রাজাকে দেখাইল। দেবী সরস্বতী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর রূপে বনে আসিয়া কুটীর বাঁধিয়া বসিলেন। লক্ষধর হইল তাঁহার ধর্মপুত্র। লক্ষধর কাঠ কাটে, দেবী তাহা রাজারে বেচেন। এইভাবে দিন যায়। একদিন ভাগবতের পুথি খুলিয়া রাখিয়া দেবী রাজারে গিয়াছেন। লক্ষধর পুথি দেখিয়া রুষ্ট হইয়া তাহা সমুদ্রে ফেলিয়া দিলে 'রাধা কৃষ্ণ' নাম দুইটি পুথি হইতে মুছিয়া গেল। দেবতারা জানিয়া নারদকে দিয়া এ কথা দেবীকে বলিয়া পাঠাইলেন। দেবী লক্ষধরকে তিরস্কার করিয়া সমুদ্র হইতে পুথিখানি উদ্ধার করিলেন। পুথি ফেলিবার কারণ জানিয়া দেবী তাহাকে বলিলেন যে সে গুরুদক্ষিণা দেয় নাই বলিয়া তাহার বিদ্যালাভ হয় নাই। দেবী আরও বলিলেন রৈদ্যদেশে এক কৃষ্ণভক্ত রাজা আছে, তাহার পাঁচ কন্যা। সেই পাঁচ কন্যার সেবা যদি সে করে তবে তাহা হইতে সর্ববিদ্যা লাভ করিতে পারিবে। লক্ষধর তাহাই করিল। শ্রীপঞ্চমীর দিনে রাজকন্যারা সরস্বতীপূজা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে লক্ষধরকে বলিল।[১৩৯] গভীর রাত্রিতে নীলবস্ত্রপরিহিতা দেবী যখন বর দিতে আবির্ভূত হইলেন তখন লক্ষধর তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল। দেবীর হাতের শাখার শব্দে তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। চোর মনে করিয়া সে দেবীকে ধরিয়া খাটের পায়ায় বাঁধিয়া রাখিল। তাহাকে বিদ্যালাভের বর দিয়া তবে দেবী নিষ্কৃতি পাইলেন।

রাজকন্যাদের শিক্ষক জনার্দন পণ্ডিত পরদিন রাজকন্যাদের লইয়া বিদেশে পলাইবার মতলব করিয়াছিল। দেবী বিশ্বকর্মাকে বলিয়া নৌকা গড়াইলেন এবং মায়া নদীর সৃষ্টি করিলেন। সন্ধ্যায় রাজকন্যারা ধনরত্ন লইয়া সেই নৌকায় উঠিল। লক্ষধরও মাঝি হইয়া সঙ্গী হইল। পলাইবার পূর্বেই জনার্দন পণ্ডিত ধরা পড়িয়া গেল। দেবী নৌকা চালাইয়া দিলেন। কন্যারা তখন অগত্যা মাঝি লক্ষধরকেই বিবাহ করিল। দেবীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া সাধু বিজয় দত্ত লক্ষধরকে বিশ বৎসর পরেকার হারানো ছেলে মনে করিয়া ঘরে স্থান দিল। দেবীর বরপুত্র লক্ষধর সেই স্থানে জঙ্গল কাটাইয়া এক নূতন রাজ্যের পত্তন করিল। একদিন লক্ষধরের নিমন্ত্রণে চারিদিকের রাজারা তাহাদের গৃহে আসিল, সেইসঙ্গে তাহার রাজ্যশ্রীহীন পিতা সুবাহুও আসিল। রাজা হইলেও দরিদ্র বলিয়া সুবাহুকে মাটির পাত্রে খাইতে দেওয়া হইল। সুবাহু অবমানিত বোধ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া বৃদ্ধ কোটালকে লক্ষধরের বিরুদ্ধে লড়িতে প্রেরণ করিল। কোটাল পরাজিত হইয়া লক্ষধরের কাছে প্রাণদণ্ড পাইল। তাহার পর দেবীর কথায় লক্ষধর তাহাকে প্রাণরক্ষাকারী জানিয়া ধর্মপিতা বলিয়া সম্বোধন করিল

এবং অধরাজ্য দিতে গেল। কোটালও রাজপুত্রকে চিনিতে পারিল। তাহার পর দেবীর কৃপায় সুবাহু পত্নীপুত্রকে ফিরিয়া পাইল। লক্ষধরের পত্নী রা স্বামীকে রাজপুত্র জানিয়া খুশি হইল। সুবাহু মহাসমারোহে দেবী সরস্বতীর পূজা করিল। সেই হইতে সংসারে দেবীমাহাত্ম্য-কথা প্রচারিত হইল।

অপর সরস্বতীকথার রচয়িতা হইতেছেন 'দ্বিজ' বীরেশ্বর।[৪] বাসুদেব দাসের সরস্বতীর বন্দনা একটি পদ মাত্র।[২৪৩]

কালিদাসের রবলাভ কাহিনী লইয়া কেহ কেহ সরস্বতী মাহাত্ম্য লিখিয়াছিলেন। যেমন সুসঙ্গের রাজা রাজ-সিংহের (মৃত্যু ১২২৮) "ভারতীমঙ্গল"[২৪৪] ও মুনিরাম মিশ্রের 'সারদামঙ্গল'।[২৪৫] রাজ-সিংহের অপর রচনা হইল 'মনসামঙ্গল' ও 'রাজমালা'।[২৪৬] ভারতীমঙ্গল লেখা হইয়াছিল রাজ-সিংহের অগ্রজ কিশোরী সিংহের (মৃত্যু ১১৯২) জীবৎকালে।[২৪৭] অতএব এটির রচনাকাল ১৭৮৫ ৮৬ অব্দের পরে নয়। সারদামঙ্গলের রচয়িতা হইতে জানা যায় যে রাজপুর-নিবাসী বাচস্পতি ভট্টাচার্য মুনিরামকে রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন[২৪৮] রচনাকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হওয়া সম্ভব।

## ১১ লক্ষ্মীকথা

আলোচ্য শতাব্দীতে প্রস্তুত লক্ষ্মীমঙ্গল' বা 'লক্ষ্মীচরিত্র অর্থাৎ লক্ষ্মীর ব্রতকথা পাঁচালীগুলি সবই নিতান্ত ছোট রচনা। এই লক্ষ্মীকথা লিখিয়াছিলেন শিবানন্দ কর[২৫১] "দ্বিজ" পঞ্চানন[২৫২], ভবত পণ্ডিত[২৫৩] শঙ্কর[২৫৪] 'দ্বিজ' বসন্ত[২৫৫] ধনঞ্জয়[২৫৬] যাদব দাস।[২৫৭] শিবানন্দের উপাধি ছিল গুণরাজ খান"। ইনি ছিলেন বৈদ্য। পঞ্চাননের নিবন্ধ লেখা হইয়াছিল ১১৯৭ সালে (১৭৯০ অব্দে)। ইঁহার নিবাস বর্ধমান জেলায় সুজফর (বা সুজপুর) গ্রামে।[২৫৮] বৈকুণ্ঠনাথ মাঝির লক্ষ্মীমঙ্গল'[২৫৯] ছোট বই নয়। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের রচনা বলিয়াই মনে হয়। গুণরাজ খান ভনিতায় 'লক্ষ্মীচরিত্র'এর পুথি পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে।[২৬০] ইনি শিবানন্দ কর হইতে পৃথক ব্যক্তি।

"দ্বিজ" নরোত্তমের 'লক্ষ্মীমঙ্গল'এ[২৬১] লক্ষ্মী-সরস্বতীর দ্বন্দ্ব উপলক্ষ্য করিয়া বিক্রমাদিত্যের এক অভিনব কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। একদিন কৃষ্ণ মর্ত্যভূমিতে গিয়া সখা সুদামা ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা করিয়া গোলোকে ফিরিয়া আসিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন আর লক্ষ্মী তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করিতেছে এমন সময়ে সরস্বতী আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া সিংহাসনে কৃষ্ণের ডান দিকে বসিয়া পড়িল। তাহাতে লক্ষ্মী আপত্তি করিয়া বলিল, "তুমি কেমনে ডাইনে বস্যা আমি বটি বড়"। সরস্বতী উত্তর করিল, পৃথিবীতে বিদ্যার বাড়া ধন নাই আর সেই ধনের আমি ভাণ্ডারী। সুতরাং আমিই বড়। লক্ষ্মী হাসিয়া বলিলেন, বিদ্যায় তো সকলের প্রয়োজন নাই, যেমন হারা লোকের। তা ছাড়া তোমার পণ্ডিতেরা তো প্রায় সবই দরিদ্র। পুরুষের ধন থাকিলেই সব, বিদ্যা থাক বা না থাক কিছু আসিয়া যায় না।

পুরুষের ধন থাকিলে মেগ্যার[২৬২] নাম লখ্যা
যতেক কুটুম্ব আইসে ধনকড়ি দেখ্যা।

লক্ষ্মী-সরস্বতীর কলহ ক্রমেই বাড়িতেছে দেখিয়া কৃষ্ণ বলিলেন,

এ কন্দুলে আর ঘরে না থাকিব আমি।
কেবা ছোট কেবা বড় করিব অপমান
কন্দুলেতে কাজ নাই দুইজন সমান।

সরস্বতী কৃষ্ণকে বলিল, প্রভু, আমাকে "বড় বউ" বলিও। আমি তোমাকে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত বাঁধিয়া দিব। তাহাতে লক্ষ্মী সরস্বতীকে বলিল, বেশ। তুমি কৃষ্ণকে খাওয়াইয়া ত্রিজগতে ধন্য হও গিয়া। এই বলিয়া লক্ষ্মী অন্নপূর্ণাকে বলিল, অন্নপূর্ণা, তুমি চারিদণ্ডের জন্য গোলোক ত্যাগ করিয়া মর্তে যাও। দেখি কেমন করিয়া সরস্বতী কৃষ্ণকে ভাত দেয়।

আজ্ঞামাত্র অন্নপূর্ণা গোলক ছাড়া গেল
গোলোক শিখরে সব অন্নছাড় হইল।

নারায়ণ-তৈল মাখিয়া গৌরব করিয়া দাসীকে সঙ্গে লইয়া সরস্বতী স্নান করিয়া আসিয়া মেঘডম্বুর বসন পরিল, তাহার পর "জয় গোবিন্দ ভাব্যা রান্ধে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন'। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন তো রাঁধা হইল, এ দিকে হাঁড়িতে চাল নাই ক্ষুধায় কৃষ্ণ ব্যাকুল। তখন লক্ষ্মীর শরণ লইতেই হইল। তবুও ঝগড়া মিটিল না। অবশেষে কৃষ্ণ প্রস্তাব করিলেন, চল আমরা তিনজনে মীমাংসার জন্য বিক্রমাদিত্যের কাছে যাই, শুনি যে তিনি বড় পণ্ডিত লোক। সরস্বতী ও লক্ষ্মী রাজি হইল। তবে কৃষ্ণ বলিয়া দিলেন যে দুই জনের মধ্যে যিনি ছোট সাব্যস্ত হইবেন তিনি আর তাঁহার ঘরে ঠাঁই পাইবেন না।

সরস্বতী ঝলমল অলঙ্কার পরিল, লক্ষ্মী কাঙ্গালিনীর বেশ ধরিল।

পুরুষের আকার হইল চক্রপাণি
মধ্যখানে বাকবাদিনী কোকিলবাহিনী।
পাছে পাছে যান লক্ষ্মী কাঙ্গালের বেশে
পথের পথুক লক্ষ্মীকে দেখে হাসে।

বিক্রমাদিত্যের সভায় কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে রত্নসিংহাসনে বসাইয়া সোনার গাড়ুতে পা ধুইয়া দিল। সরস্বতী আসিতে "ষোল শও পড়ুয়া গিয়া প্রণাম কৈল পায়"। সরস্বতী রত্নসিংহাসনে ডানদিকে বসিল। তাহার পর পেচক-বাহনে লক্ষ্মী আসিলে পর কেহ তাহাকে সম্ভাষণও করিল না। লক্ষ্মী গিয়া সিংহাসনে কৃষ্ণের বামভাগে বসিল। রাজা কাঙ্গালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে? তখন

লক্ষ্মী বলেন এখন চিনিতে পারিবে নারি
পাঁচটি অঙ্গুলের কম হয় যার ঠাঞি।

শুনিয়া রাজা লক্ষ্মীর পা ধুইয়া দিল ও উপযুক্ত বসনভূষণ পরিতে দিল। এমন সময় ঘটকপর ববকচি কালিদাস প্রভৃতি পণ্ডিতেরা সভায় প্রবেশ করিল। তখন কৃষ্ণ রাজাকে সমস্যা দিলেন, "লক্ষ্মী সরস্বতী ইহার বড় কোন জন?" প্রশ্ন শুনিয়া রাজার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ষোল শও পড়ুয়া আদি বসিয়া সভায়
বরকচি পণ্ডিত আদি সভার মুখ চায়।
কালিদাস আনে পুথি বিয়ানব্বই বোঝা
ছোটবড় শাস্ত্র দেখ— বুলিচেন রাজা।
তিন মাস তের দিন দেখিল রাত্রিদিনে

কেবা বড় কেবা ছোট শাস্ত্রে নাঞি কোনখানে
কাবে ছোট কাবে বড় বলি করিব অপমান
কালিদাস বলে তবে দুইজন সমান।

শুনিয়া সরস্বতী কালিদাসের উপর চটিয়া গিয়া শাপ দিল, তুমি হাবা হও। তখন সান্ত্বনা দিয়া

লক্ষ্মী বলে কালিদাস হাবা হইয়া রইয়
ঘরে বস্যা কালিদাস ক্ষীব চিনি খাইয়।
লক্ষ্মীসখা কালিদাস কিসেব দুর্গতি
খাওযাইব ক্ষীর চিনি চাপাইব হাথি।

সরস্বতী রাজাকে বলিল, কালিদাস শাস্ত্র ভালো কবিয়া দেখে নাই। তুমি এখানে আসিয়া নিজে দেখ। রাজা পুথিব বোঝা আনাইয়া দেখিতে লাগিয়া গেল কিন্তু কোথাও সবস্বতী যে বড় এমন নির্দেশ পাইল না। রাজা পুথি দেখিতেছে

হেনকালে বাজাব প্রস্রাবপীড়া হৈল
ঝাবি হাতে নরপতি প্রস্রাবেতে গেল।

এই অবসবে সরস্বতী একটি পুথিব এক কোণে লিখিযা দিল—সবস্বতী বড। রাজা আসিয়া তাহা দেখিল ও বলিল, এ তো অন্যের হাতের লেখা। সবস্বতী বাগ দেখাইয়া বলিল, নিজের হাতের লেখা চিনিতে পাবিতেছ না? পড দেখি কি লেখা আছে। বাজা পড়িল,—সরস্বতী বড়। অমনি সবস্বতী বলিয়া উঠিল, আমি জিতিযাছি। নাবায়ণ লক্ষ্মীকে বলিলেন, তোমাকে আমি আর লইব না। তখন লক্ষ্মী কাঙ্গালিনী বেশ ধরিয়া বাহির হইয়া গেল, যাইবার সময় বিক্রমাদিত্যকে শাপ দিয়া গেল। বিক্রমাদিত্য ভিক্ষুক হইযা পথে পথে বেডাইতে লাগিল। কিন্তু কেহই তাহাকে ভিক্ষা দেয না। অবশেষে এক হাডি তাহাকে ঘাস কাটিতে নিযুক্ত কবিল। সেই হাড়িব ঘবে গিযা লক্ষ্মী তাহাকে অনুগ্রহ কবিযাছে। তাহাব পর লক্ষ্মী বিক্রমাদিত্যকেও অনুগ্রহ করিল। বাজা বাজধানীতে ফিরিযা আসিল। সকলে বলিল, বাজা এতদিন কোথায় ছিলেন?

বাজা বলে বাবানসে চারি বৎসব গেল
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা কৈল অনেক কাল।
যমুনা পৈবাগ কৈনু এ বার বৎসর
বহিতে নাবিলাঙ মনে হৈল ঘব।

রাজাকে কৃপা কবিবার পব লক্ষ্মী

দুঃখীদাস হলধর পোদের নন্দন
তাবে কবাইব চাষ বলেন বচন।

বিদায়কালে রাজা গলায় কাপড় দিয়া লক্ষ্মীর পায়ে পড়িল। লক্ষ্মী বলিল, আজ হইতে তোমার আর কোন ভয় নাই।

দুঃখীদাসে কৃপা করিতে যান নাবায়ণী
কাঁচাসোনা চাঁদের কোনা দেবী নাবায়ণী।

দুঃখীদাসের কাহিনীটি পাওয়া যায় নাই।

ভনিতার মধ্যে নরোত্তম আত্মকথার টুকরা গাঁথিয়া দিয়াছেন।[২৬১] তাঁহার পুত্র ত্রিপুরাদাস, পৌত্র বিদ্যাধর, নিবাস অনন্তরামপুর। একদা কার্তিক মাসে দেবী লক্ষ্মী তাঁহাকে খাঁটরায় দেখা দিয়াছিলেন॥[২৬২]

## ১২ ষষ্ঠীকথা ও শীতলাকথা

রুদ্ররাম চক্রবর্তীর 'ষষ্ঠীমঙ্গল' নিতান্ত ছোট রচনা নয়।[২৬৩] রচনাকাল সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। রুদ্ররামের উপাধি ছিল বিদ্যাভূষণ। পিতা গঙ্গারাম চক্রবর্তী।[২৬৪] গ্রন্থোৎপত্তি বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি।[২৬৫]

নিশি শেষ চৈত্র মাস বুধবার দিনে
গীত রচিলেন দেবী কহিলা স্বপনে
সে কথা অনুসারে কবিলাম বর্ণন
দেবলীলা রসশাস্ত্র কাব্য প্রবতন।
ব্যাধিসঙ্কটেতে মোর তনয়া পীড়িত
তার রক্ষা হেতু মোরে করাইলে গীত
ত্রয়োদশ পালা গীত কহিলা রচিতে
আজ্ঞা প্রমাণে গীত রচিনু সেই মতে
তনয়া রক্ষিলে মোর দিয়া পদছায়া
এমতি রাখিবা আমা শুন মহামায়া

ষষ্ঠীমঙ্গলে তিনটি উপাখ্যান বর্ণিত। প্রথম উপাখ্যানে ষষ্ঠীর ও কার্তিকেয়ের জন্ম, তারকাসুর-বধ, কার্তিকেয়ের তীর্থ ভ্রমণ ও বিবাহে অসম্মতি ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনী। দ্বিতীয় উপাখ্যানে কোলাঞ্চ দেশের রাজ্যচ্যুত রাজা ক্ষেত্র মিশ্রের ষষ্ঠীর বরে পুত্রলাভ ও সেই পুত্র দেবীবর কর্তৃক পিতৃরাজ্য উদ্ধার। তৃতীয় উপাখ্যান ছিল কলাবতীর কাহিনী। এই অংশ প্রকাশিত হয় নাই।

রামধন চক্রবর্তীর 'ষষ্ঠীমঙ্গল'[২৬৬] বড় রচনা। রচনাকাল সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অথবা মধ্য-ভাগ। লেখকের নিবাস পীলা। ইনি বোধ হয় দাশরথি রায়ের মাতুলগোষ্ঠীর লোক ছিলেন। দাশরথির কনিষ্ঠ অনুজের নামও ছিল রামধন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে দক্ষিণরাঢ় প্রান্তের—হুগলি-হাওড়া-মেদিনীপুর সম্মিলিত অঞ্চলে—অনেকে শীতলার পাঁচালী লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে মানিকরাম গাঙ্গুলির কথা বলিয়াছি। অপর লেখক—দয়াল[২৬৭], অকিঞ্চন চক্রবর্তী[২৬৮], "দ্বিজ" গোপাল[২৬৯], শ্রীবল্লভ (বা "কবি" বল্লভ, "দ্বিজ" বল্লভ)[২৭০] শঙ্কর[২৭১], নিত্যানন্দ চক্রবর্তী।[২৭২] বল্লভ ও নিত্যানন্দের পাঁচালী দুইটি বৃহত্তম রচনা।

"দ্বিজ" গোপাল ও শ্রীবল্লভ পিতা-পুত্র।[২৭৩] শ্রীবল্লভ এইরূপ বংশপরিচয় দিয়াছেন

পিতামহ পুরুষোত্তম[২৭৪] শ্রীরঘুবল্লভ[২৭৫] নাম শ্রীলোচন[২৭৬] তাহার কুঙার
তস্য সুত অভিরাম অশেষ গুণের ধাম চিরকাল চেতোর[২৭৭] ভিতর
তস্য সুত শ্রীগোপাল মান্দারনে কত কাল নিবাস করিল বন্দিপুর
শ্রীবল্লভ তস্য সুত গোবিন্দ-চরণে রত হরি বল পাপ যাক দূর।

শ্রীবল্লভ পিতার রচনা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। দৈবকী-নন্দন"[২৭৮] ভনিতা হইতে মনে হয় তাঁহার মায়ের নাম ছিল দৈবকী।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর পিতা চিরঞ্জীব মিশ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীচৈতন্য মিশ্র। নিবাস কাশীজোড়া। রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশক। নিত্যানন্দের কাব্যের শেষাংশ, 'শীতলার জাগরণ পালা', ১৮৭৮ অব্দে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল॥

## ১৩ শুভচণ্ডীকথা ও কপিলাকথা

পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণরাঢ়ে সুরচনী (শুভচুনী, আসল নাম বোধ হয় শুভচণ্ডী) দেবীর পূজা ও ব্রতকথা সাধারণত বিবাহ উপলক্ষ্যে পাঠ করা হয়। সুরচনীর পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে মুরলীধর দাসের[২৭৯] "দ্বিজ' রামপ্রসাদের[২৮০] ও মাধবীলতার[২৮১] ভনিতায় ইহারা সকলেই দক্ষিণরাঢ়ের—প্রধানত ঘাটাল অঞ্চলের লোক। তিনখানিই ক্ষুদ্র রচনা।

মুরলীধর দাস এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়া দেবানুগ্রহ বর্ণনা করিয়াছেন,

কে জানে কেমন লীলা ঠিক দুপ্রহরের বেলা
গুথুলি জলায় দরশন
লেহ বাছা মাণ্যা বর যাই আপনার ঘর
আমার মঙ্গল কর গান
আনন্দিত হয়্যা চিত যথানে গাইবে গীত
আসনে হইব অধিষ্ঠান
যদি না করুল কল আকঞ্চনে বর দিল
মঙ্গল রচন কর গিয়া
আছিল পূরের লেখন তাহা পাইলে মোর দেখা
অন্তকালে পাবে পদছায়া।
করি নানা অনুবন্ধ রচিবে পাঁচালী ছন্দ
তালে খালে লাগাইবে গীত
করিবে আমার পূজা রণে বনে হব ধ্বজ
নাম হবে শ্রীকবিসঙ্গীত
ঘনশ্যাম দাসের সুত জাবাম গুণযুত
ফকির দাস রসিক সুজন
তস্য সুত মুরলী দাস কুলে শীলে পরকাশ
রাখানিল আগম পুরাণ॥[২৮২]
দেবীর চরণতলে মুরলীধর দাস বলে
যাবে কৃপা কাশীযোড়া দেশে।

মাধবীলতার পাঁচালী খুব ছোট রচনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের (এমন কি তাহারও পরের) রচনা হওয়া সম্ভব। নারী কবির এমন ধরনের বাঙ্গালা রচনা ইতিপূর্বে খুব কম পাওয়া গিয়াছে। মাধবীলতার কবিতায় সুরচনীর এই বর্ণনা পাইতেছি,—'রক্তবস্ত্র পরিধান হংস-পৃষ্ঠে আরোহণ চতুর্ভুজ (দেবী) নারায়ণী"। ভনিতার নিদর্শন

সুরচনী পাদপদ্ম করিয়া সেবন
রচিল মাধবীলতা অপূর্ব কথন॥

কপিলামঙ্গল ছোট রচনা। প্রধান বিষয় হইতেছে ভাগবত-পুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মার গোরু-চুরি। "দ্বিজ" কবিচন্দ্রের কপিলামঙ্গল স্বতন্ত্র রচনা নয়, ইহা তাঁহার ভাগবতামৃতের অন্তর্গত। অপর কপিলামঙ্গল-রচয়িতা—কাশীনাথ[২৮৭] ও কেতকাদাস-ক্ষুদিরামদাস।[২৮৮] চাটিগাঁ অঞ্চলের একটি পুথিতে রচয়িতার নাম নাই।[২৮৯]

## টীকা

১ "বাযবার" আসিয়াছে সংস্কৃত বাজদ্বার হইতে। 'বাযবার" মানে শরীরবন্ধন আশীর্বাদ।

২ ক ২২৯, ২২৩৫ ২৭২৫। সা প প ৬ পৃ ৬৮ ৬৯ (লিপিকাল ১০০৮ মল্ল সাল অর্থাৎ ১৭০২ ১৭০৩ খ্রঃ। ফকিররাম তখন জীবিত।)

৩ স ৩৫১ (লিপিকাল ১২১৯ সাল)। একটি পুথিতে পাওয়া গিয়াছে, "ইতি সন হাজার সতের জ্যৈষ্ঠ মাসে সাঙ্গ কৈল পুস্তক ফকিরবামদাসে" (সা প প ৪ পৃ ৩৪০, পৃ ৭৬)। এখানে "সতের" স্থানে "সাতের" পড়িতে হইবে। এই তারিখ সন্দেহাতীত নয়।

৪ "দেবকীনন্দন বলে আসিযা বটের তলে দ্বিজবরে বলেন ফকির"।

৫ "বামপদপঙ্কজে ফকিরবাম কয"।

৬ বিভীষণের বাযবার (ক ২২৫১ প ১০৬৭—লিপিকাল ১০৯০ সম্ভবত মল্লাব্দ)।

৭ বাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিযমে কবিচন্দ্রের অঙ্গদ বাযবারের অনেকগুলি পুথি আছে। একটি পুথির লিপিকাল ১০৫০ সাল সম্ভবত মল্লাব্দ।

৮ বিভীষণের "খোট্টা" বাযবার (ক ২৭০ ২৮৩ প ১০৬৬ লিপিকাল ১০১৫ সম্ভবত মল্লাব্দ)

৯ কালনেমির বাযবার (ক ১৯৪ ২০৬)।

১০ অঙ্গদ-বায়বার (ক ১৯৫)। সা প প ৬ পৃ ৭০।

১১ ক ২৬৮ ৩৪০২

১২ ক ২৭৩৫।

১৩ লঙ্কা-কাণ্ড (৫৬৭ লিপিকাল ১২০৯ সাল)।

১৪ ক ৫৬৯৩। ইহার লেখা কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডের পুথি পাওয়া গিযাছে (ক ৫১৮ ৩৩৩১ লিপিকাল ১২৬৯ প ২৬১৮ লিপিকাল ১২৪৫)।

১৫ স ৪৭ (লিপিকাল ১২৩২) প ১০৩১ ১০৬২ ১০৬৩ ইত্যাদি। কিন্তু বাঙ্গালা ইনি অর্বাচীন কোন কৃত্তিবাস।

১৬ গ ৪৮৯৭ ৫৪৪৬।

১৭ গ ৩৬২২।

১৮ স ৪৬ (লিপিকাল ১২৩৩)।

১৯ স ৫৩১ (লিপিকাল ১১০৫)।

২০ ক ৬০১৮ (লিপিকাল ১২৪৬)। দযাবামের পুত্রের নাম দেবীদাস

২১ প ৩৭৩ (চি) লিপিকাল ১২২২।

২২ প ২৬৯২ (লিপিকাল ১১৯১)।

২৩ স ১৩০। সবর্ণানন্দন শ্রীলক্ষ্মণের রামাযণ নিবন্ধে উল্লেখ করিযাছেন ব্যাসের আদেশে বন্দে শ্রীযুত লক্ষ্মণ তাঁর পদ বন্দি গান সবর্ণানন্দন"। ইনি কি রামাযণ গাযকও ছিলেন?

২৪ স ২২।

২৫ প ২৬৯৩ (লিপিকাল ১১৯১)।

২৬ সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহে অনেকগুলি পুথি আছে।

২৭ প ২১৭১।

২৮ স ৫৩০ (লিপিকাল ১১৯৮), ক ৩২৪৭ (লিপিকাল ১২৬৬)।

২৯ সা-প-প ৬ পৃ ৬৯-৭০।

৩০ সা-প-প ২১, কার্যবিবরণী পৃ ১১৬।

৩১ স ৪৮১ (লিপিকাল ১২৭১)। প ৩০৩ (চি) ৩০৪ (চি) ৩০৯ (চি) ২৩৫৭ লিপিকাল ১২০৬। গ ৪২২৮

("যযাতির উপাখ্যান")। আর একটি 'বাল্মীকি পুরাণ' পাওয়া গিয়াছে (প ১৭৮১,)। এটির রচয়িতা হরেকৃষ্ণ দাস।

৩২ দুইখানি পুথি দেখিয়াছি (কয়াল সংগৃহীত)। একখানির লিপিকাল ১১৯৫ সাল। অপরটির ১২১৩ সাল

৩৩ র সা-প প ২ পৃ ৫৩ ৫৮।

৩৪ পৃ ৫০১ (লিপিকাল ১২১০) ১০৫৫ শ্রী ১ ইত্যাদি পুথি সবই পূর্ববঙ্গের।

৩৫ সা প-প ৫ পৃ ৩২৯ ৩১। সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সাহিত্য সংহিতায় (নবপর্যায় তৃতীয় চতুর্থ খণ্ড ১৩২১ ২২) অযোধ্যাকাণ্ডের কিয়দংশ অবধি প্রকাশিত।

৩৬ সা প প ৬ পৃ ৬৯। ক ৭৮।

৩৭ ক ১৯০।

৩৮ ৩৭৩ (চি)।

৩৯ প ২৬৯২ (লিপিকাল ১১৯২)।

৪০ ঢাকায় মুদ্রিত (১২৮৬)। সা প প ৫ পৃ ২০৩।

৪১ ভারতবর্ষ শ্রাবণ ১৩৪৬ পৃ ৮৪১ ৫২ দ্রষ্টব্য।

৪২ প ৯৫৮ ১২৩৮। সা প গ ৪৯ পৃ ২৭৭।

৪৩ লিপিকাল ১১৭৭

৪৪ ক ৪৩৬০। সার্ঙ্গলাবাসের ভনিতাই বশিষ্ঠ পাওয়া যায়।

৪৫ প ৫৪২।

৪৬ প ৫৬৩ (লিপিকাল ১২২৭)।

৪৭ প ৭৮৯ (লিপিকাল ১১২২ সাল) ৭৯০ (লিপিকাল ১১২৯)। কুমুদানন্দ দত্ত ভনিতায় সত্যনারায়ণ পাঁচালী পুথির লিপিকাল ১৭০৯ শকাব্দ (শ্রী ৪৫৫ তালিকা প ১৬)। শ্রী ১২১ ৩৫ (তালিকা প ৯)

৪৮ ব।

৪৯ ক ১৯১।

৫০ ক ৯৬।

৫১ ১৯৩ গ ৪৯৪৫।

৫২ গ ৫৯৯৯ (লিপিকাল ১২৫১ বঙ্গাব্দের পূর্বে)।

৫৩ গ ৪৮৯৬ (লিপিকাল ১২৩৫ সম্ভবত এরই পুথি)।

৫৪ গ ৫৩৩১ ৫৯২৮।

৫৫ বা-প্রা পু বি ২ ১ প ১২। উত্তর-রাঢ়ের পাঠ একটির লিপিকাল ১২১৩

৫৬ ক ২৬৬ ২৮৫ ২২৫১

৫৭ বা প্রা পু বি ১ ১ প ১৯১ ১১২ চিন্তামণির পুথি। শেষ পদে পাঠক শশিবদন দাসের ভনিতা

৫৮ ক ১০৬০।

৫৯ ক ২৭৩১ (লিপিকাল ১২৫ )।

৬০ ক ১৭৫

৬১ বিশ্বকোষ ১৮ পৃ ৮৯।

৬২ শ্রী ১৫২।

৬৩ শ্রী ৩৫৪।

৬৪ বি ৭৮৩৯ (লিপিকাল ১২১২ )।

৬৫ বা-প্রা পু বি ১ ১ পৃ ৯৭ ৯৮

৬৬ ক ৩৭ (মল্লভূমের পুথি)।

৬৭ ক ৪৫ (লিপিকাল ১২০৬। মল্লভূমের পুথি। ইনি কলেজিয়া ব্রাহ্মণ ছিলেন।

৬৮ গ ৪২৪৮।

৬৯ ক ১২৫।

৭০ ক ১৪৪।

৭১ অযোধ্যা-কাণ্ড (রঘুরামের ভনিতাও আছে)।

৭২ অযোধ্যা-কাণ্ড (লক্ষ্মীরামের ভনিতাও আছে) উত্তর-কাণ্ড (সারদানন্দের ভনিতাও আছে)।

৭৩ অরণ্য-কাণ্ড।

৭৪ কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড (লিপিকাল ১২১৫)। অপরের ভনিতাও আছে।

৭৫ লঙ্কা-কাণ্ড।

৭৬ সুন্দর ও কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড (লিপিকাল ১২১০)।

৭৭ উত্তরা-কাণ্ড। রঘুরামের ভনিতাও আছে।

৭৮ পুথির লিপিকাল ১২৪৩।

৭৯ কোচবিহার সাহিত্যসভা কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৩৯)।

৮০ কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও কালিকাপুর (বাঁকুড়া) হইতে প্রকাশিত। মধ্যে মধ্যে সম্পাদকের লেখনীস্পর্শ আছে। স ৫২২ (লিপিকাল ১২৩৯ সাল)।

৮১ ঐ প্রকাশিত (১৩০৮) ক ২৭১১ ২৮৯২।

৮২ "হিন্দুস্থ শিখরভূমে ভবন ভুলুই গ্রামে বন্দ্যঘটী বিপ্রের নফর। (পৃ ৮০)

৮৩ "দেশ অধীপ শ্রীরঘুনাথনারায়ণে সবংশ সহিত তাঁরে বধিও চরণে। (পৃ ৩৪৯)

৮৪ রামায়ণ পৃ ৫৪৯ দুর্গাপঞ্চরাত্রি পৃ ২।

৮৫ পৃ ১৮০ ৮১।

৮৬ পৃ ৪৫০।

৮৭ সা প প ২ পৃ ৩০২ (১২৯১ সালে ভাদ্র মাসের পাক্ষিক সমালোচক পত্রিকায় প্রকাশিত শিবদাস ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ হইতে)। মুদ্রিত পুস্তকে এই অংশ নাই। (প্রবাসী পৌষ ১৩৩৬ পৃ ৩৮০ ৫১ দ্রষ্টব্য।)

৮৮ ক ১৩১৮ ক ১৫৪৯ (লিপিকাল ১৩৩৬)। শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত ও অশুতোষ সান্যাল সম্পাদিত এবং সাহেবগঞ্জ হইতে উপেন্দ্রনাথ সান্যাল কর্তৃক প্রকাশিত কলিকাতা গুপ্তপ্রেসে মুদ্রিত (১৩০৬)।

৮৯ পৃ ১৮০।

৯০ গ ৪১০৩ ক ২৯৪১ শ্রী ৯৫৭ (লিপিকাল ১২০৬) ৪৫২।

৯১ সা প প ২ প ২৫০ ৫৯।

৯২ ক ২৩৪।

৯৩ বা প্র পু বি ১ ১ পৃ ২৫৫।

৯৪ ব ১৯৭০ ৬০৫। সা প প ৪ পৃ ৩২১ ২২

৯৫ গ ৫৪৪৮ ৫০০৫। সংহিত সংগৃহীত নব পর্যায় অষ্টম খণ্ড (পৃ ১৮ ৮০ ১২৮ ৯৫) বিবর্তি পর ভূমিকা ছাপা হইয়াছিল।

৯৬ সাবলাদাস কবি যিনি গ্রন্থ। পূর্বিয়া প্রান্তসীমার অধিবাসী ছিলেন বলিয়া বাঁকুড়া অঞ্চলে তাঁহার মূল পুঁথি বাঙ্গালা পাঠ প্রচলিত হইয়াছিল। সাবলা (অর্থাৎ বাশুলী) দেবীর উপাসক বা সেবক বলিয়া তিনি নিজেকে "সাবলা দাস" বলিয়াছেন। ইঁহার আসল নাম সিদ্ধেশ্বর পরিচয় চাষী ঘরের সন্তান। নিবাস কোন জেলায় গ্রন্থ রচনার স্থান ভাবত কথা ছাড়া ইনি চণ্ডী কথা (বৃহৎ কথা) রচনা করিয়াছিলেন। ঐ বৎসর সপ্তদশ শতাব্দী হওয়া সম্ভব।

৯৭ ক ৫৮৩২। পুথি খণ্ডিত ১৪ হইতে ১৬৭ পাতা অবধি আছে।

৯৮ পৃ ৫৮ খ।

৯৯ পৃ ৩১ খ। আদি পর্বের শেষে

১০০ পৃ ১২৭ ব। ভীষ্ম পর্ব্বের শেষে।

১০১ শ্রী ৪৬৬ (তালিকা পৃ ৩২) খ্রীষ্টীয় ইতিবৃত্ত ভূতীয় খণ্ড প ২১১

১০২ ক ৪০৫০ (লিপিকাল ১২১৫) বঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের কার্য্যবিবরণ ২য় বর্ষ ৪ ৭।

১০৩ শ্রী ৩৪১ (তালিকা পৃ ২৩)।

১০৪ শ্রী ৪৬৯ (তালিকা পৃ ৩২)।

১০৫ শ্রী ১৫ ১০৬ ১২১ ৩১২ ৩১৫ ৩৩৫ ৪৫৩ ৪৬৭ ৪৬৮। তালিকা পৃ ১ ৮ ৯ ২১ ২৩) সর্বাপেক্ষা পুরানো পুথির লিপিকাল হইতেছে ১১৩৭ সাল (শ্রী ১২)

১০৬ শ্রী ৩৫০ (তালিকা প ২৭)।

১০৭ শ্রী ৪২০ লিপিকাল ১২৬০ (তালিকা পৃ ৮)।

১০৮ ক ১৮৭০ (লিপিকাল ১২০২)।

১০৯ প ২৫৭২ (৭৩ পাতার পুথি)।

১১০ প ৭৮৭ (লিপিকাল ১২৩০) ৭৮৮ (লিপিকাল ১২৩৪)। ভনিতার নিদর্শন 'তাঁহার চরণদ্বন্দ্বে বন্দিয়া সুভাষছন্দে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ভাষে।

১১১ প ২৪৯০ (লিপিকাল ১২৪৪) দক্ষিণরাঢ়ের পুথি। ভনিতার নমুনা কহে দীন অকিঞ্চনদাস।

১১২ সা প প ২ পৃ ১৯৭-৯৮।

১১৩ মনে হয় ইনি কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজা বাসুদেবনারায়ণ (রাজকাল ১৬৮০-৮২)। তাহা হইলে কবির জীবৎকাল সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ হইবে।

১১৪ ক ২৮০৭ (লিপিকাল ১২১৮) গ ৫৩৯২ (লিপিকাল ১২৩৮), প ১১৪৪।

১১৫ "রাধাকান্ত চরণ ভাবিয়া নিরন্তর কর্ণ পর্ব বিরচিল দৈবকীকোঙর (ক ২৮০৭ পৃ ১৮ ক)।
১১৬ প ২৬১২ ১৬১৮ (লিপিকাল ১১৬৫) ১২৪৬ (লিপিকাল ১২৩৫)।
১১৭ কাশীরামের ছাপা বইয়েও "দ্বৈপায়নদাস" ভনিতা বিরল নয়।
১১৮ পৃ ৪৬৬ দ্রষ্টব্য।
১১৯ শ্রী ১৬৬ লিপিকাল ১৭৩৪ শকাব্দ (তালিকা পৃ ১২)।
১২০ শ্রী ৭৩ লিপিকাল ১২৫৬ (তালিকা পৃ ৫)।
১২১ প ৭৯৩।
১২২ পূর্বে পৃ ৪৬৪ দ্রষ্টব্য। কৃষ্ণরামের একটি পুরানো পুথির লিপিকাল হইতেছে ১৭৫৭ ৫৮ অব্দে (সা প প ৫ পৃঃ ২৮৫ ৮৭)। লেখকের নাম শ্রীকৃষ্ণ (রাম) পণ্ডিত পিতা শ্রীরাম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীরাম সুত রচিল পয়ার রচিল পয়ারবন্ধে শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত" (স ৫৩০)। কাব্যটি ৬৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রেমানন্দের নিবন্ধের পুথির লিপিকাল ১১৭৫ সাল। দক্ষিণরাঢ়ের পুথি (প ৪৮১৮)। শেষে একটি পদে আছে দ্বিজ ছকুরাম ভনিতায়
১২৩ কাশীরামের ভনিতাযুক্ত পাওয়া যায়।
১২৪ গ ৪৯১৪ ক ৩৫৫৭ (লিপিকাল ১২০৯)।
১২৫ গ ৩৭২৬ ৫৪১৪ ক ১৮৪৪ ১৮৪৭ ৬০২৪ (লিপিকাল ১১২৫ বঙ্গাব্দ)। ভনিতার নিদর্শন রাজারাম দত্ত ভাষা কবিল রচন।
১২৬ গ ৩৭১৫ (লিপিকা ১২০৭। ভনিতার নমুনা "ভাবত্রাস পদতলে হরিদেব বসু বলে এই রকম ভনিতা রাজারাম দত্তরও আছে।
১২৭ পূর্বে দ্রষ্টব্য
১২৮ গ ৪২৫০। ভনিতার নিদর্শন "শ্লোক বন্ধে লোকমুখে রচিল প্রকাশ পদবন্ধ করি গীত রাজ ইন্দ্র যে দাস (প ৩৫)। বসিকচন্দ বসু লিখিত কবি রাজেন্দ্রদাস প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য প্রদীপ ১৩০৭ প ২৩৯ ৪৫) পুথি পর্ববঙ্গের।
১২ প ৭৮৬। গ ৪০৪৬ (লিপিকাল ১৭৪)। ভনিতা "লোকনাথ দত্ত বিরচিত পুথির শেষে একটি ছোট রামলীলা কবিতা আছে। তাহার ভনিতা "হরির চরণ আশে ভাগ্যহীন দেবদাসে সরকথা রচিবারে কোহা (পৃ ৫৭ খ)।
১৩০ সা প প ১৩ পৃ ১৮১। উত্তরবঙ্গের পুথি রচনাটি নরসিংহ বসু নামে অক্রূরচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও ঢাকায় মুদ্রিত হইয়াছিল (১৮ )
১৩৩ গ ৫৪৩৭
১৩২ বহুবার মুদ্রিত বহু সংস্করণে প্রকাশিত ভালো পুথিও আছে (যেমন স ১১৮)। যে সব সংস্করণ দেখিয়াছি তাহার মধ্যে সবচেয়ে পুরানো হইল সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে ছাপা (১৮৬৮) বই বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে দুইটি নির্ভরযোগ্য সংস্করণ বাহির হইয়াছিল শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্তী কৃত নূতন সংস্করণে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত) কিছু নূতন সংবাদ আছে।
৩৩ বর্ণগড় মেদিনীপুর শ্রেণীর অন্তর্দূর
১৩৪ এই সিদ্ধান্ত শেষ ভনিতার অনুযায়ী সুমেধ ভনিতায় রামেশ্বর দিজকে কখনো রাম সিংহের কখনো যশোবন্ত সিংহের সভাসদ বলিয়াছেন। শেষ ভনিতা যশোবন্ত সিংহ সিংহবক্তনের দাস সংস্কৃতসভায় হইল সঙ্গীত প্রকাশ তখন যে রাম সিংহ মৃত এমন কথা বলা চলে না
১৩৫ প্রবাসী পৌষ ১৩৩৬ পৃ ৬৯৮ দ্রষ্টব্য। চন্দ্রবলী ও রাম ত রিতল কান্ত রবি প্রচলিত নিয়ম না বিরুদ্ধ পড়িল জনলে রাম দিয়া হইল পঠনীয়
৩৬ গণঞ্জ অর্থাৎ দয়
১৩৭ অর্থাৎ গণেশ মূল গায়েন
১৩৮ ক ৩২২০।
১৩৯ অর্থাৎ কবিতা।
১৪০ সা-প-প ৪ পৃ ৩৩৮, বিশ্বকোষ ১৮ পৃ ৪২। (একটি পুথির লিপিকাল ১২১০)। শ্রী ২৭ (লিপিকাল ১২২৭)।
১৪১ যেমন ক ৩৭৫৩।
১৪২ স ৩৬৬ (পত্রসংখ্যা ২০৮ লিপিকাল ১১৮২ সাল। ব সা প প ১ পৃ ৪৩ ৪৪ এই পুথির পত্রস খ্যা ২৯৬ লিপিকাল ১২১৬ সাল)।
১৪৩ "প্রজার পালনে রাম করেন গুণের ধাম দ্বিজকুলে রামকৃষ্ণ রায়
তাহার সভার তবে চণ্ডীর কৃপার ফলে শ্রীকৃষ্ণজীবন দাসে গায়।
১৪৪ আবদুল করিম সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত (১৩২৪)
১৪৫ হয় "কায়" পাঠ কল্পনা করিতে হইবে নয় কাল অর্থে ছয় ধরিতে হইবে।

১৪৬ তুলনীয় এক ভাইয়ের ( ?) নাম ব্রজলাল।

১৪৭ বা-প্রা-পু-বি ১-১ পৃ ১০০-১০১। ভনিতায় আছে "ছলা" (অর্থাৎ ছেলা - ছেল্যা, মানে বালক) ব্রজলাল। পুথি চাটিগাঁয়ের।

১৪৮ গ ৪৩৪৮ (১১৭ পাতার পুথি)। আনন্দনাথ রায়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (সা-প-প ৭ পৃ ১৫২-৬২)।

১৪৯ গ ৪৩৪৯ (লিপিকাল ১২৭০)। বইটি দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯২৮)।

১৫০ গ ৩৪০২।

১৫১ ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪ , নির্মাল্য বৈশাখ ১৩০৬।

১৫২ কবির স্বহস্ত লিখিত পুথি অবলম্বনে রাজচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩২৩)।

১৫৩ - হইল + উৎপত্তি।

১৫৪ বন্দম + অম্বিকার + অঙঘ্রিতে।

১৫৫ এ ২৩। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য লেখা (১৮২৪) পুথি।

১৫৬ ক ১৩৭৭ (লিপিকাল ১১৪৮)। বা প্র পু বি ১ ১ পৃ ১৫।

১৫৭ ঐ পৃ ২৩ -৪। পুথির লিপিকাল ১৮১৭ অব্দ।

১৫৮ গ ৪২৪৭।

১৫৯ ঐ পৃ ৬।

১৬০ ঐ ৫১ ৫২। পুথির লিপিকাল ১৩২৩ সাল

১৬১ ঐ পৃ ৪৭ ৪৭ ঐ ১ ২ পৃ ৯৯ ১০০।

১৬২ ঐ ১ ১ পৃ ১৫৭। প্রদীপে (১৩১০ পৃ ৪৫৪ ৪৫৮) প্রকাশিত লেখকের নাম অভিরাম হইতে পারে।

১৬৩ বা প্রা পু বি ১ ২ পৃ ৭।

১৬৪ ঐ ১ ১ প ২১।

১৬৫ ক ১৭৭৮। ব সা প প ৩ পৃ ৬৯ ৮৬

১৬৬ 'পক্ষ ভূত ঋতু চন্দ্র শকের বিশেষে বৈশাখের চতুর্বিংশতি দিবসে' 'পক্ষ স্থানে "পক্ষ পাঁচলে ১৮৫৫ শকাব্দ হইবে।

১৬৭ এ ৪৩। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য লেখা (১৮২৫) পুথি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯১। ভনিতা 'শঙ্কর অথবা "রামশঙ্কর । রামানন্দের প্রসঙ্গ পরে দ্রষ্টব্য।

১৬৮ "মামুদানিপুর (কাঁটা চাকলে হুগলি পরগনে মজুমদারপুর পরফ পাটুলি শূদ্রমণি মহারাজা বিদিত সংসারে ধর্মদা নিবাস করি তাঁর অধিকারে।" (পৃ ৭)।

১৬৯ প ৮৩৪।

১৭০ সাহিত্য ১৩০৩ প ৫৮৩-৮৮ বা প্রা পু বি ১ ১ পৃ ২১৩ ১১। পুথি চাঁটিগাঁয়ের।

১৭১ আবৃতি ১৩০৮ (বা প্রা পু বি ১ ১ পৃ ১৫৬)।

১৭২ সাহিত্য সংহিতা নবম খণ্ডের পরিশিষ্ট (পৃ ১ ৬০) অংশত প্রকাশিত।

১৭৩ ১৮৫৬ অব্দে মুদ্রিত। বা প্রা পু বি ১ ১ পৃ ২১৩ ১৪।

১৭৪ এ ২২ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য লেখা (১৮২৫) পুথি। পৃষ্ঠাঙ্ক খ্যা ১৪০।

১৭৫ ধুবড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত অজয়কুমার চক্রবর্তী প্রদত্ত বিবরণ হইতে। অজয় বাবুর সংগ্রহে দুইখানি পুথি আছে। একটি ৭৭ পাতার পুথি লিপিকাল ১৭৬৫ শকাব্দ ( ১৮৪৩)। অপরখানি তাঁহার এক পূর্বপুরুষের লেখা ১৭৭১ শকাব্দে।

১৭৬ ক ১৫৮৯ (লিপিকাল ১০৭৯ সম্ভবত মল্লাব্দ) ৪২০৪৬ (লিপিকাল ১২৬১)।

১৭৭ শিবরতন মিত্র লিখিত গঙ্গানারায়ণ বিরচিত ভবানীমঙ্গল' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (প্রবাসী কার্তিক ১৩১৭ পৃ ৮৫ ৯৪)। পৃথ্বীচন্দ্রের গৌরীমঙ্গলে উল্লিখিত ভবানীমঙ্গল বোধ হয় ইহাই। বাসলীলা' (ক ১৭৩১) রচয়িতা 'দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ ইনিই বলিয়া মনে হয়।

১৭৮ ক ১৯৩৪।

১৭৯ ৪০৩৯ (লিপিকাল ১৭২০ শকাব্দ ১২০৫ সাল)। লিপিস্থান গঙ্গামঙ্গল পরগনা। স প প ৫ পৃ ১৯৭ দ্রষ্টব্য।

১৮০ গ ৪৮৮২ (তিন পাতার পুথি , লিপিকাল ১২৯১)। ভনিতা, "হিমালয় অন্ধকার কৈলাস প্রকাশ, রঘুবংশে গান হরগৌরী-পদে আশ"। শেষে "দ্বিজ" নিধিরামের লেখা একটি লক্ষ্মীবন্দনা পদ আছে।

১৮১ ক ১৭০৩। লেখক বোধ হয় গন্ধবণিক ছিলেন।

১৮২ গ ৪৮৮৮। ১০ পাতার পুথি, লিপিকাল ১২৫৯, লিপিস্থান সোনামুখী।
১৮৩ স ১৬৬ (৭ পাতার পুথি, লিপিকাল ১২৪৮), ক ১০০৯ (লিপিকাল ১২৪৫ সাল)।
১৮৪ স ২৯৪
১৮৫ স ৪০৫ (লিপিকাল ১১৭২)।
১৮৬ স ৯৩, ৯৪, গ ৫৩৭২ (লিপিকাল ১২২১), ৫৩৭৬, ক ১৪০৩ ইত্যাদি
১৮৭ ক ১৪৯১ (লিপিকাল ১২১৫)।
১৮৯ ক ৩৯৩৮, ৩৯৩৯ (লিপিকাল ১১১৫)।
১৯০ পরে দ্রষ্টব্য।
১৯১ ক ৩৯৩৯। রচনাকাল অন্তে দেওয়া আছে।
১৯২ পাঠ তার-পুর।
১৯৩ পৃ ৬৬-৬৭।
১৯৪ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (সা-প প ৩ পৃ ৪৯-৫৫)। পুথির লিপিকাল ১৭৫১ শকাব্দ (= ১৮২৯-৩০)।
১৯৫ বীরভূমিতে প্রকাশিত (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৯ পৃ ৩১৭-৪৫)। পুথির লিপিসমাপ্তির তারিখ ১৭ বৈশাখ ১২৩৯।
১৯৬ ক ৩০৮৭, বি ২৬। ভনিতা, "মালাধর বসু বোলে (কহে) ববির (আদিত্য) কিঙ্কর"। গুণরাজ খান ভনিতাও আছে (ক ৫২০১)। তবুও লেখককে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচয়িতা মনে করিবার কারণ নাই।
১৯৭ ক ২৮৬৭। ব-সা-প-প ১৩ পৃ ১৭৯-৮০।
১৯৮ বা-প্রা-পু-বি ১-১ পৃ ১৪২।
১৯৯ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত (সা প-প ১৩)।
২০০ "দ্বিজ" কালিদাসের রচনায় কুণ্ঠা ও পার্থক্য।
২০১ ক ৫২২৫ (লিপিকাল ১২৪৮)।
২০২ স ১৭০ (লিপিকাল ১২৪৩), ক ৬১০৪ (লিপিকাল ১২২৩) বর্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিকা ২ পৃঃ ২৬-২৮ দ্রষ্টব্য।
২০৩ "বা-প্রা-পু-বি ২ ১ পৃ ৪১। বীরভূমের পুথি।
২০৪ ক ৩৫৫০ (লিপিকাল ১২৪৬ সাল)
২০৫ "অপর যে জাগর কবিনু প্রকাশ, প্রভুরাম পণ্ডিতের রচনা আভাস"।
২০৬ ক ৫০৬৯। এই পুথি আর জীমূতমঙ্গলের পুথি (ক ৩১০৪) একই লিপিকারের লেখা
২০৭ স (লিপিকাল ১২২৯) বর্ধমান অঞ্চলের পুথি।
২০৮ বা প্রা-পু-বি ২-১ পৃ ৮১। বীরভূমের পুথি।
২০৯ স ৫৭৮ (লিপিকাল ১৮৩১ অব্দ)।
২১০ স ৪৩ (খণ্ডিত)।
২১১ গ ৫৬৮৫।
২১২ "বিষ্টপদো (জোষা (?) জাতি গোদাগ্রামে অবস্থিতি স্বপনে ভৈরবে হৈল বর
কালব্যবহার মতে রচিত (আনন্দ) চিতে ভাষায় রচি। মনোহর
২১৩ পাঠ "ব্যাস"।
২১৪ বর্ধমান জেলার দক্ষিণ অংশে, কাইতি শ্রীরামপুরের কাছে।
২১৫ গ ৪২৪৯ (ছয় পাতার পুথি, লিপিকাল ১১৮৮। পশ্চিমবঙ্গের পুথি।
২১৬ শ্রী ৩২০, ৪১৮, ৪২১ (লিপিকাল ১২৮৭) ৪২৬। প্রদীপ ১৩২৮ পৃ ৩০১-১০।
২১৭ বা-প্রা পু-বি ১-১ পৃ ২১৮।
২১৮ শ্রী ৪২৭, বা প্রা পু বি ১ ২ পৃ ১৭।
২১৯ বা-সা-প প ১৩ পৃ ১৭৯-৮০, বা প্রা পু বি ১ ১ পৃ ৭১।
২২০ ঐ পৃ ৫৮।
২২১ ঐ ১-২ পৃ ৯৪।
২২২ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় খণ্ড পৃ ২২৯।
২২৩ ঐ ২৪।
২২৪ কাব্যের শেষে দুই পুত্রের নাম আছে, কালীপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ। চারি দৌহিত্রের ও তিন কন্যারও উল্লেখ আছে।

২২৫ ক ২৪৫৭। সা প প ৬ পৃঃ ৫২ ৫৩। পুথির লিপিকাল ১২৪৮।

২২৬ বিশ্বকোষ ১৮ পৃ ৭৮ ৭৯।

২২৭ ক ১৩৫৫। মল্লভূমের পুথি।

২২৮ সা-প-প ৪৬ ("দ্বিজ" কীর্ত্তিবাসের ভনিতা)। ক ৬১১৪ (অনন্ত দত্তের ভনিতা লিপিকাল ১১৬২)।

২২৯ নিধিরামের ভনিতাও দেখা যায়। সম্ভবত কবিতাটি কবিকঙ্কণের রচনা। 'দ্বিজ' নিধিরামের গঙ্গাবন্দনা পুথির লিপিকাল ১১০২ মল্লাব্দ (ক ১৫৮৮) ১২১২ সাল (ক ১৪৯৩)।

২৩০ স ২২৫। প্রথম মুদ্রণ বিশ্বনাথ দেবের প্রেসে ১২৩১ সালে। বটতলায় বহুবার মুদ্রিত

২৩১ "এক পুত্র নাম সর্বদেবতাচরণ" (প্রথম মুদ্রণ পৃ ২০৪)।

২৩২ পৃ ১৩।

২৩৩ পৃ ২০৪।

২৩৪ মাধবাচার্যের গঙ্গামঙ্গলে ইহাই প্রথম আখ্যান।

২৩৫ "অষ্টাহ মঙ্গল গীত অমৃত সমান।

২৩৬ যেমন গুরুবারে প্রথম উল্লাস গান গায় দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ শিবের গুণ গায়।

২৩৭ 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য' বিষয়ক বক্তৃতা পৃ ২০।

২৩৮ মুদ্রিত পাঠ "শুনিতে"।

২৩৯ স ৫০১ (খণ্ডিত। বিশ্বকোষ ১৮ পৃ ৭৬ ৭৮।

২৪০ "কাশীজোড়া মহাস্থান মহারাজ পুণ্যবান ধন্য সে ধার্মিক জপধ্যান
হই তার প্রতিষ্ঠিত দয়ারাম রচে গীত সাবধানচরিত উপাখ্যান।

২৪১ সেকশুভোদয়ায় (ষোড়শ পরিচ্ছেদ) 'দাসীর কাহিনী' দ্রষ্টব্য।

২৪২ প ২৭১৬।

২৪৩ স ৪১২, প ৪১৪ ক।

২৪৪ সাহিত্যসংহিতায় (দশম একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড) প্রকাশিত

২৪৫ প্রথম মুদ্রণ মথুরামোহন মিত্রের নতুনযন্ত্রে (২৪ শ্রাবণ ১২৩৪)। ভূমিকারূপে প্রকাশক লিখিয়াছেন

"মিশ্র মুনিরাম কৃত দেবীলীলা প্রকাশিত নানাবিধ ছন্দে বিরচিত
রাগরাগিনীর সনে যন্ত্রবাদ্যতালমানে কবিলেন দেবীর সঙ্গীত।
হইয়া অতি আনন্দিত কবিলেন মুদ্রাঙ্কিত নবযন্ত্রে ভবানীনন্দন

জয়চন্দ্র বিশ্বাস প্রকাশিত "তৃতীয় সংস্করণ" ছাপা হইয়াছিল ১২৭৬সালে নৃত্যলাল শীলের যন্ত্রে। এই সংস্করণের প্রথমে যে গণেশ ও সূর্য বন্দনা পদ দুইটি আছে তাহাতে ভনিতা পাই কালীকৃষ্ণ দাসের।

২৪৬ দুইখানিই বাজা কমলকৃষ্ণ রায়'হ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল

২৪৬ "সুগম নগর নাম তথা ভূপ অনুপাম শ্রীকিশোর সিংহ অভিধান
গণপতি-পদাম্বুজে ভণে তাঁর অনুজে বাজ সিংহ যাহার আখ্যান।"
(সাহিত্যসংহিতা ১০ পৃ ১৪৭)।

২৪৮ "বাচস্পতি ভট্টাচার্য বুধসভায় শিরোধার্য বাজপুরে যাহার বসতি।"

২৪৯ গ ৪৭৫৬ B (লিপিকাল ১২৩৪) ৪৯৫৬। বিশ্বকোষ ১৮ পৃ ৭৫। ধুবড়ী অঞ্চলেও পুথি মিলিয়াছে। শিবানন্দ ষষ্ঠীমঙ্গলও লিখিয়াছিলেন।

২৫০ ৫৩৫৯।

২৫১ স (৪৮৬ লিপিকাল ১২৮৩)। ইনিই কি প্রহ্লাদচরিত্রের লেখক ?

২৫২ স ৪৯১, ৪৯২, ক ৩৪৫৭, ৩৭২০। ভনিতায় "কিঙ্কর" বা "কিঙ্কর শঙ্কর"ও পাই (স ৪৯২)। রচনাটির নাম 'লক্ষ্মীবিলাস'ও পাই। ইনিই বোধহয় সত্যনারায়ণ-পাঁচালীর লেখক শঙ্কর।

২৫৩ ক ১৭৯৭ (লিপিকাল ১০৯৪ মল্লাব্দ)।

২৫৪ ক ৩৫৭১।

২৫৫ ক ২৮৪৭। সম্ভবত ইনিই "বিপ্র" যাদবানন্দ (সা-প-প পৃ ৬৯)।

২৫৬ "নৈকষ্য ফলিয়া মান সুসেন পণ্ডিত নাম তাঁহার সন্তান পঞ্চানন
সন-সংখ্যা শুন কই এগার শও সাতান্নই বর্ধমানে সুজফরে ধাম।"

২৫৭ ১৮৭৬ অব্দে মুদ্রিত।

২৫৮ যেমন বি ৮৭৭, বি ৯৫৬ (লিপিকাল ১২১৩), বি ৯৫৭। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত বিশ্বভারতী প্রকাশিত

'পুথিপরিচয়' দ্বিতীয় খণ্ডে "গুণরাজ" "তুলরাম" হইয়াছে।

২৫৯ বি ৯৩৩ (দশ পাতার পুথি লিপিকাল ১২২১)। পুথিপরিচয়' দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত পৃ ৩৪৯ ৩৬০)।

২৬০ অর্থাৎ শ্রীধর।

২৬১ "দ্বিজ নরোত্তম গান অনন্তরামপুরে ঘর, পুত্র ত্রিপুরাদাস পৌত্র বিদ্যাধর।'

২৬২ "দ্বিজ নরোত্তম কয় কপালের লেখা, ভাগ্যাসে মাএর সঙ্গে খাঁটিবায় দেখা।'

"দ্বিজ নরোত্তম গান কপালের লেখা, কার্তিক মাসে মায় খাঁটিবায় দেখা।'

"দ্বিজ নরোত্তম গান লক্ষ্মী যার সখা, ভাগ্যাসে লক্ষ্মীর সঙ্গে খাঁটিবায় দেখা '

"দ্বিজ নরোত্তম গান ভাবিয়া ভবানী খাঁটিবায় দিলে দেখা হইযা ব্রাহ্মণী।'

২৬৩ আশুতোষ দত্তগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত (১৩৩৯)। নিবন্ধটি প্রথম দুই উপাখ্যান মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদকের হস্তক্ষেপের চিহ্ন যথেষ্ট রহিয়াছে। পুথি খুলনা অঞ্চলের

২৬৪ "দীন কবিরাম চক্রবর্তী রস গান", "গঙ্গারাম চক্রবর্তী ধীর বিচক্ষণ তার পুত্র বিরচিল শ্রীবিদ্যাভূষণ"।

২৬৫ পৃ ১০-১১।

২৬৬ ক ৬২৫৭ (লিপিকাল ১২৪৬)।

২৬৭ স ২৩১। খণ্ডিত পুথি।

২৬৮ পূর্বে পৃ ২৫৫ দ্রষ্টব্য।

২৬৯ স ২৩৩ (লিপিকাল ১২৩৫)।

২৭০ স ২৩৬ ("লবকুশের পালা"), স ২৩৭ ("পাতাল বধ") স ২৩৮ ("নন্দালয়' বা গোকুল পালা" লিপিকাল ১২৫০), স ২৩৯ ("বিরাটের পালা", লিপিকাল ১২৫০) স ২৪০ ('জাগরণ" লিপিকাল ১২৫০) স ২৪১ ("চন্দ্রকেতু পালা", লিপিকাল ১১২৮)। সা প-প ৫ পৃ ২৭ ৭০।

২৭১ স ২৩৫ ("রঘুদত্ত বণিকের পালা", লিপিকাল ১২৩৭) ক ৩৫০০ (লিপিকাল ১২১৮)।

২৭২ স ১২৭ ("গোকুল পালা") স ২৬৬, ক ১৯৭৭ (লিপিকাল ১২১৬)। প্রথম (?) মুদ্রণ ১২৮৫। সা প প ৫ পৃ ২৭-৭০।

২৭৩ "দ্বিজ" গোপালের ভনিতা, "শীতলা সঙ্গীত দ্বিজ গোপালেতে গায়"।

২৭৪ পাঠ "পুরুত্তম"।

২৭৫ ঐ পাঠান্তর "জগতদুর্লভ"।

২৭৬ ঐ "শ্রীগরাচন্দ্র"।

২৭৭ অর্থাৎ চিতুয়া পরগনায়।

২৭৮ পাঠান্তর "শ্রীগোপীনন্দন"।

২৭৯ স ৫৭৭ (লিপিকাল ১২২৬)। লিপিকর সিদ্ধেশ্বর মিশ্র সম্ভবত লেখকের উত্তরপুরুষ। তাঁহার নিবাস ছিল "কোলা গ্রাম পরগনে মেদিনীপুর সরকার গোওালপাড়া"।

২৮০ স ১০৮ (লিপিকাল ১২৯০), স ১৬৭, স ২১৫ স ৩৪৭, স ৩৯৮, স ৩৪৯, স ৩৫০ (লিপিকাল ১২৫৭)।

২৮১ স ২৮০। আধুনিক প্রতিলিপি। দশ পাতার পুথি।

২৮২ 'গোধূলি বেলায়' (?)।

২৮৩ পাঠ "অখিঞ্চনে"।

২৮৪ ঐ "নাগাইরে"।

২৮৫ পদসংখ্যা ৩।

২৮৬ পৃ ৩ খ।

২৮৭ ক ৫০৭৮ (লিপিকাল ১২২৮)।

২৮৮ সা-প-প ৪ পৃ ৩০৫। দুই ভনিতাই পাওয়া যায়।

২৮৯ বা-প্রা-পু-বি ১-১ পৃ ১৪৪। লিপিকাল ১২০৬ মঘী সাল।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
## পীরের গাথা ও গান

### ১ গোড়ার কথা

পীর-পূজার উৎপত্তি অকস্মাৎ অথবা একটি কোন নির্দিষ্ট শতাব্দীতে ঘটে নাই। তুর্কি-অধিকারের সূত্রপাত হইতেই এদেশে মুসলমান সাধুব ও ধর্মপ্রচাবকেব প্রতিষ্ঠাব আরম্ভ। এমন কি, সেকশুভোদয়ার গৌণ সাক্ষ্য অগ্রাহ্য না কবিলে, তুর্কি-অধিকাবেব কিছুকাল আগে হইতেই মুসলমান সাধুর ও সূফী পীরের আগমন ঘটিতে থাকে। "দেউল-দেহারা ভাঙ্গে কাড়া ফিড়্যা খায় রঙ্গে",—ধর্ম-ঠাকুরের এ ছড়ায় যাহার ইঙ্গিত আছে সে ব্যাপার তুর্কি-অভিযানের সময়ে ও পরে কোন রকমেই অজ্ঞাত বা অপবিচিত ছিল না। (মনে রাখিতে হইবে, স্বাধীন সুলতানদের আমল পর্যন্ত মুসলমান ফকিবেবা এদেশে অভিযানে ও শাসনকার্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতেন।) তবে প্রথম দিকে ইঁহাদেব অত্যাচার সাধারণত ধন-সম্পত্তি লুটের কারণেই। সেকালে সবচেয়ে সমৃদ্ধিপূর্ণ ছিল বিহার-দেবকুলগুলি। সেইজন্য দেউল-দেহারা ভাঙ্গার দিকে ঝোঁক ছিল বেশি।

সেই সঙ্গে কোন কোন মুসলমান সাধুর মাহাত্ম্যও সেকালের জনসাধারণের মনে পীরের প্রতি ভয়ভক্তি জাগাইতে শুরু করিয়াছিল। সূফী সম্প্রদায়ের গুরুনিষ্ঠা ও গুরুভক্তিও সেকালের বাঙ্গালীর মনে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ইহার পক্ষে মনের অনুকূলতাও খানিকটা কাজ করিয়াছিল। বাঙ্গালীর মনের সে 'অনুকূলতা হইল দৈবনির্ভরতা ও জ্যোতিষে বিশ্বাস। তাহার পর চৈতন্যের ধর্মবন্যা আসিয়া ধর্মচিন্তায় হিন্দু-মুসলমানের ভেদের বাঁধ ভাঙ্গিতে লাগিয়া গেল। সূফী মতের প্রভাব চৈতন্যের ধর্মে যেমন দৃঢ়তার সঞ্চার করিল তেমনি গুরুবাদেরও প্রতিষ্ঠা করিল। হরিদাসের মর্যাদা স্বীকার করিয়া, সনাতন-রূপকে শাস্ত্রকাররূপে নির্দিষ্ট করিয়া এবং ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরনামনিষ্ঠা প্রচার করিয়া চৈতন্য মুসলমান পীরের সঙ্গে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর খানিকটা বিভেদ ঘুচাইতে চেষ্টা করিলেন। মুসলমান সাধুর ("জিন্দা পীরের") কাছে দীক্ষা লইতে অথবা তাঁহাকে ভক্তি দেখাইতে হিন্দুশিষ্য-ভক্তের আর গুরুতর সামাজিক বাধা রহিল না। সেই

হইতে জনসাধাবণেব মনে পীবভক্তি সঞ্চাবিত হইতে থাকে ॥

## ২ সেকশুভোদয়ায় পীরের ছড়া

বাঙ্গালায পীব-মাহাত্ম্য কবিতা বচনা আধুনিককালেব ঘটনা নয। পঞ্চদশ-ষোডশ শতাব্দীতে বচিত বলিযা অনুমিত তিনটি "আযা" অর্থাৎ ছড়া সেকশুভোদযায পীব সেখ শাহজলালেব প্রসঙ্গে উদ্ধৃত আছে।[১] এই ছডাগুলি উদ্ধৃত কবিতেছি।

মকদম সেক শাহ জলাল তবরেজ তব পাদে কবোঁ পবণাম
চৌদীশ মধ্যে জানিবে যাঁহাব নাম।
বাবেক বক্ষা কব মোব ধন প্রাণ
দেশে গেলে দিব তোমাব নামে অর্ধেক দান ॥

দ্বিতীয ছডাটি দীর্ঘতম।

মধ্যে আছে পীবেব মোকাম তস্যাপবি বিদ্যতে প্রধান-পুকষেব স্থান
তৃতীযাঞ্জলি তাহাব নামে দান
পূর্বে উদযাচল পর্বতেব নাম উদয সূর্য প্রত্যূষ বিহান
কিবাত জানিযা আমাব মোকামেব কবিব সম্মান
চতুর্থ অঞ্জলি তাহাব নামে দান
উত্তবে হিমাচল দেবেব অবস্থান তথা আমি কবিব প্রযাণ
আমি গেলে তাবা কবিব সম্মান
পঞ্চম অঞ্জলি তাহাব নামে দান।
আমাব বাপ মাহ দবিদ্রেব পুত্র আমা জনিতে তাহাবা পাইল বড দুঃখ
আমাব জলে তাহাব হৌক আপ্যান
ষষ্ঠ অঞ্জলি তাহাব নামে দান।
পৃথিবীব লোকে আমাব জানে নাম কেহো বলে ভালো কেহো কবে অপমান
সপ্তম অঞ্জলি তাহাব নামে দান।
বাজা হৈঞা আমাব কবিব সম্মান প্রথমে আইলে দিবেক আমাব নামে অন্নদান
অষ্টম অঞ্জলি তাহাব নামে দান।
আমাব গ্রামে যে কবিব অবস্থান সহিঞা দুঃখ যদি না কবে আন
পুনঃ পাছে দেয সম্মান
নবম অঞ্জলি তাহাব নামে দান।
আমাব মোকামে সাধিযা অনেক লোক কবিব প্রণাম কেহ বাঞ্ছে ধন পুত্র কেহ আবোগ্য মান
আমি তাব কবিব ত্রাণ
দশম অঞ্জলি তাহাব নামে দান ॥

তৃতীয় ছডাটি সবচেযে ছোট।

বনেব শাক খায সেক বনেব গোনা
ঝিকবিব পোটলি বান্ধিযা দেয সেক
হাটে বিকাইলে হয সোনা ॥

### ৩ সত্যনারায়ণ-সত্যপীর

পীরদের সিদ্ধাইয়ের প্রতি জনসাধাবণেব যে ভয়ভক্তি তাহার সবটাই সূফী মতেব অথবা গোঁড়া মুসলমান ধর্মের দান নহে, ইহা এদেশের জনসাধারণেরও স্বাভাবিক মনোবৃত্তি। যোগী ও তান্ত্রিক সাধুদের সিদ্ধাইয়ের প্রতি জনসাধারণের যে সুদৃঢ় মোহ ছিল তাহাই ইহার মূলে।

পীরের গাথা ও পীরের ব্রতকথা রীতিমতভাবে রচনা শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলে বড়-খাঁ গাজীর কাহিনীতে পীর-গাথার এক পুবানো নিদর্শন পাইযাছি। তাহার পর শতাব্দীর শেষ দুই দশক হইতেপীব-নাবাযণেব একাত্ম মূর্তি—যাহা কৃষ্ণরাম দেখাইযাছিলেন—তাহা পশ্চিম ও উত্তব বঙ্গে নূতন দেবতা সত্যনাবাযণ অথবা সত্যপীর রূপে আবির্ভূত হইল। ("সত্য" এখানে আরবী "হক"এর প্রতিশব্দ। সূফী গুকরা ঈশ্বরকে এই নামে নির্দেশ কবিতেন।) পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম-ঠাকুবেব প্রসঙ্গে মুসলমানি প্রভাব পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। সপ্তদশ শতাব্দীর কোন কোন ধর্মমঙ্গল-কবিধর্ম-ঠাকুবকে পীবেব বেশে দেখিয়াছিলেন। রূপরাম চক্রবর্তী নিজেকে পুনঃপুনঃ "রূপবাম ফকিব" বলিযাছেন। ফকির-বেশী ধর্ম-ঠাকুব পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীব শেষ ভাগ হইতে ধীবে ধীবে সত্যপীবে বা সত্যনারায়ণে মিশিযা গিযাছেন। তবে সপ্তদশ শতাব্দীর পীব বড-খাঁ গাজীব কাহিনীতে দুই ধর্মবীরের মধ্যে বিরোধের ভাবটাই প্রবলতব।

পীরমাহাত্ম্য-পাঁচালীগুলি তিন ভাগে ফেলা যায়। প্রথম ভাগ সংক্ষিপ্ত আনুষ্ঠানিক রচনা। দ্বিতীয় ভাগ লৌকিক কাহিনীমূলক। তৃতীয় ভাগ মুসলমানি-ভাবসিক্ত কাহিনীমূলক। প্রথম ভাগের পাঁচালীগুলিই সংখ্যাধিক। এগুলি ব্রতকথা(গান) রূপে অদ্যাবধি প্রচলিত।

পীর-মাহাত্ম্য রচনার মধ্যে প্রধান হইল সত্যপীবের বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী। এই পাঁচালীব সর্বাপেক্ষা বিশিষ্টকাহিনী পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভূত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইযাছে। এমন কি অবচীন সংস্কৃত পুরাণেও প্রবিষ্ট হইযাছে। স্কন্দপুবাণেব রেবাখণ্ডে যে কাহিনী আছে তাহাতে ফকিরের স্থান লইযাছে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

বঙ্গে মুসলমান শাসনের শেষের দিকে সত্যপীব-সত্যনাবাযণ কাহিনীব মধ্য দিযা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের একটা মিলন প্রচেষ্টা হইতেছিল, এবং সে প্রচেষ্টা দুই তরফেই। হিন্দুবা পীর-গাথার লেখক, মুসলমানেরা পীব-গাথাব গাযক।

প্রচলিত সত্যপীর-পাঁচালীতে দুইটি উপাখ্যান আছে। প্রথমটি ব্রতঅনুষ্ঠানেব অঙ্গ হিসাবে পরিকল্পিত। ঈশ্বর এক দবিদ্র ব্রাহ্মণেব উপব দযাপববশ হইযা ফকিবেব বেশ ধরিয়া দেখা দেন এবং তাঁহাকে সত্যনারাযণেব সিন্নি[২] দিয়া পূজা করিতে উপদেশ দেন। সেই উপদেশ পালন করিয়া ব্রাহ্মণ ঐশ্বর্যশালী হয়। দ্বিতীয় উপাখ্যানটি প্রথমটির উদাহবণস্থানীয় ব্রতকথার মতো, চণ্ডীমঙ্গলেব ধনপতি-খুল্লনা উপাখ্যানের ছাঁচে ঢালা। এক সদাগর সত্যনারায়ণের কৃপায় কন্যাসন্তান লাভ করে। কন্যাব বিবাহ হইলে সাধু জামাতাকে লইয়া বাণিজ্যে যায় এবং সত্যনারায়ণের পূজা না করায় রাজদ্বারে বিপন্ন হয। সদাগর-পত্নী সত্যনারায়ণের পূজা করায় তাহারা নির্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে থাকে। ঘাটে তাহাদের

আগমন শুনিযা তাহার কন্যা সত্যনারায়ণের প্রসাদ উপেক্ষা করিযা স্বামিসন্দর্শনে ছুটিযা যায়। তাহাতে ঘাটের কাছে ভরাডুবি হয়। পুনরায় সত্যনারায়ণের পূজা করিলে পর সদাগর ও তাহার জামাতা বাণিজ্য-তরী সমেত জল হইতে উঠে।

সর্বাপেক্ষা পুরানো পাঁচালীগুলি হইতেছে ভৈরবচন্দ্র ঘটকের[৩], ঘনরাম চক্রবর্তীর[৪], রামেশ্বর (ভট্টাচার্য) চক্রবর্তীর[৫], ফকিররাম দাসের[৬] ও বিকল চট্টের।[৭] বর্ধমান জেলায় সাহারাদ পরগনার অন্তর্গত ভাকহা[৮] গ্রাম নিবাসী "দ্বিজ" গিরিধরের নিবন্ধ ১০৭০ সালে লেখা হইযাছিল, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর মতে।[৯] ১০৭০ সাল মল্লাব্দ না হইলে এইটিই প্রাচীনতম পাঁচালী। তবে এই তারিখের যথার্থতার প্রমাণ নাই।

ঘনরাম ও গিরিধর ছাড়া বর্ধমান অঞ্চলের অপর সত্যনারায়ণ-পাঁচালী-রচযিতা হইতেছেন পাটুলির নিকটে নারায়ণপুর নিবাসী মৌজিরাম ঘোষাল[১০], কৃষ্ণকান্ত[১১], শিবচরণ[১২], সাতসইকা পরগনায় সাহাপুর নিবাসী রামশঙ্কর সেন[১৩], দেবগ্রাম নিবাসী "দ্বিজ" কৃপারাম[১৪], নাসিগ্রাম নিবাসী কাশীনাথ ভট্টাচার্য সার্বভৌম[১৫], "দ্বিজ" রামধন[১৬] এবং "দ্বিজ" নন্দরাম[১৭]।

অন্যান্য সত্যনারায়ণ পাঁচালী লেখক হইলেন—অযোধ্যারাম রায় কবিচন্দ্র' দ্বিজ" রামভদ্র[১৯], "দ্বিজ" বিশ্বেশ্বর[২০] ভারতচন্দ্র রায়[২১] "দ্বিজ জনার্দন' 'দ্বিজ অমরসিংহ[২২], "দ্বিজ" রামচন্দ্র[২৪] দুর্গাপ্রসাদ ঘটক[২৫] ঈশান গোস্বামী' নরহরি ' মধুসূদন ' 'দ্বিজ" কালিদাস[২৯], দ্বিজ' বিশ্বনাথ[৩০] গোবিন্দ ভাগবত[৩১] শিবচন্দ্র সেন বিপ্রনাথ সেন[৩২], "দ্বিজ" রামকিশোর, লালা জয়নারায়ণ সেন[৩৩] 'দ্বিজ রামানন্দ[৩৪], "দ্বিজ রঘুনাথ[৩৫], "দ্বিজ" রামকৃষ্ণ[৩৬], ফকিরচাঁদ[৩৭] "দ্বিজ" দীনরাম[৩৮] নয়নানন্দ[৩৯], 'দ্বিজ রঘুরাম', "দ্বিজ" হরিদাস[৪১], বিজয় ঠাকুর[৪২] শিবরাম রাজা[৪৩], দেবকীনন্দন[৪৪] গঙ্গারাম[৪৫], শিবনারায়ণ[৪৬], কুমুদানন্দ দত্ত।[৪৭]

অযোধ্যারামের পাঁচালীতে সদাগরের নাম রত্নাকর, কন্যা সুশীল, জামাই কাটোযা নিবাসী সদানন্দ নাগ। লেখক বোধ হয় মধ্যরাঢ়ের লোক ছিলেন। বাণিজ্যযাত্রায় অনেকগুলি স্থানের নাম আছে। রামভদ্রের পাঁচালীতে সাধু ধনেশ্বর, জামাতা চন্দ্রকেতু। সদাগর বাণিজ্য করিতে গিযাছিলেন সুরত বন্দরে, সিংহল পাটনে নয়। বাণিজ্যের বিবরণ কৌতূহলোদ্দীপক। বিশ্বেশ্বরের পাঁচালীতে সদাগর শঙ্খপতি কন্যা কলাবতী জামাতা লক্ষপতি।

"দ্বিজ" রঘুনাথ অর্থাৎ রঘুনাথ চক্রবর্তীর 'সত্যনারায়ণের পুথি' ১৮৭০ অব্দে মুদ্রিত হইযাছিল। রামকৃষ্ণের পাঁচালী ছাপা হইযাছিল ১৮৭৫ অব্দে।

আসামে গোযালপাড়া অঞ্চলে একটি নিবন্ধে[৪৮] সত্যনারায়ণ-পূজার ইতিহাস অন্যভাবে আছে। বিষ্ণু লক্ষ্মীকে একদিন বলিলেন যে তিনি কলিযুগে "সত্যসেবা" প্রচার করিবেন। লক্ষ্মী বলিলেন, সত্যের পূজার প্রকরণ কী? সত্য দেবতা কেমন? উত্তরে বিষ্ণু তাঁহাকে "সত্যের বিবরণ" কহিলেন। ব্রহ্মপুত্রের তীরে সমৃদ্ধ কাশীপুর গ্রামে সতানন্দ (সদানন্দ) নামে বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনিই প্রথম সত্যসেবার কথা পরার প্রবন্ধে প্রচার করিযাছিলেন।

সেহি গ্রামে সতানন্দ বৈদিক ব্রাহ্মণ
প্রথম প্রকাশ তাতে সত্যনারায়ণ।

নিবন্ধটির রচয়িতা মুক্তারাম দাস। পিতা গঙ্গারাম, পিতামহ রাজারাম। রচনাকাল ১১৮৭ সাল, ১৭০২ শকাব্দ (১৭৮০ অব্দ)।[৪৯]

বিদ্যাপতির সত্যনারায়ণ-পাঁচালীতে[৫০] বহু প্রসিদ্ধ স্থানীয় পীরের ও পীরানীর উল্লেখ আছে। যেমন, বড়-খাঁ গাজী, দরদস্তা পীর ("বড়-খাঁ গাজীরে যেই করিল জাহির"), আজমীর শহরে আজমেরি পীর, মাইতালার বিবি ("মাইতালার বিবি বন্দো সৈয়দের নারী"), পাণ্ডুয়ার সূফী খাঁ, গড়-মান্দারণের শাহ ইসমাইল গাজী ("যার নাম জাহির তামাম লোকে জানে"), ত্রিবেণীর দফর খাঁ, ত্রিবেণীর ওপারে পীর শকরগঞ্জ, খরমপুরে মিঞা মেরু।

ভনিতার নিদর্শন

দুঃখ দেখি বনিতার পীর রূপে উপকার ফকির বেশে আসিলা জমিনে
হইলেন জাহির কলিযুগে সত্যপীর কবি বিদ্যাপতি ইহা জানে।
নিয়ত হাসিল সত্যপীরের কালাম
কহে বিদ্যাপতি কবি হাজার সালাম ॥

বিদ্যাপতির পাঁচালীতে ফারসী শব্দের বাহুল্য লক্ষণীয়

দ্বিতীয় ভাগের রচনাগুলির বিষয় রূপকথা অথবা লৌকিক গল্প হইতে নেওয়া। এগুলিতে গল্পরসই প্রধান। আকারও একটু বড়। এমন রচনার লেখক হইতেছেন বল্লভ (শ্রীকবিবল্লভ)[৫১], কিঙ্কর[৫২], ফকিররাম[৫৩], কৃষ্ণহরিবী[৫৪], আরিফ[৫৫], 'দ্বিজ" গুণানিধি[৫৬], লালমোহন[৫৭], দয়াল[৫৮] ইত্যাদি।

বল্লভের মদনসুন্দর পালার কাহিনী অভিনব। সদানন্দ ও বিনোদ, দুই ভাই সদাগর রাজার আজ্ঞায় সফরে যাইবার কালে খোদার বিড়ম্বনায় সমুদ্রবক্ষে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়াছিল।

পাথরের গোর এক ভাসিয়ে দরিয়ায়।
নড়া করে নড়কী কিন্নরে গীত গায়
দরিয়ার বিচেতে অপূর্ব শোভা পায়।
মৃগছাল পানির উপরে ঢালা দিয়া
চারি ফকির নিমাজ করে পশ্চিমমুখ হৈয়া।

সদাগরেরা রাজাকে এই দৃশ্য দেখাইতে না পারিয়া কারারুদ্ধ হইল। এদিকে গৃহে উহাদের স্ত্রীরা এক ফকিরের পাল্লায় পড়িয়া সিদ্ধাই শিখিয়া ডাকিনী হইয়া গাছে চড়িয়া দেশে বিদেশে ঘুরিতেছে। একবার লুকাইয়া তাহাদের সঙ্গে গিয়া ছোট ভাই মদন সদাগর এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পলাইয়া আসিল। পরে নানা বিড়ম্বনার পর রাজকন্যার সহিত তাহার মিলন হইল। তখন দুই ডাকিনী ভ্রাতৃজায়া বুঝিতে পারিল যে মদন তাহাদের কাণ্ডকারখানা জানিয়াছে। তাহারা মন্ত্র পড়িয়া মদনকে শ্যেন পক্ষী করিয়া দিল। খোদা রাজপাখি হইয়া তাহাকে তাড়া করিয়া পাটনে লইয়া গেলেন। সেখানে তাহার দুই ভাই বন্দীঘরে ছিল। তাহার পর খোদা রাজাকে স্বপ্নে ভয় দেখাইয়া বলিলেন,

শুনহ বেইমান রাজা বাত কহুঁ তোরে
রাখ্যাছ গোলাম মেরা কিসের খাতিরে।
সাত হাজারের মার্তা লইয়াছে ভাঁড়া

মহল ভিতরে নাচে সাত শত নাড়্যা।
হান-হান কাট-কাট করিয়া ফুকুরে
রুধিরের নদী বহে মহল ভিতবে।
তামাম সহরে আগ লাগাইয়া দিল
জরু জাতি মাল মার্তা জ্বলিতে লাগিল।

খোদার শাস্তিবর্ণনা শুনিয়া রাজা ভয় পাইয়া দুই ভাইকে ছাড়িয়া দিল। তাহারা দেশে ফিরিল। আসিবার কালে সেই পাখিকে ধরিয়া লইল, কারণ মদন একটি শ্যেন পক্ষী আনিবার কথা বলিয়াছিল। দেশে ফিরিয়া ভাইকে না দেখিয়া দুইজনে শোক করিতে লাগিল। তাহার পর খোদা ফকিরের বেশ ধরিয়া মদনের পত্নী কুন্তলাকে সত্যনারায়ণের পূজা দিতে বলিলেন। কুন্তলা তাহাই করিল এবং পিঞ্জরস্থ পক্ষীকেও কিছু সিন্নি দিল। সে সিন্নি খাইয়া মদন নিজের মনুষ্যরূপ ফিরিয়া পাইল।

উল্লেখযোগ্য দুইজন মুসলমান লেখকেব রচিত সত্যনাবাযণ-পাঁচালী পাওযা গিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রধান আরিফ। ইনি দক্ষিণবাঢ়ের লেখক ছিলেন।[৫৯] পুথিও এই অঞ্চলেরই। আরিফের নিবাস ছিল তাজপুর গ্রামে। এই গ্রাম দেশডাব নিকটে।

দেশডা[৬০] দক্ষিণে ঘর তাজপুর মোকাম

ফকিররামের নিবন্ধে যাহা ফাঁসিযাড়ার পালা আরিফের কাব্যে তাহাই "লালমোনের কথা" এবং একমাত্র পালা। কাহিনী সংক্ষেপে বলি। কেরবি শহরবাসী উজীর সৈয়দ জামালের একটি কন্যা ছিল। নাম তাহার লালমোন। রাজমন্ত্রীর সংসারে নিজের বলিতে কেহ ছিল না। তাই "একলা ছিলেন লাল দুলাল সভার"। একদিন

গোছল করিআ বিবি আইলেন ঘরে
চুল শুকাইতেছেন বালাখানা উপরে।
পাছু পানে ঝাড়ে কেশ ছাতে হেলাইযা
হিআব বসন তাব পড়িল খসিযা।
উলঙ্গ হইলা বিবি কোমব হইতে
হোসেন শাহা বাদসা তাহা পাইল দেখিতে।··
লালে দেখিযা বাদশা হেট-শিব হৈল
আশকে আকুল হৈযা ভাবিতে লাগিল।

চিঠিপত্রের মধ্য দিয়া আলাপ জমিয়া অবশেষে দুইজনেব সাক্ষাৎ হইল। বাদশা বলিল,

আমাবে কবুল কর শুন লাল সুন্দবী
বাদশাই হইবে তোমার অধিকাবি।

লালমোন ও হোসেন শাহা পবস্পরের প্রেমে নিমজ্জিত হইল। হোসেন শাহা তখনি লালমোনকে গ্রহণ করিতে চাহিলে লালমোন কাতর হইয়া বলিল,

আপনার তনু আমি সঁপিনু তোমায়
জানিলে আমার বাপ কি হবে উপায।·

বাদশাজাদা বলিল তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেছি, ইহাতে সত্যপীর নাবাযণ সাক্ষী রহিলেন। তখন লালমোন খুশি হইয়া হোসেন শাহাকে শাদি করিল।

চাবি যে কলেমা শাহা আপনি পডিল
উঠিলা উজিবজাদী শ্ছাল্যাম কবিল
হাস্যপবিহাস কথা কহে দুইজনে
বচিল আবিপ কবি সত্যাব চবণে

এমন সময "গাজী সত্যনাবাযণ" লালমোনকে আশীর্বাদ কবিতে আসিলেন।

পীব বলে লাল সাক্ষী কবিল আমায
দ্বোআ[৬১] কবি আসি আমি হাত ফিবায গায।
লালকে কবেন দ্বোযা হাত উঠাইযা।
হীবামন মানিক ভিক্ষা দেহ না আমাকে

বাদশা ফকিবকে হাঁকাইযা দিলে তিনি শাপ দিলেন, তুমি পথে লালকে হাবাইবে। বাদশা তখন লালকে বলিল, জানাজানি হইযা পডিল। এখন চল আমবা পলাই। তুমি পুরুষ সাজ নাও।

মবদানা পোসাগ কবি বান্ধিব কোম্ববব
বাহা খবচ নিব কিছু আশ্ছকপি মোহব।

দুইজনে তাহাই কবিল এবং সে দেশ ছাডিযা দোসবা মুলুকে পৌঁছিল। তাহাব পব ডাহিনে পাটন বাখিযা বামে জুলুমাত শহবেব দশ ক্রোশ তফাতে থাকিযা বাগ (অথবা আজব) শহবেব অভিমুখে চলিল।

এতেক বলিযা দুহে ঘোডা হেঁকে যায
ভুলিল আজমেব বাহা দিশা নাই পাই।

পথ ভুলিযা দুইজনে ফাঁসিযাডাব বাডিব দবজায পৌঁছিল। ফাঁসিযাডাবা সবাই শিকাবে গিযাছে। কেবল এক বুডি দবজায বসিযা আছে।

বুডিব আতিথ্য স্বীকাব কবিযা লাল বন্ধন কবিল। কিন্তু খাইবাব আগেই বুডিব হাবভাবে ভয় পাইযা দুইজনে ঘোডা হাঁকাইযা পলাইল। ইতিমধ্যে বুডিব ডাকে তাহাব ছেলেবা আসিযা পডিযা তাডা কবিল। বেগতিক দেখিযা লাল স্বামীকে বলিল, তুমি পালাও, আমি ইহাদেব ঠেকাইযা বাখি।

ঘোডা হেঁকে প্রাণনাথ ভেগে যাহ তুমি
ফেম্নেডাব সাথেতে লডাই দিব আমি।
পুরুষ পবেশ-জাতি যেইখানে যাবে
আমা হেন কত নাবী ঘবে বস্যা পাবে।

বাদশা বলিল,

দিআছি ডাহিন হাত পিবিত লাগিযা
কোথাকাবে যাব লাল তোমাকে ছাঁডিযা।

দুইজনে তখন ফাঁসিযাডাদেব সম্মুখীন হইল। লালমোনেব হুঙ্কাবে ফাঁসিযাডাবা ভয পাইযা পিছু হটিযা গেল।

সভাব প্রধান ছিল গোপাল জগাই
দামুদরে ডেকে বলে আগু হ বে ভাই।

যে আগু হয় সে-ই লালের হাতে কাটা পড়ে। বাকি রহিল এক কমবয়সী ছোকরা, শিশু বলিলেই হয়। লাল তাহাকে কাটিতে গেলে সে বাদশার শরণ লইল। বাদশা তাহাকে কাটিতে নিষেধ করিলে

লালমোন বলে বাদশা তোমারে সমঝাই
কালসাপের বাছারে রাখিয়া কাম নাই।

বাদশা বলিল, ইহাকে দেখিয়া মায়া হইতেছে। সঙ্গে নেওয়া যাক,ছেলের মতো মানুষ করিব। লালের নিষেধ না শুনিয়া বাদশা তাহাকে সঙ্গে লইল। বনে বনে তিন দিন ঘুরিবার পর একস্থানে পৌঁছিয়াই বাদশা বলিল, আর পারি না। এস এই গাছের তলায় সাত দিন মোকাম করি।

সেইখানে তিন রোজ গুজারিয়া যায়
খোসালিত খানাপিনা পাকাইয়া খায়।

চতুর্থ দিনে লালমোন গিয়াছে স্নানে। বাদশা গাছের তলায় বিছানা পাতিয়া ঘুমে অচেতন। সুযোগ পাইয়া

ফেসেড়া-নন্দন তলআর হাতে করি নিল
মারিয়া সমশের তার শির জুদা কৈল।

বাদশার কাটামুণ্ড ভূমিতে গড়াইয়া পড়িয়া লালমোনকে ডাকিতে লাগিল। তাহার পর বাদশার পোশাক পরিয়া ফেসেড়া লালের কাছে গিয়া বলিল, তোমার পতিকে হত্যা করিয়াছি। তুমি এখন আমার ঘরে চল।

স্বামীর মৃতদেহ কোলে করিয়া লালমোন বিলাপ করিতে লাগিল।

দিয়াছি ডাহিন হাত পিরিতি লাগিয়া
কেমনে থাকিবে নাথ মোরে পাসরিয়া।
সংসারের মাঝে মোর নাহি বন্ধুজনা
দরিয়ার মাঝে যেন ভাসে টোকা পানা
কোথা যাবে প্রাণনাথ মোরে কর সাথী
দুইজনে এক সাথে রচিব পিরিতি

চারিদিন ধরিয়া লালমোনের বিলাপ চলিলে পর সত্যপীরের টনক নড়িল। তিনি লালমোনের কাছে আসিয়া ব্যাপার জানিয়া লইয়া বলিলেন, "মরেছে তোমার পতি সত্যপীরের হঠে।"

এতেক শুনিয়া লাল মানিল শিরনি
খোশালিত-মন বড় সত্য গুণমণি।

তখন পীর বলিলেন, "কাপড় কাণ্ডার করে দেহ লালমোন।" কাপড়ের ঘেরার মধ্যে

দয়ার সাগর পীর এলাহি ভাবিয়া
কুণ্ডরের কান্ধে শির দিল বসাইয়া
ভেস্তের পানি পীর তার অঙ্গে দিল
হুকুম আল্লার শির জোড়া লেগে গেল।

আবার দুইজন পথে বাহির হইল। লালমোন কিন্তু পীরের শিরনি দিতে একেবারে ভুলিয়া

গিয়াছে।

মৃগাল শহরের নিকটে পৌঁছিয়া তাহারা এক পুকুরের ধারে বিশ্রাম করিতে বসিল। গাছের গুঁড়িতে ঘোড়া বাঁধিয়া বাদশা বাজার করিতে গেল। পথে এক ডাকিনী মালিনীর সঙ্গে তাহার দেখা।

পারুল নামেতে মালিনী রূপে বিদ্যাধরী
দেখি বাদশার রূপে ভুলিল সুন্দরী।

বাদশাও তাব রূপে ভুলিয়া তাহার কাছে ফুলের হার চাহিল। তখন

যোগবিদ্যা জানে সেই মালিনী পাকল
বাদশাব হাতেতে দিল পড়িযা এক ফুল।
খোশালে বাদশার বেটা ফুল সুঙ্গেছিল
সত্যেব হঠেতে বাদশা কাল মেডা হৈল।

মালিনী তাহাকে ঘবে লইয়া গেল।

বাত্রেতে মানুষ কবে সঙ্গেতে যে থাকে
দিন হৈলে মডা করে পাটাতনে রাখে।

পুকুব ধাবে বসিযা উজীবজাদী পথ পানে চাহিয়া ভাবিতেছে এমন সময "আব এক তামাসা পয়দা কৈল সত্যপীর।" মৃগাল শহবেব বাদশা সৈয়দ-নেহাবেব ঘোডা চুবি গিযাছে রাত্রিবেলা। সকালে উঠিযা বাদশা কোটালকে ডাকিযা বলিল,

তাগিদ কবিযা ঘোডা এনে দেহ মোবে
নহেত মশানে মাথা কাটা যাবে তোবে।

কোটাল আসিয়া পুরুষবেশী লালমোনকে ধরিয়া বাদশার কাছে লইযা গেল।

গোশা হইযা বাদশাজাদা বলে হান হান
এই বেটাবে কাট লয্যা দক্ষিণ মশান।

হুকুম শুনিয়া

লাল বলে বাদশা তুমি বডই গুআব
মাবিতে হুকুম দেয[৬৫] না কবে বিচাব।

তখন বাদশা তাহাকে বিচারের প্রতীক্ষায় বন্দীখানায় রাখিতে বলিল। ছয মাস ধরিযা লালমোন বন্দীখানায পচিতে লাগিল। অবশেষে পীরের দয়া হইল। তিনি জঙ্গল হইতে এক গণ্ডার পাঠাইলেন শহব উৎখাত করিতে। সৈন্যসামন্ত বাদশা সকলে গণ্ডাবের কাছে হাব মানিল। শেষে টেঁটবা দেওয়া হইল, যে গণ্ডার মাবিতে পাবিবে সে বাদশাজাদীব পাণিগ্রহণ করিবে। এ খবর বন্দীখানায় লালের কানে পৌঁছিলে লাল কোটালকে ঘুষ দিয়া ছাড পাইল এবং গণ্ডার মারিল। লালের সহিত বাদশাজাদী মহাতাবেব বিবাহ হইল। বিবাহ উৎসব চুকিয়া গেলে পর লালকে কাঁদিতে দেখিয়া

কন্যা বলে প্রাণনাথ কান্দ কি কারণে
হাস্যপরিহাস কথা কহ নাহি কেনে।
কহিতে কহিতে কন্যা গাত্রে হাত ফিরায়
কান্দিযা কান্দিয়া লাল কহেন তাহায়।

এক মাস মাপ কর খাও মোর মাথে
পশ্চাতে কহিব আমি যত আছে কথা।
এইরূপে সেই রাত্র গুজরিয়া গেল
সত্যপীর বলে লালের এআদ পড়িল।

সকালবেলা কামিলা ডাকিয়া "সত্যের মহজ্জিদ [৬৪] কন্যা উঠাইয়া দিল।" তাহার পর নাটগীতের আসর পাতিল। উদ্দেশ্য

আসিবে শহরের লোক তামাসা দেখিতে
প্রাণনাথ থাকে দেখা হবে তার সাথে

মালিনীর বন্দী বাদশাজাদা নাচ-গানের খবর পাইয়া মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যাপার জানিতে পারিল। মালিনীর সঙ্গে সেও আসিল। কিন্তু লালমোন ভিড়ের মধ্যে তাহাকে চিনিতে পারিল না। চলিয়া যাইবার পূর্বে মালিনীর অসাক্ষাতে বাদশাজাদা মসজিদের দক্ষিণ গায়ে নিজের দুঃখকাহিনী লিখিয়া রাখিয়া গেল। পরদিন সকালে লালমোন মসজিদ দেখিতে আসিয়া সেই লেখা পড়িল এবং তখনি উজীরকে হুকুম দিয়া শহরের সমস্ত মেড়া হাজির করাইল। তাহার মধ্যে মালিনীর মেড়া না দেখিয়া মালিনীর ঘরে পেয়াদা পাঠাইয়া মালিনী ও মেড়া আনাইল। মালিনীকে অনুরোধ করা হইল মেড়াকে মানুষ করিয়া দিতে। মালিনী বলিল, 'একথা শুনি নাই যে মেড়া মনুষ্য হয়।"

এতেক শুনিয়া লাল গোসায় জ্বলিল
মালিনীকে মারিতে তবে হুকুম করিল।
হুকুমে মারিয়া খাল উখালিয়া দিল।[৬৫]
অবশেষে সেই মেড়া মনুষ্য করে দিল

স্বামীকে পাইয়া লালমোন মহাতাবকে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করিয়া বিদায় চাহিলে মহাতাব তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাপমায়ের কাছে গিয়া কাঁদিয়া সকল কথা জানাইল। বাদশা লালের কাছে গিয়া তাহার স্বামীর হাতে মহাতাবকে দিয়া সেইখানে তাঁহার পুত্রবৎ রাজ্য করিতে অনুরোধ করিল। লালমোন তখন সত্যপীরের মানত শোধ করিল।

সওয়া লাখ টাকার শিরনি আনিল ধাইয়া
সত্যের শিরনি লাল দিলেন বাটিয়া।
মক্কায় বসিয়া পীর হাসেন নারায়ণ
এতদিনে আমারে বুঝিলেন লালমোন

শেষের ভনিতা

আল্লা আল্লা বল ভাই দিন বয়্যা যায়
হুকুম সত্যের যে আরিফ করি গায়।
এইখানে এই কেচ্ছা হইল তামাম
বদন ভরিয়া লেহ সত্যপীরের নাম॥

সত্যপীর-পাঁচালীর দ্বিতীয় মুসলমান লেখক ফৈজুল্লাও পশ্চিমবঙ্গের লেখক ছিলেন।[৬৬] তাঁহার কাহিনীতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আল্লা, মোহম্মদ মুস্তাফা, পাঞ্জাতন পীর, বসুলের চারি ইয়ার এবং স্থানীয় পীর-পীরানীদের বন্দনা করিয়া ফৈজুল্লা হিন্দুর ঠাকুরগণকে বন্দনা

করিয়াছেন। যেমন খানাকুলের গোপীনাথ, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-বলরাম, দেবকী-রোহিণী-শচীঠাকুরানী, গোরাচাঁদ। তাহার পর

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ
শুন গাজী আপনি আসরে দেহ মন।

ফৈজুল্লার নিবাস ছিল পাচনা গ্রামে।

বলে ফৈজুল্লা কবি পাচনায় বসতি
কহে ফৈজুল্লা কবি পাচনায় থাকিয়া

তৃতীয় ভাগের সত্যপীর-পাঁচালী রচনায় সত্যপীর দেবতা নহেন, মানব-সন্তান। ইহার কাহিনীও উপকথা-জাতীয়, তবে পুরাপুরি নয়। এখানে উপকথার মধ্যে জনশ্রুতি আছে এবং দেশকালের অনুগতিপ্রচেষ্টা আছে। তবে এ-ধরনের কাহিনীর মধ্যে ইতিহাসের বস্তু কিছুমাত্র নাই। সে বস্তুর অনুসন্ধানও নিরর্থক।

এই ধরনের দুইটি রচনা উল্লেখযোগ্য,—শঙ্কর আচার্যের[৬৭] এবং কৃষ্ণহরি দাসের।[৬৮] দুইটি রচনার মধ্যে বিষয়গত মিল বেশ আছে। শঙ্কর আচার্যের নিবন্ধে সত্যপীর সুলতান আলা বাদশাহের দুহিতার কানীন পুত্র, সুতরাং মুসলমান। কৃষ্ণহরি দাসের নিবন্ধে তিনি এক রাঢ়েন্দ্র ব্রাহ্মণ রাজার কন্যার কানীন পুত্র, সুতরাং হিন্দু

কৃষ্ণহরি দাসের পাঁচালী বেশ বড় বই। সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লেখা। কৃষ্ণহরি ছিলেন বাউল দরবেশ সম্প্রদায়ের শিষ্য। পিতা রামদেব মাতা পদ্মা, গুরু গাহের মামুদ সরকার, নিবাস পূর্বে বনগাঁও শাখারিয়া, পরে মইপুর। কৃষ্ণহরি মুখে মুখে রচনা করিয়া যাইতেন, শিষ্য হরনারায়ণ দাস লিখিয়া লইতেন।[৬৯]

রঙ্গপুর ধরনকুটীর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা (১১৯০ সালের) লইয়া কৃষ্ণহরি দাস একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন।[৭০] ঘটনাটি কৃষ্ণহরি দাসের সমসাময়িক হওয়া সম্ভব। এই কবিতায়ও এক গাহের মামুদের নাম আছে।

কৃষ্ণহরি দাসের কাব্যের প্রথম ও প্রধান অংশ হইতেছে মূল কাহিনী, মালঞ্চার পালা। বাকি কাহিনীগুলি—শিশুপাল রাজার পালা, হীরা মুচির পালা শশী বেশ্যার পালা রাজজোড়ের যশমন্ত সাধুর পালা এবং রনগ্রামের গুন্দি সওদাগরের পালা—তুলনায় অনেক ছোট। হীরা মুচির কাহিনীতে ধর্মপূজাপদ্ধতির সদা ডোমের উপাখ্যানের প্রভাব আছে। মালঞ্চার পালা সংক্ষেপে বলিতেছি।

মালঞ্চার রাজা ছিলেন মৈদানব (ময়দানব অথবা মহীদানব)।[৭১] তাঁহার অনূঢ়া কন্যা সন্ধ্যাবতী নূর নদীতে নাহিতে গিয়া একটি সুগন্ধি ফুল পাইয়া তাহা আঘ্রাণ করিয়া গর্ভবতী হয়। বাপ-মা জানিতে পারিয়া মেয়েকে ফুলবন অরণ্যে বনবাস দেয়। সঙ্গে থাকে দুই দাসী। গর্ভস্থ সত্যপীরের আদেশে লোকমান হাকিম সেখানে সন্ধ্যাবতীর বাপের বাড়ির মতো প্রাসাদ তুলিয়া দিল। সেইখানে সন্ধ্যাবতী বাস করিতে লাগিল। যথাকালে গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইল—রক্তের ডেলা। তাহা সন্ধ্যাবতী বেগবতীর জলে ভাসাইয়া দিল। তাহা এক "কচ্ছবিনী" খাইল। কচ্ছপীর উদর হইতে সত্যপীর মনুষ্যমূর্তি ধরিয়া বাহির হইলেন। কচ্ছপী মুক্ত হইয়া স্বর্গে গেল। সত্যপীর গেলেন জলের তলে খোওয়াজ জিন্দা পীরের

কাছে। গিযা

সত্যপীব বলে হাদি তুমি মোব মুবশিদ
আমাকে বাতাও তুমি কবিযা মুবিদ।

খোওযাজ কিছুতে বাজি হইলেন না। সত্যপীব জেদ কবায তিনি দেশ ছাড়িয়া পলাইলেন। সত্যপীবও পাতালে বলি-বাজাব দেশে ধাওযা কবিলেন। তখন আব পথ না দেখিযা খোওযাজ বাজি হইলেন। দুইজনে বেগবতীব তীবে ফিবিযা আসিলেন। খোওয়াজ প্রথমে সত্যপীবেব জন্মকথা শুনিলেন তাহাব পব সন্ধ্যাসংকেতে তাহাকে তত্ত্ব-উপদেশ দিলেন।

পডিলে সে পডা নহে বুঝিলে সে হয
বুঝিলে সে বড নহে সাধনে সে পায।
একগোটা তাল বৃক্ষ দেখিতে সুন্দব
একটা ছাগল বান্ধা তলায বৃক্ষেব
তালেব শিকড যদি ছাগল না চাটে
তবে আব তালগাছেব মাঞ্জা নাহি ফুটে।
ছাগল চাটিল যদি তাল গাছেব গোড
বুঝ বাবা সত্যপীব ফকিবেব ওড।

তত্ত্বজ্ঞান পাইযা সত্যপীব পাঁচবছবেব শিশু হইযা সন্ধ্যাবতীব কাছে আসিল। মাযেব কাছে কিছুদিন থাকিযা ঝাডখণ্ডেব অধিবাসীদেব বোগভয দেখাইযা উঠাইযা আনিযা সত্যপীব ফুলবন অবণ্যে প্রজা বসত কবাইল। ঝাডখণ্ডেব বাজাও সত্যপীবেব কাছে নতিস্বীকাব কবিল। তাহাব পব দুই-চাবটি কেবামতিব পব সত্যপীব মাতামহেব দেশ মালঞ্চায গেলেন। বাজা তাঁহাকে যাবনিক পূজা প্রচাবেব অপবাধে কাবাগাবে দিল। কাবাগাব হইতে পলাইযা সত্যপীব বাজপুবোহিত কুশল ব্রাহ্মণেব আশ্রয লইলেন। কুশল ও তাহাব পত্নী আনন্দী সত্যপীবকে পুত্রের মতো পালন কবিতে লাগিল। নূব নদীতে স্নান কবিতে গিযা বালক সত্যপীব একদিন ঘাটে কোবানেব পুথি কুডাইযা পাইযা ঘবে আনিযাছিলেন। কোবান লইযা কুশলেব সঙ্গে সত্যপীবেব তর্ক উঠিল। ব্রাহ্মণ বলিল, কোবান জলে ভাসাইযা দাও গিযা। বালক বলিল, কেন? ব্রাহ্মণ বলিল, কোবান পডিলে জাতি যায। সত্যপীব বলিলেন, "কি আছে কোবানেব মাঝে জাতি যাবে কিসে?" ব্রাহ্মণ বলিল, কোবানেব প্রথমেই "বিছমিল্লা হবফ" আছে।

ব্রাহ্মণ হইযা যদি বিছমিল্লা কয
শেষকালে সেই জন বৈকুণ্ঠ না পায।

সত্যপীব যুক্তি দিযা বুঝাইলেন,

এক ব্রহ্ম বিনে আব দুই ব্রহ্ম নাই
সকলেব কর্তা এক নিবঞ্জন গোঁসাই।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বব যাব নাম জপে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাব এক লোমকূপে।
হস্ত নাহি পদ নাহি ধবেছে সংসাব
মুখ নাই আছে তাব কবিতে আহাব।

কর্ণ নাহি কথা শোনে চক্ষু নাহি দেখে
চিনিতে না পারে কেহ সর্বঘটে থাকে।
সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমিল্লা কয়
বিষ্ণু আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়।

কুশলের হইয়া পূজা কবিতে গিয়া সত্যপীব রাজ-অন্তঃপুরে সত্যপীর-পূজা প্রবর্তন করিলেন। তাহাতে মাতামহের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ বাধিল। অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া মৈদানব অবশেষে সত্যপীরকে মানিল। সন্ধ্যাবতীও পিতৃগৃহে স্থান পাইল। মাতামহাবাসে কিছুদিন থাকিয়া সত্যপীর নূতনতব অভিযানে বাহির হইয়া গেলেন।

লালমোন-বাদশা-ফাঁসিয়াড়ার রূপকথা আরও অন্তত একজন লেখক সত্যনারায়ণ-পাঁচালীতে গাঁথিযাছিলেন। ইঁহার নাম ফকিররাম কবিভূষণ। (সম্ভবত ইনিই পূর্বে উল্লিখিত অঙ্গদ-রায়বার পালার লেখক।) ফকিররামেব নিবন্ধটির বিশিষ্ট নাম 'শশীসোনা', 'শশীসেনা', 'সখীসোনা' অথবা 'সখীসেনা'।[৭২] কোন কোন পুথিতে গল্পটি দেবীমাহাত্ম্য রূপে উপস্থাপিত ॥[৭৩]

## ৪ মানিকপীর

সত্যপীর যেমন জোড়াতালি (composite) দেবতা মানিকপীব তেমন নয। মানিক সূফীদের স্বীকৃত এক পীর। তিনি অনেকটা যীশুব স্থানীয়। কখনও কখনও তিনি যীশুর ("ইশা" নবীর) সঙ্গে অভিন্ন। মানিকপীবের নামে মানিক(মাণিক্য) শব্দেব কোন সংস্পর্শ নাই। ইহা আসিযাছে মানিকী (Manichee, গ্রীক Manikhaios) হইতে। (ইনি ইরানেব লোক ছিলেন এবং খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে জরথুশ্ত্রীয় ও খ্রীস্ট ধর্মেব সংমিশ্রণে নূতন ধর্মমত প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সূফীরা মানিকীকে পীব বলিযা—এবং যীশুর মতো দয়ালু ও ব্যাধিনিবারক মহাপুরুষ বলিয়া—গ্রহণ কবিযাছিলেন।)

মানিকপীবের গান এখন ছড়া-রূপেই প্রচলিত আছে। তবে একটা দীর্ঘ পাঁচালীতেও তা গাঁথা ছিল প্রমাণ মিলিযাছে। অল্পকাল আগেও রামায়ণ-গানেব মতো মানিকপীবেব গান পথে-ঘাটে এবং তাঁর পাঁচালী পীবেব আস্তানায শোনা যাইত। এই গান ও গাথাব গাযক ও বাদক প্রায়ই মুসলমান। গাযক চামব ধবে। বাদকেবা খোল ও মন্দিরা বাজায়। এখানকাব দিনে যাহারা পীরের ছড়া-গান গাহিয়া ভিক্ষা কবে তাহাবা হাতে চামর বাখে এবং, বাত্রি হইলে, জ্বলন্ত প্রদীপ নেয।[৭৪]

বড গাথাব আকাবে 'মানিকপীরের গীত' একটি পুথিতে পাইযাছি।[৭৫] ভনিতায পাই সাধারণত "অনাথ" ফকির, কখনো কখনো "গরিব" ফকিব। সুতবাং রচযিতার নাম অথবা বেনাম ফকিব। ইনি মুসলমান ছিলেন। পিতাব নাম বহিম। জন্ম আজিমাবাদে ধানসীষ্যা গ্রামে।

অনাথ[৭৬] ফকিবে গান বহিমেব সন্তান
আজিমাবাদে ধানসিষ্যে যাব জন্মস্থান।
মানিক ভাবিযা গীত অনাথ[৭৬] ফকিরে গান
আজিমাবাদ ধানসিষ্যা যাব জন্মস্থান।

শেষ ভনিতা

মানিক ভাবিয়া গীত অনাথ ফকিরেতে গায়
আল্লা আমিন[৭৭] বল সভে দুই পালা হইল সায় ॥

আরম্ভ এইভাবে

কোউসে নোটায়্যা শির বন্দিব মানিক পীর
পয়দা সব মানিকের ডেরে
মানিক পয়দা হইল এলাহি খবর পাইল
ব্যাধি করিল করতারে।[৭৮]
ব্যাধি করিল যত তাহা বা কহিব কত
জবরিল মাঙ্গাইল সাঞি[৭৯]
এলাহি কহিল বাত শুন জবরিল এই মত
মক্কায় চলিয়া যাও ধাঞি[৮০]।
যত পীর পেকাম্বরে আছিল মক্কা শহরে[৮১]
বলাইয়া আন সভাকারে
আউল্যাগণে[৮২] কহে বাত ছাতি পরে দিয়া হাত
তলব করহ কোন তরে।
এলাহি (কহিল বাত) শুন সভে এই মত
ব্যাধিগণে লেহ উঠাইয়া
যতেক আউলে[৮২] ছিল ব্যাধির খবর পাইল
হেট শিবে রহিল বসিয়া।
বাতুনে[৮৩] মানিক ছিল এলাহি মাঙ্গায়্যা নিল
ব্যাধিগণ সঁপিয়া[৮৪] দিল তারে
ব্যাধিগণ লয়্যা যত তাহা বা কহিব কত
যান দেওয়ান দুনিয়ার উপরে।
মানিকের কোউস তুলে[৮৫] গরিব ফকির বলে
তোমা বিনে [নাহিক] ভাবনা
এই যে আরজ করি বাখিবে আমার পুরী
পূর্ণ কব নাযেকের বাসনা ॥

মর্ত্যলোকে মানিকের কেরামতের দুইটি কাহিনী লেখক দিয়াছেন। সেই দুইটি পালায় গীত সমাপ্ত। কাহিনী দুইটির বিস্তৃত পরিচয় অন্যত্র দ্রষ্টব্য।[৮৬]

জইদি (জয়রদ্দি) প্রণীত 'মানিকপীরের জহুরানামা'র[৮৭] আরম্ভ কতকটা ফকিরের রচনার মতো, তবে কাহিনী ভিন্ন। কৃষ্ণহরির নিবন্ধের মতো, মানিক নবজন্মে দুধবিবির কানীনপুত্ররূপে জন্ম লইয়াছিলেন। এই রচনায় বদরপীরের মাহাত্ম্যই বেশি প্রকটিত।

হেয়াৎ মামুদের 'আম্বিযাবাণী'ব (১৭৫৭) বন্দনা-অংশে দুই ভাই মানিকপীর ও শাহাপীবের কেরামতির ইঙ্গিত আছে।

মানিক পীর শাহা পীর বন্দো দুই ভাই
মারিয়া গোঠের গাবী দিয়াছে জীয়াই।

### ৫ অন্যান্য পীর

আদি নাথ-গুরু মৎস্যেন্দ্র ও স্থানীয় যোদ্ধা-পীর মসনদ-আলি মিলিত হইযা মছন্দলী (বা মোছরা) পীরে পরিণত হইয়াছেন। ইঁহার মাহাত্ম্যকাহিনী গীত হইয়াছে ছোট ছোট কযেকটি ছড়ায়।[৮৮] পূর্ববঙ্গে মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও সত্যনাবাযণ—তিনি মিলিযা ত্রিনাথ (অথবা ত্রৈলোক্যপীর) হইয়াছে।[৮৯] হরিনারাযণ দাসেব পাঁচালীতে আছে

মোচরাপীবে কহে কথা সত্যপীবেব ঠাই
ত্রৈলোক্যপীব আছে মোব জ্যেষ্ঠ ভাই।

এসব অত্যন্ত নিরর্থ ও তুচ্ছ বচনা।

সিলেট অঞ্চলে পাওয়া যায হাসিলদেবের পাঁচালী।[৯০] যিনি কাজ হাসিল কবেন তিনি হাসিলদেব। ভুল মানে বুঝিয়া নামটিব সংস্কৃত রূপান্তর হইয়াছে হাস্যনাথ। এইসব স্থানীয পীরের কীর্তি গানের ও ছোট ছোট ছড়ার মধ্যেই আবদ্ধ। সেগুলি পাঁচালীর আকাব ধবিযা বড় আসবে প্রবেশাধিকাব লাভ করে নাই।

বড-খাঁ গাজী পীরেব কাহিনীতে ঐতিহাসিক পটভূমিকা ফাঁদিবাব প্রচেষ্টা আছে। সেইজন্য এগুলি উপেক্ষণীয় নয। বড-খাঁ গাজীব সঙ্গে দক্ষিণরাযেব বিরোধ বাযমঙ্গলেব প্রসঙ্গে আলোচনা কবিয়াছি। পবে মুসলমান লেখকদেব প্রসঙ্গেও আলোচনা কবিব। এখানে একটি বিশিষ্ট কাহিনীব কথা বলিতেছি।

ছড়াটি 'মদনেব গান' (অথবা 'মদনপালা') বলিযা উল্লিখিত হইযাছে।[৯১] বচযিতাব নাম মিলে নাই। পুথি মুসলমানেব লেখা, "শ্রীশ্রীখোদায়" বলিযা শুরু। বিষয হইল—নবাব দরবারে বাকি খাজনাব দায হইতে বড-খাঁ গাজীব কৃপায মদনমল্ল (=মেদনমল্ল) পবগনাব জমিদার কোন এক মদন বাযেব উদ্ধাব। আবম্ভ

নবাব শাযিস্তে খাঁ এসেচে ঢাকায।
ঢাকাব কোটেতে এসে নবাব বসিল
বাবোভূমে জমিদাব সব মাঙাইল।
ঢাকা কোটে নবাব বসে নাম সাযিস্তি খাঁ
ইনসাব আদালত নবাব কিছু কবে না।
জমিদাব মাঙ্গাএ নবাব আনে যেই ঘড়ি
তজবিজ তঙ্কা খাই নাই তাব পাযে ল'গাযে বেড়ি।

জমিদারের শাস্তির বর্ণনা

কারে কাবে ইটেব উপবে কবে রেখেছে খাড়া
চাবুকেব চোটে কাব পোস্ত[৯২] দিচ্ছে নাড়াচাড়া।
কাবে কাবে ফেলে রেখেছে সিংহমাছেব গড়ি[৯৩]
পিষ্টে (কাক) তুলে মাবে জোড়া বেতেব বাড়ি।
তামাক খেযে গুল কাক ছাপ ধচ্চে গায
লঙ্কামরিচেব ধোঙা কাবো নাকে দেয়।
সাঁড়াশি লাগাএ কারে টানে নাক কান
কেউ বলে··আমার চেবাকি কড়ি আন।
এছাই দবদবা নবাবে জোর কিযা বড়া।

ছেপাই ছপদর[৯৪] কত হুজুরে আছে খাড়া
অই বাযত্রৈ[৯৫] আছে দুটি[৯৬] করে জোড়া
মদনমল্লের কাগজ যতো করে নাড়াচাড়া।

## টীকা

১ সেকশুভোদয়া (এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত ১৯৬৩) সপ্তদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২ ফারসী শিরনি মানে ক্ষীরভোগ।

৩ বঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত। সা প প ১৩ পৃ ৫৭ ৬০। রচনাকাল ১৬৮২ শকাব্দ (১৭৩০ ৩৯)। ভনিতা "ভূদেব ভৈরবচন্দ্র কবি তুষ্ট মন ষোল শত বাইশ শকে করিল রচন।

৪ পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৫ পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৬ পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৭ বা-প্রা পু বি ২ ১ পৃ ১৩। বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত। রচনাকাল ১৬৩৭ ("বেদ পূর্বে নেত্র দিহ তাহার পূর্বে বস তার পূর্বে চন্দ্র আলা কেল দিগদশ) শকাব্দ (১৭১১)। পিতা বারাণসী পিতামহ রমানাথ।

৮ এই গ্রামে ধর্ম ঠাকুরের পূজার বিশেষত্ব আছে বলিয়া শুনিয়াছি।

৯ সা প প ১৯ পৃ ১৩২।

১০ সা প প ১৯ পৃ ১৩৪ এ পৃ ১২৯।

১১ সা প প ১৯ পৃ ১৩৩।

১২ ঐ পৃ ১৩২। ইনিই বোধ হয় শিবরাম (বিশ্বকোষ ১৮ পৃ ২১৫)।

১৩ ক্ষীরোদচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় এই সংবাদ দিয়াছিলেন। ভনিতা "বাবুরাম সেন সুত শ্রী রামশঙ্কর খ্যাত সাতসইকা সাহাপুর ধাম"।

১৪ বসুমতী কার্যালয় প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃ ৫৪০ ৪৮। বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের অধিকারকালে (১৭৭৯ ১৮৩২) রচিত।

১৫ সা প প ১৯ পৃ ১৩৫। পিতা বৈদ্যনাথ বিদ্যালঙ্কার। রচনাকাল ১৭৪০ ("অম্বরীক্ষ বেদ অর্দ্ধ নিশাকর) শকাব্দ (১৮১৮-১৯)।

১৬ স ৫০৪ (লিপিকাল শকাব্দ ১৭৪৭ ১২৩২ সাল)।

১৭ স ১৯৮।

১৮ সা প প ৮ পৃ ৫৫ ৭২। টাকী অঞ্চলে রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে প্রচলিত। শেষের ভনিতা "বচিল অযোধ্যারাম কবিচন্দ্র রায়"।

১৯ সা-প প ৮ পৃ ১৩১ ৩৬। কাব্যের নাম সত্যদেব সংহিতা। টাকী অঞ্চলে বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে প্রচলিত। শেষের ভনিতা "বাল্যভ্রষ্ট বাল্য লভে রামভদ্র এইভাবে সত্য দেব সংহিতা প্রকাশে।

২০ সা-প প ৮ পৃ ১৯৩-২০০। রাজসাহী অঞ্চলের একটি পুথির লিপিকাল ১১৫১ সাল।

২১ ভারতচন্দ্রের প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

২২ বা-প্রা-পু বি ১ ২ পৃ ৬১ ৬২। একটি পুথির লিপিকাল ১১৭০ সাল। "সন ১১৫০ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি উপবিভাগের অন্তর্গত ভরতপুর থানার অধীন আলুগ্রাম নামক গ্রামে ধরেন্দ্র বিদ্যাভবণ ভট্টাচার্যের পুত্র এবং বাণীকান্ত ভট্টাচার্যের পৌত্র কবি জনার্দন ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন।"

২৩ বা-প্রা-পু বি ১ ২ পৃ ৪৯। বীরভূমের পুথি।

২৪ ঐ পৃ ১৪ ১৫। রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ। ইনি ছিলেন বীরভূমের লোক। ইঁহার পুত্র নিকুঞ্জলাল চক্রবর্তীও একটি পাঁচালী লিখিয়াছিলেন।

২৫ যীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত (সেনহাটি ১৩৩৩)। পুথির লিপিকাল ১২১০।

২৬ সাহিত্য সংহিতা নবপর্যায় ৮ প ১৯। রচনাকাল ১২৫৬ সাল। নিবাস মেড়তলা।

২৭ সা-প-প ৪ পৃ ৩৪০।

২৮ ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি প্রথম খণ্ড, র-সা-প-প ১৩ পৃ ৫৭ ৬০।

২৯ কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রকাশিত র-সা-প-প ১৩ পৃ ৫৭ ৬০।

৩০ র-সা-প-প ১৩ পৃ ৫৫-৫৬। ইনি ছিলেন নদীযা জেলাব বেলপুখুবিযা নিবাসী কন্দর্প বাচস্পতিব পুত্র।
৩১ র-সা-প-প ১৩ পৃ ৫৬।
৩২ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পরিশিষ্ট ১ পৃ ১১।
৩৩ পূর্বে দ্রষ্টব্য।
৩৪ বা-প্রা-পু-বি ১-১ পৃ ২৩।
৩৫ ক ৩৪৬৬ (লিপিকাল ১২৬৬)।
৩৬ শ্রী ১৪২, ১৪৫, ৩৩২। বা প্রা-পু-বি ১-১ পৃ ১৪।
৩৭ ঐ পৃ ১৪-১৫।
৩৮ 'অবসর' পত্রিকায় (ফাল্গুন ১৩১২) প্রকাশিত।
৩৯ র-সা-প-প ৪ পৃ ৩১ ১৩ পৃ ৫৫-৫৬।
৪০ ক ৫০৩৫।
৪১ ক ৫২২৭।
৪২ ক ৫২২১।
৪৩ ক ৫০৭৪।
৪৪ ক ৪৯৬৩।
৪৫ ক ৪৯৬৫।
৪৬ ক ৩৮১০।
৪৭ শ্রী ৪০৫।
৪৮ শ্রীযুক্ত অজয়কুমার চক্রবর্তী সংগৃহীত পুথি (পত্রসংখ্যা ১৩, আধুনিক অনুলিপি)। দ্রষ্টব্য গোযালপাডা জেলাব প্রাচীন পুথির বিবরণ পৃ ৩।
৪৯ "সন নিরূপণ লিখি শুন সাবধানে কদ্রাক্ষব পৃষ্ঠে বসু-লিখিবে যতনে।
পরেতে সমুদ্র লিখি সন হৈল সায শকেব নির্ণয় লিখি শুনহ সভায।
চন্দ্রাক্ষরে মুনি দিযা পুষ্প দিবে তায শেষে পক্ষ-অক্ষব দিযা হৈল সায।'
৫০ ক ২০৭৭ (লিপিকাল ১০৯০ মল্লাব্দ), স ৩৫২।
৫১ স ১৩৬ চ (লিপিকাল ১২২৯)। এক আধবাব "শ্রীবল্লভ" ভনিতাও আছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ প্রকাশিত (১৩২২) বইটি শুধু মদনসুন্দবের পালা (পুথির লিপিকাল ১১৬২), বি ৯৪৫। "বল্লভদাস" স্বতন্ত্র কবি হইতে পাবেন (ক ৩২৯৮)।
৫২ ভনিতায় "শঙ্কর"ও পাওয়া যায়। স ৪৮২ ("বাউতিব পালা") ক ৩৪৯২ (লিপিকাল ১২১৮), ৪৩৩৬, ৪৭০৫। ইনি আরও দুই একখানি পাঁচালী লিখিযাছিলেন।
৫৩ ক ১৪২৩, স ৪৯৫ (লিপিকাল ১২০৫), ৫৩৯ ("ফস্যাডাব পালা")।
৫৪ ক ৫৯২৪, ৫৯২৫।
৫৫স ১৩ (লিপিকাল ১২৫৩)। প্রথম (?) মুদ্রণ ১৮৬৮।
৫৬ বি ৭২২।
৫৭ বি ৭৪০ (লিপিকাল ১২৫৭ সাল), চন্দ্রকেতুর পালা।
৫৮ বি ৭৮৪ (শঙ্কর গুড়্যা পালা)।
৫৯ স ১৩৭। পুথির লিপিকাল "উদযনাবাযণপুব পরগনে ভূরুশিট্ট সবকার শেলমাবাদ।" লেখা হইয়াছিল "শ্রীমেঞা জান সাহেব" এর জন্য। "শ্রীদুর্গা" করিয়া পুথি আরম্ভ ও শেষ। প্রথম সাদা পৃষ্ঠায় ফাবসী অক্ষবে সই আছে "শেখ সবুর খাঁ", "অবদুল গফুর খাঁ"।
৬০ পাঠ "দেসরা"। মানিকরাম গাঙ্গুলির আত্মকথায় দেশডার উল্লেখ আছে।
৬১ -আশীর্বাদ।
৬২ পাঠ "জুদ্ধা"।
৬৩ -দাও।
৬৪ -মসজিদ, আস্তানা।
৬৫ অর্থাৎ গায়ের চামড়া তুলিয়া ফেলিল।
৬৬ কয়াল-সংগ্রহ, দুইটি পুথি। একটি পুথির লিপিকাল ১২৫১ সাল (১৭ পাতা), ইহাতে শুধু দ্বিতীয় কাহিনীটি আছে।
৬৭ ক ১৬৭৪ (লিপিকাল ১০৬২ মল্লাব্দ)। সা-প-প ৪ পৃ ৩৪১। কাঁথি হইতে (?) এবং অন্যত্র খণ্ডশ প্রকাশিত)। শঙ্কর আচার্যের ভনিতায় একটি পৃথক্ ছোট পাঁচালীও পাওয়া যায়। স ১২৯,১৩১ (লিপিকাল ১২৫২)।

৬৮ 'বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথি' নামে মহম্মদী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত (নতুন সংস্করণ ১৩৪৫)। ব-সা-প-প ৫ কার্যবিবরণী পৃ ৭ , ৬ পৃ ৮৩-৪৪।

৬৯ "হরনারায়ণ লেখে বচে কৃষ্ণহরি, শিরে যার সত্যপীর কণ্ঠে বাকেশ্বরী।"
"তাহের মামুদ শুক শমস-নন্দন, তাহার সেবক হয়ে কৃষ্ণহরি গান।"
"রামদেব দাস পিতা মইপুরে নিবাস, আমার সেবক হয় হরনারায়ণ দাস।"
"পঞ্চমীর পুত্র আমি নাম কৃষ্ণহরি, জন্মভূমি ছিল আমার বনগাঁও-শাখারী।'

৭০ ব-সা-প-প ১৩ পৃ ৫১।

৭১ "মাতামহ মৈদানর বাবিন্দি ব্রাহ্মণ পূর্বাপর নিবাস তার মালঞ্চা ভুবন (পৃ ৭২)।

৭২ পুথি অপ্রচুর নয়। কাঁথি হইতে খণ্ডে খণ্ডে ছাপা হইয়াছিল বঙ্গাক্ষরে ও ওড়িয়া অক্ষরে। প্রাপ্ত প্রাচীনতম পুথির (ক ১৮০৮) লিপিকাল ১০৮৩ (অবশ্যই মল্লাব্দ, -১৭৭৫)

৭৩ যেমন স ৪৯৫ (লিপিকাল ১২০৫ সাল)।

৭৪ চব্বিশ-পরগনার পূর্বভাগ ও প্রাক্তন যশোর জেলার পশ্চিমভাগ –এই অঞ্চল অনেক দিন হইতেই বিশেষভাবে পীরপ্রভাবিত। বড়-খাঁ গাজী ও গোরাচাঁদ পীর– দুইয়েরই পীঠস্থান আছে এই অঞ্চলে। এখনও যাহারা পীরের গান গাহিয়া কলিকাতায় ভিক্ষা করে তাহারা পূর্ব চব্বিশ-পরগনার লোক। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝের দিকে এইসব অঞ্চলে পীরের ছড়াগান কেমন ধরনের ছিল সে পরিচয় দীনবন্ধু মিত্রের জামাইবারিক নাটকের তৃতীয় অঙ্কে সন্নিবিষ্ট প্যারডি হইতে পাওয়া যায়। এ প্যারডিতে পীরের গানের স্বচ্ছ, আসল কাঠামো ঠিক আছে। যেমন,

ধুয়া মানিকপীর ভরপারে যাবার লা
জয়নাল ফাকির নেলে, ফেনি খালে না।
আরম্ভ আল্লা আল্লা বল রে ভাই নবি কর সার
মাজা দুলিয়ে চ'লে যারা ভবলদী পার।
শেষ যাঁড়ের মাথায় শিং দিয়েছে মানষির মাথায় কেশ
আল্লা আল্লা বল রে ভাই, পালা কল্লাম শেষ

৭৫ কয়াল সংগ্রহ। ২৫ পাতার পুথি। লিপিকাল দেওয়া নাই। সম্ভবতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যে লেখা। রচনাকাল অবশ্যই আগে। হিন্দুর লেখা পুথি যেহেতু শ্রীশ্রীদুর্গা" লিখিয়া পুথি আরম্ভ এবং মাঝে মাঝে মার্জিনে হিন্দু দেবতার স্মরণ আছে।

৭৬ পাঠ "যনাত'।

৭৭ ঐ "য়াল্লা যামিন"।

৭৮ এইখানে মনিকীয় ধর্মের সদসৎ দ্বৈতবাদের ইঙ্গিত।

৭৯ অর্থাৎ প্রভু জিবরাইলকে ডাকিলেন।

৮০ পাঠ "সাঞি"।

৮১ পাঠ "মকবি সহরে"।

৮২ অর্থাৎ প্রধান প্রধান পীর।

৮৩ অর্থাৎ বাড়িতে।

৮৪ পাঠ "স্বপিয়া"।

৮৫ অর্থাৎ সিংহাসন।

৮৬ 'ইসলামি বাংলা সাহিত্য', (দ্বি স), ইস্টার্ন পাবলিশার্স পৃ ৬৮ ৭৯।

৮৭ বি ৯৩৬ (লিপিকাল ১২২৪), ৯৩৭, ৯৮৪।

৮৮ যেমন জয়নুদ্দীনের 'মসন্দলীর গীত' (১৩১৩)। মহেন্দ্রনাথ করণের হিজলীর মসনদ-আলা পৃ ২৩০-৩৬ দ্রষ্টব্য।

৮৯ শ্রী ১৪৬ (লিপিকাল ১২০১), ২৪৭ ২৪৮ (মনোহর দেবের) ৪২৩ ৪৩৫ (কৃষ্ণদাসের)। বা-প্রা পু-বি ১-১ পৃ ২৪, ৯৪ ৯৫। দুইটিতে লেখকের নাম আছে, হরিনারায়ণ (অথবা হরিরাম) দাস ও "দ্বিজ" রামগঙ্গা (অথবা রামগঙ্গা দাস)।

৯০ রচয়িতা জয়কৃষ্ণ দত্ত, বিপ্রনাথ সেন ইত্যাদি। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পরিশিষ্ট ১ পৃ ১০, ১১ , তৃতীয় খণ্ড পৃ ৯৮ দ্রষ্টব্য।

৯১ প ৯৩৪ (খণ্ডিত)।

৯২ =চামড়া।

৯৩ অর্থাৎ সিঙ্গিমাছের ডোবায়।

৯৪ অর্থাৎ সিপাই চোপদার।
৯৫ অর্থাৎ রায়রায়ান্।
৯৬ দুই হাত।

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ
# খ্রীস্টীয় সাহিত্য

## ১ ভারতবর্ষীয় ভাষায় খ্রীস্টধর্ম-কথার সূত্রপাত

ভারতবর্ষে খ্রীস্ট ধর্মের ঢেউ প্রথম আসিয়া লাগিয়াছিল দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব দুই উপকূলে। সে অনেক দিন আগেকার কথা। তখন আয়বাসীদের ভাষা কথ্য "প্রাকৃত' অবস্থায় ছিল। সে ঢেউয়ের বেগ ভারতীয় চিত্তে কোন ভাবে এবং কি পরিমাণে তরঙ্গ তুলিয়াছিল তাহা নির্ণীত হয় নাই। হয়তো নির্ণয়ের আর উপায়ও নাই।

দ্বিতীয় ঢেউ, আসলে ঢেউয়ের পরে ঢেউ, আসিয়াছিল ইউরোপীয় দুঃসাহসী ও বণিকদের ভারতবর্ষ আবিষ্কারের পিছনে পিছনে। এই বিদেশী দুঃসাহসী নাবিক ও বণিকদের মধ্যে নানাদিক দিয়া অগ্রগণ্য ছিল পোর্তুগীজেরা। তাহারাই ভারতবর্ষে মুসলমান অধিকারকালে প্রথম ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

পোর্তুগীজ উপনিবেশের মধ্যে মুখ্য ছিল গোয়া। তাহাদের প্রায় সমস্ত প্রচেষ্টার—সামরিক, বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক, ধর্মঘটিত এবং সাংস্কৃতিক সকল ব্যাপারের—ভারতীয় কেন্দ্র এই স্থান, গোয়া। এইখানে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল এবং রোমান হরফে দেশী ভাষায় লেখা খ্রীস্টীয় ধর্মগ্রন্থ মুদ্রিত হইত। গোয়া অঞ্চলের কথ্য ভাষা কোঙ্কনীর অনুশীলন স্বাভাবিক ভাবেই এখানকার প্রচারক পাদরিরা ভালো করিয়া করিতেন। জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত ইংরেজ পাদরি টমাস স্টিভেনস (১৫৪৯-১৬১৯) পোর্তুগীজ ভাষায় কোঙ্কনী ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। বইখানির নাম Arte da Lingoa Canarim, বইটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। সংশোধিত সংস্করণ গোয়াতে ছাপা হয় ১৬৪০ অব্দে।

"ব্রাহ্মণ মারাঠী", অর্থাৎ সাধু মারাঠী, ভাষায় স্টিভেনস বাইবেলের মর্মকথা পদ্যে বিবৃত করিয়াছিলেন। বইটির নাম 'ক্রীস্ত পুরাণ' (প্রথম প্রকাশ ১৬১৬, দ্বি-স ১৬৪৯, তৃ-স ১৬৫৪)। আকারে বড়, প্রকারে সম্পূর্ণ দেশী বিষয় বিদেশী হইলেও তাহা বুঝিবার যো নাই। ভাষা পরিষ্কার, স্বচ্ছন্দ। লেখক যেন মাতৃভাষায় পুরাণ কাব্যটি লিখিয়াছিলেন।

'ক্রীস্ত-পুরাণ', অর্থাৎ ক্রীস্ট-পুরাণ, দুইখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড, "পৈলেঁ পুরাণ," হইল ওল্ড টেস্টামেণ্ট, আর দ্বিতীয় খণ্ড, "দুসরে পুরাণ," নিউ টেস্টামেণ্ট। দ্বিতীয় খণ্ডই প্রথমে বাহির হইয়াছিল, এবং তখন বইটিকে "পুরাণ" বলা হয় নাই।[১]

ক্রীস্ত-পুরাণে লেখকের ভনিতা "ক্রীস্ত-দাসু" (অর্থাৎ খ্রীস্ট-দাস) দুইবার আছে। একবার পৈলেঁ পুরাণের শেষে,

তি কথা ভক্তিযা বসু।
আইকর্তা অবিদেসি হোএ নাসু।
তি নিবোপিল ক্রীস্তদাসু।
শ্রুতেযার্থে॥

আর একবার দুসরে পুরাণের শেষে,

ঐসী কথেচী বিৎপতি।
আইকা জ সঙ্গীতলে অল্পমতী।
তে ক্রীস্তদাসু কবী বিনতি।
খেমা কিজে অগ্যানার্থে॥

নবীন আর্য ভাষায় লেখা বইটি অনেক দিক দিয়া সার্থক গ্রন্থ। বিদেশীর রচনা, খ্রীস্টীয় বিষয়ে রচনা এবং মারাঠী ভাষায় ভালো রচনা—পাদরি স্টিভেনসের খ্রীস্ট পুরাণ।

বাঙ্গালাদেশেও পোর্তুগীজ পাদরিদের দ্বারা ধর্মপ্রচার সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতেই শুরু হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা সেই শতাব্দীর শেষের দিকে আরম্ভ হয়। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত পোর্তুগীজ পাদরিরা এদেশে তাঁহাদের দেশী অনুচর ও ধর্মান্তরিত অনুগৃহীতদের শিক্ষার জন্য কিছু প্রশ্নোত্তরময় কড়চা বই লিখিয়াছিলেন। এমন একটি বই ১৫৯৮ অব্দে রচিত হইয়াছিল। বইটি পাওয়া যায় নাই, তবে বইটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সমসাময়িক সাক্ষ্য আছে। ১৫৯৯ অব্দের জানুয়ারি মাসে শ্রীপুর হইতে ফ্রানসিস্‌কো ফের্নান্দেজ (মৃত্যু ১৬০২) ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এক চিঠিতে এই কথা জানাইয়াছিলেন।[২]

ছেলেরা শোভাযাত্রা করিয়া গান গাহিতে গাহিতে আমাদের স্বাগত করিতে আসিল। তাহারা সনির্বন্ধে বলিল আমাদের শিক্ষা দাও ধর্ম উপদেশ দাও। শিক্ষকের অভাবে তাহাদের কাল বৃথা কাটিতেছিল। তাহাদের প্রার্থনায় আমরা বিচলিত হইলাম কিন্তু আমাদের অবসর না থাকায় আমরা আমাদের একজনকে পাঠশালে করিয়া ছেলেদের পড়াইবার ভার লইবার ব্যবস্থা করিলাম। ইহাই আমাদের মিশনের প্রথম এবং একটি সবিশেষ মূল্যবান কার্য শিক্ষা কার্যের উপযোগী হইবে মনে করিয়া আমাদের ধর্মের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক প্রশ্নে ওতপ্রোত একটি ছোট কড়চা-বই লিখিলাম। সে বইখানি পাদরি দোমিঙ্গো দে সোসা তাহাদের ভাষায় অনুবাদ করিল। এই বইখানির উপযোগিতা শুধু ছেলেদের পক্ষে নয় বড়দের পক্ষে এবং খাস পোর্তুগীসদের পক্ষেও—যেহেতু বইটির সাহায্যে তাহারা তাহাদের ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের এবং তাহাদের অধীন দেশীয় লোকদের খ্রীষ্টীয় ধর্মমত শিক্ষা দেয়।

ফের্নান্দেজ ১৫৯৮ অব্দের মে মাসে কোচিন হইতে শ্রীপুরে আসিয়াছিলেন। সুতরাং বইটির রচনা ও অনুবাদের কাল ১৫৯৮ অব্দের শেষার্ধ॥ (ফের্নান্দেজ-এর উল্লিখিত রচনাটি বাঙ্গালা নাও হইতে পারে।)

## ২ দোম্ আন্তোনিও

বাঙ্গালা ভাষায় লেখা খ্রীস্টীয় নিবন্ধের মধ্যে যেগুলি জানা আছে অথবা যাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরানো হইল দোম্ আন্তোনিওর রচনা। দোম্ আন্তোনিও বাঙ্গালীর সন্তান। পূর্ববঙ্গে ভূষনার জমিদারের পুত্র সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অর্ধে বিদ্যমান্ ছিলেন। পোর্তুগীজ দাস-ব্যবসায়ীদের হাতে পড়িয়া ইনি খ্রীস্টান হন এবং নিজ গুণে তখনকার খ্রীস্টান যাজকগণের মধ্যে সম্মানের স্থান গ্রহণ করেন। ইঁহার গ্রন্থটি ছাপা হইয়াছিল কিনা জানা নাই। বইটির পাণ্ডুলিপি পোর্তুগালে এভোরা শহরে আছে। ঐতিহাসিক পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ সেন তাহা আবিষ্কার করিয়া এবং রোমান হরফে লেখা মূল বচনা বাঙ্গালা হরফে রূপান্তর সহ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির নাম দেওয়া হইয়াছে 'ব্রাহ্মণ-রোমান্‌ক্যাথলিক সংবাদ'।[৩]

এটি বাঙ্গালী খ্রীস্টানের লেখা প্রথম বই। সেইজন্য ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। বিষয় হইল হিন্দুধর্মের অবতারবাদ লইয়া এক ব্রাহ্মণ ও এক পাদরির মধ্যে বিতর্ক। বলা বাহুল্য বিতর্কে পাদরিরই জিত প্রতিপাদিত হইয়াছে। বইটির অপর মূল্য হইল বাঙ্গালা গদ্যেব সুদুর্লভ পুরানো নিদর্শন বলিয়া। বাঙ্গালা গদ্যের তখনও সাহিত্যে অনুশীলন শুরু হয় নাই। তাই লেখকের সামনে কোন বচনাদর্শ ছিল না বলিয়াই মনে হয়। তিনি অংশত কাব্যে প্রচলিত সাধু ভাষা এবং অংশত সমসাময়িক কথ্য ভাষা অবলম্বন কবিযাছিলেন। তদুপরি অবশ্যই ছিল পোর্তুগীজ গদ্যের প্রভাব। (লেখক পোর্তুগীজ ভাষা খুব ভালো জানিতেন।) এই কারণে দোম্ আন্তোনিওর রচনা খুব অনুপযোগী হয নাই। নিম্নে উদাহরণ উদ্ধৃত হইল। উদ্ধৃত অংশটি বাঙ্গালা গদ্যে প্রথম রাম-কথা।

ব্রাহ্মণ এক একটি অবতারের প্রসঙ্গ করিয়া যাইতেছেন আব পাদরি সঙ্গে সঙ্গে দোষ দেখাইয়া দিতেছেন। বামন অবতারের প্রসঙ্গ।

ব্রাহ্মণ। ভালো এহা তো উসেদ[৪] কবিলা, আব অবতাব
কহি তাহার বিচার কহ।

পাদবি। এহা নি তোমি মিথা হেন জানিলা ? তবে আব
অবতাব কহিলে বুঝিবা সেই রূপ মিথা, ভালো
আব অবতার কহ

ব্রাহ্মণ। আর অবতার ত্রেতা যুগে শ্রী রামো দশরথের
বেটা, কোশল্যা তাহান মাতা।

পাদবি। এ অবতাব যে কহিলা শ্রী বামো কি কাবণ
অবতাব হইআসিলেন ?[৬]

ব্রাহ্মণ। রাবণ বধের কাবণ, শে শকল দেবতারে
কষ্ট দিত ধর্ম নষ্ট কবিত[৭]।

পাদরি। ভালো সকল চরিত্র কহিবা রামের, তবে
বুঝাইব কেমতে পবমো ব্রহ্ম[৮] তিনি।

ব্রাহ্মণ। বামেব এক শ্ত্রী তাহার নাম শীতা, আর দুই
পুত্র লব আর কুশ (,) তাহান ভাই লকন,
রাজা[৯] অজোদ্যা (,) বাপের সত্য পালিতে বন্‌বাসী

হইআসিলেন, তাহাতে তাহান শত্রীবে বাবণে
ধবিযা লিআসিলেন, তাহান নাম শীতা, শেই
শত্রীবে লঙ্কাত থাকিযা আনিতে বিস্তব যুর্ধ
কবিলেন, বালিবে মাবি তাহাব শত্রী তাবা
শশিবেবে[১০] দিলেন, সে বালিব ভাই, তাহাবে
বাজখণ্ড দিলেন , বিস্তব বাখ্যশ বধ কবিলেন ,
কুর্মকর্ন বধিলেন (,) ইন্দ্রজিৎ বধিলেন, প্রসাতে[১১]
বাবণ বধিআ শীতাবে আনিলেন (,) বাবণেবে শত্রীবে
বাবণেব শোট[১২] ভাই বিবিশনেবে দিলেন, তাহাব
নাম মন্ধোদবী তাহাবে বাম বব দিআসিলেন,
কহিআসিলেন, তোমি জম আইওশত্রী হও এ কাবণ
তাহাবে বাম বিবিশনেবে দিলেন যামনি[১৩] কবিআ
বাবন বধ হইআসে, তাহাবে আব জিআইতে না পাবিলেন
তাহাব কহিলেন , তাহাব পব শীতাবে আনিআ
বিস্ত(ব) পবিখা দিলেন যে বাবনে নি এহাবে পবশ
কবিআসে । তাহাতে পবিখাতে শীতা সাঞ্চা[১৪]
হইলেন, ততাছো [১] বামে তাহানে প্রতএ[১৫]
নহিল আব বামেব দুই পুত্র লব আব কুশ সঙ্গে
বামেব বিস্তব যুধ কবিলেন পুত্র না চিনিআ,
শেষ মনিশিআ[১৭] পবাজএ[১৮] কবিঅ দিল প্রজ্ঞাতে [১৯]
সকল প্রথ[২০] হইল ( ) শেষ বাজখণ্ড অযোদ্যাতে
কবিলেন প্রাচেত[২১] তাহান পবলোক হইল ।
তাহাব আতুআঁ[২২] পবমেশবেতে মিশিলা গিআঁ ।

### ৩ মানোএল্ দা আসসুম্পসাঁম

অষ্টাদশ শতাব্দীব প্রথম ভাগেব খ্রীস্টান লেখকদেব মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁম । ইঁহাব বচনাব উল্লেখ আগে কবিযাছি । গোযাব পাদবি টমাস স্টিভেনসেব সঙ্গে বাঙ্গালা দেশেব (পূর্ববঙ্গের) আসসুম্পসাঁম-এব তুলনা চলে । দুজনেই আঞ্চলিক ভাষায নিষ্ণাত ছিলেন, দুজনেই সেই সেই ভাষায ব্যাকবণ লিখিযাছিলেন এবং দুজনেই পদ্য বচনা বাখিযা গিযাছেন । স্টিভেনসেব গ্রন্থ সম্পূর্ণ পদ্যময, আসসুম্পসাঁম-এব বচনা প্রধানত গদ্যময । তবে যেখানে পোর্তুগীজ মূলে প্রার্থনা অথবা গান আছে সেখানে মাঝে মাঝে পদ্য আছে । 'ক্রেপাব শাস্ত্রেব অর্থ, ভেদ' গ্রন্থে ছন্দেব ব্যবহাবেব উদাহবণ দিই ।

বালক যেশুজেব গীত জর্মস্থানে সোইআ[২৩]

হে বাবা যেশুশ
বালক নির্মল
বিবি মাবিযাব
সিধি ধর্ম ফল [২৩]
আমাব দযাব যেশুশ ।
হে বাবা যেশুশ

হে সোনার বাবা
তোমাকে আমি তোই[১৭]
কোরি তোমার সেবা
আমার দয়ার যেশুশ[১৮]
হে সোন্দর যেশুশ,
হে সোন্দর আরসি,
তোমারে তোমারে
বেশ সোন্দর দেখি
আমার দয়ার যেশুশ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রোটেস্টান্ট পাদরিরা বাঙ্গালা দেশে খ্রীস্ট ধর্মের প্রচারের ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিলেন শ্রীরামপুরে। তাঁহাদের বাঙ্গালা রচনার আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য॥

টীকা

১ ছাপিবার অনুমতি পত্রে পাদরি কর্তৃপক্ষ লিখিয়াছিলেন (১৮১৭) যে খ্রীস্টের অগ্রিতরি কাহিনী মূল পাতুগীজের সঙ্গে ছাপা যাইতে পারে। শাস্ত্রাবাম বংশুল সম্পাদিত ক্রীস্ত পুরাণ (পনা ১৯৫৬) ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২ বার্থোলোমে আলকাজারের (গ্রানো হিসটোরিওআ দেলা কাম্পত্রিয় ফসুস দ্বিতীয় খণ্ড (মাদ্রিদ ১৬১০) হইতে এল ডি বার্নেট কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত এবং জি এ গ্রীয়র্সন কর্তৃক লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া পথম খণ্ড প্রথম ভাগে উদ্ধৃত (প ২২৩)।

৩ কলিকাতা বিশ্ববিদালয় কর্তৃক প্রকাশিত। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীমান চাঁপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ইতিহাসে উপেক্ষিত (আনন্দ পাবলিশার্স ১৩৯১) বইটি পাঠিতব্য।

৪ মূলে used (উচ্ছেদ)।

৫ ঐ eta, প্রাচীনতর সম্ভাব্য বঙ্গাক্ষর মূল ঐতা (এতা)

৬ হইয়াছিলেন।

৭ মূলে corite, ভ্রান্ত পাঠ (corite হইবে)।

৮ মূলে Biormo

৯ বাজ্য।

১০ মূলে Xoxivere (সচিবেরে) সুগ্রীবেরে।

১১ মূলে prosate (প্রছাতে অর্থাৎ পশ্চাতে)। পরে প্রচাতে দ্রষ্টব্য।

১২ মূলে xotto (ছোট অথবা সতা)।

১৩ মূলে zamut, যমনীত

১৪ মূলে sanca

১৫ মূলে totacho।

১৬ =প্রত্যয়। পরে "প্রথ" দ্রষ্টব্য।

১৭ -মুনি আসিযা।

১৮ =পরিচয়।

১৯ =পশ্চাতে।

২০ =প্রত্যয়।

২১ মূলে atuam।

২২ অর্থাৎ প্রসবশয্যায় শয়ান যীশুর উদ্দেশে স্তবগান।

২৩ অর্থাৎ ধর্ম সিদ্ধির ফল স্বরূপ।

২৪ অর্থাৎ স্তুতি করি।

# সপ্তদশ পরিচ্ছেদ
# বিদ্যাসুন্দর কাহিনী

## ১ কাহিনীর গোড়ার কথা

পূর্ববর্তী শতাব্দীতে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী অবলম্বনে পাঞ্চালিকা-নিবন্ধ দুই চারিটি লেখা হইয়াছিল, আগে তাহা বলিয়াছি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও কয়েকখানি রচিত হয়, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট রচনাখানি পড়ে। সে আলোচনা করিবার আগে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর উদ্ভব ও বিকাশের কথা বলি।

পুরুষ খোঁজে বিদ্যা আর নারী চায় সুন্দর পতি,—এই রূপকের উপর বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর ভিত্তি। বর্তমান সহস্রাব্দের প্রারম্ভের তিন চারি শতাব্দী হইতে এই কাহিনীর বিভিন্ন রূপ উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। একটি কাহিনীর মূলে ছিল বিদ্যাশিক্ষা অথবা পাণ্ডিত্যবিচার উপলক্ষ্যে কবিপণ্ডিত গুরুর ও কলাবিৎ রাজদুহিতা ছাত্রীর মধ্যে প্রণয় ঘটনা। আর একটি কাহিনী ছিল চতুর (<প্রাকৃত চাউর[১] <বাংলা চোর) কবি-প্রণয়ীর সঙ্গে রাজবালা-প্রণয়িনীর গোপন মিলন। বাঙ্গালায় প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর আখ্যায়িকায় বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় কাহিনীটিই স্থান পাইয়াছে। প্রথম কাহিনীর ইঙ্গিত রহিয়া গিয়াছে সুন্দরের পড়ুয়া ছদ্মবেশ ধারণে এবং রাজ-অন্তঃপুরের গোপন কক্ষে বিদ্যাসুন্দরের প্রহেলিকা-বিচারে।[২]

চতুর্দশ শতাব্দীতে শেষের দিকে জৈন-কবি রাজশেখর সূরীর লেখায়[৩] প্রথম কাহিনী যেভাবে পাই তাহা বলিতেছি। উজ্জয়িনীতে এক দিগম্বর জৈন সাধু ছিলেন, নাম বিশালকীর্তি। তাঁহার এক-শিষ্য মদনকীর্তি। মদনকীর্তি পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর এই তিন দিকের তার্কিকদের জয় করিয়া "মহাপ্রামাণিক-চূড়ামণি" উপাধি পাইয়া আসিয়া গুরুকে প্রণাম করিল। শিষ্যের খ্যাতি লোকপরম্পরায় আগেই গুরুর কর্ণগোচর হইয়াছিল। সাক্ষাতে পাইয়া গুরু শিষ্যকে খুব প্রশংসা করিলেন। মদনকীর্তিও তাহাতে খুব প্রমোদিত। কিছু দিন পরে মদনকীর্তি দক্ষিণদেশ বিজয়ে যাইবার জন্য গুরুর অনুজ্ঞা চাহিল। গুরু বলিলেন, দক্ষিণদেশে যাইও না, ও দেশ ভোগনিধি, ওখানে গেলে জ্ঞানবান্ তপস্বীও তপোভ্রষ্ট হয়। গুরুর নির্দেশ না মানিয়া বিদ্যামদমত্ত মদনকীর্তি নিজের শিষ্য ও লোকজন লইয়া

মহারাষ্ট্রবাসী পণ্ডিতদেব জয় করিযা কর্ণাটদেশে পৌঁছিল। সেখানে কুন্তীভোজ বাজাকে কবিত্বশক্তি দেখাইযা মুগ্ধ কবিল। রাজা তাহাকে প্রাসাদেব কাছে বাসা দিয়া বলিলেন, আমার পূর্বপুরুষদের প্রশস্তিকাব্য রচনা কর। মদনকীর্তি বলিল, আমি মুখে মুখে প্রত্যহ পাঁচশত শ্লোক বচনা করিতে পারি কিন্তু লিখিযা উঠিতে পাবি না, আমাকে একজন লিখিবার লোক দিতে হইবে। বাজা বলিলেন, আমার কন্যা মদনমঞ্জবী পর্দার আডালে থাকিয়া লিখিয়া লইবে। এইভাবে কিছুদিন কাব্যরচনা চলিল। মদনকীর্তির সুকণ্ঠেব শ্লোক-আবৃত্তি শুনিতে শুনিতে মদনমঞ্জবীর একদিন মনে হইল, ইহাব রূপও নিশ্চয়ই সুন্দর, পর্দার আডাল হইতে ইঁহাকে দেখা যায কিরূপে। একটা উপায কবা যাক, রান্নায় নুন বেশি দিতে বলি। মদনকীর্তিও রাজকন্যাব কণ্ঠস্বব শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে উৎসুক। ভোজনে বসিয়া ব্যঞ্জনে লবণাধিক্য দেখিযা সে বলিয়া উঠিল, অহো লবণিমা। রাজকন্যা উত্তর করিল, অহো নিষ্ঠুবতা। এই বকমে আলাপ-পবিচযেব সূত্রপাত হইলে উভয়েব মধ্যে মর্যাদাময়ী যবনিকার ব্যবধান সবিযা গেল। বাজকন্যাব রূপ দেখিযা মদনকীর্তিব কবিত্ব ছুটিল

নিবর্থকং জন্ম গতং নলিন্যা
যযা ন দৃষ্টং তুহিনাংশুবিম্বম।
'নলিনীব জন্ম বৃথা গেল—সে চাঁদ দেখে নাই।'

শ্লোক পূর্ণ কবিযা রাজকন্যা উত্তব দিল,

উৎপত্তিবিন্দোবপি নিষ্ফলৈব
দৃষ্টা প্রবুদ্ধা নলিনী ন যেন ॥
'চাঁদের জন্মও নিষ্ফল,—সে প্রস্ফুট নলিনী দেখে নাই।'

অতঃপর কাব্যবচনা আব অগ্রসর হয না। রাজা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, রচনা এত কম হইল কেন ("কো হেতুরদ্য স্তোকং নিষ্পন্নম") ? মদনকীর্তি চালাকি করিয়া দুই একটি কঠিন শ্লোক রচনা করে। সে উত্তর করিল আমার এই প্রতিজ্ঞা যে, আমার রচনার মানে যে না বুঝিবে তাহাকে আমি লিখিতে দিই না। আপনার কন্যা আজিকাব শ্লোকগুলি সহজে বুঝিতে পারেন নাই। তাই আজ শ্লোক বেশি লেখা হয নাই। বাজা বুঝিলেন ব্যাপার সুবিধাব নয়, বাঁকা কথা মনে হইতেছে ("শঠোত্তরমেবেদং দৃশ্যতে"), আচ্ছা দেখি ইহারা কি করে। পরদিন সকালে বাজা প্রচ্ছন্নভাবে একাকী যেখানে বই লেখা হয তাহার পাশের ঘরে লুকাইয়া রহিলেন। বাজকন্যা আসিলে পূর্বদিনেব প্রণয়কলহের অবসান বাঞ্ছা করিয়া মদনকীর্তি একটি শ্লোক পড়িল। তাহা শুনিযা উভযেব গোপনপ্রণযেব বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া রাজা মদনকীর্তিকে ডাকাইযা মদনকীর্তিব শ্লোকেব গোডাটুকু আওডাইয়া বলিলেন, পণ্ডিত, এই নূতন পদ্যটি কি ? দিগম্বর পণ্ডিত বুঝিল, রাজা বুঝিয়াছেন এবং অপরাধীকে পাকডাইয়াছেন, তবুও উত্তর দিই। একটু ভাবিয়া বলিল, দেব, দুই দিন হইতে আমার চোখের পীড়া হইয়াছে, সেইজন্য এই অনুনযসূচক পদ্যটি পডিয়াছিলাম। এই বলিয়া সে শ্লোকটির চক্ষু-পক্ষে ব্যাখ্যা করিল। রাজা অন্তরে তুষ্ট হইলেন, কিন্তু অকার্যকরণের জন্য তাঁহার রোষ গেল না। রাজা ভৃত্যদেব বলিলেন, এই কুকর্মকারীকে বাঁধ আব মারিয়া ফেল। মদনকীর্তিকে তাহারা বাঁধিযা ফেলিল। বাজকন্যাব কানে এই খবর পৌঁছিলে সে নিজে এবং তাঁহার বত্রিশজন সখী ছুরি হাতে লইয়া রাজার কাছে আসিয়া বলিল, যদি আমার এই দয়িতকে ছাড়িয়া দেন তবে ভালো, যদি না ছাড়েন তবে চৌত্রিশজনেব হত্যাব পাপ আপনার হইবে,—এক দিগম্বর সাধুর হত্যা, আর তেত্রিশজন যুবতীর হত্যা। রাজা তো

কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মন্ত্রীরা পরামর্শ দিল, দেব, আপনিই রাজকন্যাকে দিগম্বরের সঙ্গে জুটাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং দোষ দিবেন কাহার? দিগম্বরকে মুক্ত করুন এবং তাঁহার হাতে রাজকন্যাকে সমর্পণ করুন। রাজা তাহাই করিয়া রেহাই পাইলেন। মদনকীর্তি রাজ্যের অংশভাগী হইল। দিগ্‌বিজয়ের ধন শ্বশুরকে দিয়া ব্রহ্মচর্যব্রত ত্যাগ করিয়া মদনকীর্তি সংসারী হইল।

বিহুন ও চৌরপঞ্চাশৎ লইয়া যে কাহিনীটি প্রচলিত আছে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।[৪] কনকাদ্রির উত্তরে মহাপাঞ্চাল দেশের রাজধানী লক্ষ্মীমন্দির। সেখানে রাজা ছিলেন মদনাভিরাম, রানী মন্দারমালা। তাঁহাদের একমাত্র সন্তান সুন্দরী যামিনীপূর্ণতিলকা সঙ্গীতকলায় দক্ষ ছিল, কিন্তু লেখাপড়ায় নয়। রাজা কন্যার জন্য ভালো শিক্ষক খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে বিহুনকে পছন্দ হইল। বিহুন উত্তম কবি এবং ষড়্‌ভাষাভিজ্ঞ। বিহুন কুষ্ঠীকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, রাজকন্যা ঘৃণা করিতেন অন্ধকে। শিক্ষক ছাত্রীর মধ্যে যাহাতে ঘনিষ্ঠতা না হয় সেইজন্য রাজকুমারীকে বলা হইল তাহার শিক্ষক অন্ধ আর বিহুনকে জানানো হইল রাজকুমারীর কুষ্ঠরোগ। শিক্ষক-ছাত্রীর মাঝখানে রহিল পর্দার আড়াল। একদিন রাজকন্যা শুনিল, বসন্তপূর্ণিমার সন্ধ্যা বর্ণনা করিয়া শিক্ষকমহাশয় শ্লোক পড়িতেছেন। তখন রাজকন্যা বুঝিল গুরু অন্ধ নয়। তখনি রাজকন্যা পর্দা ঘুচাইয়া দিল। তাহার পর কাহিনী চৌরপঞ্চাশতের আখ্যান অনুসরণ করিয়াছে।

চৌরপঞ্চাশৎ কবিতাটি আধুনিক নয়। কিন্তু এটিকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালা দেশে যে সব ছোট ছোট সংস্কৃত নিবন্ধ ও টীকা লেখা হইয়াছিল সেগুলির অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের রচনা এবং ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত।[৫]

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিদ্যাসুন্দর-কবিদের আলোচনার পূর্বে "কবিকঙ্ক'-এর কথা সারিয়া লই। নামটি অদ্ভুত। নিশ্চয়ই অশিক্ষিত অর্বাচীন পল্লীকবির কাছে 'কবিকঙ্কণ'-কার ত্যাগ করিয়া "কবিকঙ্ক" হইয়াছে। কবিকঙ্কের কবিতা অর্থাৎ ছড়াটি সত্যনারায়ণ-পাঁচালী[৬] মাত্র, বিষয় বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী। সত্যনারায়ণ-পাঁচালী সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের আগে লেখা হয় নাই। সুতরাং কঙ্কের রচনা ষোড়শ শতাব্দীর হওয়া অসম্ভব। যে ভাবে চৈতন্যের উল্লেখ আছে তাহাতেও লেখককে চৈতন্যের সমসাময়িক মনে করা উচিত নয়। "শ্রীচৈতন্যকে আমি কবে দেখিব"—এই ভাব বিংশ শতাব্দীর পল্লীকবির রচনাতেও দেখিয়াছি। অতএব কবিকঙ্ককে বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দর-কাব্যের প্রথম রচয়িতা মনে করা বিষম বিচারমূঢ়তা॥

## ২ বলরাম (চক্রবর্তী) কবিশেখর

বলরাম চক্রবর্তী কবিশেখরের রচনার নাম সারারণ বিদ্যাসুন্দর-কাব্যের মতো 'কালিকামঙ্গল'।[৭] পুঁথির শেষাংশ খণ্ডিত, সুতরাং রচনাকাল মূলে থাকিলেও তাহা জানিবার উপায় নাই। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন।

বলরাম পশ্চিমবঙ্গের লোক ছিলেন, সম্ভবত দক্ষিণরাঢ়ের। দিগ্‌বন্দনায় রাঢ়ের প্রধান প্রধান দেবদেবী উল্লিখিত। যেমন, কিরীটকোনার দেবী, বালিডাঙ্গার রাঢ়েশ্বরী, ভাস্তাড়ার চামুণ্ডা, পাড়ার্রোর কামাররুড়ি, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা ইত্যাদি। বলরামের পিতা দেবীদাস আচার্য, মাতা কাঞ্চনী, পিতামহ চৈতন্য। বলরাম "কবিশেখর" ছিলেন বিষ্ণুদাসের বংশধর কাশীজোড়ার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের (রাজ্যকাল ১৬৬৯-১৬৯২) সভাসদ।

বিষ্ণুদাসের বংশ বিনদনে করে অংশ (?)
ধন্য রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ

হইযা ত সভাসদ বন্দিযা কালিকাপদ
শ্রীকবিশেখব সুবচন।[৮]

কাহিনীতে সুন্দবেব পিতা গুণসাগব, মাতা গুণমতী, বাসস্থান "উৎকল দ্রাবিডদেশ" মানিকানগব। বিদ্যাব পিতা বীবসিংহ, মাতা কুন্তী, নিবাস বর্ধমান। সুন্দবেব যাত্রাপথে খুবদা, চটক পর্বত নীলাচল, ঝাবিখণ্ড ও বিষ্ণুপুবেব উল্লেখ আছে। সুন্দবেব পড়ুযাভূমিকায প্রাচীনত্বেব চিহ্ন আছে। বিদ্যাব রূপগুণেব কথা শুনিযা সুন্দব তাহাকে পাইবাব আশা কবিযা কালীব পূজা কবিযাছিল। পূজা পাইযা খুশি হইযা দেবী আবির্ভূত হইযা বলিযাছিলেন,

স্মবণ কবিলে দেখা পাবে আমাব।
লেহ মোব নিদর্শন শুআ পক্ষ হাথে
কথাব দোসব হব পুত্র তোমাব সাথে।
সর্ব শাস্ত্র জানে শুআ বিচাবে পণ্ডিত
প্রেম-আলাপনে শুআ সনে পাবে প্রীত।

শুকেব কথায বাপ-মা ও মাধবভট্টকে না জানাইযা সুন্দব বিদ্যাব উদ্দেশ্যে যাত্রা কবিল।

ধবিল পড়ুযা-বেশ সুন্দব কুমাব
উদ্দেশে গুরুব পদে কৈল নমস্কাব
স্বর্ণময অলঙ্কাব বজত মনোহব
বহুমূল্য বাখি বালা খুঙ্গিব ভিতব।
কবিঞা উত্তবমুখ চলিলা কুমাব
শ্রীকবিশেখব বোলে দাস কালিবাব

বলবামেব বচনায গ্রাম্যতা নাই। বচনা সবল ও পাণ্ডিত্যবর্জিত॥

### ৩ গোবিন্দদাস

গোবিন্দদাসেব 'কালিকামঙ্গল'[৯] বৃহৎ বচনা। বচনাকালেব নির্দেশ আছে—

মুনি তক্ষব বাণ শশী শক পবিমিত
এই কালে বচিল কালিকা চণ্ডীব গীত।

সংখ্যায নির্দেশ কবিলে হয ১৫১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৯৫ অব্দ। এই তাবিখ খাঁটি হইলে বচনাটি শ্রীনিবাস আচার্যেব শিষ্য গোবিন্দদাস কবিবাজেব বচনা হইতে পাবে। গোবিন্দদাস প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন।

বচনাটি পাঁচ অংশে বিভক্ত শেষ অংশই বিদ্যাসুন্দব কাহিনী। অপব চাবি অংশ হইতেছে—(১) বৃত্রাসুব-বধ ও দেববাজ্যে দেবীমাহাত্ম্য প্রচাব, (২) ইন্দ্রেব অহল্যাহবণ-পাপভোগ ও দেবীব কৃপায নিস্তাবলাভ, (৩) চণ্ডীসপ্তশতী অনুযাযী মহিষাসুব ও শুম্ভনিশুম্ভ-বধ এবং (৪) বিক্রমাদিত্যেব উপাখ্যান অর্থাৎ ভোজকন্যা ভানুমতীকে বিবাহ এবং তাল-বেতাল সিদ্ধি। বিদ্যাসুন্দব-উপাখ্যানে স্থানেব ও ব্যক্তিব নামে কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। বীবসিংহেব বাজধানী বত্নপুব। সুন্দবেব পিতা গুণিসাব, মাতা কলাবতী, জন্মস্থান গৌড-বাজ্যেব অন্তর্গত কাঞ্চননগব।

সর্বত্র বাগবাগিণীব উল্লেখ আছে। ভাষা সবল এবং প্রসন্ন। ছন্দেব বৈচিত্র্য আছে। অনেকগুলি গান আছে, তাহাব মধ্যে কোন কোনটি ব্রজবুলিতে লেখা। গানেব একটি

নিদর্শন দিই। সুন্দর গৃহগমনোদ্যত হইলে বিদ্যা পদটি গাহিয়াছিল।

সজনি সই, প্রাণবন্ধু যাইবেন মধুপুর
ছাড়িব গোকুল-বাস জীবনের কিবা আশ
বধভাগী হইল অক্রুর।
এই সেই বৃন্দাবন কেলি কৈলা অনুক্ষণ
বসিয়া গাঁথিল পুষ্পমালা
যত সখিগণ এই প্রাণসুন্দর কই
কত না সহিব দেখ জ্বালা।
আর না দেখিব কানু আর না শুনিব বেণু
আর না কবিব লাস-বেশ
এমন ব্যথিত থাকে বন্ধুরে বুঝাইযা বাখে
বিধি বিনু নাহি উপদেশ।
ছাডিব গোকুলচন্দ্র প্রাণে না জীবেক নন্দ
মবিবেক বোহিণী যশোদা
গোপীব মরণ দৈবে অনুমান কবি সবে
সবেব আগে মবিবেক বাধা।
মথুবাব নাবী যত হব আবাধিল কত
জিনিতে কামেব ফুলধনু
দাস গোবিন্দ বাণী বন্ধুব গমন শুনি
যমুনায ছাডিব গিয়া তনু ॥

### ৪ ভারতচন্দ্র রায়

বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীব শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র বাযগুণাকর অষ্টাদশ শতাব্দীব সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। ইঁহার 'অন্নদামঙ্গল' অথবা 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' কাব্য তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ শিবায়ন ও দেবীমঙ্গল, দ্বিতীয় ভাগ কালিকামঙ্গল অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান, তৃতীয় ভাগ মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য-ভবানন্দ উপাখ্যান অর্থাৎ অন্নপূর্ণা-পূজা প্রচার উপলক্ষ্যে কবির পোষ্টা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশপ্রশস্তি।

ভারতচন্দ্রের জীবনী এবং অজ্ঞাতপূর্ব বহু কবিতা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।[১১] 'ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী'ব কল্যাণে এই জীবনী এখন সুবিদিত। সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। কবির পৈতৃক নিবাস ছিল দক্ষিণবাঢে ভূরশিট (ভুরশুট) পরগনায়, আধুনিক হাওড়া জেলায়, পেঁড়ো গ্রামে। ইঁহারা মুখুজ্জে বামুন, জমিদার বংশ। পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ, মাতা ভবানী। পূর্বপুরুষ প্রতাপনারায়ণ বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। বামদাস তাঁহার ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে আত্মজীবনীতে প্রতাপনাবাযণেব উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের জন্ম বোধ হয় ১১১৯ সালে। ভারতচন্দ্র অল্পবয়সে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করেন এবং দেবানন্দপুরে রামচন্দ্র মুনশীর আশ্রয়ে থাকিয়া সংস্কৃত ও ফারসী শিক্ষা করেন। এইখানে তাঁহার কবিজীবনেরও সূত্রপাত হইয়াছিল। এখানে থাকিতে হীরারাম রায়ের এবং রামচন্দ্র মুনশীর অনুরোধে ভারতচন্দ্র দুইটি ছোট সত্যনারায়ণ-পাঁচালী কবিতা লিখিয়াছিলেন। শেষের কবিতাটির রচনাকাল ১১৪৪ সাল (১৭৩৭ অব্দ)।[১২] ঘর ছাড়িয়া

আসিবার পূর্বেই ভারতচন্দ্র বিবাহকার্য সমাধা করিয়াছিলেন। দেবানন্দপুরে লেখাপড়া শিখিয়া কৃতবিদ্য হইয়া তিনি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বিষয়কর্ম দেখিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের দেওয়ান রাজবল্লভ[১৩] ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণের ইজারা-তালুক খাস করিয়া লইল। তাহা নাকচ করাইতে ভারতচন্দ্র বর্ধমানে আসিলেন। আসিয়া কর্মচারীদের চক্রান্তে পড়িয়া কারারুদ্ধ হইলেন। কোন রকমে জেল হইতে পলাইয়া তিনি সোজা বাদশাহী সড়ক ধরিয়া কটকে ও সেখান হইতে পুরীতে পৌঁছিলেন। এখানে বৈরাগীদের সঙ্গে পড়িয়া ভারতচন্দ্র বৈষ্ণবধর্মের অনুরাগী হইলেন এবং বৈষ্ণব সাজিয়া বৃন্দাবনের পথ ধরিলেন। পথে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হওয়ায় শ্বশুরবাড়ি হইয়া ঘরে ফিবিয়া আসিলেন। কিছুকাল পরে তিনি আবার গৃহত্যাগ করিলেন,উপার্জনের আশায়। ফরাসী গভর্নমেন্টের দেওয়ান ইন্দ্রনাবায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে ফবাসডাঙ্গায় থাকিতে থাকিতে তিনি নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের (মৃত্যু ১৭৮২ অব্দ) সুনজরে পড়িলেন। ভারতচন্দ্রের সংসার-চিন্তা আর রহিল না। মূলাজোড়ে জায়গা-জমি দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে স্থিত করাইলেন। এইখানে ১১৬৭ সালে (১৭৬০ অব্দে) ভারতচন্দ্রের দেহত্যাগ হয। তখন তাঁহার বযস আটচল্লিশ বৎসর।

ভারতচন্দ্রের তিন পুত্র—পবীক্ষিৎ, রামতনু ও ভগবান। অন্নদামঙ্গলের প্রথম অংশে দুইটি গানের ভনিতায় কবি নিজেব নাম না দিয়া "বাধানাথ" বলিয়াছিলেন।[১৪] ইহা হইতে অনুমান করি তাঁহার পত্নীর নাম ছিল বাধা।

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল বচনা করিয়াছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অনুরোধে। রচনাসমাপ্তিকাল ১৬৭৪ শকাব্দ (১৭৫২ অব্দ)।[১৫] ভারতচন্দ্রেব কাব্যের পুথি দুর্লভ নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ দশকে লেখা পুথিও দুই-চারিখানি মিলিয়াছে। সবচেয়ে পুরানো পুথিখানি আছে ব্রিটিশ-মিউজিযমের সংগ্রহে।[১৬] হ্যাল্‌হেডেব সংগৃহীত এই পুথিখানি লেখা হইয়াছিল ১১৮৩ সালে (১৭৭৭ অব্দে)। লিপিকব আত্মারাম ঘোষ। ইনি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক।[১৭] আব একটি পুরানো পুথির লিপিকাল হইল ১৭০৫-০৬ শকাব্দ (১৭৮৪ অব্দ)।[১৮]

ভারতচন্দ্রের কাব্য, বিশেষ করিয়া বিদ্যাসুন্দব অংশটি, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি কলিকাতা অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয ছিল। সেই কারণে কাব্যটির বহু সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল।[১৯] প্রথমে ছাপিয়াছিলেন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য (১৮১৬)। তাহার পর ছাপা হয় ১২২৪ সালে (১৮১৭-১৮ অব্দে) বিশ্বনাথ দেবেব প্রেসে, 'অন্নদামঙ্গল গ্রন্থান্তঃপাতী বিদ্যাসুন্দর'। ১২৪৫ সালে বাধামোহন সেন সমগ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য টীকাটিপ্পনী (পদ্যে) দিয়া ছাপাইয়াছিলেন। বাধামোহন নিজে কবি ছিলেন. সেকালে—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পূর্বে—কলিকাতার প্রধান কবি (অন্তত কাশীপ্রসাদ ঘোষের মতো সমসাময়িক সমালোচকের চক্ষে)। ভারতচন্দ্রেব লেখাব স্থানে স্থানে ভুল ধরিয়া রাধামোহন যে টীকা ও টিপ্পনী দিয়াছিলেন তাহা তখনকাব বীতি-অনুযায়ী পযারে লেখা। ভারতচন্দ্রের এই প্রথম ক্রিটিকেব সমালোচনার একটু নিদর্শন দিতেছি।

ভারতচন্দ্র মূল

মায়াময়ী শ্রীফলের ফল দিযা হাতে
বীজরূপে বসুন্ধবে আবোপিলা তাতে।

রাধামোহনের টীকা

শ্রীফলেব ফল বলা ভাষা মত নয়
এইরূপ ববঞ্চ রচিয়া দিলে হয়।
মায়াময়ী শ্রীফল দিলেন তার হাতে··

ভারতচন্দ্রের পৌত্রের কাছ হইতে সংগ্রহ কবিযা ঈশ্বব গুপ্ত কবিব অন্য রচনাগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় ভাবতচন্দ্রের অপ্রকাশিত সংস্কৃত কবিতা 'গঙ্গাষ্টক' বাহির কবেন। এটি পাওয়া গিযাছিল ভারতচন্দ্রের এক বংশধবের কাছে।[২০] ইনি বোধ হয় পৌত্র বামধন রায।হয়তো ইঁহাবই কাছে রাখালদাস হালদারেব পিতা বেচাবাম হালদার ভারতচন্দ্রের পত্রখানি পাইয়াছিলেন।

রাখালদাস হালদাব নিজেও ভাবতচন্দ্রের জীবনী সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইযাছিলেন।[২১] ১২৬১ সালে ১২ই কার্তিক তারিখে রাখালদাস মূলাজোড়ে ভারতচন্দ্রেব পৌত্র তাবকনাথ বায়েব সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনিয়াছিলেন যে কয়েক মাস পূর্বে জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি আসিযা ভাবতচন্দ্রের সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি লইয়া গিযাছেন। জয়গোপালকে বোধ হয় ঈশ্বচন্দ্র গুপ্তই পাঠাইযাছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পব বাখালদাস তাহাব সমালোচনা কবিযাছিলেন (১৮৫৬)। বাখালদাসের পিউরিটানিক মনোভাব সত্ত্বেও এই সমালোচনায ভারতচন্দ্রেব কাব্যের অনেকটা স্বাধীন বিচার আছে। কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।[২২]

> অন্নদামঙ্গল নির্দোষ গ্রন্থ নহে। ব্যক্ত অশ্লীলতা তাহাব মহদ দোষ। ঘৃণা ব্যতিবেকে বিদ্যাসুন্দবেব এক এক অংশ পাঠ কবা যায না। ইংবাজদেব মধ্যে জগন্মান্য সেক্সপীযব প্রভৃতি কবিবা অভিহিত অশ্লীলতা দোষে দূষিত ছিলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাবা নিন্দনীয ব্যতিরেকে প্রশংস্য হযেন নাই। এতদ্দেশীয একজন লেখক[২৩] ইউবোপীয কবিদেব দোষ দেখাইযা ভারতচন্দ্রেব দোষ খণ্ডনে উদ্যুক্ত হইযাছিলেন, সেই কাবণেই আমবা একথা উল্লেখ কবিতেছি। ভাবতচন্দ্র যে প্রকাব জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে তাঁহাব পক্ষে উক্ত দোষ বড গুরুতব হইযা উঠিযাছে।
>
> কবি বাযগুণাকবেব বচনায আব কতিপয দোষ আছে। তিনি প্রচুব পবিমাণে অনুকবণ শব্দ ব্যবহার কবেন, ইহাতে কেবল ভাবেব অভাব মাত্র প্রতীত হয, কেবল শব্দেব উপব নির্ভব কবা মহৎ কবিব লক্ষণ নহে।·
>
> তিনি হিন্দী ও পাবসীক ভাষা না শিখিলে মহত্তব কবি হইতেন। তিনি যত প্রবৃদ্ধ হইতেছিলেন ততই এইরূপ বচনায অধিক পবিশ্রম স্বীকাব কবিতেছিলেন।
>
> ব্যাসেব অতি দুর্ভাগ্যজনক চিত্র। গুণাকব সহজে ব্যাসদেবকে বিদায কবেন নাই, তাঁহাকে যৎপবোনাস্তি অবমানিত করিযা দূব কবিযাছেন।

রাখালদাস ভারতচন্দ্রের আদি ও হাস্য রস বর্ণনাব ক্ষমতাব প্রশংসা করিয়াছেন। মেনকার ভূমিকার এবং বিদ্যাব অনুনয়েরও প্রশংসা কবিয়াছেন।

ফারসী না শিখিলে ভারতচন্দ্র মহত্তর কবি হইতেন কিনা বলিতে পারি না তবে তাঁহার কাব্যের উপাদেয়তা কমিত সন্দেহ নাই। ব্যাসের বর্ণনা ভারতচন্দ্রের চরিত্রচিত্রণ-অক্ষমতার শোচনীয় নিদর্শন। তবে তাঁহার পক্ষে এইটুকু বলা যায় যে তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে ভুলিয়া গিয়া তখনকার যাত্রানাটের বৈষ্ণববেশী ভাঁড় "বাসদেব"কেই আঁকিয়াছেন।

ছোট ছোট বিবিধ কবিতা অসম্পূর্ণ চণ্ডী-নাটক ও সত্যনারায়ণ-পাঁচালী কবিতা দুইটির কথা বাদ দিলে ভারতচন্দ্রের থাকে দুইখানি কাব্য, রসমঞ্জরী ও অন্নপূর্ণামঙ্গল (অন্নদামঙ্গল)। রসমঞ্জরী হইতেছে মৈথিল কবি ভানুদত্তের রসমঞ্জরী নামক নায়কনায়িকালক্ষণ-গ্রন্থের অনুবাদ। কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে আসিয়া ভারতচন্দ্র প্রথমে এই অনুবাদ-কাব্যটি লিখিয়াছিলেন। রসমঞ্জরীতে ভারতচন্দ্রের "রায়গুণাকর" উপাধির উল্লেখ নাই। ১৭৪৯ অব্দের একটি দলিলে ভারতচন্দ্রের নামের সঙ্গে এই উপাধি উল্লিখিত আছে।[২৪] সুতরাং রসমঞ্জরীর অনুবাদ ১৭৪৯ অব্দের পরে হয় নাই।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নপূর্ণাপ্রতিমা অবলম্বনে অন্নপূর্ণাপূজা প্রবর্তন করেন বলিয়া শোনা যায়। হয়তো এই পূজাপ্রবর্তনের পূর্ব-ইতিহাস হিসাবে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে অন্নদামঙ্গল লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র অবশ্য অগ্রগামীদের পন্থানুসরণে বলিয়াছেন যে তিনি এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উভয়েই দেবীর স্বপ্নাদেশ পাইয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের উক্তি অনুসারে কাব্যরচনার হেতু এই,—নবাব আলিবর্দী কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বারো লক্ষ টাকা নজরানা চাহেন। টাকা দিতে দেরি হওয়ায় তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে কয়েদ করা হয়। সেখানে রাজা দেবীর স্তব করিলে পর দেবী অন্নপূর্ণা মূর্তি ধরিয়া স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া বলেন

শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়
এই মূর্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়।
আমার মঙ্গলগীত করহ প্রকাশ
করে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস।
চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়
করিহ আমার পূজা বিধিব্যবস্থায়।
সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়
তুমি তারে রায়গুণাকর নাম দিও,
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও।
আমি তারে স্বপ্নে কব তার মাতৃবেশে
অষ্টাহ গীতের উপদেশ সবিশেষে।

তাহার পর

সেই আজ্ঞা মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিল সে দায়।

অন্নপূর্ণামঙ্গল কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গীত হইয়াছিল। প্রথম গায়ক ছিল নীলমণি ডীউসাঁই (বা ডিণ্ডিসাঁই)। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছিলেন যে, নীলমণি ডিণ্ডিসাঁই কণ্ঠাভরণকে কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গল গান করিতে বলিয়াছিলেন।

ডীউসাঁই নীলমণি কণ্ঠআভরণ
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন।

বিহুনের চৌরপঞ্চাশিকার দ্ব্যর্থক—বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে—অনুবাদ স্বতন্ত্র কাব্য। ইহা যে ভারতচন্দ্রের লেখা নয় তাহা সর্বপ্রথম বলিয়াছিলেন হরিমোহন সেনগুপ্ত,—"চৌরপঞ্চাশত কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ রায়গুণাকর প্রণীত নহে"।[২৫] আসলে

চৌরপঞ্চাশতের এই অনুবাদকর্তা ছিলেন কাশীনাথ সার্বভৌম।[২৬]

ভারতচন্দ্রের অন্যান্য যে ছোট ছোট কবিতা পাওয়া যায় সেগুলি শেষ জীবনের লেখা হওয়াই সম্ভব। কতকগুলি কবিতায় ভারতচন্দ্র হিন্দী ও ফারসীকে আশ্রয় করিয়া নব রসসৃষ্টির প্রয়াস করিয়াছিলেন। শেষ জীবনের কবিতাগুলির মধ্যে সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় রচিত নাগাষ্টক বেশ উপভোগ্য। নাগাষ্টক এবং গঙ্গাষ্টক[২৭] ভাবতচন্দ্রের সংস্কৃত বচনার ভালো নিদর্শন।

অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যবর্ণনা অন্নপূর্ণামঙ্গল বচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের বংশকর্তা ভবানন্দ মজুমদাবেব কীর্তিবর্ণন উপলক্ষ্যে কৃষ্ণনগব রাজবংশের প্রশস্তি রচনা। কাব্যটিতে এই তিনটি স্বতন্ত্র উপাখ্যান রূপ ক্ষীণ সূত্রে যোজনা করা আছে,—(১ শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল, (২) বিদ্যাসুন্দব-কালিকামঙ্গল এবং (৩) মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গল। পুরাতন দেবীমঙ্গল কাব্যেব মতো ভারতচন্দ্রের কাব্যও আট পালায় বিভক্ত। তবে এই পালা-বিভাগ সর্বত্র আখ্যান অনুযাযী নহে।

প্রথম উপাখ্যানে সতীব দেহত্যাগ ও উমারূপে জন্মলাভ, শিবেব সহিত বিবাহ এবং ঘবকবণা, অন্নপূর্ণা-মূর্তিধাবণ, কাশীপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি পৌবাণিক কাহিনী বর্ণিত। এই অংশটিই প্রকৃত অন্নদামঙ্গল। তাহাব পব হবি হোডেব বৃত্তান্ত। গঙ্গাব পশ্চিম ও গাঙ্গিনীব পূর্বতীরবর্তী বডগাছি গ্রামেব অধিবাসী দবিদ্র বিষ্ণু হোড দেবীব কৃপায হবি হোডকে পুত্ররূপে পাইযাছিল। দেবীঅনুগ্রহে হবি হোড ঘুঁটেবেচা হইতে লক্ষপতি হইল, তবে শেষ জীবনে দ্বিতীয পক্ষে তরুণী ভার্যা গ্রহণ কবায সংসাবে অশান্তিতে পডিযাছিল। দেবী বিচলিত হইলেন, তিনি হবি হোডেব আবাস হইতে লক্ষ্মী ঝাঁপি লইযা গাঙ্গিনী পাব হইযা আন্দুলিয়া গ্রামে চলিলেন।[২৮] সেখানে বাস কবিতেন ব্রাহ্মণ বাম সমাদ্দাব ও তাঁহাব পত্নী সীতা। ইঁহাদের পুত্র ভবানন্দ মজুমদাবেব প্রতি দেবীব অনুগ্রহ কবিতে ইচ্ছা হইল। এইখানে কাব্যের প্রথম অংশ শেষ।

দ্বিতীয় অংশ আরম্ভ হইয়াছে মানসিংহের বর্ধমান-আগমন লইযা। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে দমন কবিতে আসিয়াছেন। ভবানন্দ কানুনগো, তিনিও বসদ যোগাইতে বর্ধমানে উপস্থিত। মানসিংহ বর্ধমানে থাকিবাব সময় সুন্দবেব কাটা সুড়ঙ্গ দেখিযা ভবানন্দের নিকট বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী শুনিতে চাহিযাছিলেন। এই উপলক্ষ্যে সবিস্তারে কাহিনী বর্ণিত। এই বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানই কাব্যের দ্বিতীয অংশ।

তৃতীয় অংশে বর্ণিত হইযাছে—মানসিংহের যশোবে আগমন, দেবীর অনুগ্রহে ভবানন্দেব সাহায্যে প্রতাপাদিত্যেব পবাজয় এবং বাদশাহার কাছে খেলাৎ পাইবার উদ্দেশ্যে ভবানন্দের দিল্লী গমন। দিল্লীতে অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য জাহিব হইলে তবে ভবানন্দ রাজা খেতাব পাইয়াছিলেন। এইখানে কাব্যের পরিসমাপ্তি।

অন্নদামঙ্গলের প্রথম দুই অংশের কাহিনী ভারতচন্দ্রেব নিজস্ব নহে, কিন্তু শেষেব অংশ নিজস্ব বটে। কবি ভারতচন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব হইল ছোট ছোট কবিতাগুলির বিষযবস্তুতে এবং অন্নপূর্ণামঙ্গলের গানগুলির রচনায়। 'বর্ষা', 'বসন্ত', 'হাওয়া', 'বাসনা', 'ধেড়ে' ও 'ভেড়ে' ইত্যাদি প্রকীর্ণ কবিতার বিষয়বস্তুতে গতানুগতিকতা ভঙ্গ হইল (কেননা ইহার পূর্বে সব কবিতাই দেবদেবীলীলা অথবা অধ্যাত্মবিষয়ক হইত), আর অন্নপূর্ণামঙ্গলের গানগুলিতে বাক্‌ভঙ্গির একটু নূতন প্রকাশ দেখা দিল।

প্রকাশভঙ্গির এবং কবিকল্পনার দিক দিয়া বিচার করিলে কাব্য-শিল্পের প্রধান তিনটি প্রকাশপথ দেখি—শব্দকৌশল, চিত্রকৌশল এবং ভাবকৌশল। ভারতচন্দ্র নিষ্ঠাবান্ শব্দকুশলী কবি। ছন্দের পারিপাট্যে, বাগ্‌ব্যবহারের চটকে ভাবতচন্দ্রের রচনা সেকালের শব্দশিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথেব কথায়, "রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠে মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।" সুললিত এবং রসাল শব্দগ্রন্থনে পূর্ববর্তী অধিকাংশ কবির তুলনায় ভারতচন্দ্রের যোগ্যতা অধিক ছিল, কেন না ইনি সংস্কৃত ছাড়া ফারসী এবং হিন্দুস্থানীও জানিতেন। সংস্কৃত-বাঙ্গালা-ফাবসী-হিন্দুস্থানী এই চারি ভাষাব শব্দভাণ্ডার হইতে ইচ্ছামত শব্দচয়নসামর্থ্য খুব কম বাঙ্গালী কবিরই দেখা গিয়াছে। মুখের ভাষা আশ্রিত শব্দচাতুর্যের মূল্য ভারতচন্দ্র ভালোরকম বুঝিতেন, তাই তিনি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন

মানসিংহ পাতশায হইল যে বাণী
উচিত সে আরবী পাবসী হিন্দুস্থানী।
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবাবে পাবি
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভাবি।
না ববে প্রসাদ গুণ না হবে বসাল
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিযাছেন কযে
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য বস লযে।

ছন্দচাতুর্যেও ভারতচন্দ্রেব দক্ষতা কম নয়।

নাগাষ্টকের মূল সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা অনুবাদ দুইই শিখবিণী ছন্দে বচিত। ভাবতচন্দ্রের সংস্কৃত রচনা-দক্ষতার ও সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা বচনা-কৌশলেব পরিচয হিসাবে একটি শ্লোক অনুবাদ সমেত তুলিয়া দিতেছি।

অযে কৃষ্ণ স্বামিন স্মবসি নহি কিং কালিযহ্রদং
পুবা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদম্।
যদিদানাং তৎ ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগদমনং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিবাগো হবি হবি॥

ওহে কৃষ্ণ স্বামিন স্মবণ কব না কালিযহ্রদে
ছিলো নাগগ্রস্ত প্রথমসময়ে সব জনপদে।
কবে রাজন চেষ্টা কবিবে তুমি হে নাগদমনে
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হবি হবি॥

ভারতচন্দ্র শব্দকুশলী কবি। তাঁহার কাব্যে শব্দ ও অর্থালঙ্কারের যথেষ্ট ছড়াছড়ি। শব্দালঙ্কারের মধ্যে যমক আব শ্লেষ প্রধান, এবং অনুপ্রাস প্রায়ই উৎকট নয়। যমকের ভালো উদাহরণ পাই হীবা মালিনীব বেসাতিব বিবরণে। এখানে এবং অন্যত্র ভাবতচন্দ্র কবিকঙ্কণ মুকুন্দের কাছে ঋণী।

নারীচেষ্টিতবর্ণনায় ভারতচন্দ্রেব লেখনীর সরসতা বিশেষভাবে প্রকাশিত। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাণ্ডারে নারীর কোন্দল, বৃদ্ধার হাবভাব, বৃদ্ধ বেশ্যার শঠতা ইত্যাদি

কতকগুলি বাঁধাধরা রসিকতার বিষয় বরাবরই ছিল। মুকুন্দের অনুসরণে ভাবতচন্দ্র -মোটামুটি তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। তবে ভারতচন্দ্রের চাঁছাছোলা উক্তি বাঁধা গতকে একটু যেন নূতনতর করিয়াছে। সে সময়ের রীতি-অনুযায়ী ভারতচন্দ্রের সরসতা কখনো কখনো গ্রাম্যতার কাছ ঘেঁষিয়া গিয়াছে। তবে স্থানে স্থানে সরসতা উপভোগ্য। যেমন নীলাচলের প্রসঙ্গে

খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত
নাচিব গাইব কুতূহলে
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পাব হৈনু হেন মানি
সাঁতাব খেলিব সিন্ধুজলে।

অথবা সুন্দরদর্শনে নাবীদের পতিনিন্দা উপলক্ষ্যে কবিপত্নীব উক্তি

মহাকবি মোব পতি কত বস জানে
কহিলে বিবস কথা সবস বাখানে।
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নাবে
চালে খড বাডে মাটি শ্লোক পডি সাবে।

প্রায়-অপবিচিত হইলেও ইউরোপীযদেব আচাব ও ধর্মমত সম্বন্ধে ভাবতচন্দ্র যে অল্প কয়েকটি কথা বলিযাছিলেন তাহা মনোজ্ঞ।

যবনেবে কত ভাল ফিবিঙ্গিব মত
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত।
শৌচ আচমন নাহি যাহা পায খায
কেবল ঈশ্বব আছে বলে এই দায।

ভারতচন্দ্রেব বচনায় কোন সজীব ব্যক্তিমানুষেবই দেখা মিলে না। সবাই যেন ছাঁচে ঢালা। তাহাবা যেন মুখের-কথার মানুষ। সুতবাং এ বিষযে মুকুন্দেব সহিত ভাবতচন্দ্রের তুলনা চলে না। মুকুন্দ দেবতাকে মানুষ করিযাছেন। ভাবতচন্দ্র দেবতাকে নট বানাইয়াছেন। অন্নপূর্ণামঙ্গলে দরিদ্র গৃহস্থালীব বর্ণনা বাস্তব নহে, যদিও তা প্রত্যাশিত ছিল। ভারতচন্দ্র-বচিত বৃহৎ কাব্যভূমিকাব মধ্যে বাস্তব মানুষ পাই একটি,—তাও ঠিক নয, একটি বাস্তব মানুষের ক্ষণিক আবির্ভাব। সে হইল ঈশ্বরী পাটনি—গাঙ্গিনীব তীবে সে ঘাটে খেযা দেয়। দেবীর গাঙ্গিনীর পার হওয়াব অল্প সময়টুকুব মধ্যে ঈশ্বরী পাটনিব সবল চিত্ত পাঠকের মনে অবিলম্বে লাগিয়া যায়। "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"—এই সামান্য প্রার্থনার মধ্যে শুধু ঈশ্বরী পাটনিব নহে, অনাদিকালের দৈবহত দবিদ্র বাঙ্গালী নরনারীর স্নেহ-ব্যাকুলতা প্রতিধ্বনিত।

মুকুন্দের রচনার সহিত যে ভারতচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পবিচয ছিল তাহা বুঝিতে পাবি হবি হোড়ের উপাখ্যানে। কবিকঙ্কণের ভাঁড়ু দত্তকে কবিবায়গুণাকর হরি হোড়ের দ্বিতীয়পক্ষের তরুণী ভার্যা সোহাগীর পূর্বপুরুষ করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের অনেক উক্তি প্রবচনের মতো চলিয়া গিয়াছে। যেমন, "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়", "খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট", "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন" "যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন", "নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে",

"কডিতে বাঘেব দুগ্ধ মেলে", ইত্যাদি।

নিম্নেব কয ছত্রেব গাঢ বন্ধ বেশ উপভোগ্য। কোটাল পবামর্শ দিতেছে যে সুডঙ্গেব নিকট ফাঁদ পাতিতে হইবে, কেন না

লোভেব নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এডায।
দেব উপদেব পডে মন্ত্রতন্ত্র ফাঁদে
নিবাকাব ব্রহ্ম দেহ ফাঁদে পডি কাঁদে।

ভাবতচন্দ্রেব কবিপ্রতিভাব নিজস্ব পবিচয বহিযাছে অন্নপূর্ণামঙ্গলেব মধ্যে নিবিষ্ট কযেকটি গানে। (গানে একটি মাত্র মিল লক্ষণীয।) যেমন,

বেলা হৈল অন্নপূর্ণা বান্ধ বাড গিযা
পবম আনন্দ দেহ পবমান্ন দিযা
তোমাব অন্নেব বলে অদ্যাবধি আছে গলে
কালরূপী কালকূট অমৃত হইযা।
একহাতে পানপাত্র আব হাতে হাতা মাত্র
দিতে পাব চতুবর্গ ঈষৎ হাসিযা।
তুমি অন্ন দেহ যাবে অমৃত কি মিঠা তাবে
সুধাতে কে কবে সাধ এ সুধা ছাডিযা
পাবশিযা অন্নসুধা ভাবতেব হব ক্ষুধা
মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয ডাকিযা॥

নিম্নেব গানটি বাঙ্গালা ভাষাব একটি শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা।

ওহে বিনোদবায ধীবে যাও হে
অধবে মধুব হাসি বাঁশীটি বাজাও হে
নবজলধব তনু শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীতধডা বিজুলীতে ময়ূবে নাচাও হে।
নযনচকোব মোব দেখিযা হযেছে ভোব
মুখসুধাকব হাসি সুধায বাঁচাও হে
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও
ভাবত যেমন চাহে সেইমত চাও হে॥

ভাবতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দবেব প্রথম কবি নহেন তবুও তাঁহাব কাব্যেব আদর্শে লেখা পদ্যে প্রণযকাহিনী উনবিংশ শতাব্দীব মধ্যভাগ অবধি পুবাদমে চলিযাছিল। উনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধেব প্রায সব এবং মধ্যভাগেব অনেক কবিতা-লেখকই ভাবতচন্দ্রেব প্রভাব এড়াইতে পাবেন নাই। এমন কি মাইকেল মধুসূদন দত্তও সম্পূর্ণ নয। মধুসূদনেব ব্রজাঙ্গনা কাব্যে বৈষ্ণবপদাবলীব তুলনায ভাবতচন্দ্রেব গানেব প্রভাব কিছু কম নয। ভাব ও ভাষাব দিকে লক্ষ্য বাখিযা, ভাবতচন্দ্রেব দুইটি গানেব নিম্নোদ্ধৃত অংশ পডিলে ব্রজাঙ্গনা কাব্য মনে পডিবে।

বহিতে না পারি ঘরে আকুল পরাণ করে
চিতে না ধৈরজ ধরে পিক কলকল
দেখিব সে শ্যামরায় বিকাইব বাঙ্গা পায়
ভারত ভারিয়া তায় ভাবে ঢলঢল ॥
লোকে হৈল জানাজানি সখীগণে কানাকানি
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে
যায় যাক জাতি কুল কে চাহে তার মূল
ভারতে সে ধন্য শ্যাম ভালবাসে যারে ॥

## ৫ রাধাকান্ত মিশ্র

রাধাকান্ত মিশ্রের নিবন্ধ[২৯] ভনিতায় শুধু 'শ্যামার মঙ্গল' অথবা 'শ্যামার সঙ্গীত' বলিয়া উল্লিখিত। রাধাকান্তের বাস ছিল কলিকাতায়। রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। কলিকাতার বাসিন্দা কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণঘরে তাঁহার জন্ম। পিতামহের নাম শ্রীবল্লভ (বা বল্লভ)। পিতা রমানাথ, অগ্রজ দেবীরাম, অনুজ একাধিক।[৩০] আত্মপরিচয় দিয়া দেবীমাহাত্ম্য-রচনার কৈফিয়তে রাধাকান্ত বলিতেছেন যে তাঁহার প্রচেষ্টা পাগলামি মাত্র।

বুঝিলাম মম সম নাহিক পাগল কিন্তু তাহা এক বাক্য আছয়ে কুশল।
পাগলের প্রায় বট আপনি পাগলী বিষম পাগল তব পুত্র যতগুলি।
দাসদাসীগণ যত সকলি পাগল পাগলের হাট ঘাট দেখিয়ে সকল
অতএব লাজভয় তেজি মহামাই মানসে ভরসা অই দাস হৈতে চাই
এইহেতু নিবেদন করি জগৎমাতা কৌতুক করিয়া শুনে পাগলের কথা।
অতএব পাগল দাসের নিবেদন নৌতুন মঙ্গল তব করহ শ্রবণ।

তাহার পর রাধাকান্ত বলিতেছেন যে প্রাচীন কবিগণ হইতে তিনি রচনার আদর্শ পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পুরানো কবিদের কিঞ্চিৎ সমালোচনাও করিয়াছেন।[৩১] পূর্ববর্তী কবিরা দেবদেবীমাহাত্ম্য কাব্যরচনায় সাক্ষাৎ হেতু ধরিয়া প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ নানারূপে দেবতার প্রত্যাদেশের দোহাই দিয়াছেন। আধুনিক কালোচিত সংশয় রাধাকান্তের মনেও জাগিয়াছিল তাই তিনি এই প্রকার প্রত্যাদেশের যথার্থতায় সন্দেহ তুলিয়া সেই দেব-অনুগৃহীত কবিদের স্পর্ধায় সায় দিতে পারেন নাই। তবে পুরাপুরি অবিশ্বাস উচ্চারিত করিতেও পারেন নাই।

আর এক নিবেদন শুন সর্বজন প্রাচীন কবির সম কৈরাছি রচন
কেহো কহে মায়ের হয়্যাছে প্রত্যাদেশ কেহো কহে দিলা দেখা ধরি নিজ বেশ
কেহো বলে জিহ্বাতে কবিতা দিল লিখি কেহো কেহো বলে আমি স্বপনেতে দেখি
যে পদ ধিয়ান করি না পান বিধাতা মানব হইয়া কেহ কহে হেন কথা।
কেমনে এমন কথা লইবে হিয়ায় কিন্তু সত্য মিথ্যা কিছু কহা নাহি যায়।
বেদে বলে ভকতবৎসলা মহামায়া কে জানিবে কেমন কাহার তরে দয়া
আপন সম্বাদ বলি সপুট বিনয় ভজিলে তাঁহার নাম ভক্তি উপজয়।

তাহার পর রচনাকাল দিয়া গ্রন্থসমাপ্তি। রচনাকাল ১৬৮৯ শকাব্দ (১৭৬৭ অব্দ)। পুথিতে রচনাটির পূর্বাংশ (অর্থাৎ প্রথম সাতদিনের শেষ অংশ) পাওয়া যায় নাই, তবে

বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর প্রায় সবটাই রহিয়াছে। প্রাপ্ত অংশটুকু জাগরণ-পালা। আরম্ভ

শ্যামার সঙ্গীত সপ্তা করি সমাপন
আরম্ভিলা রসের সাগর জাগরণ।
ভাটের ভারতী অতি পিরীতি পাইয়া
সহচর রাজার কুমারে কহে গিযা।
কহে এক ভাট আসি রাজসন্নিধান
বীরসিংহ ভূপতি বসতি বর্ধমান।...

রাধাকান্তের কাব্যের ভাষা মার্জিত, ভাব গ্রাম্যতাবিবর্জিত। কাহিনী গতানুগতিক হইলেও চরিত্রচিত্রণে নূতনত্বেব প্রয়াস আছে। বিদ্যাব ও বিমলা-মালিনীর ভূমিকায় স্বাভাবিকতা আছে॥

### ৬ রামপ্রসাদ সেন

রামপ্রসাদ সেন "কবিরঞ্জন" ভারতচন্দ্র রায়ের কিঞ্চিৎ বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেব পবে লেখা। বামপ্রসাদের জাতি বৈদ্য, নিবাস আধুনিক হালিশহরেব অন্তর্গত পুরানো কুমারহট্ট গ্রামে। রামপ্রসাদের জন্ম হইযাছিল অষ্টাদশ শতাব্দীব তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে। পিতা বামবাম (মতান্তবে রামদুলাল), পিতামহ বামেশ্বর, বৈমাত্রেয ভাই নিধিবাম, কনিষ্ঠ সহোদব বিশ্বনাথ, সহোদরা অম্বিকা ও ভবানী, ভাগিনেয জগন্নাথ ও কৃপাবাম, পুত্র রামদুলাল[৩৩], কন্যা পবমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী। কাব্যের ভনিতায় এইসব নাম পাওযা গিযাছে। কালীকীর্তনে[৩৪] কবিব ধনী বান্ধব (?) বাজকিশোবের একাধিকবাব উল্লেখ আছে।

শ্রীবাজকিশোবে মাতা তুষ্ট সুত জ্ঞানে
প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুবাণ প্রমাণে।
শ্রীবাজকিশোবাদেশে শ্রীকবিবঞ্জন
বচে গান মোহান্ধেব ঔষধ-বঞ্জন।
কল্পতরুতলে মহাবাজ বাজেন্দ্র শ্রীবাজকিশোবেব বাঞ্ছাফল ফলনা[৩৫]
ভাগ্যহীন শ্রীকবিবঞ্জন কাতবে দীনদযাময়ী সন্তত ছলনা।

(মনে হয় এই রাজকিশোর ছিলেন হুগলির দেওয়ান। ভূকৈলাসের কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল যখন ১৭৬৯ অব্দে গঙ্গাপথে তীর্থযাত্রা করেন তখন হুগলিতে ইঁহার গৃহে মধ্যাহ্নে আহার করিয়াছিলেন, এই কথা তীর্থমঙ্গলে বিজযবাম বলিযাছেন।[৩৬]) বামপ্রসাদেব জীবৎকালে একটি নির্দিষ্ট বৎসব একটি ভূমিদান-পত্রে পাওয়া গিয়াছে![৩৭] সে হইল ১২৬৫ সাল (১৭৫৮-৫৯ অব্দ)।

বিদ্যাসুন্দব-কাব্য[৩৮] বোধহয রামপ্রসাদের প্রথম রচনা। ভনিতায প্রায়ই শুধু "কবিরঞ্জন" পাই। অন্য রূপও পাওয়া যায—"শ্রীপ্রসাদ", "প্রসাদ", "শ্রীরামপ্রসাদ" অথবা "রাম"। রচনাটির কোন বিশিষ্ট নাম নাই, তবে প্রত্যেক ভনিতায ইষ্টদেবীর দোহাই আছে, সুতরাং 'কালিকামঙ্গল' বলা চলে। রামপ্রসাদেব বর্ণিত উপাখ্যানে অল্পস্বল্প স্বাতন্ত্র্য আছে। কাহিনীর শেষে সুন্দবের শবসাধনা-ব্যাপার অভিনব এবং তান্ত্রিক কবিরই উপযুক্ত।

ভারতচন্দ্রেব কাব্যের সহিত রামপ্রসাদের কাব্য তুলনা করিলে দেখা যায় যে শিল্পচাতুর্যে

এবং ভাষার মনোহারিত্বে ভারতচন্দ্রের কাব্য রামপ্রসাদের কাব্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ হইলেও চরিত্রচিত্রণে অপকৃষ্ট। রামপ্রসাদের বর্ণিত ভূমিকাগুলি যথাসম্ভব স্বাভাবিক, আর ভারতচন্দ্রের অঙ্কিত চরিত্র সবই টাইপ ধরনের অথবা ব্যঙ্গবিকৃত। এইজন্য সাধারণ পাঠকের কাছে ভারতচন্দ্রের রচনার তুলনায় রামপ্রসাদের রচনা নিষ্প্রভ মনে হয়। তবে রামপ্রসাদের কাব্যে একটি বড় গুণ আছে যাহা ভারতচন্দ্রে তেমন নাই—ঘরোয়া ভাবের প্রকাশ।

ভারতচন্দ্রের মতো চটকদার না হইলেও রামপ্রসাদের উক্তি মাঝে মাঝে বেশ হৃদয়গ্রাহী। যেমন,

স্বপ্নরূপ কন্যাগুলা ভেঙ্গে গেল ধূলাখেলা

অথবা

অপরাহ্ণে তরুছায় অতি দূরতর যায়
সে যেমত ছাড়া নহে মূল
অন্যতম ভাব পাছে মানস তোমার কাছে
থাকিল গমন সেই তুল।

ভণ্ড সাধুসন্ন্যাসীর বর্ণনায় রামপ্রসাদের ব্যঙ্গদৃষ্টির পরিচয় পাই। সাধারণ লোকের গুজর-প্রিয়তার বর্ণনাও বেশ বাস্তব। যেমন,

শহরে গুজর উঠে একে একশত
গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত।
দরজায় বসে কেহ মণ্ডল ঠাট
পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট।
এক শরা ভরা টিকা হুঁকা চলে দুটা
পোষা দেড় গুড়াকু তামাকু টেঁকিকুটা।
হেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর
শুনিলাম এখনি আশ্চর্য সমাচার।
হাতকাটা একটা মানুষ গেল কয়ে
চোরের সহিত নাকি ছিল দুটা মেয়ে।

'কালী-কীর্তন'[৩৯] ক্ষুদ্র রচনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কীর্তন-গান ভাঙ্গিয়া যে নূতন পাঁচালী-গানের সৃষ্টি হইতেছিল সেই আদর্শে কালী-কীর্তন লেখা। ইহাতে রামপ্রসাদের রচনাবিশিষ্টতার কোনই পরিচয় নাই। ব্রজলীলার অনুকরণে দেবলীলা-পদ রচনার প্রচেষ্টার অসম্পন্ন নিদর্শন বলিয়াই কালীকীর্তনের যৎকিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক মূল্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব-পদাবলীতে যেমন ব্রজবুলি ও বাঙ্গালার সঙ্গে ভাঙ্গা সংস্কৃত পদের অনুস্বার ফোড়ন দেওয়া চলিত ছিল, রামপ্রসাদের কালীকীর্তনেও তেমনি দেখি। যেমন আরম্ভে গুরুবন্দনায়

বন্দে শ্রীগুরুদেব কি চরণং
অন্ধপট[৪০] খোলে ধন্ধ সব হরণং।
জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধকি নয়নং
বল্লভনাম শুনায়ত করণং।

কেবল করুণাময় গুরু ভবসিন্ধু তারণ।
তপনতনয় ভয় বারণ কারণং।
সুচারু চরণদ্বয় হৃদে করি ধারণং
প্রসাদ কহিছে হয় মরণের মরণং॥

কালীকীর্তনে ভনিতা এই রকম,—প্রসাদ, দাস প্রসাদ, প্রসাদ দাস, শ্রীকবিরঞ্জন, রামপ্রসাদ, কবি রামপ্রসাদ, রামপ্রসাদ কবি, কবি রামপ্রসাদ দাস শ্রীরামপ্রসাদ দাস

কালী-কীর্তনের মতো কৃষ্ণ-কীর্তনও রামপ্রসাদ লিখিয়াছিলেন অথবা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার একটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে।[৭]

রামপ্রসাদের রচনাশক্তির পরিচয় আছে তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে। এই কাব্যটি যে জনসাধারণের সমাদর লাভ করিতে পারে নাই, মনে হয়, তাহার দুইটি কারণ। প্রথমত ভারতচন্দ্রের অলঙ্কার ঝলমল রচনার দ্যুতি, দ্বিতীয়ত কৃষ্ণচন্দ্রের মতো ক্ষমতাবান পৃষ্ঠার অভাব। এখনকার দিন অবধি রামপ্রসাদের খ্যাতি নিভর করিয়া আছে তাঁহার ভক্তিসিদ্ধির খ্যাতিতে এবং "রামপ্রসাদী" গানগুলির উপর। এই গানগুলির সরল ও মর্মস্পর্শী সুর ঘরোয়া ভাব এবং হৃদয়গলা ভক্তি সহজেই মন টানে। কিন্তু এ গানগুলি—সব অথবা একটিও—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের লেখা বলিয়া প্রমাণ করা যায় না। মনে হয় গানগুলি একাধিক কবির রচনা, এখন একত্র হইয়াছে রামপ্রসাদ সেনের নামে। তবে বিশিষ্ট সুরটি কবিরঞ্জনের সৃষ্টি হইতে পারে।

বিদ্যাসুন্দরে এবং কালী-কীর্তনে কোথাও ভনিতায় "দ্বিজ" উল্লিখিত নাই। সুতরাং যে গানগুলির ভনিতায় "দ্বিজ" আছে সেগুলি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের নয়। আর যে সব গানে "আপীল", "ডিক্রি", "ডিসমিস" প্রভৃতি ইংরেজী শব্দ আছে সেগুলি কবিওয়ালা রামপ্রসাদ চক্রবর্তীর রচনা হওয়াই বেশি সম্ভব।[৪৮] (ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই এই ইংরেজী শব্দগুলি বাঙ্গালায় রপ্ত হইয়াছিল।) "দ্বিজ" ভনিতার কতকগুলি গানও ইঁহারই লেখা বলিয়া মনে করি।

"কবিরঞ্জন" ভনিতায় ছয়টি গান ও পদ পাওয়া গিয়াছে।[৪৯] নিদর্শনরূপে একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্যামা বামা রে
তনু দলিতাঞ্জন শরদ সুধাকরমণ্ডল বদনী রে
কুন্তলবিগলিত শোণিতশোভিত তড়িতজড়িত-নবঘন-ঝলকে।
বিপরীত একি কাজ লাজ ছেড়েছে দূরে
ঐ রথরথী গজবাজী বরানে পূরে
মম দল প্রবল সকল হতবল চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে।
প্রচণ্ডপ্রতাপরাশি মৃত্যুরূপিণী
ঐ কামরিপু পদে এ কেমন কামিনী
লঙ্ঘে গগন ধরণীধর সাগর ঐ যুবতি চকিতে নয়নপলকে।
ভীম ভবার্ণবতারণহেতু
ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন কুরু কৃপালেশ জননী কালিকে॥

"প্রসাদ" ভনিতাব একটি গানেব এই পুবানো পাঠ পাইযাছি একটি পুথিতে।[৪৪]

দুখ কই গো পাষাণেব মায্যা-মনেব দুখ তোমাবে কই
দাকণ পেটেব জ্বালায পবেব বোঝা মাথায কবে বই।
কোন কোন দিন উপবাসী বই
আমবা কি তোমাব পাকা ধানে দিযেছিলাম মই।
কাবে দিলে বাজ-দেযানি তাব সুখেব (সীমা) নাই
তাবা কি তোমাব বাপেব ঠাকুব আমবা কি কেউ নই।
পুত্র সুপুত্র আমি যে হই সে হই
জন্মাবধি মোর (কপালে) লিখ নাই দুখ বই।
প্রসাদ বলে শুকব বচন শুন ব্রহ্মময়ী
এ ভবেতে কবাব এলাম কবাব গেলাম এই তোবে ॥

আব একটি পুথিতে[৪৫] বামপ্রসাদ ভনিতায দুইটি ছোট ও বড নূতন দেবীবন্দনা পদ বা গান পাইযাছি। ছোটটি উদ্ধৃত কবিযা দিলাম।

এলোকেশী সর্বনাশী দেখ চক্ষে চেআ
হব হৃদে পদ দিযা আছ গো দাঁডায্যা
যাব লেগ্যা শতবাব আপুনি হল্যা সংহাব
তাব নাকি এ দুর্গতি কব্যাছ গো খেপা মেয্যা।
দেখিযা তোমাব কাজ বামপ্রসাদ পেআছে লাজ
চবণতলে ত্রিপুবাবি আছে চবণ ধিয'ইযা ॥

## ৭ বিবিধ কবি

মধুসূদন চক্রবর্তী কবীন্দ্রেব 'কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দব-কাহিনী) আকাবে বেশ ছোট, ব্রতকথাব মতো।[৪৬] পিতা "ঘটক-চক্রবর্তী", জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বামচন্দ্র 'ঘটক-চূডামণি', পুত্র বামধন। মধুসূদনেব পোষ্টা ছিলেন কালিদাস অথবা কালীচবণ ঘোষ

নিধিবাম কবিচন্দ্রেব কালিকামঙ্গলেব বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র পাওযা গিযাছে।[৪৭] অম্বিকাচবণ গুপ্ত সম্পূর্ণ পুথি পাইযাছিলেন বলিযা বোধ হয।[৪৮] এই পুথি এখন নিখোঁজ। কবীন্দ্র ও কবিচন্দ্র দুইজনেই দক্ষিণ বাঢেব লোক ছিলেন বলিযা মনে হয। আবও মনে হয যে দুইজনেব বচনা মিশাইযা গিযাছে। তবে ভনিতায পার্থকা আছে।

নিধি কবিচন্দ্র কহে বীবেব পযানি।
তোমাব চবণতলে শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র বলে কৃপা কব কালীচবণেবে
শুন ভাইআ যথোচিত কালিকামঙ্গল গীত সম'প্ত হইল এত দূবে।

চাটিগাঁযেব নিধিবাম আচার্য কবিবত্নেব 'কালিকামঙ্গল'[৪৯] ১৬৭৮ শকাব্দে (১৭৫৬ অব্দে) বচিত।

শকাব্দ ষোডশ শত জলনিধি বসু
দৈববিৎ বিবচিল নিধিবাম শিশু।

এই নিধিবামেব পিতা দুর্লভ আচার্য, মাতা লক্ষ্মী, মাতামহ গঙ্গাবাম। জাতি দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ। গুকব নাম বামচন্দ্র।[৫০] কাহিনীতে সুন্দবেব পিতা গুণসাব (গুণিসাব, অথবা

গুণসাগর) মাতা কলাবতী, রাজধানী বত্নাবতী। বিদ্যার পিতা বিক্রমকেশরী, মাতা চন্দ্রলেখা, রাজধানী উজ্জয়িনী ॥

## টীকা

১ চৌরপঞ্চাশিকার "চৌর (চোর নয় চতুর নায়ক। চোর অর্থ আসাম ডাকাতের উপাস্য দেবী কালীও সহজেই আসিয়াছেন। চোরেরা কালীপূজা করিত নিদালীর জন্য সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে তবে সিঁধকাটা সহজ হয়।

২ নায়ক-নায়িকার প্রহেলিকা বিচার অপভ্রংশ কাব্যের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল

৩ মুনি শ্রীজিনবিজয়জী সম্পাদিত প্রবন্ধকোষ (১৯৩ ) পৃ ৬৪ ৩৫ দ্রষ্টব্য।

৪ বহস্যসন্দর্ভ প্রথম পর্ব একাদশ খণ্ড পৃ ১৭৩ ৭৭ দ্রষ্টব্য।

৫ যেমন অভিরামের পুত্র নন্দরামের অনুরোধে বালকান্তের লেখা টীকা (গ ১৪২ ৩৭০৭) রাম তর্কবাগীশের কাব্যসন্দীপ (ইণ্ডিয়া অফিস পুথি ১০৮৬ A লিপিকাল ১৭২৮ শকাব্দ) রাম উপাধ্যায়ের পত্র গণপতির লঘু টীকা (গ ২২৭) ভবেশ্বরের লেখা টীকা (গ ৮২৮০) ইত্যাদি

৬ ১৩২৪ ২৬ সালে চন্দ্রকুমার দে সৌরভ পত্রিকায় এই ছড়া কবিতায় পরিচয় দিয়াছিলেন।

৭ ক ২৫৫৯ (খণ্ডিত লিপিকাল ১৭৯৭) ক ৬১৮৫ (লিপিকাল ১৭৯৮ ৬০ পাতার পুথি অত্যন্ত খণ্ডিত) সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের খণ্ডিত অবিচ্ছিন্ন পুথি অবলম্বনে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত। ... ... ...

৮ ক ২৫৫৯ পৃ ২ ক

৯ এ ২১। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য লেখা (১৮০৫) বইয়ের আকারে। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬৭ প্রদীপ ১৩১০ পৃ ৩৬৮ ৭৪। একটি পুথির লিপিকাল ১১১৬ মঘী সন (১৭৫৪ ৫৫ সা প প ৯ পৃ ১২৫ ২৬)।

১০ অক্ষর অর্থাৎ ওঁ ব্রহ্ম অর্থাৎ এক এই কবিতাংশটিও গোবিন্দদাস কবিরাজের গ্রন্থকর্তৃত্ব সমর্থন করে।

১১ প্রথম খণ্ড সংবাদ প্রভাকরে পরে পুস্তিকাকারে (১৮৫৫)

১২ "সনে কদ্র চৌগুণা কি জানি কেন প্রায় সকলেই ১২৩৯ সাল ধরিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালায় "চৌ শব্দের স্বতন্ত্র প্রয়োগ নাই ইহা সমাসযুক্ত পদের পূর্বপদরূপেই পাওয়া যায়। তর্কের খাতিরে "চৌ" শব্দের স্বাধীন অস্তিত্ব মানিয়া লইলেও ১১৪৩ সাল হয়। অঙ্কের অধাংশে মণ্ড কল্পনা যে কোন যুক্তিতে

১৩ রাজবল্লভ-কীর্তিচন্দ্র সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক ভুল পাইয়া গিয়াছে। পরে দ্রষ্টব্য

১৪ 'বাধানাথের দুঃখ ভবা নাম শে সম্ভবা বাধানাথ হর দাস পুরাও তাহার অশা"

১৫ "বেদ লয়ে ঋষি বসে ব্রহ্ম নিরূপিলা সেই শকে এই ত ভারত রচিলা "

১৬ অতিরিক্ত ৫৬৬০A

১৭ ইনিই কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল নবরত্ন কবিয়াছিলেন ৭৫২ অব্দে। পরে দ্রষ্টব্য।

১৮ গ ৫৪১৯।

১৯ ভারতচন্দ্রের কাব্যের ছাপা সংস্করণগুলি সম্বন্ধে কিছু আগ্রহের সহিত লোকে কিনিত তাহা সেগুলির মূল্য হইতে টের পাওয়া যায়। ১২৬৪ সালের তালিকাটি সংস্করণের উল্লেখ করিতেছি লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে ছাপা বিদ্যাসুন্দর (৬৯ পৃষ্ঠা) মূল্য ছয় পয়সা এংলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন প্রেসে ছাপা অন্নদামঙ্গল (৪৩২ পৃষ্ঠা) মূল্য আট আনা পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে ছাপা অন্নদামঙ্গল (৪৫০ পৃষ্ঠা দশখানা ছবি) মূল্য এক টাকা। বলা বাহুল্য এই মূল্য যাহাকে বলে face value আসলে আরও কমে বিক্রয় হইত। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির রক্ষিত পুথি ৭৩০ পৃষ্ঠা মূলাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন দুইখণ্ডে (১৮৫ ) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য তাহার মূল্য ছিল ছয় টাকা।

২১ বহস্যসন্দর্ভ প্রথম পর্ব (সংবৎ ১৯২০) নবম খণ্ড পৃ ১৩৯।

২২ ভারতী অগ্রহায়ণ ১৩১৮ পৃ ৭৫৭ ৬৫ দ্রষ্টব্য।

২৩ অর্থাৎ বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৪ সা-প-প ৫২ পৃ ৬ দ্রষ্টব্য।

২৫ বিবিধার্থসংগ্রহ জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৭ শকাব্দ পৃ ৬৪।

২৬ হরচন্দ্র রায়ের প্রেসে ১৮২৫ অব্দে নন্দকুমার দত্ত ছাপাইয়াছিলেন। এই বইয়ের শেষেএই কথা আছে—ইতি শ্রীঅভয়ামঙ্গলে বীরসিংহ রাজসান্নিধ্যে গুণসিন্ধু-রাজসুত নৃপসুন্দর কৃত পঞ্চাশৎ শ্লোক ভারতচন্দ্র ব্যাখ্যার শেষ পূর্বাচার্য টীকা মতে শ্রীকাশীনাথ সার্বভৌম বিস্তারিত তদর্থপ্রতিপন্ন ভাষা ( ) প্রকাশিত শ্রীনন্দকুমার চৌরপঞ্চাশিকা নাম গ্রন্থ দ্বিতীয় উল্লাসঃ ॥ "বিদ্যাবর্ণনার্থ সুন্দর নির্মিত চৌরপঞ্চাশিকা নামে পঞ্চাশ শ্লোকাত্মক গ্রন্থের ভাষায় অর্থ শ্রীকাশীনাথ সার্বভৌম কৃত ( ) সংস্কৃত সমেত শ্রীনন্দকুমার দত্ত ছাপা করিয়াছেন। (১৪ জানুয়ারি ১৮২৬ তারিখের সমাচারদর্পণ সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় উদ্ধৃত)। ইহার সাদা মানে বুঝিতে না পারিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সম্পাদকদ্বয় নন্দকুমার দত্তকেই চৌর পঞ্চাশতের অনুবাদকারী মনে করিয়াছেন

২৭ ভারতচন্দ্রের বংশধরের নিকট পাইয়া বঙ্গবাসী বন্দ্যোপাধ্যায় রহস্যসন্দর্ভ এ (নবম পর্ব পৃ ২৩৯) গঙ্গাষ্টক ছাপাইয়াছিলেন

২৮ এখানে দেবী অন্নপূর্ণা যেন কমলার ভার ধরিয়াছিলেন

২৯ ক ৩১৭৬ (লিপিসমাপ্তিকাল "সন ১২৩৯ সাল ৩রা চৈত্র শুক্রবার") ক ৩১৮১ (খণ্ডিত)। দেশ (১৯ আশ্বিন ১৩৪৭) দ্রষ্টব্য।

৩০ "বহুকালাবধি কলিকাতা নিবসতি কাশ্যপের বংশ দ্বিজকুলে উৎপত্তি
পিতামহ শ্রীবল্লভ মিশ্র মহাশয় তাহার তনয় জ্যেষ্ঠ শুভাশয়
শ্রীযুত শ্রীরামানাথ মিশ্র খ্যাত নাম তার সুত বিখ্যাত শ্রীযুক্ত দেবীরাম।
তাহার অনুজ দ্বিজ রাধাকান্ত ভনে কৃপায় কাতর জন গণ নিজে গায়।।
"কৃপা কর আমার অনুজ সর্বজনে যথা যথা রহে মম আত্মবন্ধুগণে।

৩১ পরবর্তী পরিচ্ছেদে রামানন্দ যতীর প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৩২ "শাকে গ্রহ বসু ঋতু বিধুর গণনে এই হেতু হইল গীত প্রকাশ ভুবনে"

৩৩ সম্ভবত পরে আর একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল। ইহার নাম রামমোহন। প্রসাদ প্রসঙ্গ প্রণেতা দয়ালচন্দ্র রায় এই কথা বলিয়াছেন।

৩৪ স ৪৯৮।

৩৫ মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠান্তর কয়েকটি শ্রীরামবিশোরভরে রাজাফিল যলো ভারতচন্দ্রের কাব্যের উপক্রমণিকায়ও রাজকিশোরের নাম আছে।

৩৬ সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত (১৩২২ সালে) পৃ ২৩ দ্রষ্টব্য।

৩৭ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। সা প প ৫২ পৃ ৪৫।

৩৮ প্রথম মুদ্রণ ১৮৫৪ অব্দে "কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর। রামপ্রসাদ সেন কৃত বহুপণ্ডিত কর্তৃক পুনঃ সংশোধিত ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল ১২৬০ সাল ২০ চৈত্র"।

৩৯ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত (১৮৩৩)। শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল নন্দীর সংস্করণ (১৭৭৭ শক ভাদ্র ১৮৫৫) গুপ্তের সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ নয়। কালীকীর্তনের একখানি পাণ্ডুলিপি হইতে ৪৯৮ (খণ্ডিত)

৪০ অর্থাৎ চোরের ঠুলি।

৪১ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত (সংবাদপ্রভাকর ১ পৌষ ১২৬৫)।

৪২ প্রসাদ পদাবলী কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৩০১) পৃ ১৪ ১৫

৪৩ প্রসাদ পদাবলী পদসংখ্যা ৮৪ ৯১ ৯৫ ৯৮ ১৮০ ২২৭।

৪৪ স ৪৯৯ (কবিকঙ্কণের কাব্যের এক পুথির এক পৃষ্ঠায় লেখা) গানটির আধুনিক রূপ প্রসাদ পদাবলীর খ্যা ২২৫) দ্রষ্টব্য।

৪৫ স ৫৯৭।

৪৬ ক ৬২৬১ ("শ্রীশ্রী জয়কালিকা ব্রতকথা) পৃ ২৩৮৩ (একটি মাত্র পাতা)

৪৭ ক ৫১৮৩।

৪৮ কবিচন্দ্রের কালিকামঙ্গল প্রকাশ করিবেন বলিয়া অম্বিকাচরণ গুপ্ত এডুকেশন গেজেটে (চৈত্র ১২৭৯) বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। সা প প ৫০ পৃ ৬৩ দ্রষ্টব্য।

৪৯ বা প্রা পু বি ১ ১ পৃ ৩০ ৩১।

৫০ "দুর্লভ আচার্যসুত নিধিরাম গায়ে" গঙ্গারামসুতসুতাসুত জ্যোতির্বিদ কুলেতে উৎপত্তি শ্রীকবিরঞ্জন ভনে "শুক রামচন্দ্র পদ ধরিয়া মাথায় লক্ষ্মীর নন্দন কবি নিধিরাম গায়ে"।

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ
## নূতন দৃষ্টিমান্ দুই ( ?) কবি

### ১ রামানন্দ যতী

অষ্টাদশ শতাব্দীব দুইজন লেখকেব নিবন্ধেব আলোচনা পৃথকভাবে করিতেছি। এই দুইজন লেখকেব দৃষ্টিকোণ একটু ভিন্ন বকমেব। দুইজনেই বামায়ণ লিখিযাছিলেন। একজন চণ্ডীমঙ্গলও লিখিযাছিলেন। (দুইজন বলিতেছি বটে, কিন্তু একজন হওয়াও একেবারে অসম্ভব নয়।) দুইজনেবই নাম বামানন্দ, একজন্ "যতী" (অর্থাৎ সন্ন্যাসী) আর একজনের কৌলিক পদবী "ঘোষ"।

বামানন্দ যতী, যিনি বামাযণ ও চণ্ডীমঙ্গল লিখিয়াছিলেন, তিনি সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সংস্কৃতে অনেক বই—বেশিব ভাগ টীকা-টিপ্পনী ও সাবসংগ্রহ ধবনেব—লিখিয়াছিলেন। তাঁহাব বামাযণ পুথিব শেষে সেগুলিব তালিকা দেওয়া আছে।[১]

রামানন্দ যতীব রামাযণ-নিবন্ধেব বিশিষ্ট নাম 'বামতত্ত্ব'।[২] চণ্ডীমঙ্গলের দুই বছব আগে লেখা। রচনাকাল ১৬৮৪ শকাব্দ (১৭৬২ অব্দ)।

বেদ বসু ঋতু চন্দ্র শকে বামাযণ
বামতত্ত্ব বামানন্দ করিল বচন।

'রামতত্ত্ব' গান করিবার জন্য রচিত, তেব-চৌদ্দ পালায বিভক্ত।[৩] বাগবাগিণীব নির্দেশ আছে। রামানন্দ স্থানে স্থানে অদ্ভুত-রামাযণের অনুসবণ কবিযাছেন। তুলসীদাসেব বামায়ণও তাঁহাব অপঠিত ছিল না। তবে তুলসীদাসেব উল্লেখ রামতত্ত্বে নাই, আছে চণ্ডীমঙ্গলে।

সেতুবন্ধ-বিবরণ তাহে কবি বর্ণন
তুলসীদাসেব বিববণ।

মনে হয় রামানন্দ রামায়েত গৃহস্থের সন্তান ছিলেন তাই তুলসীদাসের রামায়ণের সঙ্গে পরিচয়। আধুনিকপূর্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে হিন্দী কাব্যের উল্লেখ—ভক্তমালের বাহিরে—আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ভনিতায় পাই—"রামানন্দ", "রামানন্দ জাতি"[৪] অথবা "রামানন্দ ক্ষেপা"। রামানন্দের অধ্যাত্মচিন্তায় শাক্ত বৈষ্ণব ও অদ্বৈত মতের সমাবেশ ছিল এবং তাহাতে ভক্তিরসই প্রধান। এইটুকু ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার রচনা হইতে কোন কিছু জানিবার পাই না। তবে তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণকান্তের একটি পদে তাঁহার প্রশিষ্য রামশঙ্কর দেবের 'অভয়ামঙ্গল'এর গোড়ায় রামানন্দের যে প্রশস্তি আছে তাহা হইতে আরও কিছু খবর পাই। রামানন্দ একটি উপাসক-সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। সে সম্প্রদায়ে তিনি চৈতন্যের অবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। (সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় সব বাঙ্গালী ভক্তগোষ্ঠী প্রবর্তকেরা চৈতন্যের অবতার বলিয়া খ্যাত হইতেন।) রামানন্দ বেশ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং উড়িষ্যায় গিয়া রীতিমত "সন্ন্যাস" গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন কিনা তাহা নির্ধারণ করা যায় না। কৃষ্ণকান্তের পদটি উদ্ধৃত করিতেছি।[৫]

সন্ন্যাসীর চরণ বন্দির লক্ষবার
চব্বিশ পুস্তক করিলেন সংস্কৃত
মূর্খ তরাইতে পুন করিলেন ভাষা
লোকের উদ্ধার হেতু করিলেন লীলা
সাধুরা জানেন প্রভু কৃপা অবতার
দ্বিজ কৃষ্ণকান্ত কহে সকলের হিত
করিলেন রামতত্ত্ব গ্রন্থের প্রচার।
সে-সকল গ্রন্থ জানো পরম অমৃত।
না বুঝিয়া তাহে নিন্দা করে যত চাষা
সঙ্গীতসিদ্ধান্ত গ্রন্থে[৬] প্রমাণ লিখিলা।
ভাষাতে মুক্তির পথ করেন প্রচার
বিপরীত না ভাবিও করো শুদ্ধ চিত

রামশঙ্কর "পরমদেব" (অর্থাৎ পরমগুরু) বন্দনায় লিখিয়াছেন

অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপ তুণ্ডে সরস্বতী
করঙ্গ কৌপীন ধারী দণ্ড বহির্বাস
রূপ অতি মনোহর তপনকিরণ
পূর্ব গ্রন্থ সংস্কৃত পণ্ডিতে বিস্তার
আগম পুরাণ বেদ শাস্ত্র চতুর্দশে
বাণীর সমান বিদ্যা বুদ্ধে বৃহস্পতি
রামায়ণ চণ্ডী আদি করিলা রচনা
চৈতন্য দ্বিভুজ এবে কে জানিবে অন্ত
বন্দো প্রভু রামতনু রামানন্দ যতী।
মুখে সদা বেদবাণী সূর্যের প্রকাশ।
শচী সুত জ্ঞানে কিবা ব্যাস তপোধন।
ভাষা বুঝাইয়া জীবে করিবে উদ্ধার।
সতত প্রসঙ্গ গীতে ভ্রমে তত্ত্বরসে।
শূদ্রে জ্ঞান দিতে নাগ করিলা উৎপত্তি।
ভূমণ্ডলে যার কীর্তি রহিল ঘোষণা
কি জানি মহিমা আমি মূঢ়মতি ভ্রান্ত।

রামানন্দের ব্যক্তিত্ব চিত্তাকর্ষক ও প্রবল ছিল বলিয়া মনে হয়। বিদ্যা বুদ্ধি বচন (—বাক্য ও সঙ্গীত—) এবং বপু—সব জড়াইয়া তাঁহাকে ভক্তদের কাছে মহনীয় করিয়াছিল।

নিজের রামায়ণ সম্বন্ধে যতী মাঝে মাঝে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিবার মতো।

রামানন্দ বলে নাহি জানি ভালমন্দ
কথার পুস্তক দেখা করিয়ে প্রবন্ধ।[৮৭]

যতি বলে মহীতে অনেক রামায়ণ
রস ছাড়া কথা আমি না করি রচন

রামানন্দ যতীর চণ্ডীমঙ্গল লেখা—অর্থাৎ লেখা সমাপ্ত—হইয়াছিল ১৬৮৮ শকাব্দে (১৭৬৬ অব্দে), ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনার চৌদ্দ বছর পরে।

গজ বসু ঋতু চন্দ্র শাকে গ্রন্থ হয়

চণ্ডীর আদেশ পায়্যা রামানন্দ কয়।

রামানন্দ যতী চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর উপস্থাপনে কোন নূতনত্ব দেখান নাই। তাঁহার বিশেষত্ব হইতেছে চণ্ডীমঙ্গলের পথপ্রদর্শক ও শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দের বিশ্বাসমূঢ়তার সমালোচনা।[১২] কাহিনীর আরম্ভই হইয়াছে মুকুন্দের বর্ণিত নীলাম্বরেব শাপ ঘটনার যুক্তিহীনতা দেখাইয়া (যেমন, ইন্দ্রপুরে কাঁটাবন থাকা ইত্যাদি)। মুকুন্দের সমালোচনায় রামানন্দ এক নিমাইচরণ রায়ের সমর্থন উল্লেখ করিয়াছেন। (নিমাইচরণ রায় সম্ভবত চণ্ডীমঙ্গল-গায়ন ছিলেন, হযতো রামানন্দের শিষ্যও।) রামানন্দ লিখিয়াছেন যে মুকুন্দের দোষ সংশোধন করিবার জন্যই শিষ্যবর্গের অনুরোধে তিনি নূতন করিয়া চণ্ডীমঙ্গল রচিতেছেন।

মুকুন্দেব বিরচন ইন্দ্রপুবে কাঁটাবন
ইন্দ্রসুত তাহে তোলে ফুল···
নিমাইচরণ রায় প্রতি পদে দোষ গায়
পুস্তকের সম (?) দোষ নাশ
অষ্টাহের গান হয় এত দোষ ধরা্য কয।
তাহে পাবে দোষের প্রকাশ·
পার্বতী যে পঞ্চশর পূবেন প্রভুব পব
সেই শর শিশুর উপর
কালিদহে পুরে কালী মাকে এত দেয় গালি
হিন্দু নহে মুকুন্দ গাবব।[১৩]
চণ্ডী যদি দেন দেখা তবে কি তা যায লেখা
পাঁচালীব অমনি বচন
বুদ্ধি নাই যাব ঘটে তাবা বলে সত্য বটে
পথে চণ্ডী দিলা দবশন।[১৪]
এত দোষ উদ্ধাবিতে লোকেব চৈতন্য দিতে
চণ্ডী বচে বামানন্দ যতী
অনেকেব উপবোধ কেহ না কবিও ক্রোধ
অনেক শিষ্যের অনুমতি।

গ্রন্থমধ্যে মুকুন্দের সমালোচনা আবও আছে। যেমন,

কহে বামানন্দ মুকুন্দেব ছন্দ
ধর‍্যা না দেখালে ময়
প্রত্যেক দূষিতে কিবা ভাব চিতে
তাহাতেও করি ভয়।

সেতুবন্ধের প্রসঙ্গে তুলসীদাসেব উল্লেখ আছে। ভারতচন্দ্রেরও নাম আছে দুই এক বার। যেমন,

বৃহদ্ধর্ম-মতে ইথে বহু বিববণ
ভাষাতে ভাবতচন্দ্র করেছে.রচন।
মতভেদে পীঠেব বর্ণনা নানারূপ
বর্ণাইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভূপ।

শিষ্য কৃষ্ণকান্তের পদে রামানন্দের সংস্কৃত রচনার সংখ্যা চব্বিশ রামানন্দের উক্তিতে (পাঠবিকার না হইলে) পঁচিশ।

যতী বলে সাধু সবে বুঝ দেখি সার
সংস্কৃতে পঁচিশ পুস্তক করি আর।

নিজের শক্তি সম্বন্ধে রামানন্দ একটু বেশি মাত্রায় সচেতন ছিলেন। নিজেকে কালিদাসের সমকক্ষ ভাবিয়া, শ্লেষের আশ্রয় লইয়া, মাঝে মাঝে "যতী কালিদাস"[১৫] ভনিতাও ব্যবহার করিয়াছেন।

চণ্ডীমঙ্গলের যে পুথিতে[১৬] গ্রন্থারম্ভে শিষ্য কৃষ্ণকান্তের গুরুপ্রশস্তি পদ আছে সেখানে তাহার পরে গুরুর নিজের লেখা বেশ জোরালো উত্তরও সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। যথা—

শুন বন্ধু কৃষ্ণকান্ত নিজ মন কর শান্ত
স্তুতি নিন্দা সব মায়াময়
আন্ধলার মত ধরি কে কোথা পায়্যাছে হরি
অধমের বাক্যে কিবা হয়।
সমাধি অনেক মত পাছে পাইলাম পথ
সঙ্গীত সমাধি ধরিলাম
গানে যোগ গানে জ্ঞান গানে সদা হয় ধ্যান
গানে সদা ঈশ্বরের নাম
লোকের হইবে হিত বুঝে যদি এই গীত
হেন বস্তু নাহি পাবে আর
লিখিলাম কত জ্ঞান কত যোগ কত ধ্যান
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেবা সার।

মনে হয় রামানন্দ প্রথম জীবনে ছিলেন রামোপাসক, তাহার পরে কালীভক্ত তাহার পরে বেদান্তপাঠী ও শাস্ত্রব্যবহারী সন্ন্যাসী এবং পরিণামে ভক্তিপরায়ণ গীতসাধক বৈষ্ণব হইয়াছিলেন॥

### ২ রামানন্দ ঘোষ

রামানন্দ ঘোষ যে রামায়ণ[১৭] লিখিয়াছিলেন তাহাতে কাহিনীতে অথবা বর্ণনায় কোন বৈশিষ্ট্য নাই। যেটুকু বিশেষত্ব আছে তা রামানন্দের নিজের মনোভাবের ছড়ানো রুকনিগুলিতে। রামায়ণ রচনার সময়ে অথবা অনতিপূর্বে রামানন্দ উড়িষ্যায় – পুরীতে কটকে অথবা অন্যত্র কোন সাধুর আশ্রমে—ছিলেন এবং তখন তাঁহার মন উড়িষ্যায় (এবং বাঙ্গালা দেশে) ম্লেচ্ছ-শাসনের বেদনায় ব্যথিত ছিল। (অনাধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে বিধর্মী বিদেশীর শাসনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ এই ই প্রথম।) রামানন্দ বলিয়াছেন যে তিনি আসলে বুদ্ধ-অবতার। ম্লেচ্ছের অত্যাচার হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্যই কালী তাঁহাকে শাপ দিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। (উড়িষ্যার বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব তান্ত্রিক সাধকেরা ঈশ্বর অর্থে "বুদ্ধ" বা "বউধ" নাম ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের কাছে এ নাম জগন্নাথের সমার্থক। "বৌদ্ধরূপে জগন্নাথ অবতার"— এমন কথা পুরানো বাঙ্গালা পাঁচালী রচনার দিগ্‌বন্দনায় যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং রামানন্দ নিজেকে যে বুদ্ধ-অবতার বলিয়াছেন,

তাহাতে উড়িষ্যায় বুদ্ধমতের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার প্রমাণ খোঁজা অনুচিত। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর আগে বুদ্ধ অবতার বলিয়া গণ্য হন নাই বলিয়া মনে হয় – এ কথা স্মরণ করিতে হইবে।) রামানন্দ বলিতেছেন যে, দেশে ম্লেচ্ছের অত্যাচারে আর কোন উপায় না দেখিয়া কালী শাপ দিয়া বুদ্ধদেবকে রামানন্দ ঘোষ রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করাইয়াছেন। (অনেকটা "প্রবুদ্ধ" অর্থেই রামানন্দ নিজেকে বুদ্ধ বলিয়াছেন।)

রামানন্দ কহে ভাই সংসারের লোক — বুদ্ধভাষা শুনিয়া ঘুচাও দুঃখ শোক।
সর্বশক্তিমত আর ইচ্ছা কালিকার — কলিযুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার।
কলিতে জাগ্রত হৈতে ত্রিলোকজননী — শাপ দিয়া বুদ্ধদেবে আনিল অবনী।[১৮]

ম্লেচ্ছভোগ্য বসুন্ধরা হইল সংসারে — দাসীরূপা হৈলা লক্ষ্মী নাচজাতি ঘরে
ইহাতে সতের আর না দেখি নিস্তার — কোনরূপে না মিলে ইহার প্রতিকার।
কালী বৈলা তোমা হইতে হইবেক পথ — একেবারে সিদ্ধ হবে জগমনোরথ।

সুতরাং রামানন্দ এই অভিপ্রায় লইয়া পৃথিবীতে "অবতীর্ণ" হইলেন

বাজিবে ঘোষের ডঙ্কা ভুবন ভিতরে — পঞ্চশক্তি ইঙ্গিত রাবণ কেরা করে
হেলায় তরার পশু পতঙ্গ পামর — কালী জপি কাল হয়্যা ভুবন ভিতর।
দান যশ পৌরুষের সীমা করি যার — এই ঘটে আর অন্য মূর্তি প্রকাশির
যজ্ঞার ক্রতার ধর্ম করিব ভিতরে — এই দেহে বিশ্বরূপ দেখার সংসারে।
যবন ম্লেচ্ছের রাজা বলে কাড়ি নিব — একচ্ছত্রে রাজা করি দারুব্রহ্মে দিব।[১৯]

কিন্তু তাঁহার অভিলাষ অচরিতার্থই রহিয়া গেল। কালীর শাপ তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারিলেন না। নিবন্ধের শেষের দিকে

রামানন্দ কহে ভবে আসি সিদ্ধদেহ পায়্যা
কালীশাপে রহিলাম আচ্ছন্ন হইয়া।

রামানন্দ বারংবার দারুব্রহ্মের (অর্থাৎ জগন্নাথের) দোহাই দিয়াছেন। দারুব্রহ্ম ও রামচন্দ্র তাঁহার কাছে অভিন্ন। কিন্তু অচরিতার্থ বাসনা সত্ত্বেও রামানন্দ শেষ অবধি এই বিশ্বাস ছাড়েন নাই

মিথ্যা কভু নাহি হবে ঘোষের অক্ষর
দারুরূপী রাজা রাম ভুবন ভিতর।

গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ছিল, "যবন-ম্লেচ্ছের" অধিকার দূর হইয়া দারুব্রহ্মের একরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রন্থটি তাঁহার সম্মুখে গীত হইবে।

সুধাফল ঘোষ-পুত্র আনিয়া সংসারে
রামচন্দ্র-লীলামৃত ভব তরাবারে।
দারুব্রহ্ম রাজা হয়্যা করিবা শ্রবণ
প্রকাশ হইল গ্রন্থ ইহার কারণ।[২০]

মনে হয় রামানন্দ যৌবনে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, তবে তাঁহার মনের অশান্তি কাটে নাই।

শরীর করিনু পণ আমি এ পামর
না হৈল (ব্রহ্ম ৮) চর্মচক্ষের গোচর।

ধনীতে বান্ধযে ধন জলে বান্ধে জল
নাহি মিলে কাঙ্গালেব কড়াব সম্বল
ক্ষুধায না মিলে অন্ন পিযাসে না পানী
মিথ্যাধন্ধে গেল মোব দিবস বজনী।
দাবা ছাড়ি পাপ-ভবা ভবিনু অপাব
অস্থিচর্মসাব কৈলা অভিশাপ তাব।
দাবা সুত সুতা আব বন্ধু কেহ নাই
অবশেষে কি হইবে নাহি মিলে থাই।[২২]

রামাযণেব শেষেব দিকে বামানন্দ অকুণ্ঠভাবে নিজেব সাধনাব ব্যর্থতা স্বীকাব কবিযাছেন।

দাকব্রহ্ম সেবা কবি জেববাব হৈল
বৃথা কাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নহে ভাল।
বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিযা নহে কাজ
নিজ কষ্ট দায আব লোক মধ্যে লাজ।[২৩]

নাম ছাড়া বামানন্দ ঘোষেব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায নাই। বামানন্দ ঘোষ ব্রাহ্মণ হইতে পাবেন না, তবে নিজেকে অব্রাহ্মণ বলিতে তাঁহাব বাধিত। তাই যখন বলিযাছেন "শক্তিহেতু দ্বিজ-অংশে হইল প্রচাব", তখনই আবাব বলিযাছেন, "শূদ্রকুলে বামানন্দ জন্ম লযেছিল"। অনুমান হয বামানন্দ জাতিতে আগবি ছিলেন॥[২৪]

### ৩ যতী-ঘোষ ভেদাভেদ

বামানন্দ যতী ও বামানন্দ ঘোষ একই ব্যক্তি হইতে পাবেন,—এ অনুমানেব পক্ষে কিছু যুক্তি আছে। দুজনেই ব্রাহ্মণত্ব দাবি কবিযাছেন কিন্তু শূদ্রত্ব অস্বীকাব কবেন নাই। দুজনেই সন্ন্যাসী হইযাছিলেন এবং দুজনেই একদা (সন্ন্যাসী হইবাব সমযে এবং কিছুকাল পবেও) উড়িষ্যায ছিলেন। দুজনেই কালীভক্ত এবং কালীব দোহাই দিযাছেন।[২৫] ঘোষ ম্লেচ্ছ-বিদ্বেষী, আব যতী বলিযাছেন "হিন্দু নহে মুকুন্দ গাবব"।

যতী-ঘোষেব অভিন্নত্বেব বিরুদ্ধেও দুইটি যুক্তি আছে। এক, পদবীব ভিন্নতা। দুই, দুইখানি বামাযণ-বচনা। কিন্তু প্রথম যুক্তিব বিপক্ষে বলা যায যে কৌলিক পদবী ব্যবহৃত না হইলেও যতীব বচনায কৌলিক পদবীব ব্যবহাব নাই। তবে তিনি যে অব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাও বেশ বুঝা যায। দ্বিতীয, বামাযণখানি বামানন্দেব পবিণত বযসেব বচনা, ইহা "রামাযণ" নহে 'বামতত্ত্ব', তাঁহাব প্রথম বচনাটিব নব সংস্কবণ।

যতীব ও ঘোষেব গ্রন্থাবলী যদি কখনও ছাপা হয তাহা হইলে দুই কবিব ভিন্নতা অভিন্নতা বিষযে সন্দেহ নিবসন হইতে পাবে॥

## টীকা

১ অত্যাচারদীধিতি ( ), অদ্বৈতবহস্য অধ্যাত্মসার কৃষ্ণতত্ত্বপ্রকাশিকা জ্ঞানবৈভবতন্ত্র জ্ঞানাবলী তন্ত্রসার যোগসারাবলী ভগবতাশয় সঙ্গীতশাস্ত্র গীতার টীকা গায়ত্রীর টীকা মোহমুদ্গরের টীকা শান্তিশতকের টীকা ষটচক্রের টীকা ইত্যাদি। রামতত্ত্বে যতী স্বীয় মহিম্নস্তব টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। রামানন্দ-কৃত মহিম্নের টীকায় পাইবা ইহার অর্থ মনোনে দৃষ্টায়। (১৩২ক)।

২ পুঁথির পত্রসংখ্যা ১৯৫ লিপিকাল ১৭২৮ ( বসু পক্ষ শৈল চন্দ্র") শকাব্দ ১৮০৬-০৭। সা প প ৫ পৃ ২০১-২০২ দ্রষ্টব্য।

৩ যেমন লঙ্কাকাণ্ডের পর— একাদশ দিবসের পালা অশ্বমেধের আরম্ভে — এয়োদশ দিবসে দিবার পালা"।

৪ "রামানন্দ ভনি যতি মতি গতি হিন সীতাপতি বন্ধুপতি না করিয়া ভজন।"
"এত বৈলা মাল্যবান পলাইয়া জাএ রামানন্দ ভনিল মন সন্তোষ পাএ॥

৫ এ ১৯।

৬ ইহাতে কি রামানন্দের রচিত গান ও পদাবলী সঙ্কলিত হইয়াছিল ?

৭ পাঠ "সূত্রে"।

৮ ঐ "জান

৮ক পৃ ১১০ খ।

৯ পাঠ "জুতি

১০ পৃ ১০৬ ক।

১১ দুইখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। একখানি হইল প্রাচীনতর পুথি হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে (১৮২৫ সালের দিকে) লিখিত পুস্তক আকারে অনুলিপি (ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য)। অধুনা এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত (এ ১৯)। দ্বিতীয় পুথিটি ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত। মিউজিয়মের ক্যাটালগে পুথিটি মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য বলিয়া উল্লিখিত থাকায় এতদিন কাহারো নজরে আসে নাই। শ্রীঅনিলবরণ গাঙ্গুলী এই পুথিটিকে রামানন্দের রচনা বলিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। পুথিটি অনিলবরণ সম্পাদন করিয়া ডি ফিল ডিগ্রী পাইয়াছেন। বইটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৬৯)। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের বলিয়া মনে হয়। সোসাইটির পুথি মিউজিয়মের পুথির নকল নয়। সোসাইটির পুথির আকর পুথি মিউজিয়মের পুথির থেকে অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র ছিল। ইহাতে এমন কিছু কিছু অতিরিক্ত আছে—যেমন গ্রন্থারম্ভে শিষ্যের রচনা ও গুরুর ভনিতা ইত্যাদি—যাহা মিউজিয়মের পুথিতে একেবারেই নাই। মিউজিয়মের পুথির মার্জিনে টিপ্পনী আছে সমর্থক উদ্ধৃতিও আছে। এগুলি রামানন্দের নিজের অথবা তাঁহার তত্ত্বাবধানে কোন পণ্ডিত শিষ্যের সংযোজন হওয়া সম্ভব।

১২ সমসাময়িক লেখক রাধাকান্ত মিশ্রের মন্তব্য তুলনীয় (পূর্বে দ্রষ্টব্য)।

১৩ অর্থাৎ মুকুন্দ শ্রদ্ধাবান ধার্মিক ব্যক্তি নয় নিতান্ত গেঁয়ো মূর্খ

১৪ মুকুন্দরামের আত্মকথা দ্রষ্টব্য।

১৫ অর্থাৎ "কালীদাস" রামানন্দের কালীভক্তি দুইটি বাঙ্গালা রচনাতেই প্রকট।

১৬ এ ১৯।

১৭ স ১৯৬ (অযোধ্যা ও অরণ্য কাণ্ড লিপিকাল ১২৪১) ২৪৫। নগেন্দ্রনাথ বসুর সংগৃহীত পুথির (লঙ্কা কাণ্ড অবধি) লিপিকাল ১১৮৬ ৮৭ সাল (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বর্দ্ধমান লেখমালা প্রথমখণ্ড পৃ ২৩০-৫৮ দ্রষ্টব্য)।

১৮ আদি কাণ্ড।

১৯ অযোধ্যা-কাণ্ড।

২০ আদি-কাণ্ড।

২১ আদি-কাণ্ড।

২২ কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড।

২৩ লঙ্কা-কাণ্ড।

২৪ বর্ধমান সাহিত্যসভার সংগৃহীত পুথি আগরির বাড়িতে ছিল। নগেন্দ্রনাথ বসুর পুথি আগরির লেখা বলিয়া মনে হয়। এই পুথির পুষ্পিকা দ্রষ্টব্য।

২৫ ঘোষের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য। যতী রামতত্ত্বে লিখিয়াছেন রামানন্দ বাল কালী করুণাসাগর (প ১১৭ ক) রামসীতা শিবদুর্গা তিনি মাত্র সার" (১০২ ক)।

# উনবিংশ পরিচ্ছেদ
# বিবিধ আখ্যায়িকা ও গাথা

## ১ জগন্নাথ সেনের হিতোপদেশ

দেবদেবী-মাহাত্ম্য ও ধর্মকথাব বাহিবে গল্পবচনা শুনিতে সাধাবণ পাঠকেব যে আগ্রহ বাড়িতেছিল তাহাব একটা প্রমাণ, অষ্টাদশ শতাব্দীব গোড়া থেকেই সংস্কৃত নীতিকথাব অনুবাদে একাধিক লেখকেব প্রচেষ্টা। বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃত শিক্ষার্থীব পাঠ্যরূপে 'হিতোপদেশ' বইটিব বিশেষ আদব ছিল। তাই এই বইটিব হিন্দু ও মুসলমান লেখক কৃত অনেক অনুবাদ পাইযাছি।

অম্বিকানগবেব (আধুনিক বাঁকুড়া জেলায খাতড়া সবডিবিসনেব অন্তর্গত) বাজা অনন্ত ধবলেব অনুবোধে জগন্নাথ সেন হিতোপদেশেব যে অনুবাদ কবিযাছিলেন সে গ্রন্থেব পুথিব লিপিকাল ১৬৩৫ শকাব্দ (১৭১৩ অব্দ)।[১] জগন্নাথেব পিতা বংশীবদন। ইঁহাবা বংশানুক্রমে বাজানুগৃহীত ছিলেন। গ্রন্থাবম্ভে ও গ্রন্থশেষে দুইটি সংস্কৃত শ্লোকে জগন্নাথ পিতৃপবিচয দিযাছেন।

ধবলধবণীনাথেনার্চিতশ্রীলবংশীবদনববমহিম্নঃ পুণ্যনাহো ধিবত্নম (?)।
নিখিলজনসুগম্যং বম্যমেতং প্রবন্ধং বচযতি কচিবার্থং শ্রীজগন্নাথসেনঃ।
বংশী-পাত্রস্য পুত্রেণ জগন্নাথেন ধীমতা।

স্থান ও বাজ পবিচয

বাবাণসী নিবিশেষ অম্বিকানগব দেশ
যাহে বাজা অনন্ত ধবল
সহায ত্রিবিধ শক্তি সদা প্রজা-অনুবক্তি
বিষ্ণুভক্তি বাসনা কেবল।
কৌলিক কিঙ্কব-সুত কবিত্ব-কৌশল দ্রুত
জগন্নাথ কবিব প্রধান
বাজআজ্ঞা নিয়োজিত হিত-উপদেশ গীত
বিবচিল প্রবন্ধ নবীন ॥

গোপীনাথ ধবল নৃপতি মহাবল — শাহিজাদা পদবীশোভিত ধরাতল।
তাঁর পুত্র অনন্ত ধবল ধর্মশীল — সর্বলোকে গাএ যাঁব গুণ নিরমল।
আবালবনিতা লোক বুঝাবার তরে — প্রচার-কবিল শাস্ত্র পাঁচালী আকারে।

বিশিষ্ট ভনিতা

অনন্ত ধবল বাজা হবিপদ সেবী,
[হী]বামণি নামে হাব পাট-মহাদেবী।
জগন্নাথ দাস পাঞা বাজাব আদেশ,
গীতছান্দে নীত বান্ধে হিত-উপদেশ॥

## ২ হেয়াৎ মামুদের রচনাবলী

হেয়াৎ মামুদ (মহম্মদ হেযাৎ) হিতোপদেশেব যে অনুবাদ কবিযাছিলেন তাহা সংস্কৃত হইতে নয়, সংস্কৃত অবলম্বনে লেখা ফারসী গ্রন্থ হইতে। হেযাৎ মামুদ লিখিযাছেন,

বিষ্ণুরাম বিবচিত ছিল পুথি নাগবীত[২]
হিত উপদেশ নাম যাব
চাবিখণ্ড সেহি পুথি বিবচিল দ্বিজপতি
প্রতি খণ্ডে নানা জ্ঞান তাব।
একখণ্ডে কত খণ্ড[৩] এই মতে প্রতি খণ্ড
কথা মধ্যে কথাব পত্তন
শতফুলমালা যেন হাবগাছি গাঁথি তেন
সেহি মতে কইল্ল শোভন।
হেন সে পুস্তকেব বাণী মস্তফা দেযান শুনি
ফাবসী কবিতে আদেশিল
তাহাব আদেশ ক্রমে তাজল মুলুক নামে
ফাবসীতে কেতাব বচিল
বাখিল কেতাবেব নাম অতি বড অনুপাম
মফবেহুল-কুলুব সে নামে
আমি সে কেতাব দেখি বাঙ্গালাতে সাইব[৪] লিখি
পুস্তক বচিনু বহু শ্রমে।

হেয়াৎ মামুদেব অনুবাদেব নাম 'সর্বভেদবাণী'।[৫]

হেয়াৎ মামুদের পিতার নাম শাহা কবিব। তাঁহার নিবাস ছিল, আধুনিক বঙ্গপুব জেলায, সেকালে ঘোড়াঘাট সরকারে, বাগদুযাব পরগনায় ঝাডবিশিলা গ্রামে। এই পরিচয তাঁহাব সব গ্রন্থেই আছে।

হেয়াৎ মামুদের চারিটি নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে,—'জঙ্গনামা', 'সর্বভেদবাণী', 'হিতজ্ঞানবাণী' ও 'আম্বিয়াবাণী'।[৬] জঙ্গনামায় কাববালার (অর্থাৎ হাসন-হোসেনের যুদ্ধের) করুণ কাহিনী। রচনাকাল ১১৩০ সাল (১৭২৩ অব্দ)।[৭] জঙ্গনামায় এই আত্মপরিচয় আছে

ঝাডবিশিলা গ্রাম চতুর্দিকে অনুপাম

পরগনা সুলঙ্গ বাগদ্বার।
সরকার ঘোড়াঘাট কি দিব তাহার ঠাট
নানান রাজার ছিল যাত
সেই গ্রামে আমার ঘর আছে লোক বহুতর
ছাওয়াল পণ্ডিত বলি তাত।
শাহা কবিরের সুত সব গুণে অদ্ভুত
নানা বাণী আইসে জীভাতে

দ্বিতীয় নিবন্ধ সর্বভেদবাণীর রচনাকাল ১১৩৯ সাল (১৭৩২ অব্দ) অথবা ১১৪২ সাল (১৭৩৫ অব্দ)।[৮] তৃতীয় নিবন্ধ হিতজ্ঞানবাণীতে ইসলাম-শাস্ত্র অনুযায়ী ধর্ম ও আচারের কথা আছে। এইটি আকারে সবচেয়ে ছোট। রচনাকাল ১১৬০ সাল (১৭৫৩ অব্দ)।[৯]হিতজ্ঞানবাণীর শেষে এই হেঁয়ালি ছড়া (বা গান) আছে।

এক সারি নয় (গাছ) এক তাব বাঞ্ছা
সাত বৃক্ষে সাত ফুল আছে পাঞ্জা পাঞ্জা।
একযোগে সব ফুল এক সাবি ফুটে
সে যদি ফুটিল তবে আব সব টুটে।
সাত ফুল লযা তার সংসাবে আনন্দ
হেযাৎ মামুদ কহে হিঞালিব ছন্দ॥

চতুর্থ গ্রন্থ 'আম্বিযাবাণী'। রচনাকাল ১১৬৪ সাল (১৭৫৭ অব্দ)।[১০] আম্বিযাবাণীতে ইসলাম শাস্ত্রের পুরাণকথা, সৃষ্টি হইতে হজবত মহম্মদের মদিনা গমন পর্যন্ত বিববণ আছে। এইটিই হেয়াৎ মামুদের বৃহত্তর রচনা। যতদূব সম্ভব "মঙ্গল"-কাব্যের ছাঁদে-গড়া। বন্দনা-অংশে মাঝে মাঝে বেশ ভালো কথা আছে। যেমন,

নিরঞ্জন বন্দনার শেষ—

নাহি রূপ অঙ্গ অপূর্ব অভঙ্গ যেমন পুষ্পেব গন্ধ
কহে বিনা মুখে চক্ষে নাহি দেখে যত কবে ভাল মন্দ।
কে দেখে তাহাকে কৃপা করে যাকে আছে হয়া সর্বময়
মহম্মদ হেয়াৎ কহে শুন বাত সে বিনে সকলি নয়॥

গুরু-বন্দনায়

একে একে গুরু বন্দো চরণ আবাধি
পাটগুরু হাটগুরু বাটগুরু আদি।
শিক্ষাগুরু বন্দিব উদ্দিশে দুই পাযে
বাগবস তালমান শিখাইল ভাযে[১১]।

শ্রম করি শুকে পডায যেন দুঃখে
সেহি মতে গুরু সব শিখায়াছে মোকে।
পিতামাতা জন্ম দিল গুরু দিল গুণ
আলোন বেঞ্জন যেন তাতে দিল নুন।

"মঙ্গল"-কাব্যে দিগ্‌বন্দনায় যেমন দিগ্‌দেশের দেবদেবীর উল্লেখ থাকে আম্বিয়াবাণীতে

তেমনি নানা পীরের উল্লেখ আছে। যেমন,

কুতুব আলম বন্দো পাঁড়ুয়া মোকামে
কুতুক কুতুব পক্ষী জপে যার নামে।
আখেরি কুতুব সেই সংসারে বিদিত
গৌড় বঙ্গ সকলি তাহার বিলাইত।
গরীব হুসেন বন্দো পীর ধোকড়পোস
ছাড়িয়া উত্তম বস্ত্র ধোকড়াতে খোস।
সৈয়দ মুর্তজা বন্দো করিয়া ভকতি··
পূর্বেতে বন্দিব পীর আবদুল গফ্‌ফার
পশ্চিমে বন্দিব পীর আবদুল সত্তার।
উত্তরে বন্দিব পীর আবদুল কবিম
দক্ষিণে বন্দিব পীর আবদুল রহিম।··

আম্বিয়াবাণীর পরিসমাপ্তি আকস্মিক। তাহার জন্য হেয়াৎ মামুদ নিজের বৃদ্ধ বয়স ও অক্ষমতাকে দায়ী করিয়া বলিয়াছেন, যাহার আরও জানিতে ইচ্ছা হইবে সে যেন মূল বই ("কিতাব") পড়ে এবং লিখিতে ইচ্ছা হইলে যেন কিতাব দেখিয়া লিখে। তাহার পর শেষ ভনিতা। শেষ ছত্রটি বেশ করুণ।

হেয়াত মামুদ ভনে আম্বিযার বাণী
আমি না বহিব পৃথি বহিব নিসানী ॥

## ৩ বিবিধ রূপকথা

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে লোকমুখে বিক্রমাদিত্য-বেতাল-ভোজ-কালিদাসের ও অন্যান্য মনোরম গল্পকথা বাঙ্গালা দেশে ও অন্যত্র যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। এমন কয়েকটি কাহিনী পাঁচালী-নিবন্ধেও গৃহীত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়াছি।[১২] দেব-মাহাত্ম্যের মোড়কবিহীন হইয়া কোন কোন কাহিনী পদ্যে[১৩] ও গদ্যে[১৪] অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ ভাগ হইতে পাওয়া গিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত, ফারসী ও হিন্দী হইতেও[১৫] একাধিক পদ্যানুবাদ হইয়াছিল। গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলেব কথা বাদ দিলে বিক্রমাদিত্য-কাহিনীচক্রচালিত রচনার মধ্যে প্রাচীনতর হইল বামলোচন দেবদাসের 'বিক্রমাদিত্যরাজোপাখ্যান' (অথবা 'বিক্রমাদিত্যচরিত্র')। ইহা হইতে কিছু অংশ ফস্‌টারের অভিধানে[১৬] (১৭৯৯ অব্দ) উদ্ধৃত আছে। ফস্‌টাবের উদ্ধৃতিব মধ্যে রামলোচনেব কিঞ্চিৎ পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে।

স্বর্ধুনীর পশ্চিমে পূর্বেতে সারদার[১৭]
অগ্নিকোণে কাছে হুগ্নি রাজধানী তাব।
চন্দনপুবেতে বাস শ্রীরামলোচন
দেব-দাস পাঁচালীতে কবিল যোটন।

বিক্রমাদিত্য-কাহিনীচক্রের একটি বিশিষ্ট উপাখ্যান "স-সে-মি-রা" গল্পটি লইয়া "দ্বিজ" জগন্নাথ একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।[১৮] শেষের ভনিতা

জগন্নাথ দ্বিজ করে পয়ার রচিত
এতদূরে সসেমিরা হইল সমাপ্ত।

এই বিষয়ে আরও একটি কবিতা পাইয়াছি।[১৯]

ছেলে-ভুলানো গল্প লইয়া লেখা অপর পদ্য রচনা হইতেছে কাশীশ্বরের 'চোরচক্রবর্তী'[২০], কবিকর্ণের 'বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর উপাখ্যান'[২১], মদন ঘোষের 'ব্যঙ্গ-কাহিনী'[২২], ইত্যাদি। চোরচক্রবর্তীর উল্লেখ পৃথ্বীচন্দ্রের গৌরীমঙ্গলে আছে। কবিকর্ণের ও মদন ঘোষের রচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের হওয়া খুবই সম্ভব। সত্যনারায়ণ-পাঁচালী রচয়িতা কৃষ্ণহরি দাসও চোরচক্রবর্তীর কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন।[২৩]

রূপকথা অথবা বিশুদ্ধ লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে লেখা একটি পুরানো ক্ষুদ্র রচনা "দ্বিজ" উমানাথের 'মাণিক্যমিত্রের কথা'।[২৪] নিবন্ধটি পাঁচালীর মতো নয়, আগমের ধরনে। অর্থাৎ বক্তা শিব, শ্রোতা পার্বতী। উমানাথ কোচবিহারের রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের (রাজ্যকাল ১৭১৭-৬৩ অব্দ) অনুচর ছিলেন। কাহিনীটি সংক্ষেপে বলিতেছি। রাজপুত্র হীরাধর তিন বন্ধুকে লইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছে। একদিন চারি বন্ধু বেশভূষা ছাড়িয়া রাখিয়া শৌচে গিয়াছিল। রাজপুত্র আসিয়া দেখিল যে তাহার মহামূল্য মানিকটি নাই। তিন বন্ধুর মধ্যে কেহ লইয়াছে বলিয়া তাহার সন্দেহ হইল। রাজপুত্র সন্দেহ মনেই চাপিয়া রাখিল, তবে সর্বদা চেষ্টা রহিল বন্ধুবিচ্ছেদ না ঘটাইয়া মানিকটি উদ্ধার করিতে হইবে। মণিপুর রাজ্যে পৌঁছিয়া সেখানকার রাজকুমারী মদনমঞ্জরীর বুদ্ধিচাতুর্যে অবশেষে হীরাধরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। তাহার পর যথারীতি হীরাধরের সঙ্গে মদনমঞ্জরীর এবং রাজপুত্রের তিন বন্ধুর সঙ্গে রাজকন্যার তিন সখীর বিবাহ হইল।

কোচবিহারের রাজা হরেন্দ্রনারায়ণও (রাজ্যকাল ১৭৮৩-১৮৩৯ অব্দ) নিজে (অথবা সভাসদ্‌দের সাহায্যে) এই রকম কয়েকটি রূপকথা লিখিয়াছিলেন ॥ [৫]

### ৪ গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র-পুরাণ

সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লইয়া কবিতা রচনা (—যদি তাহা জনগণের ব্যাপক মনশ্চাঞ্চল্য ঘটাইত—) সেকালে চলতি ছড়ার আকারেই গাঁথা হইয়া লোকের মুখে মুখেই ফিরিত।[২৬] স্থানীয় দেবতার মাহাত্ম্য-বিজড়িত হইয়া কোন কোন ঘটনা গানে অথবা গাথায় স্থিরত্ব পাইত।[২৭] নিতান্ত দৈবক্রমে একটি গাথা—যাহাকে বর্গীর হাঙ্গামার "প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ",—আধুনিক কালের সাহিত্যের ভাষায় "সংবাদদাতার পত্র ও বলিতে পারি—সমসাময়িক (হয়তো মূল) পুথিতে মিলিয়া গিয়াছে। আধুনিকপূর্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে এইটিই একমাত্র ঐতিহাসিক কবিতা। রচয়িতা নাম দিয়াছিলেন মারাঠা-পুরাণ, তাই পুথির পুষ্পিকায় নাম 'মহারাষ্টা-পুরাণ'। কিন্তু যিনি কবিতাটিকে প্রকাশ করিয়াছিলেন[২৮] তিনি নামটিকে "শুদ্ধ" করিয়াছিলেন 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ রূপে। সেই নামই এখনও চলিতেছে। ভনিতায় লেখকের নাম পাই গঙ্গারাম ("কবি গঙ্গারাম")। কেহ কেহ[২৯] অনুমান করেন যে ইঁহার পুরা নাম গঙ্গারাম দত্ত, নিবাস নড়াইল (যশোরের অন্তর্গত)। ভাষায় কোন কোন তদ্‌ভব পদের রূপ স্পষ্টভাবে অ-পশ্চিমবঙ্গীয় (যেমন "জাউলা মাউছা" - জেলে মেছো, "সোনার বাইনা" = সোনার বেনে, "সুইনা" = শুনিয়া, শুনে), কিন্তু বেশির ভাগ তদভব পদ পুরাপুরি পশ্চিমবঙ্গীয় (যেমন, "পেযে" = পাইয়া, "বানিঞা" = বেনে, "ছামুতে" = সামনে)।

পুষ্পিকায় "ইতি মহারাষ্টাপুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর-পরাভব" থাকিলেও গাথাটি যে

সুবৃহৎ পুরাণ-নিবন্ধের মতো পরিকল্পিত হইয়াছিল এমন অনুমান উচিত নয়। কাহিনী তো ঐখানেই শেষ। তাহার পরে কি হইবে না হইবে লেখক জানিবেন কী করিয়া? তিনি তো রামায়ণ-রচয়িতা নন। সুতরাং প্রথম কাণ্ড, অর্থাৎ প্রাপ্ত অংশেই গাথাটি পরিসমাপ্ত। "পুরাণ" নাম দেওয়া হইয়াছিল শুধু উপক্রমণিকার জন্য। পুরাণের আরম্ভে যেমন পাই অসুরের অত্যাচারে পৃথিবী ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিষ্ণুকে অবতীর্ণ হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন গঙ্গারামও সেই ভাবে তাঁহার গাথা আরম্ভ করিয়াছেন। তবে তিনি বিষ্ণু অথবা শিবকে অবতীর্ণ করান নাই। সাহু রাজার দূতের দ্বারা সেই কাজ করাইয়াছেন। সে দূত ভাস্কর। সুতরাং পুরাণের কংসের মতো ভাস্কর নয়। অথচ ভাস্করই মারা পড়িল। গঙ্গারামকে পুরাণের পথ ধরিয়াই সে পথ অবিলম্বে ছাড়িতে হইয়াছিল। ভাস্কর পরাভবের পর গঙ্গারামের গাথায় আর কোন বস্তু থাকা অসম্ভব।

মহারাষ্ট্র-পুরাণে গঙ্গারাম সাক্ষাৎ-দৃষ্ট ঘটনার বিবরণ যথাসম্ভব অনতিরঞ্জিতভাবে দিয়াছেন। তাহাই এই দীর্ঘ কবিতাটির একমাত্র মূল্য। ১২৪৯-৫০ সালে মারাঠা বর্গীদের পশ্চিমবঙ্গ লুণ্ঠন, আলিবর্দীর পরাভব ও অবশেষে জনসাধারণের বিরোধিতায় বর্গী সেনাপতি ভাস্কর-পণ্ডিতের পরাভব ও নিধন মহারাষ্ট্র-পুরাণের বিষয়। ঘটনার আট বছর পরে, ১৭৫১ অব্দে, ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

গঙ্গারাম "পুরাণ" রচনা করিতেছেন, সুতরাং কাব্যের আরম্ভও পুরাণের রীতিতে। মর্ত্যলোকে নরনারী রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া বিবিধ পাপকর্মের অনুষ্ঠানে মত্ত হইয়াছে দেখিয়া জর্জরিত পৃথিবী প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে শিবের কাছে লইয়া গেলেন। ব্রহ্মার স্তবে খুশি হইয়া শিব সকল কথা শুনিলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "পাপিষ্ঠ মারিছি আমি দূত পাঠাইঞা"। ব্রহ্মাকে বিদায় দিয়া শিব ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে এক উপায় তাঁহার মনে জাগিল।

নন্দীকে দেখিয়া শিব বলিছে বচন — দক্ষিণ শহরে তুমি যাহ তৎক্ষণ
সাহু রাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে — অধিষ্ঠান হৈ যাইয়া তাহার রাজ্যেতে
বিপরীত পাপ হইল পৃথিবী উপরে — দূত পাঠাইঞা যেন পাপ লোক মারে

নন্দী গিয়া সাহু-রাজার উপর ভর করিল। সাহু-রাজা রঘু রাজাকে বলিল অনেক দিন হইল বাঙ্গালার চৌথ আসে নাই, তুমি বাদশাহের নিকট পত্র লেখ বাঙ্গালার চৌথ দিতেছ না কেন। দূত গিয়া বাদশাহের এই লিখন আনিল—

চাকর হইয়া [সেহ] মারিল সুবারে — জবর হইল লালবন্দি না দেয় মোরে
লোক লস্কর তবে নাই আমার স্থানে — হেন কোন জন নাই তারে নিয়া আনে।
বাঙ্গালা মুলুক ভুঞ্জে পরম সেই সুখে — দুই বৎসর হইল লালবন্দি না দেয় মোকে।
জবর হইঞা সেই আছে বাঙ্গালাতে — চৌথের কারণে লোক পাঠাও তথাতে।

ভাস্কর-পণ্ডিতকে বাঙ্গালায় চৌথ আদায় করিতে পাঠানো হইল। ভাস্কর নাগপুর হইয়া পঞ্চকোটে পৌঁছিলে পর সেখানে চরের মুখে সংবাদ পাইল, "বর্দ্ধমান সহরে রানীর দীঘীর পরে[৩০] নবাব আছে সেইখানে।" ভাস্কর রাতারাতি নিঃশব্দে যাত্রা করিল।

বৈশাখের উনিশা যাএ — বরগী আইলা তাএ
মহা আনন্দিত হইয়া মনে
বীরভূঁই বামে থুইয়া — গোয়ালাভূঁইর কাছ হইয়া

আসিযা ঘেবিল বর্ধমানে।

বর্গী সৈন্য আসিযা চাবিদিক ঘিবিযা ফেলিলে নবাবেব প্রহবী সৈন্য কিছুই টেব পাইল না। প্রভাতে বাজাবাম নবাবকে নিবেদন কবিল, "ইহা আমি না জানিল আচম্বিতে সৈন্য আইল আসিযা ঘেবিল লস্কবে।" নবাব কিছুক্ষণ চুপ কবিযা থাকিযা বলিল, কোথা হইতে ফৌজ আসিযাছে খোঁজ কব। হবকবা অবিলম্বে সংবাদ আনিল

চব্বিশ জমাদাব ভাস্কব সবদাব
চল্লিশ হাজাব ফৌজ লইঞা
সেতাবা গড হইতে ববগী আইল চৌথ নিতে
সাহু বাজাব হুকুম পাইঞা।

নবাব ভাস্কবেব কাছে উকীল পাঠাইল এই বলিযা, বাঙ্গালাব চৌথ তো বাদশাহেব কাছ হইতে যায, বাঙ্গালায তাহাব কি। ভাস্কব উত্তব দিল বাঙ্গালায গিযা চৌথ আদায কবিতে বাদশাহেব হুকুম, চৌথ না পাইলে আমি দেশ লুঠ কবিব। তখন নবাব সিপাহী জমাদাবদেব চৌথ আদায কবিতে বলিলে তাহাবা বলিল,

আমবা যত লোকে মাবিব ববগীকে
দেশে যেন আইসতে নাই পাবে
ববগী সব মাবিব দেশে আসিতে না দিব

শুনিযা নবাব খুশি হইযা তাহাদেব পান দিযা সংবর্ধিত কবিল। ভাস্কবও লুটপাটেব হুকুম দিল। তাহাতে

কি কবিতে পাবে ভাস্কবে।
একদিন দুইদিন কবি সাতদিন হইল
চতুর্দিকে ববগীতে বসদ বন্ধ কৈল।
মুদী বানিঞা যত বাব হৈতে নাবে
লুটে কাটে মাবে ছামুতে পাএ যাবে
ববগী তবাসে কেহ বাহিব না হএ
চতুর্দিকে ববগীব তবে বসদ না মিলএ।
কলাব আইঠা যত আনিল তুলিযা
তাহা আনি সব লোকে খায সিজাইযা।
ছোট বড লস্কবে যত লোক ছিল
কলাব আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল।
বিষম বিপত্ত্য বড বিপবীত হইল
অন্য পবে কা কথা নবাব সাহেব খাইল।

এইরূপে চৌদ্দ দিন কাটিল। তাহাব পব অনশন আব সহ্য কবিতে না পাবিযা ফৌজ লইয়া নবাব কুচ কবিযা চলিল। সম্মুখযুদ্ধে অপাবগ বর্গী নবাবেব পিছু পিছু চলিল দেশ লুটিতে লুটিতে। নবাবেব পশ্চাদবক্ষী সেনাপতি মোসাহেব খাঁ নিকুন (এখনকাব নিগন) সবাইয়ে বর্গীদেব আটকাইলে নবাব নিবাপদে কাটোয়া পঁহুছিল। সেখানে হাজি সাহেব গঙ্গাব ওপাব হইতে বসদ পাঠাইলে নবাব ও তাঁহাব ফৌজ খাইযা বাঁচিল। এদিকে বর্গীবা দুইধাবে গ্রাম সব লুটিতে লুটিতে নবাবেব অনুসবণ কবিযাছে।

তবে সব ববগী গ্রাম লুটিতে লাগিল যত গ্রামেব লোক সব পলাইল।
ব্রাহ্মণ পলাএ পুথিব ভাব লইযা সোনাব বাইনা পলায কত নিক্তি-হুডপি লইযা।
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইযা যত তামা পিতল লইযা কাঁসাবি পলাএ কত।
কামাব কুমাব পলাএ লইযা চাক-নডি জাউল' মাউছা পলাএ লইযা জাল-দডি।
ভালমানুষেব স্ত্রীলোক যত হাঁটে নাই পথে ববগীব পলানে পেটাবি লইল মাথে।
ক্ষেত্রি বাজপুত যত তলযাবেব ধনী তলযাব ফেলাইঞা তাবা পলাএ অমনি।
গোসাঞি মহান্ত যত চোপালাএঁ চডিযা বে'চকাবুচকি লয যত বাঁহুকে কবিযা [৩২]।
সেক সৈযদ মোগল পাঠান যত গ্রামে ছিল ববগীব নাম সুইনা সব পলাইল।
সিকদাব পাটআবি যত গ্রামে ছিল ববগীব নাম সুইনা সব পলাইল।
দশবিশ লোক আইসা পথে দাঁডাইলা তা সভাবে সোধাএ ববগী কোথাএ দেখিলা।
তাবা সব বলে মোবা চক্ষে দেখি নাই লোকেব পলান দেখিযা আমবা পলাই।

লুটপাট কবিযা বর্গীবা গ্রাম সব জ্বালাইযা দিতে লাগিল। নবাব কাটোযা ছাডিযা চলিযা গেলে ভাস্কব সেখানে আসিযা থানা গাডিল এবং জমিদাবদেব বশ কবিযা খাজনা আদায কবিতে লাগিল। আশ্বিন মাস আসিলে ভাস্কব-পণ্ডিত দাঁইহাটে দুর্গোৎসবেব আযোজন কবিল। পূজাব পূর্বে একদিন বর্গীবা ভাগীবথী পাব হইযা ফুটিসাঁকো নামক স্থানে গিযা উপস্থিত হইলে পব নবাব যাট হাজাব অশ্বাবোহী লইযা আক্রমণ কবিল। বর্গী সেখান হইতে পলাইল। পূর্ণিযা ও পাটনা হইতে ফৌজ আসিযা নবাবেব শক্তিবৃদ্ধি কবিলে পব নবাব কাটোযায আসিল। সেদিন অষ্টমীব বাত্রি। প্রতিমা ফেলিযা ভাস্কব পলাইতে বাধ্য হইল।

চৈত্র মাসে ভাস্কব আবাব বাঙ্গালায আসিল এবং বেশি কবিযা লুটপাট অত্যাচাব লাগাইল। ভাস্কব কাটোযাতে আসিযা ছাউনি কবিল, নবাব বহিল মনকবাতে। সন্ধিব চেষ্টা হইতে লাগিল। মুস্তফা খাঁ ও জানকীবাম ভাস্কবেব নিবাপত্তাব জন্য জামীন হওযাতে ভাস্কব দোসবা বৈশাখ তাবিখে নিবস্ত্র হইযা নবাবেব শিবিবে আসিল। নবাব ছুতা কবিযা উঠিযা গেলে পব ভাস্কব ও তাহাব সঙ্গীদেব হত্যা কবা হইল। বর্গীবা ছত্রভঙ্গ হইযা পলাইল। নবাবেব শিবিবে উৎসবেব সাডা পডিযা গেল। গঙ্গাবামেব লেখনীও ক্ষান্ত হইল।

মনকবা মোকামে যদি ভাস্কব মইল
মনসুবা দউডাইযা ক'ব গঙ্গাবাম কইল।

## ৫ ছডায় ও গাথায় ইতিহাস

কযেকটি আধুনিক ছডায অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগেব ঘটনা প্রতিবিম্বিত হইযাছে। এগুলি সমসাময়িক বচনাবই আধুনিক সংস্কবণ। একটি ছোট গাথায বর্ধমানেব বাজা কীর্তিচন্দ্রেব কীর্তি ও মৃত্যুঘটনা উল্লিখিত আছে।[৩৩]

বাজা বাজবলহ
যাগেশ্বরে দিযা দীঘি নাম বহিল।

বন কেটে বসালেন বাজা কাঞ্চননগব হেদে হে ধার্মিক বাজা দযাব সাগব।
বর্ধমানে বাডী তোমাব দীঘনগবে হাট সাধ কবে বাঁধালেন বাজা মা গঙ্গাব ঘাট।
ধর্মশীল মহাবাজা পাপে না দেন মন কত শত কবান বাজা ব্রাহ্মণ ভোজন।
আজান-বাহু ছিল তোমাব জানে জগতেতে অর্জুন বাজার সমান তুমি ছিলে ক্ষমতাতে।

জমিদারেবা ছিল দেশে বডই অত্যাচাবী তোমাব নামে কাঁপত তাবা সদাই থবথবি।
বর্গী ভয় হতে বাজা আমাদেব বাখলে যতনেতে তোমাব সমান দযাল বাজা না দেখি ধবাতে।
ক্ষেত্রিকুলে জনম তোমাব তরয়ালেব ধনী চন্দ্রকোনা জয কবিতে সাজিলেন আপনি।
দক্ষিণ ছেডে এলেন বাজা সাত-গাডি টাকা মাল মুলুকে লুটে নিলে যমে দিলে দাগা।
আষাঢেতে বথযাত্রা অঘ্রান মাসে বাস অঘ্রান মাসে মবলেন বাজা স্বর্গে কবলেন বাস।
হাঁডা হাঁডা ঘৃত জ্বলে জ্বলে চন্দন কাঠ দাঁইহাটে বহিল বাজাব শানবাঁধা ঘাট।
পাখ কান্দে পাখুডী কান্দে কান্দে বাজ-তোতা মা জননী এসে বলে বাছা গেলি কোথা।
শহবেব লোক কান্দে কবে হায হায হেঁটমুণ্ড কবে কান্দে হবেকৃষ্ণ বায।
হাতিশালে হাতি কান্দে ঘোডায না খায পানি বিনিযে বিনিযে কান্দে কীর্তিচান্দেব বানী।
ছোটবানীব কাপডখানি বডবানীকে সাজে বানীব কপালে সিন্দুবেব ফোটা গঙ্গাজলেব মাঝে।
হাতিশালে হাতি কান্দে পাইশালে ঘোডা মানিকচান্দ বাবু কান্দে ভিজে জামাজোডা।
বাজা বাজবলহ
যাগেশ্বরে দিযে দীঘি নাম বহিল ॥

আলীবর্দী ও সবফবাজ খাঁব যুদ্ধ এবং পলাশীব যুদ্ধ বিষযেও ছোট ছোট ছডা পাওযা গিযাছে [৩৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে লেখা সমসাময়িক জীবনী ও ইতিহাস-সম্পার্কত বচনাব কথা এই প্রসঙ্গে বলিতেছি। জীবনী নিবন্ধেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল অনুপচন্দ্র দত্তেব 'প্রতাপচন্দ্র-লীলাবসসঙ্গীত [৩৫], দেওযান মানুল্লা মণ্ডলেব কান্তনামা' (নামান্তব বাজধর্ম) [৩৬] কোচবিহাবেব মহাবানী বৃন্দেশ্বরী বিবচিত 'বেহাবোদন্ত [৩৭], কোচবিহাবেব একাধিক বাজকর্মচাবীব লেখা বাজমালা' [৩৮] এবং হবিমোহন চট্টোপাধ্যায বচিত 'জীবনচবিত্র' [৩৯] প্রতাপচন্দ্র-লীলাবসসঙ্গীতে বর্ধমানেব "জাল" প্রতাপচাঁদেব কথা [৪০] আছে। [৪১] অনুপচন্দ্র ছিলেন প্রতাপচাঁদেব শিষ্য। তাঁহাব জাতি আগুবি, নিবাস শ্রীখণ্ড। ক্ষুদ্র কাব্যটিতে প্রতাপচাঁদকে অবতাবকল্প মহাপুরুষ প্রতিপন্ন কবিবাব চেষ্টা আছে। বচনাসমাপ্তিকাল হইল ১৩ অগ্রহাযণ ১২৫০ সাল ১৭৬৫ শকাব্দ (১৮৪৩ অব্দ)। তখন প্রতাপচাঁদ জীবিত। এ বিষযে আবো একটি গাথা মিলিযাছে। সেটি কার্তিকচন্দ্র সিদ্ধান্তেব বচনা।

কার্ত্তিকচন্দ্র সীদ্ধান্তিব বাণী শুন ঈশ্বব চক্রপাণি
ছোটবাজা পাপক্ষয কবিল আপন
দ্বাপবে পাণ্ডবগণ কবিআছিল যেমন
সেইমত প্রতাচন্দ্র কবিল এখন

গাথাটিতে পাবিবাবিক চক্রান্তজাল হইতে প্রতাপচন্দ্রেব পলাযনেব বিচিত্র কাহিনী বর্ণিত আছে।

বাজমালায ত্রিপুবা-বাজবংশেব ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইযাছে। ইহা চোন্তাই দুর্লভচন্দ্র, পণ্ডিত শুক্রেশ্বব ও পণ্ডিত বাণেশ্বব সঙ্কলিত সংস্কৃত 'বাজবত্নাকব' ও 'বাজমালা' অবলম্বনে লেখা। বাঙ্গালা বাজমালা ঊনবিংশ শতাব্দীব মধ্যভাগেব পূর্বে বচিত হয নাই। ত্রিপুবাব মহাবাজা বীবচন্দ্র-মাণিক্য ববীন্দ্রনাথকে একটি পত্রে জানাইযাছিলেন, "বাঙ্গালা বাজমালাব লেখককে আমি বালকবযসে দেখিযাছি।" অনেকেব সুদৃঢ় সংস্কাব আছে যে বাঙ্গালা বাজমালা ষোডশ

শতকেব বচনা। কিন্তু যে "প্রাচীন" পুথি বাঙ্গালা বাজমালাব মূল তাহাব লিপিসমাপ্তি কাল ১২৫৬ ত্রিপুবাব্দ। আসলে বাঙ্গালা বাজমালাব বচয়িতা বা অনুবাদক ছিলেন মহাবাজা কৃষ্ণকিশোব-মাণিক্যেব (বাজ্যকাল ১২৩৯-৫৯ ত্রিপুবাব্দ) কর্মচাবী উজীব দুর্গামণি ঠাকুব। ইঁহাকেই বাল্যকালে দেখিযাছিলেন বলিযা বীবচন্দ্র উল্লেখ কবিযাছিলেন।

বেহাবোদন্তেব লেখিকা, মহাবাজা শিবেন্দ্রনাবাযণেব পত্নী মহাবানী বৃন্দেশ্ববী (মৃত্যু ১২৮৩ সালে) ছোট বইটিতে নিজেব জীবনকথা ও কোচবিহাব বাজদববাবেব সমসাময়িক বৃত্তান্ত কিছু কিছু দিযাছেন।

বিবিধ ঐতিহাসিক ঘটনা পল্লীকবিদেব হাতে ছোটখাট গাথাকবিতায ও ছড়ায রূপ পাইযাছিল। উত্তববঙ্গেব কৃষ্ণহবি দাসেব সত্যনাবাযণ-পাঁচালীব ও চোবচক্রবর্তী কাব্যেব উল্লেখ পূর্বে কবিযাছি। ইঁহাব লেখা একটি ঐতিহাসিক ছড়া ('নয-আনাব কবি") পাওযা গিযাছে।[৪২] ঘটনা ১১৯০ সালেব। বঙ্গপুবেব বর্ধনকুঠীব নয-আনিব জমিদাব সীতাবাম বাযকে তাঁহাব দেওযান নিযুক্ত কবিবাব অনুমতিব জন্য কলিকাতায কোম্পানীব দববাবে লিখিযা পাঠাইযাছিল। এদিকে বঙ্গপুবেব কালেকটব গুডল্যাড বাজাকে ধবিয়া বসিল বামবল্লভ বাযকে বহাল কবিতে। সে অনুবোধ বাজা ঠেলিতে পাবে নাই বামবল্লভ দেওযান হইল, কিন্তু প্রজাবা খুশি হইল না। দেওযান চক্রান্ত কবিযা বাজাব মহল নিলামে তুলিযা নিজে কিনিযা লইতে উদ্যত হইলে বাজা প্রজাদেব শবণাগত হইল। তখন প্রজাবা সম্মিলিত হইযা বাধা দিযা বামবল্লভকে পদচ্যুত কবিতে গুডল্যাডকে বাধ্য কবিল।

যোডহস্তে সবা কাছে কবি নিবেদন
নয আনাব কবি কহি শুন সবজন।
চন্দ্র পৃষ্ঠে চন্দ্র লিখে গ্রহ পৃষ্ঠে শূন্য
সেই সনে অপ্রতুল, শুন তাব জন্য।
একটি দুইটি কবিযা বাযত ধবল সাবি
কাচাবি বেড়িযা বাযত হল বাজাব চাবি
হেনকালে সাহেবেব দৃষ্টি পড়ল পাছে
দেখে কেবল বাযত যত অন্য কেহ নাহি কাছে।
পূর্বদিনেব ধমক চমক সব আছে মনে
চাবিদিকে চাহে সাহেব চঞ্চলনযনে
সাহেব বলে শুন শুন বামবল্লভ বায
বাযতে না ছাড়ে পিছু কি কবি উপায।
দেওযান বলে বাযত সব কবতে পাবে
কাকেও স্বর্গে তোলে কাকে আছড়ে মাবে।
বাযতে লইযা সবাব ঠাকুবালী
যত দেখ সোনাব বালা বাযতেব কড়ি।
সাহেব বলে আজ হতে দেওযান খাবিজ হইল
শুনিযা সকল প্রজা স্বর্গ হাতে পাইল।
মহাশব্দ কবি ঝাকি দিযা কয
জীযা থাক সাহেব তোমাব বিবিব হউক জয।
নয-আনাব কবি কহে পাঁচালী মধুব
কৃষ্ণহবি দাসে ভনে বাস মহীপুব।
কৃষ্ণহবি দাসে ভনে তাহেব মামুদে লেখে
সবে মিলি জয জয দিযা আল্লা বল মুখে॥

সাম্প্রতিক কালেব গণশক্তি-জাগবণেব ইতিহাসেব পক্ষে কবিতাটিব একটু বিশেষ তাৎপর্য ও মূল্য আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগ হইতে যে জনসাধাবণেব মনে সংহতি-শক্তি বিষযে অবোধপূর্ব অনুভবেব সঞ্চাব হইতেছিল তাহাব প্রমাণ আবও দুই একটি কবিতা-ছড়ায মিলিযাছে। যেমন, বমানাথ বাযেব কবিতাটি।[৪৩]

দশে যেই কর্ম কবে সেই কর্ম হয।
দশেব আদেশ বুদ্ধি একা কোন ছাব
দশে পতিত করে দশে কবে পাব।

দশের মহিমা ভাই কে কহিতে জানে
সেই বড় ভাগ্যমান দশে যারে মানে।...
দশ যেই পথে চলে সেই পথ সোজা
দশের লাঠি হইলে হয় একজনার বোঝা।...

উত্তরবঙ্গের আর এক লেখক, পাবনা জেলার নাকালিয়া গ্রাম-নিবাসী, রামপ্রসাদ মৈত্রেব লেখা দুইটি ঐতিহাসিক ছড়ায়[৪৪] ইংরেজ-শাসনের প্রথম দিকে বিচারব্যবস্থাব সরল ব্যঙ্গচিত্র রহিয়াছে। দুইটি ছড়ারই প্রারম্ভে লেখক ইংরেজ সওদাগর-শাসকদের ঈশ্বরের অবতাররূপে কল্পনা করিয়াছিলেন (যেমন ধর্মঠাকুরের ছড়ায়)।

অপূর্ব শুনহ সবে স্বর্গের যতেক দেবে
হাতে বেত শিরে দিলা টুপি।
বাঙ্গলার অভিলাষে আইলা সদাগববেশে
কৈলকাতা পুরানাকুঠী[৪৫] আদি
গতামল সুভেদাবী শুন সন বাহাত্তবি
আংরেজ আমল তদবধি।

এবং

শুন সভে এক মজা বাঙ্গালাব যতেক প্রজা
ছিল সুবেদারীতে প্রধান
ইতিমধ্যে কোন ধাতা সৃষ্টি কৈল কৈলকাতা
সাহেবরূপে দেবতা অধিষ্ঠান।
শিবে টুপি মুজা পায হাতে বেত কুতি গায
একবর্ণ দেখ সভাকাব
বুঝিলাম অনুভবে অবিতাব দেবতা সভে
ভূতলে কবিলা অধকাব।

উত্তববঙ্গের দুইজন ঐতিহাসিক-ছড়া লেখক হইতেছেন বতিরাম দাস[৪৬] ও "দ্বিজ" জগন্নাথ।[৪৭] প্রথম কবিতার বিষয় দেবীসিংহেব অত্যাচাব। কবি স্বযং দেবীসিংহেব হাতে শাস্তিভোগ করিযাছিলেন। বতিরামের লেখা "জাগের গান" পাওয়া গিযাছে।[৪৮] মজনু ফকিরের অত্যাচার সম্বন্ধীয় একটি ছড়ার পুথিব লিপিকাল (বা বচনাব তাবিখ) ১২২০ সাল।[৪৯]

উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত বিবিধ ছড়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—বগুডা জেলার অন্তর্গত নারুলি-বেলপাডা গ্রাম-নিবাসী "দ্বিজ" গৌবীকান্তের মহাস্থান-স্নানের বা পৌষ-নারায়ণী স্নানের ছড়া[৫০], অজ্ঞাতনামা লেখকের ব্রহ্মপুত্র-মাহাত্ম্য ছড়া[৫১], এবং ব্যাঘ্রদেবতা সোনাবায়েব ছড়া।[৫২]

পূর্ববঙ্গে মিলিতেছে—ভূমিকম্পের ছড়া[৫৩], বাত্যাবর্ত-বিবরণ (নরোত্তম কেরানি রচিত ; ১১৫৭ মঘী সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘটনা)[৫৪], রাধামোহন সেরেস্তাদারের কীর্তি (চাটিগাঁ-দেবগ্রাম নিবাসী রামতনু আচার্যের রচনা "চন্দ্র মুনি বেদ ইন্দু" অর্থাৎ ১৭৪১ শকাব্দে)[৫৫], বখ্‌শ্ আলী ফৌজদারের কীর্তিগাথা (পূর্বোক্ত রামতনু আচার্য রচিত, "নিধি বসু ধাতা ইন্দু" অর্থাৎ ১১৮৮ মঘী সালে)[৫৬], রাজকুমার বাবুর পরিণাম (গঙ্গারাম দাস

বচিত)[৫৭], যুদ্ধকথা (দীনদযাল্ দাস বচিত)[৫৮], নিত্যানন্দ-বৈদ্যেব কবিতা ("দ্বিজ" বামচন্দ্র বচিত)[৫৯], চৌধুবীব লডাই[৬০], বাজবল্লভ-সেনেব জীবনচবিত (শুকদাস গুপ্ত বচিত)[৬১] ইত্যার্দি।

পশ্চিমবঙ্গেব প্রাচীনতম গাথাব পবিচয পূর্বে দিযাছি। ছোটখাট অপব বচনাব মধ্যে বিশেষ লোকপ্রিয ছিল দামোদবেব বানেব ছডা। ভাঙ্গামোডানিবাসী অনিরুদ্ধ গুপ্ত ১০৭২ মল্লাব্দেব অর্থাৎ ১১৭৩ সালেব বন্যাব উপব ছডা লিখিযাছিলেন—নিজে দেখিযা নয, লোকেব মুখে শুনিযা।[৬২] ১২৩০ সালেব বান লইযা ছডা অনেকেই লিখিযাছিলেন। অজয প্রভৃতি অন্য নদীব বানেবও ছডা মিলিযাছে।

বানেব-ছডা-লেখক নফব দাস এবং দুর্ভিক্ষেব ছডা 'আকালচবিত্র'-লেখক "দ্বিজ" নফব[৬৩] এক ব্যক্তি হইতে পাবেন। চণ্ডীচবণেব ছডাব নাম 'নদীব পাঁচালী'।[৬৪] "দ্বিজ" দ্বাবকানাথেব বচনায[৬৫] ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাব বঙ আছে। ভনিতায লেখকেব কিঞ্চিৎ পবিচযও আছে। কবিতাটি "হাপু' [৬৬]-গান। শেষাংশ উদ্ধৃত কবিতেছি—

মাটেতে ছিল ধান
মাটেতে ছিল ধান পেযে বান আথালি পাথালি
ছিল ইক্ষু অতি দীর্ঘ চেপে গেল বালি।
বাজকব কিসে দিব
বাজকব কিসে দিব কি খাইব অন্তবে ভাবিযা
স্থানান্তবে কেহ গেল দুঃখিত হইযা।
কহে দ্বিজ দ্বাবকানাথে
কহে দ্বিজ দ্বাবকানাথে কুকুটাতে নিবাস থাকিযা
জ্যেষ্ঠ ভাই কমলা তাব আজ্ঞা পায্যা।
দুযখ ব'বে বাবে
দুযখ বাবে বাবে (কব কাবে, আব কত সয
জমিব লোভে মবিবে সভে কুলবাৰ্দ্ধা কি নয॥

অপব বানেব ছডায লেখক হইতেছেন "দ্বিজ" লালমোহন[৬৭] নবসিংহ দাস [৮], "দ্বিজ" বাম (মীর্জাপুব-নিবাসী)[৬৯] ইত্যাদি। কযেকটি ছডাব লেখকেব নাম জানা যায নাই।[৭০]

বীবভূমেব সাঁওতাল-হাঙ্গামাব ছডা পাওযা গিযাছে বাইকৃষ্ণ দাসেব লেখা।[৭১] বতন কবিবাজেব মদনমোহন-বন্দনায কিছু কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাব উল্লেখ আছে।[৭২]

হেষ্টিংসেব আমলে কোম্পানি চণ্ডালগড হইতে শালিখা পযন্ত যে দাঁডা বাস্তা নির্মাণ কবাইযাছিল সে বিষযে একটি 'হাপু"-গানেব ছডা পাওয' গিযাছে। কবিতাটিব অল্পস্বল্প কপান্তবও মিলিযাছে। বচযিতাব নাম একটি পাতডায[৭৩] পাই মদনমোহন নিবাস মেদিনীপুব। আব একটিতে[৭৪] পাই "দ্বিজ" বাধামোহন, নিবাস আবদুলপুব। ছডাটিতে বিষ্ণুপুবেব বাজা চৈতন্যসিংহেব সঙ্গে যুদ্ধে হেষ্টিংসেব পবাজযেব উল্লেখ এবং চণ্ডালগড হইতে শালিখা পর্যন্ত বাস্তা তৈযাবিব বিববণ আছে। বাস্তাব কাজে বেগাব ধবিযা খাটানো হইযাছিল। তাহাদেব দুর্দশাব বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত কবিতেছি। এটিও "হাপু' গান।

ফেলাএ লাঁগল মাঠে
ফেলাএ লাঁগল মাঠে পালায ছুটে যত চাষিগণ

বেগাব ধবিতে আইল কত শত জন।
যেন চৈত মাসে
যেন চৈত মাসে ভক্ত্যা ধবা ব্যাপহাবা যেদিকে যাকে পায
হাতে বেঁধে গোপ্তা মেবে বাস্তাতে খাটায।
হাতে কবে বেতেব বাডি
হাতে কবে বেতেব বাডি তাডাতাডি মাবে (সবাব) পিঠে
বেতেব ভযে যত কোডা চতুর্দিকে ছুটে।
খাবা দাবা বন্দ কবে
খাবা দাবা বন্দ কবে বাকে ধবে সন্দে কালে ছুটি
কোদাল পিঠে ঝুডি হাতে যায গুটি গুটি
সন্দেয বসদ নিতে
সন্দেয বসদ নিতে চাবিভিতে কবে মহা গোল
খুদাব জ্বালায বিকলি কবে বলে হবিবোল।
শুনে বস্কি[৭৫] এল ধেযে
শুনে বস্কি এল ধেএ বসদ লএ মাপুই [৬] সঙ্গে কবি
বসদ দেখে যত কোডা বৈসে সাবি সাবি
কযাল বসদ মাপে
বসদ পেএ চলে ধেএ কডকডি চিবায
গুটপাট কবে ঘাটে জল গিযা খায
বলে হায প্রাণ বাঁচিল
বলে হায প্রাণ বাঁচিল ধূলায শুল নুটপুটু হএ
ঘুম ভাঙ্গিল পিপিডে খায চলে বো ধেএ।
মবিব গঙ্গাজলে
মবিব গঙ্গাজলে সভে বলে মহা মহা বারুণী
সর্বলোকে গঙ্গাস্থানে দিবস-বজনী ॥

### ৬ স্থানীয দেব-দেবী বন্দনা ও অন্যান্য ছড়া

স্থানীয দেবদেবীব বন্দনা ও মাহাত্ম্যখ্যাপক কবিতা পশ্চিমবঙ্গে প্রচুব লেখা হইযাছিল। এই ধবনেব যে সব ছোট ছোট কবিতা পাওযা গিযাছে তাহাব সবগুলি স্বাধীন বচনা নয। সেগুলি বৃহত্তব কাব্যেব বন্দনা পালাব অংশ মাত্র। উত্তববাঢেব পুবাতন দেবীপীঠ ক্ষীবগ্রামেব যোগাদ্যা-দেবীব বন্দনা পাওযা গিযাছে কৃত্তিবাসেব, "দ্বিজ" দযাবামেব, পরমানন্দ দাসেব[৭৭] ও "দ্বিজ" বাঞ্ছাবামেব[৭৮] ভনিতায। তাবকেশ্বেব বন্দনাব পুবানো লেখক হইতেছেন সহদেব চক্রবর্তী[৭৯], অপব লেখক হইতেছেন বামকৃষ্ণ।[৮০] 'বাজবল্লভীব কথা'ব পুথি খণ্ডিত[৮১], কবিব নাম পাওযা যায নাই। দণ্ডভুক্তিব অধিষ্ঠাত্রী দেবী লাউগ্রামেব দণ্ডেশ্বীব বন্দনা লিখিযাছিলেন ভক্তদাস পাল।[৮২] মদনমোহনেব বন্দনা পাই জগদানন্দ দাসেব[৮৩], লোচন (বা ত্রিলোচন) দাসেব[৮৪], পবমানন্দ দাসেব[৮৫] ও জযকৃষ্ণ দাসেব[৮৬] ভনিতায়। লোচনেব ভনিতা

এ লোচন দাস কহে ভাবিযা চবণে
মল্লবংশে বাম প্রভু হলে কি কারণে।

বীরভূমে বোলপুরের কাছে গোয়ালপাড়া গ্রামের দেবতা বজ্রনাথের বন্দনা লিখিয়াছিলেন "সন্ন্যাসী" কৃষ্ণগিরি।[৮৭]

'জগন্নাথের বন্দনা' পাওয়া গিয়াছে অনেকগুলিই —"দ্বিজ" দয়ারামের (বা দয়ারাম দাসের)[৮৮], "পণ্ডিত" (অথবা শুধু) কৃত্তিবাসের[৮৯], "দ্বিজ" রামের[৯০] রঘুনাথের[৯১] ও "দ্বিজ" হরগোবিন্দের[৯২] ভনিতায়। অন্যান্য বন্দনা-গাথার মধ্যে নাম করা যাইতে পারে—রূপন মিশ্রের[৯৩] গণেশ-বন্দনা, ভবানী মিত্রের[৯৪] এবং কানাই দাসের[৯৫] ব্রাহ্মণ-বন্দনা।

বিবিধ ব্রত ও উৎসব উপলক্ষ্যে নারী অথবা পুরুষ কর্তৃক গীত পৌরাণিক ও লৌকিক গান ও ছড়া—যেমন জাগের গান, জারি গান, কার্তিকের গান[৯৬]—উত্তর ও উত্তরপূর্ব বঙ্গে প্রচলিত। চাটিগাঁ অঞ্চলে "ভট্টভাষায়" অর্থাৎ ভাটদের (ব্রজবুলি ও মিশ্র হিন্দী) ভাষায় লেখা কিছু কিছু ছোট-বড় পৌরাণিক কবিতা মিলিয়াছে। সেগুলি ভাটেরই রচনা। যেমন কালীচরণ ভট্টের রাম-পাচালী[৯৭] অনুরাম ভট্টের বস্ত্রহরণ গীত[৯৮] কৃষ্ণদাস ভট্টের শিরবন্দনা[৯৯] ও হরগৌরীর কোন্দল[১০০] ঈশ্বরচন্দ্রের হংসবিলাস-পাঁচালী,[১০১] ইত্যাদি॥

## ৭ আর্যা-তরজা

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব হইতে জ্ঞানগর্ভ হেঁয়ালি সংক্ষিপ্ত ছড়াকে বলা হইত 'আর্যা' ও 'তরজা'। 'আর্যা' বুঝাইত জ্ঞানগর্ভ হেঁয়ালি রচনা, আর তরজা (আরবী শব্দ) বুঝাইত সহজবোধ্য প্রবচন। (বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে লিখিয়াছেন "আর্যা তরজা পড়ে লোক বৈষ্ণব দেখিয়া।') পরবর্তী কালে (অর্থাৎ অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে) আর্যা নামটি গণিতের ছড়াকেই বুঝাইত। সবচেয়ে পুরাতন যে গাণিতের ছড়া পাওয়া গিয়াছে তাহাকে বলিত "শুভঙ্করী আর্যা" অথবা "শুভঙ্করী দাঁড়া ('দাঁড়া' মানে বাঁধা গৎ অর্থাৎ তরজা')।

বাঙ্গালায় এবং আসামে অঙ্কের ছড়া বা আর্যা অধিকাংশই শুভঙ্করের ছাপমারা। শুভঙ্কর নামে কোন বিশেষ আর্যা-লেখক ছিলেন কিনা বলা শক্ত। যদি থাকেন তবে তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে জীবিত ছিলেন এবং অপভ্রংশে লিখিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে একাধিক গণিতজ্ঞ ব্যক্তি—প্রধানত কায়স্থসন্তান—"শুভঙ্কর" উপনাম অথবা উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। মল্লভূমিতে এক শুভঙ্কর দাসের (অথবা শুভঙ্কর সেনের) ঐতিহ্য কল্পনা করা হয়। আসামেও শুভঙ্কর দাস অজ্ঞাত নয়। সবচেয়ে পুরানো পুথি যাহাতে শুভঙ্করের ভনিতায় আর্যা পাওয়া গিয়াছে সেটির লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।[১০২] শুভঙ্করের নামে অনেক অর্বাচীন রচনাও চলিয়া গিয়াছে। যেমন, 'ছত্রিশ কারখানা' (বা 'কাগজসার')[১০৩] এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটির আরম্ভ

শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজং প্রণম্য পরয়া মুদা।
ঋজুকাগজসারোঽয়ং চিত্রগুপ্তমুখোদিতম॥

পরলোকের একাউন্ট্যান্ট-জেনারেল ও অডিটর-জেনারেল ছিলেন চিত্রগুপ্ত। সেকালের গণনাধিকৃতেরা কায়স্থ বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। অতএব চিত্রগুপ্ত ছিলেন যমের দপ্তরে 'মহাকায়স্থ'। মুসলমান-অধিকারের সময়ে কায়স্থ শব্দ জাতির নামে পরিণত হইয়াছে এবং হিসাবের কাজে তখনও তাহাদের একাধিপত্য। সেইজন্য গণিতের আর্যা-রচয়িতারা সকলেই ছড়ায় প্রায়ই পড়ুয়া কায়স্থসন্তানকে সম্বোধন করিয়াছেন।

শুভঙ্করের পরেই রচনার গুরুত্ব ও প্রাচীনত্ব হিসাবে যথাক্রমে "দ্বিজ" রামনারায়ণ, "দ্বিজ" শ্রীরামদুলাল, শোভারাম, নন্দরাম ও হরেকৃষ্ণ ঘোষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের রচনা পাওয়া গিয়াছে ১০৮৯ মল্লাব্দের (১৭৮৩ অব্দেব) পুথিতে।[১০৪]

'সেহাখত-সন্ধান' বা শুধু 'স্যাখত'—অর্থাৎ মুসলমানি আমলের দলিললেখা পদ্ধতি—পাওয়া গিয়াছে বিজয়রামের[১০৫] এবং জগদীশ দাসের[১০৬] ভনিতায়।

লক্ষ্মণ শর্মার 'চিঠার আর্যা'[১০৭] এবং দীনদয়াল দাসের 'চিঠার বচন'[১০৮] এই ধবনের কবিতা। বিজয়রামের নিবাস ছিল "নৃসিংহ" পবগনাব অন্তর্গত ঘুষ্টা গ্রামে।

আর্যার সংখ্যা হিসাবে শুভঙ্করেব পরেই ভৃগুরাম দাসের নাম করিতে হয়।[১০৯] অন্যান্য লেখক হইতেছেন "ধূলদস্তি", "শ্রীকবিভূষণ" কমলাকান্ত[১১০], ধনঞ্জয় দাস, ভবানীচরণ[১১১], দয়ারাম, "দ্বিজ" বৈদ্যনাথ[১১২], "কবি কালিদাস," মদন রায়[১১৩] বিশ্বেশ্বর দাস, শিবচবণ দাস, পেলারাম দাস, গুণনিধি বামানন্দ, মহাদেব, রঘুনাথ দত্ত, ফকিররাম দাস, হেমন্ত দাস, গোবিন্দরাম, চিন্তামণি[১১৪], শ্রীকৃষ্ণচরণ[১১৫], অনুপচন্দ্র ভট্ট, রত্নেশ্বর ভট্ট ও তৎপুত্র শঙ্কর, তিতু ভট্ট ("রতনপুবে বাড়ী"), নরসিংহ, ক্ষমানন্দ[১১৬], দীনদয়াল দাস, গন্ধর্ব রায়, "হীন" হাবিরাত।[১১৭] ইঁহাদের মধ্যে ভৃগুবাম দাসই সবচেয়ে পুরানো বলিযা বোধ হয।

পদাবলীর প্রভাব ছড়াতেও যে কতটা ব্যাপক হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি নিম্নে উদ্ধৃত গণিতসমস্যা পদটিতে। (পদাবলীপ্রিয়েরা এটিকে লইযা বৈষ্ণব-পদাবলীব একটি স্বতন্ত্র ধারার—গণিত-পদের—অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পাবেন।)

সত্য কবি প্রবাস গেলেন প্রাণনাথ
দিব্য কবি গেলা দুটি শিবে দিযা হাথ।
বিবহে ব্যাকুল চিত না শুনে বাবণ
নিঠুর হইয়া নাঞি আল্য প্রাণধন।
তিলে শতবাব মরি লেখা দিব কত
দণ্ডকে সহস্রবার হই মুর্চ্ছাগত।
রাগ বস বাণ বসু একত্র করিযা
গবাসি তেজিব প্রাণ বাণ ঘুচাইযা।
শ্রীরামদুলাল দ্বিজ বলে শুন সখি
যে কহিলে তাই দিবানিশি বুঝ্যা দেখি॥

রামদুলালের আর একটি গণিত-কবিতায সেকালেব গণিত-শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপন-অধ্যাপকের উজ্জ্বল বাস্তব চিত্র রহিয়াছে।

অষ্টাদশ ছাওয়াল পড়িছে নিবন্তর
অষ্টশব্দী[১১৮] আদি কবি পড়িল অমর।
বিবিধ প্রকারে অঙ্ক শিখিয়াছে সভে
অষ্টকোঠা অষ্ট-পর শিক্ষা করাইবে।
সবকার বেড়িয়া সভে বস্যে ডানি-বাঁ
অধ্যয়ন করাইছে সুখীরাম খাঁ।
ভিলির নন্দন তার নারাঙ্গিতে বাস
কঠিন কঠিন অঙ্ক করিছে প্রকাশ।

শ্রীবামদুলাল দ্বিজ কবিছান্দে কয
অঙ্ক হল্যে অস্থিব সুস্থিব কব্যা লয ॥

রামদুলালের পুরা নাম রামদুলাল বায়। নিবাস বর্ধমান জেলায় দামোদবের দক্ষিণতীবে বাঁশা গ্রামে।

আসাম-অঞ্চলে গণিতের ছড়া "কায়থলি আর্যা" নামে প্রসিদ্ধ। শুভঙ্কর, "শুভঙ্কর"-গৌরদাস, কার্ষ্ণিনাথ, বঘূপতি, উমাপতি সিংহ, শ্রীনারায়ণ দাস, যদুনন্দন চান্দ, দুর্গাদাস, গোকুল চান্দ, বকুল "কাযস্থ", হৃদয "কাযস্থ" ইত্যাদি ভনিতায গণিতেব ছড়া পাওয়া গিয়াছে এই অঞ্চলে।[১১৯] বকুল কাযস্থ ও হৃদয কায়স্থ লিখিয়াছিলেন 'কিতাবমঞ্জবী'।[১২০] ইহা বিজয়বামেব সেহাখত-সন্ধানেব অনুরূপ।

দক্ষিণরাঢ়ের ও আসামেব পুবানো ছড়াগুলিব মধ্যে বেশ মিল আছে। বোধ করি অপভ্রংশ ছড়া উভয়েবই মূল। উদাহবণ দিতেছি। প্রথমটি বাঙ্গালায় পাওযা, দ্বিতীয়টি আসামে।

যুগ বাণ বস বস কব শশী খণ্ডা
ভুজ যুগ বাণ পোন দিযা বস গণ্ডা।
দুই বট ক্রান্তি ভাগ অবশিষ্ট[১২১]
কহন্তি শুভঙ্কব আউটিব শ্রেষ্ঠ ॥[১২২]

যুগ বাণ বস বস কব শশী খণ্ডা
কর যুগ বাণ পোন বস গণ্ডা।
দুই কোডা দুই কণ্ঠে জান
ব্রহ্ম-অষ্টেব এই প্রমাণ ॥

শিশুশিক্ষা-বিষযক কয়েকটি ছোট নিবন্ধ পাইযাছি। তাহাব মধ্যে উল্লেখযোগ্য "দ্বিজ" দুর্গাবামের 'শিশুজ্ঞান-চাবিত্র' ॥[১২৩]

টীকা

১ গ ৩৭৩৫। লেখকেব নিজেব পুথি অথবা সমসাময়িক অনুলিপি হওযা সম্ভব। লিপিছাঁদ পুবানো।
২ অর্থাৎ সংস্কৃতে।
৩ এখানে শ্লেষ আছে—অংশ এবং মিছবি।
৪ অর্থাৎ কবিতা।
৫ এখানে "ভেদ" মানে বহস্য, গভীব জ্ঞান।
৬ র-সা-প-প ৩ পৃ ১২০, ব সা-প-প ৬ পৃ ২৮, ৬৩। মৌলবী মুহম্মদ মনসুবউদ্দীনেব প্রবন্ধ (বিচিত্রা, কার্তিক ১৩৩৭) দ্রষ্টব্য। চারখানি গ্রন্থই ছাপা হইয়াছিল। সম্প্রতি বাজসাহী বিশ্ববিদ্যালযেব বাঙ্গালা বিভাগেব অধ্যাপক মহ্হাকল ইসলাম হেয়াৎ মামুদের গ্রন্থাবলী ভালো কবিযা সম্পাদন ও প্রকাশ কবিয়াছেন।
৭ "শকাব্দা পরগনাতি ভাতে বিরচিল পুথি সন এগাব শ ত্রিশ সাল।"
৮ "কহিলে সালের কথা যাতে বিরচিনু পোথা সন এগাব শ উনচল্লিশে।'
পাঠান্তরে পাই—"এগার শ বিয়াল্লিশে।"

৯ "বৃদ্ধযোগে ভাবি অতি বিরচিনু এহি পুথি সন এগার শ ষাট সালে।"

১১ "সন এগার শ আর চৌষাট বছরে বচিনু আম্বিযাবাণী এত সন অন্তরে।" মৌলবী মনসুরউদ্দীনের মতে রচনাকাল ১১৬৫ সাল।

১১ অর্থাৎ ভাব ভাও। বোঝা যাইতেছে হেয়াৎ মামুদ গাযনও ছিলেন।

১২ আরও একখানি যেমন শিবরাম ঘোষের কালিকামঙ্গল (সা প প ৪৫ পৃ ২১৫ ২১ ৪৮ পৃ ১৪১)।

১৩ ক ১৬৪১ ১৭১৩ ৪৫১৭ ৪৬৫৬ ইত্যাদি।

১৪ ব্রিটিশ মিউজিয়ম পুথি ৫৬৬০ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কতৃক প্রকাশিত (সা প প ২৯ পৃ ১২১ ২৪)।

১৫ যেমন দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা বেতাল পঞ্চবিংশতি শুক সপ্ততি বেতাল পচীশি তুতিনামা ইত্যাদি।

১৬ নাম *Vocabulary, English and Bengali*

১৭ অর্থাৎ সরস্বতী নদীর।

১৮ ক ৪৬৫৮।

১৯ স ৫৬৯।

২০ ক ৩২০৫ সা প প ৪৫ পৃ ২০৫ ২১ হবিবি প্রেসে মুদ্রিত সংস্করণে পশুপতির ভনিতা আছে।

২১ ক ৫৯২৫।

২২ ক ৫২২৫ (লিপিকাল ১২৫৭)।

২৩ অলকা আষাঢ় ১৩৪৬ পৃ ৩৬৪ ৩৬৬।

২৪ পুথি ২১ পাতার (শ্রীযুক্ত অজযকুমার চক্রবর্তীর পারিবারিক সংগ্রহ)। লিপিকাল ১৭৭১ শকাব্দ (১৮ ৯ ৫০) অজযবাবুর প্রেরিত বর্ণনা ব্যবহার করিযাছি

২৫ মহারাজা হরেন্দ্রনারাযণের গন্থাবলী তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড উপকথা (৩৩৮ ৩৩৩) দ্রষ্টব্য

২৬ যেমন ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্য দিযা বর্গি হাঙ্গামার স্মৃতি চলিযা আসিযাছে

"ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গি এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।

২৭ যেমন বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহের সময়ে দলমাদল কামান দাগিয়া বিষ্ণুপুর হইতে বর্গি তাড়ানো এবং গোপালসিংহের পুত্র চৈতন্যসিংহ কর্তৃক মদনমোহন দেবপ্রতিমা বাঁধা দিয়া টাকা তোলা এই দুই আঞ্চলিক ঘটনা মদনমোহনের গানে গাঁথা পড়িয়া প্রায় অদ্যাবধি ভিখারী বৈষ্ণব গাযকের দ্বারা গীত হইতেছে

২৮ ব্যোমকেশ মুস্তফী (সা প প ১৩ পৃ ২০৯ ৩৬)। পুথি ক ১৭৮৪ (পত্রস খ্যা ৮ লিপিকাল ১৭৫১ ৫২)। পুষ্পিকা—"ইতি মহাবাষ্ট্র পুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর পরাভব। শকাব্দা ১৬১২ সন ১১৫৮ সাল তারিখ ১১ পৌষ শনিবার।" পুথি নগেন্দ্রনাথ বসুর সংগ্রহ সুতরাং দক্ষিণরাঢ় অথবা মল্লভূম হইতে পাওযা বলিযা অনুমান হয়। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে প্রদর্শিত পুথির মধ্যে মহারাষ্ট্র পুরাণের নাম আছে। সেটি নগেন্দ্রবাবুর পুথি হইলে উত্তর পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকিতে পারে।

২৯ যেমন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায (ভারতবর্ষ শ্রাবণ ১৩৪৬ পৃ ২৪৭ ৫২ দ্রষ্টব্য।)

৩০ অর্থাৎ রানীসাযেবের পাল্কি।

৩১ =দোলা পালকি।

৩২ =বাঁকে করিযা।

৩৩ ধীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

৩৪ সা প প ১২ পৃ ৪১ ৪২। পুরানো ঐতিহাসিক কবিতার প্রসঙ্গে শ্রীমান সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যাযের ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা" (১৯৫৪) দ্রষ্টব্য।

৩৫ বীরভূম পত্রিকার (১৩০৮ ১৩০৯) প্রকাশিত।

৩৬ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত ও ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশিত পুথি দিনাজপুর অঞ্চলের। রচনা ১২৫০ সাল। কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথের জীবনকাহিনী।

৩৭ প্রথম সংস্করণ "কাকিনাস্থ শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রে" (১৫ ভাদ্র ১২৬৬) দ্বিতীয় সংস্করণ কোচবিহার (১৩৩০ সাল)।

৩৮ কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত (আগরতলা ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ)।

৩৯ ১৮৬৭ অব্দে মুদ্রিত।

৪০ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জাল প্রতাপচাঁদ দ্রষ্টব্য।

৪১ প ১৫৫৩ (খণ্ডিত পুথি দুই পাতার মাত্র)। ভনিতা

"দ্বিজ কার্ত্তিকচন্দ্র বলে শুনহ বচন কোথা গেল ছোট রাজা না জানি কারণ।"

৪২ র সা প প ১৪ পৃ ৪ ৫ ১৩।

৪৩ বি ২৭৭৩। ভনিতা

"ভনে রমানাথ রায় ভাব্যা দশের পায় দশ জগতে বড় দশের বড় নাই ॥"

৪৪ একটি হরগোপাল দাসকুণ্ডু কর্তৃক প্রকাশিত (ব সা প প ১৩ পৃ ১৭০ ৮৩)। এই পুথির লিপিকাল ১২২০ সাল। দ্বিতীয়টি প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত (ঐতিহাসিক চিত্র প্রথম খণ্ড)।

৪৫ অর্থাৎ কাশিমবাজার।

৪৬ ব-সা-প-প ৩ পৃ ১৭৮-৮৬।

৪৭ ঐ ২ পৃ ৬৯-৭৩।

৪৮ ঐ ৩ পৃ ১৬৯ ৭৫।

৪৯ ঐ ১৩ পৃ ১৬১।

৫০ ঐ ২ পৃ ৪৭-৪৮, পৃ ৯১-৯২।

৫১ ঐ পৃ ৯৬-৯৭। রচনাকাল অথবা লিপিকাল সম্ভবত ১১৫৯ সাল।

৫২ ব-সা-প-প ৪ পৃ ৯০-৯১, ১৭৪ ৭৮। বহুকাল পূর্বে এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে (১৮৭৭) শ্রীযুক্ত সন একটি ছড়া ছাপাইয়াছিলেন।

৫৩ বা-প্রা-পু-বি ১ ২ পৃ ৭।

৫৪ ঐ ১-১ পৃ ৭৫-৭৬ (লিপিকাল ১১৭৯ মঘী)।

৫৫ ঐ পৃ ১০৯ (লিপিকাল ১১৮৪ মঘী)।

৫৬ ঐ পৃ ১০৮ ১০৯।

৫৭ ঐ পৃ ৪০ ৪১।

৫৮ ঐ পৃ ১৩২।

৫৯ ঐ পৃ ১৩৫।

৬০ ঐ পৃ ১৯৮ ৯৯।

৬১ ঐ পৃ ২৫৬। উমাচরণ রায় কর্তৃক গদ্যে রূপান্তরিত হইয়া ঢাকায় মুদ্রিত (১৭৯২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৬০ ৬১)।

৬২ সা প প ৫ পৃ ৭৩।

৬৩ বীরভূমি দ্বিতীয় বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ক ৯৮৭০ (লিপিকাল ১২৭৯)

৬৪ ক ১৩৮৬, ক ১৪০২।

৬৫ বিশ্বভারতীর পুথি ১২৭ (লিপিকাল ১২৩৮)।

৬৬ এই গান বগল বাজাইয়া হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া গাওয়া হইত। সেই কারণে প্রথম ছত্রের দ্বিরুক্তি

৬৭ ক ৩৩৭৭ (লিপিকাল ১২৬২)।

৬৮ ক ৩৭৪৭।

৬৯ সা-প-প ৬ পৃ ৭০। পুথির লিপিকাল ১২৬৮ সাল।

৭০ যেমন স ৪২৯, ক ৩৪৫৮ (লিপিকাল ১২৫৮)।

৭১ বীরভূমে দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত

৭২ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ পালিতের বিষ্ণুপুরের ইতিহাসের কয়েকটি নূতন অধ্যায় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৪১)।

৭৩ নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত (ঐতিহাসিক চিত্র দ্বিতীয় খণ্ড)।

৭৪ স ৪৯৬ (লিপিকাল ১২৭০ সাল)।

৭৫ অর্থাৎ বখশী।

৭৬ অর্থাৎ যে বসদ মাপিয়া দেয়।

৭৭ ক ৫২০৫ (লিপিকাল ১২৪৬ সাল)।

৭৮ বি ৪০৩।

৭৯ পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৮০ ক (লিপিকাল ১২৫৫ সাল)।

৮১ স ২৯৪।

৮২ স ৪০৫ (লিপিকাল ১১৭২)।

৮৩ ক ৩৪৯০ (লিপিকাল ১২৩১ সাল)।

৮৪ ক ৪২৩৭ (লিপিকাল ১২৩৬ সাল), ক ১৯৩৩ (লিপিকাল ১২৫৪ সাল)।

৮৫ ক ৫২০৪ (লিপিকাল ১২৪৬ সাল)।

৮৬ সা-প-প ৬ পৃ ৬৩।
৮৭ বি ৫২৫।
৮৮ বি ৭৬, ২০৩, ২১০ , ক ১৫০৫, ১৫০৬।
৮৯ ক ২৮৩১, ৩২০২।
৯০ ক ২৪৩৮ (লিপিকাল ১২১৪ সাল)।
৯১ ক ১৫০২।
৯২ ক৪৬৫৯।
৯৩ বি ৪৭৫।
৯৪ ক ১৪৯৬ (লিপিকাল ১২৫৫ সাল)।
৯৫ বি ৯২।
৯৬ শ্রীমতী নীহার বড়ুয়া লিখিত প্রবন্ধ 'প্রান্তবাসীব ঝুলি' (দেশ ১৮ পৌষ ১৩৬০) দ্রষ্টব্য।
৯৭ বা-প্রা-পু-বি ১-১ পৃ ১৫০ ৫১।
৯৮ ঐ পৃ ১৫১।
৯৯ ঐ পৃ ২৫৯।
১০০ ঐ পৃ ২৫৯-৬০।
১০১ ঊনবিংশ শতাব্দীব বচনা। ১৭৮৭ শকাব্দে (১৮৬৫ ৬৬) প্রকাশিত। বা প্রা পু বি ১ ২ পৃ ৪৬ দ্রষ্টব্য ।
১০২ ক ৩৪৯৪। লিপিকাল ১০৫৪ মল্লাব্দ (১৭৪৮)।
১০৩ ক ৫৩৭৯।
১০৪ বিশ্বভাবতী ১৭, ৩৯৩।
১০৫ স ৩৯২, স ৩৯৪ (লিপিকাল ১১৮১ সাল) ক ১৭০৪ (লিপিকাল ১৬৯৬ শকাব্দ), ক ২২৪৭।
১০৬ স ২৬৯ (লিপিকাল ১২১৭ সাল)।
১০৭ ক ১৭২৪ (লিপিকাল ১২০৯ সাল)।
১০৮ বা প্রা পু বি ১-১ পৃ ২৯।
১০৯ গ ৩৭৪৯ A (লিপিকাল ১২২৬ সাল), গ ৩৭৪৯ C, স ৩০৬।
১১০ স ৩০৬।
১১১ স ৩০৪ (লিপিকাল ১২৩২)।
১১২ স ৩০৫ (লিপিকাল ১২৩১)।
১১৩ স ৩৯৩ ৩৯৬।
১১৪ প্রবাসী ভাদ্র ১৩৫১ পৃ ৩৭০ ৭২ দ্রষ্টব্য।
১১৫ প ৯৪০।
১১৬ 'গণিতাঙ্ক' (১৮১৮), *Gonito* বা 'অঙ্কপুস্তক' তৃতীয় সংস্করণ (১৮২১) দ্রষ্টব্য।
১১৭ বা-প্রা-পু-বি ১-১ পৃ ২৯, ২৫১-৫৩।
১১৮ সেকালে সহজ সংস্কৃত-শিক্ষার্থীরা আটটি নাম ও সর্বনামের রূপ মুখস্থ করিত। এগুলি অষ্টশব্দী'।
১১৯ সা-প-প ২৮ পৃ ১ ১৫ ৮৭-৯০ , ২৯ পৃ ১ ৮ দ্রষ্টব্য।
১২০ প্রাপ্ত পুথিব লিপিকাল ১৬৫২ শকাব্দ (১৭৩৫-৩১)।
১২১ পাঠান্তব "বিশিষ্ট'।
১২২ ঐ "সৃষ্ট"।
১২৩ শ্রীযুক্ত অজয়কুমাব কয়াল সংগৃহীত পুঁথি (পাঁচ পাতা মাত্র। লিপিকাল ১২৪০ সাল)।

# বিংশ পরিচ্ছেদ
# মুসলমান লেখক : বিবিধ রচনা

## ১ "এছলামী-বাঙ্গালা"-র সূত্রপাত

সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হইবার আগেই আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সংস্কৃতির আদর চলিয়া গিয়াছিল। তাহার কারণ তিনটি পোর্তুগীজ জলদস্যুর অত্যাচার, আরাকান রাজ্যে বিশৃঙ্খলতা এবং তাহার ফলে বাঙ্গালীর প্রভাব হ্রাস। তবে চাটিগাঁয়ে শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে সাহিত্যচর্চা লুপ্ত হয় নাই, এবং সিলেটে সাহিত্য ও সংস্কৃতি মুসলমান সমাজে খানিকটা নিজস্ব পথে পরিচালিত হইয়াছিল। উত্তর ও উত্তরমধ্য বঙ্গেও মুসলমান লেখকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহা হেয়াৎ মামুদের প্রসঙ্গে দেখিয়াছি। পশ্চিমবঙ্গে—বিশেষ করিয়া দক্ষিণ রাঢ়ে, ভুরশিট-মান্দারন অঞ্চলে বাঙ্গালী মুসলমানের একটি বিশিষ্ট সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। তবে এ অঞ্চলের অষ্টাদশ শতাব্দীর আগেকার কোন রচনা হস্তগত হয় নাই।

পশ্চিম হইতে অবধি ভাষায় আখ্যায়িকা সিলেটবাসী মুসলমানদের দ্বারাই আরাকানে নীত হইয়াছিল বলিয়া মনে করি। পাঠান আমলে সিলেট সুলতানদের অধিকারে স্থায়ী সীমান্ত-ঘাঁটি ছিল বলিয়া বোধ হয়। সিলেটের পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে সুলতানদের অধিকার বিস্তৃত হইলে পর তবেই সেখানে স্থানে স্থানে বাঙ্গালী মুসলমানদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্ট হইয়াছিল। আরাকানের ও চাটিগাঁয়ে বাঙ্গালী মুসলমানের প্রভাব লুপ্ত হইবার পরেও সিলেট রবারর—উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত—ইসলামি সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্র রহিয়া যায়। পশ্চিমা মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকার ফলে সিলেটের মুসলমানদের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের লিপিমালা প্রচলিত হয়। এই লিপিমালা "সিলেটী নাগরী" নামে পরিচিত। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত সিলেটী নাগরী হরফে বই ছাপা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ভরানন্দের হরিবংশের গানও[১] আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে স্বাধীন নবাবি আমলেরও পূর্ব হইতে বাঙ্গালী মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে ধীরে ধীরে বাঙ্গালা শিক্ষার প্রসার হইতে থাকে। এবং সেই সূত্রে

মুসলমান লেখকেরাও অল্পস্বল্প উৎসাহিত হইতে থাকেন। সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের প্রবেশ প্রায় অবারিত ছিল। অতএব মুসলমান লেখকদের রচনায় এমন শব্দের পরিমাণ স্বভাবতই সমধিক হইবে। শুধু ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে নয় ঘরসংসারের কাজে এবং সমাজের ব্যবহারে বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিশেষ বিশেষ আরবী-ফারসী শব্দ চলিত ছিল (এবং এখনও আছে)। সেই সব শব্দ মুসলমান লেখকেরা পরিহার করিতেন না। তাহার উপর হিন্দুস্থানীভাষী ও বাঙ্গালাভাষী মুসলমানের সামাজিক ও গার্হস্থ্য মিলনে কোন রকম জাতিপাঁতির দুস্তর বাধা ছিল না। সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা অনেকে হিন্দুস্থানীকে দ্বিতীয় ভাষারূপে ব্যবহার করিতেন। এই কারণে মুসলমান লেখকদের রচনার ভাষা সাধারণ সাধুভাষা হইতে একটু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তবুও তাঁহাদের ভাষাকে ইসলামি বাঙ্গালা বলিতে পারি না। ইংরেজ আমলের শুরু হইতে কলিকাতার মজদুর মুসলমানদের ব্যবহার্য গ্রন্থে যখন আরবী-ফারসীর সঙ্গে বাঙ্গালার ও হিন্দীর মিশ্রণ খুব ঘন হইয়াছিল তখনকার সেই গ্রন্থ-ভাষাই যথার্থ "ইছলামি বাঙ্গালা"।

এই "ইছলামি" বাঙ্গালা সাহিত্যের চাহিদা একদা নেহাত কম ছিল না। সস্তা ছাপাখানার দৌলতে এবং বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি পরাঙ্মুখতার ফলে এ সাহিত্যভাষা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সজীব ও সঞ্চরমাণ ছিল। এ সাহিত্যের ভাষায় যাঁহারা গাথা-আখ্যায়িকা-গল্প ("কেচ্ছা"[৩]) লিখিতেন তাঁহাদের সাধারণ সাধু ভাষায় যে অধিকার ছিল না এমন নয়। কিন্তু তাঁহারা যে ফারসী-হিন্দুস্থানী হিন্দী আকর হইতে বস্তু গ্রহণ করিতেন সেই আকর হইতে শব্দ ও বাক্যাংশও প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে লইতে দ্বিধা করিতেন না।

"ইসলামি" বাঙ্গালায় লেখা বইগুলি অধিকাংশই সাধারণ পাঠকের জন্য নয় শিক্ষিত মুসলমান পাঠকের জন্যও নয়। বিমিশ্র শ্রমিক ও কৃষকের অবসরবিনোদনের জন্য রচিত হইত। তবুও কোন কোন রচনা তুচ্ছ করিবার নয়। অনেক রচনায় প্রচুর পদ অথবা গান সন্নিবিষ্ট আছে।[৩] সে সব গানের মধ্যে ভালো রচনা নিতান্ত দুলভ নয়॥

**২ নসরুল্লা : গরিবুল্লা . সৈয়দ হামজা**

ইসলামি সাহিত্যের মধ্যে প্রথমে উল্লেখযোগ্য 'জঙ্গনামা'। এ গ্রন্থগুলিতে ইসলাম ধর্মপ্রচারকদের যুদ্ধকাহিনীর প্রসঙ্গ আছে, হিন্দুর মহাভারতের মতো। সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা হেয়াৎ মামুদের জঙ্গনামার আলোচনা পূর্বে করিয়াছি। অপরের রচনাগুলির বিবরণ দিতেছি।

নসরুল্লা খানের জঙ্গনামার[৪] বিষয় হজরৎ মহম্মদের জামাতা আলীর পুত্র হাসন-হুসেনের কাহিনী। নসরুল্লা খানের এক পূর্বপুরুষ রোসাঙ্গের রাজার কাছে খাতির পাইয়াছিলেন, এই কথা নসরুল্লা বলিয়াছেন। ইঁহার গুরুর নাম পীর হামিদুদ্দীন। ভনিতায় গুরুর বন্দনা আছে।

তান পদপাদুকা মস্তকেত বান্ধিয়া
হীন নসরুল্লা কহে পাঞ্চালী রচিয়া।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে দক্ষিণরাঢ়ে ভুরশুট অঞ্চলে মুসলমান কবিদের বিশিষ্ট কেন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ অবধি এই অঞ্চলের লেখকেরাই ইসলামি

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রাধান্য করিয়া গিয়াছেন।

দক্ষিণরাঢ়ের মুসলমান কবিদের মধ্যে একজনের আবির্ভাব রচনার পরিচয় দিয়াছি।[৫] ইঁহাদের মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে পুরানো হইতেছেন গরিবুল্লা। গরিবুল্লা আমীর হামজা[৬] প্রথম খণ্ডের রচয়িতা। (দ্বিতীয় খণ্ড লেখেন সৈয়দ হামজা ১১৯৯-১২০১ সালে, অর্থাৎ ১৭৯২-৯৫ অব্দে।) গরিবুল্লার জীবৎকাল ১৭৯২ অব্দের অন্ততপক্ষে বিশ-পঁচিশ বছর আগেই হইবে।

আমীর-হামজা "দোছরা জেলেদ"-এর প্রথমে সৈয়দ হামজা তাঁহার পূরগামী কবির পরিচয় দিয়া নিজের রচনার হেতু নির্দেশ করিয়াছেন।

আল্লার মকবুল শাহা গরিবুল্লা নাম — বালিয়া হাফেজপুর যাহার মোকাম।
শায়েরি[৭] করিলেন পুথি আমীর হামজার — না ছিল কেতাব কিছু তামাম কেচ্ছার[৮]
তামাম কেতাব যদি পাইতেন দেওান — গাঁথিত কবিতা হার মুক্তার সমান
কেচ্ছার পহেলা আদা শুনিয়া আলম — আখেরি কেচ্ছার তবে করে বড়া গম[৯]
না জানি কেমন কথা আছে আখেরিতে — কোন্‌খানে আমীর লড়িল কার সাথে।
এমনি তল্লাস লোগ করে যেথা সেথা — পায়েলি করিয়া কেহ না করে কবিতা।
কামেল ফাজেল লোগ যত কবিকার — কেহ না করিল কবি আখের কেচ্ছার।
লোগের খায়েশ দেখি ভাবি মনে মনে — আখেরি শায়েরি পুথি হইবে কেমনে।
আমি অতি মূখমতি কিছু নাহি জানি — কেমনে করিব কবি আখেরি কাহিনী
না পারিনু এড়াইতে লোকের নেহের — এ খাতের কবিতায় খাহেশ হৈল মেরা।
পীর শাহা গরিবুল্লা কবিতার গুরু — আলমে উজালা যার কবিতার গুরু।
আমার শায়েরি নয় কেতার সমান — কেবল বুঝিবে লোগ কেচ্ছায় বয়ান

জঙ্গনামার শেষ ভনিতায় গরিবুল্লা শাহা নেমাজের নাম করিয়াছেন।

গরিব কহেন শাহ নেজামের পায়
কেতার মাফিক এত্তা দরে হৈল সায়।

গরিবুল্লার অপর রচনা ইউসুফ জলেখা।[১০] আমীর হামজার মতো ইহাতেও কাহিনীর বক্তা পীর বদর, আর শ্রোতা বড় খাঁ গাজী। নারীপ্রেমের মোহিনী শক্তির তীব্রতার উদাহরণ দিয়া বদর বড় খাঁকে ফকিরি পন্থার উপদেশ দিতেছেন।

বদর বলেন গাজী তোমাকে সমঝাই
ইউসুফ নবীর বাত শুন মেরা ভাই।

গাজী বলিলেন,

ইউসুফ নবীর কথা শুন দস্তগীর
শুনিলে আল্লার রাহে হইব ফকির।

তখন

আল্লার দরগায় বদন নোঙাইয়া মাথা
কহিতে লাগিল ইউসফ জেলেখার কথা।

দক্ষিণরাঢ়ের ধর্মমঙ্গল-রচয়িতাদের মতো গরিবুল্লাও বলিয়াছেন যে তিনি পীরের সাক্ষাৎ আদেশ লাভ করিয়া কাব্যকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইউসুফ জেলেখা কাব্যের ভনিতায় পুনঃপুনঃ এই কথা আছে

গরিব ফকির কহে কেতাবেব বাত
বাতুনে বড খাঁ যাবে দিল মোলাকাত।

দক্ষিণরাঢ়ের অন্য কবিদের সঙ্গে গরিবুল্লার আরও এক ব্যাপারে বেশ মিল আছে। কাব্যের শেষে কবি নিঃস্বার্থভাবে সকলের জন্যই ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিযাছেন।

আল্লাতালা সালামৎ বাখিবে বাদশাবে — সেব সালামৎ বাখ বাদশাব উজীবে।
দোজখ আজব হৈতে জবাও করতাবে — ইমান বজায় বাখ মোমিন সবাবে।
বজায সালামৎ রাখ বাজাব দেওানে — শিকদাব তোকদাব ইজাবদাব জনে।
মণ্ডল কমদ্দম আব তামাম প্রজায — সেব সালামৎ আল্লা বাখিবে সবায।
যেই জন শোনে এই জেলেখাব বয়ান — দেল বওশন বাখে আল্লা বাহাল ইমান।
এইত গ্রামের বিচে আছে জত জন — সবাকাবে সালামতে বাখ নিবঞ্জন।
কার নাম জানি কাব নাম নাহি জানি — সবাকাবে সালামতে বাখিবে বব্বানি।
আসরে বসিযা যত হিন্দু মুসলমান — সবাকাব তবে আল্লা হও নেঘাবান।
ইউসফ-জেলেখার গীত পালা হৈল সায — লেহ ভাই আল্লাব নাম দিন বহে যায।
গরীব ফকির কহে কেতাবের বাত — নাযেকেব তবে আল্লা বাডাও হাযাৎ ॥

বাদশার উল্লেখ হইতে মনে হয যে নিবন্ধটি কোম্পানির অধিকাবেব পূর্বে—অন্ততঃপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীব মধ্যভাগে—লেখা হইয়াছিল।

পববর্তী কালে আব এক গবিবুল্লা (ঢাকা নিবাসী) "কবিকাব" হইযাছিলেন। ইঁহার কাব্য 'দিলাবামেব পুথি'র[১৪] শেষে এই পরিচযটুকু আছে

কহে হীন গবিবুল্লা বাপ মেবা বোফিক মোল্লা
আকবতে ভালা তাব কবিও খোদায
আব এক ভাই মোব নাম জঙ্গু খণ্ডিগব
লালবাগে ঘব তাব বাদশাব কেল্লায।

একটি গানেব ভনিতায গুরুব নাম আছে,—"কহে গবিবুল্লা ওস্তাদ নেয়ামতুল্লা সবুরি সকলের ভালা।" বইটি একটি হিন্দী কাহিনীর স্বাধীন অনুবাদ। গবিবুল্লা লিখিয়াছেন,

হিন্দী কেতাবেতে ছিল কেচ্ছা দেলাবাম
তাহাতে লিখিযাছিল এই মত কালাম।
হিন্দুস্থান দেশে এক আছিল হালওাই
শুন তাব কথা বাঙ্গালায লিখে যাই ॥

দক্ষিণরাঢ়ের মুসলমান লেখকদের মধ্যে বচনাবাহুল্যে সৈয়দ হামজাই প্রধান। বিবাট বই আমীর-হামজা দ্বিতীয় খণ্ড ছাড়া ইনি লিখিয়াছিলেন—'মনোহর-মধুমালতী',[১৫] 'জৈগুনের পুথি' (বা 'জৈগুন-হানিফার কেচ্ছা'[১৬]) ও 'হাতেমতাই'[১৭] মধুমালতীর কাহিনী হিন্দী হইতে একাধিক লেখক অনুবাদ করিয়াছিলেন। হিন্দীতে লেখা সবচেয়ে পুরানো মধুমালতী কাহিনী যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা মনঝনের। মধুমালতীর কাহিনী আলাওলের জানা ছিল।[১৮] পূর্বতন কবি মোহম্মদ কবিরের মনোহর-মধুমালতী কখন লেখা হইয়াছিল জানা নাই।[১৯] হামজার মনোহর-মধুমালতী কাব্যেরও রচনাকাল জানা নাই। ইহা তাঁহার প্রথম রচনা হইতে পারে। আমীর-হামজার রচনাকাল ১১৯৯ হইতে ১২০১ সাল (=১৭৯২-১৭৯৫ অব্দ)।

বোবহানাব মাতাবি যে আবব্বেব বিচে ওতাবিযা ছিল বিবি পাহাড়েব নীচে।
সেই হন্দ হাযেবি হইযাছিল আগে এগাব শও নিবানই সাল মাহা মাঘে।
না ছিল ওবক দুই কেতাব আখেবি এ খাতেব আখেবি লিখিতে হৈল দেবি।
বাব শত এক সাল বাঙ্গালাব শেষে কেতাব মিলিল মুঝে বহুত কোশেশে।
কবিনু শাযেবি পুথি আখেবি কেচ্ছাব লেখা গেল শাহাদত আমীব হামজার।
বাব শও এক সাল আখেবি হিসাবে বাব দিন ছয মাস হিসাবেতে হবে।

জৈগুনেব-পুথিব ও হাতেমতাইযেব বচনাকাল যথাক্রমে ১২০৪ সাল (১৭৯৭ অব্দ) ১২১০ সাল (১৮০৪ অব্দ)। জৈগুন-হানিফা কাব্যেব শেষে বচনাকাল ও লেখকেব আত্মপবিচয আছে।

ত্রিপদী কবিযা ছন্দ কবিযা তাবিখবন্দ
লেখা গেল তেইশে আশ্বিনে
বাব শয চাবি সালে জোম্মাব নামাজ বালে
বাকি সে মাসেব সাত দিনে।
ভুবশুট পবগণা বিচে উদনা বাগব নিচে
বসবাস কদিমি মোকাম
আবদুল কাদেব দাদা তাব বডা দেল শাদা
বাপ মেবা হেদাতুল্লা নাম।
কলিমদ্দি বড বেটা কুতুবদ্দি তাব ছোটা
এই দুই মাসুম আমাব
এহা সবাকাব তবে যে কেহ মেহেব কবে
আল্লা তালা ভাল কবে তাব।
তামাম হইলে পুথি বাকি যে কবিলাম ইতি
আশা পূর্ণ হইল আমাব
এ পুথি যে পড়িবে আব যাহাবা শুনিবে
খএব আল্লা কবে তা সবাব ॥

হামজাব পৈতৃক নিবাস ছিল ভুবশুট পবগনায় অদুনা (উদনা) গ্রামে। ১১৯৮ সালে দামোদবে তিন বাব বান আসে। তাহাতে ইঁহাদেব ঘববাড়ি ক্ষেত খামাব নষ্ট হইযাছিল। তখন ইঁহাবা বাযডা পবগনায বানাঘাট গ্রামে উঠিযা আসেন। সৈযদ হামজা লিখিযাছেন,[১৯ক]

বসুলেব পাওতলে সৈএদ হামজা বলে
ঘব ছিল ভুবশুট অদুনা
সন নিবানই সালে আমাব কপাল ফলে
বাড়িতে পড়িল তিন হানা।
চাষবাস যত ছিল বাড়ি ঘব সব গেল
ভরা ডুবি হৈল মাঝ মাঠে
দেলেতে আফশোশ বডা হইযা যে পাওছাড়া
পবগনা বাযেডা বানাঘাটে।

অন্যত্র

হানিফাব পাঙতলে সৈএদ হামজা বলে
ভুবশুট পবগনা জান ঘব
উদনায পব বাড়িল বানেতে খাবাব হইল
তিন হাত বাড়িল উপব।

নিজেব যোগ্যতা সম্বন্ধে সৈযদ হামজাব যে ধাবণা ছিল তাহাব কিছু পবিচয পাই আমীব-হামজাব শেষেব দিকে এই কয ছত্রে

কবিতা তামাম হৈল ত্রিপদী না লেখা গেল
সাবা পুথি হইল পযাব
সবাকে হইল ধন্দ কবিতা ত্রিপদী ছন্দ
যুগ্যতা না আছিল হামজাব ॥
তাহাব বযান কবি কেতাব হইল ভাবি
পুথি হৈল চৌগুণা তাহাব
কবিব জেওব দিতে খুব ভাতে সাজাইতে
জেন্দেগি না হয এতবাব।
চাকব পবেব ঠাই লিখিতে ফোবস৩ নাই
এ খাতেবে পযাব বচিত
কোনরূপে বাঙ্গালায জঙ্গনামা বোঝা যায
তবে যাব যেমন উচিত।

### ৩ জৈনুদ্দিন ইউসুফ খান শেখ চান্দ

'বসুলবিজয' হজবত মহম্মদেব জীবনচবিতেব বিশিষ্ট নাম। অনেক লেখকই বসুলবিজয লিখিযাছিলেন।[২০] বিদ্যাসুন্দব কাব্যেব প্রসঙ্গে যে সাবিবিদ খানেব উল্লেখ কবিযাছি তিনিও 'বসুলবিজয' লিখিযাছিলেন। বইটি জঙ্গনামা নামেও উল্লিখিত।[২]

জৈনুদ্দীনেব বসুলবিজযে[২২] এক ইউসুফ খানেব উল্লেখ আছে। এই ইউসুফ খান চাটিগাঁ অঞ্চলেব জমিদাব ছিলেন বলিযা মনে হয। জৈনুদ্দীনেব গুরুব নাম মহম্মদ খান।

শেখ চান্দেব বসুলবিজয আসলে নবীবংশ এবং বড বই। আদম হইতে আবম্ভ কবিযা শেষ নবী হজবৎ মহম্মদ পর্যন্ত নবীদেব কথা আছে।[২৩] উপজীব্য আববী 'কাসাস্-উল-আম্বিযা'ব ফাবসী অনুবাদ। শেখ চান্দ আবও অন্তত দুইখানি গ্রন্থ বচনা কবিযাছিলেন। একখানিব নাম 'তালিবনামা' (অথবা শাহাদৌলা পীব পুথি' অথবা 'সপ্তজ্ঞানপ্রদীপ')[২৪], অপবটিব নাম 'হবগৌবীসংবাদ'[২৫]। শেখ চান্দ সম্ভবত ত্রিপুবা অঞ্চলেব লোক ছিলেন। পিতাব নাম ফতে মহম্মদ। গুরুব নাম শাহাদৌলা। পিতাব নাম উল্লেখ ছাড়া শেখ চান্দ আব কোন পবিচয় দেন নাই তবে গুরুব সম্বন্ধে কিছু কথা বলিযাছেন এবং ভালো ভাবেই বলিযাছেন। যথা

শাহাদৌলা পীব জান আল্লার নিজ জাত ফকিবিতে দম ধবে নুবেব সাফাত।
চারি কিতাব চৌদ্দ এলম[২৬] সব সেই জানে শবিযতি পন্থা জান সে সকলি মানে।
শবিকত তরিকত হকিকত মাবফত এ চাবি মঞ্জিলে জান[২৭] কবে এবাদত।
পবগনে কুদুফ[২৮] নাম হুব[২৯] গ্রামে ঘব তালুক ভূমি[৩০] অল্প তান শিষ্য বহুতব।
সকল শিষ্যেব মধ্যে ক্ষুদ্র একজন নামহীন চান্দ ফতে মোহম্মদেব নন্দন।

শেখ চান্দেব গুরুভক্তিব প্রকাশ ভনিতাযও প্রকট।

আউযালে আখেবে আশা শাহাদৌলা[৩১] পদে
দিলেব ইমান দিযা বিকাইল চান্দে।

শেখ চান্দ সূফীপন্থা ও যোগপন্থা ভালো কবিযা জানিতেন। সে জ্ঞানেব পবিচয আছে অপব দুই গ্রন্থে। তালিবনামা গুরু-শিষ্যেব প্রশ্নোত্তবমালাব মতো। শেষেব ভনিতা

শূন্যে দম শূন্যে তন শূন্যে মোব আশা
শূন্যে মেলা শূন্যে খেলা শূন্যে মোব বাসা
শূন্যে জীউ শূন্যে পীউ শূন্যে সব জিন্দা
শাহাদৌলা-গুরু আজ্ঞা কহে হীন চান্দা ॥

যোগতত্ত্বেব আলোচনায হিন্দু দেবদেবীব (আসলে সিদ্ধলেব মত) প্রসঙ্গে শেষ চান্দেব কোন বিকল্পতা ছিল না। তাহাব পবিচয তৃতীয গ্রন্থটিতে যথেষ্ট আছে। ভনিতাযও আছে।

যোগ-সাধন তত্ত্ব শুনহ সানন্দে
মহেশ-গৌবীব বচে ভনে হীন চান্দে।

পূর্বে যে মহম্মদ খানেব মক্তুল-হোসেনেব উল্লেখ কবিযছি 'সত্যকলি-বিবাদসংবাদ' তাঁহাবই বচনা হওযা সম্ভব।[৩২] গ্রন্থশেষে বচনাসমাপ্তিকালেব ইঙ্গিত আছে বলিযা মনে হয, এবং তাহা হইতে কষ্টকল্পনায ১৫৫৭ পাওযা যায। ইহা শকাব্দ হইতে পাবে (১৬৩৫)। কিন্তু "দধি" কি "উদধি"? "বাত্রি হইযা গেল সংসাব অবধি" মানে কী? কোন গুরুতব ঘটনাব তাবিখ? কলিযুগ প্রবেশেব তাবিখ?

সত্যগুরু শেষ হইল অন্তে গেল শূব — উজ্জ্বল কবিল চন্দ্র নক্ষত্রেব পুব।
দশ শত বাণ শত বাণ দশ দধি — বাত্রি হইযা গেল সংসাব অবধি।
সমাপ্ত হইল পাঞ্চালিকা অনুপাম — গুরুজন চবণে সহস্র পবণাম।

### ৪ সৈয়দ মর্তুজা

সৈযদ মর্তুজা সূফী পীব ও বৈষ্ণব মহান্ত দুইই ছিলেন, বলিতে পাবি।[৩৩] ইঁহাব দুইটি ভালো পদ পদকল্পতককতে উদ্ধৃত আছে। ইঁহাব অধ্যাত্ম তত্ত্ব গ্রন্থ 'যোগকালন্দব' নিবন্ধেব অনেক পুথি পাওযা গিযাছে।[৩৪] বচনাটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যেমন,

যেই দিগে প্রদীপ জ্বলে সেই দিগে ছাযা
সেইখানে নিজ আত্মা ছাড়ি যাইব কাযা
কুশলে শুনহ বন্দা যোগকালন্দব
বুঝিলে পাইবা সবে মবম খবব।

ভনিতা

বাপে দিল জনমখানি মাযে দিল ক্ষীব
সৈযদ মতুজা কহে জনমেব ফকিব।

### ৫ মর্দন, ধর্মদাস ও রাধাচরণ গোপ

মর্দনেব 'নসিবনামা'য[৩৫] অদৃষ্টেব অব্যর্থতা-জ্ঞাপক গল্প আছে। মর্দন তাঁহাব কাহিনী উপস্থাপিত কবিযাছেন আবাকানে শ্রীসুধর্মাব সভায।

প্রণাম কবিযা কহি পণ্ডিতেব গোচবণ — পুস্তক যেহেন মতে হইল উতপন।
ভুবনে (বিখ্যাত) আছে বোসাঙ্গ নগবী — বাবণেব যেহেন কনক লঙ্কাপুবী।
শ্রীশ্রীসুধর্ম শাহা তথাত ঈশ্বব — কামদেব পবা [জয] পবম সুন্দব।
সে বাজ্যেত আছে এক কাঙ্কী নামে পুবী — মোহমিন মোছলমান বৈসে সে নগবী।
আলিম মলনা বৈসে কিতাপ কাবণ — কাস্তগণে[৩৬] বৈসে সব (ধর্ম) পবাযণ।
সিবেস্তব[৩৭] কাস্থ পিতা প্রণামি তাব পদ — তান দুই পুত্র জানি মর্দন[৩৮] মোহাম্মদ।
একদিনে দুই ভাই বসিযা থাকিতে — দুই সাধু কথা তবে লাগিলা (কহিতে)।
সৈযদ ইব্রাহিম পীব রূপে পঞ্চবাণ — কহে হীন মর্দনে নুকদ্দিন (নন্দন)।

এইটুকু হইতে বচযিতা মর্দনকে শ্রীসুধর্মাব সমসাময়িক গণ্য কবা সঙ্গত নয।

নসিবনামায মূল কাহিনীব আবম্ভ অনেকটা ভবভূতিব মালতীমাধবেব মতো। শাহ মোহম্মদ সগীবেব 'ইউসুফ জোলেখা'[৩৯] খ্রীষ্টীয ও ইহুদী পুবাণে এবং কোবানে উল্লিখিত জোসেফ-ইউসুফ নবীব প্রণযকাহিনী বর্ণিত।[৪০]

দুই-চাবজন হিন্দুব লেখা জঙ্গনামা-শ্রেণীব বচনাও মিলিযাছে। তাহাব মধ্যে একজন, "মালী" ধর্মদাস, সিলেটেব লোক। ইহাব নিবন্ধেব নাম 'হুসেনপর্ব'।[৪] নামেই বোঝা যায যে বিষয কাববালা-কাহিনী। আব একজন বাধাচবণ গোপ (সংক্ষেপে 'বাধব গোপ') বীবভূমেব লোক ছিলেন॥[৪২]

### ৬ গাজীমঙ্গল

পীব বড-খাঁ গাজীকে লইযা দক্ষিণবাঢে এবং পার্শ্ববর্তী সুন্দববন অঞ্চলে অনেকগুলি গাথা-কবিতা-ছড়া লেখা হইযাছিল। সুন্দববনে হিন্দুব দেবতা দক্ষিণবায আব মুসলমানেব পীব বড-খাঁ গাজীব বিবোধ লইযা বড আকাবেব 'গাজীব গান' অর্থাৎ "গাজীমঙ্গল"গুলি লেখা। সুতবাং মুসলমান কবিব গাজীমঙ্গল নিবন্ধকে হিন্দু কবিব বাযমঙ্গল নিবন্ধেব প্রতিরূপ বলা চলে। দুইজনেব মধ্যে সাধাবণ ভূমিকা হইতেছে কালুব। কালু গাজীমঙ্গলে বড-খাঁব দোস্ত, বাযমঙ্গলে দক্ষিণবাযেব মিত্র। বাযমঙ্গলে কালু কুণ্ডীবদেবতা, গাজীমঙ্গলে তাহা নয বটে তবে জলেব সঙ্গে একেবাবে সম্পর্কশূন্যও নয। শিশু কালুকে পাওযা গিযাছিল সমুদ্রতীবে মাঞ্জসে। বাযমঙ্গলে হিন্দু ও মুসলমান দেবতাব তুল্য মাহাত্ম্য ও সখ্য দেখাইযা কাহিনী শেষ হইযাছে, গাজীমঙ্গলে দক্ষিণবাযেব পুবাপুবি পবাজযস্বীকাবে। হিন্দুকে মুসলমান কবিবাব এবং হিন্দু-কন্যাকে মুসলমানেব পাণিগ্রহণ কবাইবাব চেষ্টা গাজীমঙ্গলে প্রকট। ইহা অবশ্য এই ধবনেব কোন কোন আখ্যাযিকাব একটি সাধাবণ লক্ষণ।

হিন্দু ও মুসলমান দেবতত্ত্বেব অদ্ভুত খিচুড়ি পাকানো হইযাছে আবদুল গফুবেব বচনায।[৪৩] গঙ্গা-দুর্গা-পদ্মা-শিব হইতে শাখোটবাসিনী বনদেবী পর্যন্ত প্রায সব পূজাগ্রাহী

লৌকিক হিন্দু দেবতা গাজীর আত্মীয়বন্ধুরূপে উপস্থাপিত। প্রচুর বিকৃতি সত্ত্বেও জানপদ সংস্কৃতিব একদিকের ভালো নমুনা হিসাবে এই কাহিনীব মূল্য আছে।

সৈয়দ হালু মিঞা রচিত গাজীমঙ্গল গোলাম মওলা কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। আবদুল রহীমের 'গাজীর পুথি'র কাহিনীতে নায়িকার নাম লাবণ্যবতী।

হিজলী-কাঁথি অঞ্চলে প্রচলিত জৈনুদ্দীনেব 'মসন্দলীর গীত'এ[৪৪] গাজীর বিষয়ে একটি নূতন কাহিনী পাইতেছি। এখানে হিজলীর তাজ-খাঁ মস্‌নদ-আলী (বা মসনদ্-আলা) গাজীর স্থান লইয়াছেন। বচনাটি নিতান্ত ছোট গাথাব মতো।- ভনিতা

পীরেব কদম-তলে মজাইয়া চিত
গাযেন জয়নুদ্দী কবি মসন্দলীব গীত।

ফয়জুল্লা-রচিত 'গাজীবিজয়' পাওয়া গিয়াছে, ফয়জুল্লা-রচিত 'গোবক্ষবিজয়'ও আছে। তাহা ছাড়া সত্যপীরের পাঁচালীও পাওয়া গিয়াছে। তিনটি রচনা কি একজনেরই লেখা এবং তাহা কি তবে এক বৃহত্তর কাব্যসূত্রে গাঁথা হইযাছিল?

গমাখাবিজএ আদ্যে মুনি সিদ্ধা কত — কহিলাম সভ কথা শুনিলাম যত।
খোঁটাদুবেব পীব ইসমাইল গাজী — গাজীব বিজএ সেহ মোক হইল বাজি।
এবি কহি সত্যপীব অপূর্ব্ব কথন — ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন।
মুনি-বস-বেদ-শশী শাকে কহি সন — শেখ ফয়জুল্লা ভনে ভাবি দেখ মন।[৪৫]

"মুনি-রস-বেদ-শশী" পাঠ নিশ্চয়ই ভ্রান্ত, শুদ্ধ পাঠ "মুনি-বেদ-রস-শশী" হইবে, মনে করি। তাহা হইলে বচনাকাল হয় ১৬৪৭ শকাব্দ (১৭২৫-২৬ অব্দ)।

বর্ধমান শহরের পশ্চিম উপকণ্ঠে গোদা গ্রাম-বাসী মোহম্মদ মতিন একটি ছোট নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন 'ইসলাম-নবী কিসসা'।[৪৬] কাহিনীর পবিকল্পনা অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে সুপ্রচলিত দাতাকর্ণের আখ্যান অনুসবণে।

ভনিতাব নমুনা

মতিনে রাচল কেচ্ছা আশা নবীব পাএ
চডিনু সবুবের নাএ কাণ্ডারি খোদাএ॥

## ৭ বিবিধ আধ্যাত্মিক-রোমান্টিক কাহিনী

রোমান্টিক কাব্যকাহিনীর ধাবা গৌড হইতে সিলেট-কামতা হইযা (?) চাটিগাঁ-আরাকানে পৌঁছায় ষোডশ-সপ্তদশ শতাব্দীতে; সেখানে হইতে যায় উত্তরবঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তাহার পর আসে দক্ষিণবাঢে। অবশেষে ঢাকায়, ফরিদপুরে ও কলিকাতায়—ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

উত্তরবঙ্গের মহম্মদ কবিরের ও পশ্চিমবঙ্গেব সৈয়দ হামজার মনোহব-মধুমালতী কাব্যের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি।[৪৭] এই কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন সাকের মামুদও।[৪৮] তাঁহার বাইশ বছব বয়সে, ১১৮৮ কিংবা ১১৮৯ সালে (১৭৮১ বা ১৭৮২ অব্দে), ইহা লেখা হইয়াছিল।

মধুমালা-মনোহর কিতাব নিকটে — পাইযা পাঁচালী দীর্ঘ রচি কহো ঝাঁটে।
আনন্দ-উৎসব মন ঈদের দিবসে — সপ্তম আশ্বিন মাস তৃতীয়া আকাশে।

একাদশ শত শাল উন অষ্ট আশী — ফাবসী বাঙ্গালা ভাষা হৃদযে প্রকাশি।
বযঃক্রম শুন মোব কুডি পব দুই — বাইশ বছব বযস যাএ না বুঝি প্রমাই।

লেখকেব নিবাস ছিল সবকাব ঘোডাঘাটেব অন্তর্গত মুক্তিপুব পবগনায বিকাইতপুব গ্রামে। সে গ্রাম ছিল বর্ধনকুঠীব বাজা গৌবনাথেব জমিদাবী। সাকেব মামুদেব পিতা সেখ মামুদ, পিতামহ কাবিল। অগ্রজ কোনো মণ্ডল মুক্তিপুব পবগনাব তহশিলদাব ছিলেন।

কাবিল তনয শেখ মামুদ মোব পিতা
কোনো মণ্ডল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুক্তিপুবেব কর্তা।

মযনামতী-কাহিনীব কবি সুকুব মামুদ[৪৯] এই সাকেব মামুদেব সঙ্গে অভিন্ন কিনা জানি না।

উত্তববঙ্গে লেখা একটি আখ্যাযিকা কাব্যেব লেখকেব নাম ও বচনাকাল জানা নাই। বিষয হইতেছে সুসেন-মিত্রেব উপাখ্যান বা রূপবান-রূপবতীব কাহিনী।[৫০] ভাষা ও ভাব সর্বত্র ভদ্র নয।

ঢাকা-নিবাসী (?) মুনশি মহম্মদ মিবনেব বাহাব দানেশ[৫১] মৌলবী এনাএতুল্লাব ফাবসী বচনা অবলম্বনে লেখা। বচনাকাল ১২৪৪ সাল (১৮৩৭-৩৮ অব্দ)।

বাহাব-দানেশে সাতটি গল্প একটি কাহিনীসূত্রে গাঁথা আছে। এক বাদশাহজাদা একটি তোতা পাখি কিনিযা তাহাব মুখে শাহজাদী বহবওববানুব রূপগুণ শুনিযা তাহাকে বিবাহ কবিবাব জন্য ক্ষেপিযা উঠে। তাহাব মাথা ঠাণ্ডা কবিবাব জন্য বাদশাহেব আদেশে সাতজন সভাসদ একটি কবিযা গল্প বলে। প্রত্যেক গল্পেবই ফলকথা নাবীব চবিত্রহীনতা। বাহাব-দানেশ আদ্যন্ত বিশুদ্ধ সাধুভাষায লেখা। অপ্রচলিত আববী-ফাবসী শব্দ একেবাবেই নাই। তদ্ভব শব্দে সর্বত্র পশ্চিমবঙ্গেব বানান। ইহাতে কি কবিবন্ধু মহাকবি হাবানন্দ পবামানিকেব হাত ছিল?

মুনশি এবাদৎ-উল্লাব 'গোলে বকাওলি'ব[৫২] বচনাসমাপ্তি কাল ১২৪৬ সাল (১৮৩৯ ৪০ অব্দ)। নিবন্ধটি ফাবসী কাব্য ইজ্জতু-ল-লাহেব অনুসবণে লেখা। বচনাবীতি বিশুদ্ধ সাধুভাষাব।

'তমিম গোলাল্ চতুর্থ ছিল্লাল'[৫৩] দুইজনেব বচনা—অন্তত ভনিতায তাই পাই—হামিদুল্লাব ও মোহাম্মদ বাজাব। হামিদুল্লাব ভনিতা প্রথম অংশেই বেশি পাওযা যায। মনে হয মোহাম্মদ বাজা (বা বেজা) পূর্বতন অথবা সমসাময়িক কবি হামিদুল্লাব কাব্য সম্পূবণ অথবা সম্পাদন কবিযাছিলেন। শেষে হামিদুল্লাব এই পবিচয আছে।—

হীন হামিদুল্লা জান সুজন-তনয
মোহাম্মদ কাজেম নাম পিতা মহাশয।
ক্ষিতিতলে চট্টগ্রাম বাজধন্য দেশ

মোহাম্মদ দানেশ লিখিযাছিলেন 'চাহাব দববেশ'[৫৪] এবং 'গুল-ও-সনৌবাব'।[৫৫] চাহাব-দরবেশেব শেষে এইটুকু আত্মপবিচয পাই যে, তিনি বফি মোল্লাব জ্যেষ্ঠ পুত্র, এবং নিবাস শিবপুব। 'নুকল-ইমান'ও[৫৬] এই মোহাম্মদ দানেশেব বচনা হওযা সম্ভব। এই গ্রন্থটিতে কতকগুলি ধর্ম ও নীতি ঘটিত কাহিনী আছে।

সেবাদোতুল্লার 'কুবঙ্গতানু'[৫৭] হিন্দীব অনুবাদ। ইহাতে তিন বাজকন্যাব দুঃসাহসিক

কাহিনী বর্ণিত হইযাছে। শেখ দাএমল্লাব গোলে দেও গান্দাব পুথি'ব নামপৃষ্ঠাতেই সব বিববণ পাই।[৫৭ক] বচনাবীতিতে "এছলামি" বাঙ্গালাব চূড়ান্ত।

শুনো জতো বেবাদব যাবোজ আমা'ব
তবজমা কবিযা কেচ্ছা ফিবোজ সাহাব
গোলে দেও গান্দা বলে বাখিলাম নাম
বহোত মাঙ্গল বাত এহানো তামাম
আসোক ফিবোজ মাশুকানেব সহিতে
হাছেল কবিলো কাম জেযছাই ছুবতে
মোছলমানি যালফাজেতে বঙ্গীন বযানে
লিখীনু কএক জঙ্গ কেতাবেব সানে
মুর্ণাস এন্তেজাম মিঞা কবিলেন ছহি
বাদে ছাপাইযা দিনু মদোতে এলাহি
এই কেতাবেব যিনি খাহেন্দা হইবে
নজদিগে যাইলে মেবা কেতাব পাইবে
সোভাবাজাবেব বিচে চৌবাহাব কানে
ঠেকানা জানিবে মেবা কাপডেব দোকানে
খেদমাতে খাদেম সেখ দাএমল্লা নাম
পবগানে বালিযা আক্কি মৌজাতে মকাম
সন ১২৬০। তাং ১৭ আষাঢ

ফকিব মোহাম্মদ (বা ফকিরুদ্দীন) লিখিযাছিলেন দুইখানি ছোট কাব্য— সোনাভান কেচ্ছা' (বা 'সোনাভানেব পুথি')[৫৮] এবং 'ইমামচুবিব পুথি'।[৫৯] বই দুইখানি বেশ প্রচাব হইযাছিল। সোনাভান-কেচ্ছায হানীফাব সঙ্গে সোনাভান বিবিব যুদ্ধ ও বিবাহ বর্ণিত হইযাছে। ইমামচুবিব-পুথিতে আলী-ফাতিমাব পুত্র হাসন হোসেনেব অপহবণ ও উদ্ধাব কাহিনী আছে। গল্পেব উপক্রম বড মজাব। হাসন-হোসেন বাতাবে তামাসা দেখিযা বেডাইতে বেডাইতে নদীব ঘাটে গিযা পৌঁছিল। এক সওদাগব সেখানে বাণিজ্য কবিতে জাহাজ লইযা আসিযাছে।

জাহাজ দেখিযা হাসেন এমাম দুই ভাই
এযছাই তামাসা মোবা কভু দেখি নাই।
পানিব উপবে জাহাজ আজগবি ভাসে
গলাগলি হৈযা তাবা দুই ভাই হাসে।

ছেলে দুইটিকে দেখিযা সওদাগব ভাবিল

মহম্মদ বাদসা আগে হলব্ব সহবে
ভেট দিব বালক আমি লইযা তাহাবে

এই ভাবিযা

ইশাবা কবিল সাধু নাযেব লোকেবে
বাহানা কবিযা আন জাহাজ উপবে।
খালাসি ইংবাজে সাধু কবিল ইসাবা
সেই ঘডি সাধুব জাহাজ আইল কেনারা।

অবগণ্ড দুই ভাই এত কিবা জানে
জাহাজ উপবে তখন হাসে মনে মনে।

ফরিদপুর জেলার অধিবাসী আবদুল রহমানেব 'সুরুজ-উজাল' (বা 'শুকজ্জামাল', বা 'সুরৎ জামাল')[৬০] কাহিনী সংক্ষেপে বলি। মুলতানের রাজাব ছেলে শুকজ্জামালের প্রেমে পড়িয়াছে এক পরী। পরীর সঙ্গে শাহজাদার গোপনে বিবাহও হইয়াছে। বাপ-মা দেখিযা শুনিয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন অপূর্বসুন্দরী দুদ-মেহেরের সঙ্গে। বিবাহেব বাত্রিতে পরী ক্রুদ্ধ হইয়া শুকজ্জামালের প্রাণহবণ করিয়া তাহার দেহ লুকাইয়া বাখিল। দুদ-মেহেব স্বামীব অন্বেষণে বাহির হইল যোগিনীর বেশে। অনেক ঘুবিয়া এক বনে স্বামীব মৃতদেহ পাইল। তাহার পর এক তোতা পাখিব সাহায্যে সে পরীদের রাজার কাছে পৌঁছিল। শাহা-পবীকে দুদ-মেহের বেহুলার মতো নৃত্যগীতে তুষ্ট করিল। শাহা-পবী শুকজ্জামালকে জীযাইযা দিলে পর স্বামী-স্ত্রী স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিল।

ভনিতার নিদর্শন

আবদুল বহমান বাণী পুষ্প মনোহব
গাঁথিযা গলেতে পবো যতো আছ নব।

কয়েকটি গান আছে। বৈষ্ণব-পদের একটি অনুকৃতি উদ্ধৃত কবিতেছি, "মেলন পবীব আদিরস বাণী"।

পিবীতি পিবীতি বিষম পিবীতি পিবীতি করেছে কে
পিরীতি কবিবে বাখিতে নাবিবে ও বসে মজেছে যে।
পিরীতি-রতনে বাখিবে যতনে কে বলে পিবীতি ভালে
আগে না বুঝিয়ে পিবীতি করিতে (বিষম) আগুনে জ্বালে।
পিরীতি-বতন পিবীতি-যতন কে বলে পিবীতি ভাল
গাধার সঙ্গেতে পিবীতি করিতে ভাবিযে জনম গেল।
পিরীতি-রতনে পিবীতি-যতনে পিবীতি গলার হাব
পিরীতি করিয়ে যেই জন মবে সফল জীবন তার ॥

মোহম্মদ এবাদৎ খাঁ[৬১] ও বক্তিয়ার খাঁ[৬২] বচিত 'সূর্জ্জ-উজাল বিবির পুথি'র বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক্; এই কাহিনী সোনাভানের কেচ্ছার অনুরূপ, সূর্জ্জ-উজাল (=সূর্য-উজ্জ্বল ?) বিবির সঙ্গে হানীফার যুদ্ধ ও বিবাহ।

মোহম্মদ এবাদৎ খাঁ পূর্ববর্তী কবি-নয়ানের কাব্য সংস্কার করিয়া মধ্যে মধ্যে নয়ানের ভনিতার সঙ্গে নিজের ভনিতা জুড়িয়া দিয়াছেন। যেমন,

হানীফা পক্ষীর তরে পাঠান আসমানে
হানীফার পায়ে জারি রচিল নয়ানে।

অধম এবাদত কহে ভাবিয়া খোদায়
সবার ভালার পিছে মোর ভালা হয়।

বক্তার খাঁ এক্তার খাঁ ভাই দুইজন
বড়া দরদমন্দ মেরা বড়া মেহেরবান

আল্লা আল্লা বল সবে দিন বৈযা যায়
আখেবেব কাম কব ভাবিযা খোদায।

বাঢ-উডিষ্যা প্রান্তনিবাসী আবদুল মজিদ তাঁহাব 'বঙ্গবাহাব'এ[৬৩] যে আত্মপবিচয দিযাছেন তাহাতে পূর্বতন কবি সৈযদ হামজাব দোহাই আছে।[৬৪]

চাটিগাঁ অঞ্চলেব একটি বিশিষ্ট বচনা হইতেছে দৌলৎ উজীবেব 'লাযলি-মজনু'।[৬৫] আত্মপবিচয অংশে লেখক তাঁহাব পূর্বপুরুষ হামিদ-খানেব কেবামতি বর্ণনা কবিযাছেন। সুলতান হোসেন-শাহা ও তাঁহাব উজীব মহম্মদ-খানেব উল্লেখ থাকায এই অংশেব হযতো কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। দৌলত উজীবেব গুরু ছিলেন আসাউদ্দীন। ভনিতায গুরুব নাম আছে।

আছাওদ্দীন শাহা কল্পতক সম
উজীব দৌলতে কহে পুস্তক উত্তম।

কযেকটি পদ ব্রজবুলিতে লেখা।

আলী বাজাব 'জ্ঞানসাগব'[৬৬] ও 'সিবাজকুলুপ'[৬৭] বাউল দববেশি যোগসাধন-বিষযক নিবন্ধ। ইঁহাব 'ধ্যানমালা'[৬৮] সঙ্গীতেব বই। আলী বাজা চাটিগাঁযেব লোক ছিলেন। ইনি অনেকগুলি ভালো পদ লিখিযাছিলেন।

শাহা বদিউদ্দীনেব 'ফাতেমাব সুবৎনামা'[৬৯] কবিতায হজবৎ মহম্মদেব কন্যা বিবি ফাতিমাব রূপগুণেব বর্ণনা আছে। শেষে আছে এই চমৎকাব পদটি।

দেখা দিযা জুডাও পবাণ। ধ্রু।
অবলা-মন্দিবে বসি প্রাণেব নাথ বাজায বাঁশী
অভাগিনী শুনি বাঁশীব গীত
বন্ধ্যেব বাঁশীব গানে ধৈবজ না মানে প্রাণে
আকুল কবিল নাবীব চিত।
শুনিযা মোহনবাঁশী হইলুম তোমাব দাসী
ভজিলুম তুই শ্যামেব চবণে
না দেখিযা তোমাব জুতি থিব নহে মোব মতি
একবাব দেখা কব নাবীব সনে।
দযাব ঠাকুব তুমি তোমাব ভাবক আমি
তুমি দয়া না কবিলে মোবে
তুমি প্রাণনাথ বিনে আব দযা কবিব কোনে
তুমি বিনে কে আছে সংসাবে।
তোমাব কৃপাব ফলে মোহব ভাগ্যেব বলে
আসিযাছি অবলা মন্দিবে
এই ঘব অন্ধকাব কবি একদিন যাইব ছাডি
কেন দেখা না দাও বাধাবে।
তনুব অন্তবে পশি মনুবা বহিছে বসি
কিরূপে ভজিলে দেখা পাই
কহন্ত বদিউদ্দীনে গুরুব আদেশ বিনে
দেখিবার আব লক্ষ্য নাই॥

'মল্লিকার হাজার সওয়াল' (বা 'ফকরনামা') নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে শেখ বাজের[৭০] এবং শেখ সাদীর[৭১] ভনিতায়। এটিতে প্রাচীন প্রহেলিকাকাব্যের এক পরিণতি পাইতেছি। কমের রাজকন্যার প্রশ্নের উত্তর দিয়া তুর্কি ফকির আহদুল হালিম পদা তাহার পাণিগ্রহণ ও কম-রাজ্য লাভ করিয়াছিল—ইহার মূল বিষয়। প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে—"এই কেতাবখানিতে শরিয়াত, তরিকাত, হকিকাত ও মারেফৎ এলেম সংক্রান্ত ছওয়াল জবাবের কেতাব। মল্লিকাভানু বিবি রাজকুমারী ছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর, উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া, তিনি অনেক দিন বিবাহ করেন নাই। কিন্তু প্রজা সাধারণ যখন তাঁহার চরিত্রে অন্যায়ভাবে দোষারোপ করিতে লাগিল তখন তিনি বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কোন অপদার্থ ও অযোগ্য ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। কিছু দিন পরে মহানুভব আব্দুল্লার প্রশংসাবাণী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কায়ক্ষেত্রে তিনি মহাতেজা ধর্মপরায়ণ আব্দুল্লাকে এক সহস্র ছওয়াল জিজ্ঞাসা করিয়া যখন তাহার সদুত্তর পাইলেন, তখন এলাহীর কুদরতে মল্লিকাভানু বিবির সহিত মহাতপ আব্দুল্লার বিবাহ এসলাম ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে হইল।"

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়াছিলেন। সে কথা পূর্বে বলিয়াছি।

### ৮ বিবিধ বন্দনা

মুসলমান লেখকদের পৌরাণিক পাঞ্চালী যে হিন্দুদের মঙ্গলকাব্যের রীতিতে—যতটা সম্ভব—গাওয়া হইত তাহার কিছু ইঙ্গিত পশ্চিমবঙ্গের গরিবুল্লার রচনায় দেখিয়াছি। পূর্ববঙ্গের মহম্মদ খানের রচনায় আরও স্পষ্টভাবে দেখিতেছি। মক্তুল হোসেনের এক কাহিনীর একটি পুথিতে যে দিগবন্দনা আছে সেটি প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃত করিতেছি।[৭২]

প্রথমে "তখ্‌তে-এ-আল্লা' উদ্দেশ্যে প্রণতি, তাহার পর চাটিগ্রাম ভূমির বন্দনা। তাহার পর গুরু-বন্দনা।

শাহা আবদুল ওহাবকে করম বন্দন
শাহা ভিখারি তানে বোলে সবজন।
বঙ্গে ঢঙ্গে কলিঙ্গে পূজন্ত যার পদ
আল্লার আলাম[৭৩] হয়ে যার কণ্ঠগত।

তাহার পর চতুর্দিক-বন্দনা।

পূর্বে বন্দিয়া কহিমু পূর্ব দিবাকর
পূরে উলে ভানু যে পশ্চিমে যায়ে ঘর।
উত্তরে বন্দিয়া কহিমু হেমন্ত কেদার।[৭৪]
যার হিমে ডংশে নাগে সয়াল সংসার।
দক্ষিণে বন্দিয়া কহিমু ক্ষীরনদী ও সাগর
চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া ভাসে সাধু সদাগর।

তাহার পর পীর-বন্দনা। তাহার পর ধ্বজা (প্রাচীন "জর্জর' ?) চাঁদোয়া প্রদীপ প্রভৃতি আসরের সামগ্রীর বন্দনা।

চতুর্দিগ বন্দি মুঞি শির কৈলুম স্থির

শিবেব পবে বন্দি কহিম নব্বই হাজাব পীব।
নিশান বন্দিয়া কহিমু আলি মহাশযে
যে নিশান দেখিলে লোকের পাপ হৈব ক্ষযে।
নাকডা বন্দম মুঞি ফুলেব গোঁথনি
চান্দযা বন্দম মুঞি মোকমে ঢাকনি।
মোকাম বন্দিযা কহিমু বিবির[৭] আসন
চেবাগ বন্দম মুঞি মোকাম বোশন।

তাহার পব মাতাপিতা, ধরিত্রীব ও গীত-গুরুর বন্দনা।

মায বন্দম গর্ভস্থিতি বাপ বন্দম দাতা
পৃথিবী বন্দিযা কলিমু খাক বসুমাতা।
ওস্তাদেব পায বন্দম কবিযা ভকতি
তাঞি বিনে পৃথিবীতে আব নাহি গতি।

তাহার পর সরস্বতীব ও বিদ্যাধরের বন্দনাব পবিসমাপ্তি।

ডাইনে বন্দি সবস্বতী বামে বিদ্যাধব
গলায তুলিযা দেয মা কোকিলেব স্বব।
বন্দনা[৭৮] সমাপ্ত হৈল শুন কহি আব
মোহাম্মদ খানে কহে পাইবে উদ্ধাব ॥

## টীকা

১ মুজমা বাগ হবিবংশ নামে। পূর্বে দ্রষ্টব্য।
২ আববী "কিস্সা" (=গল্প, কাহিনী) হইতে।
৩ সব সময বিষয়েব সঙ্গে গানগুলিব সঙ্গতি নাই।
৪ বা-প্রা-পু-বি ১ ১ পৃ ৩৬-৩৯। চাটিগাঁযেব।
৫ পূর্বে দ্রষ্টব্য।
৬ গ ৫৩৮১ (লিপিকাল ১২৪৪ সাল), বর্ধমানেব পুথি। গবিবুল্লা হানীফাব জঙ্গনামাও লিখিয়াছিলেন। ইহাই ইয়াকুব আলীর নামে চলিযা গিয়াছে। আমীব হামজাব জঙ্গনামা আফাজুদ্দিন আহাম্মদ প্রকাশিত (সিদ্দিকিযা লাইব্রেবী)। প্রথম মুদ্রণ ভুবনমহিমা যন্ত্রে (১২৬৩ সাল)।
৭ হাওড়া-হুগলি জেলাব সীমান্ত অঞ্চলে।
৮ অর্থাৎ কবিকর্ম।
৯ অর্থাৎ সবটা কাহিনীব কোন একটা পুথি ছিল না।
১০ অর্থাৎ শিক্ষিত লোকেবা কাহিনীব প্রথম অংশেব বিবরণ শুনিয়া বাকি কাহিনীটুকু না শুনিতে পাইয়া দুঃখবোধ করেন।
১১ =আলস্য।
১২ =উপযুক্ত পণ্ডিত লেখক।
১৩ 'ছহি ইউছুপ জেলেখা, অর্থাৎ মহব্বতনামা' রামলাল শীল কর্তৃক প্রকাশিত, পঞ্চম সংস্করণ (১৩২৭)। প্রথম (?) মুদ্রণ ১৮৬৭ অব্দ। ইহার মূল, জামীর 'য়ুসুফ-উ-জুলয়খা', ফাবসী সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য। জামীর জীবৎকাল

পঞ্চদশ শতাব্দীব শেষার্ধ।

১৪ প্রথম ( ?) ১৮৬৬।

১৫ ইণ্ডিয়া অফিসেব পুথি S ৩২২০ (লিপিকাল ১২১৩) ব্লুমহার্টেব ক্যাটালগ দ্রষ্টব্য। প্রথম ) মুদ্রণ ১৮৬৭।

১৬ ছুহি বড জৈগুণ বামলাল শীল প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্কবণ (১৩২১)।

১৭ বটতলা প্রকাশিত।

১৮ "মধুমালতীব লাগি বিযোগ হইযা মনোহব গেল মাও বাবা তেযাগিযা।"

১৯ ময়মনসিংহে মুদ্রিত (১৮৭৬)। বচনাকাল দেওযা আছে, তবে অবোধ্য। যেমন

"অন্ত অন্তে অন্ত বএ সিদ্ধভাব পাছ পাঞ্চালী ভনি" গেল হিজ্বাব পাঁচ।" বইটি হিন্দুস্থানী হইতে অনূদিত।

"এই সে সোন্দর কেচ্ছা হিন্দীতে আছিল দেশ ভাষাএ মুঞি পাঞ্চালী বচিল।

১৯ক বা প্রা পু বি ১ ২ পৃ ১৫৭ ৫৮

২০ মালাধব বসুব শ্রীকৃষ্ণবিজয়েব সঙ্গে নামেব মিল দেখিযা কোন কোন পণ্ডিত "বিজয় মার্কা বচনাগুলিকে পঞ্চদশ ষোডশ শতাব্দীতে ফেলিতে চাহেন।

২১ পুথি পবিচিতি পৃ ৪৮০ ৮১।

২২ ঐ পৃ ৪৬৮ ৬৯।

২৩ ঐ পৃ ৪৬৯ ৭৩ ক ৬১১৮। সুলতান আহম্মদ হুঁইযাব প্রবন্ধ (মাহে নও কার্তিক ১৩৫৭ ভাদ্রিন ১৩৫৮) দ্রষ্টব্য।

২৪ ঐ পৃ ১৯৩ ৯৬ ৪৪৫ ৫০৭ ০৯ ৫১০ ১২।

২৫ পুথি পবিচিতি ৬১৯ ২২ (পুথি সংখ্যা ৫৩১ ১৩ পাতা লিপিবব ফকিব সি লিপিকাল ১২৩৫ সাল )

২৬ পাঠান্তব "খান্দান "বাব।

২৭ ঐ "নাঞি"।

২৮ ঐ "কোদালা"

২৯ ঐ "উক।

৩০ ঐ "ভোবন।

৩১ ঐ "দৌলত পাঁব"।

৩২ পুথি পবিচিত পৃ ৪৩৪ ৩৬। পুথিব লিপিকাল ১০৪৪ মঘী ( ৭৮১ ৮২)।

৩৩ মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে ইঁহাব সমাধি আছে।

৩৪ পুথি পবিচিতি পৃ ৩৩৮ ৩৯ ৪৩৬ ৩৮ ৪৪২ ৪৭ ৫০৯।

৩৫ পুথি পবিচিতি প ২।৮ ৬০ পুথিব পত্রসংখ্যা ২২ লিপিকাল ১১৮০ মঘ

৩৬ কান্ত-কাযস্থ অর্থাৎ লিখন পঠন হিসাব বা অধিকাবী বাজকর্মচাবী।

৩৭ সেরেস্তাব ?

৩৮ পাঠ মর্দ।

৩৯ এমানুল হকেব প্রবন্ধ (সা প প ৪৩) ও সুলতান আহম্মদ হুঁইযাব প্রবন্ধ ("মাহে নও কার্তিক ১৩৫৭) দ্রষ্টব্য। পুথি পবিচিত পৃ ১৫ ১৮।

৪০ কোন একটি পুথিব ভ্রান্ত পাঠ গেছ হইতে ( "মহানরপতি গেছ পাথবীব সাব"—) ওকটব হক বাঙ্গালাব সুলতান গিয়াসুদ্দীনকে আবিষ্কাব কবিযা সপীবকে চতুর্দশ শতাব্দীব লেখক বলিয়া দাবি কবেন।

৪১ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত অচ্যুতচবণ চৌধুবী চতুর্থ খণ্ড পৃ ১২০। ধর্মদাস পুথিব লিপিকব মাত্র হইতে পাবেন

৪২ বি ১৭২০। ইসলামি বাংলা সাহিত্য পৃ ৪৯ ৫২ দ্রষ্টব্য।

৪৩ কালু গাজী ও চম্পাবতী নামে আবদুল আজিজ কর্তৃক প্রকাশিত। লেখব আবদুল গফুবেব ভনিতা কচিৎ পাওযা যায়।

৪৪ মহেন্দ্রনাথ করণ রচিত হিজলীর মস্‌নদ হ আলা (১৩৩৩) পৃ ২৩৩ ৩৬ দ্রষ্টব্য।

৪৫ মাসিক মোহাম্মদী ভাদ্র ১৩৪৯ পৃ ৫৩৬ ৩৭।

৪৬ গ ১২৪৪ (লিপিকাল পত্রাঙ্ক ১৯২ ক দ্রষ্টব্য)। পুথিতে মতিনের আর একটি ছোট বচনা আছে, ইস্‌লাম ধর্মের নিত্যকর্মবিষয়ক।

৪৭ পৃ ৯২২ ২৩ দ্রষ্টব্য।

৪৮ পুথির লিপিকাল ১২২৯ সাল। ব স প প ৬ পৃ ১ ২৫২।

৪৯ পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৫০ পুথির লেখক শেখ দেদাব বক্‌স লিপিকাল ১২২৯ সাল। র সা প-প ৬ পৃ ২৫ ২৬।

৫১ মহম্মদ দেরাসতুল্লার মহাম্মদি যন্ত্রে দ্বিতীয়বার ছাপা ("সন ১২৫২ সাল তারিখ ৩১ ভাদ্র সোমবার")। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল লিখিত 'বাহার দানেশ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (বর্ধমান সাহিত্যসভা-প্রকাশিকা ২)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহে যে সংস্করণটি আছে তাহাতে নাম পাই মুনসি মহম্মদ কাএম (মুজাপুর ফরিদপুর)।

৫২ প্রথম ( ?) মুদ্রণ ১২৬৮ সাল। রামলাল শীলের সংস্করণ (১৩২৮ সাল)।

৫৩ প্রথম মুদ্রণ ১২৭১ সাল। হবিবি প্রেসের নব পর্যায় প্রথম সংস্করণ (১৩২৮ সাল)।

৫৪ প্রথম ( ?) মুদ্রণ ১৮৬৮। রামলাল শীলের সংস্করণ।

৫৫ প্রথম ( ?) মুদ্রণ ১৮৫৭। বইটি মূল ফারসী গ্রন্থে নেমচাঁদ কৃত হিন্দী অনুবাদ অনুসরণে লেখা।

৫৬ প্রথম ( ?) মুদ্রণ-১২৬৪ সাল।

৫৭ প্রথম মুদ্রণ ১২৬৪ সাল।

৫৭ক পৃ ১৪৩ ৪৪।

৫৮ প্রথম ( ?) মুদ্রণ ১২৬৪ সালে চৈতন্যচন্দ্রোদয় এবং জ্ঞানোদয় যন্ত্রে। রামলাল শীল প্রকাশিত অষ্টম সংস্করণ (১৩৩১ সাল)।

৫৯ প্রথম ( ?) ১২৬৪ সালে চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে। রামলাল শীল প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণ (১৩২৭ সাল)।

৬০ আবদুল আজিজ প্রকাশিত।

৬১ প্রথম ( ?) মুদ্রণ ১২৪৬ সালে চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্রে। রামলাল শীল প্রকাশিত সংস্করণ (১৩৩১ সাল)।

৬২ প্রথম ( ?) মুদ্রণ ১৮৬৭।

৬৩ প্রথম ( ?) মুদ্রণ ১২৭১ সাল। হবিবি প্রেসের নব সংস্করণ (১৩২৮ সাল)।

৬৪ ইসলামি বাংলা সাহিত্য (দ্বি স) পৃ ১৩৭ ১৪৫ দ্রষ্টব্য।

৬৫ বা-প্রা-পু-বি ১-২ পৃ ১৫-১৭। পুথির লিপিকাল ১১৯১ মঘী সাল।

৬৬ মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত (১৩২৪ সাল)।

৬৭ বা-প্রা-পু-বি ১-১ পৃ ৭৬-৭৭।

৬৮ ঐ পৃ ৭৭-৭৮।

৬৯ ঐ পৃ ৬৩-৩৫। পুথি আরবী অক্ষরে লেখা। কবিতাটি শেষ তনুল্লাব ভনিতায়ও মিলিয়াছে বা প্রা-পু বি ১-২ পৃ ৪৯।

৭০ বা-প্রা-পু বি ১ ১ পৃ ১৯০-৯১, ১ ২ পৃ ৬৪। হবিবি প্রেসে মুদ্রিত।

৭১ বা-প্রা-পু-বি ১-২ পৃ ৯০-৯১।

৭২ পুথি-পরিচিতি পৃ ৪০৪-০৭। পুথির লিপিকাল ১১৩৪ মঘী (১৭৭২-১৭৭৩)।

৭৩ অঙ্গে বঙ্গে ?

৭৪ কালাম ?

৭৫ হিমালয়-কেদারনাথ।

৭৬ পাঠ "থিরনন্দী"।

৭৭ সম্ভবত ফাতিমা। এখানে মঙ্গলকাব্যের আসরে মনসার কিংবা চণ্ডীর ঘট ("বারি") তুলনীয়।

৭৮ পাঠ "বন্দর"।

# একবিংশ পরিচ্ছেদ
# অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী-সন্ধি

## ১ বাঙ্গালা ছাপাব প্রবর্তন ও খ্রীস্টীয় রচনা

বাঙ্গালা দেশেব দেওযানি ইস্ট-ইণ্ডিযা কোম্পানিব হাতে আসে ১৭৬৫ অব্দে। তাহাব পব হইতে অমোঘক্রমে দেশেব শাসনব্যবস্থা ইংবেজ বণিক-কমচাবীব আযত্ত হইতে থাকে। কিন্তু অনেকদিন অবধি আভ্যন্তবীণ শাসন পুবাপুবি নিজেব হাতে ইংবেজ লয নাই। খাজানা আদাযেব মতো ফৌজদাবিব কাজও ঊনবিংশ শতাব্দীব প্রাবম্ভ পর্যন্ত মোগল-আমলেব পুবাতন এবং ইংবেজ আমলেব নূতন জমিদাবদেব হাতেই ছিল। এই কাবণে ইংবেজ-অধিকাব, যুগান্তকাবী ঘটনা হইলেও জনজীবনে কোন সংঘাত হানে নাই সুতবাং সাহিত্যেও এ ঘটনা কোন দাগ কাটে নাই। সে দাগ পডিতে আবম্ভ হইল ঊনবিংশ শতাব্দীব প্রাবম্ভে লেখা গ্রাম্য কযেকটি গাথায ও ছডায কিন্তু যে-কাবণেই হোক তখন ইংবেজ-কোম্পানিব সুদৃঢ আইন-শাসন দেশেব সর্বত্র স্বীকৃত হইযাছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীব অষ্টম দশকে বাঙ্গালা ভাষাব ও সাহিত্যেব পক্ষে এক বিপযযকাবী ঘটনা ঘটিযা গেল, বাঙ্গালা হবফে মুদ্রাঙ্কন প্রচলিত হইল। কোম্পানিব একজন কমচাবী সংস্কৃ তজ্ঞ পণ্ডিত চাবলস (পবে সাব চাবলস) উইল্‌কিন্স মুদ্রণেব উপযোগী বাঙ্গালা (ও অন্যান্য কিছু ভাবতীয ভাষাবও) অক্ষব নির্মাণ কবিলেন। সে ছাপাব অক্ষব প্রস্তুত হইলে কোম্পানিব আব এক কর্মচাবী নাথানিযেল ব্রাসি হ্যালহেড ইংবেজীতে লেখা স্ববচিত বাঙ্গালা ব্যাকবণ ("বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং) হুগলিতে ছাপাইযা প্রকাশ কবিলেন (১৭৭৮ অব্দ) এই বইটিব উদাহবণগুলি ছাপিতেই বাঙ্গালা হবফ প্রথম ব্যবহৃত হইযাছিল। গ্রন্থেব ভূমিকায হ্যাল্‌হেড বাঙ্গালা ভাষাব উৎকর্ষেব সম্বন্ধে যে কথা লিখিযাছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ইংবেজেব প্রযোজনে বাঙ্গালা গদ্যে আইনেব বই সঙ্কলিত হইযা ছাপা হইল ১৭৮৫ অব্দে। ছাপা বাঙ্গালা বইযেব ও গদ্য গ্রন্থেব এই হইতে শুভাবম্ভ।

১৮০০ অব্দে কেবি-মার্শম্যান-ওযার্ডেব উদ্যোগে শ্রীবামপুব মিশন ও মিশন প্রেস স্থাপিত

হইল। এই মিশনেব একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ভাষায বাইবেলের তর্জমা প্রকাশ। শ্রীরামপুরে মিশন-প্রেস স্থাপন বাঙ্গালাদেশেব ইতিহাসে একটি স্মবণীয় ঘটনা। এই প্রেসে বাইবেলের বাঙ্গালা অনুবাদ ছাপা হইল (১৮০০-০৯)। বিলাত হইতে নব-আগত কোম্পানির কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবাব উদ্দেশ্যে কোম্পানি ১৮০০ অব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করিল। এখানে প্রাচ্য বিভাগেব অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন শ্রীরামপুর মিশনেব কর্তা উইলিয়ম কেরি (১৮৬১-১৮৬৪)। কেবির বিশেষ চেষ্টা হইল কলেজের পাঠ্য বাঙ্গালা গদ্য পুস্তক ছাপানোয়। এইসব বই শ্রীবামপুর মিশন-প্রেসে ছাপা হইল।

যে উদ্দেশ্য লইযা শ্রীবামপুর মিশন বাঙ্গালা গদ্যে বাইবেলের অনুবাদ বাহির কবিল তাহা খুব সফল হয নাই। শুধু ভাষাব বিসদৃশতাব জন্যই যে "ধর্মপুস্তক"-এব সমাদব হয নাই তাহা নয, আসলে তখনকাব দিনেব পাঠকবর্গেব কাছে গদ্যবচনাব কোন দামই ছিল না। সমসাময়িক গদ্যরীতিব শিথিলতা ও পণ্ডিতি ভাবের কঠিনতা শ্রীবামপুবেব ছাপা বইকে যেন বিজাতীয বস্তু করিযা ছিল। এই ধবনের বচনা "শ্রীরামপুবী বাঙ্গালা" বলিযা শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছেও অনাদৃত হইযাছিল। অগত্যা মিশন কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালা সাহিত্যেব প্রচলিত ধাবা অনুসাবে পাঁচালী-কাব্যেব ধবনেও শাস্ত্রগ্রন্থ লেখাইলেন। এইরূপ দুইটি বই হইতেছে 'খ্রীষ্টবিববণামৃতং'[১] এবং 'নিস্তারবত্নাকর'।[২] গ্রন্থ দুইটিব নামে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-জীবনীগ্রন্থ চৈতন্যচবিতামৃত-ভক্তিবত্নাকরের ইঙ্গিত পাই। খ্রীষ্টবিববণামৃতেব বচনাব একটু নিদর্শন উদ্ধৃত কবিতেছি।[৩]

এখন যিশুব জন্ম কথা কববে শ্রবণ
পাপির উদ্ধাব যাহে হৈল নিরূপণ।
অপূর্ব আখ্যান খ্রীষ্ট জন্মেব কথন
মঙ্গল বাগেতে তাহা কবিব বচন।
দয়া কবি পবমেশ্বব তাবিতে পাতকি নব
নবরূপে হৈলা অবতাব
যেমতে জন্মিলা তিনি শুন সর্ব কাহিনী
খ্রীষ্টনাম হইল প্রচাব।
মাবিযা খ্রীষ্টেব মাতা যূসফেবে বাক্যদাতা
হৈযা হৈলা যূসফ গৃহিণী
পতিসংসর্গ আগে মাবিযা ত মহাভাগে
ধর্মাত্মা হইতে গর্ভিণী
গর্ভেব লক্ষণ দেখি যূসফ হইযা দুঃখী
মনে মনে কবিল বিচাব
যথার্থিক নর হৈয়া নিজ মনে বিচাবিয়া
স্থির কৈল আপন অন্তব।
বিববণ প্রক(া)সিয়া স্ত্রী কলঙ্কী না করিয়া
গুপ্তে ত্যাগ করিতে ইছিল
এ সর্ব চিন্তিতে মনে প্রভু দূত সেই ক্ষণে
তারে সপ্নে দরশন দিল।...

সেই সকল বিবরণ পযাবেতে রচন
কবা যায গ্রন্থ অনুসাবে
মাতিউ আদি গ্রন্থ যেই পাচালি বচিল সেই
ভিন্ন না ভাবিহ কোন নবে।

## ২ শতাব্দী-সন্ধিতে বিবিধ রচনা (ছাপা ও পুথি)

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিদশকগুলিতে যে সব নিবন্ধ বচিত হইযাছিল সেগুলি বাহিরের বিচারে দুই ভাগে ফেলিতে পাবি। এক ভাগে পডে সেইসব বচনা যাহা আগেকাব ধরনে পুথিতে লেখা এবং পুথিতে প্রচাবিত। দ্বিতীয় ভাগে পডে সেইসব রচনা যেগুলি ছাপিবার উদ্দেশ্যে লেখা অথবা লেখা হইবাব অনতিকাল পবে মুদ্রিত।

প্রথম ভাগের অনেক বচনা আগে উল্লিখিত আছে। আরও কয়েকটিব উল্লেখ করিতেছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শক্তি-উপাসনায় বৈষ্ণব-ধর্মের ভক্তিব স্রোত মিশিয়া যাওয়ায় দেবীমাহাত্ম্য-নিবন্ধ রচনায় বিশেষ ঝোঁক দেখা দিয়াছিল। এমন ধবনেব ভালো রচনার উল্লেখ আগে কবিয়াছি। অতিবিক্ত এইগুলিব নাম কবিতে পাবি,—বিষ্ণুবাম সিদ্ধান্তের দুর্গাসপ্তশতীর অনুবাদ (১৬৯৫ শকাব্দ=১৭৭৩ অব্দ)[৪], মুক্তারাম নাগেব 'দুর্গাপুরাণ'[৫] ও 'কালীপুরাণ'[৬], কৃষ্ণকিশোব ("দ্বিজ") বায়েব 'দুর্গালীলাতবঙ্গিণী'[৭], দীনদযাল গুপ্তের 'দুর্গাভক্তিচিন্তামণি'।[৮]

ভূকৈলাসের বাজা জয়নাবাযণেব পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল আনুমানিক ১৭৬৮-৬৯ সালে বহু লোকজন লইযা গঙ্গাপথে তীর্থযাত্রা কবিযাছিলেন। ইছামতী নদীতীববর্তী ভাজনঘাট-নিবাসী বৈদ্য বিজযবাম সেন বিশারদ এই দলে ছিলেন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রেব অনুরোধে এই তীর্থযাত্রাব বিববণ লইয়া 'তীর্থমঙ্গল'[৯] বচনা কবেন। বচনা সম্পূর্ণ হয ১১৭৭ সালে (১৭৭০ অব্দে)। গঙ্গার দুই তীবের অনেক স্থানেব বর্ণনা থাকায তীর্থমঙ্গলেব কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তখনকাব দিনেব সামাজিক অবস্থার আভাসও কিছু কিছু পাওযা যায়। ('গজেন্দ্রমোক্ষণ'[১০] বচযিতা বিজযবাম-সেন ইনি হওযা সম্ভব।)

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ন্যায়-স্মৃতি-জ্যোতিষ-বৈদ্যক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ পাওযা যাইতেছে। প্রথম দিকে অনুবাদ পদ্যেই হইত, অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষার্ধ হইতে কিছু কিছু অনুবাদ—কড়চার ধবনে সংক্ষিপ্ত—গদ্যেও হইতে থাকে। এই গদ্য অনুবাদগুলি প্রায় সবই অজ্ঞাতনামা লেখকের। যেমন, 'যাত্রানির্ণয'[১১], 'ক্রিযাসিদ্ধি'[১২], 'জ্যোতিষবিদ্যা'[১৩], 'জ্যোতিষতত্ত্ব'[১৪] ইত্যাদি। জ্ঞাতনামা লেখকেব বচনাব মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেগুলি বলিতেছি। মহাদেব কৃত 'স্বরোদয়-ভাষা'[১৫] 'নরপতিজয়চর্য্যা'র অংশবিশেষেব অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণচরণের 'কপালচরিত্র'[১৬] ক্ষুদ্র হইলেও বিশিষ্ট। শেষের ভনিতায় শাহ শুজাব দৌর্ভাগ্যের ইঙ্গিত আছে।

কড়িব মুখ সভে চায় নিকডেব মুখ নাহি চায
ধনিনেব সভে করে পূজা
শ্রীকৃষ্ণচরণে কয় কপাল যদ্যপি নয়
তবে কেন পালাল শা-শুজা।

চিকিৎসাগ্রন্থেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে গিবিধৃতেব নিবন্ধ।[২১]

কামশাস্ত্র-বিষযক নিবন্ধগুলিব অধিকাংশেই বচযিতাব বা অনুবাদ-কর্তাব নাম নাই।[২২] একটিতে শুধু পাই—গোপাল দাস।[২৩]

কোন কোন নিবন্ধে, সাধাবণত ক্ষুদ্রাকাব, সমাজ ও সংসাব জীবনেব সাধাবণ অভিজ্ঞতাব নির্যাস পযাবে ধবা আছে। এগুলিব কিছু কিছু এখনকাব দিনেও চলিযা আসিযাছে "ডাকেব বচন" বা "ডাক পুরুষেব বচন" নামে। এই বকম একটি পুথিব নাম 'ডাকচরিত্র'।[২৪] ডাক মানে গুণীব্যক্তি , সাপেব রোঝাব মতো। একটু নমুনা তুলিযা দিই। "অথ গৃহিনি লক্ষণ"।

মিঠা বোলে সকযা কাটে — তাব গাবি কভু না টুটে।
বচন বলে অথি মধুব — [স্বামি]ব বচন না কবে দূব।
বড বংশে তাহাব জর্ম — লক্ষ্মী সন্তোষ দেখি তাব কর্ম।
আদে[২৫] বাড়ে কবে ব্যায — তাব দুঃখ কখন না হয
প্রতি কাজে স্বামিকে পুছে — তাব কাজ হাথে আছে।
রৌদ্রেব বেলা কুটায বান্দে — কাট খড ববিসাকে বান্দে
নিত্য সিনান চডক ধুতি — তাব ঘবে লক্ষ্মী স্থিতি।
বান্ধে বাড়ে না লাগে কালি — স্বামি ভুঞ্জায প্রিদিপ জালি।
[স্বামি]ব সেবা সাঁজ বাতি — বলে ডাক লক্ষ্মী স্থিতি।
অতিত[২৬] দেখিযা মবে লাজে — সসুব সাসুডিকে নিত্য পূজে।
[নানা ব্যঞ্জ]নে অতিত ভুঞ্জায — সভাব পাছু আপনি খায।
কাঁখে কলসি পানিকে জায — হেট মুণ্ড কবিযা কাব পানে [না চায]
জেন জায তেন আইসে — পানি থুইযা বন্ধনে বৈসে।
বলে ডাক এই সাব — এত লক্ষণ হয জাব॥

চাণক্য-শ্লোকেব অনুবাদও দুই একটি হইযাছিল। একটি অনুবাদ হইতেছে গৌবহবি দাসেব।[২৪] ইনি ঊনবিংশ শতাব্দীব প্রাবম্ভেব লোক হইতে পাবেন।

চাটিগাঁ-সিলেট অঞ্চলে কযেকটি সঙ্গীতনিবন্ধ সঙ্কলিত হইযাছিল 'বাগমালা', 'ধ্যানমালা' বা 'তালমালা' নামে।[২৫] এগুলি পদ-সংকলনও বটে।

ঊনবিংশ শতাব্দীব দ্বিতীয-তৃতীয দশকে, এমন কি তাহাব পবেও যখন বিদেশী শিক্ষাব বীতি এদেশে প্রবর্তিত হইযা গিযাছে এবং সেই অনুযাযী বই লেখা হইতেছে তখনও অনেক দিন ধবিযা পদ্যে পাঠ্যধবনেব ব্যবহাবিক বই লেখা হইত। এইবকম বইযেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে পালপাডা-নাবাসী "দ্বিজ" বামচন্দ্রেব 'জ্যোতিষ-সাবসংগ্রহ',[২৬] জযগোপাল তর্কালঙ্কাবেব 'শিক্ষাসাব'[২৭], বৈদ্যনাথ সার্বভৌমেব 'অশৌচপাঁচালী'[২৮], অভযাচবণ তর্কবাগীশেব 'ভূপালকদম্ব'[২৯], বাধামোহন সেনেব 'সঙ্গীততবঙ্গ'[৩০] ইত্যাদি।

এই ধবনেব নিবন্ধ হইতে সমসাময়িক কবিতাব কিঞ্চিৎ নিদর্শনরূপে "মহামহোপাধ্যায শ্রীশম্ভুবামভট্টাচার্য্যাত্মজ-তাদৃশ শ্রীসর্বেশ্বতর্কসিদ্ধান্তভট্টাচার্য্য তনয়-শ্রীমদ্রুদ্রাণীমাতৃক শ্রীবৈদ্যনামদেবশর্ম্ম-বিবচিত" অশৌচপাঁচালীব[৩০ক] প্রাবম্ভ কিছু অংশ (—যাহাতে বচযিতাব পবিচয আছে—) উদ্ধৃত কবিলাম।

কাঁকিলাডা গঙ্গাছাডা নহে বাডা দূব — তাহে ধাম কবিলাম ছাডিলাম পুর।
আধুনিক যে ভৌমিক[৩১] সে ব্যলিক[৩২] পবে, — পূর্ববৃত্ত রাজদত্ত নাহি তত্ত্ব কবে।

সেই বাড়ি নিল কাড়ি ধনকড়ি জোরে গেলো বাটী পরিপাটী নাহি আঁটি তারে।
তথা হইতে দক্ষিণেতে বোড়ালেতে আসি নবনাবায়ণ তাঁরা শুদ্ধধারা বাসি।
শুদ্ধ-অংশ ঘোষ-বংশ ক্ষোভ ধ্বংস করে নহে ঘাটী পরিপাটী দিলা বাটী মোরে।
সেই গ্রাম করি ধাম থাকিলাম পরে নাহি ধন হয় ঋণ পরিজন তরে।
নাহি ভাগ্য দিনযোগ্য উপভোগ্য নাই তেকারণে ভাবি মনে কোন স্থানে যাই।
কলিকাতা ধনমাতা লোকে খ্যাতা শুনি গিয়া তথা দেখি যথা তথা বৃথা গুণী।
ভাগ্যবন্ত নাহি অন্ত নাহি সন্ত পুণ্য দানপাত্র রাই মাত্র কিবা চিত্র অন্য
যতো ধীর কোম্পানীর চাকুরীর আশা তাহা দেখি ঊর্ধ্ব আঁখি নাহি মুখি[৩৩] ভাষা।
কোন শূদ্র আছে ভদ্র নহে ক্ষুদ্র অধি শূদ্র ধন নিতে দান বিড়ম্বন বিধি।
অনুপাস দেখি তায় কেহ কয় বাণী কোন স্মৃতি পাঁচালিতি[৩৩] করো পুতি শুনি।
লোকে জানে এ কারণে কালগুণে ভাষা আশা পূর্ণ হবে তূর্ণ যাবে শীর্ণ দশা।
সেই বাক্য আত্মপক্ষ উপলক্ষ করি বিপ্র বৈদ্যনাথ অদ্য ভাষা পদ্য ধরি[৩৪]

### ৩ ভক্তমাল ও অপর বৈষ্ণব-নিবন্ধ

আলোচ্য সময়ে হিন্দী ভক্তমাল অবলম্বনে লেখা দুইটি বাঙ্গালা নিবন্ধ পাইতেছি—লালদাস (নামান্তর "কৃষ্ণদাস"[৩৪]) কৃত ভক্তমাল'[৩৪] এবং জগন্নাথ দাস কৃত 'ভক্তচরিতামৃত'। মূল ভক্তমাল লিখিয়াছিলেন নাভাজী ব্রজভাষায় ১৪৪২ শকাব্দে (১৫৬০ অব্দে)। তাহার টীকা লিখিয়াছিলেন প্রিয়াদাস। এই মূল ও টীকা অবলম্বন করিয়া এবং অনেক নূতন ভক্তকাহিনী যোগ করিয়া লালদাস "গৌড় ভাষাচ্ছন্দে" সাতাশ "মালা" য় সুবৃহৎ 'ভক্তমাল'[৩৫] গাঁথিয়াছিলেন। লালদাস ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্যগোষ্ঠীর শিষ্য। বাঙ্গালা ভক্তমালে মহারাজা নন্দকুমারের এবং পুঁটিয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের উল্লেখ আছে। রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ। ভক্তমাল বাঙ্গালী বৈষ্ণবের সমাদৃত গ্রন্থ। এটি শুধু ভক্তজীবনী নয় তত্ত্বকথাও ইহাতে প্রচুর আছে। এয়োবিংশ মালাটিকে "রসপ্রকরণ" নামে স্বতন্ত্র নিবন্ধ বলিয়া নেওয়া যাইতে পারে। 'কৃষ্ণদাস" ভনিতায় কতকগুলি পদও ইহাতে আছে।

ভক্তমাল রচনার আগে লালদাস আর একখানি বই লিখিয়াছিলেন—'উপাসনাচন্দ্রামৃত।'[৩৬] এটি সাধন ও লীলাতত্ত্ব ঘটিত নিবন্ধ, দুই বিভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক বিভাগে আট "কলা"। উপাসনাচন্দ্রামৃতে লালদাসের এই গুরুপরম্পরা পাওয়া যাইতেছে;—শ্রীনিবাস আচার্য (পরমপরমেষ্ঠী গুরু) > গোবিন্দ চক্রবর্তী (পরমেষ্ঠী গুরু) > তস্য পত্নী গৌরাঙ্গবল্লভা (পরাৎপর গুরু) > তস্যা কনিষ্ঠ পুত্র কিশোরী ঠাকুরের পত্নী শ্রীমতিমঞ্জরী (পরম গুরু) > নয়নানন্দ চক্রবর্তী (গুরু)।

জগন্নাথ দাসের 'ভক্তচরিতামৃত'[৩৭] লেখা হইয়াছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। ভক্তচরিতামৃত চারখণ্ডে বত্রিশ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। ছন্দ আদ্যোপান্ত পয়ার। ইহাতে এমন অনেক নূতন কাহিনী আছে যাহা হিন্দী ভক্তমালে এবং লালদাসের গ্রন্থে নাই। ইহাতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে কাহিনী দুইটি পাই তাহা পুরাপুরি রূপকথার। বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যে সাজ-চড়ানো কথা আছে তাহা বলিতেছি।

বিদ্যাপতি নিশীথকালে রাজান্তঃপুরে গমন করিয়া থাকেন, রাজার এই সন্দেহ জন্মিলে পর

একদিন জিজ্ঞাসিলা শিবসিংহ-রায নিশিকালে আমার মহলে চৌর যায।
এ চোর ধরির কৈছে কহ মহাশয তোমা বিনা ইহা বিনির্ণয নাহি হয।
বিদ্যাপতি কহে রাজা কবি নিবেদন চোর ধরিবার এক আছয়ে কারণ।
লৌহকণ্টক গড়াইয়া করহ রোপণ প্রাচীরের চতুর্ভিতে রহিবে বেষ্টন।
চোর পলায়িতে সে কণ্টকে পড়িবে পায়ে কণ্টক বিঁন্ধ হৈয়া বন্ধ যে হইবে।
ভালো ভালো বলি রাজা যুক্তি স্থির কৈল বিদ্যাপতি আপনার শেল গড়াইল।
লছিমা-রাণীর সঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে রজনী প্রভাত হৈল প্রেমের তরঙ্গে।
অন্তঃপুরে গেলা রাজা চোর ধরিবারে বিদ্যাপতি লম্ফ দিয়া পড়িলা বাহিরে।
সেই লৌহকণ্টকেতে চরণ বিন্ধিল সেইকালে বিদ্যাপতি এক পদ কৈল।[৩৮]
এতেক কহিতে প্রাণ নির্গত হইল বিদ্যাপতি ঠাকুরের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল।
সেই শোকে লছিমা রাণী তেজিলা পরান দোঁহাকার প্রাপ্তি হৈল বৃন্দাবনধাম

চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে এই গল্প আছে

পূর্বদেশে আছে এক নানোর নামে গ্রাম পরম উদার তেঁহো চণ্ডীদাস নাম।
নবীন যৌবনাবস্থা বিদ্যা না হইল মূর্খপুত্র প্রতি পিতা শাসন করিল।
চণ্ডীদাসের পিতা মহাক্রোধান্বিত হৈঞা ভার্য্যা প্রতি আজ্ঞা দিল নিজ দিব্য দিঞা
আজ তুমি চণ্ডীদাসে অন্ন নাহি দিবে থালি ভরি ভস্ম লৈঞা আগেতে ধরিবে।

চণ্ডীদাস স্নান করিয়া ভোজনে বসিলে

তার মাতা অন্নব্যাঞ্জন স্থালী সাজাইঞা
এক পাশে ভস্ম দিলা পতি-আজ্ঞা লাগিঞা।

মায়ের মুখে সব কথা শুনিয়া চণ্ডীদাস না খাইয়া তখনি গৃহত্যাগ করিল।

গ্রামের বাহিরে এক আছে বাসুলীতলা নেত্রে জলধারা বহে তাহাঞি বসিলা।
চণ্ডীদাস গলে বজ্জু করিলা বন্ধন মনে হৈল এই স্থানে তেজিব জীবন।
বাসুলী আসিঞা কহে দুটি হাত ধরি কেনে ব্রহ্মহত্যা হবে কহ সত্য করি

চণ্ডীদাস নিজের দুঃখকাহিনী বলিলে বাসুলী প্রসন্ন হইয়া কহিলেন

মোর আশীর্ব্বাদে তুমি পণ্ডিত হইবে,
তোমার কবিত্ব মহীতলে বিখ্যাত হইবে।

দেবীকে প্রণাম করিয়া চণ্ডীদাস গ্রামের দিকে ফিরিল

গ্রামে প্রবেশিতে দেখেন তারা রজকিনী দ্বারে দাঁড়াইঞা আছে পরমকামিনী।
একেতে নবীনা তাহে সৌন্দর্য্যে সুন্দরী রূপ নিরখিতে প্রথম মন কৈলে চুরী
রাধাদরশনে কৃষ্ণের যৈছে দশা হৈল সেই ভাব চণ্ডীদাস বর্ণনা করিল[৩৯]
চণ্ডীদাসের রূপ দেখি তারা মুগ্ধ হৈল দোঁহরূপে দোঁহে মুগ্ধ মিলন হইল।
মহাকবি চণ্ডীদাস সভা জয় কৈল মাতা পিতা রাজা প্রজা সভার মান্য হৈল।

গঙ্গাগোবিন্দের সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অতিশয় বৈষ্ণবভক্ত ছিলেন। তিনি জাতিনির্বিশেষে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণেরা এই কারণে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না, শেষে নিমন্ত্রণকারী ব্রাহ্মণের নির্বন্ধাতিশয়ে রাজি হইলেন এই সর্তে যে গঙ্গাগোবিন্দকে তপ্তলৌহ চাটিয়া দেখাইতে হইবে যে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টগ্রহণের মাহাত্ম্য আছে। গঙ্গাগোবিন্দ তাহাই

করিয়াছিলেন।

বাহিরবন্দরের প্রতাপ মণ্ডলের কাহিনীতে আছে যে "প্রতাপ মণ্ডল কোন এক বৈষ্ণবের প্রার্থনায় তাঁহার যুবতী কন্যাকে বৈষ্ণবের নিকট প্রেরণ করেন। প্রতাপ মণ্ডল বাহিরবন্দরে এক জগন্নাথবিগ্রহ স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে রথযাত্রা মহোৎসব করিতেন। তিনি সশরীরে রথে চড়িয়া বৈকুণ্ঠ গিয়াছিলেন।"

বিষ্ণুপুরের রাজা কর্তৃক গোকুল মিত্রের নিকট মদনমোহনবিগ্রহ বন্ধক রাখার কাহিনীও ভক্তচরিতামৃতে স্থান পাইয়াছে।

'রঘুনাথলীলামৃত' গ্রন্থে সহজসাধক রঘুনাথ ভট্টাচার্যের ও তাঁহার সাধকবন্ধু শ্যামকিশোর ঘোষের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। শ্যামকিশোর (মৃত্যু ভাদ্র ১২৬০) কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—'সহজ-উজ্জ্বলচিন্তামণি', 'হরিভক্তিতরঙ্গিণী' এবং 'জয়দেবচরিত্র'। শ্যামকিশোরের সাধনসঙ্গিনী শ্রীমতী কয়েকটি আধ্যাত্মিক পদ রচনা করিয়াছিলেন। রঘুনাথলীলামৃতে এইরূপ পদ কয়েকটি উদ্ধৃত হইয়াছে।[৪০] কোচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যকালে (১৭৮৩-১৮৩৯) বিবিধ গ্রন্থ রচনার ও অনুবাদের কথা পূর্বে বলিয়াছি।[৪১] এইরূপ অনূদিত পৌরাণিক নিবন্ধের মধ্যে এই দুইটির নামও উল্লেখযোগ্য—কাশীশ্বর কৃত 'ব্রহ্মোত্তরখণ্ড' (১৬৯৫ শকাব্দ = ১৮৩৭-৩৮), এবং রামনন্দন কৃত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' (১২৪২ সাল)। মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজ্যকালে (১৮৩৯-৪৭) "দ্বিজ" বৈদ্যনাথ শিবপুরাণের অনুবাদ করিয়াছিলেন।[৪২]

"দ্বিজ" রামকুমার কৃত ভাগবতের পদ্যানুবাদ সমাপ্ত হয় ১৭৫৩ শকাব্দে ১২৩৮ সালে (১৮৩১ অব্দে)।[৪৩] স্বরূপচন্দ্র গোস্বামী রামকুমারকে ভাগবত ব্যাখ্যা শুনাইয়া পয়ার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। রামকুমারের আত্মপরিচয়

রাধাকান্তপুরে বাস মাতামহাশ্রয়
শিবপুর মধ্যে হয় পিতার আলয়।
শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণহরি মাতামহ নাম
অবসথি গঙ্গানন্দ চাটুতি সন্তান।

কৃষ্ণলীলার বর্ণনায় দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড-বিদেশিনী-মান প্রভৃতি অপৌরাণিক কাহিনীও ইহাতে আছে। দানলীলার বর্ণনা অনেকটা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো।

এই সময়ে বিবিধ পুরাণ হইতে কৃষ্ণলীলার আখ্যায়িকা লইয়া ছোটখাটো কাব্য অনেকগুলি রচিত এবং বটতলায় ছাপা হইয়াছিল। "দ্বিজ" পীতাম্বর কৃত বাসপঞ্চাধ্যায়ের অনুবাদ[৪৪] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের রচনা হইতে পারে। ইনিই ক্রিয়াযোগসার পঞ্চম অধ্যায়ের[৪৫] রচয়িতা পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় বলিয়া মনে হয়। এই কাব্যে কেবল মাধব-সুলোচনার কাহিনীটি আছে। রাসপঞ্চাধ্যায়ে লেখকের এইটুকুমাত্র পরিচয় পাই,—"দ্বিজ পীতাম্বর গঙ্গাবংশসমুদ্ভব।" ক্রিয়াযোগসার লেখা হইয়াছিল উণ্ডরপাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের অনুরোধে।

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সনাতন চক্রবর্তী কৃত অনুবাদ মূলের সহিত লালচাঁদ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। এই অনুবাদের সমালোচনায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছিলেন, "এই পুস্তকের সমস্ত মুদ্রিতাবস্থায় দেখিতে আমাদিগের বিশেষ বাসনা আছে। যেহেতু

সংস্কৃত মূলের অর্থ বাঙ্গালী পদ্য ইহাতে অতি সুচারুরূপে রক্ষা পাইয়াছে ; বোধ হয় শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গালী পদ্য গ্রন্থে তদ্রূপ হয় নাই।"[৪৬] রামমোহন রায়ের গীতার অনুবাদের উল্লেখ এইখানেই পাইতেছি। এই অনুবাদ সম্ভবত বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ছাপা হইয়াছিল। (১৭৪১ শকাব্দ ১২২৬ সাল = ১৮১৯-২০ অব্দ)। বৈকুণ্ঠনাথ রামমোহন রায়ের আত্মীয়সভার সম্পাদক ছিলেন। ইনি রামমোহনকে অনুবাদ কার্যে সহায়তা করিয়া থাকিবেন। গ্রন্থমধ্যে বৈকুণ্ঠনাথের পরিচয় এইটুকু আছে—"ভাগীরথী তীরে বেলগড়্যা গ্রামে স্থিত।" উপেন্দ্রনাথ মিত্রের ভাগবত-অনুবাদের[৪৭] শেষ অংশ পরাণচন্দ্র দাসের রচনা বলিয়া মনে হয়।

অল্প কিছু দিন আগে একখানি কৃষ্ণলীলা নিবন্ধের খণ্ডিত পুথি[৪৮] দেখিতে পাইয়াছি। বইটি ভাগবতের অনুবাদ নয়, অনুসরণ। নাম 'কৃষ্ণলীলামৃত'। রচয়িতার নাম নরহরি দাস। ইঁহার গুরুর নাম জগদানন্দ।

প্রভু জগদানন্দ-চরণ আশ্রিত
দাস নরহরি কহে কৃষ্ণলীলামৃত।

গ্রন্থরচনায় লিপিকবরূপে যিনি সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহার নাম উৎসবানন্দ

শ্রীযুত উচ্ছবানন্দ দ্বিজকুলোদ্ভব
উদাবচবিত্র কিন্তু অন্তর বৈষ্ণব।
বসিযা লেখেন গ্রন্থ মোরে কৃপা করি
অতএব তাঁহাব চরণে নমস্কবি।
প্রভু শ্যামবায়[৪৯] মোর প্রভু শ্যামবায
দুর্মতি দুর্জনে না ঠেলিহ রাঙ্গা পায।

মাধবাচার্যের কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের ও গানের প্রশংসা আছে

শ্লোকব্যাখ্যা কৈল কত গ্রন্থকাবগণ
শ্রীযুত মাধবাচার্য করিলা বর্ণন।
সুমধুব কবিযে শ্রবণে ভক্ত সুখী
বৈষ্ণববন্দনায় যাহাব নাম লেখি।
শ্রীযুত মাধবাচার্য্য যশ নিবমল
বর্ণন কবিলা যেই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

কৃষ্ণদাস "কবিরাজের" উল্লেখ আছে।

কৃষ্ণলীলা বিষয়ক অপব নিবন্ধ,—জয়রামের 'উদ্ধবসংবাদ'[৫০], কবি রতনের 'পূর্ণানন্দগীতা'[৫১], জয়গোপাল তর্কালঙ্কারেব 'বিল্বমঙ্গল কৃত কৃষ্ণবিষয়ক শ্লোক'[৫২], মাধবচন্দ্র শর্মার 'বিষ্ণুপুবাণ'[৫৩], উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়েব 'দণ্ডীপর্ব, ("বৃহৎকূর্মপুবাণান্তর্গত")[৫৪], শিশুরাম দাসের 'প্রভাসখণ্ড'[৫৫], নাবায়ণ চট্টরাজ গুণনিধিব 'কৃষ্ণলীলারসোদয়'[৫৬], বিশ্বনাথ তর্কালঙ্কারের 'কৃষ্ণকেলিকল্পলতা'[৫৭], ঈশানচন্দ্র দে-র 'কৃষ্ণলীলা কাব্য'[৫৮], কুশদেব পালেব 'হরিবিলাসসার'[৫৯], গোপালচন্দ্র বসুর 'রাধাকালী' [৬০], দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'মুক্তালতাবলী'[৬১], জয়গোবিন্দ রায়চৌধুরীর 'ভাগবতামৃত'[৬২], জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্বারকাবিলাস'[৬৩], জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের 'রাধাকৃষ্ণবিলাস'[৬৪], কৃষ্ণদাসের 'দূতীসংবাদ'[৬৫], লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের 'ধ্রুবচরিত্র'[৬৬],

বনোয়ারীলাল রায়ের 'দ্বারকাকেলীকৌমুদী'[৬৭], পীতাম্বর সেনের 'উষাহরণ'[৬৮], ঈশ্বরচন্দ্র সরকারের 'প্রভাসখণ্ড'[৬৯], মহেশচন্দ্র পালের 'অক্রূরসংবাদ'[৭০], ইত্যাদি ॥

## ৪ কৌতুকবিলাস

জীবনী বইয়ের মলাটে গল্পের বই পুরিয়া দেওযা হইয়াছে শ্যামাববণ দেবশর্মার 'কৌতুকবিলাস' গ্রন্থে (বচনাকাল অজ্ঞাত ; কলিকাতা হিন্দুপ্রেস ১২৭৭)। উপক্রমণিকা চণ্ডীমঙ্গলের মতো। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বায স্বর্গভ্রষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাব জন্ম নীলাম্ববের মতো। বিবাহসভায় তাঁহার রূপলাবণ্যে সমবেত তাবৎ নাবী নিদারুণ পতিনিন্দা করিয়াছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৌতুকপ্রিয় ও বদান্য ছিলেন। তাঁহাকে উপলক্ষ্য কবিযা কতকগুলি সরস গল্প সঙ্কলনই গ্রন্থরচনার বিশেষ উদ্দেশ্য। মনে হয় লেখক কৃষ্ণচন্দ্রেব কোন আত্মীয়েব সন্তান ছিলেন।

গ্রন্থকার ছিলেন ফুলেব মুখটী মুখ্য স্বভাবকুলীন বামনাবাযণেব পৌত্র অথবা দৌহিত্র ("অঙ্গজাঙ্গজ", মনে হয় দৌহিত্র, নতুবা পিতাব নাম উল্লেখ থাকিত)। পানিআডা গ্রামনিবাসী বনমালী চাটুতির আদেশে শ্যামাচবণ কৌতুকবিলাস রচনা কবিযাছিলেন। লেখকের কৈফিয়ৎ,

শুনিয়া তাহাব বাণী যথার্থ যে যে কাহিনী সত্যরূপ কবিতে বচন
বাহুল্য অনেক আছে মিথ্যা দোষ হয পাছে বচিবাবে নাবি তেকাবণ
সাগর সমান গুণ কৃষ্ণচন্দ্র-উপাখ্যান তাতে কে হইতে পা'বে পাব
রজকবমণী সঙ্গ সেই তো বিষম বঙ্গ নবাবেব ছলনা প্রভৃতি
বিশু খাঁব ব্যবহাব নানামত কাব্য আব নাবিলাম লিখিতে সম্প্রতি।
পুনরুক্তি দোষ হয সে কথা সম্ভব নয মিথ্যাবোধ কেহ যদি কবে
যদি জান কোন জন বুঝিবেক মনে মন গ্রন্থ শেষ কৈল অতঃপবে।

সে কালের সবস গল্প কাহিনীব কয়েকটি ভালো নমুনা বইটিতে (পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০১) আছে ॥

## ৫ "রাজা" জয়নারায়ণ ঘোষাল, "দ্বিজ" রামচন্দ্র ও নন্দকুমার কবিরত্ন প্রভৃতি

বাঙ্গালা অক্ষরে সাহিত্যগ্রন্থ প্রথমে ছাপা হইল শ্রীবামপুব মিশন প্রেসে,—কৃত্তিবাসেব রামায়ণ সম্পূর্ণ, আর কাশীরামের মহাভারত প্রথম চার পর্ব। ছাপিবাব উদ্দেশ্য ছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠ্য কবা। দেশীয় প্রকাশক কর্তৃক প্রথম যে সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা বৈষ্ণবজীবনী, 'নরোত্তম বিলাস', পুথির আকারে ছাপা (১৮১৫) এবং আবাঁধা। অল্পকাল পবে ঠিক এমনি ছাঁদেই 'জগদীশচরিত্রবিজয়' ছাপা হইয়াছিল। বিলাতি বইয়ের মতো ছাপা ও বাঁধাই প্রথম বই হইল গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রকাশিত সচিত্র 'অন্নদামঙ্গল' (১৮১৬)।

ছাপার উদ্দেশ্যে লেখা এবং রচনার অল্পকাল মধ্যে ছাপা পদ্যে লেখা মৌলিক সাহিত্যগ্রন্থ দুইটি পাইতেছি ১৮২০ সালের দিকে। একটি অতিবৃহৎ কৃষ্ণলীলানিবন্ধ, 'শ্রীকরুণানিধানবিলাস', অপরটি অবৃহৎ দেবীনিবন্ধ-লীলা 'গৌরীবিলাস'।

করুণানিধানবিলাস ভূকৈলাসের (পরে বারাণসীবাসী) রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের

উদ্যোগে লেখা হইয়াছিল। ইনি আগে স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত 'কাশীখণ্ড' অনুবাদ করাইয়াছিলেন।[৭১] জয়নারায়ণের করুণানিধানবিলাসের রচনাকাল ১২২০-১২২১ সাল (১৮১৩-২৪)। ছাপা হয অবিলম্বে পরে, ফোলিও আকারে।[৭২]

বইটি বৃহৎ এবং লীলা-কাহিনী বিচিত্র। স্থানীয় উৎসব প্রভৃতি সবই কৃষ্ণলীলার অন্তর্ভুক্ত কবা হইয়াছে। বিষয় সূচি এখানে দেওযা গেল—গৌরচন্দ্রিকা ; "পীঠবন্দনা" অর্থাৎ কৃষ্ণরূপবর্ণনা[৭৩], ভাগবৎপ্রার্থনা ও স্তব, গুরুস্তব, কৃষ্ণলীলার মঙ্গলাচরণ , মহাদেব, ব্রহ্মা, ভগবতী, ভানু, ধর্ম, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও জগৎ বন্দনা , শ্রীকৃষ্ণাবতারের সূচনা, গোলোকের বর্ণনা, দেবকী ও কংসের জন্মবিবরণ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা, নন্দালয়বক্ষা, কংসপীড়ন ও বসুদেবপ্রসাদন, নন্দোৎসব, শ্রীকৃষ্ণেব শৈশবলীলা, পূতনাবধ, বকাসুববধ, গাভীবৎসপ্রদর্শন, শকটভঞ্জন, একইশা পূজা, তৃণাবর্ত্তবধ, নামকরণ, নিত্য, ঘুটুনু খেলা, সাতাশ নক্ষত্র পূজা, গোপীগণের গর্ভা গীত, শ্রীধর ব্রাহ্মণ দমন, অন্নপ্রাশন, ব্রহ্মখেদ, চন্দ্রদর্শন, মহাদেবাগমন, ঋষিগণেব শ্রীকৃষ্ণদর্শন, কণ্বমুনির আগমন, মৃত্তিকাভক্ষণ, কর্ণবেধ, দ্বিতীয় বৎসরের জন্মতিথিপূজা, রামকাহিনী কহিয়া নিদ্রা আনযন ও নিদ্রাঘোবে সীতাবিবহ, শালগ্রাম-গ্রাস, স্নান, ভোজন, গোয়ালাসঙ্গে আঁখমুদুলি খেলা, গেঁদ খেলা, হাউ লীলা, ফলহাবী লীলা, মোতিক্রয় লীলা, গোপগণের গোকুল ত্যাগ ও বৃন্দাবনে বাস, বাধাকৃষ্ণের ক্রীড়াচ্ছলে বিবাহ, রাধাকৃষ্ণেব বিলাস, কৃষ্ণকালী (আয়ান-জটিলা-কুটিলা ব্যতিরেকে), সাঁজিলীলা, বার মাসে তেব পার্বণ লীলা, ভ্রাতৃদ্বিতীযা লীলা, দশ অবতার লীলা, কোজাগবী লীলা, মনসাপূজা লীলা, গণেশপূজা লীলা, দুর্গোৎসব লীলা, কালীপূজা লীলা, কার্ত্তিক পূজা লীলা, চড়কপূজা লীলা ইত্যাদি। তাহাব পর অতি অল্প কথায় শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকা লীলার বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত।

এই সূচি হইতে দেখা যাইবে যে কৃষ্ণলীলাব বর্ণনায গ্রন্থটিতে অনেক কিছু নূতন প্রসঙ্গ আছে। কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গে সঙ্কলয়িতারা তখনকাব বাঙ্গালী (ও অবাঙ্গালী) সমাজের উৎসব-আমোদের যথাসম্ভব খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রবাসী ও অপ্রবাসী বাঙ্গালীব সামাজিক ইতিহাস রচনাব মূল্যবান্ উপকরণ বইটিতে সঙ্কৃত আছে।

কৃষ্ণ গোপীদের নিকট যে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন তাহাতে ভূগোল জ্যোতিষ ইত্যাদির প্রসঙ্গ কৌতুকাবহ ঠেকিবে। ভবিষ্যৎ ধর্মপ্রচারকদিগের মধ্যে লামা, গুরু নানক, রামশরণ পাল (কর্তাভজা গুরু), এবং যীশু খ্রীস্ট উল্লিখিত আছেন। খ্রীস্ট ধর্মের প্রতি অনুবাগ লক্ষণীয়।

চারিভাগ পৃথিবীর গণনা করিবে
দক্ষিণেতে এফরিকা-সকলে জানিবে
পৃষ্ঠদেশে এমেরিকা ধরা গোলাকার
মধ্যেতে থাকিবে ভানু চাঁদ বেড়া তায়
ষষ্টি দণ্ড দিবানিশি এই ছোট দিন
করিতে জীবের ত্রাণ কিছুকাল পরে
উত্তরেতে লামা গুরু নানক পশ্চিমে
পুত্ররূপী অবতার হইবে পশ্চিমে
ভিন দেশী ভিন পন্থ করিয়া মিলন
পশ্চিমে বিলাত আখ্যা [তখন লভিবে]।
পূর্বদিকে হিন্দুদেশ এসিয়া বলিবে।
আকাশে ঘুরিবে সদা তারা সহকার।
উদয়-অস্তের গুণে দিবানিশি কয়।
বাড়িবে দেশের গুণে ছয় মাস দিন।
সত্যনাম অবনীতে আসিবে সত্বরে।...
রামশরণ নামে এক হবে পূর্বধামে।
ইষু ক্রাইস্ট নাম তাব রাখিবেক জনে।
ইষুকে সকলে তারা করিবে প্রধান।

এই কালে মম নাম হইবে ঘোষণা ইষু বিনা গতি নাই হইবে মন্ত্রণা ।··

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব—অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও—বাঙ্গালা কাব্যে এই প্রথম দেখা গেল। করুণানিধানবিলাস-রচনার ইতিহাস উপলক্ষ্যে জয়নারায়ণেব আত্মকথা কিছু আছে।

প্রথম বয়স মম বিষয়েতে গেল মধ্য বয়স শেষ বোগেতে ভোগিল।
পঞ্চাশ বিগত পরে জরায় ঘেরিল মরণেব ভয় আসি অন্তবে পশিল।
চিন্তামণি কোথা পাব এই আশা কবি কাশীমধ্যে দেবালয়ে কিছুকাল ফিবি।
কৃষ্ণরূপ মনে কিছু আদর করিল ইতিমধ্যে কৃষ্ণলীলা নকল[৭৪] দেখিল।
অমৃত রায়ের দ্বারা[৭৫] তাহা প্রকাশিল অন্নিরত সেই লীলা নয়নে হেবিল।
দেখিতে দেখিতে লীলা হইল উদয সেইমত বচিবাবে হইল নিশ্চয।
বাঙ্গালী ভাষাতে লীলা করিতে বচন বঘুনাথ ভট্ট আসি মিলিল সুজন
সংস্কৃত পরাকৃত নিজ শক্তিমত আবম্ভ কবিল দোঁহে হযে একচিত।
দ্বারশত বিশ সাল মাস অগ্রহায়ণ বচিতে কৃষ্ণেব লীলা কৈলা আযোজন।
স্বপনেতে দেখি যাহা লিখি সেই মত সেই ভাষা তবজমা[৭৬] করেন পণ্ডিত।

কাশীতে জয়নারায়ণ অনেক জনহিতকর কীর্তি বাখিযা গিয়াছেন। হিন্দী সাহিত্যেব পুষ্টিসাধনেও ইঁহার প্রচেষ্টা অকিঞ্চিৎকব নয়। জযনাবায়ণেব নিজের উক্তিতেই পাই যে তিনি ব্রজভাষায় কৃষ্ণলীলা রচনা করিযাছিলেন অথবা কবাইয়াছিলেন এবং মহাভাবতেব হিন্দী অনুবাদে কাশীর রাজা উদিতনারাযণেব সহায়তা কবিয়াছিলেন।

কিছুকাল মৃজাপুবে কবিয়া যাপন কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবেব সেবিল চবণ।
ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধ করি গান ব্রজেব ভাষাতে তাহা কবিল বচন।
শ্রীমহাভারত ভাষা কাশীরাজে কৈল পঞ্চম বৎসবে তাহা পূবণ কবিল।
সদস্য তাহাতে আমি নিযুক্ত রহিল বাঙ্গালাতে কাশীদাসী সংক্ষেপ কবিল।
স্বর্গ-আরোহণ পর্ব ধর্মের শাসন[৭৭] শুনি স্তব্ধ মন দুখী জযনাবাযণ।
শ্রীউদিতনারায়ণ বারাণসীপতি ব্রজের ভাষাতে সাঙ্গ কবিলেন পুথি।

জয়নারায়ণের বেশ দূরদর্শিতা, যাহাকে ইংরেজীতে বলে advanced ideas, তাহা ছিল। তাহার বিশেষ প্রমাণ পাই একটি ব্যাপারে। জয়নারাযণ ও তাঁহাব পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ১২০১ সালের (১৭৯৪) ১৫ আষাঢ় তারিখে গভর্নর জেনাবেলের কাছে, কলিকাতা শহরের দুঃস্থ-দুর্গতদের প্রতিপালনের জন্য Industrial Home করিতে দফাওয়ারি প্রস্তাব দিয়া, এক দরখাস্ত পাঠাইয়াছিলেন।[৭৮] তাঁহারা মুহুরি নিযুক্ত কবিযা এক বছরের হিসাব করিয়া কলিকাতায় ৪৬৪ জন অনাথ-অক্ষম লোক পাইযাছিলেন। প্রধান প্রধান প্রস্তাব ছিল এই,

প্রথম। কলিকাতা শহরেব একস্থান নির্দিষ্ট কবিতে হয যাহাতে ঐ ৫০০ পাঁচ শত লোকেব বাসকরণের বাটী হইবেক ও এক পুষ্করিণী জলের জন্যে কাটাইতে হইবেক আন্দাজ দুই শত বিঘা জমি হইলে বাটী ও পুষ্কবিণী ও বাগিচা ভাল উপযুক্ত হইবেক।

দ্বিতীয়। এই অনাথমণ্ডপের ঐ সকল অনাথার রক্ষার কারণ এক কমিটি ছয়জন কলিকাতার বাসস্থ হিন্দুধর্মভীতু বড় মনুষ্য ও একজন শ্রীযুত বডসাহেব এই কয়েকব্যক্তি নিরোপিত হয়।···

তৃতীয়। ঐ সকল গরীবদিগের মধ্যে যাহারা আরাম পাইয়া আপন আপন শ্রম করিয়া গুজরান করিতে সমর্থ হইবেক তাহারা ইণ্ডষ্টরি বাটি ও অনাথ মণ্ডপ হইতে গিয়া অন্যস্তবে তাহাদিগের আপন আপন ব্যবসার চেষ্টা করিবেক অক্ষম লোক ব্যতিরেক ঐ স্থানে থাকিতে পারিবেক না।

চতুর্থ। ইশুষ্টবি বাটিতে থাকিযা যাহাব যে সাধ্যানুযাযী কর্ম কবিতে পারিবেক তাহার তদনুরূপ কার্য দেওযা যাইতে হইবেক তাহাতে যে উপস্বত্ব হইবেক তাহা গবীবলোকেব ভবণপোষণার্থে বাটিব খবচাপত্র হইবেক।

পঞ্চম। তাহাবা যে যেমন জাতি তাহাব তদনুরূপ লোক ব্রাহ্মণ মৌলবি নিযুক্ত কবিতে হইবেক

অষ্টম। কলিকাতা সহবেব পলিস অফিস হইতে সহব কোতযালকে আজ্ঞা কবিবেন যে যখন যে আমাদেব জিকিবমত গবিব কাঙ্গালি লোক দেখিবেক তখনি সে সকল লোককে ইশুষ্টবি বাটিতে পৌঁছাইযা দেয।

"দ্বিজ" বামচন্দ্রেব গৌবীবিলাসেব নামান্তব 'দুর্গামঙ্গল' ও 'হবপার্বতীমঙ্গল'।[৭৯] বামচন্দ্রেব পুবা নাম বামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উপাধি তর্কালঙ্কাব কবিকেশবী ইত্যাদি। নিবাস হবিনাভি। গৌবীবিলাসেব বচনাসমাপ্তি ১৭৪১ "শশী ঋষি বেদ শশী" শকাব্দে (১৮১৯-২০)। তখন বামচন্দ্রেব এক পুত্র, আনন্দনাথ, তিন ভ্রাতুষ্পুত্র ও দুই সহোদব জীবিত। প্রাচীন কবিদেব অনুসবণ কবিযা বামচন্দ্র গ্রন্থবচনাব হেতুনির্দেশ কবিযাছেন দেবতাব স্বপ্নাদেশ।

বডা[৮০] গ্রামে বন্দিলাম ভুবন ঈশ্ববী যাহাব কৃপাতে গীত বিবচন কবি।
আশ্বিনেব শুক্ল পক্ষে মহাষ্টমী কবি লক্ষ্য
দেখা দিলা আসিযা স্বপনে
কোটি চন্দ্র পবকাশি ঈষৎ ঈষৎ হাসি
আদেশিলে মধুব বচনে।
না পাইযা সাবকাশ না বচিলা ইতিহাস
সাবকাশ পাইবা উচিত
'অদ্যাবধি জ্বব হবে পঞ্চমাসাবধি ববে
ইহাব ভিতব বচ গীত।
দেবী হৈলা অন্তর্হিত প্রভাতে উঠিযা ভীত
থব থব কাঁপে কলেবব
যাই ত পূজাব স্থানে মোহ হৈল সেইখানে
তদবধি হেল মোব জ্বব।
সেই অবকাশ মধ্যে বচিত কবিতা পদ্যে
গৌবীগুণ হইল প্রকাশ
দেবীবাকো কবি নিষ্ঠা প্রকৃতিখণ্ডেব দৃষ্টা
তাঁহাব আদেশ ইতিহাস।

বামচন্দ্রেব দেবীমঙ্গল-নিবন্ধে এই যে চাবিটি প্রধান পালা আছে সেগুলিকে স্বতন্ত্র কাব্য বলিলে দোষ হয় না, এবং এগুলি স্বতন্ত্রভাবে ছাপাও হইয়াছিল,—(১) গৌরীবিলাস[৮১], (২) কঙ্কালীব অভিশাপ[৮২], (৩) হরপার্বতীমঙ্গল[৮৩] এবং (৪) নলদময়ন্তী-উপাখ্যান।[৮৪] গৌরীবিলাসে আছে শিবপার্বতী-কাহিনী এবং তারকাসুরবধ-উপাখ্যান। বর্ণনায় কুমারসম্ভবের অনুসরণ আছে। কঙ্কালীর অভিশাপে বেদবতীর কাহিনী উপলক্ষ্যে বল্লালসেন-বেণরাজা ঘটিত গল্প (সেই সঙ্গে কুলীন-মৌলিক ব্যবস্থা) পাই। হরপার্বতীমঙ্গলে

শিবসতী-কাহিনী এবং শিবপূজা ও শিবচতুর্দশী ইত্যাদি শিবমহিমাঘটিত বিবিধ আখ্যান আছে।[৮৫] নলদময়ন্তী-উপাখ্যান দুর্গামঙ্গলে নবমীর পালারূপে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।[৮৬] গৌরীবিলাস সপ্তমীর, আর কঙ্কালীর অভিশাপ অষ্টমীর পালা।

রামচন্দ্রের অপর রচনা হইল 'মাধবমালতী'[৮৭], 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' (বা 'অক্রূরসংবাদ')[৮৮], 'চন্দ্রবংশোদয়' (বা 'চন্দ্রবংশ')[৮৯], 'কর্মবিপাক'[৯০] ও 'আনন্দলহরী'।[৯১] মাধবমালতী লেখা হইয়াছিল রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের অনুরোধে। রামচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল 'কমলাশক্তিপ্রকাশ' নামে একটি বড় লক্ষ্মীমঙ্গল বাহির করিবেন। মাধবমালতী এই সঙ্কল্পিত গ্রন্থের প্রথম অংশ। লেখকের উক্তি হইতে মনে হয় যে অর্থাভাবেই রচনাটি খণ্ডভাবে ছাপা হইয়াছিল।

সংক্ষেপে কহিলাম ইতি বিস্তারিব এই রীতি
চন্দ্রমালার কহি উপাখ্যান
আছয়ে অর্থের ক্লেশ পশ্চাতে ছাপিব শেষ
চন্দ্রে কহে কর অবধান।[৯২]

একটি প্রচলিত রূপকথা অবলম্বনে মাধবমালতীর উপাখ্যান পরিকল্পিত। ইহার পূর্বে একাধিক মুসলমান কবি এই কাহিনী অবলম্বন করিয়াছিলেন।

কাহিনীটি সংক্ষেপে বলি। জয়ন্তনগরের রাজা জয়পালের দুই পুত্র, মাধব ও যাদব। রানীর ইচ্ছা হইল

ছোটখাট এক কন্যা সুন্দরী দেখিয়া
ঘরে নিয়া রাখি মাধবের বিয়া দিয়া।

তদনুসারে বিজয়নগর-নিবাসী পুরন্দরের কন্যা মালতীর সহিত মাধবের বিবাহ হইল। কিছু কাল পরে রানী মারা গেলে রাজা প্রধান-দাসী যশীর নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া এক গরীব কুলীনের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিল। তাহার পর রাজা গেল তীর্থ করিতে। এই অবসরে কোটালপুত্র কানুলালের সহিত নূতন রানীর গোপনপ্রণয় জমিয়া উঠিল। মাধব-যাদব কানাঘুষা শুনিয়া রানীকে ভর্ৎসনা করিল। রাজা ঘরে ফিরিলে রানী সপত্নীপুত্রদের নামে অনুযোগ করিল। রাজা তাহাদের হত্যার আদেশ দিলে যশীর উদ্যোগে মালতীকে লইয়া দুই ভাই বনে পলাইল। মালতী পূর্ণগর্ভা ছিল। সে বনে সন্তান প্রসব করিল। যাদবকে মালতীর কাছে রাখিয়া মাধব জিনিসপত্র কিনিতে লোকালয়ের দিকে গেল। গ্রামে ঢুকিতে না ঢুকিতে রাজার পাটহাতী তাহাকে তুলিয়া লইয়া গিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিল। দাদার ফিরিতে দেরি হইতেছে দেখিয়া যাদব খোঁজে গিয়া অসতী মালিনী মল্লিকার পাল্লায় পড়িয়া গেল। সে যাদবের মাথায় ঔষধ গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে বুদ্ধিভ্রষ্ট দাস করিয়া রাখিল। এই অবসরে অচেতন মালতীর ক্রোড হইতে নবজাত শিশুকে এক ধাই চুরি করিয়া লইয়া গিয়া রামদত্তের মৃতবৎসা পত্নীর প্রসবশয্যায় শোয়াইয়া রাখিল। শিশু রামদত্তের পুত্ররূপে পরিবর্ধিত হইতে লাগিল। তাহার নাম হইল সুকরাজ। মালতী জাগিয়া দেখিল তাহার কোলের কাছে এক কুৎসিত শিশুর মৃতদেহ। তাহাকে নিজের সন্তান মনে করিয়া মালতী সকরুণ বিলাপ করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া সানুকম্প হইয়া লক্ষ্মী ও নারায়ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদম্পতীর বেশে আসিয়া সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন যে বারো বছর পরে তাহার দুঃখ ঘুচিবে। তাহার পর তাহাকে এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাড়িতে রাখিয়া বলিয়া দিলেন,

এক কর্ম কব এই বাবি[৯৩] ধব পূজা কব প্রতিদিন
বিশেষত আব পুজো শুকবাব না পাবে দুঃখেব চিন।

মালতীকে পাইযা সুধর্মা ব্রাহ্মণেব গৃহে লক্ষ্মীশ্রী দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সুকবাজ বড় হইযা একদিন ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে মালতীকে দেখিযা মুগ্ধ হইল এবং নিশীথে সুধর্মাব গৃহেব দিকে চলিল। পথে এক গাছেব উপব বেঙ্গমা-বেঙ্গমীব কথোপকথনে সে নিজেব সব বৃত্তান্ত জানিতে পাবিল। পবদিন সে বাজাব কাছে গিযা সব কথা বলিল। বাজা যাদব ও মল্লিকাকে বাজসভায আনাইল। মল্লিকা যাদবকে সুস্থ কবিযা দিলে পব তাহাকে শাস্তি দিযা বাজ্যেব বাহিবে তাড়াইযা দেওযা হইল। তাহাব পব তিনজনে সুধর্মাব গৃহে গিযা মালতীব সহিত মিলিত হইল। মালতীব কথায লক্ষ্মীনাবাযণেব পূজা কবিযা বামদত্তেব স্ত্রী পুত্রবতী হইল। বাজপ্রাসাদে অধিষ্ঠিত হইযা মালতী লক্ষ্মীব ব্রত উদযাপন কবিল। কিছুকাল পবে চাবজনে দেশে ফিবিল। ইতিমধ্যে জযপালেব চক্ষু ফুটিযাছে। সে বানী ও কোটালকে শূলে দিযা পুত্র-পুত্রবধূব জন্য অনুতাপ কবিতেছে। অকস্মাৎ মাধবদেব আগমন হইল। তাহাব পব মাধবকে বাজ্য দিযা বৃদ্ধ বাজা কাশীবাসী হইলে মাধব পৈতৃক বাজ্যভাব যাদবকে দিযা নিজেব বাজ্যে ফিবিযা গেল।

যযাতি-শর্মিষ্ঠা উপাখ্যান চন্দ্রবংশ এব বিষয। কর্মবিপাক হইতেছে শাতাতপেব মূল গ্রন্থেব গদ্য অনুবাদ। ইহা এই বামচন্দ্রেব বচনা নাও হইতে পাবে। আনন্দলহবীব পযাব অনুবাদ হইযাছিল ১৭৪৫ শকাব্দে (১৭২৩ ২৪)।[১৪]

'দ্বিজ (অথবা "কবিবাজ") কালিদাস (কালীপ্রসাদ অথবা গুপ্ত "কালীদাস") বচিত 'কালীবিলাস'এ[৫] দুর্গাসপ্তশতীব কাহিনী ও সতী পার্বতী কাহিনী আছে। নন্দকুমাব কবিবত্নেব কালীকৈবল্যদাযিনী একটি বৃহৎ ও অভিনব দেবীমাহাত্ম্য-নিবন্ধ। বিষয হইল বাবণেব বাসন্তীপূজা দুর্গাসপ্তশতী কাহিনী, বামেব শাবদীযা পূজা ইত্যাদি। বচনাসমাপ্তিকাল ১২৩৮ সাল (১৮৩১)।

নন্দকুমাবেব অপব পদ্য বচনা শুকবিলাস।[১৭] ইহা শুকসপ্ততি (অথবা তুতিনামা) অবলম্বনে লেখা। বচনাসমাপ্তিব তাবিখ ৭ই কার্ত্তিক ১২৫১ সাল (১৮৪৪)। কলিকাতা জোড়াসাঁকো নিবাসী চুনিলাল দাসেব অনুবোধে শুকবিলাস লেখা হইযাছিল। চুনিলালেব ছোট ভাই নৃসিংহ দাসেব নির্দেশে কালী'কৈবল্যদাযিনী বচিত হয। এই বইটিব শেষে কবিবত্ন-পুত্র গোপালেব উল্লেখ আছে। নন্দকুমাবেব নিবাস ছিল ধুলু[৭] পবগনায শূদ্রমণি' হবিচন্দ্র বাযেব জমিদাবিতে। নন্দকুমাবেব সমসাময়িক লেখক উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায তাঁহাব 'দণ্ডীপর্ব'এ[৮] নন্দকুমাবেব যে বংশপবিচয দিযাছেন তাহা হইতে জানি যে নন্দকুমাবেব পিতাব নাম নবকৃষ্ণ বাঁড়ুজ্জে। নন্দকুমাব বহু পৌবাণিক গ্রন্থেব গদ্যানুবাদ কবিযাছিলেন। এগুলি বাহিব হইযাছিল তাঁহাবই সম্পাদিত 'নিত্যধর্মানুবঞ্জিকা' পত্রিকায (১৭৬৮-১৭৮৬ শকাব্দ = ১৮৪৩-১৮৫৭)। ব্রহ্মাণ্ডপুবাণেব উত্তবখণ্ডান্তগত 'বাধাহৃদয প্রথমেই পুস্তকাকাবে ছাপা হইযাছিল। ইঁহাব অপব গদ্য গ্রন্থেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য—হিন্দুধর্মেব ও আচাবেব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক 'সন্দেহ-নিবসন' (১৮৬৩) এবং শিক্ষাবিষযক 'জ্ঞানসৌদামিনী' (১৮৬৪)। নন্দকুমাব কবিবত্ন তখনকাব কলিকাতাব গোঁড়া হিন্দু-সমাজেব একজন প্রধান শাস্ত্র-কাববাবী লেখক ছিলেন।

দেবীভাগবত-পুবাণেব অন্তর্গত 'ভগবতীগীতা'ব[৯৯] অনুবাদ কবিযাছিলেন বামবত্ন

ন্যায়পঞ্চানন ১৭৪৩ ("বাম বেদ অশ্ব শকে এই পরিমিত") শকাব্দে (১৮২১)। শেষে যে আত্মপরিচয় আছে তাহা হইতে জানা যায় যে তাঁহার নিবাস ছিল নদীয়া জেলায় ধর্মদহ গ্রামে, তাঁহার পিতৃপুরুষ বরেন্দ্রবাসী ছিলেন এবং তিনি একমাসের পরিশ্রমে অনুবাদটি করিয়াছিলেন।

"১৭৪০ শকে কলিকাতা নিবাসী মৃত বাবু আশুতোষ দেবের অনুমত্যনুসারে মূলাযোড় নিবাসী বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গামঙ্গল রচনা করেন। অন্নদামঙ্গলে যে বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, দুর্গামঙ্গলের অধিকাংশ উক্তবিধ বিষয়ে পরিপূর্ণ। কবিত্বের সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল ইহাতে অতি বিরল।"[১০০]

পরবর্তী কালের দেবীমাহাত্ম্যকাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে রাজশাহীর অন্তর্গত জয়রি গ্রাম নিবাসী জয়নাথ বিশ্বাস রচিত চিত্রযুক্ত দেবীযুদ্ধ (১৮৫২)। (এই বইখানি বহুকাল পরে শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর নামে ছাপা হইয়াছিল।) দেবীযুদ্ধে সংক্ষিপ্ত মনসার পাঁচালী' 'চণ্ডীর পাঁচালী', সত্যনারায়ণ পাঁচালী ইত্যাদি পরিশিষ্টরূপে আছে। চাটিগাঁয় জোয়ারা গ্রাম-নিবাসী রাধাচরণ[১০১] রচিতের চণ্ডিকামঙ্গল[১০২] মার্কণ্ডেয়পুরাণ অবলম্বনে লেখা। রামলোচন তর্কালঙ্কার কৃত কালীপুরাণের পদ্যানুবাদ ছাপা হইয়াছিল ১৮৫৫ অব্দে। রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগীর 'গোসানীমঙ্গল'এ[১০৩] উত্তরবঙ্গে কোচবিহারের অন্তর্গত গোসানীমারী গ্রামের দেবতা গোসানীদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে।

আলোচ্য সময়ে চণ্ডীমঙ্গল নামের রচনাগুলি সবই নিতান্ত ক্ষুদ্র নিবন্ধ বা কথাজাতীয়। যেমন 'দ্বিজ' রঘুনাথের মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী[১০৪] সিলেট চাটিগাঁ অঞ্চলে এই রচনার ছোট পাঁচালী ব্রতকথার পুঁথি যথেষ্ট মিলিয়াছে।

এই সময়ের মনসামঙ্গল রচয়িতা হইতেছেন রঙ্গের হরগোবিন্দ শর্মা[১০৫] চাটিগাঁয়ের মধুসূদন দে (দেবক)[১০৬] ছিদ্রাবিনোদ[১০৭] শ্রীরামবিনোদ[১০৮] পাশ্চবঙ্গের জগমোহন মিত্র[১০৯] (জগমোহন একখানি কমলামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন)[১১০] শ্রীহট্টের জলায় মল্লিকপুর গ্রাম নিবাসী কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (ছাপা ১২৬৭ সাল), সিলেটের রাধানাথ রায় চৌধুরী (মৃত্যু ১২৮৯, ইনি বহু সংগীত লিখিয়াছিলেন)। কমলামঙ্গল বা লক্ষ্মীর ব্রতকথার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বংশীবদন দাসের পাঁচালী। রচনাকাল ১৭২৮ অথবা ১৭৪৮ শকাব্দ (১৮০৫ বা ১৮২৬ খ্রী)। মহেশচন্দ্র দাসের 'লক্ষ্মীমঙ্গল (ছাপা ১২৮৩ সাল ১৮৭৬)। দেবানন্দ বর্ধন কৃত শিবমাহাত্ম্য নিবন্ধের রচনাকাল ১২৫১ সাল।[১১১] রাধামোহন রাজা তেজচন্দ্রের দেওয়ান ও শ্যালক পরে শ্বশুরও রাজা পরাণচাঁদ তেজচন্দ্রের আদেশে অতিবৃহৎ ও সচিত্র হরিহরমঙ্গল লিখিয়াছিলেন। নিবন্ধটিতে কয়েকটি আখ্যায়িকা আছে, তাহার মধ্যে প্রধান রাজপুত্র জয়সেন ও রাজকন্যা জয়ন্তীর মিলনকাহিনী। বইটিকে দেবমাহাত্ম্য রচনা না বলাই সঙ্গত। রচনা আরম্ভ ও সমাপ্তির কাল দেওয়া আছে অঙ্কের বিবিধ হেয়ালীতে।

ব্রহ্ম বাহু গুণ পাখা কর অবলম্ব[১১২] — এই সনে প্রথম বৈশাখে গ্রন্থারম্ভ।
বেদ গুরু চন্দ্র বাণ পণ গণ্ডা ছয় — কর কড়া ভুজ ক্রান্তি পাতন নিশ্চয়
বাম ভাগে পরিলে যতেক অঙ্ক হয় — এই সনে মাঘে গ্রন্থ সাঙ্গ সমুচ্চয়

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্যের 'সঙ্গীত গৌরীশ্বর'[১১৩] গীতগোবিন্দের অনুকরণে দ্বাদশ

সর্গে রচিত। গানগুলির ভাষা গীতগোবিন্দের পদের মতোই সংস্কৃত। বর্ণনা-অংশ বাঙ্গালায় পয়ারে লেখা। প্রথমেই জয়দেব-বন্দনা, শেষে আছে রচনাকাল ১৭৬৮ শকাব্দ (১৮৪৬-৪৮ অব্দ)।

ধন সহ ঋষি অগ্নে কবি আরোহণ কোলে লয়ে দোষাকর তব হর্ষমন।
এই শকে এই গ্রন্থ হৈল সমাপন গঙ্গাধর ভনে ভাবি ভবের চরণ ॥

### ৬ রামরসায়ন ও অন্যান্য রাম-চরিতকথা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লেখা যে কয়খানি রামায়ণ-নিবন্ধ পাইতেছি তাহার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, রঘুনন্দন গোস্বামীর 'রামরসায়ন'[১১৫], গায়নের দ্বারা কিছু প্রচারিত হইয়াছিল। সমসাময়িক সংস্কৃত পণ্ডিত এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা লেখকদের মধ্যে রঘুনন্দন গ্রন্থসংখ্যায় সবার উপরে। ইঁহার নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশে মানকরের কাছে মাড়ো গ্রামে। রঘুনন্দনের গুরু ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত বংশীমোহন গোস্বামী। রামরসায়নের বিষয়বস্তুতে কিছু অভিনবত্ব আছে। আকারে বৃহৎ, রচনা সুললিত। বইটি প্রাচীন (পয়ার) ধারার শেষ ভালো রচনা। রঘুনন্দনের অপর বাঙ্গালা বই হইল, কৃষ্ণলীলাকাব্য 'রাধামাধবোদয়'[১১৬] ও পদাবলী 'গীতমালা'।[১১৭] ইঁহার সংস্কৃত রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল 'সদাচার-নির্ণয়', 'দুর্জনমিহিরকলঙ্ক', 'গোবিন্দচরিত', 'ভক্তলীলামৃত', 'গোবিন্দমাধবোদয়', স্তবকদম্ব', 'কৃষ্ণকেলিসুধাকর' 'ভক্তমালা' ও সুবৃহৎ 'গৌরাঙ্গচম্পূ'। বংশানুক্রমে চিকিৎসা ব্যবসায়ী রঘুনন্দন আয়ুর্বেদীয় নিবন্ধ দুই একটি রচনা করিয়াছিলেন। যেমন, 'রোগার্ণবতারিণী' ও 'অরিষ্ট-নিরূপণ'। ব্যাকরণগ্রন্থও ইনি লিখিয়াছিলেন। যেমন, 'ধাতুদীপ' ও 'ঔণাদিকোষ'।

এই সময়ে উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় রামায়ণ গ্রন্থের রচয়িতা জগৎমোহনের নিবন্ধের রচনাকাল ১৭৬০ শকাব্দ (১৮৩৮ অব্দ)।[১১৮] মেদিনীপুর জেলার সাহাপুর পরগনার অন্তর্গত কোলকুড্যা (বা কোনকুড্যা) গ্রাম নিবাসী কমললোচন দত্ত অদ্ভুত-রামায়ণ অবলম্বনে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার নাম 'রামভক্তিরসামৃত'। কমললোচনের স্বহস্তলিখিত অরণ্য "সুন্দর" লঙ্কা ও "উত্তর" কাণ্ডের পুথি পাওয়া গিয়াছে।[১১৯] অদ্ভুত-রামায়ণের পদ্য অনুবাদ করিয়াছিলেন হরিমোহন গুপ্ত (১৮৫২) ও দ্বারকানাথ কুণ্ডু (১৮৬৫), গদ্য অনুবাদ করিয়াছিলেন কৃষ্ণকান্ত ন্যায়ভূষণ (১৮৩৫-৩৬)[১২০] ও দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৫) ॥

### ৭ ছোট বড়ো বিবিধ পৌরাণিক নিবন্ধ ও পদাবলীর ধারা

পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ক্রিয়াযোগসারের কয়েকটি অনুবাদের কথা বলিয়াছি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে লেখা আরও দুই একটি অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ ছাপা হইয়াছিল সুধাসিন্ধু যন্ত্রে ১৭৮৩ শকাব্দে (১৮৬১-৬২ অব্দে)।[১২১] কৃষ্ণগোবিন্দ পালের অনুবাদ ঢাকায় ছাপা হইয়াছিল (১৮৭৭)। পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ব্রহ্মখণ্ডের অনুবাদ করিয়াছিলেন কেদারনাথ ঘোষাল।[১২২] ব্রহ্মোত্তরখণ্ডের অনুবাদ পাই কাশীশ্বরের।[১২৩] ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুবাদ করিয়াছিলেন গয়ারাম দাস বটব্যাল ও রামলোচন দাস কবিরত্ন (১১৯৮-১২৭৪)। গয়ারামের নিবন্ধ লেখা হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ছাপা

হইয়াছিল ১৮৭৮ অব্দে। বামলোচনের গ্রন্থ ছাপা হইয়াছিল বহরা গ্রামে ১২৫৫ সালে।[১২৪] ইনি ময়মনসিংহের লোক। জাতি বৈদ্য। দিনাজপুরের রাজা তারকনাথ বাযেব আদেশে ইনি কল্কিপুরাণ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তৃতীয গ্রন্থ পদ্য উপাখ্যান 'প্রেমলহবী'[১২৫] দুবলহাটির ভূস্বামী কৃষ্ণনাথের পুত্র কাশীনাথের নির্দেশে রচিত। রামলোচন অনেকগুলি গানও লিখিয়াছিলেন। ভাটপাড়া নিবাসী পবাণচন্দ্র দাস কালিকাপুবাণেব অনুবাদ করিয়াছিলেন।[১২৬] বর্ধমানের নিকটবর্তী হাটগোবিন্দপুব গ্রামের সর্বানন্দ "সুধী"ব নারদপঞ্চরাত্রের অনুবাদ সমাপ্ত হইয়াছিল ১৮০১ শকাব্দে (১৮৭৯ অব্দে)।[১২৭] "যশোহর মল্লিকপুর নিবাসী—শ্রীযুক্ত পণ্ডিতপ্রবর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাবত্নের সম্পূর্ণ সাহায্যে" পাউনান নিবাসী "কবিবর" তিনকড়ি বিশ্বাস "বৃহৎ" নাবদপুবাণ অনুবাদ করেন।[১২৮]

অপর ছাপা অনুরূপ নিবন্ধ অজ্ঞাতনামা কৃত পদাঙ্কদূতেব "পয়াব-যুত ভাষযা" অনুবাদ (১৭৪০ শকাব্দ = ১৮১৮ অব্দ) হইয়াছিল। "দ্বিজ" গঙ্গাধব কৃত মহিম্নঃস্তবেব পয়াব অনুবাদ (লল্লুলালেব সংস্কৃত যন্ত্রে, ১৮১৮-২৫ অব্দেব মধ্যে), কালিদাস সভাপতি কৃত কর্মলোচনের অনুবাদ (শ্রীবামপুর ১২২৮ সাল), অজ্ঞাতনামাব গদ্যে অনূদিত পুস্তিকা 'ব্রহ্মপুরাণোক্ত শালগ্রামনির্ণয়' এবং 'ব্রহ্মপুরাণোক্ত তুলসীমাহাত্ম্য' (১২২৬ সাল = ১৮২০ অব্দ), চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যেব বিদ্বন্মোদতবঙ্গিণীর বাধামোহন সেন কৃত অনুবাদ (১৮২৬ অব্দ), মধুসূদন মিশ্র কৃত মহানাটকের অনুবাদ[১২৯], মালিয়াড়া নিবাসী দামোদবচন্দ্র অর্ধবযু সঙ্কলিত ও অনূদিত 'শ্রীশ্রীমন্নামামৃতসাব' (১৭৮১ শকাব্দ - ১৮৫৯ অব্দ), বর্ধমানেব নিকটবর্তী রায়ানগ্রাম-নিবাসী ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ[১৩০] কৃত হরিভক্তিবিলাসেব অনুবাদ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে দক্ষিণরাঢ়ের এক সাধক-পণ্ডিত অনেকগুলি ছোটখাট নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। এগুলিতে তান্ত্রিক শাক্তমতেব সঙ্গে শৈব ও বৈষ্ণব মতের সমাবেশ দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে যে এইরূপ বিভিন্ন ধর্মমতের খিচুড়ি পাকানো হইয়াছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ "সাধকেন্দ্র" বামকিশোর শিবোমণির বচনায। ইঁহার নিবাস বর্ধমান জেলায় সমরশাহী পরগনাব অন্তর্গত বুইনান (আধুনিক বৈনান) গ্রামে। ইঁহার সংস্কৃত রচনা হইতেছে 'সারাবলীসমুচ্চয' এবং বাঙ্গালা নিবন্ধ 'হরিনামতত্ত্বতবঙ্গিণী', 'কৃষ্ণতত্ত্বতরঙ্গিণী', 'পাষণ্ডদমন', 'যোগতত্ত্বতবঙ্গিণী', ইত্যাদি।[১৩১] শেষ নিবন্ধেব বচনাকাল ১৬৯৫ শকাব্দ (১৭৭৩-৭৪ অব্দ)। রামকিশোরের নকল করা ভবদেব ভট্টের 'শালাকর্ম'-এর পুথি পাওয়া গিয়াছে। ইহার লিপিকাল ১১৯৯ সাল (১৭৯২-৯৩ অব্দ)।

পৌরাণিক-কাহিনী ও বৈষ্ণব-জীবনী লইয়া উনবিংশ শতাব্দীব মধ্যভাগে যে বিবাট বইখানি সঙ্কলিত হইয়াছিল 'বৃহৎ সারাবলি'[১৩২] (১৮৪৮) নামে সেখানি বোধ করি বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। বইটির প্রথম খণ্ডে কৃষ্ণলীলা, দ্বিতীয় খণ্ডে রামলীলা, তৃতীয় খণ্ডে গৌরাঙ্গলীলা, চতুর্থ খণ্ডে জগন্নাথলীলা। প্রথম খণ্ডে ব্রহ্মবৈবর্ত ও ভবিষ্য পুরাণ, "দণ্ডীপুরাণ", হরিবংশ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। চতুর্থ খণ্ডে উল্লেখ আছে স্কন্দপুরাণের। বইটির কতক অংশ লেখকের নিজস্ব অনুবাদ, বাকি অংশ পূর্বতন বহু গ্রন্থ হইতে আহৃত। রাধামাধব ঘোষের পৈতৃক নিবাস ছিল বর্ধমান-হুগলি জেলার সীমান্তে দশঘরা গ্রামে। পিতা রামপ্রসাদ, মাতা অলকা, বিমাতা শিবানী, পিতামহ সাফল্লিরাম। রাধামাধব পৈতৃক নিবাস

ছাড়িযা জাহানাবাদ (আবামবাগ)-এব কাছে পশ্চিমপাড়া[১৩৩] গ্রামে শ্বশুবালযে গিযা বাস কবিযাছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলীব ও পদসঙ্কলনেব কথা যথাস্থানে বলিযাছি। ঊনবিংশ শতাব্দীব প্রথমভাগেও পূর্ববৎ যথাবীতি বৈষ্ণব-পদ বচনা হইতেছিল। বাজা বাজেন্দ্রলাল মিত্রেব পিতা জন্মেজয মিত্র "সঙ্কর্ষণ" ভনিতায অনেকগুলি পদ বচনা কবিযাছিলেন। ১৮৬০ অব্দে তিনি 'সঙ্গীতবসার্ণব' নামে স্ববচিত পদগুলিব একটি সংগ্রহ প্রকাশ কবিযাছিলেন। ইহাতে তাঁহাব পিতামহ মহাবাজা পীতাম্বব মিত্র বাহাদুব বচিত কযেকটি ব্রজভাষাব পদও সন্নিবিষ্ট কবেন।[১৩৪] জন্মেজয মিত্র প্রাচীনপন্থী পদকর্তাদিগেব মধ্যে কনিষ্ঠতম। ইঁহাব সমসাময়িক বঘুনন্দন গোস্বামীও অনেকগুলি পদ বচনা কবিযাছিলেন।[১৩৫] ঊনবিংশ শতাব্দীব পদকর্তাদিগেব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মদীয **A History of Brajabuli Literature** গ্রন্থেব দ্বাদশ এযোদশ এবং বিংশ পবিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

পদাবলীব খাত দিযাই প্রাচীন ও নবীন ধাবাব সংযোগ হইযা বাঙ্গালা সাহিত্যেব অখণ্ডতা ও ধাবাবাহিকতা বক্ষিত এবং তাহা আধুনিক জগতেব শ্রেষ্ঠ কবি ববীন্দ্রনাথেব কাব্যসাগবসঙ্গমে চবিতার্থতাপ্রাপ্ত। (কালিদাসেব ভাষা একটু বদলাইযা লইযা ববীন্দ্রনাথেব সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে বলিতে পাবি

পূর্বাপবৌ তোযনিধী বগাহ্য
স্থিতঃ কবীনামিব মানদণ্ডঃ ॥)

## ৮ বিবিধ সরস কাহিনী মূল ও অনুবাদ

অষ্টাদশ শতাব্দীব মাঝামাঝি হইতে ভাগীবথীতীববর্তী নগব অঞ্চলে, বিশেষত কলিকাতায, কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানা সমাজে বৈঠকি গল্প ও প্রণযমূলক আখ্যাযিকাব চাহিদা বাড়িযাছিল। এই ধবনেব বচনাযে ভাবতচন্দ্রেব কাব্য অত্যন্ত অনুকৃত হইযাছিল। সাধাবণ লোকে কালিদাস-বিক্রমাদিত্যেব গল্প, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাব উপাখ্যান, তাল-বেতালেব কাহিনী, আবব্য-উপন্যাস, গোলে-বকাওলি হাতেম-তাই প্রভৃতি পড়িত অথবা শুনিত। তবে বিলাসী ধনি-সম্প্রদাযেব ঝোঁক ছিল একটু কড়া-গোছেব আদিবসময বচনাব দিকে। তাই একদিকে পাইতেছি খেউড়-পাঁচালী গান, আব অপব দিকে পাইতেছি চন্দ্রকান্তেবমতো আখ্যাযিকা। এই সমযেব সবস নিবন্ধগুলিকে দুই ভাগে ভাগ কবা যাইতে পাবে,—(১) উপদেশমূলক (প্রধানত পতিভক্তি ও সতীত্ব বিষযক) অথবা অবিমিশ্র আদিবসাত্মক, এবং (২) ব্যঙ্গাত্মক (অবান্তবভাবে উপদেশমূলক)। এই দুই শ্রেণীব বচনায প্রাযই ভাষায ও ভাবে গ্রাম্যতা পবিহাবেব প্রযাস নাই। সেকালেব কচি বিবেচনা কবিলে ইহাতে বিস্ময় জাগিবে না।

কালীপ্রসাদ কবিবাজ 'বত্রিশ-সিংহাসন' ও 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' ছাড়া আরও দুইখানি পদ্যগ্রন্থ বচনা কবিযাছিলেন—'ভানুমতীব উপাখ্যান'[১৩৬] এবং 'চন্দ্রকান্ত'।[১৩৭] এই শেষ দুই গ্রন্থের ভনিতায লেখক নিজ বাশিনাম "গৌবীকান্ত বায" ছদ্মনাম হিসাবে ব্যবহাব করিয়াছিলেন। বিদেশে গিয়া বিপথগামী স্বামীকে উদ্ধাব করিযা আনা—চন্দ্রকান্তেব বিষয।

চাটিগাঁ অঞ্চলে প্রচলিত একটি ছড়ায় এই কাহিনী পাওয়া গিয়াছে।[১৩৮] ভানুমতীর উপাখ্যান লইয়া গঙ্গারাম দাসও একটি নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

বর্ধমান শহরের কয়েক ক্রোশ পূর্বে বড়শুল গ্রাম-নিবাসী কায়স্থ তারাচরণ দাসের মন্মথ কাব্য[১৩৯] কলিঙ্গ-রাজপুত্র মনমোহন ও তাহার ছয় মন্ত্রীপুত্র সখা বঙ্গমোহন-জ্ঞানমোহন-গুণমোহন- চিত্রমোহন-রত্নমোহন-রাগমোহনের এডভেঞ্চার কাহিনী। রচনাকাল ১৭৬৬ ("যুগ্ম-বসাদ্রি-চন্দ্র-বিগতে") শাকে (১৮৪৪ ৪৫ অব্দে)। বইটিতে ভারতচন্দ্রের অনুকরণ প্রকট। কতকগুলি গান সন্নিবিষ্ট আছে, সেগুলির রচনা নিতান্ত মন্দ নয়। তবে সেগুলি সবই তারাচরণের লেখা না হইতে পারে বইখানি "শ্রীযুত শ্রীনরকৃষ্ণ বাবুর আজ্ঞায়" বিরচিত।

মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'বাসবদত্তা'[১৪০] এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সুবন্ধু-রচিত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গদ্যকাব্য বাসবদত্তা অবলম্বনে এই বাঙ্গালা পদ্যকাব্যটি লেখা মদনমোহন (১২২২-১২৬৪ সাল) ১৭৫৮ শকাব্দে[১৪১] (১৮৩৬ ৩৭) বিশ বৎসর বয়সে বাসবদত্তা রচনা করিয়াছিলেন। তখন তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। ইহার প্রায় তিন বৎসর পরে মদনমোহনের প্রথম কবিতার বই বাসতরঙ্গিণী[১৪২] লেখা হইয়াছিল। পুস্তিকাটি কয়েকটি আদিরসাত্মক সংস্কৃত শ্লোকের পদ্য অনুবাদ মাত্র।

মদনমোহনের বাসবদত্তা পুরাতন কাব্যের মতো পানের ধরনে রচিত। কাব্যটিতে পরিচ্ছেদ বিভাগ নাই, পদবিভাগ আছে। পদের শীর্ষে এমন কি বর্ণনা অংশের শীর্ষেও রাগ তালের উল্লেখ আছে এবং শেষে ভনিতা আছে। পুরাতন কাব্যের মতোই প্রথমে বন্দনা পালা –গণেশ-বন্দনা (দুই পদে), সূর্য বন্দনা শিব বন্দনা (দুই পদে) জয়দুর্গা-বন্দনা (দুই পদে), সরস্বতী বন্দনা (দুই পদে) এবং গুরু বর্ণনা তাহার পর গ্রন্থারম্ভ বর্ণিকা। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে যশোহর জেলায় ইশাকপুর পরগনায় সরপাড়া গ্রাম নিবাসী কায়স্থবংশীয় শিবচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পুত্র কালীকান্ত রায়ের অনুরোধে বইটি লেখা হইয়াছিল। তাহার পর রাজ্ঞীদি ও স্বরাদি স্তব। তাহার পরে উপাখ্যান শুরু হইয়াছে।

কয়েকটি পদ সংস্কৃতে লেখা, বাকীগুলি ব্রজবুলিতে এবং মিশ্র হিন্দীতে। ভারতচন্দ্রের প্রভাব অত্যধিক। স্বয়ংবরবর্ণনায় কালিদাসের অনুসরণ আছে। কাব্যটিতে আদিরসের বাহুল্য থাকিলেও প্রকট গ্রাম্যতা নাই। রচনার প্রধান বিশেষত্ব ছন্দচাতুর্য। যেমন,

শুন হে প্রাণ বঁধু যে সব মধুমধু হাসিয়া মৃদু মৃদু জানালে
ভাল এ উপদেশ আমারে সবিশেষ করিয়া অবশেষে শুনালে।
পরাণ বঁধু চল চল হে
আমার আঁখি কেন ছল ছল হে।

যদি হে মৃতদেহে মিলন হল দোঁহে ব্যাজ কি আর সহে বল বল হে
মদন বলে—বটে এ ঘোর বনবাটে আসি বিপদ ঘটে পল পল হে

গদ্যে প্রবন্ধ ও পাঠ্যপুস্তক লেখায় হাত দিবার আগে অক্ষয়কুমার দত্ত 'অনঙ্গমোহন' নামে একটি কাহিনী পদ্যে লিখিয়াছিলেন। ১২৪৮ সালের আগেই ইহা লেখা এবং ছাপা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন,

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত পূর্ব্বে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিছুদিন মাত্র চালনা রাখিয়া পরিত্যাগ করেন। তিনি অনঙ্গমোহন কাব্যের প্রণেতা। উক্ত গ্রন্থ এখন আর দেখিতে

পাওয়া যায় না, উহা এরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে আমরা বহু অনুসন্ধানেও একখানি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। আমরা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করি নাই, সুতরাং আমরা তাহার দোষ গুণ কি প্রকারে বিচার করিতে পারি। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, যাঁহারা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কহেন উক্ত গ্রন্থে কবিত্ব অপেক্ষা রচনাকৌশল সমধিক দৃষ্ট হয়।[১৪৩]

আদিরসাত্মক আখ্যায়িকার মধ্যে 'কামিনীকুমার'[১৪৪] বইটি নিবেশ হইলেও অনেকদিন ধরিয়া প্রচলিত ছিল। একসময়ে কলিকাতা অঞ্চলের বাঙ্গালা শিক্ষিত জনসাধারণের কেমন গল্প-রুচি ছিল তাহার নিদর্শন এই বইটিতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আদৃত হইবার পূর্ব মুহূর্ত অবধি এই ধরনের বই পাঠকসাধারণের এবং অন্তঃপুরিকাদের আদরণীয় ছিল। কামিনীকুমারের কাহিনী যৎসামান্য। নায়ক কুমার ও নায়িকা কামিনী বিবাহের আগে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে কুমার তাহার পত্নীকে প্রত্যহ দশ ঘা জুতা মারিবে এবং কামিনী তাহার পতিকে দিয়া তামাক সাজাইবে। (বঙ্কিমচন্দ্র কি এইখানেই দেবীচৌধুরাণীর সাগরবউ ব্রজেশ্বরের ব্যাপারের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন?) বিবাহের পর কুমার কাশ্মীরে বাণিজ্যযাত্রা করিলে অল্পকাল পরে কামিনীও তাহার অনুগমন করিয়াছিল, এবং বিচিত্র ছদ্মবেশে কুমারের সহিত মিলিত হইয়াছিল। কামিনীকুমারের মধ্যে সামান্য একটুখানি গদ্য আছে[১৪৫], বাকি সবই বিভিন্ন ছন্দে পদ্যে লেখা। ভাষা তরল ছন্দ পঙ্গু অরোচক। ভনিতায় সর্বত্র কালীকৃষ্ণ দাস নাম দেখিয়া অনেকেই ভুলে পড়িয়াছেন। আসলে "কালীকৃষ্ণ দাস" কোন ব্যক্তির নাম নয়। গ্রন্থকারদ্বয়ের যুক্তনাম। গ্রন্থকর্তা দুইজন,—কলিকাতা ওরানীপুর বাসী বৈদ্যনাথ বাগচি এবং মধুসূদন দাস (সরকার)। বৈদ্যনাথ শাক্ত ছিলেন, মধুসূদন বৈষ্ণব।

"কালিকার দাস দ্বিজ বৈদ্যনাথ দীন। শ্রীমধুসূদন কৃষ্ণদাস দীন হীন।
দুই নামে এক নাম কালীকৃষ্ণ দাস। বিরচিলা নব কাব্য কামিনী প্রকাশ।"

অপর পদ্যবহুল আখ্যায়িকা, "কবিচন্দ্র কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের নবরসসিন্ধু' বা 'জয়জয়ন্তীর উপাখ্যান' (রচনা ১২৩৮ সাল)[১৪৬], গোবিন্দচন্দ্র শীলের 'হেমলতা-নাটকান্ত'[১৪৭], ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিচ্ছেদভঞ্জন' (রচনা ১২৫৬ সাল)[১৪৮], কুশদের পালের 'বন্ধুবিলাস'[১৪৯], জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্যের 'অভিলাষরসসিন্ধু'[১৫০], উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'রহস্যবিলাস'[১৫১], অজ্ঞাতনামা একাধিক লেখক-রচিত 'সুকুমারবিলাস'[১৫২], কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনযামিনী[১৫৩], বনওয়ারীলাল রায়ের 'যোজনগন্ধা'[১৫৪] গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্যের মধুভাবতী' (রচনা ১২৫২ সাল)[১৫৫], চন্দ্রকান্ত শিকদারের 'মধুমালা'[১৫৫] ও 'পতিত পার্বতী'[১৫৬], ভূতনাথ শূরের 'সতীত্ব সুধাসিন্ধু'[১৫৭], উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'সতীত্বচিত্র ভানু'[১৫৮], কালিদাস সরকারের 'প্রেমোল্লাস'[১৫৯], বিশ্বেশ্বর ঘোষের 'প্রেমোপদেশ নাটক'[১৬০], কালীকুমার মুখোপাধ্যায়ের অবলা প্রবলা'[১৬১], রাধানাথ মিত্রের 'স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ'[১৬২], তারাশঙ্কর মৈত্রের 'কমলদত্তাহরণ'[১৬৩], কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'চিত্ততিমিরনাশক'[১৬৪], রসিকচন্দ্র রায়ের 'জীবনতারা'[১৬৫], পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রেমনাটক'[১৬৬], 'রমণী নাটক'[১৬৭] ও রসিকতরঙ্গিণী'[১৬৮], বাণীরাম ধরের 'শীতবসন্ত'[১৬৯], রামজীবন দাসের 'শশিচন্দ্রের কাহিনী'[১৭০], ইত্যাদি ইত্যাদি॥

সংস্কৃত আখ্যায়িকার অনুবাদ তো ছিলই, হিন্দী ও ফারসী আখ্যায়িকা কাব্যেরও অনুবাদ হইয়াছিল প্রধানত মুসলমান লেখকদের দ্বারা। তবে ইঁহাদের অনুবাদের তুলনায় হিন্দু লেখকদের অনুবাদ শুদ্ধতর।

কালীপ্রসাদ (দাস) কবিবাজেব বচনাব উল্লেখ কবিযাছি। ইঁহাব 'বত্রিশ-সিংহাসন' এবং 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'[১৭০৫] বটতলাব প্রসাদাৎ এখনও ছাপা পাওযা যায। বত্রিশ-সিংহাসনেব অপব অনুবাদক হইতেছেন জযন্তীচবণ সেন[১৭১] এবং বঙ্গাই "ব্রাহ্মণ"।

উমাচবণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র দুই বন্ধুতে মিলিযা ফাবসী হইতে 'গোলেবকাঅলি ইতিহাস'[১৭২] অনুবাদ কবিযাছিলেন। গ্রন্থেব শেষে "অথ পাঠকগণেব প্রতি গ্রন্থকাবেব বিনয" এই শিবোনামায যে আত্মপবিচয আছে তাহা হইতে জানা যায যে উমাচবণ মিত্রেব নিবাস ছিল গঙ্গাব পূর্বকূলে কুমাবহট্ট (এখনকাব হালিশহব) গ্রামে, প্রাণকৃষ্ণ মিত্রেব নিবাস ছিল সবস্বতী ও গঙ্গাব মাঝখানে বেজোডা গ্রামে। কুমাবহট্টে প্রাণকৃষ্ণেব মাতুলালয। সেই সূত্রে মিত্রদ্বযেব যোগাযোগ।

সংস্কৃত 'শুকসপ্ততি' ও ফাবসী-হিন্দী 'তুতিনামা' অবলম্বনে কযেকখানি বই লেখা হইযাছিল। নিবন্ধগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধেব বচনা। একটিব নাম 'শুকবিলাস', বচযিতা নন্দকুমাব কবিবত্ন।[১৭৩] দ্বিতীযটিব নামও তাই তবে লেখকেব নাম জানা নাই।[১৭৪] তৃতীয অনুবাদেব নাম 'শুকসংবাদ'।[১৭৫] অনুবাদক দ্বাবকানাথ কুণ্ডু। ইনি ফাবসী হইতে 'গোলবে-সেনুযাব'[১৭৬] এবং ইংবেজী অবলম্বনে 'তুবকীয ইতিহাস বচনা কবিযাছিলেন।[১৭৭] 'হাতেম-তাই'[১৭৮] অনুবাদ কবিযাছিলেন গোবর্ধন দাস এবং 'ইউসুফ জেলেখা'[১৭৯] অনুবাদ কবিযাছিলেন হবিমোহন কমকাব। 'লযলা মজনু'[১৮০] লিখিযাছিলেন মহেশচন্দ্র মিত্র। হবিমোহন কর্মকাবেব দ্বিতীয বচনা হইল আবব্য উপন্যাস হইতে 'কোমাব জিলম্যানেব'[১৮১] মনোহব উপাখ্যান'।[১৮২]

### ৯ গদ্য বনাম পদ্য

ঊনবিংশ শতাব্দীব প্রথম হইতে গদ্যবন্ধেব সূত্রপাত হইল বটে কিন্তু সাহিত্যেব বাহনরূপে পদ্যবন্ধেব প্রভাব চতুর্থ দশকেব শেষ অবধি এবং পবেও কিছুকাল অম্লান ছিল। আদালতে ফাবসীব পবিবর্তে বাঙ্গালা প্রচলিত হইলে তবেই বাঙ্গালা গদ্যেব পথ পবিষ্কাব হইযাছিল। তখন গদ্যেব স্থান ছিল পাঠ্যপুস্তকে, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয বিতণ্ডামূলক নিবন্ধে এবং সাময়িকপত্রে। অন্যত্র পদ্যবন্ধেবই অপ্রতিহত শাসন। এমন কি ইংবেজী হইতে অনূদিত আখ্যাযিকাগুলিও প্রায সবই পদ্যে লেখা। যেমন, কালীকৃষ্ণ বাহাদুব প্রণীত Gay's Fable গ্রন্থেব অনুবাদ 'হিত সংগ্রহ'[১৮৩] (১৮৩৬), Persian Tales হইতে গিবীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায ও নীলমণি বসাক কর্তৃক অনূদিত পাবস্য ইতিহাস[১৮৪] ইত্যাদি। অন্য বচনাব মধ্যে নাম কবা যায—অভযচবণ তর্কবাগীশেব 'ভূপালকদম্ব'[১৮৫] নন্দকুমাব বাযেব 'ব্যাকবণদর্পণ'[১৮৬], কাশীদাস মিত্রেব 'বিচাবদীপিকা'[১৮৭] মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যাযেব 'বেদান্তবত্নাবলী'[১৮৮], ইত্যাদি। কোন কোন গ্রন্থে গদ্যপদ্যেব মিশ্রণ দেখা যায।

পাঠ্যপুস্তক নহে এমন উপাখ্যান গ্রন্থেব গদ্য অনুবাদ আবম্ভ হইযাছিল আনুমানিক ১৮৪০ অব্দ হইতে। কিন্তু এই সমযেব অনেককাল পবেও পদ্য অনুবাদেব ধাবা একেবাবে নিরুদ্ধ হয নাই। বর্ধমানেব মহাবাজাধিবাজ মহাতাপচাঁদ যেমন একদিকে মহাভাবত, বামাযণ, হাতেম-তাই, মীব হসনেব মসনবি ইত্যাদি সংস্কৃত, ফাবসী, উর্দূ গ্রন্থেব গদ্যানুবাদ কবাইযাছিলেন তেমনি কোন কোন গ্রন্থেব (যেমন, বামাযণ আদিকাণ্ড, ১৮৫৪ অব্দে প্রকাশিত, মসনবি, সেকন্দবনামা প্রভৃতিব) পদ্যানুবাদও কবাইযাছিলেন। মসনবিব একটি

নাট্যরূপও প্রকাশিত হইয়াছিল ॥

## ১০ উক্তি-প্রত্যুক্তি গাথা

পশ্চিমবঙ্গে প্রণয়কাহিনীঘটিত গাথা-কবিতাব একটিমাত্র পুরানো ও অক্ষীণ নিদর্শন সরাফের 'দামিনীচরিত্র'।[১৮৯] এটির সঙ্গে উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত 'নীলার বারমাসি গান'-এর[১৯০] ও উত্তরপূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত শ্রীধর (বা জযধব) বানিয়া রচিত গাথাটির[১৯১] মিল এত গভীর যে তিনটি কবিতাই যে এক প্রাচীনতব মূল হইতে নির্গত সে অনুমান করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের গাথা শুরু কার্তিক মাস হইতে আর উত্তর ও উত্তরপূর্ববঙ্গের অগ্রহায়ণ মাস হইতে। তৌলন আলোচনার জন্য কবিতা তিনটি হইতে আষাঢ় মাসের বর্ণনা উদ্ধৃত করিযা দিলাম। তিনটি গাথায নায়িকার নাম যথাক্রমে দামিনী, নীলা ও কমলমালা (অথবা নীলা)।

পশ্চিমবঙ্গের গাথা,
প্রণযপ্রার্থী নায়ক

আষাঢ মাসে কন্যা লো মেঘেব ঘটা
শান্তিপুবেব তোমাব সাধুব মাথা গেছে কাটা।

প্রত্যাখ্যানকাবিণী নাযিকা

মরুক মরুক শত্রু মোব সাধুব বালাই
যে বলে এমন কথা মুখে তাব ছাই।
আমাব সাধু মবিত যদি জানিতাম আমি
সতেসবি হাব মোব খসিত তখনি।

উত্তরবঙ্গের গাথা,
প্রণযপ্রার্থী নায়ক

এই ত আষাঢ মাসে গাঙ্গে ভবা পানী
তোব সাধু পড়ে মললো উজানি-ভাটানী।

প্রত্যাখ্যানকাবিণী নাযিকা

যেদিন মবিবে মোব প্রাণেব নিজপতি
আউলাযে মাথাব কেশ ছিঁড়িব গজমতি।
বামলক্ষ্মণ দুইগুট শঙ্খ ভেঙ্গে হবে চুব
দিনে দিনে মলিন হবে সিঁতেব সিন্দুব।

উত্তবপূর্ব ও আসামেব গাথা,
প্রণয়প্রার্থী নায়ক

আষাঢ মাসেতে কন্যা আহকবা বাতি
তোমাব স্বামী কাটা গৈছে কাঞ্চনপুবেব ভাটি।

প্রত্যাখ্যানকাবিণী নাযিকা

না যাইছে না যাইছে কাটা আমাব টিকব পতি
আউলিন হয মাথাব ছুলি ছিণ্ডিল হয বজ্রমুঠি।
হাতেব দুইগুঠি শাখা ভাঙ্গি হয চুব
মোলান পবিল হয় মোর কপালব সিন্দুব।

এই ধরনের বাদ-প্রতিবাদ গাথা কাহিনী এককালে পূর্বভারতের সর্বত্র চলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। বিদেশপ্রত্যাগত পতি কর্তৃক পত্নীর নিষ্ঠাপরীক্ষার কাহিনী ভোজপুরী ভাষায় এখনো লোকপ্রিয়তা হারায় নাই।

দ্বিতীয় পুরানো প্রণয়গাথাটিও মুসলমানের লেখা—খলিলের 'চন্দ্রমুখীর পুথি'।[১৯২] কাহিনী রূপকথার মতো।প্রথম অংশ মৃগাবতী-কাহিনীর অনুরূপ। ভনিতায় পাই শুধু "অধম খলিল", অন্য পরিচয় নাই। আরবী-ফারসী শব্দ নাই বলিলেই হয়।

উত্তরপূর্ব ও পূর্ববঙ্গে লোকমুখবাহিত অল্পবিস্তর খণ্ডিত অনেকগুলি গাথা 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' নামে চারখণ্ডে দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে।[১৯৩] এগুলি প্রায় সবই চন্দ্রকুমার দে'র সংগ্রহ। চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ কবিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, গাথাগুলির ভাষায় ছন্দে কলম চালাইয়া সেগুলিকে "ভাল কবিয়া সম্পাদন" করিযাছিলেন। কিন্তু সেকথা তিনি একবারও বলেন নাই। দীনেশবাবু চন্দ্রকুমার দে'ব কাছে প্রাপ্ত বস্তু সম্পূর্ণরূপে খাঁটি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেইভাবে ছাপাইয়াছিলেন। তবুও মুদ্রিত গাথাগুলিতে স্থানীয় উপভাষাব রূপ বজায বাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও বাঙ্গালা সর্বজনীন সাধুভাষাব এবং কলিকাতা অঞ্চলেব চলিত কাব্যভাষাব ছাপ মুছিযা যায নাই। মধ্যে মধ্যে আবাব পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার (এবং সাধুভাষার) শব্দগুলিতে পূর্ববঙ্গীয় ছাপ দিবার চেষ্টা স্পষ্ট হইয়া দেখা দিযাছে। ভাষাবিচাবে মুদ্রিত গাথাগুলি পুরাপুবি অকৃত্রিম নয়।

কোন কোন গাথায অন্য গল্পেব জোড়াতালি দিযা অথবা অন্য উপাযে কাহিনীকে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত করিযা আধুনিক কালোচিত রোমাণ্টিক রূপ দেওয়াব চেষ্টা দেখা যায। মহুয়া পালাটিতে এই প্রচেষ্টা বেশি স্পষ্ট। মহুযাব আত্মহত্যা কখনই মূল কাহিনীতে ছিল না। সন্ন্যাসীর ব্যাপারটি সংকলযিতার স্বকপোলকল্পিত না হইলে অন্য কাহিনী হইতে গৃহীত হইয়াছে। দুই একটি কবিতা বহুপূর্বে ছাপা হইয়াছিল।[১৯৪]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয কর্তৃক প্রকাশিত গীতিকাগুলিব মধ্যে যে কযটি বোমাণ্টিক বচনা শিক্ষিত পাঠকের সর্বাধিক মনোহরণ কবিযাছে সেগুলিব কোনটিকেই সর্বাংশে অকৃত্রিম বলা যায় না। কোন একজন গায়কেব কাছেও যে পুবা একটি গাথা পাওযা যায় নাই সেকথা সম্পাদকও স্বীকাব কবিযাছেন। সুতবাং মুদ্রিত গাথাগুলিকে লোক-সাহিত্যেব ভেজালহীন নিদর্শন বলিযা নেওযা চলে না।

মযমনসিংহ-গীতিকাগুলির মধ্যে 'মহুযা' নামিত গাথাটি সবচেয়ে বোমাণ্টিক ও মনোবম। এই গীতিকাব গায়ক-মুখে যথাশ্রুত একটি খাঁটি সংস্করণ মযমনসিংহ জেলাব মশোয়া গ্রাম-নিবাসী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ ১৩২২ সালে সংগ্রহ কবিয়াছিলেন। তাহা 'বাদ্যানীর গান' (অর্থাৎ বেদেনীর গান)[১৯৫] নামে ১৩৫১ সালে (১৯৪৪) প্রকাশিত হইয়াছিল। সংগ্রাহকেব নিবেদন হইতে উপযুক্ত অংশ উদ্ধৃত কবিতেছি।

> ১২৯১/৯২ সালে আমাদেব আঙ্গিনায প্রথমে বাদ্যানীব গান শুনিলাম। কোঁড়া শিকাবীব গান—বাড়ীব চাবিদিকে জমি নিড়ানীব সময চাষা-ভূষাবা গাইত,
>
> আমাদেব অঞ্চলে বাদ্যানীব গান প্রচাব কবেন,—প্রথমে শেখ কাঙ্গালী চৌকিদাব। কাঙ্গালী আমাদেব প্রতিবেশী—গাঁযেব এক পাড়ায় ঘর। কাঙ্গালী আমাব পিতাব ৮/১০ বছবের বড়।

আমরা তাহাকে দেখিয়াছি—তখন ভাবী শৌখীন, বাবরী ছাটা চুল,—মোটা লাঠি—নাচের তালে হাঁটা,—গুটী কয়েক দাঁত সম্বল বদনমণ্ডল,—দীর্ঘ দেহকান্তি , কাঙ্গালীর মৃত্যু ১৩৩২/৩৪ সালে।

জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান ঈশা খাঁ ও তাঁহার বংশধরগণ এ অঞ্চলের সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বংশের কীর্তির অভাব নাই। এই বংশের দেওয়ান সোবাহান দাদখাঁ সাহেব অত্যন্ত শৌখীন ছিলেন। তিনি দেশের সুপুরুষ ও উত্তম গায়েন সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং একটা যাত্রার দল গড়িয়া লইলেন। যাত্রাগানের যে বিপুল ব্যয় হইত—তিনি তাহা আয় দ্বারা পূরণ করিতে পারিতেন না। দুধ মাছ ঘি দই খাওয়াইয়া যাত্রার দল চালান গেল না দেখিয়া ইনি দল ছাড়িয়া দিলেন। এই সময় বাদ্যানীর গান, কোঁড়া শিকারীর গান প্রচারে তিনি মনোযোগী হইলেন। হরবোলা অভয় ঠাকুর, উখড়াশালের কাঙ্গাল চৌকীদার—এই যাত্রার দলের ছোকরা। দল ভাঙ্গিয়া গেলে কাঙ্গালী জঙ্গলবাড়ীতে রহিয়া গেল এবং বাদ্যানীর গানেই মত্ত হইল। তারপর যুবক কাঙ্গালী বাদ্যানীর গান প্রচারে মনোনিবেশ করিল।

কাঙ্গালীর দলে বাল্যকালে যাহাদিগকে দেখিয়াছি—তাহাদের নাম মনে আছে। প্রতিবেশী শেখ জহর আলী, শেখ মনীর, তারিণী দে প্রভৃতির নিকটও অনেক সংবাদ লইয়াছি।

নামটা কি—"মহুয়া" ?

'মহুয়া' শব্দটা এদেশের আধুনিক শিক্ষিতের বাবা দাদারাও জানিতেন না,—বাজে লোকের ত কথাই নাই।

কাঙ্গালীর দলে ইহা "মেওয়া' নামেই পরিচিত। মেওয়া মিশ্রি এদেশে সমাদৃত এই পালা গানে "মেওয়া না সুন্দরী"—প্রভৃতির ব্যবহার আছে – "মেওয়ার বাপ" আমাদের পাড়ায় অনেক আছে। "মহুয়া" কোনদিন ছিল না —আজও নাই। তারপর

"হোমরা বাদ্যা"

হোমরা চোমরা পশ্চিমবঙ্গ হইতে রেলে ষ্টীমারে এ দেশের শিক্ষিত ঘরে আসিয়াছে —গ্রামে যায় নাই। কাঙ্গালীর দলে হোমরা ছিল না। খাঁটি নামটিই ছিল -

'উন্দরা বাদ্যা'

১৩২১/২২ সালে আমি এই পালা গানটি সম্পূর্ণ সংগ্রহ করি।

আমার বন্ধু এই পাণ্ডুলিপিখানি ছাপিবার জন্য গ্রহণ করেন। তখন 'ময়মনসিংহ গীতিকার" জয়জয়কার। বাবু দুই বৎসর পর পাণ্ডুলিপি ফিরাইয়া দিলেন নিলেন মহাশয়। তিনিও ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন না। অতঃপর লাইব্রেরীর মহাশয় পুস্তকখানি লইয়া গেলেন।

সম্প্রতি বাবু লাইব্রেরী উঠাইয়া দিয়া সপরিবারে কলিকাতা গিয়াছেন এবং আমার পাণ্ডুলিপিখানি ফিরাইয়া দিয়াছেন।

অশ্রুসিক্ত বেদনায় পরিপূর্ণ এই সুমধুর অলেখা কবিতাখানি সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া অবশেষে এই স্থানে[১৯৬] আশ্রয় পাইয়াছে।

বাদ্যানীর পালা গান কেমন ধরনের আসরে গাওয়া হইত তাহার ইঙ্গিত পূর্ণচন্দ্রবাবু দিয়াছেন। অভিনয়ের আয়োজন ছিল এই রকম

একটা ধনু, লাঠি, বর্শা হাতিয়ার। মাথায় রঙ্গীন ছোট পাগড়ী। পরণে মালকোঁচামারা ধুতি। আলো—মশাল। বাদ্য –ঢোল বা ঢোলক, মন্দিরা, বাঁশের বাঁশী বেহালা, মেয়েদের—লম্বা চুল। মোটা কাপড় বা বেঁটে সাড়ী। কাঁসা ও পিতলের গহনা। বাঁশ, দড়ি ইত্যাদি।

বক্তৃতা যাহা হইত তাহা বাঁধা পদ্যপালার অন্তর্গত নয়। পূর্ণচন্দ্রবাবু একটু নমুনা দিয়াছেন।

একদল বেদে বাজি দেখাইতে গ্রামেব প্রান্তে আসিযাছে, এই সংবাদ লম্বা লাঠিতে ভব করিযা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে লেংড়া পেযাদা গ্রামেব জমিদাব তরুণ নদ্যাব চান্দ ঠাকুবেব দববাবে জানাইতে আসিযাছে। সে বলিতেছে

সেলাম জানাইলাম ঠাকুব কর্তা। তাবপব আহ গাঁইযা মাতববান আপনাবা অবধান কব,—একটা বাদ্যাব দফা আইছে। তামসা কর্তো চায। (তাবপব গান—)

নদ্যাব চান্দ উত্তব দিতেছে

হাঁ হে লেংড়া পেযাদা, বাদ্যাবাব লগে কি তানবিতান আছে জান্যা আইছত ? কত খচবাপত্র দেওন লাগব কও। তাবাব গানেব দফাব চুক কত লাগে।

গান যে সব গাওযা হইত তাহা দুই-চাব ছত্রেব বেশি নয। সেগুলি বাঁধা গানও নয, অভিনেতাবা উপস্থিতমত বচনা কবিযা গাহিত। গানেব নমুনা,

ঐখানে বইসছে বন্ধু ডাল ভাইঙ্গা বাতাস কবি
তোমাবি ঐ সুন্দব বযান দেখ্যা আমি যাই পাশুবি।

মনে হয, উত্তবপূর্ব বঙ্গেব এই পালা গানেব বীতি পশ্চিমবঙ্গেব নেটোব মতই ছিল। বাদ্যানীব গানকে "নদ্যাব চান্দেব গাথা"ও বলা যায। শেষ ছত্রে তাহাই আছে।

এত দূবে হৈল সাঙ্গ নদ্যাচান্দেব কথা। [৯]

কাহিনীটি সংক্ষেপে বলি। দুই ভাই বেদেব দল এক গ্রামে বাজি দেখাইতে গিযা এক ব্রাহ্মণেব সুন্দবী শিশুকন্যাকে চুবি কবিযা আনে এবং যত্ন কবিযা পোষণ কবে। বেদে ভাইদেব কোন সন্তান ছিল না। বড ভাই উন্দব্যা বেদেব স্ত্রী মেযেটিব নাম বাখিল মেওযাসুন্দবী।

এই না কন্যা কোলে লৈযা উন্দবা বাদ্যাব নাবী
বাছা গুচ্ছ্যা নাম থৈল মেওযা না সুন্দবী [১১]

এ নাম বাখিবাব কাবণ

মেওযা মিশি বডই মিঠা—সুখেব সীমা নাই
মেওযাবে পাইযা গেল সকল বালাই।[১২]

বেদেব ঘবে মেওযা আদবে যত্নে মানুষ হইল। ষোল বছব বযসে তাহাব রূপ যেন ফাটিযা পডিল।

কন্যাব গাওযে[১৩] ফুটা বৈছে বে কনকচাম্পাব ফুল
সনকাঁইচ[১৪] ববণী কন্যা হাযবে লক্ষ টাকাব মূল।
পিঠ ছাপাইযা পডে বে কন্যাব ঢেউ খেলান্যা চুল
যৌবন ঝাপাইযা উঠে ভাদ্রেব গাঙ্গেব কুল।[১৫]

বাজিকবদেব সব বাজি মেওযা একে একে শিখিযা লইল। তাহাব পব একদিন তাহাবা সকলে মিলিযা বাজি দেখাইতে ভিন্ন দেশে যাত্রা কবিল।

নানান জাযগায বাজি দেখাইযা তাহাবা দুই মাস ঘুবিযা অবশেষে বামুনকান্দা গ্রামে পৌঁছিল। সে গ্রামেব তালুকদাব ছিল তরুণ নদ্যাব চান্দ ঠাকুব।[১৬] বেদেবা তামাসা দেখাইতে আসিযাছে এবং তাহাদেব দলে একটি সুন্দবী কন্যা আছে শুনিযা নদ্যাব চান্দ মাযেব অনুমতি লইতে গেল। মা বলিল, কত খবচ পডিবে ? পুত্র উত্তব দিল,

শুন শুন মা জননী কৈবাম তোমাব ঠাই
কবাইবাম বাদ্যাবে তামসা দুইখান টাকা চাই।
টাকা সিকাব গুযাপান আব মুঠি জলপান
ইমাম বকশিস চাইব তাবা কাপড দুইএকখান।
চাউল ডাইলে সিধা দিবাম বান্ধ্যা যেমুন খায
এই না ছাডা বাদ্যাব লগে আমাব কিসেব দায।

মা বলিল, বেশ

কবাইবা বাদ্যাব তামসা বাইব বাডীব আসবে।
বৌ ঝিযেবা তামসা দেখব চিকে আডাল দিযা
বাদ্যাবে খাওযাইবা বাবুলীঘিব পাড বোযাইযা।

আসবে বাজি দেখানো শুরু হইল। বড বেদে নানাবকম বাজি দেখাইল — হাত সাফাই, হাতিব ডিম, ঘোডাব ডিম ইত্যাদি। নদ্যাব চান্দেব মন কিন্তু সে দিকে নাই।

নদ্যাব ঠাকুব চাইযা বেছে বাদ্যা ছেঁডীব পাই
এই না কন্যা তামসা ককক আব কিছু না চাই

মেওযাব বাজি খেলা দেখিযা সকলে অবাক হইযা গেল।

এই মাইযা ত মাইযা নযবে যাদুমন্ত্র জানে
নদ্যাব চান্দেব মনে কিন্তু কিছুই না মানে

বোজগাব ভালোই হইল দেখিযা বড বেদে সেখানে বসত কবিবাব জন্য ইচ্ছা প্রকাশ কবিলে

নদ্যাব ঠাকুব উঠ্যা কয আমি দিবাম জমি
দশ জনের লৈযা গিযা বাডী বানাও তুমি

বেদেবা বাডি ঘব তুলিযা শাকবেগুনেব বাগান কবিযা স্বচ্ছন্দে সেখানে আছে এক দিন সন্ধ্যাবেলায বাডি আসিবাব পথে মেওযা নদ্যাব চান্দেব দেখা পাইল। নদ্যাব চান্দেব ইচ্ছা ছিল কিছু কথাবার্তা হয কিন্তু তখন মেওযাব অবসব নাই। তাই সে মেওযাকে বলিযা দিল,

সন্ধ্যা বেলায জলেব ঘাটে একলা যাইও তুমি
ভবা কলসী কান্ধে তোমাব ভুল্যা দিবাম আমি।
তোমাব সাথে কৈবাম কথা মনেব কোনায বান্ধা
তোমাব মনেব কথা বৈযা দব কৈবা দিও ধান্ধা

সন্ধ্যায নদীব ঘাটে দেখা হইল। নদ্যাব চান্দ বিবাহ প্রস্তাব কবিলে মেওযা বলিল, বেদেব মেযেকে বিবাহ কবিবে, তাও কি হয ? তুমি

লাজ ধর্ম সকল ছাডছ ছাডছ দেশেব ডব
গলায কলসী বান্ধ্যা জলে ডুব্যা মব।

নদ্যাব চান্দ উত্তব দিল,

কৈ[২০৭] পাইবাম কলসীবে কন্যা কৈ[২] বা পাইবাম দবি
তুমি হও গহিন গাঙ্গ আমি ডুব্যা মবি।

প্রত্যাখ্যাত হইযা নদ্যাব চান্দ আব ঘবেব বাহিব হয না। মেওযা কিন্তু তাহাব আশায প্রত্যহ সন্ধ্যায ঘাটে কলসী লইয়া যায।

একদিন দুইদিন না কন্যা নিত্যি জলে যায

ভরা কলসীর জল ঢালিয়া ফেলায়।

মেওয়ার সহপালিত সখী[২০৮] এ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি পাগল হইলে নাকি ?

উদাসী খাডাইযা[২০৯] থাক ঠাকুব-বাডী চাইযা
নদ্যাঠাকুব পাগল হৈছে তোমাবে দেখিয়া।

মেওয়া বলিল, তুমি যখন জানিয়াছ তখন যা হয় একটা উপায় কবিয়া দাও। সই বলিল, কিছু দিন তুমি ঘরের বাহির হইও না, নদ্যার ঠাকুর আসিলে তাহাকে জানাইয়া দিব।

গাঙ্গের ঘাটে বাদ্যাছেঁডি[২১০] সাপের বিষে মবে।

মেওয়ার ভাব বুঝিয়া বড বেদেও অন্যত্র চলিয়া যাইতে চায়। ইতিমধ্যে, সম্ভবত পালনসখীর ইঙ্গিতে নদ্যার চান্দ নূতনভাবে প্রণয প্রার্থনা লাগাইল। গভীর রাত্রিতে নদীতীরে বসিয়া সে বাঁশী বাজায।

বাজাইল মধুব বাঁশী ইশাবাব তালে
"যে কথাটি কইযা দিছি সেই না সন্ধ্যাকালে।
মা ছাডিবাম বাপ ছাড়িবাম ছাডিবাম বাডি ঘব
তোমাবে লইযা কন্যা হইবাম দেশান্তব।"

বাঁশীর ডাক শুনিয়া মেওয়া আর থাকিতে পারিল না, ছুটিযা আসিয়া সে নদ্যার চান্দেব গলা জড়াইয়া ধবিল। বড় বেদে লুকাইযা তাহা দেখিল। মেয়েকে হাবাইবার ভয়ে সে তখনি সেখান হইতে বাস উঠাইযা পলাইল।

বাঁশ লৈল বসি লৈল বেবাক লৈযা সাথে
পলাইল বাদ্যাব দল—আন্ধাইরা রাতে।

বেদেরা চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া নদ্যার চান্দ পাগলেব মতো হইয়া গেল। কিছু দিন পরে সে কাহাকেও না বলিযা ঘোড়ায় চডিয়া দেশান্তবী হইল। সাত মাস ধবিযা অনেক ঠাঁই ঘুরিযা নদ্যার চান্দ দুঃখ-কষ্টে ভুগিতে ভুগিতে একদিন সন্ধ্যাকালে এক বাডিতে অতিথিরূপে আসিয়া হাজির হইল। সে বাড়ি সেই বেদেদের। তাহার যে চেহাবা হইযাছে তাহাতে বেদেদের তাহাকে চিনিবার কথা নয়। কিন্তু মেওয়া চিনিল, নদ্যাব চান্দও চিনিল। মেওযাব ভাবগতিক দেখিয়া বড বেদের সন্দেহ হইল

আজি কেন অকস্মাতে হৈল এমন ধারা।

মেওয়া সেদিন ভালো করিয়া রন্ধন করিল, এবং

জাতি দিয়া নদ্যার ঠাকুর করিল ভোজন।

গভীর রাত্রিতে উন্দর‍্যা বেদে মেওয়ার বিছানায় গিয়া তাহার মাথায হাত বুলাইয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গাইল আর বলিল, তোমাকে আমি যত্ন করিয়া ষোল বছর ধরিয়া পালন করিয়াছি। এখন আমার এই কথাটি শুনিতে হইবে

এই না ছুরি লৈয়া যাও ঐ না নদীর পাডে
ঘুমাইয়াছে নদ্যার ঠাকুর মাইবা আইস তারে।

ছুরি লইয়া মেওয়া নদীর পাড়ে আসিল। তাহার পর ঘোড়ায় চড়িয়া দুইজনে পলাইল। নানা বিপদে পড়িয়া তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইল। মেওয়া দুষ্টের কবলে পড়িল। উদ্ধার

পাইয়া নদ্যাব চান্দকে খুঁজিতে খুঁজিতে সে তাহাব মৃতদেহেব লাগ পাইল। এক সন্ন্যাসী কৃপা কবিয়া নদ্যাব চান্দকে বাঁচাইযা দিল। তাহাব পব দুইজনে বনেব মধ্যে ঘব বাঁধিল।

এদিকে বেদেবা দুইজনকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেইখানে আসিযা তাহাদেব সন্ধান পাইযা চাবিদিক বেড়িযাছে। তাহাদেব বাঁশীব সানে মেওযা তাহাদেব সান্নিধ্য বুঝিল। স্বামীকে সে সব কথা বলিল। সে যে ব্রাহ্মণ-কন্যা সে পবিচযও দিল। সে বলিল, আজ ঘুমাইব না, তোমাব কোলে শুইযা বাত কাটাইব।

পলানেব পথ নাই গাযে নাহি বল
তোমাব কোলেতে দেহ হউক শীতল।

অবিলম্বে বেদেবা আসিযা পড়িল। উন্দব্যা মেওযাব হাতে বিষ মাখানো ছুবি দিযা বলিল,

এই লও মা দিলাম ছোবা আছে জবব ধাব
তোব হাতেই দেখ্যা লৈতাম দুশমনেব মাব।
বাঘেব ঘবে চুবি কৈবা জাইত খোযাইল মোব
আমাব পালক পুত সুজন খেলাযাব
তোমাবেত দিবাম বিযা সহিতে তাহাব।

মেওযা উন্দব্যাব হাত হইতে ছুবি লইযা নিজেব বুকে বসাইযা দিল। নদ্যাব চান্দ দুই হাত দিযা তাহাকে জড়াইযা ধবিল। অমনি বেদেবা তাহাব উপব অস্ত্রবৃষ্টি কবিতে লাগিল। অবশেষে দুইজনকে একসঙ্গে কবব দিযা বেদেবা চলিযা গেল। কিন্তু পালনসখী সে স্থান হইতে নড়িল না।

সন্ধ্যাতে জ্বালাইযা বাতি কববেতে দিযা
কত না ককণা গাহে কান্দিযা কান্দিযা।
পালং সইএব চক্ষের জলে ভাসে বসুমাতা
এতদূবে সাঙ্গ হৈল নদ্যাচান্দেব কথা॥

উপবে যে কাহিনী দেওযা হইল তাহা "বাদ্যানীব গান" অনুসবণে। এ গানে ছত্রসংখ্যা ১৫০৬। মৈমনসিংহ-গীতিব ব পাঠ আকাবে ইহাব অধেকেবও কম, ৭৮৯ ছত্র।[২১১]

## ১১ ঢপ-কীর্তন, নূতন পাঁচালী ও কৃষ্ণযাত্রা

অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষেব দিকে বাঙ্গালাব পল্লী অঞ্চলেব ও গঙ্গাতীববর্তী শহব অঞ্চলেব বিভিন্ন ঢঙেব গীতপদ্ধতি ও গানেব বীতি সুনির্দিষ্ট রূপ পাইযাছিল। জযনাবাযণ ঘোষালেব ককণানিধানবিলাসে এগুলিব উল্লেখ আছে।

সঙ্কীর্তন নানা ভাঁতি অপূর্ব সুন্দব
অভিসাব মীলনাদি গোষ্ঠেব বিহাব,
পাঁচালী অনেক ভাঁতি বামাযণ সুব,
ভবানী ভবেব গান মালসী[২১৯] মাযুব[২২০],
বাইশ আখড়া ছাপ[২২২] প্রেমে চুবচুব
চৈতন্যচবিতামৃত প্রেমেব অঙ্কুব,
কালিয়দমন বাস চণ্ডীযাত্রা ধীব,
সাপড়িয়া বাদিয়াব ছাপের লহর,
গড়াহাটী[২২২] বানিহাটি[২২৩] বিবহ মাথুব।
কবি[২২৪] পশতো[২২৫] তালফেবা শুনিতে মধুব।
কথকতা[২২৬] তবজাতে[২২৭] শাড়িতে[২২৮] প্রচুব।
গঙ্গাভক্তিতবঙ্গিণী বিজযাতে[২২৯] ভোব।
গোবিন্দমঙ্গল জাবি[২২৩] গাইছে সুধীব।
শ্রবণে যাহাব গান ভকত আতুব।
বচিল চৈতন্যযাত্রা বসে পবিপুব।
বাঙ্গলার নব গান নূতন ঝুমুব।

পদাবলী কীর্তনগান ধর্মঘটিত অনুষ্ঠানের অঙ্গে পরিণত হওয়ায় এবং আঁখরের বোঝা চাপানোয় সাধারণ লোক কীর্তনের স্বাদ হারাইতেছিল। তাহারা ঝুঁকিল নূতন পাঁচালী ও ঢপের দিকে। পাঁচালীর দুই প্রধান রীতি—(১) প্রাচীন পদ্ধতি যাহাতে গায়নের পায়ে নূপুর ও হাতে চামর-মন্দিরা থাকিত, আর (২) নবীন পদ্ধতি যাহাতে গায়নের কোন বিশিষ্ট সাজ ছিল না। এই নবীন পদ্ধতির নারীকণ্ঠ রূপান্তর "ঢপ কীর্তন" নামে প্রসিদ্ধ। ইহাকেই বোধকরি জয়নারায়ণ "নূতন ঝুমুর" বলিয়াছেন।

ঢপ-কীর্তনের প্রধান গীতকার ও সুরকাব ছিলেন যশোর জেলায উলুশিয়া গ্রাম-নিবাসী মধুসূদন কান, সংক্ষেপে মধু কান (১২২০-৭৫ সাল)। মধু কানেব গানেব সবল অনুপ্রাসবিজড়িত সুরমাধুর্য বাঙ্গালা গানে নূতন উদ্দীপনা জাগাইয়াছিল এবং পববর্তী কালেব কীর্তনগানের বীতিকে দেশী ও বাউল গানের কাছাকাছি আনিয়াছিল। মধু কানেব গানেব একটি উদাহরণ দিই।[২২৪] কৃষ্ণবিরহে রাধা যমুনাতীবে মূর্ছাগত। মর্মসখী রূপমঞ্জবী তাঁহাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। অপর সখীরা বলাবলি করিতেছে,

বাজনন্দিনী পডলো ধবায
ওমা তোবা ধব আয ধব আয
কমলিনী আয গো তোবা এবাই যেন যায মথুবায।
কব দিযে দেখ নাসায
বুঝি প্যাবীব জীবননাশ হয়
জীবন বইল যাব আশায সে যদি আসিযে বাঁচায।
ওমা এসে দেখ দেখি বদেতে দন্ত
কি হলো পাইনে তদন্ত এমনি কুদন্ত
বুঝিলাম তবে তদন্ত
বাজনন্দিনীব সময অন্ত
কোথায বহিলে অন্ত অন্তে এসে হও হে উদয।
হলো ভাল কবলে ভাল গেল হে জানা
কৃষ্ণপ্রেমে নাবী মোল বইল ঘোষণা
একথা শুনিলে কানে
ত্রিজগতে মানবে কেনে
সূদন বলে কানে কানে
ভুলব না আব কানুব কথায॥

কৃষ্ণ-যাত্রায় ও নূতন পাঁচালীতে ঢপ-কীর্তনেব প্রভাব ভালো করিযাই পডিযাছিল। এই পথে লোচন অধিকাবী, শ্রীদাম দাস, সুবল দাস, পরমানন্দ, গোবিন্দ অধিকাবী, দাশবথি বায, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মধু কানের অল্পবিস্তর অনুবর্তী। ঢপ-কীর্তনে কথকতাবও স্থান আছে। যেখানে কৃষ্ণ-যাত্রায় পাই বক্তৃতা সেখানে পাঁচালীতে পাই পদ্য বা ছড়া আবৃত্তি। কৃষ্ণ-যাত্রায় প্রধান ভূমিকা দূতীর। ঢপে ও পাঁচালীতে দূতীর ভূমিকার কোন বিশেষ মূল্য নাই। দূতীর ভূমিকায় সাফল্যেব পথেই গোবিন্দ অধিকারী, বদন অধিকারী এবং নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণ-যাত্রায় যশস্বী হইয়াছিলেন। ঢপ-কীর্তন শহব অঞ্চলের মেযে কীর্তনীয়াদের একচেটিয়া হইয়াছিল। পাঁচালীর সহিত কীর্তন গানের তফাত হইতেছে এই যে পাঁচালীতে গায়ন অঙ্গভঙ্গি করিত, কখনো কখনো পাত্রপাত্রীর সাজও সাজিত এবং মধ্যে

মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা করিত। গানের ঢঙেও কীর্তনের বিশুদ্ধি কমিয়া আসিতেছিল এবং খেমটা ও কবিগানের প্রভাব পড়িতেছিল।

পাঁচালী হইতেই যাত্রার উদ্ভব। যাত্রার সঙ্গে পাঁচালীর পার্থক্য এইমাত্র ছিল যে পাঁচালীতে মূল গায়ন বা পাত্র একটিমাত্র, যাত্রায় একাধিক—সাধারণত তিনটি। যাত্রার একটি বড় বিশেষত্ব ছিল নারদ-মুনির অথবা ব্যাসদেবের ভূমিকায় কৌতুক সৃষ্টি। "যাত্রা" শব্দের মূল অর্থ হইতেছে দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে শোভা-যাত্রা ও উৎসব। আধুনিক কালে "নদীর যাত", "মানাদের যাত" এইসব স্থলে মূল অর্থ অনেকটা বজায় আছে। তাহার পর অর্থ হইল দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে নাটগীতি, তাহা হইতে দেবলীলাত্মক অথবা অন্য কাহিনীময় নাটগীতি। প্রথমে যাত্রার বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলা, তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া কালিয়দমন কাহিনী। এইজন্য যাত্রার নামান্তর ছিল কৃষ্ণ-যাত্রা অথবা কালিয়দমন। তাহার পর চৈতন্য-যাত্রা। চণ্ডী-যাত্রার নামটুকুই শোনা যায়। অবশেষে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা।

জয়নারায়ণের নিবন্ধে নূতন পাঁচালী-যাত্রা পালাগানের যে উদাহরণ আছে [১] তাহার ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট এবং সে কারণে উদ্ধৃতির যোগ্য। পালা কলঙ্কভঞ্জন।

এখন আর কেমন কন্যা বলিবে তোরা রাধাকলঙ্কিনী ॥ ধুয়া ॥
জটিলা কুটিলা মান হইয়া গেল হত
তাহা মুই করো কত
অবিরত বলিতে লজ্জা পায়
পরখে সতীর গুণ হইল বিদিত
নারীর চরিত্র যত
অভিভূত শুনিয়া সবাই—
ঘরে ঘরে করে কানাকানি।
এই কলঙ্কভঞ্জনের কথা শুনি নারদ মুনি ॥ ধুয়া ॥
বাসুদেব সঙ্গে করিয়া আসিল অবনি ॥ পরধুয়া ॥
অগ্রবনে থাকি মুনি বাসুকে পাঠান
কোথায় আছেন কৃষ্ণ আনহ সন্ধান
দেখা হলে মোর কথা কবা তুমি এই করি ষোড়পাণি ॥
বাসু কহে কোন কৃষ্ণ কিবা রূপ ধরে
জাতিকুল কহ তার থাকে কার ঘরে
জনমিয়া দেখী নাই তারে বল কেমন কন্যা চিনি ॥
মুনি কহে নীলকান্ত জিনি রূপ তার
আভির জাতীর মধ্যে আছেন এবার
বৃন্দাবনে বাস তার নন্দ ঘরে যশ মাতা নন্দরাণী।
বাসু কহে কোন মুখে যাব মহাশয়
মুনি কহে নন্দগ্রাম ঐ দেখা যায়
পাথেয় পয়সা দিলেন তাহারে বাসু চলিল তখনি।
বৃন্দাবন পথ ভুলি যায় দিল্লী পানে
পথ দেখাইল মুনি জ্ঞান-অন্ধ জনে
নাচিতে নাচিতে আসি বৃন্দাবনে আসিয়া হেরিল সে নীলমণি ॥[১১৭]

রূপ দেখিয়া অবাক হইল নাবদেব বাসু ॥ ধুযা ॥
চরণতলে দেখ কত ফুটিয়াছে টেসু ॥ পবধুযা ॥
ঘুঙ্গুক বাজে নূপুব বাজে অভয দিছে আশু
চবণ-কমল হেবি হইল উল্লাসু ॥
কবিতে স্তুতি নাহিক জানি আমি অতি পশু
তোমাব তত্ত্ব লৈতে মুনি পাঠাইলা বাসু ॥
পিতামহেব তাত তুমি এবে হইলা শিশু
না দেখি বিমল পদ মুনিবব ত্রাসু ॥
আজ্ঞা হৈলে মুনিববে আনে গিযা বাসু
অজ্ঞান পাপীব পাপে মোব জ্ঞান-ইষু ॥[২২৮]
কখন সে হবি পদ দেখিবে এ দীন ॥ ধুযা ॥
পাইযা চবণ-সুধা শান্ত হবে আশা ক্ষুধা
নযন চকোব তাহে হইযা ববে লীন ॥
হবি-পদ মহাতরি, হেরিলে যাইব তবি
পাব হব ভববাবি আমি দীনহীন ॥
সে পদ সুচাক ভানু, পাপ নাশে মম তনু
জপিব তাহাব মনু ত্যাজি পবাধীন ॥
সে পদ নির্মল জল, তাহে বব অবিকল
প্রাণ মম দুই দল হবে তাহে মীন ॥
সে পদ অচল তলে বান্ধি মন সুচঞ্চলে
তনুতবি নাহি টলে হইব প্রবীণ ॥
দেখিযা চবণখানি, ধবে পদ দিযা পাণি
পূর্ণব্রহ্ম জানযা মুনি বাজাইল বীণ ॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম কবে, মুখে বলে হবে হবে
বাববাব নতশিবে কবে প্রদক্ষিণ ॥
নাবদেব নিবেদন শুন প্রভু নাবাযণ
তোমাব অধীন হন সদা গুণ তিন ।[৭] [৯] গীত সাঙ্গ

## ১২ দাঁড়া কবি ও বোলান গান

অষ্টাদশ শতাব্দীব পূর্ব হইতেই ছড়া কাটিযা ঢোল-কাসিব সঙ্গতে গান কবাব পদ্ধতি ধর্মঠাকুবেব ও শিবেব গাজনে প্রচলিত ছিল। এইরূপ ছড়াকেও বলিত "আর্যা"[২৩] অথবা "তর্জা"[২৩১] অথবা "আর্যা-তর্জা"।[২৩২] অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইরূপ বাঁধা ছড়াব আসবে যে উত্তব-প্রত্যুত্তব ("বাকোবাক্য") গানেব পদ্ধতি চলিত হইল তাহাই "দাঁড়া কবি"। "দাঁড়া" শব্দেব অর্থ হইতেছে "সোজা সবান" অর্থাৎ বাঁধা পদ্ধতি।[২৩৩] (দাঁড়াইযা গাওযা হইত বলিয়াই "দাঁড়া কবি" নাম হইযাছে—এইরূপ অদ্ভুত ধাবণা অনেক পণ্ডিতেব এখনও মজ্জাগত। ইঁহাবা কি মানিবেন না যে পাঁচালী-তবজা-কবি ইত্যাদি সবই দাঁড়াইযা বসিযা গাওযা হইত, শুইযা পড়িযা নয ?)

ধর্ম-ঠাকুবেব ও শিবেব গাজন-উৎসবে মূল সন্ন্যাসী গাঁযেব পথে পথে ঘুবিয়া যে

তর্জা-ছড়া বলিত তাহার বিশিষ্ট নাম "বোলান"।[২৩৪] উত্তররাঢ়ে মনোহরশাহী পরগনায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে শোনা এই দুইটি "বোলান" বর্ধমানের প্রবীণ মোক্তার স্বর্গীয় মণীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে পাইয়াছিলাম।

যতগুলি বল্‌লাম বোলান গো. আরও বল্‌তে পারি।
ওস্তাদের নাম অকিঞ্চন তেঁতুলতলায় বাড়ী॥
যার বাড়ীতে গরু নাই গো তার বাড়ীতে ঘসি।
তোমরা একবার বোলান বল আমরা একবার বসি।

জয়নারায়ণের কাব্যে "চবক সন্ন্যাস লীলা"র প্রসঙ্গে বোলান-তরজার এই উদাহরণ আছে।[২৩৫] "তরজা পথ বন্ধন,"

সন্ন্যাসিনী॥ কোথা হইতে জন্ম তোব কোথায় বসত
কোনখানে যাবে তুমি কিবা তব মত॥
ইহার জবাব॥ গোলোক বসতি ছাড়ি ব্রজভূমে আসি
স্বামীর লাগিযা মোরা হইয়াছি সন্ন্যাসি
হবি লাগি তপ করি এই মনোব্রত
পথ কেন বন্ধ কর ছাড়হ ত্বরিত॥
ইহার জবাব॥ না জানি গোলোক কোথা কেবা তব পতি
কুলটা করিয়া সৎপথে কব গতি।
কব শিরে ধূনা জালে আলেযার মত
না জান্যা ছাডিতে নাবি আব কব কত॥
ইহাব জবাব॥ সঙ্গে সঙ্গে চল সবে যথা মোরা যাই
সাধু সঙ্গে চল যদি পাইবে গোসাঞি॥

## ১৩ শাড়ি গান ও জারি গান

"শাড়ি" (পূর্ববঙ্গের উচ্চারণে "সারি") শব্দের ব্যুৎপত্তিতেই "শাড়ি গান"-এর পরিচয় লুকানো আছে। শব্দটি আসিয়াছে সংস্কৃত "সৃত" (অর্থাৎ গড়িয়ে যাওয়া) শব্দ হইতে। সংস্কৃত সৃত > প্রাকৃত + সট > বাঙ্গালায় [নিঃ]সাড, [অ]সাড়, সাড়া, শাড়ি। নৌকার দাঁড়ি ও সুরকি-ভাঙ্গা অথবা ছাত-পেটানো মজুর দাঁড়ের আঘাতের ও হাতুড়ি-পেটার তালে তালে যে ধরনের গান গাহিত (এবং এখনও গায়) তাহাই "শাড়ি" গান।[২৩৬] জয়নারায়ণের সময়েও যে শাড়ি-গান পূর্ববঙ্গের বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা তাঁহার প্রদত্ত নমুনার ভাষা হইতে জানা যায়। নৌকাবিলাসের প্রসঙ্গে শাড়ি-গানের যে উদাহরণ আছে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

জলজন্তু ধর্য়া কভু করে নৌকা মত, কৃষ্ণ তাহে মাঝি হন দাঁড়ি গোপীযুথ।
কর বৈঠা কঙ্কণেতে বাজিছে পঞ্জনি সপ্তস্বরে শাড়ি গান গোপিনী রঙ্গিণী॥

এই ভূমিকা করিয়া—"গীত শাড়ি", "রাগিনী প্রভাতি" "তাল শাড়ির"

কেম্বায় তুষিব মোরা মোহন মোহিনী
তার হদ্ধি নাহি জানি॥ ধুয়া॥
নানাফুলে বনাইনু হিংহাহন খানি
তার মাজে রহিলেন রাদা বিনোদিনী।
কোন গাটে লয়্যা যাহ কয়্যা দেলো দনি

মাজির হনে ঠারাঠারি তুই কবচ কেনি ॥ শাড়ি সাঙ্গ ॥[২৩৭]

কৃষ্ণের বাল্যলীলার প্রসঙ্গেও শাড়ি গানেব উল্লেখ আছে।[২৩৮]

পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে "জারি" গান প্রচলিত আছে। শব্দটি ফারসী, অর্থ "বিলাপ"। করুণরসাত্মক গান ও কবিতাব "জারি" নাম মুসলমান লেখকেরা দিতেন।[২৩৯] করুণানিধানবিলাসে বৈষ্ণবপদাবলীর বিবহগীতিও এই নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে এমন গান "শোচক" নামে পরিচিত ছিল ॥

### ১৪ মালসী গান

দেবীবিষয়ক গান "মালসী" নামে প্রসিদ্ধ। জয়নাবাযণ শিববিষয়ক গানকে "মাযূব" বলিয়াছেন। দুটি নামই মূলত বাগিণীব নাম—মালবশ্রী ও মাযূর—হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয। হয়তো এই ধবনেব গান গোড়ায় প্রধানত এই দুই রাগিণীতেই গাওযা হইত।

দেবীবিষয়ক গান-বচযিতাদের মধ্যে রামপ্রসাদের নাম অগ্রগণ্য। বামপ্রসাদেব গীতাবলীতে যে একাধিক ব্যক্তির রচনা মিলিয়াছে তাহা পূর্বে উল্লেখ করিযাছি। এই বিষযে অপর উল্লেখযোগ্য গীতকার হইতেছেন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, যুগল "ব্রাহ্মণ"[২৪০], রামানন্দ[২৪১], ভৃগুরাম দাস[২৪২], "দ্বিজ" নরচন্দ্র, জগৎদুর্লভ ন্যায়ালঙ্কাব ইত্যাদি। "দ্বিজ" নরচন্দ্রের অনেকগুলি গান পাওয়া গিয়াছে।[২৪৩] একটি পদেব ভনিতা হইতে কবিব নিবাসস্থান জানা যাইতেছে—"দ্বিজ নবচন্দ্রের আশ জামদায় যাব বাস"। শক্তি-সাধক ও গান-বচয়িতা "দ্বিজ" নরেশচন্দ্র ও এই নরচন্দ্র এক ব্যক্তি হওযা সম্ভব। জগৎদুর্লভ চণ্ডীদাসের পীঠস্থান বলিযা সুপ্রসিদ্ধ নানুব গ্রামেব অধিবাসী ছিলেন। ইনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন।[২৪৪]

"মালসী" গান রচযিতাদের মধ্যে স্ত্রীলোক এবং মুসলমানও ছিলেন। যেমন তাবিণী "ব্রাহ্মণী" ও মীর্জা হোসেন আলীব ভনিতায পদ দুইটি।[২৪৫]

শিবদুর্গা নাম লওনা কেন মন বে আমাব
অন্তিমকালে তবাইবে ভবনদী পাব।
দুর্গানামটি মকবন্দ শ্রবণে বহে আনন্দ
নিবানন্দ নিতান্ত কপাল মন্দ যাব।
দুর্গানামটি মহৌষধি পান কব নিববধি
কাল-ভয় কাল-চিন্তা নাইক তোমাব।
তারিণী ব্রাহ্মণী বোলে দুর্গানামটি না লইলে
শমনভুবন গেলে দোহাই দিবে কাব ॥

কঙ্কালী কবালবনমালী ওগো মা।
কখন রত্নসিংহাসনে কখন পাঠাও বনে বনে
কখন কখন হও বনমালী
অঘোর শমনের ভয় তুমি বিনে কেহ নয
তাহার সাক্ষী মীর্জা হুসেন আলী ॥

## ১৫ খেউড় ও কবি-গান

"খেউড" বা "খেঁউড" ("-খেঁড়ু"[২৪৬]) আসলে ছিল অবরুদ্ধ মেয়ে মহলে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে গেয, পুরুষেব শ্রবণ-অযোগ্য, কুৎসিত ভাব-ভাষাব গান। তাহাব পবে এই ধবনেব গান অমার্জিত বিকৃতরুচি পুরুষ সমাজেও প্রচলিত হইযাছিল। ইহা কবিগানেব এক পূর্বরূপ। ভাবতচন্দ্রেব উক্তি হইতে[২৪৭] মনে হয যে এই নোংবা ভাব-ভাষাব গান গঙ্গাতীবেব নাগবিক সমাজেব কোন কোন গোষ্ঠীতে ঊনবিংশ শতাব্দীতেও সমাদৃত ছিল। কবি-গানেব সবচেয়ে পুবানো যে নিদর্শন পাই তাহাব ক্লাইমাকস ও উপসংহাব দুইই খেউড।

কবি-গানেব প্রধান বিশেষত্ব দাঁড়াইযাছিল একাধিক দলেব মধ্যে প্রতিযোগিতা ("বাদাবাদি")। একদল যে বিষযেব প্রশ্ন গান ("চাপান") গাহিবে সে গান শেষ হইলে অপব দল তাহাব জবাব গান ("উতোব") গাহিবে। শেষ পযন্ত গানেব প্রশ্নোত্তবেব টক্করে এবং গাওনায যে দল সবচেয়ে ভালো বিবেচিত হইবে তাহাবাই বিজযী হইবে। রুক্মিণীনিধানবিলাসে কৃষ্ণলীলাব প্রসঙ্গে কবি-গানেব যে নমুনা আছে তাহাই প্রাপ্ত প্রাচীনতম খেউড গান।[২৪৮] ইহাতে কবি গাওনায চারটি বিভাগ পাই। এই চাব বিভাগ যথাক্রমে "গুরুদেবেব গীত" (অর্থাৎ বন্দনা) "সখীসংবাদ," "বিবহ" ও "খেউড"। প্রত্যেক বিভাগে দুইটি কবিযা গান,—একটি প্রধান গান আব একটি দুই-তিন ছত্রেব ছোট গান ("টপ্পা")। প্রধান গানে আছে "ধুযা" এবং 'চিতান" (অথবা দীর্ঘতব "পবধুযা")। যেমন

তিনবাত্রি কবি গায দু দল হইযা হাবিজিত শব্দগুণে শুন মন দিযা
গোপীতে কবিল সৃষ্টি কবিব কীওন অদ্যাবধি সেই গান কবে নবগণ।

[২৪৭] মন মজিলে নাবে কেনে গুরু চবণে ॥ ধুযা ॥
দশ শত দল কমলেতে যাব বসতি অতি গোপনে।
জনম সফল কব একবাব নিবখ শ্রীনাথ জ্ঞান নযনে ॥ চিতান ॥
অজ্ঞান অন্ধেব সুজ্ঞান অঞ্জন ক হেন এ তিন ভুবনে।
প্রভু দযাময কবে ববাভয বিতবে করুণা কাতব জনে ॥
ভবজলনিধি নিস্তাবণবিধি গুরু কৃপানির্দি আপনে।
চতুর্বর্গ ফল ফলে শ্রীচবণে বাঞ্ছা কবা লও যাব যে মনে ॥ ১ ॥
বাম উরু স্থিত শক্তি সুশোভিত বল্যাছেন মুক্তি প্রদানে।
খেদ কবে দূব মানস তিমিব বিনাশে মাযেব ও রূপ ধ্যানে ॥
তনু সুকোমল কবেতে উৎপল ধবে না এ রূপ নযনে।
লোহিতবরণ শিশু ভানু যেন স্থকিত হৈযাছে শশীর সনে ॥ ২ ॥
অধমতাবণ পতিতপাবন গুরুনাম সাব ভুবনে।
যে একান্ত তাঁকে নাম লইযা ডাকে তাবে কৃতাঞ্জলি হয শমনে ॥
চারু কলেবব বজতভূধব বিনিন্দিত শ্বেত ববণে।
প্রভু সনাতন গুরু নাবাযণ কৃপাব আদেশে আবেশে ভণে ॥ ৩ ॥[২৫০]

[২৫১] দেখি দেখি সখী কেমন সাজাইযাছি যুগলে নিকুঞ্জে আনিযা ॥ ধুযা ॥
জগতে মহিমা বাসন্তীপ্রতিমা সেরূপ দেখনা চিনিতে পাব কিনা ভাবিযা ॥ চিতান ॥

আর সখী কহে চিনা নাহি যাব হর গৌরী দেখি বসিয়া।
জয়া সখী কয় বহুরূপী হয় আমি জানি ভাল করিয়া ॥
হইলে দশমী চিনে লও তুমি ছাড়িবে এবেশ মুরলী লাগিযা।
লুকাব রাধায় দেখাব তোমার রাধা রাধা বলি বেড়াইবে শ্যাম ডাকিয়া ॥ ১ ॥

"[২] চন্দ্রবংশে জন্ম যার কলঙ্কে কি করে তার।
ভোজন গোয়ালা ঘরে জাতি পাতি অতি ॥ ধুযা ॥
কুমারী সহিত পুন যে করে পিরীত কামকলা করে তাবে পতি।
সাবাস সাবাস ওলো সতি ॥ চিতান ॥
প্রতি অঙ্গে কুটিলতা কুটিল ববণ ধাতা
হারে অষ্টাবক্র মুনি যবে করে গতি।
কাগা বগা পাখী মাবি ভুলায় পরেব নাবী
তার সনে বিহার করে কামুকী যুবতি ॥ ১ ॥
কামের কামিনী কাছে মানীর মান থাকে না।
জগৎ মালিক হয় তবু তারে করে জয
ব্রজের মাঝে সেই তামাসা দেখ না।
গরজে সকলি সহিতে হয় কুলটাব বাণী ॥ ধুযা ॥
যাবৎ না জানে লোকে লোকে সতী বলে তাকে
কেবা জানে ছিনাল কাহিনী ॥ চিতান ॥
অধোদেশ বাকী কার রাখিয়াছে ব্রজেব নীলমণি ॥
একে একে বল দেখি সত্য কথা ধনী ॥
যাচিয়া যৌবন দিয়া এখন কব ঠেস্বাখানি ॥ ১ ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবি-গান "তর্জার লড়াই"-এ পবিণত হইয়াছিল। শতাব্দী শেষ হইবার আগেই তরজার আদর কমিয়া যায়। এখন পল্লী অঞ্চলে যে তবজার লড়াই চলিত আছে তাহা তুচ্ছাতিতুচ্ছ রচনা। তরজার-লড়াইযেব শেষ কবিদের মধ্যে ছিলেন বনমালী দাস, ঈশ্বরচন্দ্র দাস সাঁতবা, নন্দলাল রায়, গোপালচন্দ্র পাল, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি বিশ্বাস ইত্যাদি। ইঁহাদের রচনা বটতলার ছাপাখানায মুদ্রিত হইয়াছিল (১৮৭৩-৭৮) ॥

### ১৬ আখড়াই গান, নিধুবাবু ও শ্রীধর কথক প্রভৃতি

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা দেশের নব লব্ধধন আমীরি রুচি নাগরিক সংস্কৃতি যখন কলিকাতায় শিকড় গাড়িয়াছিল তখন এই খেউড় ও কবি-গানের বীজতলা হইয়াছিল এই ইংরেজ-রাজধানী। বাঙ্গালা দেশে ইংরেজশাসন সুদৃঢ় করণে যে বাঙ্গালী সর্বাধিক দায়ী এবং যিনি ইংরেজ-শাসনকর্তার সহায়তালব্ধ মান-ঐশ্বর্যের নবগরিমায় মুর্শিদাবাদের রাজসভায় দ্রুতম্লানায়মান ঔজ্জ্বল্যের ব্যর্থ অনুকরণে আগ্রহবান্ ছিলেন সেই "মহারাজা বাহাদুর" নবকৃষ্ণ দেব এই ধরনের ও অন্যবিধ বৈঠকি গানের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন। নবকৃষ্ণের অনুচরমণ্ডলীর মধ্যে সে সময়ের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাহার মধ্যে একজনের—কুলুইচন্দ্র সেনের—প্রচেষ্টায় কবি-গান পাঁচালী-কীর্তনের ঢঙ ছাড়িয়া ওস্তাদি

ছাঁচে ঢালাই হইযা "আখড়াই" (অর্থাৎ আখড়া বা সঙ্গীতশালাব উপযুক্ত) নাম পাইল।

আখড়াই-গানেব বচনা সংক্ষিপ্ত ও প্রগাঢ। তিনটি মাত্র গানে গাওনা শেষ হইত, প্রথমে "মালসী" অর্থাৎ মালবশ্রী বাগিণীতে গেয ভবানীবিষযক, তাহাব পর প্রণযগীতি (সাধাবণত মিলনেব ব্যাকুলতাসূচক), শেষে প্রভাতী (বজনীপ্রভাতে মিলনেব সম্ভাবনা দূব হওযাতে আক্ষেপ)। ইহাতে ধ্রুপদ-খেযালেব মতো বাগেব আলাপ ও সুবেব পবিচাবণ দীর্ঘবিলম্বিত হইত। আখড়াই নাম সেইজন্যই। সেইসঙ্গে বাজনা ও সঙ্গতেব বিশেষ পাবিপাট্য ছিল। আখড়াই-গানে বাজনাব তালেব গতি (tempo) ছিল প্রধানত চাবপ্রকাব—পিড়ে (বা পিঁড়ে)-বন্দী (overture), দোলন (swing), সব-দৌড (full tempo) এবং মোড (climax)। কবি-গানেব মতো আখড়াই-গাওনায প্রতিদ্বন্দ্বী দলেব মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ হইত না। যে দল গান-বাজনায শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইত তাহাবই জয।

শুধু আখড়াইযে নয সেকালেব প্রণযগান-বচযিতাদেব মধ্যেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন নিধুবাবু (বামনিধি গুপ্ত)।[২৫৩] ইঁহাব জন্ম হয ১১৪৮ সালে ত্রিবেণীব নিকটে চাপতা গ্রামে মাতুলালযে, মৃত্যু কলিকাতায ২১ চৈত্র ১২৪৫ সালে। পিতা হবিনাবাযণ কবিবাজ এবং পিতৃব্য লক্ষ্মীনাবাযণ কবিবাজ বাস কবিতেন কলিকাতায কুমাবটুলিতে। এখানে থাকিযা নিধুবাবু লেখাপডা কবিযাছিলেন। দশসালা বন্দোবস্তেব সময নিধুবাবু ছাপবায গিযা পডেন। সেখানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ভালো কবিযা শিখিযা লইযা হিন্দী গান ভাঙ্গিযা বাঙ্গালায "টপ্পা" (অর্থাৎ সংক্ষিপ্তাকাব) গান বচনা কবিতে থাকেন। কিছুকাল পবে কাজ ছাডিযা দিযা কলিকাতায ফিবিযা আসেন। কলিকাতায

"শোভাবাজাবস্থ বটতলাব পশ্চিমাংশে বড একখানা প্রসিদ্ধ আটচালা ছিল নিধুবাবু প্রতি দিবস বজনীতে তথায গিযা সংগীত বিষযেব আমোদ কবিতেন নিমতলা নিবাসী সুবিখ্যাত বাবু শ্রীনাবাযণচন্দ্র মিত্র মহাশয পক্ষিব দল কবিযা উক্ত প্রসিদ্ধ আটচালায সর্বদা উল্লাস কবিতেন, পক্ষিব দলেব পক্ষী সকল ভদ্রসন্তান উপস্থিতবক্তা এবং সৌখিন নামধাবী সুখী ছিলেন, পক্ষিব দলেবা নিধুবাবুকে অত্যন্ত মান্য কবিতেন। পক্ষিগণ আপন আপন গুণানুসাবে নাম পাইতেন এবং সেই নাম প্রায নিধুবাবুব দ্বাবা প্রাপ্ত হইযা সুখী জ্ঞান কবিতেন ১২১০ সালেব পূবে মৃত মহামতি মহাবাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুবেব সমাজে বাঙ্গালি মহাশযদিগেব মধ্যে "আখড়াই" গাহনাব অত্যন্তামোদ ছিল। তখন উক্ত মহাবাজেব নিকট কুলুইচন্দ্র সেন নামক এক জন বৈদ্য আখড়াই বিষযে অদ্বিতীয পাবদর্শি ছিলেন, তাহাকে আখড়াই গাহনাব একজন জন্মদাতা বলাই কর্ত্তব্য হয তিনি 'বামনিধি গুপ্তেব অতি নিকট সম্বন্ধীয মাতুলপুত্র ছিলেন, কিন্তু নিধুবাবু তাঁহাব পব আখড়াই বিষযে যে সকল নতন প্রণালী কবেন এমত আব কেহই কবিতে পাবেন নাই, ইঁহাব কৃত প্রণালীই অদ্যাপি প্রচলিত বহিযাছে। ১২১০ অব্দে যখন মহামান্য বাজকৃষ্ণ বাহাদুব আখড়াই" আমোদে আমোদী হইলেন তখন শ্রীদাম দাস[২৫৪], বামঠাকুব ও নসিবাম সেকরা প্রভৃতি কযেকজন সর্বদাই "আখড়াই" সংগীতের সংগ্রাম কবিত, ইহাবা তাবতেই এ বিষযে পণ্ডিত ছিল কিন্তু সৌখিন ছিল না, পেসাদাবি কবিয়া টাকা লইত। ১২১২ কিম্বা ১৩ অব্দে নিধুবাবুব উদ্যোগে এতন্নগবে দুইটি সংশোধিত সখেব আখডায দলেব সৃষ্টি হয, তাহাব এক পক্ষে বাগবাজার ও শোভাবাজাবস্থ সমুদয ভদ্রসন্তান, এবং আব এক পক্ষে মনস'তলা অথবা পাতুবিয়াঘাটা নিবাসী 'নীলমণি মল্লিক মহাশয় ও তাঁহাব বন্ধুবর্গ ব্রতী হইলেন, এই উভয দলে "বাদী" হইলে নিধুবাবু বাগবাজারের পক্ষ হইযা গীত ও সুব প্রদান কবিলেন, এবং মল্লিক বাবুব পক্ষে শ্রীদাম দাস এবং 'কুলুইচন্দ্র সেনের পুত্র 'গোকুলচন্দ্র সেন প্রভৃতি কযেকজন গীত ও সুর

প্রস্তুত করণার্থে প্রবর্ত্ত হইলেন, তাহাতে শ্রীদাম দাস প্রভৃতি ভবানীবিষয় এবং খেউড় প্রস্তুত করিতে গোকুলচন্দ্র সেনের উপর ভারার্পণ হইল···এই সংগীত সংগ্রাম শ্রবণ ও দর্শন করত নগরস্থ সমস্ত বিশিষ্ট লোক অপর্যাপ্ত আনন্দসাগরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ সখের আখড়াই স্থাপিত হইলে ব্যবসায়ীদিগের আখড়াইয়ের দল একেবারে উঠিয়া গেল।"[২৫৫]

নিধুবাবুর জীবৎকালেই তাঁহার গীতসঙ্কলন বাহির হইয়াছিল। সম্ভবত বইটির নাম ছিল 'রসিকমনোরঞ্জন'।[২৫৬] নিধুবাবুর গান অধিকাংশই প্রণয়বিষয়ক এবং আকারে ছোট অর্থাৎ 'টপ্পা'। পরিসর সঙ্কীর্ণ হওয়ায় ভাব সংহত ও রসঘন। বিরহের জ্বালার অপূর্ব মাধুর্যের আস্বাদ নিধুবাবুর শ্রেষ্ঠ গীতগুলিতে অভিব্যক্ত আছে। কিছু উদাহরণ দিই।

কত ভালো বাসি তারে সই কেমনে বুঝাব
দরশনে সুখী হয মম অঙ্গ সব।
যতক্ষণ নাহি দেখি, বোদন করযে আঁখি
দেখিলে কি নিধি পাই কোথায় রাখিব ॥

কহনে না যায সখী তাব কত গুণ
রাত্রিদিন প্রাণ প্রাণ কবে যারে মন।
হবিষবিষাদ দুই বিচ্ছেদ মিলন
দুয়ের বাহিরে বাখে সে জন এমন ॥

ধীরে ধীবে যায দেখ চায ফিরে ফিবে।
কেমনে আমাবে বল যাইতে ঘবে।
যে ছিল অন্তবে মোব বাহ্যে দেখি তাবে
নযন-অন্তর হলে পুনঃ সে অন্তবে ॥

নানা দেশে নানা ভাষা।
বিনে স্বদেশীয ভাষে পুবে কি[২৫৭] আশা।
কত নদী সবোবব, কি বা ফল চাতকীব
ধাবা জল বিনে কভু ঘুচে কী তৃষা ॥

নিধুবাবুর সমসাময়িক গান-বচয়িতাদেব মধ্যে শ্রীধব "কথক" সমধিক উল্লেখযোগ্য। শ্রীধরের উপাধি ছিল "কবিরত্ন" ও "কবিভূষণ"। নিম্নে উদ্ধৃত গানটি এককালে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মুখে মুখে ফিরিত।

ভালবাসিবে বল্যে ভাল বাসিনে
আমার স্বভাব এই তোমা বই আব জানিনে।
বিধুমুখে মধুব হাসি, দেখিলে সুখেতে ভাসি
সে জন্যে দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে ॥[২৫৮]

আর একটি ভালো গান

যাবে তাবে মন দিতে বলে গো (নয়ন আমাব)
নিবারণ কবি যদি অগ্নি ভাসে জলে গো।
মন নয় মনেরি মত, নয়নেরি অনুগত
বুঝায়ে রাখিব কত নানা পথে চলে গো।[২৫৯]

নিধুবাবুর ও শ্রীধর কথকের পূর্ববর্তী গান-রচয়িতা ছিলেন দুই ভাই (?) লালচাঁদ (বা লালু) ও নন্দলাল। ইঁহাদের জীবৎকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর এদিকে হইবে না। ব্রিটিশ মিউজিয়মে হ্যালহেড-সংগৃহীত একটি পুথিতে লালচন্দ্র-নন্দলালের পদ পাওয়া গিয়াছে।[২৬০] ১২০৫ সালে লেখা পুথিতে একটি গান পাইয়াছি।[২৬১] অধিকাংশ পদেই "লালচন্দ্র-নন্দলাল" যুক্তভনিতা পাওয়া যায়। শুধু লালচন্দ্রের ভনিতাযুক্ত একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি।

আর তোমার মনে কথা কও না হে নাথ
কৈয়া কথা কেন বৃথা বিরস করিব চিত। ধৃ।
তুমি হে কপট জন কঠিন তোমার মন
ভালর তরে কৈলে পরে হিতে ভার বিপরীত।
তুমি যে ভ্রমর-জাতি অশেষ কুসুমে গতি
তেজিয়া মালতী যুথী ধুতুরা মহলে রত
কিবা অপরাধ পাইলে কেন রে এমন হল্যে
মধুর পিরীত কৈলে নিমের অধিক তিত।
এত কর্যা বারে বারে বুঝাইতে নারিলাম যারে
কি করিব বল মোরে (তারে আর) বুঝার কত
লালচান্দে বলে ধনি না বুঝিয়া অভিমানী
মানদোষে বিনোদিনী কেনে অমন কর্যা ঘাত।

অধ্যাত্ম-সঙ্গীত রচনা অনেকেই করিয়াছিলেন। প্রাচীনতর গীতকারদের মধ্যে নাম করিতে হয় বর্ধমানের মহারাজা তিলকচাঁদের দেওয়ান বর্ধমান জেলার চুপী গ্রাম-নিবাসী রজকিশোর রায়ের এবং তাঁহার দুই পুত্র নন্দকিশোর ও রঘুনাথ রায়ের। রঘুনাথের গানে "অকিঞ্চন" ভনিতা আছে। "কালী মির্জা" নামে প্রসিদ্ধ কালিদাস মুখোপাধ্যায় (মতান্তরে চট্টোপাধ্যায়) অনেকগুলি গান লিখিয়াছিলেন।[২৬৩] ইনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদ ছিলেন। ইঁহার নিবাস ছিল গুপ্তিপাড়া। কালী-মির্জা কিছুকাল বর্ধমানের রাজকুমার প্রতাপচাঁদের সভাসদ ছিলেন। পরে গোপীমোহন ঠাকুরের (মৃত্যু ১২২৬ সালে) আশ্রয়ে আসেন। গোপীমোহনের আগেই কালী-মির্জা মারা যান।

একটি পুথিতে নিম্নলিখিত গানটি[২৬৪] পাওয়া গিয়াছে। গানটিতে কবিত্ব নাই, তবে খোলাখুলি মনের কথা আছে।

প্রেমের ভাই নিতাই অরে
যে মোর অন্তরে দুখ আর আমি কর কারে
ঠাকুর পূজা করিতে যাই, রসের কথা শোন রে ভাই
ভরানে সেকরার ঘরে বস্যা
মোরে দেখ্যা গেল হেস্যা প্রাণ নিতে রে
ভেব্যা তনু হল সার জীউ মোর এস্যাচে কারে।
টাড পৌঁচা অলঙ্কার, কোমরে শোভে চন্দ্রহার দানা আদি চাঁপকলি গলে
বিননি পুতলি প্রায় তিমিরকে বিনাশ করে।
বচন মধুর শুনি, যেন কোকিলের ধ্বনি

গজেন্দ্র জিনিযা গতি শুনিযাছি দেখযে যদি প্রাণ নিতে বে
থাকুক অন্যেব দায দেবতা আদি জ্ঞান হবে।
দ্বিজ বামপ্রসাদে ভনে, এমন বল্যো কেবা জানে
দেবতা সাধিলা এত দিন বব এস্যা দিত মোবে ॥

পল্লী-কবিব সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত বচনা হইল কৌতুকবসেব গান ও কবিতা। তবে এ-ধবনেব বচনাব অধিকাংশই নিতান্ত আদিবসগাঢ। পাঠযোগ্য এবং পুবানো উদাহবণ কিছু দিতেছি।

"নাডা" বা "দ্বিজ" বামানন্দেব গাঁজাব ও তামাকুব গান[২৬৫],

মনেব গৌববেতে চিনলি না বে অবে গাঁজাখোব। ধুযা।
গাঁজাব পাতা জলে ভাসে তাহা দেখি ভাঙ্গি হাসে
আব এক ভাঙ্গি বলে ওবে জাহাদ[২৬৬] এইল মোব।
ভাঙ্গি ঘবে শুক্রা থাকে গগনেতে তাবা দেখে
আব ভাঙ্গি উঠ্যা বলে বালাখানা মোব
বামানন্দ নাডায বলে এক ছিলুম গাঁজা খাইলে
চক্ষে হয ঘোব ॥

ম' মৈলে যেন গুডাকু তামাকু পাই। ধুযা।
উঠি অতি নিশিভোবে হুঁকাটি লইযা কবে
গোযালি দুযাবে দুযারে উকট্যা বেডাই ছাই
কয্যা যাব তনযেবে মৈলে যখন শ্রাদ্ধ কবে
কুশ পটো টেন্যা ফেল্যা কৌচডে তামাকু কুড দিযা পিণ্ডি দেয তাই
দ্বিজ বামানন্দে ভনে স্থান দিও শ্রীচবণে
জোডা-নলে তামাকু খাইযা স্বর্গে চল্যা যাই ॥

দিগম্বরেব 'ভণ্ডবামেব পদ'এ[২৬৭] মানবসংসাবে চিবপবিচিত ভণ্ডেব চবিত্রচিত্রণ আছে। পদটিব আদি ও অন্ত্য অংশ উদ্ধৃত কবিতেছি।

পৃথিবীতে ভাঁড যত তাহা বা কাহব কত
সংসাব ভাঁডেব কথা শুন
দেখিঞা অজ্ঞান জনে প্রণয কবে তাব সনে
জানাইতে আপনাব গুণ।
মিছামিছি কবে ঠাঁট গোলেমালে চণ্ডীপাঠ
ভেক ধব্যা সাধুব কাছে যায
নাহি জানে হিতাহিত মিছামিছি কবে প্রীত
জানিঞা আপনাকে খায
বড নিঃশ্বাস ছাডিযা বৈসে যেন দাকণ ঝড এসে
হেন ভাঁড জনমিবাব নয
সত্বব[২৬৮] হইও মনে না থাক ভাঁডেব সনে
এই কথা দিগম্বরে কয।

## ১৭ নূতন পাঁচালীর জের

পাঁচালী লেখকের মধ্যে শেষ ও শক্তিশালী কবি হইলেন দাশরথি রায় (১৮০৬-৫৭)। দাশরথি তাঁহার পাঁচালী-সংগ্রহের প্রথমখণ্ডে ভূমিকাপত্রীতে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতে জানি যে বর্ধমানেব মহাবাজার অধিকারে, অম্বিকা-কালনাব নিকটবর্তী বাদমুড়া (বা বাঁধমুড়া) গ্রামেব বাসিন্দা মান্য ব্রাহ্মণ দেবীপ্রসাদ তাঁহাব পিতা এবং নিকটবর্তী পীলা গ্রাম নিবাসী রামজীবন চক্রবর্তী তাঁহার মাতুল ছিলেন। দাশবথির বাল্যকাল মাতুলালয়েই অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার প্রথম জীবনের যে কথা বলেন নাই তাহা অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে। "কবি-গায়িকা অক্ষয় বাইতিনীর নিকট শিক্ষা। বাইতিনী বয়সে বড হইলেও দাশরথি তাহার প্রণয়ী ছিল। বাইতিনীর দলেব দাশরথি গাঁথনদাবের কাজ কবিত।"[২৬৯] দাশবথি অনেকগুলি পাঁচালী-পালা লিখিযাছিলেন। তাহা দশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে তাঁহাব জীবৎকালে সব খণ্ডগুলি বাহির হয নাই।[২৭০]

যমক-অনুপ্রাসের গুঞ্জনের ও সুরেব সহজ লালিত্যের জন্য দাশবথিব গান সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। নিম্নে উদ্ধৃত গান দুইটি ভিখারী বৈষ্ণবেব কণ্ঠে গীত হইযা এখনও পল্লীপথে পুবানো দিনের স্মৃতি জাগায়। প্রথমটি 'শ্রীকৃষ্ণেব জন্মাষ্টমী' পালাব, দ্বিতীয়টি 'শ্রীবামচন্দ্রেব দেশাগমন'-এব।

মম মানস সদা ভজ দ্বিজচবণ-পঙ্কজ
দ্বিজবাজ কবিলে দযা বামনে ধবে দ্বিজবাজ।
হবিতে অসাধ্য ব্যাধি বৈদ্য নাহি পান পান বিধি
সে বোগেব ঔষধি কেবল ব্রাহ্মণেব পদবজ।
যা গমন দ্বিজবাজে নখরে দ্বিজরাজ সাজে
দ্বিজপদ-শোভিত যাব হৃদযসরোজ।
ভ্রান্ত হযে পদে পদে হেন দ্বিজ অভযপদে
দাস না হযে দাশবথি দুঃখ পায সে দোষ নিজ।

তুই কিবে ঘবে এলিবে বামধন।
আমাব অন্তবেব যে কথা
তুই বিনে কে জানে তা
আমি বে তোব কৈকে মাতা
কই কই বাম তুই কোথা
আয দেখিবে চাঁদবদন।
ভুবনজীবন তোমায বনে দেই নাই আমি
অন্তবেব কথা জান অন্তযামী
বাবণে বধিতে বনে গেলে তুমি
আমায ক'বে বিডম্বন
বিধিব চক্রে বাছা বনে গমন তোমাব,
বনপশু আমাব দুঃখে কান্দে কুমাব
পাপিনী মা বলে মুখ দেখে না আমাব
পুত্র ভরত শত্রুঘন

দাশরথি পৌরাণিক বিষয়েই নিমগ্ন ছিলেন না. সমসাময়িক সামাজিক ঘটনাও তাঁহার সরস লেখনীকে উত্তেজিত করিত। এই ধরনের পাঁচালীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইল 'বিধবার বিবাহ' পালা। ইহাতে বিদ্যাসাগরের প্রতি যে সশ্রদ্ধ কটাক্ষ আছে তাহা উপভোগ্য। যেমন,

বিধবা-বিবাহ কথা
কলির প্রধান স্থান কলিকাতা
নগরে উঠেছে অতি রব
ক্ষীরপাই নগরে ধাম
ধন্য গণ্য গুণধাম
ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামক
তিনি কর্তা বাঙ্গালীর
তাতে আবার কোম্পানীর
হিন্দু কলেজের অধ্যাপক
বিবাহ দিতে ত্বরায়
হাকিমের হয়েছে বায়
আগে কেউ টের পায়নি সেটা
তারা কল্লে অডর
যেতে কার অডর (?)
চটিকে বুদ্ধি আটিকে বাঁধিবারে কেটা।
হিন্দুধর্ম্মে যারা রত
প্রমাণ দিয়ে নানা মত
হবে না বলে বিধিয়েছেন উক্ত
ইহাদের যে উত্তর
টিকবে নাকো উত্তর
উত্তীর্ণ হওয়া অতি শক্ত॥

ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দোষ দেওয়া মিথ্যা।

দাশরথির রচনা অলঙ্কৃত এবং অনায়াস সরল। ছন্দবোধ তাঁহার সূক্ষ্ম। শব্দভাণ্ডারে তাঁহার অধিকার অবারিত। তবে তাঁহার অশ্লীল রচনা খেউড় রীতির ন্যক্কারজনক পরিণতি। প্রেস অ্যাকট হইয়াছিল এই জন্যই।

দাশরথির সমকালে ও পরে পাঁচালী-রচনায় ও গাওনায় নাম করিয়াছিলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১২১২-১২৬৪ সাল), ঠাকুরদাস দত্ত (১২০৮-১২৮৮ সাল) এবং রসিকচন্দ্র রায় (১২২৭-১৩০০ সাল)। হিজলীতেও এক পাঁচালী-কবি রসিকচন্দ্র (মণ্ডল) ছিলেন। দাশরথির আসল ভাবশিষ্য ছিলেন ভক্ত কবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১২)। তবে ইহার সাক্ষাৎ গুরু ছিলেন গোবিন্দ অধিকারী। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোবিন্দ অধিকারী দূতীসংবাদ গাওনার প্রতিভা দেখাইয়া পশ্চিমবঙ্গে কৃষ্ণযাত্রায় নূতন প্রাণসঞ্চার করিয়াছিলেন।

গোবিন্দের কোন কোন গান কীর্তনীয়া সমাজে এখনও সচল আছে। যেমন বৃন্দাবনে শুকশারী-সংবাদ।

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
শারী বলে, আমার বাধা শক্তি সঞ্চারিল
নইলে পারবে কেন।

এ রকম কবিতা গান অবহট্‌ঠেও অপ্রচলিত ছিল না।[২৭]

নীলকণ্ঠ গোবিন্দেরই সাক্ষাৎ শিষ্য এবং তাঁহার দক্ষতার উত্তরাধিকারী। নীলকণ্ঠেরও কৃতিত্ব দূতীর ভূমিকায়। নীলকণ্ঠের নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার পশ্চিম অংশে পানাগড়ের কাছে ধরনী গ্রামে। ইঁহার একটা পায়ে একটু দোষ ছিল তাই অনেক সময় গানে "খঞ্জ" ভনিতা দিয়াছিলেন। সাধারণত ইঁহার ভনিতা ছিল "নীলকণ্ঠ' অথবা "কণ্ঠ"

হেতমপুরের জমিদার রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তীর বাল্যজীবনী লইয়া নীলকণ্ঠ একটি কাব্য-নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। নাম বাল্যলীলামৃত' ॥

## ১৮ অধ্যাত্ম সঙ্গীত ও কর্তাভজার গান

যোগ অথবা দেহতত্ত্ব বিষয়ক গানের ধারা বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যোগী-বাউল-দরবেশ- সাঁই-কর্তাভজা-গুরুসত্য প্রভৃতি বিভিন্ন পথচারী সাধকসম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া অন্তঃপ্রবাহিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন ধারায় আধুনিককাল অবধি চলিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্মেষক্ষণ হইতে গীতিকাব্য দুইটি বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে এক ধারা সাধন গীতি, আর ধারা পাঞ্চালী-পদাবলী। দ্বিতীয় ধারাটিই বরাবর সাহিত্যের আসর জাঁকাইয়া আসিয়াছে। প্রথম ধারা কখনোই সাহিত্যের দরবারে প্রবেশপত্র পায় নাই, শৈব সিদ্ধাকাহিনীর মধ্য দিয়া সাহিত্যের দেউড়ী পর্যন্ত আসিয়া প্রত্যাখ্যাত চর্যাগীতির পরে চার শত বৎসরেরও অধিক সময়ের মধ্যে লেখা অধ্যাত্মগীতি উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া যায় নাই। তবে এ সময়ে যে এ ধরনের রচনা লুপ্ত হইয়াছিল এমন মনে করা অনুচিত। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত অধ্যাত্ম গান অল্পস্বল্প পাওয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক সাধারণ কবিও যে অধ্যাত্মবিষয়ক স্তোত্র গান রচনা করিয়াছিলেন তাহা আগে বলিয়াছি। কিন্তু এইসব গান দেহতত্ত্বঘটিত অথবা মিষ্টিক পর্যায়ের নয়, এগুলি প্রধানত ভাক্তরসপূর বন্দনা প্রার্থনা গান। উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বাউল-দরবেশ ইত্যাদি সাধারণসমাজ-বহির্ভূত সম্প্রদায়ের লেখা মিষ্টিক গান অনেক পাওয়া গিয়াছে। এ শতাব্দীর শেষ পাদে শহর-অঞ্চলে বাউল গানের কৃত্রিম চাহিদা হইয়াছিল। বটতলার প্রকাশকেরা এই ধরনের "নব্য বাউল সঙ্গীত' পুস্তিকা অনেক ছাপাইয়াছিলেন।[২৭ক]

চর্যাগীতিগুলি ঠিক "সাহিত্যিক" রচনা নয়। সম্প্রদায়গত সাধনতত্ত্ব ও যোগপ্রক্রিয়া যাহাতে শিষ্যপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসে অথচ অনধিকারী বহির্মুখ ব্যক্তির কাছে অভিব্যক্ত না হয় এইজন্যও বটে, এবং গভীর অনুভবের ইঙ্গিত সাধারণ অর্থবাহী বাকবিন্যাসে ফোটানো যায় না সেইজন্যও বটে, এই গানগুলি code language অর্থাৎ "সন্ধা" ভাষায় বিরচিত হইয়াছিল।এই রীতি যোগপন্থী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এবং সহজিয়া বৈষ্ণবদের লেখার মধ্য দিয়া আসিয়া অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাউল-দরবেশ-সাঁই ইত্যাদি লোকবাহ্য সম্প্রদায়ের সাধকগোষ্ঠীর রচনায় সমাগত। শুধু বাঙ্গালা দেশেই নয়, উত্তরাপথের প্রায় সব মরমিয়া

সাধুসম্প্রদায়ের মধ্যেও এই ধবনেব গানেব প্রচুব প্রচলন ছিল। ফবীদু-দ দীন, কবীব, দাদু, রুইদাস, গেযানদাস বঘেলী ইত্যাদিব লেখা ভালো অধ্যাত্মগীতি পাওযা গিযাছে। এইসকল অধ্যাত্মগোষ্ঠীব মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ছিল না। ধর্মনিবপেক্ষ পবম সত্যকে উপলব্ধি করিয়াই ইঁহাবা দৃঢ়কণ্ঠে বলিযাছিলেন,

বিনা বীজে গাছ যেই সেই কল্পতরু
হিন্দু-মোছলমান দেখ সকলেব গুরু।

মুসলমান দববেশ-কবিব লেখা "মাবফতি" গানেব একটি পুবানো নিদর্শন উদ্ধৃত কবিতেছি।[২৭৩] বচযিতাব (সম্ভবত কোন ভক্তেব নামে লেখা) নাম ভেলা শাহ।

পন্থ চিনলি না রে আবে মনা
ভবেব জনম বৃথা গেল আব ত আসিব না। ধুযা।
সাধুব সনে পন্থ লইযা পন্থেব কব দিশা
হাবাইলে পুণ্যেব পন্থ পাইবাব নাই আশা।
পন্থীব সনে পন্থ লইযা পন্থেব কব মেলা
ডাকাতিব সনে পন্থ লইলে ডুবাইলে দুই ঘড়ি বেলা।
কালা নীলা দুই পন্থ নামিআছে ঘাটা
বুঝিযা চলিও পন্থ উদযে বিজুলিব ছটা।
সুজন সুমতি ভাই বে পাগেলা নদীব খেওযা
দড় মুইটে ধবিও কাণ্ডাব চালাইছে হাওযা।
বান্থব দবিষায খেওযা না পাইলাম কুল
কহে ফকীব ভেলা-শাএ ডুবিব লাভ মূল॥

বৈষ্ণব-কবিদেব বাগাত্মিক-পদাবলী মিষ্টিক-গীতিব পর্যাযেই পড়ে। সেগুলিব বচনা-বীতি রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীব অনুগত বলিযা পদাবলীব প্রসঙ্গে আলোচনা কবিযাছি। কর্তাভজা-গোষ্ঠীভুক্ত বৈষ্ণব-কবিব লেখা একটি মিষ্টিক কবিতা এখানে উদ্ধৃত কবিতেছি।

চৈতন্য-সঙ্গ পাইযা কহে নিত্যানন্দ
মাকে ভজ বাপকে পাবে ঘুচবে মনেব ধন্ধ
প্রাণেব ওপব জলেব মবাই কাছিম সাপে ধবে
সাপেব মাথায হংসেব ডিম্ব তাহে হবিণ চবে।
ডিমেব ভিতব চৌদ্দ ভুবন ডিমেব বাজাব তায
সাপেব মুখে ফুল ফুটেছে কর্তা বসে তায।
সাধ কবিযা ঘব কবেছে দ্বাব কবেছ নটা
ঘবেব ভিতব ভূতেব বাসা গালিম আছে ছটা।
ভূতেব মুখে ফুল বাগিছে পাড়ায পাড়ায মেযে
জলেব ভিতব আগুন দিযা বাউল দেখে চেযে
খেপাব কথায় হাতি পড়ে মাকড়সাব ফান্দে
তা দেখে চৈতন্য হাসে নিত্যানন্দ কান্দে।
বোবা কয কালা হাসে কানা দেখে বঙ্গ
দাস নিত্যানন্দ বলে পেয়ে সাধুসঙ্গ॥[২৭৪]

বাউল-গানের রীতি আমাদেব দেশে চিরদিনই ছিল, কিন্তু ভদ্র শিক্ষিত-সমাজে সে গানেব

কোন মূল্য ও মর্যাদা ছিল না। বাউল গান রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কার বলিলে বেশি বলা হয় না। রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম রসসন্ধায়ী চিত্তে অবজ্ঞাত ও তুচ্ছ জ্ঞানে প্রত্যাখ্যাত অনেক রচনায় নব নব সৌন্দর্য আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় সাহিত্যের রসসম্পদ বহুগুণিত হইয়াছে। তাঁহার অনুভব দিয়াই আমরা বাউল-গানের মর্মের পরিচয় পাইয়াছি। রবীন্দ্রনাথের মনের গঠনে বাউল-গানের প্রভাব সামান্য নয়। বাউল গানের সংগ্রহে তাঁহার প্রচেষ্টা প্রথম ও শ্রেষ্ঠতম।[২৭৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাউল-কবিদের মধ্যে লালন ফকিরের স্থান খুব উচ্চে। রবীন্দ্রনাথ ইঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। লালন থাকিতেন কালিগঙ্গার ধারে, ঠাকুরদের জমিদারি বিবাহিমপুর পরগনায় ছেউড়িয়া গ্রামে। শোনা যায় ইনি কায়স্থের ঘরে জন্মিয়াছিলেন। ইঁহার শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুইই ছিল। ১২৯৮ সালের ১ কার্তিক ১১৬ বৎসর (?) বয়সে লালনের দেহত্যাগ হয়।[২৭৬]

লালনের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই হরিনাথ মজুমদার [৭] ('ফিকিরচাঁদ "কাঙ্গাল') অভিনব বাউল গান রচনা করিয়া ভক্তি সাধনায় একটু জোয়ার আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

লালনের এই গানটি তরুণ রবীন্দ্রনাথের চিত্তে দীক্ষামন্ত্রের কাজ করিয়াছিল,

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন বেঁড়ি দিতেম পাখীর পায়।
চিরদিন পুষলেম পাখী
বুঝলেম না তার ফাঁকি জুকি
দুধকলা দিই খায় রে পাখী তবু ভোলে না তায়

লালনের ভনিতায় আর একটি রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ভালো গান

আমার আপন খবর আপনার হয় না
একবার আপনারে চিনলে পরে যায় আপনাকে চেনা।
সাঁই[৮] নিকট থেকে দূরে দেশান্তর
যেমন কেশর[৯] আড়ে পাহাড় লুকায় দেখ না
আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি
আমার কোলের ঘোর তো যায় না
আত্মা রূপে কর্তা হরি
মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি ঠিকানা
বেদবেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লক্ষণা
আমি আমি ক'রে মরি
যে মানে তার চরণ শরণ পায় না
সাঁই[১০] লালন বলে মনের ঘোরে হলাম চোখ থাকিতে কানা॥

উত্তরবঙ্গের ভালো বাউল-কবি হইতেছেন—গঙ্গারাম বাউল, জগা কৈবর্ত, পদ্মলোচন, বিশা ভূঞিমালী, কাঙ্গালী বাউল ও সিরাজ সাঁই। পশ্চিমবঙ্গের চারুর বাউল অনেকগুলি ভালো গান লিখিয়াছিলেন। সিলেট অঞ্চলের মুনিরুদ্দী ফকির দধিপ্রিয়তার হেতু "দইখোরা" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহার লেখা একটি গানের অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।[২৮১]

আমি মিছা কলঙ্কিনী সংসারে
সখী রে পরানবন্ধ্যে ছাড়্যা গেল আমাকে।
বৃন্দাবনে মধুপুরে হয গো রসেব খেলা
তাতে হয় মদনজ্বালা হায় হায় হায়
ওগো শুকনা কমল শুকাইয়া গেল পায না মধু ভমবায়।

এই গানটির রচয়িতা অজ্ঞাত,

আগুন আছে ছাইয়েব ভিতবে
আগুন বাব কবে নে ছাই নেড়ে।
যদি দৈবযোগে জন্মাল আগুন
কেউ কেউ বলে বে ভাই পোড়া শোলাব গুণ
আগুন ইস্পাতেতে মজুত ছিল বে ভাই মজুত আছে পাথবে।
বয় না আগুন পাকা দালানে
মাটিব ঝিক তায পোড়ে আগুনে
আগুন ব্রাহ্মণেবি গুরু বটে বে ভাই আগুন-শব্দে সব কবে ॥[২৮২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত ভদ্রসমাজে (বিশেষ কবিয়া নববিধান ব্রাহ্মসমাজে) বাউল সুরে দেহতত্ত্ব ও অধ্যাত্ম বিষয়ক গানের রীতি ফ্যাশানরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। বাউল-গানের এই ফ্যাশান আরম্ভ কবিয়াছিলেন কুষ্ঠিযাব নিকটবর্তী কুমাবখালি গ্রাম-নিবাসী হরিনাথ মজুমদাব।[২৮৩] হরিনাথ লালন ফকিবেব প্রভাবিত অঞ্চলের লোক ছিলেন। সুতরাং তাঁহাব প্রচেষ্টাব উৎস লালনেব গান। ইনি বহু অধ্যাত্ম গান রচনা করিয়াছিলেন। ভনিতায় নাম আছে "কাঙ্গাল" অথবা "ফিকিবচাঁদ"।

ববীন্দ্রনাথের অনেক গানে ও কোন কোন গীতিকবিতায বাউল-গানেব ভাব-ভঙ্গি-ছন্দ-সুর নববেসে ও নবকলেববে উপস্থাপিত। উপবে উদ্ধৃত "আগুন আছে ছাইয়ের ভিতরে" গানের সঙ্গে গীতিমাল্যের নিম্নোদ্ধৃত গানটি তুলনা কবিতে পারি।

তুমি যে সুবের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে
এ আগুন ছড়িযে গেল সবখানে।
যত সব মবা গাছের ডালে ডালে
নাচে আগুন তালে তালে
আকাশে হাত তোলে সে কাব পানে ?
আঁধাবেব তারা যত অবাক হ'যে বয চেযে
কোথাকার পাগল হাওযা বয ধেযে।
নিশীথেব বুকেব মাঝে এই যে অমল
উঠল ফুটে স্বর্ণকমল
আগুনেব কি গুণ আছে কে জানে ॥

গীতিমাল্যের আব একটি গানের ভাষা সামান্য একটু বদল কবিয়া দিলে খাঁটি বাউল-গান বলিয়া চালানো যায। প্রথমে দুই ছত্র এই

তুমি আমাব আঙিনাতে ফুটিয়ে রাখো ফুল।
আমার আনাগোনার পথখানি হয় সৌবভে আকুল।
ওগো ঐ তোমাবি ফুল ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীব মাঝেব দিকে কালেব হাওযায বৈষ্ণব ধর্মভাবনায একটু সাম্প্রদাযিক দিক্-পবিবর্তনেব সূচনা হইযাছিল। এমনি একটি নূতন গোষ্ঠীব[২৮৪] আদিগুরু ছিলেন "সত্যমহাপ্রভু" আউলেচাঁদ। ইঁহাব সম্বন্ধে জনশ্রুতিই সম্বল। সেই জনশ্রুতিব বেশ কিছু সংগ্রহ কবিযা গিযাছেন হোবেস হেম্যান উইলসন ও অক্ষযকুমাব দত্ত। অন্যত্রও টুকিটাকি খবর মিলিযাছে। প্রসিদ্ধি আছে, উলাগ্রামবাসী মহাদেব বাকই তাঁহাব পানেব ববোজেব মধ্যে নামগোত্রহীন একটি নবজাত শিশুকে পাইযা তাঁহাব পত্নীব সাহাযো প্রতিপালন কবেন। ইনিই আউলেচাঁদ। এই নামকবণেব হেতু সঠিক বলা যায না, বাল্যকাল থেকেই ইঁহাব ধবন ছিল পাগলাটে গোছেব। সেই জন্য 'আউলে" (আকুল) নাম হইতে পাবে। অথবা আউলেচাঁদ মুসলমান কলন্দব-ফকীবেব মতো বেশ ধাবণ কবিতেন বলিযাও "আউলে" (আউলিযা সূফী সাধকেব উপাধি) নাম সম্ভব। আউলেচাঁদেব কোনো গুরুব হদিশ মিলে না। এ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নয যে তিনি হযতো কোনো মুসলমান সহজ-সাধকেব শিষ্য ছিলেন। আউলেচাঁদেব যথেষ্ট মুসলমান শিষ্যও ছিল। কর্তাভজাদেব সম্প্রদাযে মুসলমান গুরু ("মহাশয") অজ্ঞাত ছিল না। আউলেচাঁদেব অনেক শিষ্য দববেশ ফকীবেব মতো বেশভূষা ও আচবণ কবিত, ছড়ায আছে—

আউলেচাঁদ দোযা গরু
(সঙ্গে) বাইশ ফকীব বাছুব তাব।

(আউলেচাঁদেব সম্প্রদায খ্রীস্টান ধর্মেব প্রলেপ-বিমুক্ত নয। 'কর্তা' কথাটি খ্রীস্ট ধর্মেব ঈশ্বব—ইংবাজি Lord—শব্দেব অনুবাদ। আউলেচাঁদেব জন্মকথা অনেকটাই যীশু খ্রীস্টেব জন্মকথাব অনুরূপ। তবে আউলেচাঁদ সম্প্রদাযেব যে বৈষ্ণবমূল তাব প্রমাণ "মহাপ্রভু" এই বিশেষণটি। "সত্য", "মহাপ্রভু" ও "কর্তা" এই নামাংশ তিনটি যথাক্রমে সূফী, খ্রীস্টান ও বৈষ্ণব ধর্মেব ছাপ বহন কবিতেছে।)

চিন্তায বাক্যে কর্মে সত্য ও সহজ আচবণ আউলেচাঁদেব প্রধান উপদেশ। পুবানো এই গানটিতে আউলেচাঁদেব সত্যনিষ্ঠাব, সহজ-স্থিতিব ও ভাবনির্ভবতাব ছবি ফুটিযাছে—

এ ভাবেব মানুষ কোথা হতে এল
এব নাইক বোষ সদাই তোষ মুখে বলে সত্য বল।
এব সঙ্গে বাইশ জন
সবাব একটি মন
'জয কর্তা' বলি বাহু তুলি কবলে প্রেমে ঢলাঢল
এ যে হাবা দেওযাব মবা বাঁচায এব হুকুমে গঙ্গা শুখোল॥

অবাধ স্বাধীনতাব মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কে কঠোব সংযমেব উপবেও খুব জোব দিযাছিলেন কর্তাভজাব সাধকেবা। তাই ছড়ায বলে—

মেযে হিজড়ে পুরুষ খোজা
তবে হয কর্তাভজা

আউলেচাঁদেব প্রধান শিষ্য ছিল বাইশ জন। তাঁহাদেব নাম নাকি এই ছিল—আনন্দিবাম (আনন্দিতবাম), মনোহবদাস, নিত্যানন্দদাস, নযানদাস, লক্ষ্মীকান্ত, পেলাবাম (বা

খেলারাম), কৃষ্ণদাস, কিনু, গোবিন্দ (মতান্তরে কিনু-গোবিন্দ ও বামনাথ), শ্যাম কাঁসারি, ভীমরায় রজপুত, পাঁচকড়ি (বা পাঁচু রুইদাস), শিশুবাম, বিষ্ণুদাস, শঙ্কর, হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, হরি ঘোষ, কানাই ঘোষ, নিতাই ঘোষ এবং রামশরণ পাল।

আউলেচাঁদের তিরোভাব হয় নাকি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে। গুরুব মৃত্যুর পর শিষ্য সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এক ভাগ (বৈষ্ণব) গুরুর কাঁথাব সমাধি দেন বোয়ালে গ্রামে, অন্য সম্প্রদায় (দরবেশ) তাঁর দেহ সমাধিস্থ কবেন চাকদাব কাছে পবাবি গ্রামে। মুখ্য শিষ্য বহিল আটজন, তাহাব মধ্যে প্রধান রামশরণ পাল। রামশরণ পাল এই দলের নেতা হইযা তাঁর পত্নী সতীমা (মায়ের) সহযোগে ঘোষপাডায সম্প্রদাযেব পীঠ স্থাপন করেন। (সতীমা নামটি Virgin Mary-কে স্মরণ করায়।) আউলেচাঁদেব প্রত্যেক শিষ্যের নিজের নিজের দল ছিল, কিন্তু সকলেই ঘোষপাড়াকে পীঠস্থান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার পর সতীমা, তাঁহাব পব পুত্র রামদুলাল পাল ("শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র") এবং তাবপব পুত্রবধূ (অর্থাৎ বামদুলাল-পত্নী) ঘোষপাড়াব গদি পাইয়াছিলেন। কর্তাভজা গুরুরা "মহাশয়" (অর্থাৎ কর্তা বা বৈবাহিক) এবং শিষ্যেবা "ববাতি" (অর্থাৎ ববযাত্রী) নামে অভিহিত হইতেন। ঘোষপাড়াব পীঠাধিকারীকে বলা হইত মহাশয, "শ্রীযুত"।

রামশরণ পালের প্রভাব ক্রমশ গুরু আউলেচাঁদের গৌরব আচ্ছন্ন কবিযা ফেলিল, রামশরণ পাল ও তাঁহার গোষ্ঠীব অধিকাব প্রসাবিত হইল। বামশবণ পালেব প্রভাব সম্বন্ধে 'করুণানিধানবিলাস'-এ ভূকৈলাসের মহাবাজা জযনাবাযণেব এই উক্তি স্মবণীয়--

পশ্চিমেতে ইচ্ছা মণি[২৮৫] উওবে কবীব গুণী
পূর্বদিগে শ্রীবামশবণ
দক্ষিণে বল্লভ নামে মনোরম গুণধামে
মোব তত্ত্ব কবিবা বাখানে।[২৮৬]
উওবেতে লামা গুরু নানক দক্ষিণে[২৮৭]
বামশবণ নামে এক হবে পূর্বধামে।
পুত্রকপী অবতাব হইবে পশ্চিমে
ইষু ক্রাইষ্ট নাম তাব বাখিবেক জনে।
তিন দেশী তিন পন্থ কবিযা মিলন
ইষুকে সকলে তাবা কবিবে প্রধান।
ইষু বিনা গতি নাই হইবে মন্ত্রণা।[২৮৮]

কর্তাভজা সম্প্রদায়েব অধ্যাত্মভাবনার তত্ত্ব ও তথ্যেব সন্ধান পাওয়া যায ইহাদেব রচিত ছড়ায় ও গানে। এঁদের প্রকাশিত গানের সংখ্যা প্রায পাঁচশত।[২৮৯] শ্রেষ্ঠ গানগুলিতে রচয়িতার ভনিতা পাই 'লালশশী'। ইনি হইলেন বামশবণ পালের পুত্র বামদুলাল বা দুলালচন্দ্র[২৯০] (১১৮২-১২৫৯ সাল, ১১৭৫-১২৫২ অব্দ)। অনেকগুলি গান ১২৩১ থেকে ১২৩৫ সালেব মধ্যে লেখা ঘোষপাড়ায ফাল্গুন ও আষাঢ় উৎসব উপলক্ষ্যে।[২৯১] অনেকগুলি গান কবিগানের মতো "সওয়াল-জবাব" রূপে লেখা। এগুলিকে কবি "লহর" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য গানগুলির নাম "ঢেউ"। লহব ভাবতরঙ্গিণীর, ঢেউ ভাবসমুদ্রের।

'লালশশী'-র অধিকাংশ গানের ভাষা বেশ আধুনিক অথচ বাউল গানের মতোই গভীরার্থ সহজ কথা। এই হিসাবে লালশশীকে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ বলিতে ইচ্ছা হয়। ইঁহার দুটি গানের নমুনা দিই। প্রথম গানটিতে ভাবের অগম্য ভাষার অধৃষ্য অধ্যাত্ম-অনুভূতি কবি যে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না সেই ব্যাকুলতার প্রকাশ

কিন্তু ভাই মনের মানুষ চিনতে পারিনে।
আমি তখতে ব'সে ব'সে ফিরছি ঐ তল্লাসে।
সকলকে দেখতে পাচ্ছি এখানে,
হবে কি তাই ভাবতেছি শয়নে স্বপনে।
আমি আপনা হতে কোন মতে বুদ্ধিমন্ত নই,
দেখতে যে না পায় চক্ষে সাক্ষাতে দেখিয়ে বলে ঐ,
যত আশ্‌মানেতে পাখী ওড়ে অমনি পাখা দিই গুণে।
একবার অগ্রদ্বীপের মহোৎসবে দেখতে গেলাম একা,
আখড়াধারী কত পুরুষ নারী হয়না লেখাজোখা।
হ'ল দেখতে গিয়ে বারেক চেয়ে আপনাতে ভুল,
বল্‌ব কি ভুল হ'য়ে দেখি আজ বুঝি বাদল আবদ্ধল।[২৯]
জানি আদ্যোপান্ত অবিশ্রান্ত মন্ত[২৯৩] বিচক্ষণ
অম্‌নি সে গুণমণি আপনি[২৯৪] কল্লেন স্মরণ।
যা হারিয়েছিলাম বস্তে গেলাম দেখতে পেলাম দর্পণে
লালশশী বলে বস্তে গেলাম দেখতে পেলাম দর্পণে ॥

দ্বিতীয় গানটিতে কবির 'অদ্বৈত'-ভাবনার চমৎকার প্রকাশ।

বল্‌ব কি আমা সবার দশার কথা।
কাঙালের পলটনকে যে বানালে সে ত গরীব বিধাতা,
শুনিলে পাছে মনে পায় ব্যথা।
দশার কথা মনে করিলে
তখনি ভাই বহে ধারা নয়নের[২৯৫] জলে
ভেনে ফুটে করতে করতে অম্নি ভাই ধরে মাথা।

তোমরা গড়নদারকে জান না এ বড় বিষম,
আওএল আর দোয়েম যত ছিয়েম চাহারম,
সবে মাত্র বিধি এই চার-জন,
চার বর্ণে হচ্ছে দেখ ত্রিকুল সৃজন।
যদি ফিরে তাকিয়ে না দেখিবে দেখবে গিয়ে কি কোথা।

এই বিধাতার ভোগাভোগ যোগান সবারে
বিষয় বুঝে দিচ্চে বারে বারে
যে যত সহিতে পারে

দেখ খোস-খোরাকে পোষাক আদি যার যত আশা।[২৯৬]
খুব সে ঘটায় অট্টালিকায়[২৯৭] সকলের বাসা।

মণিমুক্তা প্রবালে খচিত
কোন সুখে কেহ ত ভাই নহেকো বঞ্চিত
ভাই আচারে ব্যবহারে কোন বিধি কেমন[২৯৮] দাতা।

দেখ আমাদিগের গড়নদার জোড়েন নেকড়া কানি
চাইলে পরে তাই করেন আমদানি
ভাই দেখ তার নিশানি।
এই খুদের সরা জলের ভাঁড় নিকড়ে[২৯] যত
চাইতে না চাইতে রে ভাই পাই অবিরত
কুঁড়ে বই আর গড়নদারে গড়তে পারেন না
আর শশীলালে হেসে বলে শয্যে খেজুরের পাতা॥

এ কথা এমনভাবে আর কে বলিয়াছে।

## টীকা

১ ১৮০৫ অব্দে মুদ্রিত।
২ বা প্রা পু বি ২ ১ পৃ ৭০ ৭১ দ্রষ্টব্য।
৩ পৃ ১০ ১৩।
৪ লেখকের নিবাস বাকইপুরের কাছে নবগ্রামে
৫ ১২৭১ সালে রামনারায়ণ নাথ পণ্ডিতের লিপি হইতে পীতাম্বর নাথ কর্তৃক সঙ্কলিত এবং মহেন্দ্রনাথ ও যুধিষ্ঠির নাথ ও শরৎচন্দ্র ভূঞ্যা কর্তৃক প্রকাশিত (কলিকাতা ১৩২১ সাল) মূল পুথির লিপিসমাপ্তিকাল ১১ আশ্বিন ১১৮০ বচনায় আটমাস লাগিয়াছিল ("শিবের আজ্ঞায় কৈনু অষ্টমাস শ্রম")। অনেকগুলি গান আছে। নিবন্ধটি গান কথা হইত
৬ দুর্গাপুরাণের পরিশিষ্ট রূপে রচিত বা প্রা পু বি ১ ১ পৃ ১৫৭। পুথির লিপিকাল ১২৫০ সাল পত্রাঙ্ক খ্যা ৩১
৭ প্রথমে অসম্পূর্ণ সাহিত্যসংহিতায় পরে সমগ্র দুই খণ্ডে (১৩১২ ১৩১৬) প্রকাশিত। রচনা সমাপ্ত হয় ১৭৪৫ শকাব্দে ১২৩০ সালে (১৮২৩) — শাকে বাণ বেদ সিন্ধু শশী পরিমাণ অঙ্কাশ নয়ন পক্ষ ক্ষিতি সংখ্যা সন। লেখকের নিবাস ছিল গোয়ালন্দের কাছে পাটনড গ্রামে। তাঁহার "ছিল পেশা চাকুরী রাজসভাতে রচনাকালে তাঁহার বয়স পঞ্চাশ হইয়াছিল। আকারে বড় না হইলেও রচনাটিতে দেবীমাহাত্ম্যকাহিনী সম্পূর্ণ বর্ণিত আছে। শেষের দই পরিশিষ্ট এ কাত্যায়নীমাহাত্ম্য উপলক্ষ্যে কৃষ্ণকথা আছে।
৮ ১৮৫৬ অব্দে ছাপা হইয়াছিল।
৯ লেখকের (১৬৯২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৭০ অব্দে) মূল পুথি অবলম্বনে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩২৮ সাল)।
১০ গ ৪৮৯৪ (লিপিকাল ১০৯৩ মল্লাব্দ)। ভনিতা "বিজয়রাম সেন কহে গজেন্দ্রমোক্ষণ"
১১ স ৫৪৫।
১২ স ৫৪৬।
১৩ ক ৩২৫৩ (লিপিকাল ১০৭৫ মল্লাব্দ)।
১৪ ক ৩৪৬৮।
১৫ গ ২৭৯৮ ২৮২৮।
১৬ গ ৫৩৭৭ (লিপিকাল ১২২৪ সাল)।
১৭ গ ৪৬০৭।
১৮ স ৭৪ ১৩৬ লিপিকাল ১১৬২ সাল ২৯০ ক ১৯২৫।
১৯ গ ৫৪২২।

২০ সাহিত্য সভার পুথি (নম্বর বিহীন) সবসুদ্ধ নয় পাতা (১৯ পৃষ্ঠা) সম্পূর্ণ। রচয়িতার নাম নাই এবং থাকিবারও কথা নয়, কেননা এসব রচনা যেন অলৌকিক। লিপিকর বৈরাগিচরণ লস্কর লিপিকাল নাই আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ।

২১ অতি।

২২ =বাঁধে।

২৩ -অতিথি

২৪ পৃ ২ ক খ।

২৫ স ১১০।

২৬ বা প্রা পু বি ১ ১ পৃ ২ ৬০ ৭৭ ৭৯ ১০৫ ১১৭ দ্রষ্টব্য।

২৭ গ ৪৯৯৫। রচনাকাল ১৭৩৪ শকাব্দ (১৮১২ ১৩)।

২৮ শ্রীরামপুর মিশন-প্রেসে মুদ্রিত (১৮১৮)। এটি নীতি-জ্যোতিষ গণিত ইত্যাদি বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক।

২৯ "শ্রীমলাল্লুলাল কবিবর কৃতে বর্ণযন্ত্রে" ১৬৩৯ শকাব্দে (১৮১৭ ১৮) মুদ্রিত।

৩০ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত

৩০ক ১২৫৫ সালে মুদ্রিত।

৩১ জমিদার।

৩২ বেল্লিক।

৩৩ কাঁকিনাড়া অঞ্চলের ভাষায় তখন বেশ "যশুরে" টান ছিল।

৩৪ প্রথম (?) মুদ্রণ ১৮৫৮। বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত

৩৫ গোকুলনাথ গোস্বামী সম্পাদিত ও নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রকাশিত (বৃন্দাবন ৪১৯ চৈতন্যাব্দ) রচনাকাল (১৬৮৪ শকাব্দ-১৭৬২) এইভাবে দেওয়া আছে

"চন্দ্রের যতেক কলা আগে অঙ্ক ধর তাহার উত্তরে তার অর্দ্ধ অঙ্ক ধর।
তাহার উত্তরে পুন অর্দ্ধ অঙ্ক তার লিখিয়া বুঝহ এবে শকাব্দার সার।"

৩৬ "জগন্নাথ দাস, মালদহ জেলার অন্তর্গত গিলাবাড়ী নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি গৌরদাস পণ্ডিত বাবাজীর পিতা ছিলেন। গৌরদাস বাবাজী ৪৮ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। জগন্নাথ দাস এতদ্দেশে শুকদাস নামে পরিচিত।"

৩৭ রজনীকান্ত চক্রবর্তীর প্রবন্ধ (ব সা প প ৬ পৃ ৫৯ ৭০) দ্রষ্টব্য। পুথির লিপিকাল ১২৩১ সাল। তখনো বোধহয় জগন্নাথ দাস জীবিত ছিলেন।

৩৮ এইখানে গোবিন্দদাস কবিরাজের "প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল" পদটির উল্লেখ আছে।

৩৯ এইখানে চণ্ডীদাস ভনিতায় একটি পদ উদ্ধৃত আছে। পদের প্রথম ছত্র 'আহা মরি মরি কিরূপ হেরিলাম এ নব রমণী কে"।

৪০ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় খণ্ড পৃ ৩১৮, চতুর্থ খণ্ড পৃ ১৬৫ ৬৯ দ্রষ্টব্য।

৪১ পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৪২ সা-প-প ১৮ পৃ ১৪২ ৪৩।

৪৩ স্বর্গীয় সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (সা প প ৪৩ পৃ ১২০ ২৫) অষ্টম স্কন্ধ রচিত হইয়াছিল দুই বৎসর আগে ১২৩৬ সালে।

৪৪ নিস্তারিণী যন্ত্রে মুদ্রিত (১২৫৯ সাল) প্রথম মুদ্রণ হরচন্দ্র রায়ের প্রেসে (১৭৪২ শকাব্দ ১৮২১) উদ্ধবদূতের অনুবাদের সঙ্গে। উদ্ধবদূতের অনুবাদও পীতাম্বরের কৃত বলিয়া মনে করি।

৪৫ সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত (১২৩১ সাল)।

৪৬ বিবিধার্থসংগ্রহ আষাঢ় ১৭৮০ পৃ ৭২।

৪৭ প্রথম মুদ্রণ ১২২৩ সালে, দ্বিতীয় মুদ্রণ বাঙ্গালী যন্ত্রে ১১৪২ সালে। র-সা-প-প ২ পৃ ১৮৬ ৮৮, ৩ পৃ ৬২-৬৩ দ্রষ্টব্য।

৪৮ বর্ধমান রাজবাটীর সংগ্রহ, এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগে রক্ষিত। পূর্বতন বিভাগীয় অধ্যক্ষ শ্রীমান্ তারাপদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সহযোগী শ্রীমান বিভূতিকুমার দত্তের সৌজন্যে এই পুথি দেখিয়াছিলাম। পুথির প্রাপ্ত অংশের পত্রসংখ্যা ১০১।

৪৯ সম্ভবত বিগ্রহের নাম।

৫০ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অবলম্বনে। ১৮৫৫ অব্দে মুদ্রিত।

৫১ বা-প্রা-পু-বি ১-২ পৃ ১০০।

৫২ ১২২৪ সালে মুদ্রিত। জয়গোপালের নিবাস ছিল বজবাপুরে।

৫৩ সা-প-প ১৮ পৃ ২৪১। লেখকের নিবাস ছিল গোবরছড়ায়।

৫৪ প্রথম মুদ্রণ শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রে (১৮৪৩)। কলিকাতা জোড়াবাগান নিবাসী নৃসিংহ দাসের আদেশে ও নন্দকুমার কবিরত্নের সাহায্যে লেখা।

৫৫ প্রথম মুদ্রণ (?) ১৮৫৯। লেখক জাতিতে তন্তুবায়। নিবাস নবদ্বীপের নিকট ফুলগড়। ব সা প প ৬ পৃ ৫৭ দ্রষ্টব্য।

৫৬ শ্রীরামপুরে ছাপা (১৮৫৫)। ইঁহার অপর রচনা শ্রীশ্রীরাসবিলাসাখ্য গ্রন্থ (১২৬১ সাল) মদনমোহনাখ্যান (১২৬২ সাল) 'কলিকুতূহল' (১৮৫৩) ও কলিকৌতুক (১৮৫৮)। কৃষ্ণলীলারসোদয় লেখার কালে ইঁহার বয়স ছিল উনিশ বছর।

৫৭ প্রথম মুদ্রণ ১২৬২ সাল।

৫৮ বা-প্রা-পু বি ১ ১ পৃ ২২০। ইনি চাটিগাঁয়ের লোক।

৫৯ নৃত্যলাল শীলের যন্ত্রে মুদ্রিত (১২৭৯ সাল)। রচনাকাল ১২৭৮ সাল। ইঁহার অপর রচনা—কাদম্বিনী নাটক (১৮৬২), রামায়ণ সারসংগ্রহ' (১৮৬৩) 'মনসামঙ্গল (১৮৬৯) সতী নারী কি বকমারী (১৮৭০) সতী সাবিত্রী (১৮৭৬) ইত্যাদি। লেখকের নাম "কৃশলদেব"ও পাই।

৬০ হরিহরযন্ত্রে মুদ্রিত ১৭৮৫ শকাব্দে (১৮৬৩ খৃ)।

৬১ বটতলায় বহুমুদ্রিত। প্রথম ( ) মুদ্রণ ১৮৫৫।

৬২ ১৮৫৪ অব্দে মুদ্রিত। বইটি সনাতন গোস্বামীর 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' গ্রন্থের অনুবাদ।

৬৩ ছাপা ১৮৫৫ অব্দে।

৬৪ ছাপা ১৮৬৮ অব্দে।

৬৫ বটতলায় বহুমুদ্রিত। জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রের সংস্করণ (১৮৫০)।

৬৬ ছাপা ১৮৫৭ অব্দে।

৬৭ নৃত্যলাল শীল প্রকাশিত ১৭৮৫ শকাব্দে (১৮৬৩ খৃ)। লেখকের নিবাস হাবিপাল।

৬৮ উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে মুদ্রিত। শিয়ালদহ পাতাম্বরের প্রেস ছিল সিদ্ধযন্ত্র নামে। উহাহইতে পীতাম্বরের ভনিতা থাকিলেও ইহা তাঁহার রচনা হইতে পারে।

৬৯ পঞ্চম ভাগ ছাপা হইয়াছিল ১৮৬৯ অব্দে।

৭০ ছাপা ১৮৭২ অব্দে।

৭১ অনেকবার ছাপা হইয়াছে। শেষ সংস্করণ বঙ্গবাসী কার্যালয়ের। ১২২০ সালে লেখা পুথি অনুসারে এই সংস্করণ। ময়মনসিংহের কেবলকৃষ্ণ বসুর (ইনি শূদ্র পণ্ডিত' নামে পরিচিত ছিলেন) বৃদ্ধ বয়সে কাশীখণ্ড অনুবাদ করিয়াছিলেন (১৭৩৭ শকাব্দ ১৮১৬)। সা প প ৬ পৃ ২৫৪ ৩৯ দ্রষ্টব্য। (কেবলকৃষ্ণ সীতানারায়ণ পাঁচালীরও রচয়িতা।)

অম্বিকা নিবাসী সীতানাথ বসু মল্লিকের কাশীখণ্ড ১৮৫০ অব্দে প্রথম ছাপা হয়। পাঁচ বছর পরে হয় দ্বিতীয় সংস্করণ।

৭২ তখন পর্যন্ত দেশী প্রকাশক কর্তৃক ছাপা বইয়ে নামপত্র দিবার রীতি খুব প্রচলিত হয় নাই। তাই কল্পলতাবিলাসে কোন নামপত্র ছিল না।

৭৩ এই অংশে পরে একটু গদ্য আছে। সেটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতে এবং অন্যান্য উক্তি হইতে মনে হয় জয়নারায়ণ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন।

"জয়নারায়ণকল্পদ্রুম সংস্কৃত পুস্তকের নাম রঘুনাথ পণ্ডিত রাখিলেন এই বাঙ্গালা ভাষা পুস্তকের নাম শ্রীকল্পলতাবিলাস ভক্তজনের আজ্ঞামত হইল কেবল গোকুল বৃন্দাবন লীলা রাস উৎসব যেমত শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ রচনা কিঞ্চিৎ করিতে উদ্যোগমাত্র কর্ত্তা এক গুরু এক ভগবান অনেক কিন্তু ভাব এক।"

৭৪ অভিনয়ে চিত্রে অথবা প্রতিমায়।

৭৫ অমৃত রায় কি অভিনয় করাইয়াছিলেন? না চিত্রে আঁকিয়াছিলেন অথবা প্রতিমায় গড়িয়াছিলেন? এই প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী'তে বর্ণিত কাশীবাসীর ব্যঙ্গচিত্র স্মরণীয়।

৭৬ জয়নারায়ণ কাহিনীর ইঙ্গিত দিতেন (রঘুনাথ ও অন্যান্য?) পণ্ডিত তাহা রচনা করিতেন।

৭৭ জয়নারায়ণ কি কাশীরামের গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন? না সংক্ষিপ্ত স্বর্গারোহণ পর্ব যোগ করিয়াছিলেন?

৭৮ 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন' সুরেন্দ্রনাথ সেন সঙ্কলিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৪২) পৃ ২০১ ০৫।

৭৯ "রামমোহন ধনী"র সাহায্যে অংশত প্রকাশিত। ইনি কি রামমোহন রায়? গ্রন্থশেষে মুদ্রিত দুইশত বিবাননব্বই জন অগ্রিম গ্রাহক স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রামমোহন রায় দ্বারকানাথ ঠাকুর, গৌরীমোহন আড্ডি, গোপীমোহন ঘোষ, নবীনচন্দ্র বসু, শিবচন্দ্র দেব, আশুতোষ দে ইত্যাদি আছেন। রায়ান ও দেবের গ্রন্থাগারে এই প্রথম সংস্করণের যে বইটি আছে তাহাতে আখ্যাপত্র নাই। মুদ্রণকাল ১৯১৯-২৫ বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন পালার পুথি পাওয়া যায়। যেমন স ২৬৮।

কোন কোন পালা স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে ছাপা হইয়াছিল।

৮০ পাঠান্তর "বড়া"। এই গ্রামে কবির মাতুলালয় ছিল।

৮১ গৌরীবিলাস পৃ ৭-১২ দ্রষ্টব্য।

৮২ প্রথম মুদ্রণের অন্তর্গত।

৮৩ প্রথম (?) মুদ্রণ ১৮৫১।

৮৪ প্রথম (?) মুদ্রণ শ্রীরামপুর ১৮৫৬। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী কর্তৃক দুর্গামঙ্গল' নামে পুনর্মুদ্রিত (১৩০৫ সাল)।

৮৫ কালীপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ অবলম্বনে লেখা।

৮৬ ইহাতে শ্রীহর্ষের নৈষধচরিতের অনুসরণ আছে।

৮৭ প্রথম মুদ্রণ পীতাম্বর সেনের 'সিন্ধুযন্ত্রে (১২৩৭ সাল)। রচনাকাল ১৭৪২ শকাব্দ (১৮৩০)।

৮৮ প্রথম মুদ্রণ কুমারটুলির শাস্ত্রপ্রকাশ যন্ত্রে (১২৫৬ সাল)। মহেশ ঘোষ প্রকাশিত (১২৭৮ সাল)। বটতলায় বহুমুদ্রিত। শেষে যেভাবে দেওয়া আছে তাহা হইতে রচনাকাল ১৭৪৫ (১৮২৩) অথবা ১৭৫৪ শকাব্দ (১৮৩২) হইতে পারে।

৮৯ গ ৫৩৮০ প্রথম মুদ্রণ ১৮৪১।

৯০ শ্রীরামপুরে মুদ্রিত ১৭৭৬ শকাব্দে (১৮৫৫-৫৫)।

৯১ প্রথম মুদ্রণ সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে (১২৩০ সাল)।

৯২ গ্রন্থসূচনা পৃ ৮০।

৯৩ অর্থাৎ জলপূর্ণ ঘট।

৯৪ "আনন্দলহরী স্তব মধু ১ পসিঙ্গ ভাষায় কবিল ব্যাখ্যা রামচন্দ্র দ্বিজ।
ইন্দু ইন্দুপিতা বেদ বাণ পরিমাণ, এই শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত বিধান।"

৯৫ প্রথম (?) মুদ্রণ ১৮৫৪।

৯৬ প্রথম মুদ্রণ ১৮৩৫। বটতলায় বহুমুদ্রিত। মনসুখলাল লাহা প্রকাশিত চতুর্দশ সংস্করণ (১৩১৭ সাল)।

৯৭ প্রথম (?) মুদ্রণ কমলাসন যন্ত্রে (১৮৫২)। পরে বহুমুদ্রিত।

৯৮ প্রথম মুদ্রণ শ্রীরামপুরে (১৮৪৩)।

৯৯ হরচন্দ্র রায়ের প্রেসে ছাপা (১৮২৪ ?)। রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরীতে বইটি আছে।

১০০ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবিচরিত' পৃ ১৮। ১৮৬২ অব্দে একটি সংস্করণ ছাপা হইয়াছিল। বইখানি দেখি নাই।

১০১ নামান্তর ভৈরবচন্দ্র।

১০২ কবির পৌত্র ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত কর্তৃক প্রকাশিত (বা পা পু-বি ১ ২ পৃ ৬৩ ৬৪)।

১০৩ ব্রজেন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত (১৩১৯)।

১০৪ সা-প-প ৪ পৃ ৩২৬।

১০৫ ব সা প প ২ পৃ ৩৭।

১০৬ বা প্র পু বি ১ পৃ ১৯৮ ৯৯। পুঁথি ও জগৎবল্লভের এবং 'হরিসুত' নন্দলালের ভনিতা আছে।

১০৭ ঐ। একবার রূপনারায়ণের ভনিতা আছে।

১০৮ সা প প ৪ পৃ ৩২৬ ২৭। রচনাকাল ১১৫১ সাল (১৮৭৪)।

১০৯ বিশ্বকোষ ১৮ প ৭৬। জগন্মোহন মনসামঙ্গল ও কমলামঙ্গল ছাড়াও কয়েকখানা শাক্ত পদাবলি লিখিয়াছিলেন।

১১০ 'প্রদীপ' পত্রিকায় (১৩১১ পৃ ৩৮১-৮৬) প্রকাশিত।

১১১ 'চণ্ডীবন্দন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (১৯২৮) গুণরাজ খানের মণিহরণ কাব্যের ভূমিকা দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত মদনানন্দ ভট্টাচার্য এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

১১২ গ ৩৮৬০। লিপিকাল ১২৩১ সাল)। বইটি বিবিধ চিত্র সমেত ছাপা হইয়াছিল এই সময়েই।

১১৩ অর্থাৎ ১২৩২ সাল।

১১৪ ১৭৭২ শকাব্দে (১৮৫০-৫১) মুদ্রিত।

১১৫ রচনাকাল আনুমানিক ১৮৩১ অব্দ। প্রথম (?) মুদ্রণ ১৮৫৭। বঙ্গবাসী কার্যালয় প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণ (১৩৩৫ সাল)।

১১৬ রচনা সাঙ্গ হইয়াছিল পানিহাটিতে ১৭৭১ (১৮৪৯)। ১২৯৭ সালে মুদ্রিত।

১১৭ বঙ্গবাসী কার্যালয় প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩১৫)।

১১৮ সা-প-প ২ পৃ ১ হইতে।

১১৯ ক ৩২৪৩-৪৬। উত্তরা-কাণ্ডের শেষে কবিপরিচিতি ও রচনাসমাপ্তিকাল পাই।

"মাতা পদ্মাবতী পিতা কর্তারাম দত্ত, কমললোচন নাম জাতিএ কায়স্থ।
গলৎবস্ত্রে নিবেদএ সভার চরণে অনুগ্রহ কবি সভে করহ শ্রবণে ॥

ইতি গ্রন্থসমাপ্তি ১২৪৯ সাল তারিখ ১৮ই শ্রাবণ রবিবার বৈকালে স্বাক্ষর শ্রীকমললোচন দত্ত ।

১২০ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত ১২৪২ সালে। শেষে আট ছত্র পযার আছে।

১২১ লেখকের পিতার নাম ভৈরব। নিবাস যশোর জেলায় চালতাবাড়িয়া গ্রামে।

১২২ রামলোচনের ও গয়ারামের রচনা মিশাইয়া কালীকিশোর বিদ্যাভূষণ এক সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন (১৮৯৭)।

১২৩ সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত (জ্যৈষ্ঠ ১২৫৩ সাল)। ভনিতায় শুক বা ইষ্টদেব গঙ্গাধরের উল্লেখ আছে।

১২৪ পূর্বে দ্রষ্টব্য।

১২৫ ১২৭৬ সালে মুদ্রিত সংস্করণ

১২৬ ১২৯৪ সালে মুদ্রিত সংস্করণ।

১২৭ তৃতীয় সংস্করণ ১২৯৪ সালে। বিশ্বম্ভর লাহার আদেশে বইটি লেখা হইয়াছিল। তিনিই প্রকাশ করিয়াছিলেন

১২৮ প্রথম মুদ্রণ ১২৯৩ ৯৯ সাল। কবি পরিচয় হুগলি জেলার মধ্য পাতিনান গ্রাম তথাকার ভানিবেন হয় মম ধাম। সৎগোপের পর্বকুলে আমার উৎপত্তি ।

১২৯ বিশ্বম্ভর লাহার কবিতারত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত (জ্যৈষ্ঠ ১৭৮০ শকাব্দ ১৮৫৮)।

১৩০ পঞ্চপুষ্প চৈত্র ১৩৩৯ প ৫২৫ ৩৮। পুথির লিপিকাল ১২৩৭ সাল।

১৩১ স ৫০৫ ৫১২।

১৩২ মুখার্জি কোম্পানী কর্তৃক শীকৃষ্ণ হইতে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১৩ সালে চতুর্থ খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩৭ সালে

১৩৩ এই পশ্চিমখণ্ডায় ধর্মমঙ্গল-রচয়িতা (?) খেলারামের নিবাস ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

১৩৪ হি প্র লি পৃ ৩৬৮ ৩৯। সা প প ৪৪ পৃ ১৫ ১৩

১৩৫ পূর্বে উল্লিখিত।

১৩৬ সা প প ১৩ পৃ ১৬১।

১৩৭ সচিত্র মুদ্রিত ১৮২৯। এই গ্রন্থে আত্মপরিচয় পাই

"কলিকাতা মধ্যে সুতানুটির নিবাস বসু কুলোদ্ভব রামনিধি বসুর দাস
কালীপ্রসাদ দাস তাঁহার নন্দন রচিল পুস্তক চন্দক শুভ বিবরণ।
লইয়া শ্রীদেবীচরণের অনুমতি সমাপ্ত হইল গ্রন্থ চন্দ্রকান্ত হিঁ
শ্রীল শ্রীযুত দেবীচরণ প্রামাণিক জনক উৎসবানন্দ পরম ধার্মিক।

১৩৮ ব প্রা পু লি ১ ১ প ২০১ ২১০।

১৩৯ রামচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংশোধিত ও নূতন বাদ ক্ষেমকর যন্ত্রে মুদ্রিত (শ্রাবণ ১২৮৯ সাল)। ইহা প্রথম মুদ্রণ নহে

১৪০ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ (১৮৭১) তৎপূর্বে কাব্যটি বহুবার ১৮০৮ অব্দে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল

১৪১ বসু পক্ষপর্বত ভাল একত্র মিলিছে ভাল সঙ্গে আমি যাদের মেলানী
সেই শক নিরূপণ এই গ্রন্থ সমাপন কবিলেন শঙ্কর শিবানী

১৪২ মদনমোহনের জীবৎকালে তাঁহার এক ভগিনীপতির নামে বইটি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩৬৯ সনে রামদাস সেন কবির নামে পুনর্মুদ্রিত করেন।

১৪৩ কবিচরিত (১৮৬৯) পৃ ২২ ২৩

১৪৪ ১৮৫৫ অব্দে মুদ্রিত। ইহা প্রথম মুদ্রণ বোধ হয় না। বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত সংস্করণ ১২৭৯ সালে। বটতলায় বহুমুদ্রিত। বা প্রা পু বি ১ ২ পৃ ৬৮ (১২৪৭ সালের পূর্বে ছাপা বইয়ের নকল)।

১৪৫ 'রামরঞ্জনের তামাক সাজা'।

১৪৬ ১৮৪১ অব্দে মুদ্রিত।

১৪৭ ঐ ১২৫৪ সাল।

১৪৮ ঐ ১২৫৭ সাল।

১৪৯ ঐ ১৮৪৯ শ্রীরামপুরে।

১৫০ ঐ ১৮৫৮।

১৫১ ঐ ১৮৫২, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৫৪।

১৫২ ঐ ১৮৫৪ , ১২৬৩ সাল।
১৫৩ ঐ ১৮৫৫।
১৫৪ বেণীমাধব দে প্রকাশিত ১৭৮১ শকাব্দ (১৮৫৮-৫৯)।
১৫৫ পতিত-পার্বতীব উপক্রমণিকায উল্লিখিত।
১৫৬ চৈতন্যচন্দ্রোদয যন্ত্রে ছাপা ১২৬৭ সালে। উপক্রমণিকা ও উপসংহাব গদ্যে লেখা।
১৫৭ প্রথম (?) মুদ্রণ ১৮৫৪, তৃতীয় মুদ্রণ ১৮৬১।
১৫৮ কবিতাবত্নাকব যন্ত্রে ছাপা ১৭৮২ শকাব্দে (১৮৬০)
১৫৯ ছাপা ১৮৫৫ অব্দে।
১৬০ ছাপা ১৭৭৭ শকাব্দে (১৮৫৫)
১৬১ ঐ ১৮৫৬।
১৬২ ঐ ১৮৬৩।
১৬৩ দুই খণ্ডে ছাপা (১৮৬৩-৬৬)।
১৬৪ ছাপা ১৮৬৮ অব্দে।
১৬৫ ঐ ১৮৬৯।
১৬৬ মহেশচন্দ্র শীল ও বিশ্বম্ভব লাহা প্রকাশিত (১৫ চৈত্র ১২৭২)
১৬৭ বা প্রা পু বি ১ ১ পৃ ২৬৪ ৬৫।
১৬৮ ঐ পৃ ১৬৪। ইঁহাব অপব বচনা 'মনোযাত্রা নাটক (শ্রীবামপুবে ১৮৬২) প্রবোধচন্দ্রোদয অবলম্বনে লেখা নাটকেব ধবনে।
১৬৯ বা প্রা পু বি ১ ১ পৃ ১০১ ১ ৫ প ২৬।
১৭০ ঐ ১০১ পৃ ১৩৭ ৩৮।
১৭০ক বত্রিশ সিংহাসন প্রথম কবে ছাপা হইযাছিল জানি না। বেতাল পঞ্চবিংশতিব প্রথম মুদ্রণ হয ১২৩২ সালে। ১২৩১ সালে একটি ভনিতাহীন সংস্কবণ ছাপা হইযাছিল।
১৭১ ছাপা ১৮৬৯ অব্দে।
১৭২ প্রথম মুদ্রণ শ্রীবামপুব চন্দ্রোদয যন্ত্রে (১৮৪৩)।
১৭৩ পূর্বে দ্রষ্টব্য। শুকবিলাস' এব বচনাকাল ১২৫১ সাল।
১৭৪ ক ৩৪৬০ (খণ্ডিত পুথি)। ১৮৩১ অব্দে সমাচাবচন্দ্রিকা কার্যালযে তুতিনামা বিক্রযার্থ বিজ্ঞাপিত ছিল। তাহাই কি এই বই?
১৭৫ ছাপা ১৮৫৮।
১৭৬ ঐ ১২৬৬ সাল।
১৭৭ ঐ ১৮৫৯।
১৭৮ ঐ ১৮৫৪। ১৮৩১ অব্দে সমাচাবচান্দ্রকা অফিসে বিজ্ঞাপনে হাতেম তাই বিক্রযার্থ ছিল ইহা গোবধন দাসেব হওযা সম্ভব।
১৭৯ ছাপা ১৮৫৫ অব্দে।
১৮০ ঐ ১২৬০ সাল।
১৮১ অর্থাৎ "কামাবল্ জমানেব'।
১৮২ ছাপা ১৮৬২ অব্দে
১৮৩ ছাপা ১৮৩৬ অব্দে।
১৮৪ প্রথম খণ্ড, জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্রালযে মুদ্রিত (১২৯১ সাল ১৮৩৪)। বইটিব সবত্র ছেদচিহ্নেব স্থলে ইংবেজী স্টপ ব্যবহৃত হইয়াছে। গৌবীশঙ্কব ভট্টাচায বচনা সংশোধন কবিযা দিযাছিলেন।
১৮৫ ছাপা ১৮২৯ অব্দে।
১৮৬ ঐ ১৮৫২।
১৮৭ ঐ ১৮৫৮।
১৮৮ ঐ ১৮৬৪।
১৮৯ পুথির লিপিকাল আনুমানিক ১২০৩ সাল। বিশ্বভাবতী-পত্রিকা চতুর্থ বষ দ্বিতীয সংখ্যা পৃ ১১০ ১৪ দ্রষ্টব্য।
১৯০ গ্রীয়বসন (G A Grierson) কর্তৃক বঙ্গীয় এশিযাটিক সোসাইটিব জর্নালে প্রকাশিত (১৮৭৭)।
১৯১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয প্রকাশিত 'অসমীযা সাহিত্যেব চানেকি' প্রথম খণ্ড (১৯২৯) পৃ ৪০-৪৪ দ্রষ্টব্য। এটি বাঙ্গালা গাথার অসমিয়া রূপান্তব মাত্র। চাটিগাঁ অঞ্চলে নিত্যানন্দ "বৈদ্য"-এব ও শ্রীধব "বানিযা"ব 'নীলাব বাবমাস পাওয়া গিযাছে (বা-প্রা-পু-বি ১-১ পৃ ১২৫ ; ১-২ পৃ ৪৮-৪৯)।

১৯২ প্রথম মুদ্রণ (সিলেটী নাগরী অক্ষরে) ১৮৭৭।
১৯৩ প্রথম প্রকাশ ১৯২৪।
১৯৪ যেমন মহম্মদ রাজীউদ্দীনের 'জযানন্দ-বিবাহ' (ববিশাল ১৮৭৭)।
১৯৫ ইহাই গাথাটির আসল নাম।
১৯৬ প্রকাশক আব, মিত্র ২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
১৯৭ মৈমনসিংহ-গীতিকার পাঠ "এইখানে হইল সাঙ্গ নদীযাব চান্দেব কথা"।
১৯৮ "না" কথাব মাত্রাব মতো।
১৯৯ মৈঁ পাঠ "ভাব্যা চিন্তা নাম বাখল মহুয়া সুন্দরী।"
২০০ মৈ'নাই।
২০১ =গায়ে।
২০২ =স্বর্ণ কাঞ্চন।
২০৩ মৈঁ নাই।
২০৪ চৈতন্যেব নামেব স্মৃতি।
২০৫ মৈঁ "বাইদ্যার তাম্‌সা কবাইতে একশ টেকা লাগে।"
২০৬ =বেদে ছুঁড়ির প্রতি।
২০৭ =কোথায়।
২০৮ "পালং সই"=পালন-সই।
২০৯ =খাড়া লইয়া।
২১০ =বেদে ছুঁড়ি।
২১১ মৈমনসিংহ-গীতিকাব সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ভূমিকায় লিখিযাছিলেন, "এখন বহুকষ্টে এই গীতিকাটির সমগ্র অংশ উদ্ধাব কবা হইয়াছে। এই গানেব মোট ৭৫৫ ছত্র পাওয়া গিযাছে।" অথচ ছাপায় পাইতেছি ৭৮৯ ছত্র। গোলমাল আরও আছে। মৈমনসিংহ-গীতিকাব সঙ্কলিত পাঠে চাব স্থানে (৬১ ছত্রেব ৬৬০ ছত্রেব ৭৫৪ ছত্রেব এবং ৭৬৪ ছত্রেব পবে) পবিবর্জনেব সাংকেতিক তাবকাচিহ্ন দেওয়া আছে। অতএব মনে হয় পূর্ণচন্দ্রবাবুব সংগ্রহই আকারে মূলের (অর্থাৎ শোন গান-পালাব) কাছাকাছি। পূর্ণচন্দ্রবাবুব পাঠে যে সংস্কাবচিহ্ন একবাবেই নাই তা নয, তবে তাঁহাব সংস্কার অনেকটা প্রুফ-সংশোধনেব মতো, তাহাতে পালিশ চডাইবাব প্রযত্ন নাই। এ কথা চন্দ্রকুমাববাবুর সংগ্রহ সম্বন্ধে বলিতে পারি না।
২১২ গবানহাটী কীর্তনবীতি।
২১৩ বেনেটী কীর্তনবীতি।
২১৪ কবিগান।
২১৫ ওস্তাদরীতি বিশেষ।
২১৬ পাঠ "কতকথা"।
২১৭ তর্জাগান।
২১৮ শাবি গান।
২১৯ দুগাবি গান।
২২০ শিবব গান।
২২১ আগমনী-বিজয়া গান।
২২২ বাউল কর্তাভজা প্রভৃতি বিভিন্ন গীতপদ্ধতি।
২২৩ বিরহ গীত।
২২৪ শ্যামলাল শীল প্রকাশিত (১৩০৩) 'ঢপ কীর্তন হইতে।
২২৫ পৃ ৩৪০-৪১।
২২৬ প্রথম গান। পাঁচালীব সুব, খেমটা তাল।
২২৭ দ্বিতীয় গান ("দোসবা গীত", "নাবদ-বাসুদেবেব উক্তি")। ঝুমুব বাগিণী, খেমটা তাল। গানেব প্রথম অংশ বর্ণনা ও বাসুদেবেব (অর্থাৎ ব্যাসদেবেব) উক্তি, দ্বিতীয় অংশ নাবদমুনিব।
২২৮ তৃতীয় গান, বাসুদেবেব। সুহিনি রাগিণী, পশতো তাল।
২২৯ চতুর্থ গান, নারদমুনির। ভৈবব বাগ, চলতা তাল।
২৩০ এই ধবনের ছড়া পূর্বে প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে লেখা হইত বলিযাই "আর্যা" নাম।
২৩১ আরবী শব্দ ত্বরজ, অর্থ কাঠামো, রীতি ধরন।
২৩২ পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

২৩৩ তুলনীয় মানিকরাম গাঙ্গুলির কাব্যে ধর্ম-ঠাকুরের উক্তি, "নকল দেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া।" চণ্ডীমঙ্গল-কাহিনীর পুরানো পুথিতে 'মানিকদত্তের দাণ্ডা' বলিয়া উল্লিখিত।

২৩৪ সম্ভবত চলা অর্থে "বুলা" ধাতু হইতে উৎপন্ন। তুলনীয় "যাত্রা"।

২৩৫ পৃ ৩৪৬।

২৩৬ আসলে হাতের তাল অথবা যন্ত্রের তাল যোগে গানেরই বিশিষ্ট নাম ছিল "শাড়ি"। পশ্চিমবঙ্গে একদা ঢাকঢোল সহযোগে গীত পালাগানকেও "শাড়ি" বলিত। হাওড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত মনসামঙ্গলের পুথিতে "মনসার শাড়ি গান" এইরূপ নির্দেশ আছে।

২৩৭ পৃ ২৯৬।

২৩৮ পৃ ৫৯।

২৩৯ তুলনীয় পৃ ৯৩৫ ("হানীফার পায়ে জারি বচিল নযানে।")

২৪০ কমলাকান্ত বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন এবং 'সাধকরঞ্জন' নাম তান্ত্রিক যোগ নিবন্ধ (ব সা-প প্রকাশিত) রচনা করিয়াছিলেন। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহতাবচাঁদ কমলাকান্তের পদাবলী ছাপাইয়াছিলেন (১২৬৪ সাল)। শ্রীকান্ত মল্লিক ১২৯২ সালে একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে ২৬৯টি পদ আছে।

২৪১ স ৫০০। ইনিও মহারাজা তেজচন্দ্রের পোষ্য ছিলেন।

২৪২ স ৫০৩।

২৪৩ বি ২৬৬।

২৪৪ ঐ ২৬৭। একটি ব্যবস্থা প্রার্থনা পত্রে (বি ৪১০) আরও আগেকার তারিখ পাওয়া যাইতেছে – ২৫ মাঘ ১২১৭ সাল।

২৪৫ বা-প্রা-পু-বি ১-১ পৃ ১৫২, ১ ২ পৃ ৭৩।

২৪৬ সংস্কৃত "ক্ষেড়" হইতে। অর্থ– কুৎসিত আচরণ, নিষ্ঠীবন, চীৎকার, কাদাখেলা

২৪৭ গৃহগমনোৎসুক সুন্দরকে নিজের পিতৃগৃহে আরও কিছুদিন রাখিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যা তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়াছিল এই বলিয়া,

"নদে শান্তিপুর হতে খেঁড় আনাইব
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড় শুনাইব।"

২৪৮ পৃ ৩৪২ ৭৯।

২৪৯ "শুকদেবের গীত চন্দ্রাবলীর দলের। বাগ তাল করিব।"

২৫০ "ইতি শুকগীত সাঙ্গ।"

২৫১ "চন্দ্রাবলীর দলের সখীসংবাদ। বাগ তাল করিব।"

২৫২ "কামকলা সখীর উক্তি। আগের করিব উত্তর।" বাগ তাল করিব।

২৫৩ নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপালের মতে কুলুইচন্দ্র সেন ছিলেন নিধুবাবুর অতি নিকটসম্পর্কীয় মাতুলপুত্র" ['গীতরত্ন' তৃতীয় সংস্করণ (১২৭৫) প ।৷৹ ], মতান্তরে মাতুল।

২৫৪ শ্রীদাম এবং সুবল দুই ভাই কৃষ্ণযাত্রা পাওনায়ও নাম করিয়াছিল। উভয়ের মৃত্যু হয় ১৮২০ অব্দে।

২৫৫ গীতরত্ন (তৃতীয় সংস্করণ) পৃ [illegible]। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২৬০ সালে সংবাদপ্রভাকরে নিধুবাবুর জীবনী আলোচনা করিয়াছিলেন।

২৫৬ আমাদের পুঁথি সংগ্রহে একখানি বই আছে। কোন নামপৃষ্ঠা নাই। কাগজ ও মুদ্রণরীতি হইতে মনে হয় যে ১৮২০ ৩০ অব্দের মধ্যে ছাপা হইয়াছিল। চামড়ার বাঁধাইয়ের পিছনে সোনার জলে নাম ছাপানো আছে 'নিধুর মনরঞ্জন"।

২৫৭ পাঠ পূরকে"।

২৫৮ পরমেশ্বর বেদরত্ন সঙ্কলিত ও প্রকাশিত (শ্রীরামপুর ১৭৮৭ শকাব্দ ১৮৬৬ ৬৭) 'সঙ্গীতরত্নাবলী' পৃ ২১।

২৫৯ ঐ পৃ ২২।

২৬০ পদটি শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন (সা প প ২৯ পৃ ১২৪)।

২৬১ স ২৮২।

২৬২ স ৪৭৮

২৬৩ "গীতলহরী" অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও প্রকাশিত (১৯০৪)।

২৬৪ ক ৩২৫৪ (লিপিকাল ১৭৭৪ হইতে ১০৮৫ মল্লাব্দ - ১৭৬৮ ৭৯)।

২৬৫ স ১২৪।

২৬৬ অর্থাৎ জাহাজ।

২৬৭ স ৪৩০।

২৬৮ অর্থাৎ সত্বর কিম্বা সতর্ক।

২৬৯ "দাশরথি রায়ের জীবনচবিত' চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১২৮০ সাল) দ্রষ্টব্য।

২৭০ প্রথম খণ্ড এক সংস্কবণ বিশ্বুবাসিনী যন্ত্রে ছাপা হইয়াছিল (১২৫৯ সাল)। অশ্লীল পালাগুলি বাদে দাশবথিব পাঁচালী হরিমোহন মুখোপাধ্যাযেব সম্পাদনায বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হইযাছিল। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শ্রীযুক্ত হবিপদ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় আব এক সংকলন প্রকাশিত হইয়াছে।

২৭১ তুলনীয় মানসোল্লাস (তৃতীয় ভাগ ষোডশ অধ্যায়)

"তালদ্বয়সমাযুক্তঃ পদপাটোপশোভিতঃ ॥
পদৈঃ প্রশ্নোত্তবৈর্যুক্তঃ স প্রোক্তঃ শুকসাবিকঃ ॥
ঈদৃক প্রশ্নোত্তবৈর্যুক্ত' বাঞ্ছিতার্থৈশ্চপি যোজিতা।
বসেন যেন কেনাপি গাতব্যা শুকসাবিকা ॥"

২৭২ যেমন লালশশী সঙ্কলিত 'কর্তাভজাব গীতাবলী' (প্রথম খণ্ড ১২৭৭ সাল) হৃদযলাল দত্ত স গৃহীত বাউল সঙ্গীত' (১৮৮২), শিবপুর-নিবাসী তিনকড়ি স্মৃতিবত্ন সঙ্কলিত দুইখণ্ড 'বাউল সঙ্গীত (১৮৮২) ইত্যাদি। ইংবেজী শিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্কলনের মধ্যে দযালচাঁদ ঘোষেব 'বাউলসঙ্গীত' (১২৮৯) উল্লেখযোগ্য।

২৭৩ সিলেটী নাগরী অক্ষবে ছাপা 'চন্দ্রমুখীব পুথি'ব উপসংহাবে (পৃ ৫১-৫২) উদ্ধৃত।

২৭৪ 'শিশুবোধক'এ (শীল এণ্ড ব্রাদার্স যন্ত্রে ১২৬৮ সালে মুদ্রিত সংস্কবণে পৃ ৬৬ ৬৭) উদ্ধৃত কবিচন্দ্রেব কলঙ্কভঞ্জন পালাব মধ্যে গোপীদেব কৃষ্ণ-ভুলানো গান।

২৭৫ প্রবাসী ১৩২২ দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ২০৮ ২৯৪ দ্রষ্টব্য।

২৭৬ সুবোধচন্দ্র মজুমদাব লিখিত গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (বঙ্গদর্শন বৈশাখ ১৩১৬ পৃ ৮৬ ৫৯)।

২৭৭ পবে দ্রষ্টব্য।

২৭৮ সাঁই < স্বামী, প্রভু, দযিত, ইষ্টবস্তু।

২৭৯ =কাশঝোপেব।

২৮০ এখানে "সাঁই" শব্দটি শিষ্যাদেব প্রক্ষেপ বলিযা মনে কবি।

২৮১ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত চতুর্থ খণ্ড পৃ ১৪৮।

২৮২ নফবচন্দ্র দত্ত প্রকাশিত 'বাউল সঙ্গীত' (১২৯০ সাল)।

২৮৩ বাঙ্গলা সাহিত্যেব ইতিহাস, ষষ্ঠ সংস্কবণ, পৃ ১৬৫ দ্রষ্টব্য।

২৮৪ দ্রষ্টব্য "সুকুমাব সেনেব প্রবন্ধাবলী বিচিত্র-দেবতা (প্রথম খণ্ড), ১৯৮৪, পৃ ২৫০ ২৬৩

২৮৫ অর্থাৎ Manıchee। মানিক বোধ কবি প্রাচীন ইবাণীয খ্রীস্টীয ধর্মসম্প্রদায প্রবর্তক মানিক (গ্রীক মানিখোইওস—Manıkhoıos)। ইবাণে একদা (তৃতীয় পঞ্চম শতাব্দী) এই ধর্মেব প্রসাব হইযাছিল। সুফীবা একে পীব স্বীকাব করিয়া লইয়াছেন।

২৮৬ পৃ ২৯৪।

২৮৭ পাঠ "পশ্চিমে"।

২৮৮ উপসংহাব।

২৮৯ 'কর্তাভজাব গীতাবলী (প্রথম খণ্ড ১২৭৭) ও 'শ্রীশ্রীযুতেব পদ' (দ্বিতীয খণ্ড, ১৩০০) নামে মুদ্রিত।

২৯০ ইনি গান বচনায লালশশী বা শশীলাল নাম ব্যবহাব কবিযাছিলেন। শ্রীযুত দুলালচন্দ্র গান প্রকাশিযা (কর্তাভজাব গীতাবলী, পৃ ২)।

২৯১ শ্রীশ্রীযুতেব পদাবলী। পৃ ৫৭, ৬৩, ৮২, ৮৩ ৮৯, ৩৩২।

২৯২ পাঠান্তব 'কাঁদিল আব তুল'।

২৯৩ ঐ 'আদি অন্ত ধবে তন্ত্রসাবে মন্ত্র'।

২৯৪ পাঠান্তব 'তখনি'।

২৯৫ ঐ 'নয়ন'।

২৯৬ ঐ 'সকলি খাসা'।

২৯৭ ঐ 'খুব ঘটা অট্টালিকে'।

২৯৮ ঐ 'যে বিধি যেমন'।

২৯৯ ঐ 'আকডে'।

আগেকাব নয়।

বিষয অনুসাবে এই পনেবখানি পুথি তিনভাগে ভাগ কবা যায। প্রথম, ব্রতকথা জাতীয পাঁচখানি 'লক্ষ্মী পাঁচালী' (সংখ্যা ২১১, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৪)।

ভনিতা

কহেণ যাদব দাশ কবিঞা মিনতি।
দোশ না লইবে মোব মুই হিণমতি॥
ধানাই পানাই যন্ম সুণে জেই যন।
ধনপুত্রযশ হয শূনিলে কাবণ॥
জিবণেত শুখ হয অন্তে বিষ্ণুগতি।
হ্রণ(?) জাদবে কহে কবিঞা মিনতি॥

লিপিকব শ্রীশিতাবাম উপাধ্যায। তাবিখ ২৩শে ফাল্গুন ১১৫০ সাল। মঙ্গলবাব (১৭৪৪ অব্দ)। পুথিটি মালদহেব হবিশচন্দ্রপুব থানায প্রাপ্ত।

গল্পটি অভিনব বটে,—লক্ষ্মীব সহচবী ধানাই-পানাইদেব জন্মকথা। লক্ষ্মীব সহচবী ধানাই ও পানাই=মনসাব ধনা ও মনা।

দ্বিতীয ব্রতকথা হইল 'পেচক পুবাণ' (সংখ্যা ৪৩২ পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৪)।

ভনিতা

আগম পুবান জান পাঞ্চালিকা সুন।
দিজ কাশিবামে কহে শ্রীস্টিব পত্তন।
কবজোবে লোমস মুনি কহে কবপুটে।
হস্তজোবে জীজ্ঞাসীল পক্ষিব নিকটে॥
পুব্ব বিববন পক্ষি কহ সম(া)চাব।
কিরূপে কবিল শ্রীষ্টি প্রভু নৈবাকাব॥

লিপিকব

কর্ত্তা মানিক শ্রী হিবামন মাহানদাব
পী তাবাচান বকযা
নিব্বাস জিলে চাটিগ্রাম
সাং আন্ধাব মানিক॥

তাবিখ ১২০৭ মঘী, ৭ই শ্রাবণ সোমবাব চট্টগ্রাম অঞ্চলেব পুথি।

তৃতীয় গ্রন্থ হইল 'মঘাধর্ম্ম ইতিহাস' (নম্বব ৪৪১, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫০)। ভনিতা

বাঙ্গালা ভাসেতে বোলে দশ অবতাব।
মঘা ভাসে ফবা নাম জা এ সংসাব॥
এই মতে ধর্ম্ম কথা কব অবধান।
সংসাবেব সাব জান প্রভু ভগবান॥

লিপিকব শ্রী আজনা গুরুঠাকুব। তাবখি ১২১৩ সালেব ৭ই ফাল্গুন বুধবাব। চট্টগ্রাম

অঞ্চলেব পুথি।

চতুর্থ গ্রন্থ হইল 'ইন্দ্র পুবাণ' (নম্বর ৫৫২ ; পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২০)। কোন লেখকেব নাম নাই। বইটি যেন এক লুপ্ত পুবাণেব অনুবাদ। লিপিকব শ্রীদেবিপ্রসাদ। তারিখ ১২৫০ সাল (১৭৬৫ শকাব্দ)। পুথিটি পশ্চিম দিনাজপুব জেলা হইতে সংগৃহীত।

পঞ্চম গ্রন্থ হইল 'কর্ন্নমুনির পালা (ভবিস্ব পুবাণ) (নম্বব ৪৯১ , পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬)। ভনিতা :

আসিস্য কবিযা দ্বিজবব-গেলা স্নানে।
ভবিস্ব পুবাণ দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে ॥
স্নান কবি তবাপব আইল ব্রাহ্মণ।
জসোমতি কব্যাদিল জত আযোজন ॥

লিপিকব শ্রী গোবর্দ্ধন পাত্র, লিপিকালের উল্লেখ নাই। পুথি মালদহ জেলায় সংগৃহীত।

দ্বিতীযভাগে পড়ে মহাভাবত কাহিনীর চাবখানি পুথি। প্রথম হইল 'মহাভাবত গদাপর্ব' (নম্বব ৫৯ , পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮২)। ভনিতা

দ্বিজ কবিবাজ তাব পীতৃব আজ্ঞায।
গদাপর্ব পদ ভণে স্বদেষ ভাষায ॥

শেষ ভণিতাব পবে যে তারিখ আছে তাহা বচনাকাল কিম্বা লিপিকাল হইতে পারে।

দ্বিজ কবিবাজে ভনে এডি মাহামদ।
ডাকী বামকৃষ্ণ বোল খণ্ডক আপদ ॥
একেশতে দুই চাড়ি এহি শকে গনি।
নবসিংহ মাহাদ্বিজ জেন মাহামুনি।
সতত দেবক অর্চে কর্ম্মত কুসলা।
গদাপর্ব পদ লেখা হৈল সাঙ্গবেলা ॥
শুক্লপক্ষে বৈশাখেব তিথি অষ্টমীত।
পদেব পণ্ডিব দেখি মনত বিস্মিত।

লিপিকাল ১৭২৪ শক, বৈশাখেব শুক্লাষ্টমী। কোচবিহাব অঞ্চলেব পুথি।

দ্বিতীয় গ্রন্থ হইল 'মহাভাবত' (আদি পর্ব ও বন পর্ব) (নম্বব ৪৪০ , পৃষ্ঠাসংখ্যা আদিপর্ব ৫৭×২) , বন পর্ব ১১৮×২=মোট ৩৫০)। ভনিতা

মহাভাবথেব কথা পুন্য অতি আসএ।
কোতুক কমল ভাসে বচিল সঞ্জএ ॥
ভাবতেব পুন্য কথা কবিআ পাঞ্চালি।
সঞ্জএ বাঁচিল জেন পুষ্প গাথে মালি ॥

লিপিকর শ্রী গোলোক চন্দ্র দাস, তারিখ ১৫ই মাঘ ১২১০ সাল। কোচবিহাব থেকে সংগৃহীত পুথি।

তৃতীয় গ্রন্থের নাম 'পাণ্ডব-বিজয়' (নম্বর ৫২৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪২)। ভনিতা

শেষ ভনিতা

ব্রতকথা শুনি সভে কবহ প্রনতি।
গাইল মানিক দত্ত মধুব ভাবতী॥

পশ্চিম দিনাজপুব জেলা হইতে সংগৃহীত পুথি।

মানিক-দত্তেব দ্বিতীয় পুথি 'চণ্ডীমঙ্গল' ('বৃহস্পতিবাবেব বাত্রিব ধনববেব পালা) (নম্বব ৬২৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩২)।

ভনিতা একটিমাত্র

অভযাব চবণে মজুক মোব মন।
কবি মানিক দত্তে গান মধুব বচন॥

লিপিকব শ্রীনন্দদুলাল শর্ম্মণ। 'সাকীন বাশোআ ৩বফ চেঙ্গনা পবগণে আঝৌব সবকাব জন্নতাবাদ।' লিপিকাল ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১১৯২ সাল। শকাব্দ ১৭০৭। মালদহ অঞ্চলে প্রাপ্ত পুথি।

মানিক-দত্তেব তৃতীয পুথি 'চণ্ডীমঙ্গল' (ববিবাব দিবসেব পবীক্ষাব পালা) (নম্বব ৫১২, পৃষ্ঠাসংখ্যা ২০)। ভনিতা

গাইল মানিক দত্ত ভাবিঞা ভবানী।
খুলনা বলেন মাতা শুন মোব বাণী॥
অভযাব চবণে মানিক দত্তে গায।
ভকত বৎসলা দুর্গা হেবে ববদায॥

লিপিকব বা লিপিকালেব উল্লেখ নাই। একটি পাতাব কোণে লেখা আছে ১২২৭ সাল। ইহা লিপিকাল হইতে পাবে।

# নির্ঘণ্ট

## গ্রন্থনাম


অক্রূরসংবাদ ৪৯০
অঙ্গদ রায়বার ৩৫৯ ৩৬০ ৩৮৮* ৪০৮
অদ্ভুত আশ্চর্য রামায়ণ ১০৪ ১০৫ ৩৬৩
অদ্ভুত রামায়ণ ১০৫ ১০৬ ১৫৮* ২৪১ ৩৬০ ৩৬১ ৪৩৯ ৪৯৭
অদ্বৈত কড়চাসূত্র ৭২
অদ্বৈতসূত্রকড়চা ৭২
অধ্যাত্ম রামায়ণ ১৫৬ ৩ ১ ৩৬০ ৩৬১
অনঙ্গমঞ্জরীসম্পুটিকা ৩৩৮
অনঙ্গমোহন ৫০০
অনন্তচতুর্দশী ব্রতকথা ৩১৯
অনাদিমঙ্গল ১৫৩ ১৮২*
অনিল পুরাণ ১১৯ ১৭ ১৭৩ ১৭৫ ১৭৭ ১৮৬* ১৮১ ১৯২ ২১৭*
অনুমান সম্বন্ধ ২৬
অনুরাগবল্লী ৬২ ৩৪৪
অন্নদামঙ্গল (অন্নপূর্ণামঙ্গল) ৩০৯ ৪২০ ৪২৫ ৪২৭ ৪৩১ ৪৩৩ ৪৩৭* ৪৪০ ৪ ০
অন্নদামঙ্গল গ্রন্থান্তর্পাতী বিদ্যাসুন্দর ৪২৫
অবলা প্রবলা ৫৮
অভয়ামঙ্গল ২৫৪ ২৫১ ৩৭১ ৩৭৫ ৪১৮
অভিনববাঘবানন্দ নাটক ১১
অভিরামপটল ৭*
অভিরাম বন্দনা ৬৩
অভিরামলীলামৃত ৬২ ৬৩
অভিলাষরসসিন্ধু ৫৮১
অমৃতগোষণী ৭৫
অমৃতরত্নাবলী ৭৪ ৭৫
অমৃতরসাবলী ৭৪ ৭৬
অম্বিকামঙ্গল ২৭৩
অযি দীন শ্লোকার্থ সিন্ধুর বিন্দু প্রকাশ ৩২৭
অরিষ্ট নিরূপণ ৪৯৭
অর্জুনসংবাদ পালা ৩১২
অশৌচ পাঁচালী ৪৮৫
অশ্বমেধ পর্ব (চন্দনদাস দত্ত-কৃত) ১০৩
অষ্টরস (বা অষ্টরস-ব্যাখ্যা) ৫৯
অষ্টলোকপালকথা ৩৭৮
অষ্টরসনিরূপণ ৫৭ ৫৯
অসমীয়া সাহিত্যের চানেকি ৫৩৫*

আগম ৭৬
আগম পুরাণ ৭৬
আগমবর্ণ ভেদ ৭৯
আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ স্মারক গ্রন্থ ৮৩*
আত্মজিজ্ঞাসা ৭২ ৭৭
আত্মজিজ্ঞাসাতত্ত্ব ৭২
আত্মজিজ্ঞাসাসারাৎসার ৭২
আত্মনিরূপণ ৭২
আত্মনির্ণয় ৭৬
আত্মবোধ ৩৩০ ৩৬৪
আত্মসাধন ৭২
আত্মসারাৎসারকারিকা ৭৫
আদিত্যচরিত ২৪৪ ২৪৫
আদ্যচিন্তামণি ৭২ ৩২৮
আদ্যসারাৎসারকথা ৭৫
আদ্যের পাঁচয় ১৯৮
আনন্দলহরী ৫৭ ৭৫ ৮০ ৪৯৪
আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস ২৭৮*
আমির হামজা ৪৬৭ ৪৬৯ ৪৭৯*
আশ্বিযাবাণী ৮০৯, ৪৪৭ ৪৪৯
আরকন-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য ৩০৩*
আশামানি তত্ত্ব ৩৩০
আশ্রয়কল্পলতিকা ৮১
আশ্রয়নির্ণয় ৭২ ৭৭

ইউসুফ জেলেখা ৪৬৭ ৪৭২ ৫০২
ইজ্জতু ল-লাহ ৪৭৪
ইতিহাসে উপেক্ষিত ৪১৯*
ইমামচুরি পুথি ৪৭৫
ইসকন্দরনামা ২৯৭
ইসলাম-নবী কিস্‌সা ৪৭৩
ইসলামী বাংলা সাহিত্য ৪১৩* ৪৮০* ৪৮১*

উজ্জ্বলচন্দ্রিকা ৩২৬
উজ্জ্বলনীলমণি ৪৭, ৫২, ৫৪, ৫৬, ৭৭, ৮৮*, ৮৯*, ৩২৬
উজ্জ্বলনীলমণিকিবণ ৩২৬
উজ্জ্বলবস ৭৯, ৩২৬, ৩৩৫*
উঞ্ছবৃত্তি পালা ৩২২
উদ্ধবগীতা (বিষ্ণুরাম নন্দী-কৃত) ৫৩
উদ্ধবদূত ৫২, ৫৩
উদ্ধবসংবাদ ৩১৭, ৩২৩, ৪৮৯
উদ্ধবসন্দেশ ৫২, ৩১২
উপাসনাচন্দ্রামৃত ৪৮৬
উপাসনাপটল ৭৭
উপাসনাবত্ব, উপাসনাবহস্য, দেখুন চম্পককলিকা

উষাবসাণর্ব ৩২১
উষাহবণ ৩২১, ৩৬১ ৪৯০

একাদশী পাঁচালী ৩১৯
একাদশী ব্রতকথা ৩১৯

ঔণাদিকোষ ৪৯৭

কডচা (বঘুনাথদাস-কৃত) ৭৬
কণ্বমুনিব পাবণা ৩১৯
কানকঞ্জবী ৭৭, ৭৮
কপালচবিত্র ৪৮৪
কপিলামঙ্গল ৩৮৮
কমলদত্তাহবণ ৫০১
কমলামঙ্গল ২৫৭, ২৭২, ২৭৪
কমলাশক্তিপ্রকাশ ৪৯৪
ককণানিধানবিলাস ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৫০৯, ৫১৪ ৫২৮
কর্ণানন্দ ৫০
কর্ণানন্দ (কর্ণানন্দবস) ৬০, ৬২
কর্ণামৃত (কৃষ্ণকর্ণামৃত) ৫০
কর্ত্তাভজাব গীতাবলী ৫৩৮*
কর্মবিপাক ৪৯৪, ৪৯৫
কর্মলোচন (অনু ), ৪৯৮
কলঙ্ক-উদ্ধাব ৩১৭
কলঙ্কভঞ্জন ১৬, ৩১৭
কলিকলুষবিমোচন ৭৯
কাঁকডাবিছা গ্রন্থ ৭৩
কান্তনামা (বা বাজধর্ম) ৪৫৪
কাব্যসন্দীপ ৪৩৭*
কামসূত্র ৪২, ৭২
কামিনীকুমাব ৫০১
কাযিকাপটল ৭৭, ৩২৮
কালকেতুব চৌতিশা ৩৭৪
কালিকাপুবাণ ৩৭৫
কালিকামঙ্গল ২৫৭ ২৫৯, ২৬১, ২৬৪, ২৮০, ৪২২, ৪২৩, ৪৩৩, ৪৩৬, ৪৪৯
কাসাস-উল্ আম্বিযা ৪৭০
কালী কীর্তন (বামপ্রসাদ) ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৮*
কালীকৈবল্যদাযিনী ৪৯৫
কালীপূবাণ ৪৮৪
কালীবিলাস ৪৯৫
কাশীখণ্ড (অনু ) ৪৯১
কাহ্নাইবন্ধনখালাস ৩১৭
কিতাবমঞ্জবী ৪৬১
কিশোবীমঙ্গল ৭২
কিবণদীপিকা ৩৪৫
কিবীটিমঙ্গল ৩৭৬, ৩৭৭
কিশোবীভজনেব পদ ৭৩
কুবঙ্গতানু ৪৭৪
কৃষ্ণকর্ণামৃত ৫০, ৭০
কৃষ্ণকেলিকল্পলতা ৪৮৯
কৃষ্ণকেলিসুধাকব ৪৯৭
কৃষ্ণ-কীর্তন (বামপ্রসাদ) ৪৩৫
কৃষ্ণতত্ত্বতবঙ্গিণী ৪৯৮
কৃষ্ণবিলাস ২৬
কৃষ্ণভক্তিবল্লী ৭৮, ৩৩৫*
কৃষ্ণভক্তিবস ৭৯
কৃষ্ণভক্তিবসকদম্ব ৩২৬
কৃষ্ণমঙ্গল ৫৩, ২২৮ ৩১১ ৩১৩, ৩১৫, ৩১৭, ৩৫৯, ৩৭১, ৪৮৯
কৃষ্ণলীলা কাব্য ২৪, ৪৮৯
কৃষ্ণলীলা পদাবলী ১০, ১৬
কৃষ্ণলীলামৃত ৩১১, ৩১২, ৩২৮, ৪৮৯
কৃষ্ণলীলাবস ৩৬৪
কৃষ্ণলীলাবসোদয ৪৮৯, ৫৩২*
কেশবলীলা ৩৩৮
কোমাব জিলম্যানেব মনোহব উপাখ্যান ৫০২
কৌতুকবিলাস ৪৯০
ক্রিয়াকাণ্ডবাবিধি ৪১১*
ক্রিযা যোগসাব ৩৬৮, ৩৭৩
ক্রিয়াযোগসাব (অনু ) ৩১৮, ৪৮৮, ৪৯৭

ক্রিয়াসিদ্ধি ৪৮৪
ক্রীস্ত পুবাণ ৪১৫, ৪১৬, ৪১৯*
ক্রেপাব শাস্ত্রেব অর্থ, ভেদ ৩০৮ ৪৯৮
ক্রোনো হিসটোবিআ দেলা যেসুস ৪১৯*
ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ২২, ৩৪৮

খুকুমণিব ছডা ২৩৫
খ্রীষ্টবিববণামৃতং ৪৮৩

গঙ্গাব পাঁচালী ৩৮০
গঙ্গাভক্তিতবঙ্গিণী ৩৮০, ৩৮১
গঙ্গামঙ্গল ২৫৬, ৩৮০
গঙ্গাষ্টক ৪২৬, ৪২৮
গজেন্দ্রমোক্ষণ ৩২২, ৪৮৪
গাজীব পুঁথি ৪৭৩
গাজীবিজয ৪৭৩
গাজীমঙ্গল ৪৭২, ৪৭৩
গিবিসংবাদ ৩৭৬
গীতকল্পতক ৩৫০
গীতগোবিন্দ ১৭, ২২ ৪৯ ৩১৫, ৩২৩ ৩২৫, ৩৫৪, ৪৯৬, ৪৯৭
গীতচন্দ্রোদয ৩৪৯
গীতমালা ৪৯৭
গীতাসাব ৩৩৬*
গীতিমাল্য ৫২৬
গুণাত্মিকা গ্রন্থ ৭৯
গুকতত্ত্ব ৭২
গুকতত্ত্বসাব (বা গুকসাব তত্ত্ব-কথা) ৭৭
গুরুদক্ষিণা ৩২১
গুকভক্তিকল্পচন্দ্রিকা ৭৭
গুল-ও-সনৌবাব ৪৭৪
গোকুলবিলাস ৮০
গোকুলবিলাস পালা ৩১৫
গোকুলমঙ্গল ৩১৫
গোপালচবিত ৩১১
গোপালমঙ্গল ৩১৬
গোপিকামোহন পালা ৩১৫
গোপী-উপাসন ৭৮
গোপী-গোষ্ঠ ৩১৭
গোপীচন্দলীলা ২১৫
গোপীচন্দ্র নাটক ১২, ২০৯
গোপীচন্দ্রেব গান ১৮৯, ২২০*
গোপীভক্তিবস ৭৮
গোবিন্দচবিত ৪৯৭
গোবিন্দচন্দ্রেব গীত ৮৯*, ১৮৯
গোবিন্দবল্লভ নাটক ৩৪১
গোবিন্দবিজয ৩১১, ৩১৫
গোবিন্দবিলাস ২৭, ২৮, ৫০
গোবিন্দমঙ্গল ৩১১, ৩১৪, ৩১৭
গোবিন্দমাধবোদয ৪৯৭
গোবিন্দবতিমঞ্জবী ১৮, ৪৪* ৫৪, ৩১৬, ৩৫১
গোবিন্দলীলামৃত ৫০, ৭২, ৩১৫
গোযালপাডা জেলাব প্রাচীন পুঁথিব বিববণ ৩৩২*
গোবক্ষবিজয ১৩ ১৯১, ১৯২, ১৯৬, ২১৯, ৪৭৩
গোবক্ষবিজয নাটক ১৮৯, ১৯০
গোবক্ষবিজয পাঁচালী ১৭২
গোবখ-বাণী ২১৯*
গোখবিজয ২১৯*
গোলবে সেনুযাব ৫০২
গোলে দেও গান্দাব পুথি ৪৭৫
গোলেবকাওলি ৪৭৪, ৪৯৯ ৫০১
গোলোকসংহিতা ৮০
গোসানীমঙ্গল ৪৯৬
গৌডকাব্য ১২৭, ১৩০
গৌতমীতন্ত্র ৭৪
গৌবগণোদ্দেশদীপিকা ৫৭ ৩৪৫
গৌবচন্দ্রমনোবৃত্তি ৭৯
গৌরচবিত্রচিন্তামণি ৩৪৮, ৩৪৯
গৌবাখ্যান ৭৭
গৌবাঙ্গকডচা ৭৭
গৌবাঙ্গচম্পূ ৪৯৭
গৌবাঙ্গবিজয ৩৩৮
গৌবাঙ্গসন্ন্যাস ৩৪১
গৌবীবিদায ৩৭৬
গৌবীবিলাস ৪৯০, ৪৯৩
গৌবীমঙ্গল ৯৯, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৯২*, ৪৫০

ঘুঘুচবিত্র ৩১৫
ঘোব-মঙ্গলচণ্ডী ২৭৫, ৩৭৪

চণ্ডিকাবিজয ২৭৪
চণ্ডিকামঙ্গল ২৭৪
চণ্ডিকাব ব্রতকথা ২৭৫
চণ্ডীনাটক ৪২৭
চণ্ডীবিজয ২৭৪
চণ্ডীমঙ্গল ৭, ১২৩, ১২৪, ১৮১*, ১৮৩*, ২২৮,

২৫৪-২৫৬, ২৫৯, ২৬১, ২৬৫, ২৭০, ২৭৩, ২৭৫, ৩০৯, ৩৫৯, ৩৭০-৩৭৩, ৩৯৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৯৬
চন্দ্রকান্ত ৪৯৯
চন্দ্রচিন্তামণি ৭৭
চন্দ্রমুখীর পুথি ৫০৪
চন্দ্রাবতী ২৯৮
চমৎকারচন্দ্রিকা ৭৫, ৭৯, ৩২৬, ৩২৮, ৩৩৫*
চন্দ্রোবংশোদয ৪৯৪, ৪৯৫
চম্পককলিকা ৭৫, ৭৬
চরিত্রচিন্তারত্ন ৩৪১
চাণক্য শ্লোক (অনু) ৪৮৫
চাহার দরবেশ ৪৭৪
চিত্ততিমিরনাশক ৫০১
চূড়ামণি ৭৯
চৈতন্যকড়চা ৭২
চৈতন্যকারিকা ৭৮
চৈতন্যচরিতনিবন্ধ ৩৩৯
চৈতন্যচরিতামৃত ১৭, ৩০, ৪৭, ৫০, ৫৩, ৫৫, ৬০, ৬৩, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৪*, ৩১৫, ৩১৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩১ ৩৪৪ ৩৬৪, ৪৮৩
চৈতন্যচন্দ্রামৃত ৩২৬
চৈতন্যচন্দ্রোদয ৩২৬, ৩৩৭
চৈতন্যচন্দ্রোদযকৌমুদী ৩৩৭
চৈতন্যতত্ত্বসার ৫৭ ৫৯, ৭২
চৈতন্যনিত্যানন্দগীতা ৭৯
চৈতন্যভক্তিবৃক্ষের শাখাবর্ণন ৬০
চৈতন্যভাগবত ৮৪*, ১৫৩, ৩৪১, ৪৫৯
চৈতন্যবিলাস ৩৪১
চৈতন্যমঙ্গল ৬৪
চৈতন্যলীলা ৬৪
চৈতন্যসংবাদ ৩৩৯
চৈতন্যসংহিতা ৩৩৯
চৈতন্যসঙ্গীত ৩৩৯
চৈতন্যসঙ্গীতা ৩৩৯, ৩৪৬*
চৈত্রমাহাত্ম্য ৩৭৪
চোরচক্রবর্তী ৪৫০, ৪৫৫
চৌরপঞ্চাশৎ ৪১২, ৪২৭, ৪২৮, ৪৩৭*, ৪৩৮*

ছত্রিশ কারখানা ৪৫৯
ছন্দঃসমুদ্র ৩৪৯
ছহি ইউছুপ জেলেখা ৪৭৯*

জগৎমঙ্গল ৯২
জগত্তীমঙ্গল (বা জগাতীমঙ্গল) ২২৬, ২৩৮, ২৩৯
জগদীশচরিত্র ৩৪২
জগদীশচরিত্রবিজয ৩৪২, ৪৯০
জগন্নাথচরিত্র ৫৩
জগন্নাথবল্লভ ৪৯, ৫০, ৩২৬, ৩৪২
জগন্নাথবিজয ৫৩
জগন্নাথমঙ্গল ৫৩ ৩২২
জগন্নাথমাহাত্ম্য ৫৩
জগন্মোহন-ভাগবত ৩৪১
জঙ্গনামা ২৩৪, ৪৪৭, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৭০, ৪৭২, ৪৭৯*
জন্মাষ্টমী ব্রতকথা ৩৭৯
জবামঞ্জরী ৭২
জবামঞ্জরীতত্ত্বনিরূপণ ৭৯
জযদেবচরিত্র ৩৪৫ ৯৮৮
জযদেবপ্রসাদাবলী ৩২৪
জযমঙ্গলচণ্ডী ৩৭৪
জাতকসংবাদ ৭৮
জাল প্রতাপচাঁদ ৪৬১*
জাহ্নবীমঙ্গল ৩১৫
জামাই বাবিক ৪১৩*
জালালি কলিমা ১১৭ ১১৮, ১৭৫
জিতাষ্টমীর পাঁচালী ৩৭৯
জীবনচরিত ৪৫৪
জীবনতারা ৫০১
জীবনযামিনী ৫০১
জীমূতমঙ্গল ৩৭৯
জৈগুনের পুথি (বা জৈগুন হানিফার কেচ্ছা) ৪৬৮ ৪৬৯
জৈমিনীয সংহিতা ১০৩
জ্যোতিষতত্ত্ব ৪৮৪
জ্যোতির্ষবিদ্যা ৪৮৪
জ্যোতিষ সারসংগ্রহ ৪৮৫
জ্ঞানচৌতিশা ২৯৮
জ্ঞানপ্রদীপ ২৯৮
জ্ঞানরত্নমালা ৭২
জ্ঞানশব্দ-পুস্তক ৭৮
জ্ঞানসন্ধান ৭৯
জ্ঞানসাগর ৪৭৭
জ্ঞানসৌদামিনী ৪৯৫

ডাকচরিত্র ৪৮৫

ডাক পুরুষের বচন ৪৮৫
ডাকের বচন ৪৮৫

**ঢপ কীর্তন ৫১০, ৫৩৬***

তত্ত্বকথা ৭৮
তত্ত্বনির্ণয় ৮০
তত্ত্ববিবেচন ৭৮
তত্ত্বমঞ্জরী ৮০
তত্ত্বসার ৭৮, ৮০
তমিম গোলাল চতুর্থ ছিল্লাল ৪৭৪
তাল ভক্ষণ পালা ৩১৫
তালমালা ৪৮৫
তালিবনামা ৪৭০ ৪৭১
তিনমানুষ বিবরণ ৭৮
তীর্থমঙ্গল ৭৩৩
তুতিনামা ৫০২
তুরকীর ইতিহাস ২০১
তুলসী চরিত্র ৩২১
তুলসী মহিমা ৩২১
তোহফা ২৮৭ ২৯৩

দণ্ডীপর্ব ৪৮৯
দণ্ডাত্মিকা ৭২
দণ্ডেশ্বরীর বন্দনা ৩৭৩
দধিখণ্ড পালা ৩১৫
দর্পণচন্দ্রিকা ৫৩
দশমচরিত্র ৩১৫
দানকেলিকৌমুদী ৫০
দানখণ্ড নৌকাখণ্ড ৩১৫
দানলীলাচন্দ্রামৃত ৫০
দামিনীচরিত্র ৫০৩
দারা সেকন্দরনামা ৩০৩*
দাশরথি রায়ের জীবনচরিত ৫৩৮*
দাশরথী রায়ের পাঁচালী ৫২১, ৫৩৮*
দিনমণিচন্দ্রোদয় ৩০ ৮০, ৮১
দিলারামের পুথি ৪৬৮
দুর্গাপঞ্চরাত্রি ৩৬৩, ৩৬৪
দুর্গাপুরাণ ৩৭৫ ৪৮৪, ৫৩০*
দুর্গাবিজয় ৩৭৫
দুর্গাভক্তিচিন্তামণি ৩৭৫, ৪৮০
দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ৩৭৫
দুর্গামঙ্গল ২৭৫, ২৭৯*, ৩৭৩, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৬
দুর্গালীলাতরঙ্গিণী ৪৮৪
দুর্গাসপ্তশতী ৪৮৪
দুর্গেশনন্দিনী ১২৮
দুর্জনমিহিরকলঙ্ক ৪৯৭
দুর্লভ মল্লিকের গীত ১৯৯
দূতীসংবাদ ৪৮৯
দেবীচৌধুরানী ৫০১
দেবীপূজা ২৭৫
দেবীযুদ্ধ ৪৯৬
দেহকড়চ ৭৩
দোছরা জেলেদের ৪৬৭
দোললীলা ৩১৭
দ্বাদশ পাট নির্ণয় ৫০
দ্বারকাকেলীকৌমুদী ৪৯০
দ্বারকাবিলাস ৭৮৯
দ্বিজ রামদেব বিরচিত অভয়ামঙ্গল ২৭৭

ধর্মপুরাণ ১৫৩ ১৭২ ১৭৪, ৩১৮
ধর্মপুস্তক ৪৮৩
ধর্মপূজাপদ্ধতি ১৮৩*
ধর্মপূজাবিধান ১৮০*
ধর্মমঙ্গল ৭ ১০৩ ১১৪, ১২১ ১২৪ ১২৭ ১৩০, ১৩২ ১৩৩ ১৩৫, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮, ১৫১-১৫৫, ১৫৭-১৬২, ১৬৫, ১৭১ ১৭২, ১৮১* ১৮৩* ২৪০ ৩০৮, ৩৩১*, ৩৫৯, ৩৭২
ধর্মসম্পর্ক ২৬
ধাতুদীপ ৪৯৭
ধ্যানমালা ৪৭৭, ৪৮৫
ধ্রুবচরিত্র ৩২১ ৪৮৯

নন্দোৎসব ৩১৭, ৩২৪
নবীবংশ ২৯৮, ২৯৯
নববসসিদ্ধ ৫০১
নবপতিজয়চর্যা ৪৮৪
নবোত্তমবিলাস ৮৫*, ৩৪৫ ৪৯০
নসিবনামা ৪৭২
নাগাষ্টক ৪২৮, ৪২৯
নামামৃতসমুদ্র ৭৭
নায়কনায়িকালক্ষণ ৪২৭
নারদপঞ্চরাত্র (অনু.) ৪৯৮
নারদ পুরাণ ৩১৯, ৪৯৮
নারদ-সংবাদ ৩১৯

নাবদীরসামৃত ৩১৯
নাবদীয়-পুবাণ ৫৩, ৩১৮, ৩১৯
নিগম গ্রন্থ ৭৭
নিগূঢ়তত্ত্বগ্রন্থ ৭৭
নিগূঢ়তত্ত্বসাব ৭২
নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী ৭৬
নিত্যপ্রকটসুসেবা ৭৯
নিত্যানন্দকড়চা ৭৭
নিত্যানন্দবিলাস ৭৭
নিত্যানন্দ লহবী ৭৮, ৩২৮
নিবঞ্জনমঙ্গল ১৩০
নিলোকিসাবচিন্তামণি ৭২
নিস্তাববত্নাকব ৪৮৩
নুকল-ইমান ৪৭৪
নৃলোকসাবচিন্তামণি ৭২, ৮৫*
নৃসিংহপুবাণ (অনু ) ৩১৮
নৈষধ বিজয ৩৭০

পঞ্চনামেব ৩ত্ত্ব ৭৯
পঞ্চাঙ্গনিগূঢ়ার্থ ৭৯
পঞ্চানন-মঙ্গল ৩৭৯
পটল লহবী ৭৩
পতিত-পার্বতী ৫০১
পদকল্পতক ৪৪*, ৩০৮ ৩৫০ ৩৫৩ ৪৭১
পদকল্পলতিকা ১৫, ৩৫২
পদবত্নাকব ৩৫২
পদবসসাব ৩৫২
পদামৃতসমুদ্র ৩০৮ ৩৫০ ৩৫১
পদ্মাবতি ২৮৮
পদ্ধতি প্রদীপ ৩৪৯
পদ্মপুবাণ ৩১৮ ৩২০ ৩২১ ৩৭৫
পদ্মমালা ৭৮
পদ্মশৃঙ্গাব ৭৯
পদ্মাপুবাণ ২৪০ ২৪৭ ২৯৮
পদ্মাবতী ১৯৯ ২৮৭ ২৯০ ২৯২ ২৯৭
পবনদূত ৯*
পযাব যুত ভাষযা ৪৯৮
পাণ্ডব-কথা ৭
পাবস্য ইতিহাস ৫০২
পাবিজাতহবণ ৩১৫ ৩১৩ ৩৬৭
পার্বতীপুবাণ ৭৬
পাষণ্ডদলন ৭৭ ৭৯ ৮০, ৩২৬, ৩৩৮, ৪৯৮
পীব-মাহাত্ম্য গাথা ৭
পূর্ণানন্দগীতা ৪৮৯
পূর্ববঙ্গ-গীতিকা ২৪১, ৫০৪
প্রতাপচন্দ্র-লীলাবসসঙ্গীত ৪৫৪
প্রবন্ধকোষ ৪৩৭*
প্রবন্ধচিন্তামণি ১২২
প্রভাসখণ্ড ৪৮৯, ৪৯০
প্রসাদ পদাবলী ৪৩৮*
প্রহ্লাদচবিত্র (বা প্রসাদচবিত্র) ৩২১
প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন ৫৩২
প্রাপ্তিদুর্লভ ৭৮
প্রেমউল্লাস ৭৯
প্রেমকদম্ব ৩২৫
প্রেমকল্পতব ৭৬
প্রেমদর্পণ (বা প্রেমদর্শন) ৭৮
প্রেমনাটক ৫০১
প্রেমবিলাস ৫৯, ৬০ ৬২ ৭৩ ৮০
প্রেমবিষযবিলাস ৭৮
প্রেমভক্তিতবঙ্গিণী ৮০
প্রেমবত্নাবলী ৭৪
প্রেমলহবী ৪৯৮
প্রেমবসকথা ৭৭
প্রেমবসামৃত ৭৩
প্রেমানন্দলহবী ৩২৪
প্রেমামৃত ৩৩ ৬০
প্রেমোপদেশ নাটক ৫০১
প্রেমোল্লাস ৫০১
প্রেমোভক্তিবসার্ণব ৩২৬

যকববনামা ৪৭৮
ফাঁসিযাডাব পালা ৪০, ৫০৮
ফাতেমাব সুবৎনামা ৪৭৭

ব'শীবিলাস (নামান্তব মুবলীবিলাস) ৬১ ৮১ ৩৩৬
বংশীলীলামৃত ৩৩৮
ব'শীশিক্ষা ৬১ ৩৩৬* ৩৩৮
বঞ্চিতচবিত্র ৩৪১
বত্রিশ সিংহাসন (অনু ) ৪৯৯ ৫০২ ৫৩৫*
বন্ধুবিলাস ৫০১
বড় সত্যপীব ও সন্ধ্যাবতী কন্যাব পুথি ৪১৩*
বলিবামন চবিত্র ৩২১
বস্ত্রহবণ ৩১৭
বাইবেল (অনু ) ৮ ৪৮৩
বাইশ কবি মনসা ২৪৭

বাউল সঙ্গীত ৫৩৮*
বাঙ্গালা ব্যাকরণ (আসসুস্পসাঁম কৃত) ৩০৮
বাল্যবসবিলাস ৭২
বাল্যলীলামৃত ৫২৩
বাল্মীকি পুরাণ ৩৬১
বাসবদত্তা ৫০০
বাহাব দানেশ ৪৭৪
বিক্রমাদিত্যরাজোপাখ্যান (বা বিক্রমাদিত্যচরিত) ৪৪৯
বিচারদীপিকা ৫০২
বিচ্ছেদতরঙ্গ ৫০১
বিদগ্ধমাধব ৫০ ৩১৫ ৩২৫
বিদ্যাসুন্দর ২৫৯ ২৮০ ২৮১ ২৮৩ ২৯৩ ৩ ৮ ৪২০ ৪২২ ৪২৪ ৪৩১ ৭৩* ৪৩৫ ৪৭০
বিধবাব বিবাহ পালা ৫২৮
বিনযমঞ্জবী ৭৩
বিবতবিলাস ৮১ ৩৩০ ৩৩৬* ৩৩৮
বিলাপকুসুমাঞ্জলি ৫৩
বিলাপবিবৃতিমালা ৫৩ ৩২৬
বিল্বমঙ্গল [illegible] ৯৮
বিষহরি পদ্মপুরাণ ৮৫ *
বিষ্ণুপুরাণ (অনু) ৩৮ ৯০৯
বিষ্ণুপদ [illegible] ৩৮
বিষ্ণুপুরা রামায়ণ ৩১৯
বিস্তৃত বাংলা পুথি ৫৩৯
বীরভদ্র বিবরণ **৫* ৩৩৮* **৯৮* * ৫*
বৃন্দাবনধ্যান ৭২
বৃন্দাবনতত্ত্ব ৭৮ ৩৮
বৃন্দাবনলীলা ৭৫
বৃন্দাবনলীলাগান ৩১
বৃষ্টিচিন্তামণি ১৮
বৃহৎ ধর্মপুরাণ (অনু) ৩১৮ ৮
বৃহৎ নারদীয় ৭৫
বৃহৎ সারাবলী ৪৯৮
বেঙ্গলী বেঙ্গলীর উপাখ্যান ৫
বেতাল পঞ্চবিংশতি (অনু) ৯ ৫৮৮ ৩১*
বেদান্তস্তবাবলী ৫৮৮
বেহাবোদন্ত ৪৮৫ ৯১৫
বদগ্ধবিলাস ৮১
বৈদ্যনাথ মঙ্গল ৩৭৮
বৈষ্ণবকথা ৬৩
বৈষ্ণবধর্ম ৮০
বৈষ্ণববন্দনা ৮০
বৈষ্ণববিধান (বা বৈষ্ণবচর্যা) ৭৭
বৈষ্ণবমঙ্গল (বা বৈষ্ণববস) ৩২১
বৈষ্ণবামৃত ৭৩ ৭৫
বৈষ্ণববহস্য ৭৯
বোধপ্রকাশ শব্দশাস্ত্র ৪৮২
ব্যঙ্গ কাহিনী ৪৫০
ব্যাকরণদর্পণ ৫০৮
ব্রজতত্ত্বনির্ণয় ৭৭
ব্রজতত্ত্বনির্ণয়ক ৭৯
ব্রজপটলবর্ণিকা ৮০
ব্রজপুরবর্ণিকা ৮০
ব্রজমঙ্গল ৬৩ ৬১
ব্রজাঙ্গনা ৪৩৮
ব্রতমাল ৫৩
ব্রহ্মপুরাণ ৮
ব্রহ্মপুরাণে তুলসীমাহাত্ম্য ৯
ব্রহ্মপুরাণোক্ত শালগ্রামনির্ণয় ৭৯৮
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ৩০১ ৩০৮
ব্রহ্মাবৈবর্ত ৯৮১
ব্রাহ্মণ [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ভক্তিতত্ত্বচিন্তামণি ১
ভক্তিতত্ত্বসার ৭৮
[illegible]
ভক্তিরত্নাকর ৩৮
ভক্তিরত্নাকর ৮ ৮ ৭ ৮ ৩০ ৩৭১ ৩১৫ ৩১ ৯ ৩
ভক্তিরসকৌমুদী ৯
ভক্তিরসচন্দ্রিকা
ভক্তিরসাঞ্জলি
ভক্তিরত্নাবলী ৭ ৯
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ৮ ৭৮
ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু ৩২৩
ভক্তিরসালিকা ৫৫
ভক্তিরসোজ্জ্বলচূড়ামণি ৮১
ভক্তিলহরী ৩২৮
ভজনক্রম ৭৩
ভজন চন্দ্রিকা ৮৫

ভজনতত্ত্ব ৭৮
ভজনতত্ত্বকথা ৭৯
ভজননির্ণয় ৭৭
ভজনমালিকা ৭৮
ভঞ্জনবত্ত্ব ৭৬
ভণিতিকা গ্রন্থ ৮০
ভবানীমঙ্গল ৩৭৫
ভবিষ্য পুরাণ ৩১৫
ভাগবত (অনু) ২৪ ২৬, ৩১২, ৪৮৮, ৪৮৯
ভাগবততত্ত্বলীলা ৭৬
ভাগবতসার ৩১১
ভাগবতামৃত ৩১১ ৩১৪ ৩১৫ ৩১৭, ৩৩১* ৪৮৯
ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল ৩৩০* ৩৩১*
ভাগবতামৃতকণা ৩২৬
ভাগবতোত্তর ৭৬
ভানুমতীর উপাখ্যান (অনু) ৪৯৯ ৫০০
ভাবাদিবস ৮০
ভাবাবেশ ৮০
ভারত পাঁচালী ৩১৪
ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ৪২৭
ভারতামঙ্গল ২৫২* ৩৮৩
ভূপালকদম্ব ৪৮৫ ৫০২
ভূষণ্ডী রামায়ণ ৩৭৭
ভূগুর শ ৪৬*
ভৃঙ্গবত্নাবলী ৭৪ ৭৭
ভ্রমরগীতা ৫২

মকুল হোসেন ৫০১ ৫৭৮
মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা ৩৭৪
মঙ্গলাবার্তি ৭৩
মচ্ছীন্দ্র গোরখ বোধ ১৯৭
মণিহরণ পালা ৩১৭ ৫২১
মদনের গান (মদনপালা) ৪১০
মদালসাহরণ নাটক ১২
মধুভাবতী ২০১
মধুমালা ৫০১
মনঃপ্রবোধিকা ৭৫
মনঃশিক্ষা ৭৭ ৭৯ ৩২৪ ৩২৮
মনঃসন্তোষিণী ৩৪১
মন্ত্রমালা ৮০
মন্মথ কাব্য ৫০০
মনসামঙ্গল ১০৫ ১১৪ ১২৩ ১২৪ ১৩০ ১৪০ ১৮১*, ১৮৩*, ২২২, ২২৩, ২২৮, ২৩০ ২৩৭, ২৩৮, ২৪০-২৪৭, ২৫১*, ২৭৫, ৩২১, ৩৫৯, ৩৬৭, ৩৭১, ৩৭৫, ৩৮৩, ৪৯৬
মনুষ্যতত্ত্বসারাবলি ৭৯
মনোহর-মধুমালতী ৪৬৮, ৪৭৩
মনোহরকাবিকা ৮১
মনোবুদ্ধিসংবাদ ২৬
মনোবৃত্তিপটল ৭২
মযনামতীর গান ২২০*
মযমনসিংহ গীতিকা ২৫২*, ৫০৪, ৫০৯ ৫৩৬*
মযূরভট্ট-ধর্মমঙ্গল ১৭২
মর্মনিরূপণ ৩২৮
মল্লিকার হাজার সওয়াল ৪৫৮
মসনবি ৫০২
মসন্দলীর গীত ৪১৩* ৪৭৩
মহাভারত (বটতলা সংস্করণ দে রাদার্স প্রকাশিত) ৯৮
মহাভারত (নিত্যানন্দ ঘোষ কৃত) ৯৯
মহাভারত (শ্রীরামপুর মিশনে ছাপা) (কাশীরাম কৃত) ৯৭ ৯৮
মহাভারানুসারিণী ৩৫০
মহারাজা ইন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী ৩৩২* ৩৬২ ৪৬২*
মহারাষ্ট্র পুরাণ ৪৫০ ৪৫১
মহেশমঙ্গল ৩৭২
মাণিকামিত্রের কথা ৪৫০
মাধব চরিত্র ৩২৫
মাধবমালতী ৪৯৪
মাধ্যকাদম্বিনী ৩২৬
মানিকপীরের গীত ৪০৮
মানিকপীরের জহুরানামা ৫০৯
মনুষের প্রণালী ৩৫ ৭৫ ৩২৮
মায়াতিমিরচন্দ্রিকা ৩৭৩
মার্কণ্ডেয়পুরাণ (অনু) ২৭৪ ৩১৮
মালতীমাধব ৪৭২
মালঞ্চার পালা ৪০৬
মীনচেতন (মীন চৈতন্য) ১৮৯
মুকুন্দানন্দ ৩৫২
মুক্তাচরিত্র ৫৩
মুক্তাবলী ৭৪
মুক্তাল হোসেন ৩০০
মুক্তালতাবলী ৪৮৯
মুবলীবিলাস ৮১, ৩৪৬*

মৃগলুব্ধ ২৭৬
মৃগাবতী ২৮৯
মেঘনাদবধ ২৪১
মোহমুদগর পালা ৩২২

যমকবলচরিত্র ৩২২
সমপ্রজাসংবাদ ৩২২
যাত্রানির্ণয় ৪৮৪
যোগকালন্দর ৪৭১
যোগতত্ত্বতরঙ্গিণী ৪৯৮
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ১০৬
যোগাগমগ্রন্থ ৭৯
যোগাদ্যার বন্দনা ৩৭৬
যোগেশ্বর গীতা ৩৩৬*
যোজনগন্ধা ৫০১
যুসুফ ও জুলেখা ৪৭৯*

রঘুনাথলীলামৃত ৭৮৮
রঘুনাথদাস গোস্বামীর শ্লোক ৭২ ৭৭
রঙ্গবাহার ৪৭৭
রতিবিলাসপদ্ধতি ৭৫
রত্নাকর ৭৬
রত্নাবাহপুরকল্প ১১০
রমণী নাটক ৫৫১
রসকদম্ব ৫০ ৭২ ৩১৫ ৩১৫
রসকলিকা ৩৫২
রসকল্পবল্লী ১৫ ২০ ১৪ ৫৯ ৮৩* ৮৬*
রসকল্পসার ৭৯
রসতত্ত্বকল্প (বা রসকল্পতত্ত্ব) ৭৭
রসতত্ত্বগ্রন্থ ৭৬
রসতত্ত্ববিলাস ৩১২ ৩৪১
রসতত্ত্বসার ৭৫ ৭১ ৭৮ ৩২৭
রসতরঙ্গিণী ৫০০
রসদীপিকা ৮৫
রসপুরকারিকা ৭৭, ৮০ ৩২৮
রসভক্তিচন্দ্রিকা ৭৭
রসভক্তিলতিকা ৭৮
রসমঞ্জরী ৭৯ ৪২৭
রসময় চন্দ্রিকা ৭২
রসমাধুরী ৩১৬
রসমালিকা ৮০
রসসাগরতত্ত্ব ৭৫
রসসমুদ্র ৭৫
রসসুধার্ণব ৭৯, ৩২২
রসসূত্রকণা ৭৯
রসামৃতলতিকা ৭৮
রসামৃতসিন্ধু ৮৫*
রসাল ৮০
রসূলবিজয় ৪৭০
রসিকতরঙ্গিণী ৫০১
রসিকমঙ্গল ৬১, ৬২
রসিকমনোরঞ্জন ৫১৮
রহস্যবিলাস ৫০১
রাগতরঙ্গিণী ১২
রামরর্ম্মচন্দ্রিকা ৩২৬
রাগমার্গলহরী ৭৬
রাগমালা ৪৮৫
রাগরত্নাবলী ৭২, ৭৪
রাগমরীকণা ৭২
রাজবল্লভীর কথা ৩৭৬
রাজমালা ২৫২* ৩৮৩ ৪৫৪ ৪৫৫
রাজরত্নাকর ৪৫৪
রাধাকালী ৪৮৯
রাধাকৃষ্ণবিলাস ৭৮, ৪৮৯
রা কৃষ্ণরসকল্পবল্লী ৫৪
রাধাগোবিন্দ কাব্য ২২
রাধার চৌতিশা ৩১৮
রাধার বারমাসী ৩১৮
রাধামাধবোদয় ৪৯৭
রাধারসকারিকা (বা মঙ্গলরসকারিকা) ৭৫
রাধাহৃদয় ৪৯৫
রাধিকামঙ্গল ৩১৬, ৩১৭
রামকৃষ্ণচরিত ৩৪১
রামতত্ত্ব ৪৩৯ ৪৪৫*
রামভক্তিরসামৃত ৪১০
রামরসায়ন ৪৯৭
রামাইচরিতামৃত ৩৪৫
রামাঙ্ক-নাটিকা ১১
রামায়ণ (রামানন্দ ঘোষ-কৃত) ৪৪২ ৪৪৫ ৪৪৫*
রামায়ণ পাঁচালী (শঙ্কর চক্রবর্তীর) ৩১৪
রায়মঙ্গল ২৫৭ ২৬১ ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৭০, ২৭২ ২৭৫, ২৭৭*, ২৭৮*, ৪৭২
রাসপঞ্চাধ্যায় ৩১৭ ৪৮৮
রাসরত্নাবলী ৭৫
রাসলীলা ৩১৭
রাসোল্লাসতত্ত্ব ৭৭

রুক্মাঙ্গদ-বাজার একাদশী ৩১৯
রূপামৃতসিন্ধুমহাপটল.চূড়ামণিপঞ্চামৃতবর্ণন ৭৫
রূপাষ্টক ৭৭
রূপোজ্জ্বললতিকা ৮১
রোগার্ণবতারিণী ৪৯৭

লক্ষ্মণদিগ্বিজয় ১০৮*
লক্ষ্মীচরিত্র ৩৮৩
লক্ষ্মীমঙ্গল ৩৮৩, ৪৯৬
লবঙ্গচরিত্র ৭৪, ৭৫
লয়লা-মজনু ৫০২
ললিতমাধব ৩২৫
লায়লি-মজনু ৪৭৭
লালমোনেব কথা ৪০১, ৪০৮
লিঙ্গুইস্‌টিক সার্ভে অব ইন্ডিযা ৪১৯*
লীলামৃতসাব ৮০
লীলামৃতরসপুব ৭৮, ৩২৭
লোবচন্দ্রাণী ২৮৩, ২৮৪

শক্তিলীলামৃত ৩৭৫
শশিচন্দ্রের কাহিনী ৫০১.
শশীসোনা (শশীসেনা) ৪০৮
শালাকর্ম ৪৯৮
শাহাদৌলা পীব পুথি ৪৭০, ৪৭১
শিক্ষাদীপিকা (শিক্ষাতত্ত্বদীপিকা) ৭২
শিক্ষাব্যবস্থা গ্রন্থ ৮০
শিক্ষাসাব ৪৮৫
শিবদুর্গাব বিবাহ ৩৭৬
শিবপুরাণ (অনু.) ৩১৮, ৪৮৮
শিব-সঙ্কীর্তন (শিবাযন) ৩৭০, ৩৭১
শিবায়ন ২৭৫, ২৭৬
শিশুজ্ঞান চবিত্র ৪৬১
শিশুবোধক ৩৮০
শীতবসন্ত ৫০১
শীতলামঙ্গল ১৬৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৭০, ২৭২, ২৭৫
শীতলার জাগবণ পালা ৩৮৭
শুকপরীক্ষিৎসংবাদ ৩১৭
শুকবিলাস ৪৯৫, ৫০২
শুকসংবাদ ৫০২
শুকসপ্ততি ৫০২
শুদ্ধরতিকারিকা ৭২
শূন্যপুরাণ ১১৪, ১১৯, ১৮০*, ১৮৩*
শূন্য-শাস্ত্র ১১৯
শ্যামচন্দ্রোদয ৩৪১
শ্যামানন্দপ্রকাশ ৩৪২
শ্যামাব মঙ্গল ৪৩২
শ্যামাব সঙ্গীত ৩০৯, ৪৩২
শোচক ৭৭
শ্রীককণানিধানবিলাস ৪৯০, ৪৯১
শ্রীকৃষ্ণেব জন্মখণ্ড ৩৬৭
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৩১৫
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ৩৩, ৩৪, ৪২, ৪৩, ৪৬*
শ্রীকৃষ্ণচবিত ৩১১
শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশবত্ন ৩২৭
শ্রীকৃষ্ণবিজয ৩১১, ৩১২, ৩১৫, ৪৮০*
শ্রীকৃষ্ণবিলাস ২৫, ২৭, ৭৪, ৭৫, ৩১১
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ৩১১, ৩১৫
শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত ৪৯৪
শ্রীগোর্খ-সংহিতা ১৯৬
শ্রীচৈতন্য-অমৃতবিন্দু ৭৫
শ্রীচৈতন্যচবিত্র ৩৪১
শ্রীচৈতন্য-পাঁচালী ৩৪১
শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দসংবাদ ৮০
শ্রীচৈতন্যবত্নাবলী ৩৪১
শ্রীজগদানন্দ-পদাবলী ৩৫৮*
শ্রীধর্মপুবাণ ১২১
শ্রীনিবাসচবিত্র ৩৪৫
শ্রীবৎসচিন্তাব পালা ২৮
শ্রীবল্লভলীলা ৩৩৮
শ্রীমন্তেব চৌতিশা ৩৭৪
শ্রীরূপগোস্বামীব পদপঙ্কজপ্রার্থনা ৭৯
শ্রীরূপচিন্তামণি ৩১৫
শ্রীরূপমঞ্জবীপাদপ্রার্থনা ৩২৭
শ্রীশ্রীমন্নামামৃতসাব ৪৯৮
শ্রীহট্টেব ইতিবৃত্ত ২৫৩*, ৩৩১*, ৩৪৬*, ৩৯০*, ৪১২*, ৪১৩*, ৪৮০*, ৫৩১*

ষষ্ঠীমঙ্গল ২৫৭, ২৬০, ২৭০, ২৭২, ৩৮৬

সংগৃহীত সুধাসাব ৭৯, ৩২৭
সংগ্রহতোষণী ৫০, ৫১, ৮২*
সখীসোনা (সখীসেনা) ৪০৮
সখীমঞ্জবীব কৃঞ্জবাস ৭২
সখীবসপয়াব ৭৮
সঙ্কীর্তনানন্দ (কীর্তনানন্দ) ৩৫১, ৩৫২
সংকীর্তনামৃত ৪৪*, ৩৫১

সঙ্গীততালোদয় চূড়ামণি ১২
সঙ্গীতবসার্ণব ৪৯৯
সঙ্গীত গৌরীশ্বর ৪৯৬
সঙ্গীততরঙ্গ ৪৮৫
সঙ্গীতদর্পণ ২৯১
সঙ্গীতদামোদর ২৯১
সঙ্গীতমাধব (বা মাধবসঙ্গীত) ২৮ ৩১ ৮৬*
সঙ্গীতসারসংগ্রহ ৩৪৯
সঞ্জয় মহাভারত ১০৮*
সঞ্জয়ি-সংহিতা ১০৪
সতী ময়না (বা লোরচন্দ্রানী) ২৮৩ ২৮৪, ৩০৩*
সতীত্বচিত্রভানু ৫০১
সতীত্ব সুধাসিন্ধু ৫০১
সত্যকলি বিবাদস বাদ ৪৭১
সত্যনারায়ণ পাঁচালী ৩০৮ ৩৯৮ ৪০১ ৪০৫ ৪০৬, ৪০৮ ৪২৭
সত্যনারায়ণ-বর্সসিন্ধু ১৫৩
সত্যপীরের পাঁচালি ৪৭৩
সদাচার নির্ণয় ৪৯৭
সদুক্তিকর্ণামৃত ৮৪*
সন্দেহ নিরসন ৪৯৫
সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল ২৮৭ ২৮৮ ২৯৭ ২৯৭ ৩০৩*
সরণী টীকা, স্মরণীয় টীকা *দেখুন* চম্পককলিকা
সর্বভেদবাণী ৪৪৭, ৪৪৮
সর্বতত্ত্বসার ৮০
সর্ববসতত্ত্বসার ৭৫
সহজ উজ্জ্বলচিন্তামণি ৪৮৪
সহজতত্ত্ব ৭৭
সহজ প্রেমামৃত ৭৯
সহস্রগিরি-রাবণবধ পালা ৩২২
সহস্রমুণ্ড রাবণ-বধ কথা ১০০ ১০২
সাধকসিদ্ধরূপবিচার ৮০
সাধনতত্ত্বসার ৮০
সাধনোপায় ৭৫
সাধনবর্ত্ম (বা সাবধানবর্ত্ম, সাবধানবৃত্তান্ত) ৭৭
সাধ্যভাবামৃত ৭৬
সাধ্যসাধনতত্ত্ব ৭৯
সারগীতা ৭৯, ৩২৮, ৩৩০
সারঙ্গরঙ্গদা ৫০
সারদামঙ্গল ৩৬১, ৩৭৩, ৩৮২, ৩৮৩
সারসংগ্রহ ২৬, ৭২
সারাৎসারকারিকা ৭৫
সারাবলী ৭৪ ৮৪*
সারাবলীসমুচ্চয় ৪৯৮
সাহিত্যসংহিতা ৫৩০*
সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ৭২
সিদ্ধান্তটীকা ৭৬
সিদ্ধিনাম ৭২
সিদ্ধিপটল ৭৩
সিরাজকুলুপ ৪৭৭
সুকুমারবিলাস ৫০১
সুকুমার সেনের প্রবন্ধাবলী ৫৩৮*
সুদামা চরিত্র ৩৬১
সুদামার দারিদ্র্যভঞ্জন ৩১৭
সুভাষিতরত্নকোশ ৮৪*
সুরুজ উজাল (বা শুরুজ্জামাল বা সুরৎ জামাল) ৪৭৬
সূর্জ্জ উজাল বিবির পুথি ৪৭৬
সূর্যমঙ্গল পাঁচালী ২৭৪, ২৪৫ ৩৭৮
সূর্যশতক ১২২,
সূর্যশতকটীকা ১২৩
সৃষ্টি পুরাণ ১১৯ ১৮১*
সেকন্দরনামা ২৮৮ ২৯৭
সেকশুভোদয়া ৬, ৩৯৬, ৩৯৭ ৪১১*
সেহারত সন্ধান ৪৬১
সোনাভান কেচ্ছা ৪৭৫, ৪৭৬
স্কন্দপুরাণ ৯২, ৩১৮
স্তবকদম্ব ৪৯৭
স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ ৫০১
স্নেহমঞ্জরী ৭৮
স্বনিয়মদশক ৫৩
স্বরূপদামোদরের কড়চা ৪৪*, ৫১, ৮০, ৮৪* ৮৫*
স্বরূপবর্ণন ৭২
স্বরোদয় ভাষা ৪৮৪
স্মরণচমৎকার ৭৯
স্থাপনাপালা ১১৯

হংসদূত ৫২ ৫৩
হপ্ত পয়কর ২৮৭, ২৯৬
হরগৌরী-নাটক ১২
হরগৌরী-বিবাহ ৩৭৬
হরগৌরী-সংবাদ ৭৬, ৪৭০
হরগৌরীর কোন্দল ৩৭৫
হরপার্বতীমঙ্গল ৪৯৩
হরপার্বতীসংবাদ ৭৭

হবিনামকবচ ৭৯
হবিনামতবঙ্গিণী ৭৯
হবিনামতত্ত্বতবঙ্গিণী ৪৯৮
হবিনামদীপিকা ৭৫
হবিনামামৃতদীপিকা ৮০, ৩২৮
হবিনামার্থ ৭৭, ৭৯
হবিনামেব অর্থ ৮০
হবিবংশ ১৬, ২৬, ৩৩, ৩৪, ৪২, ৪৩, ৪৬*, ৩১৫, ৩১৬, ৪৬৫
হবিবিলাসসাব ৪৮৯
হবিভক্তিচন্দ্রিকা ৫০
হরিভক্তিবিলাস ৭১, ৪৯৮
হবিভক্তিতবঙ্গিণী ৪৮৮
হরিলীলা ৩৭৩
হবিহবমঙ্গল ৪৯৬
হবিশ্চন্দ্রেব স্বর্গাবোহণ পালা ৩২২
হাকণ্ড পুবাণ ১৮১*
হাকন্দ-সেবন পালা ১১৪, ১৪৮
হাটপত্তন ৭৯
হাটবন্দনা ৭৭, ৮৭*
হাতেমতাই ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৯৯, ৫০২
হিজলীব মস্‌নদ-ই-আলা ৪১৩*, ৪৮০*
হিতজ্ঞানবাণী ৪৪৭, ৪৪৮
হিত-সংগ্রহ ৫০২
হিতোপদেশ ৪৪৬
হিস্ট্রি অব ব্রজবুলি লিটাবেচাব ৪৪*, ৪৫*, ৮৪*, ৩৩৪*, ৩৪৬*, ৩৪৭*, ৩৫৭*, ৩৫৮*
হীবাবলীতত্ত্ব ৫০
হুসেন পর্ব ৪৭২
হেমলতা-বতিকান্ত ৫০১
হেযাৎ মামুদের গ্রন্থাবলী ৪৬১*

## ব্যক্তিনাম

অকিঞ্চন (মিশ্র) চক্রবর্তী ২৫৫, ২৫৬, ৩৮৬
অকিঞ্চনদাস ৪৯, ৫০, ৮১, ৩৩০, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৬৮
অক্ষয়কুমার কয়াল ১০৭*, ১৭২, ২২০*, ৩৩২*-৩৩৪*, ৪১২*, ৪১৩*
অক্ষয়কুমাব দত্ত ৭১, ৫০০, ৫২৭
অক্রূরচন্দ্র সেন ৩৯১*
অগরচন্দ নাহটা ৩০২*
অচ্যুতচরণ চৌধুরী ৪৮০*
অচ্যুতদাস ৭৮
অচ্যুতানন্দ ৫৮
অজযকুমাব কযাল ৪৬*, ৮৭*, ২৭৯* ৩৮৯* ৪৬৪*
অজযকুমাব চক্রবর্তী ৩৩২*, ৩৩৪*, ৩৯২*, ৪১২*, ৪৬২*
অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ৮৪*, ৩৩৫*, ৩৪৭*, ৩৫৮*
'অদ্ভুত-আচার্য' ১০৪-১০৬, ১০৮*
অদ্বৈত আচার্য ৪, ৪৭, ৫৮, ৬০, ৬২, ৬৬, ৬৭, ৭৬, ৩২৭, ৩৩৭, ৩৪০,৩৪৪
অনন্ত পাল ৭৮
অনন্ত মিশ্র ১০৩
অনন্তবাম দত্ত ৩২০, ৩২১
অনন্তবাম দাস ৩২২
অনিকদ্ধ গুপ্ত ৪৫৭
অনিলববণ গাঙ্গুলী ৪৪৫*
অনুপচন্দ্র দত্ত ৪৫৪
অনুপচন্দ্র ভট্ট ২৪৮, ৪৬০
অন্নপূর্ণা দাসী ৩৮০
অভযাচবণ তর্কবাগীশ ৪৮৫, ৫০২
অভিবাম ৬৩
অভিবাম, দ্বিজ ১০৩
অভিবাম গোস্বামী ৩৩৯
অভিবামদাস ৬২, ৬৩, ৩১১, ৩১৫
অভিবাম মুখুটি ৯২
অমবসিংহ, দ্বিজ ৩৯৯
অমিতাভ চৌধুবী ৪৬*
অমূল্যচবণ পণ্ডিত ১৫২
অমূল্যচবণ বিদ্যাভূষণ ২৭, ৩৫৭*
"অম্বষ্ঠ" বল্লভ ৩৬৮
অম্বিকাচবণ গুপ্ত ১৩৫, ১৩৬, ১৭৩, ১৮৬*, ৪৩৬*, ৪৩৮*
অযোধ্যাবাম ৩২১
অযোধ্যাবাম বায ৩৯৯

আউলেচাঁদ, সত্যমহাপ্রভু ৫২৭, ৫২৮
আনন্দদাস ৭৯, ৩২২
আনন্দচন্দ্র দাস ৩৪২, ৩৪৩
আনন্দময়ী ৩৭৪
আনন্দমোহন বসু ৮৫*
আনন্দবাম চক্রবর্তী ২৪৬
আবদুল করিম ২৭৯, ৩০২*, ৩০৩*, ৩৯২*, ৪৮১*

আবদুল গফুর ৪৭২
আবদুল মজিদ ৪৭৭
আবদুল রহমান ৪৭৬
আবদুল রহীম ৪৭৩
আবিফ ৪০০ ৪০১ ৪৬৭
আলবুকার্ক ৮
আলাওয়াল ৪২ ২৮৩ ২৮৫ ২৯৮ ৩০২* ৩০৩*, ৪৬৮
আলিবর্দি ৪২৭ ৭৫১ ৪৫৪
আলী রাজা ৪৭৭
আশরফ খান ১৮৩ ২৮৪
আশুতোষ দত্তগুপ্ত ৩৯৫*
আশুতোষ দাস ৪৪* ৮২* ৮৯* ২৪২, ২৫২* ২৫৩* ২৭৭*
আশুতোষ সান্যাল ৩৯০*
আসফুল্লা খান ১১৫
আহমদ শরীফ ৩০৩* ৩৫৮*

ইউসুফ খান ৪৭০
ইউসুফ গদা

ঈশান গোস্বামী ৩৯৯
ঈশানচন্দ্র দে ৪৮৯
ঈশ্বরচন্দ্র ৪৫৯
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৯৮, ৪২৪, ৪২৫ ৪২৬, ৪৩৮* ৫৩৭*
ঈশ্বরচন্দ্র দাস সাঁতরা ৫১৬
ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৯৭
ঈশ্বরচন্দ্র সরকার ৪৯০
ঈশ্বরপুরী ৬৫
ঈশ্বরী ৬০

উইলিয়ম কেরি ৪৮২, ৪৮৩
'উৎসবানন্দ' ৩৬২
উত্তমদাস ৭৮, ৩২৭
উদয়-আদিত্য ১৪ ১৫
উদ্ধবদাস ৬৩, ৬৪
"উদ্ধবদাস" (কৃষ্ণকান্ত মজুমদার) ৩৫২, ৩৫৩
উদ্ধবানন্দ ৩১৭
উপেন্দ্রনাথ দাস ৪৮৯
উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ৪৮৯, ৪৯৫
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় ৫০১
উমাচরণ মিত্র ৫০২
উমাচরণ রায় ৪৬৩*
উমানাথ, দ্বিজ ৪৫০
উমাপতি সিংহ ৪৬১
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৫০১

এল ডি বার্নেট ৪১৯*
এমানুল হক ২৯৮, ৩০২* ৪৮০*

ওয়াড ৪৮২

কংসারি, দ্বিজ ৩২১
কণ্ঠমণিদাস ৩৬২
কবিকঙ্ক ৪১২
কর্ণপুর ৫৭, ৫৮, ২৪৫, ৩২৫ ৩২৬, ৩৩৭
কবিকর্ণ ৪৫০
"কবি চন্দ্রপতি" ২৪৬
"কবি" জগন্নাথ ২৪৮
কবিচন্দ্র ২৩৭ ২৪০ ৩৬৩
কবিচন্দ্র, দ্বিজ ৩৮৮
কবিচন্দ্র, বৈদ্য ৩২৫
কবিচন্দ্র মিশ্র ২১৯
"কবি" বল্লভ ২০, ২৪৮
"কবিভূষণ" ৩২১
কবিরঞ্জন ঠাকুর ৫৬
কবিরত্ন, দ্বিতীয় ১৫১
কবিরদাস ৩৮১
কবিশেখর ৫০, ৫৬
"কবীন্দ্রদাস" ১৯২
"কবীন্দ্র" ভট্টাচার্য ৫৩
কমল ২৪৮ ৩১৭
কমলনয়ন ২৪৮
কমললোচন দত্ত ৪৯৭
কমললোচন, দ্বিজ ২৭৪
কমলাকান্ত ৩২২, ৪৬০
কমলাকান্ত দাস ৩৫২
কমলাকান্ত, দ্বিজ ৩৮০
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ৫১৪, ৫৩৭*
কল্যাণ দেব ৩৬২
কাঞ্চনা ৬৪
কাঙ্গালী বাউল ৫২৫
কানাই দাস ৪৫৯
কানু ঠাকুর ৫৫

কানুরাম, দ্বিজ ৩৬২
কামদেব দত্ত ৩২৩
কার্তিকচন্দ্র রায় ১৮৩*
কালিদাস ৭৯, ২৩৭, ৩২২ ৩৮০, ৪৬০, ৪৯৯, ৫০০
কার্ষ্ণিনাথ ৪৬১
কালিদাস, দ্বিজ ৩৭৮, ৩৯৯, ৪৯৫
কালিদাস নাথ ৩৫৪
কালিদাস মুখোপাধ্যায় ৩০৩*
কালিদাস সরকার ৫০১
কালী মির্জা (কালিদাস মুখোপাধ্যায়) ৫১৯
কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০১
কালীকুমার মুখোপাধ্যায় ৫০১
কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তী ৫০১
কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ৫০২
কালীচরণ ভট্ট ৪৫৯
কালীপদ সিংহ ৮৬*, ৮৮*, ১৮৪*
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯৬
কালীপ্রসাদ কবিরাজ ৪৯৯, ৫০২
কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৫০১
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ৪৩৮*
কালীপ্রসন্ন সিংহ ৯৫
কাশীদাস ২৭
কাশীদাস ৯১, ৯৭
কাশীদাস মিত্র ৫০২
কাশীনাথ ৩৮৮
কাশীনাথ ভট্টাচার্য ৩৯৯
কাশীনাথ সার্বভৌম ৪২৮
কাশীনাথ সেন ২৪৬
কাশীপ্রসাদ ঘোষ ৪২৫
কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯৩*
কাশীরাম ৩৬০
কাশীরাম দাস ৯১ ৯৯ ১০৪ ২২৮, ৩৫৯ ৩৬২ ৩৬৮ ৩৯১*
কাশীরাম, দ্বিজ ১৮১*
কাশীরাম বসু ৯৬, ৯৭
কাশীশ্বর ৪৫০, ৪৮৮ ৪৯৭
কালুরাম (বা কালীচরণ) দাস ৩১৯
কাহ্ন পাদ ১৮৮, ১৮৯ ২১৯*, ২২০*
কিঙ্কর ৪০০
কিশোরদাস ৩১, ৫২, ৩১৭
কিশোরীদাস ৭৯, ৩২৭
কৃতবন ২৮৯
কুমুদ, কবি ৩২২
কুমুদানন্দ দত্ত ৩৬২, ৩৮৯*, ৩৯৯
কুলুইচন্দ্র সেন ৫১৬, ৫১৭, ৫৩৭*
কুশদেব পাল ৪৮৯, ৫০১
কুশাই ৭৮
কৃত্তিবাস ২৪, ২২৮, ৩২৩, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬২, ৩৬৮, ৩৭৬, ৪৫৮, ৪৫৯
কৃপারাম, দ্বিজ ৩৯৯
কৃষ্ণকান্ত ৩৯৯, ৪৪০, ৪৪২
কৃষ্ণকান্ত ন্যায়ভূষণ ৪৯৭
কৃষ্ণকিঙ্কর ৩৭৯
কৃষ্ণকিশোর রায়, দ্বিজ ৪৮৪
কৃষ্ণগিরি, সন্ন্যাসী ৪৫৯
কৃষ্ণচরণ দাস ৩৪২
কৃষ্ণচন্দ্র, দ্বিজ ৩৭৪
কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা ৪২৪, ৪২৫, ৪২৭, ৪২৮, ৪৩৫
কৃষ্ণজীবন ৩৩*
কৃষ্ণদাস ৭৯ ৩৬১, ৩৭০ ৪৮৯
কৃষ্ণদাস কবি ৭১
কৃষ্ণদাস "কবিরাজ" ২৭, ২৮ ৪৭ ৪৮, ৫০ ৫৩ ৫৬, ৬০, ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭২ ৭৬ ৮০ ৩২৬ ৩২৭, ৩৩৯, ৪৮৯
কৃষ্ণদাস চট্টরাজ ৬২
কৃষ্ণদাস (রামকৃষ্ণ) ৩১৭ ৩২১, ৩২৮, ৩৩৫*
কৃষ্ণদাস ভট্ট ৪৫৯
কৃষ্ণবিহারী ৪০০
কৃষ্ণমঙ্গল গোস্বামী ৫২২
কৃষ্ণমোহনদাস ৭৮, ৩২৮
কৃষ্ণরাম দত্ত ৩১৬
কৃষ্ণরাম দাস ৭৮, ১০৩, ২৫৬ ২৬৪ ২৬৯ ২৭০ ২৭২ ২৭৫, ২৭৭*, ২৭৮* ৩৯৮
কৃষ্ণরাম, দ্বিজ ৩৬৯, ৩৯১*
কৃষ্ণহরি দাস ৪০৬, ৪৫০ ৪৫৫
কৃষ্ণানন্দ কবিরাজ ৭৫
কৃষ্ণানন্দ বসু ১০২
কেতকাদাস ২২৩, ২২৬, ২২৮ ২৩৮ ২৪০ ২৪৭ ২৪৮, ২৪৯*, ২৫০*
কেতকাদাস ক্ষুদিরামদাস ৩৮৮
কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ ২২৩
কেদারনাথ ঘোষাল ৪৯৭
কেবলচন্দ্র বসু ৫৩২*
কেবল সালোমন ৫৩৯
কেশব ৩৩৮

কেশবচন্দ্র দে ৮২*
কোবেশী মাগন ঠাকুব ২৯৮
কৌশল্যা ৫২
ক্ষমানন্দ ৪৬০
ক্ষীবোদচন্দ্র বায ৩৫৭*
ক্ষেত্রনাথ, দ্বিজ ১৭১
ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ ৪৯৮
ক্ষেমানন্দ ১৩৮, ২২৩, ২২৫-২২৮, ২৩৭, ২৪০
ক্ষেমানন্দ দাস ৯৫
খজানাবাযণ ৩১৮
খলিল ৫০৪
খেলাবাম ১২৭ ১৩০, ১৪৮
খোশাল শর্মা ৩৬০

গঙ্গা ৩৭৪
গঙ্গাকিশোব ভট্টাচার্য ৪৯০
গঙ্গাদাস ১০৩, ১০৪
গঙ্গাদাস সেন ২৪৫, ৩৬২ ৩৬৭ ৩৬৮
গঙ্গাধব তর্কবাগীশ ৪৯৬
গঙ্গাধব দাস ৩৭৬
গঙ্গাধব, দ্বিজ ৪৯৮
গঙ্গানাবাযণ, দ্বিজ ৩১৭
গঙ্গানাবাযণ মুখুজ্জে, দ্বিজ ৩৭৫
গঙ্গাবাম ৩১১, ৩৯৯, ৪৫০, ৪৫১
গঙ্গাবাম ঘোষ "বঞ্চিত" ৩৪১
গঙ্গাবাম দত্ত ৩৬১
গঙ্গাবাম, দাস ৪৫৬, ৫০০
গঙ্গাবাম, দ্বিজ ৩৬২
গঙ্গাবাম বাউল ৫২৫
গতিগোবিন্দ (গোবিন্দ গতি) ১৩, ১৮ ২১ ৫৪ ৬০
গদাধব ৬০, ৭৬ ৭৮, ৯২ ৯৪, ১০৭* ৩১৫ ৩৪০
গদাধব পণ্ডিত ২৫
গন্ধর্ব বায ৪৬০
গবিবুল্লা ৪৬৬-৪৬৮, ৪৭৮, ৪৭৯*
গযাবাম দাস বটব্যাল ৪৯৭
গিবিধবদাস ৭৯, ৩১৭ ৩২৩, ৩২৪
গিবিধব, দ্বিজ ৩৯৯
গিবিধৃত ৪৮৫
গিবীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায ৫০২
গুণনিধি, দ্বিজ ৪০০
গুণনিধি বামানন্দ ৪৬০
গুণবাজ খান ৭৯, ৩৬১, ৩৮৩
গুণাকব ২৪৬
গুণানন্দ খান ২৪৬
গুপ্ত কবি ২৪৮
গুকচবণ দাস ৬০
গুকদাস গুপ্ত ৪৫৭
গুকপ্রদাস চৌধুবী ৩৮০
গেযানদাস বঘেলী ৫২৪
গোকুল চান্দ ৪৬১
গোকুলনাথ গোস্বামী ৫৩১*
গোকুলানন্দ ২১
গোপাল দাস ৪৮৫
গোপালদাস ৬২, ৩২৬
গোপাল, দ্বিজ ৩৮৬
গোপালগোবিন্দ দেব গোস্বামী ৮৩
গোপালচন্দ্র পাল ৫১৬
গোপালচন্দ্র বসু ৪৮৯
গোপাল ভট্ট ৪, ২৭, ৪৪*, ৪৮ ৪৯ ৫৯ ৭১
গোপাল সিংহদেব ৩১১ ৩১৩, ৩১৪ ৩২৭
গোপাল হালদাব ২২১*
গোপীকান্ত দ্বিজ ২৪৬
গোপীকৃষ্ণদাস ৭৯
গোপীচন্দ্র ২৪৮
গোপীচন্দ্র দ্বিজ ২৪৮
গোপীচন্দ্র, 'দৈবজ্ঞ" ২৪৮
গোপীজনবল্লভ দাস ৬১
গোপীনাথ দত্ত (বা নন্দী) ৩৬০
গোপীনাথ পাঠক ৩৬৭
গোবর্ধন দাস ৫০২
গোবর্দ্ধন, দ্বিজ ৩৬৮
গোবিন্দ অধিকাবী ৫১০, ৫২২, ৫২৩
গোবিন্দ আচায ৫৬, ৫৮
গোবিন্দদাস ৫৪ ২৪৮ ৩১৬ ৩৩৮, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৪
গোবিন্দদাস "কবিবাজ' ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ২০, ৫৬, ৭৫ ৭৭, ৪২৩, ৪৪৯
গোবিন্দদাস চক্রবর্তী ১৩ ৫৬
গোবিন্দ বাঁড়ুজ্জে ১৬০
গোবিন্দ মিশ্র ৩২৮, ৩৩৬*
গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য ৫০১
গোবিন্দচন্দ্র শীল ৫০১
গোবিন্দবাম ২৪৮, ৪৬০
গোলোকচন্দ্র, দ্বিজ ৩৭৬
গৌবচন্দ্র কুণ্ডু ৩১৭
গৌবমোহন (বা গৌবীমোহন) দাস ৩৫২

গৌরমোহন দাস ৭৯
গৌরসুন্দব দাস ৩৫১
গৌবহবি দাস ৪৮৫
গৌবহবি বাউল ৮০
গৌবাঙ্গ, দ্বিজ ৩৮০
গৌরাঙ্গপ্রিযা ৬০
গৌবীকান্ত, দ্বিজ ৪৫৬
গৌবীচবণ গুহ ৩২১
গৌবীদাস ৭৬, ৭৮
গৌবীদাস পণ্ডিত ৬২
গৌবীশঙ্কব ভট্টাচার্য ৯৮, ১০৭*
গ্রীয়বসন, জর্জ আববাহাম ১৯৯ ৪১৯*, ৫৩৫*

ঘনবাম চক্রবর্তী ১৫১ ১৫৩, ১৫৫, ১৬২, ১৬৫, ১৮৪*, ৩৭০, ৩৭২, ৩৯৯
ঘনশ্যাম (নবহবি চক্রবর্তী) ২০
ঘনশ্যাম কবিবাজ ১৭-১৯
ঘনশ্যামদাস ৫৩, ৫৪, ১০৩ ৩১১, ৩১৬, ৩৫১
ঘনশ্যাম দাস ("শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কব", 'কিঙ্কব' বা "কিঙ্কব দ্বিজ') ২৫, ২৬
ঘনশ্যাম দ্বিজ ৩৬৯

চক্রপাণি ৫৫
চণ্ডীচবণ ৪৫৭
চণ্ডীদাস ১৬, ১৭, ৫৬, ৭০ ৭১ ৭৮ ৮৪*, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪৮, ৩৪৯ ৩৫১ ৪৮৬ ৪৮৭
চন্দনদাস দত্ত ১০৩
চন্দ্রবান্ত চক্রবর্তী ২৪৭
চন্দ্রকান্ত শিকদাব ৫০১
চন্দ্রকুমাব দে ২৫২*, ৪৩৭* ৫০৪, ৫৩৬*
চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায ৫৩৮*
চন্দ্রমণি দাস ১৭২
চন্দ্রশেখব ৩৫২ ৩৫৫ ৩৫৭*
চন্দ্রাবতী ২৪০ ২৭২
"চম্পতিপতি' ১৬
চাকব বাউল ৫২৫
চাবলস্ উইলকিন্স ৪৮২
চিত্তবঞ্জন মুখোপাধ্যায ৫৩৩*
চিত্রা দেব ১৭২
চিন্তামণি ৭১, ৪৬০
চিন্তাহবণ চক্রবর্তী ৪৩৭*
চিবঞ্জীব ভট্টাচায ৪৯৮
চৈতন্য ২ ৫ ৮ ১০ ১৭, ২৭, ৪৭-৪৯, ৫০, ৫৪, ৫৫, ৫৭-৬২, ৬৫-৬৯, ৭৩, ৭৫-৮০, ১৯১ ২৮৭, ৩২৮, ৩৩৭, ৩৩৯-৩৪৪, ৩৪৮, ৩৪৯ ৩৭৬, ৩৯৬, ৪২২, ৪৪০
"চৈতন্যদাস" ১৪
চৈতন্যদাস ("ঠাকুব চৈতন্য") ৬৪
চৈতন্যসিংহ ১৪
চোন্তাই দুর্লভচন্দ্র ৯৫৪

ছকড়ি ভট্ট ৩৩৯
ছিন্তাবিনোদ ৪৯৬

জইদি (জযবদ্দি) ৪০৯
জগচ্চন্দ্র ভট্টাচায ৫০১
জগজ্জীবন মিশ্র ৩৪১
জগজ্জ্যোতিমল্ল ১২
জগৎজীবন ঘোষাল ২৪২ ২৪৪, ২৫২*
জগৎদাস ৭৯
জগৎদুলভ ন্যাযালঙ্কাব ৫১৪
জগৎপ্রকাশমল্ল ১২
জগৎমোহন ৪৯৭
জগৎবাম বায ৩৬৩ ৩৬৫
জগৎ সিংহ ৩২৫
জগদানন্দ ৩৩৮ ৩৪১, ৩৪৬*
জগদানন্দ দাস ৪৫৮
জগদানন্দ (ঠাকুব) ৩৫৪, ৩৫৫
জগদীশ পণ্ডিত ৩৪২ ৩৪৩
জগদীশ দাস ৪৬০
জগন্নাথ ৩৭৫
জগন্নাথ কবিবল্লভ ১০৩
জগন্নাথ, দ্বিজ ৩৬১, ৪৪৯ ৪৫৬
জগন্নাথ পণ্ডিত ২৪৮
জগন্নাথ, "বিপ্র" ২৪৮
জগন্নাথ, বৈদ্য ২৪৮, ৩৪১
জগন্নাথদাস ৭৮, ৩২৬, ৩৬০, ৪৮৬
জগন্নাথ সেন ৪৪৬
জগমোহন মিত্র ৪৯৬
জগা কৈবর্ত ৫২৫
জনার্দন, দ্বিজ ২৫৬, ৩৭৪, ৩৯৯
জন্মেজয মিত্র ৪৯৯
জযকৃষ্ণ দত্ত ৪১৩*
জযকৃষ্ণদাস ৭৮ ৪৫৮
জযগোপাল ৭৮
জযগোপাল তর্কালঙ্কাব ৯৭, ৪৮৫, ৪৮৯

জযগোপালদাস ২৫ ২৭
জযগোবিন্দ বাযচৌধুবী ৪৮৯
জযদেব ৪৯, ৭০, ৭১, ৩২৪ ৩৪১ ৩৪৫ ৪৯৭
জযদেব দাস ৩৬২
জযধর্মমল্ল ১১
জযনাথ বিশী ৪৯৬
জযনাবাযণ ঘোষাল, বাজা ৩১০*, ৪৯০–৪৯২, ৫০৯, ৫১১, ৫১৩, ৫১৪, ৫২৮ ৫৩২*
জযনাবাযণ বন্দ্যোপাধ্যায ৪৮৯
জযনাবাযণ মুখোপাধ্যায ৪৮৯
জযনাবাযণ বায ৩৭৩
জযনুদ্দীন ৪১৩*
জযন্ত দেব ৯৭
জযন্তীচবণ সেন ৫০২
জযবাম ৪৮৯
জযবাম দাস ৩২১, ৩৮০
জযবাম, "দ্বিজ' ২৪৬
জযকান্ত মিশ্র ২১৯*
জযস্থিতিমল্ল ১১
জযানন্দ ৩৩৯
জযাজুনমল্ল ১১
জানকী ২৪৮
জানকীনাথ ২৪৮
জাযসী ১৯৯, ২৮৮ ২৯৩
"জাল" প্রতাপচাঁদ ৪৫৪
জালন্ধবি পাদ ১৭৮, ১৮৮, ১৮৯ ২১২ ২১৪ ১৫
জাহ্নবা ৪৯ ৫৯ ৬০, ৯১ ৮১ ৩৩০ ৩৭৭ ৩৩৮
জিত (শেখবতনয) ৯৫
জিতামিত্রমল্ল ১২ ১৩
জিনপ্রভসূবি ১১০
জীত ঘটক ৩৬২
জীব গোস্বামী ২৫, ২৭, ৪০* ৫৫* ৪৭, ৪৮ ৪৯, ৫৪, ৬০, ৬৮ ৭১, ৭৬, ৮৪* ৮৫*, ৩২৪ ৩৩৯, ৩৪৪
জীবনকৃষ্ণ মৈত্র ২৪২, ২৪৪
জীবেন্দ্রকুমাব দত্ত ৩৯৩*
জৈনুদ্দিন ৪৭০, ৪৭৩
জ্ঞানদাস ৪৬* ৫৬, ৭৬, ৩১৬ ৩৩০, ৩৫২
জ্ঞানদাস (যুগলদাস বা যুগলেব দাস) ৭৬
টমাস স্টিভেনস ৪১৫, ৪১৬, ৪১৮

"ঠাকুব বংশী" ৫৭
"ঠাকুব, বাণী" ৩৪১
ঠাকুবদাস দত্ত ৫২২

তনুবাম ভট্ট ৪৫৯
তন্ত্র-বিভূতি ২৪২
তাবাচবণ দাস ৫০০
তাবাপদ মুখোপাধ্যায ২২১*, ৪১৯*, ৫৩১*
তাবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ২৫২*
তাবাশঙ্কব মৈত্র ৫০১
তাবিণী "ব্রাহ্মণী" ৫১৪
তিতু ৩ট্ট ৪৬০
তিনকডি বিশ্বাস ৪৯৮, ৫১৬
তিনকডি স্মৃতিবত্ন ৫৩৮*
তিলকবাম দাস ৬২ ৬৩
তুলসী দ্বিজ ৩৬০
তুলসীদাস ৬২ ৪৪১
ত্রিনাথ (ত্রৈলোক্যপাব) ৪১০
ত্রিলোচন, দ্বিজ ২৪৬
ত্রৈলোক্যমল্ল ১১

থিবি-থু-থম্মা ২৮৩
থদো মিনতাব ২৮৭

দযাবাম ৩৮২
দযাবাম দ্বিজ ৩৬০, ৩৭৬ ৪৫৮ ৪৫৯, ৪৬০
দযাবাম দাস ৩২৩
দযাল ৩৮৬ ৪০০
দযালচাঁদ ঘোষ ৫৩৮*
দযাময ৩২১
দপনাবাযণ, দ্বিজ ৩৬২
দামোদবদাস ৭৮ ৩২৮
দামোদব স্বরূপ ৬৭ ৬৯ ৭৪
দামোদবচন্দ্র অধ্বর্যু ৪৯৮
দাশবথি বায ৫১০ ৫২১ ৫২২
দিগম্বব ৫২০
দিব্যসিংহ ১৮, ৫৪
দীনদযাল গুপ্ত ৩৭৫, ৪৮৪
দীনদযাল দাস ৪৫৭, ৪৬০
দীনবন্ধু ৩৫১
দীনবন্ধু মিত্র ৪১৩*
দীনবাম, দ্বিজ ৩৯৯
"দীনহীন' ৩৪১
দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ২৫৯, ৪৩৮*

দীনেশচন্দ্র সেন ২২১*, ২৫২*, ২৭৭*, ৩৯২*, ৫০৪, ৫৩৬*
দুর্গাচবণ বন্দ্যোপাধ্যায ৪৯৭
দুর্গাদাস ৪৬১
দুর্গাদাস দত্ত ৩২১
দুর্গাপ্রসাদ ঘটক ৩৯৯
দুর্গাপ্রসাদ মুখুজ্জে ৩৮০, ৩৮১, ৪৮৯
দুর্গামণি ঠাকুব ৪৫৫
দুর্গাবাম, দ্বিজ ৩৬২, ৩৭৫ ৪৬১
দুর্লভ, দ্বিজ ২৪
দুর্লভ মল্লিক ১৯৯ ২০৪ ২০৫ ২১৩
দুর্লভ বায ২৪
দুর্লভ সিংহ ৩৬৭
দুলাল, দ্বিজ ৩৬০
দেবকী ৫২
দেবকীনন্দন ৩৯৯
দেবনাথ দাস ৫২
দেবানন্দ বর্ধন ৪৯৬
দেবীনন্দন ৩৬২
দেবীদাস ৩২১
দেবীদাস, ক্ষীণ ৩১৮
দেবীদাস শর্মা ৩৭৪
দেবীপ্রসাদ সেন ৩৪৬*, ৩৭৪
দোম আন্তোনিও ৪১৭
দোযাবী দাস ২৪৬
দৌলত কাজী ৪২ ২৮৩ ২৮৭, ২৯৬, ৩০২*, ৪৭৭
দ্বাবকানাথ ৩৪১, ৩৪২
দ্বাবকানাথ কুণ্ডু ৪৯৭, ৫০২
দ্বাবকানাথ, দ্বিজ ৪৫৭
দ্বাবকানাথ চক্রবর্তী ২৫২*
দ্বাবিকাদাস ২৪৬
"দ্বৈপাযন দাস" ৩৬৮

ধনঞ্জয় ৩৮৩
ধনঞ্জয, দ্বিজ ৩৬১,
ধনঞ্জয দাস ৪৬০
ধর্মগুপ্ত (বাল্‌বাগীশ্বব) ১১
ধর্মদাস ১৩০, ১৩৩, ১৭২
ধর্মদাস, মালী ৪৭২
ধাড়িহাম্বীব ১৪, ২০
ধীরানন্দ ঠাকুব ৩৫৮*
ধীরেন্দ্রকুমাব মুখোপাধ্যাহ ৪৬২*
ধৃপরাজ ৩৪১
"ধূলদস্তি" ৪৬০
ধোযী ৯*

নগেন্দ্রনাথ বসু ৮৩* ১৮০* ২৭৯* ৩৪৭* ৪৪৫*, ৪৬২*, ৪৬৩* ৫৩০*
নটবব তর্কবাগীশ ৮৪*
নটববদাস ৩৫২
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায ৪৪* ১৮০*
নন্দকিশোব দাস ৩১৯
নন্দকুম্মাব কবিবত্ন ৪৯০ ৪৯৫ ৫০২
নন্দকুমাব বায ৫০২
নন্দদুলাল দাস ৩১৭
নন্দবাম ৯৪, ৯৫, ৪৬০
নন্দবাম ঘোষ ৩১৫
নন্দবাম দাস ৯১
নন্দবাম, দ্বিজ ৩৯৯
নন্দলাল ৫১৯
নন্দলাল বায ৫১৬
নফব দাস ৪৫৭
নবকৃষ্ণ দেব, মহাবাজা ৫১৬
নযনানন্দ ৬৪, ৩২৬, ৩৯৯
নযান কবি ৪৭৬
নযানচাঁদ ঘোষ ২৫২*
নবচন্দ্র, দ্বিজ ৫১৪
নর্বাসংহ ১৫ ১৭, ৫১, ৪৬০
নবসিংহদাস ৫২, ৫৩, ৭৯, ৪৫৭
নবসিংহদেব ৯২
নবসিংহ, দ্বিজ ৫২
নবসিংহ বসু ১৩০, ১৫৫ ১৫৭ ১৫৯ ১৭১
"নবসিংহ সুত নাবাযণ (দেব) ২৪৮
নবহবি ৭৬ ৭৭, ৩৯৯
নবহবি দাস ৪৮৯
নবহবি সবকাব ঠাকুব ৫৬, ৬৩, ৩৩৮, ৩৪৬*
নবহবি চক্রবর্তী ১৪, ১৭, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৮, ৩৪৯ ৩৫০
নবোত্তম (দাস) ৪, ১০, ১৫, ১৬, ২০ ২২, ৫০ ৫২, ৬০, ৬২, ৭০, ৭৩, ৭৬, ৮৫* ৮৭* ৩৪৪
নবোত্তম কেবানি ৪৫৬
নবোত্তম ঠাকুব ৫৬
নবোত্তম দত্ত ৫৯
নবোত্তম, দ্বিজ ৩৮৩, ৩৮৩
নলিনীকান্ত ভট্টশালী ২৮, ৪৬*, ৮৩*, ১০৮*,

২১৯*, ২২০*, ৪৬২*
নলিনীনাথ দাসগুপ্ত ৪৫*
নসকল্লা ৪৬৬
নাভাজী ৪৮৬
নাবায়ণ চট্টরাজ ৪৮৯
নাবায়ণ দত্ত ১০২
নাবায়ণ দাস ৩২৬
নাবায়ণ দেব ১০৫ ২৪৮ ২৪৯ ২৫২*
নাবায়ণ পণ্ডিত ১৪৫
নাবায়ণদাস বাউল ৮৬*
নিজামী ২৯৭
নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচাবী ৪৫*
নিত্যানন্দ ৪ ১০, ১৮ ২৫ ৪৯ ৫৪, ৫৮ ৫৯, ৬০ ৬২ ৬৩, ৬৪ ৬৭ ৬৯ ৭৩ ৭৬, ৭৭ ৩২৫, ৩২৮ ৩৩৭, ৩৪৩, ৩৪৪
নিত্যানন্দ (বৃন্দাবনেব পুত্র) ৬৪
নিত্যানন্দ আচার্য (বড় নিত্যানন্দ) ১০৪ ১০৬
নিত্যানন্দ ঘোষ ৯১, ৯৯, ১০৭ ১০৭* ১০৮*
নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ৩৮৬, ৩৮৭
নিত্যানন্দদাস ৭৯
নিত্যানন্দ, দ্বিজ ৩৪১
নিধিবাম আচার্য ৪৩৬
নিধিবাম কবিচন্দ্র ৪৩৬
নিধিবাম গাঙ্গুলি ১৫৮, ১৬১
নিধিবাম, দ্বিজ ৩৬২
নিধুবাবু (বামনিধি গুপ্ত) ৫১৬ ৫১৯, ৫৩৭*
নিমাই ৩৬৮
নিমাইচাঁদ গোস্বামী ৭৮
নিমানন্দ দাস ৩৫২
নিহাল ৩০৬
নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায ৫১০, ৫২২, ৫২৩
নীলকান্ত গোস্বামী ৮৩*
নীলমণি ডীউসাই ৪২৭
নীলমণি বসাক ৫০২
নীলাম্বরদাস ৭৯, ৩২৭
নীহাব বড়ুযা ৪৬৪*
নৃসিংহ ভূপতি (বাজা নবসিংহ) ৫৬
নেমচাঁদ ৪৮১*

পঞ্চানন ৩১৭
পঞ্চানন চক্রবর্তী ১৮৪*, ৩৯১*
পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায ৫০১
পঞ্চানন মণ্ডল ৪৫*, ৮৫*, ১২৯, ১৭৯*, ১৮১* ১৮৫* ২১৯* ২৪৯*, ২৭৯* ৩৯৫*
পঞ্চানন বায ৩৩৩*
পঞ্চানন সবকাব ২৭৯*
পঞ্চানন্দ দ্বিজ ৩৬২ ৩৮৩
'পণ্ডিত' জানকীনাথ ২৪৮
পণ্ডিত তাবকানাথ ১৯৯
পণ্ডিত বাণেশ্বব ৪৫৪
পণ্ডিত শুক্রেশ্বব ৪৫৪
পদ্মলোচন ৫২৫
পদ্মাবতী ১৬, ৫১, ৫২, ৭০, ৭১
পবনদাস বাবাজী ৩৪৫
পবমানন্দ দাস ৪৫৮
পবশুবাম চক্রবর্তী ২৮
পবশুবাম বায ১৮ ৩২
পবাণদাস ৭৯, ৩১৬, ৩২৬, ৩২৮
পবাণচন্দ্র দাস ৪৯৮
পবমানন্দ শর্মা ৩১৮
পবমেশ্বব দাস (কবীন্দ্র) ৯১, ৯৯
পর্ণিগোপাল ৩৪১
পানুযা ঠাকুব ৩৪১
পাঁচুগোপাল বায ১৮৬*, ২৭৯*
পীতাম্বব দাস ৫৯
পীতাম্বব, দ্বিজ ৪৮৮
পীতাম্বব নাথ ৫৩০*
পীতাম্বব মিত্র ৪৯৯
পীতাম্বব মুখোপাধ্যায ৪৮৮
পীতাম্বব সেন ৪৯০
পীযূষকান্তি মহাপাত্র ১৮৪*, ৩৩০*
পুবন্দব ৩৪১
পুরুষোত্তম দাস ২৪৬, ৩২২
পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ৫০৪, ৫০৫, ৫৩৬*
পৃথ্বীচন্দ্র ৯৯, ৩৭৬, ৩৭৭, ৪৫০
পেলাবাম দাস ৪৬০
প্রণব বায় ২৭৭*, ৩৩৩*
প্রতাপমল্ল ১২
প্রতাপাদিত্য ১৪, ১৫, ৪২৮
প্রফুল্লকুমাব ভট্টাচার্য ৩৩৫*
প্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৮৪*
প্রবোধচন্দ্র বাগচী ৪৩*
প্রবোধানন্দ সবস্বতী ৩২৬
প্রভুবাম, দ্বিজ ৩১১
প্রভুবাম পণ্ডিত ৩৭৯
প্রভুরাম মুখুজ্জে ১৫৮, ১৫৯

প্রসন্নকুমার গোস্বামী ৮৪*
প্রাণকৃষ্ণ দ্বিজ ৩২৩ ৩২৪
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র ৫০২
প্রাণনারায়ণ ৩১৮, ৩৯০*
প্রাণবল্লভ ৬৪
প্রাণবল্লভ ঘোষ ৩২০
প্রিয়াদাস ৪৮৬
প্রেমদাস ৬১, ৭৪, ৭৭, ৩২৬, ৩৩৬*, ৩৩৭ ৩৩৮, ৩৪৪
প্রেমানন্দ ৭৭
প্রেমানন্দ, দ্বিজ ১০৩, ৩৬৯

ফকির মোহাম্মদ ৪৭৫
ফকিরচাঁদ ৩৯৯
ফকিররাম দাস ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪৬০
ফকিরুদ্দীন ৪৭৫
ফকীররাম কবিভূষণ ৩৬০, ৩৮৮*, ৪০৮ ৪০৯
ফয়জুল্লা ১৯২, ২১৯*, ৪০৫, ৪০৬ ৪৭৩
ফসটার ৪৪৯
ফ্রানসিসকো ফের্নান্দেজ ৪১৬

বংশীদাস ২১, ২৭, ৬১, ৭৬
বংশীদাস চক্রবর্তী ১৩০, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৭, ২৫২*
বংশী (দাস) ঠাকুর ৫৬
বংশীদাস, "দ্বিজ" ২৪৮
বংশীবদন ২৪৭, ২৪৮, ৩৩৭, ৩৩৮
বংশীবদন চট্ট ৬১
বংশীবদন ঠাকুর ৫৭
বংশীমোহন ৩৬২
বকুল কায়স্থ ৪৬১
বক্রেশ্বর পণ্ডিত ৫৮
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১২৮, ৫০১
বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৯৬
বদন অধিকারী ৫১০
বদন মিশ্র ৪৫৯
বনমালী দাস ৩১৭, ৩৪৫, ৫১৬
বনোয়ারীলাল গোস্বামী ৩৫৭*
বনোয়ারীলাল রায় ৪৯০, ৫০১
বর্ধমান দাস (দত্ত) ২৪৬
বলদুর্লভ (বা বনদুর্লভ) ৩৭৫
বলদেব মিশ্র ৪৪*
বলরাম ২৪৮
বলরাম বা ("নিত্যানন্দদাস ) ৫৯
বলরাম কুণ্ডু ৩১৮
বলরাম চক্রবর্তী ৪২২, ৪২৩
বলরাম, দ্বিজ ২৪৬, ২৪৮
বলরামদাস ২৩, ৭৪, ৭৭ ২৪৮, ৩১১, ৩১২, ৩১৬ ৩২৮, ৩৫৩
বল্লভ ৪০০
বল্লভ ঘোষ ২৪৮
বল্লভ চৌধুরী ৫৬
বল্লভদাস ২০
বল্লভাচার্য ৪৯
বসন্ত, দ্বিজ ৩৮৩
বসন্ত রায় ১৫
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৮১*, ১৮১*
বসন্তরঞ্জন রায় ২৫০*, ৩৯১*
বড়ু চণ্ডীদাস ৪৩ ১৩৫, ৩৩৮
বসুদেব, দ্বিজ ৩১৯
বাঁকুড়ারায় ১৪৫, ১৪৭
বাঞ্ছারাম, দ্বিজ ৪৫৮
বাণভট্ট ১২১, ১২২, ১২৩
বাণীকিশোর ৩৪১
বাণীনাথ পট্টনায়ক ৮০
বাণীরাম ধর ৫০১
বাণেশ্বর ২৪৫, ২৪৬
বার্থোলোমে আলকাজার ৪১৯*
বাসুদেব ঘোষ ৩৫২
বাসুদেব, জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ ৩৬৮
বাসুদেব দাস ৩৮৩
বিকল চট্ট ৩৯৯
বিজয় ঠাকুর ৩৯৯
বিজয় গুপ্ত ২৪৮, ২৫৩*
বিজয়রাম ৪৩৩, ৭৬০ ৪৬১
বিজয়রাম সেন ৩২২, ৪৮৪
বিজিতকুমার দত্ত ৮৩* ১৮৫* ২৭৭* ৫৩১*
বিদ্যাপতি ১৩, ১৬, ১৭, ৫১, ৫৬, ৭০, ৭১, ৭৫, ৭৮, ১৮৯, ৩৩৮ ৩৫৪ ৪০০, ৪৮৬
বিটঠলনাথ ৪৯
বিদ্যালঙ্কার ২৭, ২৮
বিনোদ(-রাম), দ্বিজ ৩৮৫
বিনোদবিহারী গোস্বামী ৮৩*
বিপিনবিহারী গোস্বামী ৩৪৭*
বিপ্রদাস ১১৪, ২৩০
বিপ্রদাস ঘোষ ২৩

বিপ্রনাথ সেন ৩৯৯, ৪১৩*
বিবজাকান্ত ঘোষ ২৫৩*
"বিল্বমঙ্গল" ৫০, ৭০, ৭১
বিশ্বনাথ ২৪৬
বিশ্বনাথ, দ্বিজ ৩৯৯
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ২১, ২৩, ৩২৬, ৩৪৪, ৩৪৮ ৩৪৯ ৩৫০
বিশ্বনাথ তর্কালঙ্কাব ৪৮৯
বিশ্বম্ভব দাস ৩২১, ৩২৩
বিশ্বেশ্বব দাস ৪৬০
বিশ্বেশ্বব, দ্বিজ ৩৯৯
বিশ্বেশ্বব ঘোষ ৫০১
বিষ্ণু পাল ১১৪, ২৩০, ২৩১, ২৩৫, ২৩৮, ২৪০, ২৫০*
বিষ্ণুপদ পাণ্ডা ২৪৬
বিষ্ণুবাম নন্দী ৫৩
বিষ্ণুবাম সিদ্ধান্ত ৪৮৪
বিশা ভূঞিমালী ৫২৫
বিহুন ৪২২, ৪২৭
বীবচন্দ্র ৪, ১০, ৫৯, ৬০, ৩৩৭
বীবচন্দ্র মাণিক্য ৪৫৪ ৪৫৫
বীব হাম্বিব ১৩, ১৪, ২০, ৬০, ৩১৬
বীবেশ্বব, দ্বিজ ৩৮৩
বৃন্দাবনদাস ৬৪, ৮৫*, ১৫৩, ৩১৫, ৩১৬ ৩১৭, ৪৫৯
বৃন্দেশ্বরী, মহাবানী ৪৫৪ ৪৫৫
বেচাবাম, দ্বিজ ৩২১
বেনডল ৪৩*
বেণীমাধব দে ৪৪*, ৮৩* ৮৫*, ৮৬*, ৮৯* ৩৪৬*
বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত ২২০*
বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮৯
বৈকুণ্ঠনাথ মাঝি ৩৮৩
বৈদ্যনাথ, দ্বিজ ৩১৮, ৪৬০ ৪৮৮
বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে বালমভট্ট ১২৩
বৈদ্যনাথ বাগচি ৫০১
বৈদ্যনাথ সার্বভৌম ৪৮৫
বৈষ্ণবদাস ৭৯
"বৈষ্ণবদাস" (গোকুলানন্দ সেন) ৩৫০, ৩৫১, ৩৫৩
বৈষ্ণবচরণ দাস ৭৯, ৩২০
ব্যোমকেশ মুস্তফী ২৭৮*, ২৭৯*, ৪৬২*
ব্রজকিশোর বায ৫১৯
ব্রহ্মসুন্দর সান্যাল ৩৫৮*
ব্রহ্মহবিদাস ৭৯
ব্রহ্মহবি দাস ৩৩০
ব্রজলাল ৩৭৩
ব্রজসুন্দব, দ্বিজ ৩৬২
ব্রজসুন্দব সান্যাল ৮৭*
ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দাস ৭৮
ভক্তদাস পাল ৩৭৬, ৪৫৮
ভক্তবাম দাস ৩১৫
ভক্তি দাস ৩২২
ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায ৪৯৭
ভগীবথ বন্ধু ৩৩৯
ভগীবথ, দ্বিজ ৩২১
ভট্ট অনুপ ২৪৮
ভট্ট কবি ২৪৮
ভবভূতি ৪৭২
ভবানন্দ ১৬ ৩৩, ৩৪, ৪২, ৪৩, ৪৬*, ৩১৫, ৩১৬, ৪৬৫
ভবানন্দ, দীন ২৪৬
ভবানন্দ মজুমদাব ৪২৮
ভবানন্দ বায ১৭১
ভবানী মিত্র ৪৫৯
ভবানীচবণ ৪৬০
ভবানীদাস ১৯৯ ৩৬৮
ভবানীনাথ ৩১৫, ৩১৬
ভবানীনাথ, দ্বিজ ১০৬
ভবানীপ্রসাদ বায ২৭৫
ভবানীশঙ্কব দাস ৩৭৪
ভবানীশঙ্কব বাঁড়ুজ্জে ৩৬১
ভবত পণ্ডিত ৩২১, ৩৮৩
ভাগবতদাস ("ভাগবত ঠাকুব") ৬৪
ভানুদত্ত ৪২৭
ভানুদাস শুক্ল, বৈদ্য ২৪৬
ভাবতচন্দ্র বায ২৪৫, ২৪৯, ২৫৯, ২৭৭*, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩৮১, ৩৯৯, ৪২২ ৪২৪-৪৩১, ৪৩৩ ৪৩৫, ৪৩৭*, ৪৩৮*, ৪৪০, ৪৪১, ৪৯১, ৫০০, ৫১৫
ভাসকো-ডা-গামা ৮
ভিখন শুক্লদাস ৩৬২
ভীমদাস ১৯২, ২১৯*
ভীমসেন বায ১৯২
ভুবনেশ্বর বাচস্পতি ৩১৯
ভূতনাথ শূব ৫০১
ভূপতীন্দ্রমল্ল ১৩

ভৃগুরাম দাস ৪৬০, ৫১৪
ভেলা শাহ ৫২৪
ভৈরবচন্দ্র ঘটক ৩৯৯
ভৈরবচন্দ্র দাস ৩২১, ৩২২
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ৫১৬

মছন্দলী পীর ৪১০
মণিক ১১
মণিমোহন দাস ২৫২*
মণিরাম, দ্বিজ ৩৭২
মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী ১০৭*
মতিরাম ৩৬০
মৎস্যেন্দ্রনাথ ১৮৯
মথুরাদাস ৬১, ৭৪, ৭৫ ৭৭
মদন ঘোষ ৪৫০
মদন রায় ৪৬০
মদনচাঁদ গোলোকচাঁদ ৩১৭
মদন দত্ত ৩১৮, ৩৭৪
মদনমোহন ৪৫৭
মদনমোহন তর্কালঙ্কার ৫০০
মধুকণ্ঠ, দ্বিজ ৩২২, ৩৩৪*, ৩৬২
মধুসূদন ৩৭৯, ৩৯৯
মধুসূদন কান (মধু কান) ৫১০
মধুসূদন চক্রবর্তী ৪৩৬
মধুসূদন দত্ত ৩০৮
মধুসূদন দাস ৫৫
মধুসূদন দাস (সবকার) ৫০১
মধুসূদন দৈ (দৈবক) ২৪৬, ৪৯৬
মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০২
মধুসূদন মিশ্র ৪৯৮
মধুসূদন রায় ২৯
মনঝন ৪৬৮
মনোহর ৩৮০
মনোহরদাস ৩০, ৩১, ৬২, ৮০, ৮১
মনোহর সেন ৩১২, ৩৬২
মযহারুল ইসলাম ৪৬১*
মযূরভট্ট ১২১, ১২২, ১২৩, ১৭২, ১৮১*
মযূরক, দ্বিজ ১২১
মর্দন ৪৭২
মহম্মদ খান ৩০০, ৩০২, ৪৭১, ৪৭৮
মহাদেব ৪৬০, ৪৮৪
মহাদেব দাস ৩২১
মহাসিংহ ১০৩
মহীধর দাস ৩৩৩*
মহীনাথ শর্মা ৩১৮
মহেন্দ্র (বা মহীন্দ্র) ৩২২, ৩৬৯
মহেন্দ্রনাথ কবণ ৪১৩*, ৪৮০*
মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৫২, ১৮৪*
মহেশ দাস ১৭২, ৪৯৬
মহেশচন্দ্র পাল ৪৯০
মহেশচন্দ্র মিত্র ৫০২
মহেশচন্দ্র শীল ৩৪৬*
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ২৪১, ৪৩১
মাখনলাল মুখোপাধ্যায় ২৭৯*, ৩৩০*
মাগন ঠাকুর ২৮৭, ২৮৯, ২৯৪, ২৯৬, ২৯৮
মাধব আচার্য ২৫৫ ২৬২, ২৭৫, ৫৪২, ৫৪৩
মাধব, দ্বিজ ২৭৫, ৩৭৩
মাধবচন্দ্র শর্মা ৪৮৯
মাধবদাস ৩২২
মাধবাচার্য ৪৮৯
মাধবানন্দ ৩১৭
মাধবানন্দ, দ্বিজ ৩৭৯
মাধবীলতা ৩৮৭
মাধবেন্দ্র, দ্বিজ ৩১১
মাধবেন্দ্রপূরী ৪৯, ৬৫, ৬৭, ৭৯ ৩১৭
মানিক দত্ত ৩৭৩, ৫৪২-৫৪৪
মানিকচন্দ্র, দ্বিজ ৩৬২
মানিকরাম গাঙ্গুলী ১৫১, ১৬২ ১৬৫, ৩৮৬
মানিকলাল সিংহ ৪৪*
মানুল্লা মণ্ডল ৪৫৪
মানোএল দা আসসুম্পসাম ৩০৮, ৪১৮
মার্শম্যান ৪৮২
মালাধর বসু ৩৭৮, ৪৮০*
মিহির কামিল্যা ৭৫, ৭৮
মীনকেতন ৫৮
মীনচেতন (বা মীনকেতন) ১৯১
মীনচৈতন্য ১৯৬
মীননাথ ১৭৩, ১৭৬-১৭৯, ১৮৮, ১৮৯
মীর্জা হোসেন আলী ৫১৪
মুকুন্দ, দ্বিজ৫৩, ৩২২
মুকুন্দ কবিভূষণ, দ্বিজ ৩২০, ৩২১
মুকুন্দদত্ত ১৭
মুকুন্দদাস ৭৫-৭৭
মুকুন্দ দাস ৩১৭, ৩২২, ৩২৮
মুকুন্দদাস গোস্বামী ৫৬, ৮৬*
মুকুন্দদেব ৭৪, ৭৫

মুকুন্দরাম ৪৬*, ১৩৪, ২২৩ ২২৮, ২৫৫, ২৫৯ ২৬১, ২৮৪, ৩৭০, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৮০ ৩৮১ ৪২৯, ৪৫০, ৪৪১, ৪৪৫*
মুক্তারাম দাস ৪০০
মুক্তারাম নাগ ৪৮৪
মুক্তারাম সেন ৩৭৩
মুনশি এবাদৎ উল্লা ৪৭৪
মুনশি মহম্মদ মিরন ৪৭৪
মুনিদত্ত ১৮৮, ২১৯*
মুনিরাম মিশ্র ৩৮৩
মুনিকন্দী ফকির ('দইখোরা') ৫২৫
মুনীন্দ্রনাথ ঘোষ ১০৮*
মুরলীধর দাস ৩৮৭
মুরারি মিশ্র ২৪৬
মৃগাঙ্কভূষণ ভট্টাচার্য ৩৩৩*
মৃণালকান্তি ঘোষ ৮-*
মেরুতুঙ্গ ১২১
মোহনদাস ২৫
মোহম্মদ এরাদৎ খাঁ ৪৭৮
মোহম্মদ করীব ৪৬৮ ৪৭৩
মোহাম্মদ দানেশ ৪০৪
মোহম্মদ মতীন ৪৭৩
মোহাম্মদ রাজা ৪৭৪
মৌজিরাম ঘোষাল ৩৯৯
মৌলবী এনায়তুল্লা ৪৭৮
মৌলবী আব্দুল করীম ২..* ৩৭২* ২৯৮

যক্ষমল্ল দেব ১১
যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ২৪৯* ৩৩৩* ৩৫৮*
যতীন্দ্রমোহন দত্ত ২৫০*
যদুনন্দন ৫০, ৩১৭
যদুনন্দন চান্দ ৪৬১
যদুনাথ ২৪৮, ২৭৪ ২৭৫ ৩৮০
যদুনন্দন দাস ৫০ ৫২ ৫৬ ৬০ ৬১ ৭৭ ৮২ ৩১৫ ৩১৭, ৩২৫ ৩২৮
যদুনাথ পণ্ডিত ২৪৬ ২৪৮
যদুনাথ, বিপ্র ২৪৮
যদুবর ২৪৮
যশশ্চন্দ্র (দীন) ২৭ ২৮
যশোদালাল তালুকাদার ৮৩*
যাদব দাস ৩৮৩
যাদুনাথ (যাদবরাম নাথ) ১৪৭, ১৪৮
যুগলদাস (যুগলের দাস) ৭৬
যুগলকিশোর দাস ৭৬, ৭৮
যুগলকিশোর, বণিক ৩১১
যুগল "ব্রাহ্মণ" ৫১৭
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ২৩৫
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ১৫২, ১৮১*
যোগেশচন্দ্র রায় ৯৩, ১৬২, ৩৭১

রঘুনন্দন ১০ ৫৩, ৫৫ ৫৮
রঘুনন্দন গোস্বামী ৪৯৭ ৪৯৯
রঘুনাথ, দ্বিজ ২৪৮, ৩২৩ ৩৭৪ ৩৯৯, ৪৫৯ ৪৯৬
রঘুনাথ দত্ত ৪৬৩
রঘুনাথদাস ২০ ৪৮ ৫৩, ৬১ ৬৯, ৭০ ৭৩ ৭৪, ৭৫ ৭৬, ৮৯* ৩২৬
রঘুনাথ ভট্ট ২ ১৭ ৮৪*
রঘুনাথ ভট্টাচার্য ৪৮৮
রঘুপতি ৪৬১
রঘুরাম ৩৬২ ৩৭৬
রঘুরাম দ্বিজ ৩৯৯
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৯২৬ ৯৩৭* ১৩৮*
রঙ্গাই ব্রাহ্মণ ৫০২
রজক সরঙ্গী ৮৯*
রজনীকান্ত চক্রবর্তী ৫৩১*
রজনীমোহন চক্রবর্তী ২৪৫
রণজিতমল্ল ১৩
রনজিতরাম দাস ৯৯৫
রতন কবি ৪৮৯
রতন কবিরাজ ৪৫৭
রতিদেব দ্বিজ ২৭৬
রতিদেব সেন ২৪৬
রতিপতি ঠাকুর ৫৫ ৫৬
রতিরাম দাস ৮৯* ৪৫৩
রত্নদাস ৭৯
রত্নেশ্বর ভট্ট ৪৬৩
রবীন্দ্রনাথ ৪২৯ ৪৫৯ ৫২২ ৫২১ ৫২৬ ১২৯
রমণীমোহন মল্লিক ৩৫৭*
রমাকান্ত (দেব) ২৪৮
রমাকান্ত বসু (দাস) ৯৬
রমানাথ, দ্বিজ ৩১১ ৩১২
রমানাথ রায় ৪৫৫
রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়৪৬২*
রসময় ৬১
রসময় দাস ৭৮ ৩২৩ ৩২৪

'রসিক কবি' ৩৬২
রসিক মিশ্র ২৩৭, ২৩৮
রসিক, শ্রীকবি ৩১৬
রসিকদাস ৫৯
রসিকদাস গোস্বামী ৭৫, ৩২৮
রসিকচন্দ্র বসু ২৭৯* ৩৯১*
রসিকচন্দ্র রায় ৫০১ ৫২২
রসিক মুরারি ২২
রসিকানন্দ ২২ ৬১ ৬২ ৭৮ ৩১৭
রসিকানন্দ দাস ৩২৭
রহিম উদ্দীন মুনশী ২২০*
রাইকৃষ্ণ দাস ৪৫৭
রাইচরণ দাস ৬৩
রাখালদাস হালদার ৪২৬
রাঘব ৩২৭
রাঘবদাস ৩২২
রাঘবেন্দ্র রায় ২২
রাজকিশোর শর্মা চৌধুরী ৩৭৯
রাজচন্দ্র দত্ত ৩৯২*
রাজনারায়ণ বসু ৩৮১
রাজবল্লভ ৬১ ৬৪ ৩৩৮
রাজশেখর সুরী ৪২০
রাজারাম দত্ত ৭৯ ৩২২ ৩৬৯
রাজীব দ্বিজ ১৭১ ৩৬২ ৩৭০
রাজীব সেন ৩৬৯
রাজেন্দ্র দাস ১০৪ ৩৬৯
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ২৪ ৪৫* ৪৮৮ ৫২৯
রাধাকান্ত দ্বিজ ৩০৯ ৩৩৩*
রাধাকান্ত মিশ্র ৪৩২ ৪৩৩
রাধাকৃষ্ণ (দেব) ২৪৮
রাধাকৃষ্ণ দাস ৭৮
রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী ৪৯৬
রাধাচরণ গোপ ৫৭২
রাধাচরণ রক্ষিত ৪ ৯৬
রাধাদামোদরদাস ৭৮
রাধাদামোদর সিংহ ৯৩
রাধাদাস ৭৯
রাধানন্দ ২২
রাধানাথ মিত্র ৫০১
রাধাবল্লভ ২০ ৬৪
রাধাবল্লভ চক্রবর্তী ২০ ৫৬
রাধাবল্লভ দাস ২০ ৫৩ ৭৭
রাধামাধব ঘোষ ৪৯৮
রাধামুকুন্দ দাস ৩৫২
রাধামোহন ৩৫০
রাধামোহন, দ্বিজ ৪৫৭
রাধামোহনদাস ৭৭
রাধামোহন ঘোষ ৮৪*
রাধামোহন ঠাকুর ৩৪৮ ৩৫০ ৩৫৩
রাধামোহন সেন ৪২৫ ৪২৬ ৪৮৫
রাধারমণ (বা রাধাচরণ) দাস ৩৪১
রাম দ্বিজ ৩২৩ ৪৫৭ ৪৫৯
রাম তর্কবাগীশ ৪৩৭*
রাম হাজরা ৩৬১
রামকানাই ৬৩
রামকান্ত (দেব) ২৪৮
রামকান্ত রায় ১৬৫ ১৭১
রামকিশোর, দ্বিজ ৩৯৯
রামকিশোর শিরোমণি ৪৯৮
রামকুমার, দ্বিজ ৪৮৮
রামকেশব (বা কেশবরাম) দেব ৩২২
রামকৃষ্ণ দ্বিজ ৩৯৯
রামকৃষ্ণ দাস ৭৯
রামকৃষ্ণ (রায়) দাস ২৭৬ ২৭৭
রামগতি গাঙ্গুলী ১৮৫*
রামগতি রায় ৩৭৩
রামগোপাল দাস ১৫ ২০ ৫৯ ৫৯ ৮৬*
রামগোবিন্দ দাস ৩৬১
রামচরণ চক্রবর্তী ৬২
রামচন্দ ১১ ২০, ৫২ ৩৩৮ ৩৬০ ৩৬২
রামচন্দ্র দ্বিজ ৭৮ ১২১ ১৫৪ ৩২১ ৩৬২ ৩৯০ ৪৫৭ ৪৮৫ ৪৯০ ৪৯৩ ৪৯৫
রামচন্দ্র কবিরাজ ১৩ ৫২ ৬০ ৬১
রামচন্দ্র খান ৯১
রামচন্দ্র গোস্বামী ৬১ ৮১ ৩৫০
রামচন্দ্রদাস ৭৮
রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জে ১২১ ১৮৯*
রামচন্দ্র শুক্ল ২২০* ৩০৩*
রামজীবন দাস ৫০১
রামজীবন বিদ্যাভূষণ ২৪৭ ৩৭৮
রামতনু আচার্য ৪৫৬
রামদয়াল দ্বিজ ৩৮০
রামদাস ১১ ২৩ ২৪ ৫৮ ৩১১
রামদাস দ্বিজ ৩৭৩
রামদাস আদক ১৩৭ ১৮০ ১৮৪*
রামদুলাল, দ্বিজ ৪৬০ ৪৬১

রামদুলাল দাস ৩১৭
রামদুলাল (বা দুলালচন্দ্র) পাল ৫২৮, ৫২৯
রামদেব ২৫৪, ২৫৫
রামধন, দ্বিজ ৩৯৯
রামধন চক্রবর্তী ৩৮৬
রামনন্দন ৪৮৮
রামনাথ চক্রবর্তী ২৫২*
রামনারায়ণ ১৫৮, ১৬১, ৩৬০, ৩৬২, ৩৭৫
রামনারায়ণ, দ্বিজ ৩৭৫ ৪৬০
রামনারায়ণ ঘোষ ৩৭০
রামনারায়ণ দত্ত ১০২
রামনিধি (দেব) ২৪৮
রামনিধি দ্বিজ ৩৭৫
রামনিধি গুপ্ত, দেখুন নিধুবাবু
রামপ্রসাদ, দ্বিজ ৩৮৭
রামপ্রসাদ চক্রবর্তী ৪৩৫
রামপ্রসাদ মৈত্র ৪৫৬
রামপ্রসাদ রায় ৩৬৩ ৩৬৪
রামপ্রসাদ শর্মা ১৮০*
রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন ৪৩৩ ৪৩৬
রামপ্রসাদ সেন ৫১৪
রামভদ্র, দ্বিজ ৩৯৯
রামমোহন দাস ৯৩
রামমোহন রায় ৪৮৯, ৫৩২*
রামমোহন সেন ৪৯৮
রামরত্ন ৩৪০
রামরত্ন ন্যায়পঞ্চানন, ৪৯৫ ৪৯৬
রামলাল শীল ৪৮১*
রামলোচন, দ্বিজ ৩৬৮
রামলোচন তর্কালঙ্কার ৪৯৬
রামলোচন দাস কবিরত্ন ৪৯৭ ৪৯৮
রামলোচন দেবদাস ৪৮৯
রামশঙ্কর ৩৬০, ৩৬১
রামশঙ্কর দত্ত ১০৫, ১০৬
রামশঙ্কর দেব ৩৭৪, ৩৭৫ ৪৪০
রামশঙ্কর সেন ৩৯৯
রামশরণ ৩৪১
রামশরণ, দ্বিজ ৩১৭
রামশরণ চট্টরাজ ৬২
রামশরণ পাল ৫২৮
রামসুন্দর ৩২০
রামাই পণ্ডিত ১১৪, ১২০, ১২১, ১২২, ১৫০ ১৭৩, ১৭৪ ১৭৫ ১৮০*, ১৮১*
রামাঞ্জি ঠাকুর ৩৩৭
রামানন্দ ৬৪, ৩৪১, ৫১৪
রামানন্দ, দ্বিজ ৩১৮, ৩৯৯
রামানন্দ, রা নাড়া, দ্বিজ ৫২০
রামানন্দ ঘোষ ৪৩৯, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪
রামানন্দ মিশ্র ৩১২
রামানন্দ যতী ৩০৯, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৪, ৪৪৫*
রামানন্দ বসু ৫৮
রামানন্দ রায় ৩০, ৪৮, ৪৯, ৬৭ ৬৯, ৭০, ৭৫, ৮০, ৩২৬, ৩২৮
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৩৯৩*
রামেশ্বর ৭৯
রামেশ্বর, দ্বিজ ৩১১, ৩৭৯
রামেশ্বর চক্রবর্তী ৩৯৯
রামেশ্বর দাস ৩৬৮, ৩৬৯
রামেশ্বর নন্দী ১০৩, ২৪৬, ৩২০ ৩৬৮
রামেশ্বর ভট্টাচার্য ৩০৭, ৩৭০ ৩৭২
রায় রামানন্দ ৭৪ ৭৫ ৩৪০ ৩৪২
রিপুঞ্জয় ৩১৮
রুদ্রদেব ২৭৫
রুদ্রদেব, দ্বিজ ৩৬২
রুদ্রবাম চক্রবর্তী ৩৮৬
রূপ ঘটক ঠাকুর (চক্রবর্তী) ৫৫ ৫৬
রূপ গোস্বামী ১৭, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫২-৫৪ ৭৩ ৭৫, ৭৭, ৮৪*, ৩২৪, ৩২৫, ৩৯৬
রূপনাথ দাস ৫২
রূপনারায়ণ ১৬ ১৭, ৫১, ৫২, ২৪৬
রূপনারায়ণ ঘোষ ২৭৫
রূপরাম চক্রবর্তী ১২১, ১৩০ ১৩৩ ১৩৮ ১৫১, ১৬২, ১৭২, ১৭৯* ১৮১* ১৮২*, ১৮৪* ১৮৫*, ৩৯৮

লক্ষ্মণ ১৮৯, ১৯২, ২১৫, ৩৬০
লক্ষ্মণ, দ্বিজ ৩৭৮
লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৬
লক্ষ্মণ শর্মা ৪৬০
লক্ষ্মীকান্ত, দ্বিজ ৩২১
লক্ষ্মীকান্ত দেব ৩২২
লক্ষ্মীনাথ, দ্বিজ ৩১৫
লক্ষ্মীনারায়ণ রায় ৪৮৯
লক্ষ্মীরাম ৩৬২
লচনানি ("লচনানি ঠাকুর") ৬৪

লছমন ২১৫
লছমী বানী ৭০, ৭১
লছিমা ১৬, ৫১
লবনীদাস ৩৪১
লাউসেন ১১৪
লামা তাবনাথ ২২০
লালচাঁদ ৫১৯
লালদাস (বা কৃষ্ণদাস) ৪৮৬
লালমোহন ৪০০
লালমোহন, দ্বিজ ৪৫৭
লালশশী ৫২৮ ৫২৯, ৫৩৮*
লালন ফকিব ৫২৫
লালা জযনাবাযণ সেন ৩৯৯
লোকনাথ গোস্বামী ৫০
লোকনাথ চক্রবর্তী ৫৯
লোকনাথ দত্ত ৩৭০
লোকনাথ বায ২৯
লোকনাথ শর্মা ৩৬২
লোচন ১২, ১০৩
লোচনদাস ৪৯, ৬৪ ৭৭ ৩৩৮ ৪৫৮
লোচনানন্দ ৫৬ ৬৩ ৬৪

শঙ্কব ৩২১, ৩৮৩ ৩৮৬
শঙ্কব, পাগল ৩১৭
শঙ্কব আচায ৩১৫, ৩৮০ ৪০৬, ৪১২*
শঙ্কব চক্রবর্তী ৩৩১*
শঙ্কব চক্রবর্তী, কবিচন্দ্র ১৫৮ ১৬১ ৩১১ ৩১৩-৩১৫, ৩৩১*, ৩৬১ ৩৭০
শঙ্কব ভট্ট ৪৬০
শঙ্কবদাস ৩২২
শচীনন্দন ৩১৭, ৩২৬ ৩৩৮
শতজীব দাস ৩১৫
শম্ভুচন্দ্র চৌধুবী ২৫২*
শম্ভুসুত, দ্বিজ ৩৬২
শম্ভুবাম (মজুমদাব), দ্বিজ ৩৭৯
শরচ্চন্দ্র শীল ৩৩৩*, ৩৩৫*
শশিশেখব ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৭*
শান্তাবাম বণ্ডেলু ৪১৯*
শাহ শুজা ৬১, ২৭৪, ২৭৫, ২৮৭, ২৮৮, ২৯৬, ৪৮৪
শাহজাহান ৮, ৯২
শাহ মোহম্মদ সগীব ৪৭২
শাহা বদিউদ্দীন ৪৭৭
শিখবশ্যাম (বা শ্যামশিখব) ২৯
শিব শিবোমণি ৩১৭
শিবচবণ ৩৯৯
শিবচবণ, দ্বিজ ৩৭৪
শিবচবণ দাস ৪৬০
শিবচন্দ্র শীল ৮৩* ৮৯*, ২২০*, ৩৫৭*
শিবচন্দ্র সেন ৩৬১, ৩৯৯
শিবদাস ভট্টাচার্য ৩৯০*
শিবনাবাযণ ৩৭৪, ৩৯৯
শিববতন মিত্র ৩৯২*
শিববাম ২১, ৩১৭
শিববাম, দ্বিজ (শিববাম গঙ্গোপাধ্যায) ৩৬২
শিববামদাস ২১
শিববাম ঘোষ ৯৬
শিববাম নন্দী ১০৩
শিবশঙ্কব ৩২১
শিবসিংহ ১৬ ৫১
শিবানন্দ ৩৫২, ৩৯৪*
শিবানন্দ আচায ৫৭
শিবানন্দ কব ৩৮৩
শিবানন্দ দত্ত ৩১১
শিশুবাম দাস ৪৮৯
শুভঙ্কব ৪৫৯ ৪৬০, ৪৬১
শুভঙ্কব গৌবদাস ৪৬১
শুনঃশেপ ১১১ ১১২ ১২৭
শেখ চান্দ ৪৭০ ৪৭১
শেখ দাএমল্লা ৪৭৫
শেখ সাদী ৪৭৮
শেখ বাজ ৪৭৮
শোভাবাম ৪৬০
শৌবীন্দ্রমোহন গুপ্ত ৮৩ ৩৯০*
শ্যামকিশোব ঘোষ ৪৮৮
শ্যামদাস ২১, ৭৭, ৭৯ ৩২৮ ৩৩৩*
শ্যামদাস সেন ১৯২, ২১৯*
শ্যামপ্রিযা ২২
শ্যামলাল বসাক ৩৩৫*
শ্যামাদাস দত্ত ৩২১
শ্যমানন্দ ২২
শ্যামানন্দ দাস ৫৯, ৬০ ৬১, ৬২, ৬৩
শ্যামাববণ দেবশর্মা ৪৯০
শ্রীকবিভূষণ ৪৬০
শ্রীকান্ত ৭৭
শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কব ২৫-২৭

শ্রীকৃষ্ণ দাস ৩২৮
শ্রীকৃষ্ণদাস ৭৭
শ্রীকৃষ্ণচরণ ৪৬০, ৪৮৪
শ্রীকৃষ্ণজীবন দাস ৩৭৩
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ৩৬৮
শ্রীগোপালদাস ২৭, ৭৯
শ্রীগোপাল ভট্টদাস ৭৭
শ্রীজিনবিজয়জী ৪৩৭*
শ্রীজীব-গোপালদাস ২০
শ্রীচাঁদ দাস ৩৭৪
শ্রীচৈতন্যদাস ২০, ৭৭
শ্রীধব কথক ৫১৬, ৫১৮
শ্রীধব, দ্বিজ ২৮০, ২৮১, ৩০২*
শ্রীধব বানিয়া ৩১৮
শ্রীনাথ ৩২১
শ্রীনাথ, দ্বিজ ২৭৫
শ্রীনাবায়ণ দাস ৪৬১
শ্রীনিবাস আচার্য ৪, ৬, ১০, ১৩, ১৪, ১৮, ২০, ২১, ২৫, ৪৯ ৫০, ৫১, ৫২ ৫৩, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৭৩, ৭৭ ৮৫*, ১০৩, ১০৫, ৩২৮, ৩৪৪, ৩৫০, ৩৫২, ৪২৩
শ্রীনিবাসমল্ল ১২
শ্রীবড়ু ঠাকুব ৩৩৮
শ্রীবল্লভ ৩৩৮, ৩৮৬, ৩৮৭
শ্রীবাস ৬৬, ৭৭ ৩৪০
শ্রীমন্ত দাস ৩২১
শ্রীবামবিনোদ ২৪৫
শ্রীরূপ ৭৭
শ্রীলক্ষ্মণ, দ্বিজ ১০৬
শ্রীশ্যাম পণ্ডিত ১২১, ১২৭, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৭২, ১৮১*, ১৮২*, ১৮৪*
শ্রীসুধর্মা ৪৭২
শ্রীস্বরূপ ৭৭
শ্রীহর্ষ ৩৭০

ষষ্ঠীচরণ ৩৮০
ষষ্ঠীবব ১০৪, ২৪৫ ২৫৩*, ৩৬৭
ষষ্ঠীবব (দত্ত, সেন) ২৪৫

"সঞ্জয" ৯১, ১০৪
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায ৪৬২*
সতীমা ৫২৮
সতীশচন্দ্র বায ৪৬*, ৩৫৭*
সত্যকিঙ্কব সাঁই ১৬০
সত্যনাবায়ণ ভট্টাচার্য ২৭৭* ২৭৯*
সত্যবাজ খান ৫৮
সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল ৩০২*, ৪৮১*
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুব ২৬২
সদানন্দ নাথ ৩৬৭
সনাতন গোস্বামী ২৭, ৪৭, ৪৮ ৫৪ ৭৫, ৭৬, ৮৪*, ৩৯৬, ৫৩২*
সনাতন (বিদ্যাবাগীশ) ২৪, ২৫
সনাতন চক্রবর্তী ৪৮৮
সন্ধ্যা ৫২
সমবেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৩০৩*
সবফ ৫০৩
সবোজবঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায ৩৮৯*
সবাণীনন্দন, দ্বিজ ৩৬০
সর্বানন্দ "সুধী" ৪৯৮
সহদেব চক্রবর্তী ১৭৩, ১৭৪, ১৭৭, ১৮৯, ১৯২, ৪৫৮
সাকেব মামুদ ৪৭৩ ৪৭৪
সাগব বসু ৩১৯
সাফল্যবাম, দ্বিজ ৩৬১, ৩৮৯*
সাবিবিদ খান ২৮১, ৪৭০
সাবদানন্দ ৩৬২, ৩৮৯*
সাবদানাথ খাঁ ২৫২*
সাবদাপ্রসাদ মিত্র ৮৩*
সাবল (সাবণ বা সাবলাদাস) ৩৬৭, ৩৯০*
সাবভৌম ভট্টাচার্য ৪৭
"সিংহ ভূপতি" ১৫
সিদ্ধান্ত সবস্বতী ৫৩, ৩১৮
সিদ্ধিনবসিংহমল্ল ১২
সিবাজ সাঁই ৫২৫
সীতা ঠাকুবাণী ৫৮
সীতানাথ বসু ৫৩২*
সীতাপতি (দেব) ২৪৮
সীতাবাম দাস ১০৩, ১২১, ১৪০ ১৪৭, ১৮১*, ১৮৪*, ২৩৭, ২৫২*
সীতাবাম দত্ত ৩২১
সীতাসুত, দ্বিজ ৩৬১
"সুকবিবল্লভ" নাবায়ণ (দেব) ২৪৮
সুকুমাব সেন ১৭৯*, ১৮০*, ১৮২*, ২২১*
সুকুব মামুদ (আবদুল সুকুব) ১৯৯, ২২০*, ৪৭৪
সুধীরকুমাব মুখোপাধ্যায ৫৩১*
সুনন্দা (সেন) দত্ত ১৭৯*, ১৮২*, ১৮৫*, ৩৪৬*

সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায ২২১*, ৪৬২*, ৫৩৮*
সুনীল কুমাব ওঝা ৫৩৯
সুন্দব, দ্বিজ ৩৭২
সুন্দবানন্দ ২৫, ২৬
সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায ৪৬২*
সুবলচন্দ্র ২১, ৫০, ৫১
সুবুদ্ধি বায ২৯ ৩৬৮
সুবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ২৫২*
সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায ৮৩*
সুবেন্দ্রনাথ সেন ৪১৭
সুলতান আহম্মদ ভুইযা ৪৮০*
সৃষ্টিধব দ্বিজ ৩৭২
সেখ জাহিদ ১৯৮
সেখ শাহজলাল ৩৯৭
সেবাদোতুল্লা ৪৭৪
সৈযদ মর্তুজা ৪৭১
সৈযদ সুলতান ২৯৮ ২৯৯
সৈযদ হামজা ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯, ৪৭০ ৪৭৩ ৪৭৭
সৈযদ হালু মিঞা ৪৭৩
স্বরূপচবণ গোস্বামী ৩২৫
স্বরূপ দামোদব ১৭ ৪৮
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ৩৫৭*

হট্ট শর্মা ৩৬২
হবগোবিন্দ ৩২৩
হবগোবিন্দ, দ্বিজ ৪৫৯
হবগোবিন্দ শর্মা ৪৯৬
হবপ্রসাদ শাস্ত্রী ৭১, ১১০, ১৮১*, ১৮৫*
হবি গোঁসাঞি ৩৩৭
হবি বায ২৯
হবিচবণ ৭৮, ৩১৭
হবি দত্ত ৩৭৫
হবিদাস ৬৭, ৭৯ ৩৪০, ৩৯৬
হবিদাস, বৈদ্য ২৪৫
হবিদাস, দ্বিজ ৭৮ ১০৩, ৩৯৯
হবিদাস দাস ২৮ ৪৪* ৩৩৫*, ৩৪৬* ৩৫৬* ৩৫৭*
হবিদাস দেব ২৪৮
হবিদেব ২৭৫
হবিদেব বসু ৩২২, ৩৬৯
হরিনাথ মজুমদাব ৫২৫, ৫২৬
হবিনাবাযণ (বাজা) ১৪
হবিনাবাযণ দাস ৩৭৫, ৪১০
হবিপদ চক্রবর্তী ৫৩৮*
হবিমোহন কমকাব ৫০২
হবিমোহন গুপ্ত ৪৯৭
হবিমোহন চট্টোপাধ্যায ৪৫৪
হবিমোহন মুখোপাধ্যায ৫০০ ৫৩৩* ৫৩৮*
হবিবাম দ্বিজ ২৫৫
হবিবামদাস ৭৯, ৩২৮
হবিশ্চন্দ্র ১১১, ১১২ ১২৭
হবিশ্চন্দ্র দ্বিজ ৩৭৯
হবিশ্চন্দ্র বসু ৩৭৪
'হবি সুত নন্দলাল ২৪৬
হবিহব দত্ত ২৪৬
হবি(হব) সিংহ ১১
হবেকৃষ্ণ ঘোষ ৪৬০
হবেকৃষ্ণ দাস ৩১৭ ৩৬১ ৩৮৯*
হবেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায ২৯ ৪৬* ৮৩*
হবেন্দ্রনাবাযণ, মহাবাজা ৩১৮ ৩৬১ ৪৫০
হাবিবার্ত "ইান' ৪৬০
হামিদুল্লা ৪৭৪
হাবাধন দত্ত ১২৭ ১২৮, ১২৯ ১৮১* ২৭৮*
হাসিল দেব ৪১০
হীবালাল জৈন ২১৮*
হৃদয কাযস্থ ৪৬১
হৃদযচৈতন্য ৫৯
হৃদয "ব্রাহ্মণ" ২৪৮
হৃদযবাম ১৫৮, ১৬০, ১৮৫*
হৃদযলাল দত্ত ৫৩৮*
হৃদযানন্দ ৬২, ২৪৫, ২৫৩*
হৃদানন্দ, দ্বিজ ৩৩৯
হেমন্ত (হেম-সবস্বতী) ৩১৮
হেমন্ত দাস ৪৬০
হেমলতা ৫০ ৫২, ৬০, ৬১
হেমেন্দ্রনাথ পালিত ৪৬৩*
হেযাৎ মামুদ ৪০৯, ৪৪৭ ৪৪৯, ৪৬১* ৪৬২* ৪৬৬
হোবেস হেম্যান উইলসন ৫২৭
হ্যালহেড, এন বি ৪২৫, ৪৮২, ৫১৯

**বিবিধ**

অর্ধনাবীশ্বব সাধনা ৬৬
অধ্যাত্ম সঙ্গীত ৫২৩ ৫২৯

আখব ৩৫৬
আখড়াই গান ৫১৬, ৫১৭
আর্যা ৩৯৭ ৪৫৯, ৪৬১, ৫১২
উক্তি-প্রত্যুক্তি গাথা ৫০৩, ৫০৪
"এছলামী (ইসলামী) বাঙ্গালা" ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৭৫
কড়চা ৭২
কবি-গান ৫১৫, ৫১৬
কর্তাভজা ৫
কর্তাভজা সম্প্রদায ৩০৯, ৫২৭, ৫২৮
কর্তাভজাব গান ৫২৩, ৫২৭-৫৩০
কলিমা জালাল ১১১, ১১৬, ১১৯
কাযথলি আর্যা ৪৬১
কার্তিকেব গান ৪৫৯
কৃষ্ণযাত্রা ৫০৯ ৫১১
খেউড় ৫১৫, ৫১৬
গণিত কবিত' ৪৬০
গোহাল্যা গীত ২৮৪
ঘবভবা ১১৪
চর্যাগীতি ১৭ ১১৩
চিঠাব আর্যা ৪৬০
চিঠাব বচন ৪৬০
ছটপবব ১১০
ছড়া (বিভিন্ন) ৪৫৬ ৪৫৭
ছুট ৩৫৬
ছোট জালালি ১১১, ১১৬
'জযগোপালি' শব্দ ৯৭
জাবি গান ৪৫৯, ৫১৩ ৫১৪
জাগেব গান ৪৫৯
টপ্পা ৫১৫, ৫১৭ ৫১৮
ঢপ কীর্তন ৫০৯, ৫১০
ডাকেব বচন (ডাক পুরুষেব বচন) ৪৮৫
"ঢেউ" ৫২৮
তবজা ৪৫৯, ৫১২
তর্জাব লড়াই ৫১৬
তুক ৩৫৬, ৩৫৮*
দাঁড়া কবি ৫১২
নীলপট (সম্প্রদায) ৬৬
নীলাব বাবমাসি গান ৫০৩
নৈবাত্মা ৮৪*
পঞ্চ বসিক ৭১
পৈগ্গলাদ শাখা ১১১
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ৪৮৩, ৪৯০
বড় জালালি ১১৬
বরুণসব (বা বাজসূয) ১১১
বাইশ কবি ২৪৭
বাউল গান ৫২৪-৫২৬
বাদ্যানীব গান ৫০৪, ৫০৫, ৫০৯,
'বাচাল' ২৩৫
বাকোবাক্য ১১৯, ৫১২
বাবমতি (বা গৃহভবণ) ১১৪, ১২১ ১৬৯
বেরুনিযা ২৬১
বোলান ১১৯, ৫১২, ৫১৩
ব্রহ্মোদ্য ১১৮
ভৈবব-কালবাত্রী ৮৪*
'ভট্টভাষা ৪৫৯
"মাবফতি" গান ৫২৪
মালসী গান ৫১৪
মাযূব ৫১৪
যাত্রা ৫১১
যুগীকাচ ১৯৭
"বসবাজ' সাধনা ৩৩৮
বামপ্রসাদী গান ৪৩৫, ৪৩৬
"লহব" ৫২৮
শাড়ি গান (সাবি গান) ৫১৩, ৫৩৭*
শুভঙ্কবী আর্যা ৪৫৯
শুভঙ্কবী দাঁড়া ৪৫৯
শোচক ৫১৪
শ্রীবামপুব মিশন প্রেস ৪৮৩, ৪৯০
শ্রীবামপুবী বাঙ্গালা ৭৮৩
ষটকবি ২৪৭
সংজাত (বা সাংজাত) ১১৪, ১২১, ১৭২ ১৭৩
সহজিযা (সহজিযা বৈষ্ণব) ৫, ৭১, ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫, ৮৪*, ১১৯
সহজ বস্তু ৭২
সহজসেবা ৭২, ৭৩
"সহজী" ৭১, ৭২
"সন্ধা" ভাষা ৫২৩
সিলেটী নাগবী ৪৬৫
স্থানীয় দেব দেবী বন্দনা ৪৫৮-৪৫৯
হাপু গান ৪৫৭, ৪৫৮
হাকন্দ ১৮১*
হাকন্দ-তপস্যা ১২১, ১২৬
হেরুক ৮৪*
হেরুক-যোগিনী ৬৬
হাড়মালা ১৯৮

## ইংরেজি

A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscript, vol I (1990) ৫৩৯, ৫৪০
A Hostory of Brajabuli Literature ৪৯৯
Arte da Lingoa Canarim ৪১৫
Baru Chandidasa Singing the Glory of Lord Krishna The Srikrishna Kirtana ৫৩৯
Crepar Xastrer Orth, bheid ৩০৮
Gay's Fable ৫০২
Govindadasa's "Kalikamangal" ৫৩৯, ৫৪৪*
Persian Tales ৫০২
Notices of Sanskrit Manuscripts ৪৫*
Sufism Its Saints and Shrines ১৮০*
The Ancient Indian Royal Consecration ১৭৯*
Vocabulary English and Bengali ৪৬২

Albuqueerque ৮
Grierson, G A ৫৩৫
Hesterman, Johannes Cornelius ১৭৯*
Saloman, C ৫৪৪*
Klaiman, M H ৫৩৯
Subhan, John A ১৮০*
Turkalunkar, Jay Gopal৯৭
Vasco da Gama ৮
Virgin Mary ৫১৮